রিজাল শাস্ত্র
ও
জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত

ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন

রিজাল শাস্ত্র
ও
জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
গবেষণা বিভাগ

রিজাল শাস্ত্র
ও
জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত

ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
গবেষণা বিভাগ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত
ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৬৮

ইফাবা গবেষণা ঃ ৮৫
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২১৬৯
গ্রন্থাগার নম্বর ঃ ২৯৭.১২৪
ISBN : 984-06-0820-7

গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
মার্চ ২০০৪
চৈত্র ১৪১০
মহররম ১৪২৫

প্রকাশক
পরিচালক, গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩৩৩৯১

কম্পিউটার কম্পোজ
নিউ হাইটেক কম্পিউটার
জি, পি, ক- ৩৮, মহাখালী, ঢাকা

প্রচ্ছদ
গিয়াস উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মেসার্স আল-আমিন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা

মূল্য ঃ ১৫০.০০ টাকা মাত্র।

REJAL SHASTRYA O JAL HADISHER ITIBRITTA : Written by Dr. Muhammad Jamal Uddin and published by Director, Research Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. March 2004

Web site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Price : Tk 150.00; US Dollar : 5.00

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রতিবর্ণায়ন অনুসরণিকা	তেরো
সংকেত সূচি	চৌদ্দ-কুড়ি
প্রাথমিক কথা	একুশ-ছাব্বিশ

আল্-মুকাদ্দিমাহ্ ২৭-৯২

পরিচ্ছেদ–১ ঃ হাদীস -এর পরিচয় ২৯-৩৭

[হাদীস, সুন্নাহ্, খবর, আ-সা-র, হাদীসে কুদ্সী,'কুরআন ও হাদীসে কুদ্সীর পার্থক্য, হাদীসে কুদ্সী ও হাদীসে নববীর পার্থক্য, হাদীসের উৎস]

পরিচ্ছেদ–২ ঃ হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় বিশেষ পরিভাষা ৩৮-৬০

[রাবী, রিওয়ায়াত, সনদ, ইস্নাদ্, মুস্নিদ্, মুস্নাদ, রিজাল, মতন, মুহাদ্দিস, হাফিয্, হুজ্জাত, হাকিম, আদালাত, আদল, যাব্ত, সিকাহ্, শায়খ, শায়খায়ন, সিহাহ্ সিত্তাহ্, সহীহায়ন সুনামে আরবা'আ, মুত্তাফাক্ 'আলাইহ্, কুতুবুল-খাম্সা, আল্-জামি', আস্-সুনান, আল্-মুসনাদ, আল্-মু'জাম, আর্-রিসালাহ্, আল্-জুয;, আল্-গারীবাহ্, আল্-মুস্তাদ্রাক, আল্-মুস্তাখ্রাজ, কিতাবুল্-ইলাল, কিতাবুল-আত্রাফ]

পরিচ্ছেদ–৩ ঃ হাদীস-এর প্রকারভেদ ৬১-৯২

[মাকবূল হাদীস-এর প্রকারভেদ ঃ ১. সহীহ্ লি-যাতিহী, ২. হাসান লি-যাতিহী, ৩. সহীহ্ লি-গাইরিহী, ৪. হাসান লি-গাইরিহী, রাবীগণের সংখ্যা হিসেবে হাদীস-এর প্রকারভেদ ঃ ১. মুতাওয়াতির, ২. আহাদ, ক, মাশহূর বা মুস্তাফীয, খ. আযীয, গ. গারীব, মাকবূল হাদীস-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলী, যঈফ হাদীস-এর প্রকারভেদ ঃ যঈফ হাদীস, সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে য'ঈফ হাদীস-এর প্রধান কয়েক প্রকার ঃ আল্-মু'আল্লাক, আল্-মুরসাল, আল্-মু'দাল,

www.pathagar.com

আল্-মুন্কাতি', আল্-মুদাল্লাস, আল্-আন'আন্' ও আল্-মু'আন্'আন, রাবী অভিযুক্ত হওয়ার কারণে য'ঈফ হাদীস-এর প্রধান কয়েক প্রকার ঃ আশ্-শায, আল্-মুন্কার, আল্-মুয্তারাব, আল্-মু'আল্লাল, আল্-মুদ্রাজ, আল্-মাকলূব, আল্-মুন্কার, আল্-মাত্রূক, আল্-মাওযূ']

প্রথম খণ্ড

অধ্যায়–১ ঃ জাল হাদীস প্রসংগে ৯৩-২০০

পরিচ্ছেদ–১ ঃ জাল হাদীস-এর পরিচয় ৯৭-১০৪

[জাল হাদীস ঃ আভিধানিক অর্থ, পারিভাষিক অর্থ, জাল হাদীস-এর স্থান, হাদীস জালকারীদের অবলম্বিত পন্থা, জাল হাদীস-এর বিভিন্ন স্তর, জাল হাদীস কি হাদীসের মধ্যে গণ্য? জাল হাদীসকে হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করার কারণ, জাল হাদীস-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলী, হাদীস জালকারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলী]

পরিচ্ছেদ–২ ঃ জাল হাদীস-এর ইতিবৃত্ত ১০৫-১৩৯

[জাল হাদীস-এর সূচনা প্রসংগে বিভিন্ন অভিমত ঃ প্রথম অভিমত, দ্বিতীয় অভিমত, তৃতীয় অভিমত, চতুর্থ অভিমত, পঞ্চম অভিমত, অগ্রগণ্য অভিমত]

পরিচ্ছেদ–৩ ঃ জাল হাদীস রচনার কারণ ও উদ্দেশ্য ১৪০-১৯১

১. রাজনৈতিক দলসমূহ ঃ ক. শী'আ সম্প্রদায় ও জাল হাদীস, শী'আ মতবাদের ঐতিহাসিক পটভূমি, শী'আদের পরিচয়, শী'আদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, শী'আদের বিভিন্ন ফির্কা, শী'আ মতবাদ, কুরআন সম্পর্কে শী'আ আকীদা, হাদীস সম্পর্কে শী'আ 'আকীদা, শী'আদের হাদীস গ্রন্থ, হাদীস জালকরণে শী'আদের ভূমিকা, খ. খাওয়ারিজ ও জাল হাদীস ঃ খারিজীদের পরিচয়, খারিজীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, খারিজীদের বিভিন্ন ফির্কা, খারিজী মতবাদ, খারিজীরা কি সত্যিই জাল হাদীস রচনা করেছে?, ২. যিন্দীক সম্প্রদায় ও জাল হাদীস ঃ যিন্দীকদের পরিচয়, জাল হাদীস রচনায় যিন্দীকদের ভূমিকা, ৩. জাতি, গোত্র, ভাষা দেশ ও ইমাম প্রীতি, ৪. কিস্সা-কাহিনী ও ওয়ায নসীহাত ঃ কিস্সা-কাহিনীর সূচনা, হাদীস জালকরণে কথক বা ওয়ায ব্যবসায়ীদের ভূমিকা, ইমাম আহ্মাদ (র) ও জনৈক জালিয়াত, ইমাম

www.pathagar.com

আ'যম (র) ও জনৈক ওয়াইয, ইব্ন জারীর (র)-এর বিপদ, ৫. বিভিন্ন ধর্মীয় দল, আকীদাগত মতভেদ ও মাযহাবী গোঁড়ামী ঃ ক. মুরজিয়া সম্প্রদায়, খ. জাবরিয়া সম্প্রদায়, গ. কাদরিয়া সম্প্রদায়, ঘ. মু'তাযিলা সম্প্রদায়, ৬. দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা, ৭. শাসকদের নৈকট্য লাভ করা, ৮. যুদ্ধ-বিগ্রহে উত্তেজিত করার জন্যে, ৯. এক শ্রেণীর 'আলিমরূপী ব্যক্তি, ১০. সূফীগণ, ১১. ব্যক্তি স্বার্থ]

পরিচ্ছেদ–৪ ঃ জাল হাদীস-এর হুক্ম ১৯২-২০০

[জাল হাদীস রিওয়ায়াত-এর হুক্ম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে হাদীস জালকারীর হুক্ম, হাদীস জালকারীর তাওবা ও রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য কিনা?, ইসরা'ঈলী রিওয়ায়াত ও এর হুক্ম, সাল্ফে সালিহীন ও ইসরা'ঈলী রিওয়ায়াত, তাফসীর শাস্ত্রে জাল হাদীসের অনুপ্রবেশ, সনদবিহীন হাদীস রিওয়ায়াত]

অধ্যায়–২ ঃ জাল হাদীস রচনা প্রতিরোধে মুহাদ্দিসগণের ভূমিকা ২০১-২৬৫

পরিচ্ছেদ–১ ঃ জাল হাদীস প্রতিরোধের ব্যবস্থা ২০৩-২১৪

[১. জাল হাদীস রচনাকারীকে শাস্তি দেয়া, ২. রাবীর নিকট সাক্ষ্য তলব করা, ৩. রাবীর নিকট হতে হলফ গ্রহণ করা, ৪. হাদীসের সনদ বর্ণনা করতে বাধ্য করা, ৫. সনদ পরীক্ষা করা, ৬. হাদীসের বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন করা, ৭. মিথ্যাবাদীদের নিকট হতে হাদীস রিওয়ায়াত না করা ঃ ক. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে মিথ্যা রচনাকারী, খ. সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যাবাদী, ৮. বিদ'আতীদের নিকট হতে হাদীস রিওয়ায়াত না করা, ৯. যাদের রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে এবং যাদের রিওয়ায়াত গ্রহণ করা হবে না তাদের পরিচয়, ১০. যাদের রিওয়ায়াত গ্রহণ স্থগিত রাখতে হবে, তাদের কয়েক শ্রেণী, ১১. হাদীসের শ্রেণী বিভাগের জন্য সাধারণ নিয়মাবলী প্রণয়ন ও এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ, ১২. য'ঈফ রাবীগণের নিকট হতে হাদীস রিওয়ায়াত না করা, ১৩. কাহিনীকারদের নিকট হতে হাদীস রিওয়ায়াত না করা]

পরিচ্ছেদ–২ ঃ জাল হাদীস এর লক্ষণ ২১৫-২৩১

[ক-সনদে জালের লক্ষণ, খ- মতনে জালের লক্ষণ, বর্তমানকালে জাল হাদীস চিহ্নিত করার সঠিক পদ্ধতি]

পরিচ্ছেদ–৩ ঃ হাদীস জালকারীদের বিভিন্ন শ্রেণী ২৩২-২৪৩

[১. ঐসব রাবী যারা ইচ্ছপূর্বক জাল হাদীস রচনা করেছে, ২. ঐ সব মিথ্যাবাদী যারা সাহাবী হওয়ার দাবি করেছে, ৩. ঐ সব রাবী যারা হাদীস জাল করার কথা নিজেরাই স্বীকার করেছে, ৪. স্বীকারোক্তির

www.pathagar.com

স্থলাভিষিক্ত কথা যদ্বারা রাবীর মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণিত হয়, ৫. ঐসব রাবী যারা অনিচ্ছাকৃতভাবে জাল হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন]

পরিচ্ছেদ–৪ ঃ কতিপয় জাল হাদীস-এর উদাহরণ ২৪৪-২৪৯

পরিচ্ছেদ–৫ ঃ হাদীস জালকারীদের নামের তালিকা ২৫০-২৬৫

অধ্যায়–৩ ঃ জাল হাদীস রচনা প্রতিরোধে মুহাদ্দিগণের প্রচেষ্টার ফলাফল ২৬৬-২৭৮

[১. হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন, ২. হাদীস-এর পরিভাষা সম্পর্কীয় ইল্ম, ৩. ইল্মুল্-জার্হি ওয়াত্-তা'দীল, ৪. উলূমুল-হাদীস, ৫. জাল হাদীস-এর গ্রন্থাবলী, ৬. মুখে মুখে চলে আসা হাদীস-এর গ্রন্থাবলী]

দ্বিতীয় খণ্ড

অধ্যায়–১ ঃ রিজাল শাস্ত্র প্রসংগে ২৮১-২৯৪

পরিচ্ছেদ–১ ঃ আস্মা'উর্, রিজাল-এর পরিচয় ২৮৩-২৮৬

পরিচ্ছেদ–২ ঃ রিজাল শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ২৮৭-২৯০

অধ্যায়–২ ঃ রাবীগণের বিভিন্ন স্তর ২৯১-৩৯৬

পরিচ্ছেদ–১ ঃ সাহাবীগণের স্তর ২৯৫-৩২৮

[সাহাবীর পরিচয়, সাহাবীগণের মর্যাদা, সাহাবী চিনবার উপায়, সাহাবীগণের স্তর, সাহাবীগণের আদালাত, সাহাবীগণের প্রতি আস্থা নষ্ট করার অপচেষ্টা, বিভিন্ন শহরে সাহাবীগণ, কূফায় বসবাসকারী সাহাবীগণ, মক্কায় বসবাসকারী সাহাবীগণ, বসরায় অবস্থানকারী সাহাবীগণ, মিসরে বসবাসকারী সাহাবীগণ, সিরিয়ায় বসবাসকারী সাহাবীগণ, জাযীরায় অবস্থানকারী সাহাবীগণ, খুরাসানে বসবাসকারী সাহাবীগণ, সাহাবীগণের আবাস ভূমি ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র, সাহাবীগণের সংখ্যা, সাহাবীগণের ইল্ম, অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ ঃ ১. আবূ হুরায়রা (রা), ২. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা), ৩. আনাস ইব্ন মালিক (রা), ৪. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা), ৫. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা), ৬. জাবির ইব্ন আব্দিল্লাহ্ (র), ৭. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা), দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারী সর্বশেষ সাহাবী]

পরিচ্ছেদ–২ ঃ তাবি'ঈগণের স্তর ৩২৯-৩৫৩

[প্রাথমিক কথা, তাবি'ঈর পরিচয়, তাবি'ঈগণের মর্যাদা ও স্থান, তাবি'ঈগণের স্তর, সাতজন ফকীহ্ তাবি'ঈ, সর্বোত্তম তাবি'ঈ, সর্বোত্তম

www.pathagar.com

মহিলা তাবি'ঈ, তাবি'গণের সংখ্যা, বিভিন্ন শহরে তাবি'ঈগণ ঃ মদীনা, মক্কা, কূফা, বসরা, সিরিয়া, মিসর, ইয়ামান, কয়েকজন প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ মুহাদ্দিস ঃ ১. সা'ঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যিব (র), ২. উরওয়া ইব্নুয্ যুবাইর (র), ৩. ইব্ন শিহাব আয্-যুহরী (র), ৪. নাফি' মাওলা ইব্ন উমর (র), ৫. উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ (র), ৬. সালিম ইব্ন আব্দিল্লাহ্ (র), ৭. ইক্রিমা মাওলা ইব্ন আব্বাস (র), ৮. ইব্রাহীম আন্-নাখ'ঈ (র), ৯. ইমাম আশ্-শা'বী (র), ১০. আল্কামা ইব্ন কায়স (র), ১১. মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (র), ১২. হাসান আল্-বসরী (র), ১৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ (র), ১৪. উমর ইব্ন আব্দিল্ আযীয় (র), ১৫. ইমাম মাক্হূল (র), দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারী সর্বশেষ তাবি'ঈ]

পরিচ্ছেদ–৩ ঃ তাবে'-তাবি'ঈগণের স্তর ৩৫৪-৩৭৩

[প্রাথমিক কথা, তাবে'-তাবি'ঈর পরিচয়, তাব'-তাবি'ঈগণের মর্যাদা ও স্থান, তাবে'-তাবি'ঈনের যুগ, হাদীস রিওয়ায়াতে সতর্কতা অবলম্বন, ফিত্নার সূচনা ও রাবীগণের যাচাই-বাছাই, সনদের গুরুত্ব, বিচার বিশ্লেষণ ও সমালোচনার সর্বোচ্চ মানদণ্ড, হাদীস, ইতিহাস ও সীরাতের পার্থক্য, হাদীস সংকলন সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা ও তার জবাব, য'ঈফ ও সিকাহ্ রাবীগণের চিহ্নিতকরণ, রাবীগণের সমালোচনা করা অথবা দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা কি গীবাতের অন্তর্ভুক্ত]

পরিচ্ছেদ–৪ ঃ রাবী ও হাদীস রিওয়ায়াতের মূলনীতি ৩৭৪-৩৯৬

[তাবি'ঈ ও তাবে'-তাবি'ঈর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ, রাবীর নাম ও কুনিয়াতের পরিচয়, রাবীর একাধিক নামের পরিচয়, রাবীর লকবের পরিচয়, পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ বিভিন্ন নাম, গোত্র ও বংশের পরিচয়, নাম ও বংশ এক কিন্তু ব্যক্তি ভিন্ন এরূপ রাবীগণের পরিচয়, পিতা ছাড়া অন্য নামের সাথে সম্পৃক্ত রাবীগণের পরিচয়, রাবীগণের বংশগত পরিচয়, রাবীর নাম ও পিতার নামের উলট-পালট, মুব্হাম বা নাম অনুল্লেখিত রাবীর পরিচয়, শেষ বয়সে স্মরণশক্তি লোপ পাওয়া রাবীগণের পরিচয়, রাবীর বয়সের পরিচয়]

অধ্যায়–৩ ঃ রিজাল শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৩৯৭-৪৫৪

পরিচ্ছেদ–১ ঃ রিজাল শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৩৯৯-৪০৪

[রিজাল শাস্ত্রের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, হিজরী প্রথম শতাব্দী, দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনা, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী, হিজরী তৃতীয় শতাব্দী]

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ–২ ঃ রিজাল শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমামগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী 405-442

[১. ইমাম আবূ হানীফা (র), ২. মা'মার ইব্ন রাশিদ (র), ৩. হিশাম আদ্-দাস্তাওয়াঈ (র), ৪. ইমাম আল্-আওযা'ঈ (র), ৫. শু'বা ইব্নুল হাজ্জাজ (র), ৬. সুফইয়ান আস্-সাওরী (র), ৭. ইমাম মালিক (র), ৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল্-কাত্তান (র), ৯. ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র), ১০. মুহাম্মাদ সা'দ (র), ১১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র), ১২. 'আলী ইব্নুল মাদীনী (র), ১৩. আবূ খাইসামা (র), ১৪. ইমাম আহমাদ (র), ১৫. আল্-ফাল্লাস (র), ১৬. ইমাম আল্-বুখারী (র), ১৭. ইমাম মুসলিম (র), ১৮. আবূ যুর'আ আর্-রাযী (র), ১৯. ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (র), ২০. আবূ দাঊদ (র), ২১. আবূ হাতিম আর্ রাযী (র), ২২. ইমাম আত্-তিরমিযী (র), ২৩. আবূ যুর'আ আদ্-দিমাশকী (র), ২৪. আবূ বকর আল্-বায্যার (র), ২৫. ইমাম আন্-নাসা'ঈ (র), ২৬. ইব্ন খুযাইমা (র), ২৭. ইব্ন জারীর আত্-তাবারী (র), ২৮. ইমাম আত্-তাহাবী (র), ২৯. ইমাম আল্-'উকাইলী (র), ৩০. ইব্ন আবী হাতিম (র), ৩১. ইব্ন হিব্বান (র), ৩২. ইব্ন আদী (র), ৩৩. ইমাম আদ্-দারে কুতনী (র), ৩৪. ইমাম আল্-হাকিম (র), ৩৫. ইমাম আল্-বায়হাকী (র), ৩৬. ইব্ন আব্দিল্ বার্ (র), ৩৭. খতীব আল্-বাগদাদী (র), ৩৮. ইব্ন মা'কূলা (র), ৩৯. আস্-সাম'আনী (র), ৪০. ইব্নুল্-জাওযী (র), ৪১. আব্দুল্ গনী আল্-মাক্দিসী (র), ৪২. ইব্ন খালফূন (র), ৪৩. হাসান্ আস্-সাগানী (র), ৪৪. হাফিয আবুল-হাজ্জাজ আল্-মিয্যী (র), ৪৫. ইমাম আয্-যাহাবী (র), ৪৬. ইব্ন হাজার আল্-'আস্কালানী (র), ৪৭. ইমাম আস-সুয়ূতী (র)]

পরিচ্ছেদ–৩ ঃ রিজাল শাস্ত্রের ওপর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী 443-454

[সাধারণ গ্রন্থাবলী, সাহাবীগণের জীবনী সম্বলিত গ্রন্থাবলী, শুধু সিকাহ্ রাবীগণের ওপর রচিত গ্রন্থাবলী, শুধু য'ঈফ রাবীগণের উপর রচিত গ্রন্থাবলী, মুদাল্লিস ও মুরসিল রাবীগণের জীবনী সম্বলিত গ্রন্থাবলী, রাবীগণের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী, রাবীগণের নাম, লকব ও কুনিয়াত সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী, বিশেষ বিশেষ কিতাবের রাবীগণের জীবনী সম্বলিত গ্রন্থাবলী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ 455-468

www.pathagar.com

মহাপরিচালকের কথা

ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হাদীস। জ্ঞানের উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআন মজীদের পরেই হাদীসের স্থান। প্রকৃতপক্ষে হাদীস হলো কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা স্বরূপ। পবিত্র কুরআন ইসলামী জীবন বিধানের মৌলিক নীতি পেশ করেছে। আর হাদীস বা সুন্নাহ্ সে সব মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও মূলনীতি বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা পেশ করেছে। হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হাদীসের উৎপত্তিকাল হতে গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরে এর সংরক্ষণের জন্য সকল প্রকার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরাট হাদীস সম্ভারের সঙ্গে কিছু জাল হাদীস মিশে গেছে। অবশ্য মুহাদ্দিসগণ এই জাল হাদীসসমূহকে পৃথকভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করে হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেছেন।

মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎভাবে রাবীগণের সার্বিক অবস্থা তথা বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, জন্মের সন-তারিখ, তাঁর নৈতিক ও মানসিক অবস্থা, তিনি কার কার নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁর নিকট থেকে কারা কারা হাদীস শ্রবণ করেছেন ইত্যাদি বিষয়গুলো অতি সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এ গ্রন্থই 'রিজাল শাস্ত্র' বা 'আসমাউর-রিজাল' নামে পরিচিত।

হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে এরূপ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও কখন থেকে কিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের সঙ্গে জাল হাদীসের সংমিশ্রণ ঘটলো এবং মুহাদ্দিসগণ কিভাবে এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলে হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করলেন, এ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন ছিল বিধায় গবেষক ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন অত্যন্ত পরিশ্রম করে "রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত" শিরোনামের এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এ জন্য আমরা লেখককে ধন্যবাদ জানাই। বইটির গুরুত্ব বিবেচনা করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এটি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মহান আল্লাহ্ আমাদের প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

এ.জেড.এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

পবিত্র কুরআন ইসলামী শরী'আতের প্রধানতম উৎস। আর হাদীস হচ্ছে ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে হাদীস কুরআন মজীদেরই ব্যাখ্যা। "রিজাল শাস্ত্র" মুসলমানদের আবিষ্কৃত ইলমে হাদীসের একটি বিশেষ পরিভাষার নাম। এর মাধ্যমে হাদীস বর্ণনাকারীগণের নাম ও পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাই এর নাম 'আসমাউর রিজাল'। একটি হাদীসে দু'টি অংশ থাকে সনদ ও মতন। আর সনদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সনদে উল্লেখিত সাহাবা, তাবিঈ তথা সকল বর্ণনাকারীর সার্বিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায়। এ কারণে একে হাদীস জ্ঞানের অর্ধেক বলা হয়ে থাকে। এছাড়া ইলমে হাদীসের যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে, তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রিজাল শাস্ত্র।

জাল হাদীস মূলত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস নয়; এটি মানুষের মনগড়া কথা। মুহাদ্দিসগণ একে আল-মাওযূ' নামে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে কেউ ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কথা বললে তার জাহান্নাম ছাড়া গত্যন্তর নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেই বলেছেন ঃ

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار -

"আমার নামে ইচ্ছাপূর্বক কেউ কোন মিথ্যা কথা বললে সে যেন জাহান্নামে তার স্থান করে নেয়।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ তাঁর নামে জাল হাদীস বর্ণনা করা তো দূরের কথা, জানা সহীহ্ হাদীসও বর্ণনা করতে তাঁরা ভয় করতেন। এরূপ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও কখন থেকে কিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের সঙ্গে জাল হাদীসের সংমিশ্রণ ঘটলো এবং মুহাদ্দিসগণ কিভাবে এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলে হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করলেন এ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণা করার গুরুত্ব অপরিসীম। তরুণ গবেষক ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন ব্যাপক গবেষণা কর্ম চালিয়ে "রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত" শিরোনামের আলোচ্য গ্রন্থখানা রচনা করেছেন। গ্রন্থটির প্রুফ দেখার দায়িত্ব পালন করেছেন জনাব কালাম আযাদ। এটি বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের জগতে একটি অমূল্য সংযোজন হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। গ্রন্থটি প্রকাশের কাজে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক মুবারকবাদ। আল্লাহ্ আমাদের পরিশ্রম কবূল করুন। আমীন!

পরিচালক
গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার বাবা আলহাজ মুহাম্মদ তমিজ উদ্দীন
ও
আমার স্নেহময়ী মা নূরজাহান বেগম,
যাদের অকৃত্রিম স্নেহ মমতা ও দু'আ
আমার অনুপ্রেরণার উৎস।

www.pathagar.com

প্রতিবর্ণায়ন অনুসরণিকা

আরবী হরফের বাংলা প্রতিবর্ণ

ব্যঞ্জন-বর্ণ		ব্যঞ্জন-বর্ণ		স্বর-বর্ণ	
আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবী স্বরধ্বনি	বাংলা প্রতিস্বর
ء = ا	ঊর্ধ্ব কমা (')	ض	দ, দ্ব	ـَ	অ, আ
ب	ব	ط	ত্ব	ـِ	ই = ি
ت	ত	ظ	য	ـُ	উ = ু
ث	স	ع	উল্টো কমা (')	ـَا	আ = া
ج	জ	غ	ঘ	ـِيْ	ঈ = ী
ح	হ	ف	ফ	ـُوْ	ও
خ	খ	ق	ক	وْ	উ
د	দ	ك	ক	ـً	অন্
ذ	য	ل	ল	ـٍ	ইন্
ر	র	م	ম	ـٌ	উন্
ز	য	ن	ন	ـْ	্ = হস্ চিহ্ন
س	স	و	ব, ও	ـّ	বর্ণদ্বিত চিহ্ন/ ্য
ش	শ	ة = ه	হ, ঃ		
ص	স, স্ব	ي	য়		

দ্র. যে সব আরবী শব্দ দীর্ঘদিনের ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম রক্ষা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সংকেত সূচি

আন্-নাহ্জুল হাদীস	ঃ	আন্-নাহ্জুল হাদীস ফী মুখতাসারি উলূমিল হাদীস –ডক্টর আলী মুহাম্মাদ নাসার,
আস্-সুন্নাহ্	ঃ	আস্-সুন্নাহ্ কাবলাত্ তাদ্বীন –ডক্টর মুহাম্মাদ আজ্জাজ আল্-খতীব,
কাওয়া'ইদুদ-তাহ্দীস	ঃ	কাওয়া'ইদুত্ তাহ্দীস মিন্ ফুনূনি মুস্তালাহিল হাদীস – মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন আল্-কাসিমী (র),
ফাত্হুল-মুগীস	ঃ	ফাত্হুল-মুগীস শার্হু আল্ফিয়াতিল হাদীস লিল ইরাক –মুহাম্মাদ ইব্ন আবদির রহমান আস্-সাখাবী (র)
আল্-মুফ্রাদাত	ঃ	আল্-মুফরাদাত ফী গারীবিল্ কুরআন –আর রাগিব ইস্পাহানী (র),
হাদীস সংকলন	ঃ	হাদীস সংকলনের ইতিহাস –মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (র),
আস্-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা	ঃ	আস্-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফিত্-তাশ্রী'ইল্ ইসলামী – ডক্টর মুস্তাফা আস্-সুবা'ঈ (র),
আস্-সুন্নাতুন্-নাবাবিয়্যাহ্	ঃ	আস্ সুন্নাতুন্-নাবাবিয়্যাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফিত্-তাশ্রী'ই – আব্বাস মুতাওয়াল্লী হাম্মাদাহ্,
আল্-ইরশাদ	ঃ	ইরশাদুল-ফাহুল ইলা তাহ্কীকিল-হক মিন ইল্মিল্-উসূল – মুহাম্মাদ ইব্ন আলী আশ্-শাওকানী (র)
আন্-নুয্হা	ঃ	নুয্হাতুন্-নযর শারহু নুখবাতিল্ ফিকার ফী মুস্তালাহিল-আ-সা-র –ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (র)

www.pathagar.com

আল্-কামূস	ঃ	আল্-কামূসুল মুহীত-মুহাম্মদ ইব্ন ইয়া'কূব মাজদুদ্দীন আল-ফীরূযাবাদী (র)
আল্-ই'লা	ঃ	ই'লাউস্-সুনান -যাফার আহ্মাদ আল্-'উসমানী,
আত্-তাদ্রীব	ঃ	তাদরীবুর-রাবী ফী শারহি তাকরীবিন্-নাবাবী -জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র),
আল্-ইতহাফাত	ঃ	আল্-ইত্তিহাফাতুস্-সুন্নিয়াহ ফিল্-আহাদীসিল-কুদ্সিয়াহ-আব্দুর্ রউফ আল্-মানাবী (র),
'উলূমুল-হাদীস	ঃ	উলূমুল-হাদীস ওয়া মুস্তালাহুহু -ডক্টর সুব্হী আস্-সালিহ্,
আল্-বা'স	ঃ	আল্-বা'সুল্-ইসলামী-নাদ্ওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ,
আত্-তাফ্সীর	ঃ	তাফ্সীরুল-কুরআনিল-আযীম -ইব্ন কাসীর ইস্মা'ঈল ইব্ন 'আমর (র)
হাদীছের তত্ত্ব	ঃ	হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস -মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আ'জমী (র),
মুস্তালাহুল্ হাদীস	ঃ	তাইসীরু মুস্তালাহিল হাদীস -ডক্টর মাহমূদ আত্-তাহ্হান,
তায্কিরাহ্	ঃ	তায্কিরাতুল-হুফ্ফায -শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ আয্-যাহাবী (র),
তারীখ	ঃ	তারীখে ইল্মে হাদীস - মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহ্সান (র),
আত্-তুহ্ফাহ্	ঃ	তুহফাতুল আহ্ওয়াযী বি-শার্হি জামি'ইত্-তিরমিযী -মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান আল্-মুবারাকপুরী,
আল্-ওয়ায্'উ	ঃ	আল্-ওয়ায্'উ ফিল্-হাদীস -ডক্টর উমার ইব্ন হাসান ফালাতা,
ফাতাওয়া	ঃ	মাজমূ' ফাতাওয়া -ইব্ন তাইমিয়া (র),

www.pathagar.com

আল্-বা'ইসুল হাসীস্	ঃ	আল্-বা'ইসুল-হাসীস্ ফী ইখ্তিসারি উলূমিল হাদীস–হাফিয্ ইব্ন কাসীর (র),
আন্-নুখবাহ্	ঃ	শারহু নুখবাতিল-ফিকার ফী মুস্তালাহি আহ্লিল -আ-সা-র –ইব্ন হাজার আল-আস্কালানী (র),
আত্-তাওযীহ্	ঃ	তাওযীহুল-আফকার লিমা'আনী তান্কীহিল-আন্যার -মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আস্-সান'আনী (র),
আয্-যু'আফা	ঃ	আয-যু'আফাউল-কাবীর –আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন আমর আল্-উকাইলী (র)
আল্-মাওকিযা	ঃ	আল-মাওকিযা ফী ইল্মি-মুস্তালাহিল হাদীস –ইমাম আয্-যাহাবী (র),
আল্-মাস্নূ'	ঃ	আল্-মাস্নূ' ফী মা'রিফতিল্ হাদীসিল্-মাওযূ' –মুল্লা আলী ইব্ন সুলতান আল্-কারী (র),
আল্-মিস্বাহ্	ঃ	আল্ মিস্বাহু ফী উলূমিল-হাদীস –আস্ সাইয়িদ কাসিম আল্-আন্দীজানী (র),
আল্-মিফতাহ্	ঃ	মিফতাহুল-জান্নাহ্ ফিল-ইহ্তিজাজ বিস্ সুন্নাহ্ –ইমাম আস্ সুয়ূতী (র),
আত্-তাবাকাত	ঃ	আত্-তাবাকাতুল-কুবরা–মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ (র),
তাদ্বীন	ঃ	তাদ্বীনে হাদীস –মানাযির আহ্সান গীলানী (র),
আল্-মীযান	ঃ	মীযানুল-ই'তিদাল ফী নাক্দির্-রিজাল –ইমাম আয্-যাহাবী (র),
আত্-তারীখ	ঃ	আত্-তারীখুল কাবীর –মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (র),
আত্-তাহ্যীব	ঃ	তাহ্যীবুত্-তাহ্যীব –ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (র),
আল্-জারহ্	ঃ	কিতাবুল্-জারহ্ ওয়াত্-তা'দীল –ইব্ন আবী হাতিম আব্দুর রহ্মান আর্-রাযী (র),

www.pathagar.com

তারীখুস্-সুন্নাহ্	ঃ	বাহ্সুন ফী তারীখিস্-সুন্নাহ্ আল্-মুশার্রাফাহ্ –ডক্টর আকরাম যিয়া আল-উমরী (র),
আল্-ইসাবাহ্	ঃ	আল্-ইসাবাহ্ ফী তাম্ঈযিস্-সাহাবাহ্ –ইব্ন হাজার আল্-আস্কালানী (র),
উসদুল্-গাবাহ্	ঃ	উসদুল-গাবাহ্ ফী মা'রিফাতিস্-সাহাবাহ –ইব্নুল্ আসীর (র),
লামহাত	ঃ	লামহাতু মিন তারীখিস্-সুন্নাতিল্ মুশার্রাফা –শায়খ আব্দুল-ফাত্তাহ্ আবূ গুদ্দাহ্,
আত্-তুহ্ফা	ঃ	আত্-তুহ্ফাতুল্ ইস্না আশারিয়্যাহ্ –শাহ আব্দুল-আযীয (র),
আল্-লিসান	ঃ	লিসানুল্ মীযান –ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (র),
আল্-আবাতীল	ঃ	আল্-আবাতীল ওয়াল্-মানাকীর ওয়াস্-সিহাহ্ ওয়াল্ মাশাহীর –আবূ আব্দিল্লাহ হুসাইন ইব্ন ইব্রাহীম (র),
আল্-বিদায়াহ্	ঃ	আল্-বিদায়াহ্ ওয়ান্-নিহায়াহ্ –ইব্ন কাসীর (র),
আসহাবে রাসূল	ঃ	আসহাবে রাসূলের জীবন কথা –মুহাম্মাদ আব্দুল মাবূদ,
আল্-ইমামাহ্	ঃ	আল্-ইমামাহ্ ওয়াস্-সিয়াসাহ্ –ইব্ন কুতায়বাহ্ (র),
সিয়ার	ঃ	সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা –ইমাম আয্-যাহাবী (র),
আল্-কামিল	ঃ	আল্-কামিল ফিত্-তারীখ –ইব্নুল আসীর (র),
আল্-মাকালাত	ঃ	মাকালাতুল্-ইসলামিঈন ওয়া ইখ্তিলাফুল-মুসাল্লিঈন –আবূ হাসান আল-আশ'আরী (র),

www.pathagar.com

নাহ্‌জুল্‌-বালাগাহ্‌	ঃ	শার্‌হু নাহ্‌জিল-বালাগাহ্‌ –ইব্‌ন আবিল-হাদীদ,
আল্‌-ফাস্‌ল	ঃ	আল্‌-ফাস্‌ল ফিল-মিলাল ওয়াল্‌-আহওয়া' ওয়ান্‌-নিহাল –ইব্‌ন হাযম (র),
আল্‌-ফাত্‌হ	ঃ	ফাত্‌হুল-বারী –ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী (র),
আল্‌-আ'ইয়ান	ঃ	আ'ইয়ানুশ্‌-শী'আ –সাইয়িদ মুহাম্মাদ আমীন আল্‌-হুসাইনী,
আল্‌-কিফায়াহ্‌	ঃ	আল-কিফায়াহ্‌ ফী উসূলিস্‌-সিমা' ওয়ার্‌-রিওয়ায়াহ –আহ্‌মাদ ইব্‌ন আলী আল্‌-খতীব্‌ আল্‌-বাগদাদী (র),
আল্‌-মিন্‌হাজ	ঃ	মিন্‌হাজুস-সুন্নাহ্‌ –ইব্‌ন তাইমিয়া (র),
আল্‌-মুন্‌তাকা	ঃ	আল্‌-মুন্‌তাকা মিন্‌ মিন্‌হাজিস্‌-সুন্নাহ্‌ আন্‌-নাবাবিয়্যাহ্‌–ইমাম আয্‌-যাহাবী (র)
আল্‌-জামিউ লি আখলাকির্‌-রাবী	ঃ	আল্‌-জামিউ লি আখলাকির্‌-রাবী ওয়া আদাবিস্‌-সামি' –আল্‌-খতীব আল-বাগদাদী (র),
আল্‌-ফাওয়া'ইদুল-মাজমূ'আহ্‌	ঃ	আল্‌-ফাওয়া'ইদুল্‌-মাজমূ'আহ্‌ ফিল-আহাদীসিল্‌ -মাওযূ'আহ্‌ –আশ্‌-শাওকানী (র),
আল্‌-ওয়াশী'আহ্‌	ঃ	আল্‌-ওয়াশী'আতু ফী নাক্‌দি আকাইদিশ্‌-শী'আহ্‌ –মূসা জারুল্লাহ্‌,
তাজুল্‌-আরূস	ঃ	তাজুল্‌-আরূসি মিন জাওয়াহিরিল্‌-কামূস –মুহাম্মাদ মুরতাযা আয্‌-যুবাইদী,
তান্‌যীহুশ্‌-শরী'আহ্‌	ঃ	তান্‌যীহুশ্‌-শরী'আতিল্‌-মারফূ'আহ্‌ আনিল্‌-আখবারিশ্‌-শানী'আতিল-মাওযূ'আহ্‌ –আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-কিনানী(র),
আল্‌-মাসনূ'আহ্‌	ঃ	আল্‌-লা'আলী'উল-মাসনূ'আহ ফিল্‌-আহাদীসিল-মাওযূ'আহ্‌ –জালালুদ্দীন আস্‌-সুয়ূতী (র),

www.pathagar.com

আত্-তাহ্যীর	ঃ	তাহযীরুল্-খাওয়াস মিন্ আকাযীবিল-কিসাস্ –জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র),
আল্-ইসরা'ঈলিয়াত	ঃ	আল্-ইসরা'ঈলিয়াত ওয়াল-মাউযূ'আহ্ ফী কুতুবিত্-তাফসীর–মুহাম্মাদ আবূ শাহ্বাহ্,
আত্-তাজরীদ	ঃ	তাজরীদু আসমা'ইস্-সাহাবা –ইমাম আয্-যাহাবী (র),
আদ্-দিওয়ান	ঃ	দিওয়ানুয্-যু'আফা ওয়াল-মাত্রূকীন –ইমাম আয্-যাহাবী (র),
আদ্-দুরারুল-মুন্তাসারাহ্	ঃ	আদ্-দুরারুল-মুন্তাসারাহ্ ফিল-আহ্দীসিল্-মুশ্তাহারাহ্ –ইমাম আস্-সুয়ূতী (র),
আল-ফাওয়া'ইদুল-মাওযূ'আহ	ঃ	আল-ফাওয়া'ইদুল-মাওযূ'আহ্ ফিল্-আহাদীসিল্-মাওযূ'আহ্ –আল্-কারামী,
আল্-মাকাসিদুল-হাসানাহ্	ঃ	আল্-মাকাসিদুল-হাসানাহ্ ফী বায়ানি কাসীরিম্ মিনাল-আহাদীসিল্-মুশ্তাহারাহ্ আলাল্-আল্সিনাহ্-ইমাম আস্ সাখাবী (র),
আল্-আস্রাররুল-মারফূ'আহ্	ঃ	আল্-আসরাররুল-মারফূ'আতু ফিল্-আখ্বারিল-মাওযূ'আহ্– মুল্লা আলী আল্-কারী (র),
ফাইযুল্-কাদীর	ঃ	ফাইযুল-কাদীর শারহু জামি'উস্-সাগীর –আব্দুর রউফ আল্-মানাবী (র),
আল্-কাশ্ফ্	ঃ	কাশফুয্-যুনূন আন্ আসামিল-কুতুব্ ওয়াল-ফুনূন –হাজী খলীফাহ্ মুস্তাফা ইব্ন আব্দিল্লাহ্ (র),
আত্-তাক্রীব্	ঃ	তাক্রীবুত্-তাহ্যীব্ –ইব্ন হাজার আল-আস্কালানী (র),
আল্-ইহ্কাম	ঃ	আল-ইহ্কামু ফী উসূলিল-আহ্কাম্ –আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল্-আমিদী (র),

www.pathagar.com

জামি'উল্-উসূল	ঃ	জামি'উল্-উসূল মিন্ আহাদীসির্-রাসূল –ইব্নুল আসীর আল্-জাযরী (র),
উম্তাদুল-কারী	ঃ	উম্দাতুল-কারী শার্হু সহীহিল্-বুখারী –বদরুদ্দীন আল-'আইনী (র)
আর্-রিয়াদুল-মুস্তাতাবাহ্	ঃ	আর্-রিয়াদুল-মুস্তাতাবাহ্ ফী জুমলাতি মান্ রাওয়া ফিস্-সহীহাইনি মিনাস্-সাহাবা–ইয়াহ্ইয়া আল্-আমিরী (র),
আস্-সুয়ূতী (১৯৭৯)	ঃ	জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র)-এর ১৯৭৯ সনে প্রকাশিত গ্রন্থ,
(সা)	ঃ	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
(রা)	ঃ	রাদিয়াল্লাহু আনহু
(আ)	ঃ	আলাইহিস্-সালাম
(র)	ঃ	রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহ্
(জ.)	ঃ	জন্ম
(মৃ.)	ঃ	মৃত্যু
(হি.)	ঃ	হিজরী সন
(খ্রি.)	ঃ	খ্রিস্টাব্দ
(১৩৯৯/১৯৭৯)	ঃ	প্রথমোক্তটি হিজরী সন এবং পরবর্তীটি 'ঈসায়ী সন।
(দ্র.)	ঃ	দ্রষ্টব্য
(খ.)	ঃ	খণ্ড
(ড.)	ঃ	ডক্টর
(পৃ.)	ঃ	পৃষ্ঠা
(তা. বি.)	ঃ	তারিখ বিহীন
সং	ঃ	সংস্করণ

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রাথমিক কথা

এ অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য হলো রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা। আর এ কারণেই এর শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে 'রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত'।

ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হাদীস। জ্ঞানের উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। প্রকৃতপক্ষে হাদীস হলো কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা স্বরূপ। পবিত্র কুরআন ইসলামী জীবন বিধানের মৌলিক নীতি পেশ করেছে। আর হাদীস বা সুন্নাহ্ সে সব মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও মূলনীতি বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা পেশ করেছে।[১] এ কারণেই ইসলামী জীবন বিধানে পবিত্র কুরআনের সংগে সংগে হাদীসের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

–"রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।"[২]

আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করা যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্য ছাড়া সম্ভব নয়, তেমনি হাদীসকে বাদ দিয়ে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করাও অসম্ভব। এ কারণেই অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্য করাকে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য বলে অভিহিত করেছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ঃ

---

১. যেমন সালাত ও যাকাত সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে "সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও।" (আল-কুরআন, সূরা আল্-বাকারা, ২ ঃ ৮৩) কিন্তু কিভাবে, কয় রাকা'আত সালাত কায়েম করতে হবে, তা বলা হয়নি। অনুরূপভাবে কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে কত পরিমাণ যাকাত দিতে হবে, কুরআন মাজীদে তারও কোন উল্লেখ নেই। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশমত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোর যে সব নিয়ম-পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাই হচ্ছে সুন্নাহ্ বা হাদীস।

২. আল্-কুরআন, সূরা আল্-হাশর, ৫৯ ঃ ৭।

www.pathagar.com

—"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, বস্তুত সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল"।[৩] সুতরাং যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ্ বা হাদীসকে অস্বীকার করে, প্রকারান্তরে তারা আল্লাহ্ তা'আলাকেই অস্বীকার করে। গোটা মুসলিম উম্মাহ্ই ইসলামের ভিত্তি হিসেবে পবিত্র কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে হাদীসকেও স্বীকার করে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ সৃষ্টি হয়নি।

ইসলামী শরী'আতের প্রথম উৎস পবিত্র কুরআন হিফাযত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

—"নিশ্চয়ই আমি নিজেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছি, আর আমি নিজেই এর রক্ষক"।[৪]

পবিত্র কুরআন যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে অক্ষুণ্ন ও অপরিবর্তিতভাবে সংরক্ষিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, ঠিক অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসকেও ধ্বংস ও বিলুপ্তির করাল গ্রাস হতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হাদীসের উৎপত্তিকাল হতে গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরে এর সংরক্ষণের জন্য সকল প্রকার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস যাতে সর্বোত্তমভাবে সংরক্ষিত থাকে এবং তাতে কোন প্রকার মিথ্যার সংমিশ্রণ না ঘটে, সে জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে কোন এক স্তরেও বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়নি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, হাদীসের এই দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় এমন একটি অবস্থা দেখা গিয়েছে, যখন দুষ্ট লোকেরা স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধি কিংবা অসদুদ্দেশ্যে নিজেদের কথাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস নামে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে এবং তাদের (মনগড়া) এমন কিছু কিছু কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরাট হাদীস সম্ভারের সঙ্গে মিশে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেছে। অবশ্য আমাদের মুহাদ্দিসগণ এই জাল (মিথ্যা) হাদীসসমূহকে পৃথকভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করে হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেছেন। এ জন্যে তাঁরা (মুহাদ্দিসগণ) হাদীস বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎভাবে রাবীগণের সার্বিক অবস্থা তথা বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, জন্মের সন-তারিখ, তাঁর নৈতিক ও মানসিক অবস্থা, তিনি কার কার নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁর নিকট থেকে কারা কারা হাদীস শ্রবণ করেছেন, সাহাবী হলে তিনি কোন্ সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন ইত্যাদি বিষয়গুলো অতি সূক্ষ্মভাবে

৩. আল্-কুরআন, সূরা আন্-নিসা, ৪ ঃ ৮০।
৪. আল্-কুরআন, সূরা আল-হিজ্‌র, ১৫ ঃ ৯।

www.pathagar.com

অনুসন্ধান করে পুংখানুপংখরূপে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে মুসলমানদের এক বিরাট চরিত-অভিধান। এটিই 'রিজাল শাস্ত্র' বা আসমা'উর্-রিজাল নামে পরিচিত।

হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের এরূপ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও কখন থেকে কিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের সঙ্গে জাল (মিথ্যা) হাদীসের সংমিশ্রণ ঘটলো এবং মুহাদ্দিসগণ কিভাবে এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলে হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করলেন, এ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণা হওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমাদের জানামতে এ যাবত কোন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষক এ বিষয়ের সঠিক তথ্য উদ্ঘাটনে এগিয়ে আসেননি এবং এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুক্ষাতিসূক্ষ্ম আলোচনা ও পর্যালোচনায়ও ব্রতী হননি। এসব কথা বিবেচনা করেই গবেষণা সন্দর্ভের জন্য আমরা এই তথ্যবহুল বিষয়বস্তুটি নির্বাচন করেছি।

অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে আমরা একটি ভূমিকা (আল্-মুকাদ্দিমাহ্)-সহ দু'টি খন্ডে বিভক্ত করে প্রত্যেক খন্ডে যথাক্রমে তিনটি করে মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে প্রত্যেক অধ্যায়ের জন্য পৃথক পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করেছি।

ভূমিকাতে 'হাদীস-এর পরিচয়, হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় বিশেষ পরিভাষা এবং হাদীস-এর প্রকারভেদ' সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা তুলে ধরেছি। কারণ, হাদীস শাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেরই এসব বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে 'জাল হাদীস প্রসঙ্গে' আলোচনা করেছি। এতে জাল হাদীস-এর পরিচয়, জাল হাদীস-এর ইতিবৃত্ত, জাল হাদীস রচনার কারণ ও উদ্দেশ্য এবং জাল হাদীস-এর হুকুম ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় স্থান পেয়েছে। সঙ্গত কারণেই এ অধ্যায়টিকে আমরা ৪টি পরিচ্ছেদের বিভক্ত করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'জাল হাদীস রচনা প্রতিরোধে মুহাদ্দিসগণের ভূমিকা' স্থান লাভ করেছে। এতে জাল হাদীস প্রতিরোধের ব্যবস্থা, জাল হাদীস-এর লক্ষণ, হাদীস জালকারীদের বিভিন্ন শ্রেণী, কতিপয় জাল হাদীস-এর উদাহরণ এবং প্রসিদ্ধ হাদীস জালকারীদের নামের তালিকা ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে। জাল হাদীস রচনা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। তাঁদের এ অবদান মূল্যায়নের লক্ষ্যেই এ অধ্যায়ে জাল হাদীস প্রতিরোধে মুহাদ্দিসগণের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। এ অধ্যায়টি ৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'জাল হাদীস রচনা প্রতিরোধে মুহাদ্দিসগণের প্রচেষ্টার ফলাফল।' এতে ৬টি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের কথা উল্লেখ করেছি। হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন, হাদীস-এর পরিভাষা সম্পর্কীয় ইল্‌ম, ইল্‌মুল্-জারহি ওয়াত্-

www.pathagar.com

তা'দীল, উলূমুল-হাদীস, জাল হাদীস-এর গ্রন্থাবলী এবং মুখে মুখে চলে আসা হাদীস-এর গ্রন্থাবলী ইত্যাদি। মুহাদ্দিসগণের এসব বিষয় ও নীতিমালা আবিষ্কারের ফলে এখন জাল হাদীস ও সহীহ্ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা এতটা সহজ হয়ে গিয়েছে যে, গোটা দুনিয়ায় এমন একটি হাদীসও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে সম্পর্কে বলা যায় না যে, এটা কি সহীহ্ হাদীস, না জাল হাদীস। জাল হাদীসের সংমিশ্রণ থেকে সহীহ্ হাদীসসমূহ সংরক্ষণের জন্য মুহাদ্দিসগণের এ সকল অবদান উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। এ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই এ অধ্যায়টি বিধৃত করেছি।

দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে 'রিজাল শাস্ত্র প্রসঙ্গে' আলোচনা করেছি। এতে রিজাল শাস্ত্রের পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে। রিজাল শাস্ত্রের মাধ্যমেই রাবীগণের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হয়। হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে রিজাল শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়টি তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছি। এ অধ্যায়টিকে দু'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'রাবীগণের বিভিন্ন স্তর'। এতে সাহাবীগণের স্তর, তাবি'ঈগণের স্তর, তাবে-তাবি'ঈগণের স্তর এবং রাবী ও হাদীস রিওয়ায়াতের মূলনীতি ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় স্থান লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস আমাদের নিকট পৌঁছার সর্বপ্রথম মাধ্যম (সূত্র) হলেন সাহাবীগণ, তারপর তাবি'ঈগণ এবং এরপরে তাবে-'তাবি'ঈগণ। সুতরাং সাহাবীগণের পরিচয়, অবস্থান এবং ইসলামে তাঁদের মর্যাদা ও স্থান, অনুরূপভাবে তাবি'ঈগণের পরিচয়, অবস্থান ও তাঁদের সঠিক মর্যাদা ও স্থান এবং যুগ নির্ধারণ ও তাবি'ঈ এবং তাবে-তাবি'ঈগণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেরই সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অতীব প্রয়োজন। এ ছাড়া সনদে উল্লেখিত অন্যান্য রাবীগণের নাম, পিতার নাম, কুনিয়াত, (উপনাম), লকব, (ডাকনাম), বংশীয় পরিচয়, পারিবারিক পরিচিতি, ব্যক্তিগত জ্ঞান-গরিমা, কর্মোদ্দীপনা এবং জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। এ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই আমরা এ অধ্যায়টি রচনার প্রয়াস পেয়েছি। এ অধ্যায়টিকে আমরা ৪টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি।

দ্বিতীয় খন্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'রিজাল শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।' এতে রিজাল শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, রিজাল শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমামগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং রিজাল শাস্ত্রের ওপর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে প্রয়াস পেয়েছি। এ অধ্যায়টিকে ৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি।

www.pathagar.com

এভাবে দু'টি খন্ডে বিভক্ত করে একটি ভূমিকাসহ মোট ৬টি অধ্যায়ে এবং ২১টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে এ গবেষণা প্রকল্পটি সমাপ্ত করেছি। অভিসন্দর্ভের যে সব স্থানে আরবী শব্দসমূহ এসেছে, সে সব স্থানে প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা মুতাবিক বাংলা উচ্চারণ দিতে চেষ্টা করেছি। আর যে সব আরবী শব্দ দীর্ঘদিনের ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে, সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম রক্ষা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে 'রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত' সম্পর্কে সামগ্রিক পরিকল্পিত গবেষণা ইতোপূর্বে তেমন হয়নি। তাই এক্ষেত্রে আমাকে প্রাথমিক কাজের সকল অসুবিধারই সম্মুখীন হতে হয়েছে। বক্ষ্যমান অভিসন্দর্ভের তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে দেশ-বিদেশের অনেক জ্ঞানী-গুণীজনের ব্যক্তিগত গ্রন্থশালা থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে।

আমার প্রকল্পের কাজে আমাকে সবচেয়ে বেশি যিনি সহযোগিতা করেছেন, তিনি হলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও বিভাগীয় সিনিয়রমোস্ট প্রফেসর ডক্টর এ. বি. এম. হাবিবুর রহমান চৌধুরী। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ধৈর্য, বিচক্ষণতা ও স্নেহ এ গবেষণাকর্মে সব সময় আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তিনি আমার জন্য যেভাবে ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন, সত্যিই তার তুলনা হয় না। এ গবেষণাকর্মের জন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। তাঁর পাশাপাশি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ্ গবেষণার কাজে আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছেন এবং অনেক কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে আমার থিসিসটি পড়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। এ জন্য তাঁর নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। গবেষণার কাজে আমার সহধর্মিণীও আমাকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। এ জন্য তাঁর কাছেও আমি বিশেষভাবে ঋণী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ডক্টর আ. র. ম. আলী হায়দার, সহযোগী অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডক্টর মুহাম্মাদ আব্দুল বাকী এবং আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মা'বূদ-এর কাছ থেকে আমি যে সহযোগিতা পেয়েছি, তাও আজ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। দেশ-বিদেশের আরও অনেক সুধী ও পণ্ডিতবর্গের কাছ থেকে যে মূল্যবান পরামর্শ ও সহানুভূতি পেয়েছি, সে কথা আজ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে বার বার স্মরণ করছি। কাযী যাইনুল আবিদীন এবং বন্ধুবর আবূ ইফতিখারও আমাকে এ ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা

www.pathagar.com

করেছেন। এছাড়া অন্যান্য যেসব বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জন প্রকল্পের কাজে অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছেন, তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র নিকট এই প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাঁর বান্দার এ দীনী খেদমতটুকু কবূল করে নেন।

ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন

ঢাকা
১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ইং
৬ ফাল্গুন, ১৪১০ বাং

www.pathagar.com

আল্-মুকাদ্দিমাহ্

(ভূমিকা)

পরিচ্ছেদ ১ ঃ হাদীস-এর পরিচয়

পরিচ্ছেদ ২ ঃ হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় বিশেষ পরিভাষা

পরিচ্ছেদ ৩ ঃ হাদীস-এর প্রকারভেদ

www.pathagar.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

পরিচ্ছেদ–১

হাদীস-এর পরিচয়

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ হাদীস, সুন্নাহ্, খবর ও আ-সা-র, এ পরিভাষাগুলো ব্যবহার করে থাকেন।[১] সুতরাং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

হাদীস

'হাদীস'-এর আভিধানিক অর্থ নতুন বস্তু।[২] এর বিপরীত শব্দ কাদীম বা পুরাতন।[৩] ইমাম আস্-সাখাবী[৪] (র) (মৃ. ৯০২/১৪৯৭)-ও হাদীস-এর অনুরূপ অর্থ গ্রহণ করেছেন।[৫] 'হাদীস' শব্দের আরেক অর্থ কথা বা বাণী।[৬] স্বপ্নকালীন

---

১. কোন কোন মুহাদ্দিস-এর মতে উল্লেখিত পরিভাষাগুলোর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে এগুলো সমার্থবোধক। আর এটাই অগ্রগণ্য অভিমত।
– আলী মুহাম্মাদ নাসার, ডক্টর ঃ **আন্-নাহ্জুল হাদীস**, মাসিক দাওয়াতুল হক, ৪র্থ বর্ষ, ৩৯শ সংখ্যা, (মক্কাতুল মুকার্‌রামাহ ঃ রাবিতাতুল আলামিল-ইসলামী, মার্চ ১৪০৫/১৯৮৫), পৃ. ২০।

২. আল্-খতীব, মুহাম্মাদ আজ্জাজ, ডক্টর ঃ **আস্-সুন্নাহ্ কাবলাত্ তাদ্‌বীন** ১ম সংস্করণ, (মক্কাতুল মুকাররামাহ্ ঃ ১৩৮৩/ ১৯৬৩), পৃ. ২০; মূল আরবী ঃ الحديث لغة : الجديد من الاشياء

৩. আল্-কাসিমী, মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন ঃ **'কাওয়া'ইদুত্-তাহ্দীস মিন্ ফুনূনি মুস্তালাহিল হাদীস'**, ১ম সং, (বৈরুত ঃ দারুল কুতুবিল্ 'ইল্‌মিয়্যাহ, ১৩৯৯/১৯৭৯), পৃ. ৬১; মূল আরবী
والحديث نقيض القديم

৪. তাঁর পুরো নাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্‌দির্ রহমান আস্-সাখাবী (র) (মৃ. ৯০২/১৪৯৭)।

৫. আস-সাখাবী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্‌দির রহমান ঃ **ফাত্‌হুল্ মুগীস শারহ্ আল্‌ফিয়াতিল হাদীস**, ১ম সং, ১ম খ., (বৈরুত ঃ দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়্যাহ, ১৪০৩/১৯৮৩), পৃ. ১০।

৬. 'আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮; 'হাদীস'-এর অর্থ যখন 'নতুন' করা হয়, তখন এর বহুবচন হয় حِدَاثٌ ও حُدَثَاءُ অর্থাৎ New-built. Recently built.
— Hans wehr : **'A Dictionary of Modern Written Arabic'** (London : Macdonald & Evans Ltd. 1974), P. 161; আর 'হাদীস'-এর অর্থ যখন কথা বা বাণী করা হয়, তখন এর বহুবচন হয় اَحَادِيْثُ যেমন قَطِيْعٌ -এর বহুবচন হয় اَقَاطِيْعُ। মুহাম্মাদ আজ্জাজ, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২০; حِدْثَانٌ ও حُدْثَانٌ মানেও কথা (Speech)।
– আল্-মুন্জিদ সম্পাদনা পরিষদ ঃ **আল্-মুনজিদ** (আরবী-উর্দূ)', (করাচী ঃ দারুল 'ইশা'আত ১৩৭৫/১৯৭৪), পৃ. ১৯৩।

www.pathagar.com

কথাবার্তাকে কুরআন মাজীদে 'হাদীস' বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইউসুফ (আ)-এর যবানীতে বলা হয়েছে ঃ وَعَلَّمْتَنِى مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ

–"স্বপ্নের কথার ব্যাখ্যা তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়েছ।"[৭]

এ প্রসঙ্গে ইমাম আর্-রাগিব (র) (মৃ. ৫০২/১১০৮)-এর ব্যাখ্যাও যথার্থ। তিনি লিখেছেন ঃ 'হাদীস' আর 'হুদূস' বলতে বুঝায় কোন একটি অস্তিত্বহীন জিনিসের অস্তিত্ব লাভ করা, তা কোন মৌলিক জিনিস হোক কি অমৌলিক। আর মানুষের নিকট শ্রবণেন্দ্রিয় বা ওয়াহীর সূত্রে নিদ্রায় কিংবা জাগরণে যে কথা পৌঁছায়, তাকেও হাদীস বলা হয়।[৮]

এ 'হাদীস' শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে 'তাহ্দীস'। কুরআন মাজীদে এটি ব্যবহৃত হয়েছে বর্ণনা করা, প্রকাশ করা ও কথা বলার অর্থে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

–"তুমি তোমার রব এর নি'মাতের কথা বর্ণনা কর।"[৯]

সার কথা হলো 'আরবী অভিধান ও কুরআন মাজীদের ব্যবহারের দৃষ্টিতে 'হাদীস' শব্দের অর্থ নতুন, কথা, বাণী, সংবাদ, খবর ইত্যাদি।

পরিভাষায় হাদীস বলতে বুঝায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজ, মৌন সম্মতি এবং তাঁর গুণ, এমনকি জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় তাঁর গতিবিধিও এর অন্তর্ভুক্ত।[১০] আব্দুল হক মুহাদ্দিস আদ্-দিহলাবি (র) (জ. ৯৫৮/১৫৫১- মৃ. ১০৫২/১৬৪২) লিখেছেন ঃ অধিকাংশ মুহাদ্দিস-এর মতে হাদীস বলা হয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখনিঃসৃত বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে। অনুরূপভাবে সাহাবীর কথা, কাজ ও সমর্থন এবং তাবি'ঈর কথা, কাজ ও সমর্থনকেও হাদীস নামে অভিহিত করা হয়।[১১] হাফিয্ ইব্ন হাজার (র) (জ. ৭৭৩/১৩৭২- মৃ.

৭. আল্-কুরআন, সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০১।

৮. মূল আরবী ঃ الحديث والحدوث كون الشئ بعد ان لم تكن عرضا كان او جوهرا وكل كلام يبلغ الانسان من جهة السمع أو الوحى فى يقظته او منامه يقاله حديث ـ

– ইস্পাহানী, আবু রাগিব, আল্-হুসাইন ইব্ন মুহাম্মাদ ঃ **'আল-মুফরাদাতা ফী গারীবিল কুরআন'** (করাচী ঃ নূর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, তা. বি.) পৃ. ১১০।

৯. আল্-কুরআন, সূরা আদ্-দুহা ৯৩ ঃ ১১।

১০. আস্-সাখাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০. ; মূল 'আরবী ঃ

والحديث اصطلاحا : ما اضيف الى النبى صلى الله عليه وسلم قولا له او فعلا او تقريرا او صفة حتى الحركات والسكنات فى اليقظة والمنام ـ

১১. আদ্-দিহলাবী, আব্দুল্ হক ঃ **আল্-মুকাদ্দামাতু লি-মিশকাতিল মাসাবীহ্** (দিল্লী ঃ কুতুবখানা রশীদিয়াহ, তা. বি.), পৃ. ৩ ।

www.pathagar.com

৮৫২/১৪৪৮)[১২] বলেন ঃ 'পূর্বসূরী মনীষীগণ সাহাবা, তাবি'ঈন, ও তাবে'-তাবিঈনের মুখের কথা ও কাজের বিবরণ এবং তাঁদের ফাতওয়াসমূহের ওপর হাদীস নাম ব্যবহার করতেন। আর দু'টি স্বতন্ত্র সূত্রে বর্ণিত একটি বিবরণকে তাঁরা দু'টি হাদীস গণনা করতেন।'[১৩]

সুন্নাহ্

'সুন্নাহ্' শব্দের আভিধানিক অর্থ কর্মপন্থা, কর্মনীতি, চলার পথ, Habitual Practice ইত্যাদি।[১৪] কোনো কোন মুহাদ্দিস-এর মতে 'সুন্নাহ্'-এর আভিধানিক অর্থ তরীকা বা কর্মপদ্ধতি তা ভাল হোক কিংবা মন্দ।[১৫] মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় 'সুন্নাহ্' বলতে নবী করীম (সা)-এর কথা, কর্ম, মৌন সম্মতি, দৈহিক গঠন, চারিত্রিক গুণাবলী অথবা তাঁর জীবন চরিতকে বুঝায়, তা নবুওয়াতের পূর্বের হোক কিংবা পরের, সমান কথা।[১৬] এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি 'হাদীস'-এর সমার্থবোধক।

উসূলবিদগণের পরিভাষায় নবী করীম (সা)-এর কথা, কর্ম অথবা মৌন সম্মতিকে সুন্নাহ্ বলা হয়।[১৭] ফকীহ্গণের পরিভাষায় ফরয ও ওয়াজিব ছাড়া শরী'আতের বিধি-বিধানের পাঁচটি পরিভাষার মধ্যে সুন্নাহ্ একটি। বিদ্'আতের বিপরীতে তাঁরা 'সুন্নাহ্' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন।[১৮] আল্লামা আব্দুল্ আযীয আল্-হানাফী (র) লিখেছেনঃ 'সুন্নাহ্' শব্দটি দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা ও কাজ বুঝায় এবং এটি তাঁর ও সাহাবীগণের অনুসৃত বাস্তব কর্মনীতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[১৯]

---

১২. তিনি হাদীস-এর একজন বিখ্যাত ইমাম, হাফিয, ফকীহ্ এবং ইতিহাসবিদ ছিলেন। ইল্মে হাদীসের ওপর তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর পুরো নাম আহ্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন হাজার আল-আস্কালানী। তিনি কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন।

১৩. আব্দুর রহীম, মুহাম্মাদ, মাওলানা ঃ **হাদীস সংকলনের ইতিহাস** ৪র্থ সং, (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৬/১৯৮৬), পৃ. ১৩-১৪।

১৪. Hans Wehr. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩।

১৫. আস্-সুবা'ঈ, মুসতাফা, ডক্টর ঃ **আস্-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফিত্-তাশরি'ইল ইসলামী** ৩য় সং, (বৈরুত ঃ আল্-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০২/১৯৮২), পৃ. ৪৭।

১৬. হাম্মাদাহ, আব্বাস মুতাওয়াল্লী ঃ **আস্-সুন্নাতুন্ নাবাবিয়্যাহ্** (বৈরুত ঃ আদ্-দারুল্-কাওমিয়্যাহ, ১৩৮৪/১৯৬৫), পৃ. ২৩।

১৭. আস্-সুবা'ঈ, প্রাগুক্ত; অন্য কথায় কুরআন ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঐ সব কথা, কাজ ও সমর্থনকে 'সুন্নাহ' বলা হয় যা দ্বারা কোন শর'ঈ হুক্ম প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

– আশ্-শাওকানী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ঃ **ইরশাদুল-ফাহুল** (মাতবা'আতুল মুসতাফা আল্-বাবী আল্-হালাবী, ১৩৫৬/১৯৩৭), পৃ. ৩৩।

১৮. আস্-সুবা'ঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

১৯. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর-রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

www.pathagar.com

'সুন্নাহ্'-এর সংজ্ঞা নিরূপণে এরূপ মতপার্থক্যের কারণ হলো, প্রতিটি দলই তাঁদের নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয়ের আলোকে 'সুন্নাহ্'-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। কাজেই 'সুন্নাহ্'-এর আলিম (মুহাদ্দিস)-গণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথাবার্তা, কাজ-কর্ম ও জীবন চরিত সম্পর্কে যা কিছু পেয়েছেন, সবই আলোচনা করেছেন। এরদ্বারা শরী'আতের হুক্ম প্রতিষ্ঠিত হলো কি হলো না, এদিকে তাঁরা দৃষ্টি দেননি। উসূলবিদগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছেন একজন শরী'আত প্রবর্তক হিসেবে। সুতরাং তাঁরা তাঁর কথা, কাজ ও তাকরীর (মৌন সম্মতি)-সমূহ, যার দ্বারা 'আহ্কামে শরী'আহ্ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করেছেন।

ফিক্হবিদগণও রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল শরী'আতের হুক্ম নির্ধারণে যেন তাঁর কাজগুলো বাদ না পড়ে। তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার বান্দার কার্যাবলী সম্পর্কে শর'ঈ বিধান কি, সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ তা কি ফরয, ওয়াজিব, হারাম না মুবাহ্ ইত্যাদি। মুহাদ্দিসগণ 'সুন্নাহ্'-এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, এখানে সেটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আর তা হলো 'হাদীস'-এর অপর নাম 'সুন্নাহ্'।[২০]

খবর

'খবর'-এর আভিধানিক অর্থ সংবাদ, (News, Message) ইত্যাদি।[২১] মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় 'খবর' ও 'হাদীস' সমার্থক শব্দ। কেউ কেউ বলেছেন, নবী করীম (সা) থেকে যা বর্ণিত, তা 'হাদীস', আর অন্যান্যদের নিকট হতে যা বর্ণিত, তা 'খবর'। এ কারণে যাঁরা হাদীস শাস্ত্রের গবেষণায় নিমগ্ন, তাঁদেরকে 'মুহাদ্দিস' এবং যাঁরা ইতিহাস চর্চায় নিমগ্ন, তাঁদেরকে 'ঐতিহাসিক' বলা হয়। কারো কারো মতে 'হাদীস' ও 'খবর'-এর মধ্যে আম-খাস-মুত্লাক-এর সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রত্যেকটি হাদীসই খবর, কিন্তু প্রত্যেকটি খবর হাদীস নয়।[২২] আসলে 'হাদীস' ও 'খবর' এ পরিভাষা দু'টি সমার্থবোধক হলেও 'খবর' হাদীস অপেক্ষা ব্যাপক অর্থবোধক।

---

২০. অর্থাৎ 'সুন্নাহ্' ও 'হাদীস' সমার্থবোধক।

২১. আল্-ফীরূযাবাদী, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়া'কূব, মাজদুদ্দীন **আল্-কামূসুল মুহীত**, ৩য় সং, ২য় খ., (আল-মাত্বা'আতুল মিস্রিয়্যাহ, ১৩৫৪/১৯৩৫), পৃ. ১৭; মূল আরবী ঃ الخبر فى اللغة। النبأ। Hans wehr প্রাগুক্ত) পৃ. ২২৫।

২২. ইব্ন হাজার, আহমাদ ইব্ন আলী ঃ **নুযহাতুন নযর শারহু নুখবাতিল ফিকার** (দিমাশক ঃ মু'আস্সাসাহ্ ওয়া মাক্তাবাতুল-খাফিকাইন, ১৪০০/১৯৮০), পৃ. ১৮।

www.pathagar.com

আ-সা-র

কোন কিছুর অবশিষ্ট অংশকে আ-সা-র বলা হয়।[২৩] পরিভাষায় এটি 'খবর'-এর সমার্থক শব্দ। মুহাদ্দিসগণ মারফূ' এবং মাওকূফ রিওয়ায়াতকে 'আ-সা-র' বলেন।[২৪] আর খুরাসানের ফকীহ্গণ মাওকূফকে আ-সা-র এবং মারফূ'-কে খবর নামে অভিহিত করেছেন।[২৫] সার কথা হলো, নবী করীম (সা), সাহাবা ও তাবি'ঈনের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণ যদিও মোটামুটিভাবে 'হাদীস' নামে অভিহিত; কিন্তু তবুও শরী'আতের মর্যাদার দৃষ্টিতে এ সবের মধ্যে পার্থক্য থাকায় প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষা নির্ধারণ করা হয়েছে।[২৬]

হাদীসে কুদ্সী

'কুদ্সী' শব্দটি কুদ্স (قدس) হতে নিষ্পন্ন এর আভিধানিক অর্থ পূত-পবিত্র, সাধুতা, পবিত্রতা, (Holy, Sacred, Saintly, Saint) ইত্যাদি।[২৭] পরিভাষায় ঐসব হাদীসকে 'হাদীসে কুদ্সী' বলা হয় যা বর্ণনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলাকে

---

২৩. আল্-ফীরূযাবাদী, ১ম খ., (প্রাগুক্ত), পৃ. ৩৬২; আল-উসমানী, যাফার আহমাদ ঃ **ইলাউস্-সুনান** ১ম খ., (করাচী ঃ ইদারাতুল্-কুরআন ওয়াল উলূম আল্-ইসলামিয়্যা, তা. বি.) পৃ. ১৯; মূল 'আরবী ঃ واما الاثرفهو لغة : البقية من الشئ -

২৪. এটা অধিকাংশ মুহাদ্দিস-এর অভিমত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম আত্-তাহাবী (র) (জ. ২৩৯/৮৫৩-মৃ. ৩২১/৯৩৩) তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন, **শারহু মা'আনিল্ আ-সা-র**, অথচ এতে অনেক মারফূ' হাদীসও সন্নিবেশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমাম আত্-তাবারী (র) (জ. ২২৪/৮৩৮-মৃ. ৩১০/৯২৩), তাঁর গ্রন্থের নাম রেখেছেন **তাহ্যীবুল্ আ-সা-র**, এতে শুধু মারফূ' হাদীস উল্লেখ করাই ছিল তাঁর মূখ্য উদ্দেশ্য। তা সত্ত্বেও বহু 'মাওকূফ' হাদীস এতে বর্ণিত হয়েছে।

২৫. আস্-সুয়ূতী, আব্দুর রাহমান ইব্ন আবী বাকর ঃ **তাদ্রীবুর্-রাবী**, ৩য় সং, (বৈরুত ঃ দারুল কুতুবিল-ইল্‌মিয়্যাহ, ১৩৯৮/১৯৭৮), পৃ. ৪৩।

২৬. যেমন নবী করীম (সা)-এর কথা, কাজ, সমর্থন ও আচরণকে বলা হয় 'হাদীস' বা 'সুন্নাহ্'। এর অপর নাম 'মারফূ'। সাহাবীর কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'আ-সা-র'। এর অপর নাম 'মাওকূফ'। অনুরূপভাবে তাবি'ঈর কথা ও কাজের নাম দেয়া হয়েছে 'ফাতওয়া'। এর অপর নাম 'মাকতূ'।

২৭. জুবরান মাসউদ ঃ **আর্ রাইদ**, ৩য় সং, ২য় খ. (বৈরুত ঃ ১৩৯৮/১৯৭৮), পৃ. ১১৫৯; Hans wehr, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৭; আব্দুর র'উফ আল্-মানাবী (র) তাঁর **আল্-ইত্তিহাফাতুস্ সুন্নিয়া ফিল্ আহাদীসিল্ কুদ্সিয়া** গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'কুদ্স' মানে পূত-পবিত্রতা। 'আর্দুল্-মুকাদ্দাসাহ্' মানে পবিত্র ভূমি। 'বায়তুল মুকাদ্দাস' কথাটা সকলের কাছেই পরিচিত। এর মানে 'পবিত্র ঘর'। আল্লাহ্ তা'আলা পূত-পবিত্র এবং ত্রুটিমুক্ত বলে তাঁর নাম কুদ্দূস (অতিশয় পূত ও পবিত্র)।- গ্রন্থকারের নাম অনুল্লিখিত ঃ **আল-আহাদীসুল্-কুদ্সিয়া**, ১ম সং, ১ম খ., (বৈরুত ঃ ১৪০৩/১৯৮৩), পৃ.৫।

www.pathagar.com

সম্পর্কিত করা হয়েছে। এ ধরনের হাদীস বর্ণনার সময় নবী করীম (সা) বলতেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন' কিংবা 'জিবরাঈল (আ) বলে গেছেন' অথবা 'জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন' বা 'আমার প্রভু বলেছেন'।[২৮]

হাদীসে কুদ্সীকে এ নামে অভিহিত করার কারণ এই যে, নবী করীম (সা) এ হাদীসগুলোর বক্তব্য সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ইল্কা, ইল্হাম বা স্বপ্নযোগে লাভ করেছেন, অথবা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে লাভ করেছেন এবং তিনি নিজের ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন। কোন কোন মুহাদ্দিস বলেন, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার একটি নাম 'কুদ্দূস' আর হাদীসে কুদ্সীর মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহ্ পাকের বক্তব্য বর্ণনা করা হয়ে থাকে, তাই একে হাদীসে কুদ্সী বলা হয়।[২৯] হাদীসে কুদ্সীকে 'হাদীসে ইলাহী' এবং 'হাদীসে রাব্বানীও' বলা হয়ে থাকে। হাদীসে কুদ্সীর উদাহরণ হলো সহীহ্ মুসলিমের এ হাদীসটি ঃ

عن ابى ذر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز و جل : يا عبادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلاتظالموا -

–"আবূ যার (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী করীম-(সা)] আল্লাহ্ তা'আলার বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন ঃ হে আমার বান্দাগণ! আমি (স্বয়ং আল্লাহ্ পাক) নিজের ওপর যুল্ম (অত্যাচার)-কে হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের মাঝেও যুল্ম (অত্যাচার)-কে হারাম করে দিয়েছি। অতএব, তোমরা পরস্পর (একে অপরের উপর) যুল্ম করো না।"[৩০]

কুরআন ও হাদীসে কুদ্সীর পার্থক্য

হাদীসে কুদ্সী আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হলেও তা কুরআন বা কুরআনের সমতুল্য নয়।[৩১] কুরআন ও হাদীসে কুদ্সীর মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্যসমূহ বিদ্যমান ঃ

---

২৮. নাসিম, আব্দুস্-শহীদ ঃ **সিহাহ্ সিত্তার হাদীসে কুদ্সী**, ১ম সং, (ঢাকা ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১৪১৫/১৯৯৫), পৃ. ১৮।

২৯. **আল্-আহাদীসুল্-কুদ্সিয়া**, (প্রাগুক্ত), পৃ.৫।

৩০. সুব্হী আস্-সালিহ, ডক্টর, ঃ **'উলূমুল-হাদীস'**, ৫ম সং, (ইরান ঃ মানশুরাতুর্-রিদা, ১৩৬৩/১৯৪৪), পৃ. ১২৩-১২৪।

৩১. হাদীসে কুদ্সীতে আল্লাহ্ পাকের বক্তব্য উদ্ধৃত হলেও কোন অবস্থাতেই একে পবিত্র কুরআন বা এর সমতুল্য মনে করা যাবে না।

www.pathagar.com

১. কুরআনের ভাব ও ভাষা সবই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে সুস্পষ্ট ওয়াহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ। আর হাদীসে কুদ্সীর শব্দ ও ভাষা রাসূলের; কিন্তু তার অর্থ ও ভাব আল্লাহ্ পাকের নিকট হতে প্রাপ্ত।[৩২]

২. কুরআন নবী করীম (সা)-এর ওপর অবতীর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার এক আশ্চর্য মু'জিযা। এর প্রতিটি আয়াত ও সূরার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এর মত বাণী তৈরি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে হাদীসে কুদ্সীর অবস্থা অনুরূপ নয়।

৩. পবিত্র কুরআনের প্রতিটি আয়াত মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত আর হাদীসে কুদ্সীর অধিকাংশই খবরে ওয়াহিদ।[৩৩]

৪. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত ছাড়া নামায হয় না। কিন্তু হাদীসে কুদ্সীর অবস্থা অনুরূপ নয়।

৫. পবিত্র কুরআন অস্বীকারকারী কাফির হয়ে যায়। কিন্তু হাদীসে কুদ্সী অমান্যকারীকে কাফির বলা যায় না, তবে সে ফাসিক।

৬. নাপাক ও অপবিত্র অবস্থায় পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা যায় না। কিন্তু হাদীসে কুদ্সীর ক্ষেত্রে এরূপ বিধান নেই।

৭. জুনুবী বা অপবিত্র ব্যক্তির জন্য পবিত্র কুরআন পাঠ করা বৈধ নয়। হাদীসে কুদ্সীর ক্ষেত্রে এরূপ বিধান নেই।

৮. কুরআন মাজীদ পাঠ করা ইবাদত। এর প্রতিটি হরফের জন্য দশটি নেকী পাওয়া যায়। হাদীসে কুদ্সীর পাঠে সেরূপ কোন ওয়াদা নেই।[৩৪]

৯. কুরআন মাজীদ লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত এবং সেখান থেকেই নাযিল হয়েছে। কিন্তু হাদীসে কুদ্সী লাওহে মাহ্ফূযে রক্ষিত নয়।

১০. পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। আর হাদীসে কুদ্সী মানুষের বর্ণনার ভিত্তিতে সংরক্ষিত হয়েছে।[৩৫]

১১. পবিত্র কুরআন কাদীম (অনাদি)। কিন্তু হাদীসে কুদ্সী কাদীম নয়।[৩৬]

---

৩২. আবূ যাহু, মুহাম্মাদ ঃ **আল্-হাদীস ওয়াল্-মুহাদ্দিসূন** (বৈরূত ঃ দারুল্-কুতুবিল-আরাবী, ১৪০৪/১৯৮৪), পৃ. ১৭।

৩৩. আন্-নাদাবী, আব্দুল্-খালিক আল্-আ'যামী, **আল্-বা'সুল ইসলামী**, ৩য় সংখ্যা, ৩৮শ খ., (লক্ষ্ণৌ ঃ মাসিক ম্যাগাজিন, মু'আস্সাসাতুস্-সাহাফাহ্ ওয়ান্ নাশার, নাদওয়াতুল্-'উলামা, এপ্রিল-মে, ১৪০৩/১৯৯৩), পৃ. ৬৩।

৩৪. আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৬৯।

৩৫. আবদুস্ শহীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

৩৬. আল্-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৬।

www.pathagar.com

হাদীসে কুদ্সী ও হাদীসে নববীর পার্থক্য

হাদীসে কুদ্সী ঐ হাদীসকে বলা হয় যা নবী করীম (সা) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হাদীসে নববী হলো যা তিনি নিজের তরফ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

হাদীস-এর উৎস

শরী'আতের মূল ভিত্তি হিসেবে পবিত্র কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বনবীর প্রতি যে ওয়াহী অবতীর্ণ করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস।[৩৮] পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

–"হে রাসূল! আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাত নাযিল করেছেন"।[৩৯] আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) (মৃ. ৭৭৪/১৩৭৩) বলেন, এখানে 'আল্-কিতাব' মানে পবিত্র কুরআন এবং "আল্-হিক্মাহ্' মানে সুন্নাহ্ বা হাদীস।[৪০] নিম্নোক্ত হাদীসেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

الا انى اوتيت القرأن ومثله معه

–"আমাকে পবিত্র কুরআন দেয়া হয়েছে এবং সেই সাথে এরই মত আর একটি জিনিস"।[৪১]

---

৩৭. আলী মুহাম্মাদ নাসার, (প্রাগুক্ত) পৃ. ১৬৯; বিশুদ্ধ মতে হাদীসে নববীর উৎসও ওয়াহী। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ "রাসূল নিজের ইচ্ছে ও খায়েশমত কোন কথা বলেন না, যা বলেন তা অবতীর্ণ ওয়াহী ছাড়া আর কিছু নয়।" (আল্-কুরআন, সূরা আন্-নাজ্ম, ৫৩ ঃ ৩৪)।

৩৮. ওয়াহী প্রধানত দু'প্রকার ঃ (১) ওয়াহী মাতলূ, যা নামাযে তিলাওয়াত করা হয়। এর অপর নাম 'ওয়াহী জলী।' (২) ওয়াহী গায়র মাতলূ, এটি নামাযে পাঠ করা হয় না। এর অপর নাম 'ওয়াহী খফী' বা প্রচ্ছন্ন ওয়াহী। প্রথম শ্রেণীর ওয়াহীকে কুরআন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়াহীকে হাদীস বলে।

৩৯. আল্-কুরআন, সূরা আন্-নিসা, ৪ ঃ ১১৩।

৪০. ইব্ন কাসীর ইস্মা'ঈল ইব্ন আম্র, ইমাদুদ্দীন ঃ তাফ্সীরু কুরআনিল আযীম, ১ম সং, ১ম খ., (রিয়াদ ঃ মাকতাবাতু দারিস্ সালাম, ১৪১২/১৯৯২), পৃ. ৬১০।

৪১. আবূ যাহ্ব, (প্রাগুক্ত), পৃ. ১১; আবূ দাউদ, আত্-তিরমিযী এবং ইব্ন মাজাহ্ গ্রন্থে মিক্দাম ইব্ন মা'দী কারিব (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে 'এরই মত আর একটি জিনিস' কথাটি দ্বারা হাদীস বুঝানো হয়েছে। কেননা দুনিয়ার মানুষ নবী করীম (সা)-এর নিকট হতে এ দু'টি জিনিসই লাভ করেছে।

www.pathagar.com

হাস্সান ইব্ন আতিয়া (র) বলেন, জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-এর নিকট হাদীস নিয়ে অবতীর্ণ হতেন, যেমন অবতীর্ণ হতেন পবিত্র কুরআন নিয়ে এবং তাঁকে হাদীসও শিক্ষা দিতেন, যেমন শিক্ষা দিতেন পবিত্র কুরআন।[৪২]

বস্তুত নবী করীম (সা) দীন সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করার পরেই কথা বলতেন, নিজস্ব আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে কোন কথা বলতেন না।[৪৩] কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى

–"নবী নিজের ইচ্ছে ও খায়েশমত কোন কথা বলেন না, যা বলেন তা অবতীর্ণ ওয়াহী ছাড়া আর কিছু নয়।"[৪৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীস বাহ্যত দু' জিনিস হলেও মূলত উভয়ই ওয়াহীর উৎস হতে উৎসারিত। এ কারণে মৌলিকতা ও প্রামাণিকতা এবং অবশ্য অনুসরণীয় হওয়ার দিক দিয়ে উভয়েরই গুরুত্ব রয়েছে।[৪৫]

---

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; এ মর্মে সহীহ্ মুসলিম (২য় খ. পৃ. ১৩৫)-এ বর্ণিত একটি হাদীসের ভাষাও খুবই স্পষ্ট। নবী করীম (সা) একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন ঃ

فان جبريل عليه السلام قال لى ذلك ....

– মাওলানা আব্দুর্ রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৪৩. এর বাস্তব প্রমাণ এই যে, নবী করীম (সা)-এর নিকট দীন সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করা হলে এবং সে বিষয়ে তাঁর পূর্ব জ্ঞান না থাকলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এর কোন জবাব দিতেন না; বরং জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভের পরই তার জবাব দিতেন। একবার এক ইয়াহূদী পন্ডিত নবী করীম (সা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থান কোন্‌টি? এর সঠিক উত্তর তাঁর জানা ছিল না বিধায় তাৎক্ষণিকভাবে এর কোন জবাব দেননি। পরে তিনি জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে এর সঠিক উত্তর জেনে তাকে জানিয়ে দিলেন, পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থান হলো মসজিদ। –প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

৪৪. আল্-কুরআন, সূরা আন্-নাজ্ম, ৫৩ ঃ ৩-৪।

৪৫. মূলত হাদীস পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। হাদীস ছাড়া পবিত্র কুরআন বুঝা সম্ভব নয়। এ কারণে ইসলামী শরী'আতে পবিত্র কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। সুতরাং 'হাদীস আল্লাহ্ তা'আলার কথা নয়, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা' বলে এর প্রতি কোনরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করা যাবে না।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ–২

হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় বিশেষ পরিভাষা

রাবী

রাবী (راوى) বহুবচনে রুওয়াত (رواة)। আভিধানিক অর্থ বর্ণনাকারী, কাহিনীকার, বিবরণদাতা, (Narrator, Storyteller, Relater) ইত্যাদি।[১] 'ইল্‌মে হাদীসের পরিভাষায় রাবীর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

الراوى هو الذى ينقل الحديث بإسناده، سواء اكان رجلا ام امرأة -

– "রাবী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি সনদ সহকারে হাদীস বর্ণনা করেন। চাই তিনি পুরুষ হন কিংবা নারী।"[২]

কোন কোন মুহাদ্দিস-এর মতে রাবী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি হাদীস রিওয়ায়াত করার পদ্ধতি[৩] অনুযায়ী হাদীস বর্ণনা করেন। চাই তিনি তাঁর বর্ণিত বিষয়ে বিশেষ

১. Hans wehr, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০; মূলত এ পরিভাষাটি 'রাওয়া' (روى) শব্দ হতে উদ্ভূত, যার দ্বারা পানি আনয়ন করা, বহন করা বা সরবরাহ করা বুঝায়। অলংকারিকভাবে প্রসারিত অর্থে এর দ্বারা বহন করা, প্রচার করা বা আবৃত্তি করা বুঝায়। এর একটি প্রগাঢ় রূপ হলো 'রাবিয়া' যার অর্থ করা হয়েছে 'বহুল প্রচারক' (كثير الرواية)। সম্পাদনা পরিষদ ঃ **ইসলামী বিশ্বকোষ**, ২২শ খ., (ঢাকা ঃ ই. ফা. বা. ১৪১৭/১৯৯৬), পৃ. ২৭৯; এর থেকে روى الحديث। -এর অর্থ করা হয়েছে- 'তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন।' –আল্-আয্হারী, আলাউদ্দীন,মুহাম্মদ ঃ **আরবী-বাংলা অভিধান**, ২য় খ., (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী- ১৪১৩/১৯৯৩) পৃ. ১৩৮৩।

২. সুব্হী আস্-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

৩. হাদীস রিওয়ায়াত করার ৮টি পদ্ধতি রয়েছে। যেমন ঃ ক) আস্-সিমা' (السماع) ঃ অর্থাৎ উস্তাদ ছাত্রকে শুনাবেন। খ) আল্-কিরা'আহ্ (القراة) ঃ অর্থাৎ শাগরিদ শায়খের রিওয়ায়াতকৃত হাদীস শায়খকে শুনাবেন। গ) আল্-ইজাযাহ্ (الاجازة) ঃ অর্থাৎ শায়খ তাঁর রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের অনুমতি প্রদান করবেন। এর আবার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। i) শায়খ যদি কোন বিশেষ হাদীস তাঁর পক্ষ থেকে রিওয়ায়াত করার জন্য মৌখিক অনুমতি দান করেন, তাকে 'ইজাযাহ্ বিল্-মুশাফাহ্' বলা হয়। ii) হাদীস শুনিয়ে কিংবা পড়িয়ে অনুমতি দান করাকে 'হাকীকী মুশাফাহা' বা প্রকৃত মুশাফাহা বলে। ঘ) আল্-মুনাওয়ালাহ্ (المناولة) ঃ অর্থাৎ তাঁর রিওয়ায়াতকৃত হাদীসের গ্রন্থ কাউকে এই বলে প্রদান করবেন যে, এগুলো আমার রিওয়ায়াতকৃত হাদীস। উত্তম মুনাওয়ালা তাকে বলা হয়, যার সাথে (হাদীস রিওয়ায়াত করার) অনুমতিও থাকে। ঙ) মুকাতাবাহ্ (المكاتبة) ঃ অর্থাৎ কোন উপস্থিত বা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে শায়খ তাঁর রিওয়ায়াতকৃত হাদীস লিখে কিংবা লিখিয়ে প্রদান করবেন। শায়খ যদি হাদীস বর্ণনা

www.pathagar.com

পারদর্শী হন অথবা না হন। সুতরাং কেউ যদি হাদীস রিওয়ায়াত করার পদ্ধতি অনুযায়ী হাদীস বর্ণনা না করেন অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সা), সাহাবা কিংবা তাবি'ঈ ছাড়া অন্য কারও থেকে বর্ণনা করেন, তবে তাকে (ইল্মে হাদীসের পরিভাষায়) রাবী বলা যাবে না।[৪]

রিওয়ায়াত

রিওয়ায়াত (رواية) শব্দের আভিধানিক অর্থ কাহিনী (Story), কোন ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ, (Report, Account, Novel, Play, Drama) ইত্যাদি।[৫] সাধারণ অর্থে হাদীস বা আ-সা-র বর্ণনা করাকে 'রিওয়ায়াত' বলে আবার কোন কোন সময় 'হাদীস' বা 'আ-সা-র'-কেও রিওয়ায়াত বলে (যেমন বলা হয়ে থাকে এ সম্পর্কে

করার লিখিত অনুমতি দান করেন, তাকে 'ইজাযাহ্ বিল্-মুকাতাবাহ্' বা লিখিত অনুমতি বলে। এ ধরনের অনুমতি অধিকাংশ মুতা'আখ্খির মুহাদ্দিসগণের রচনাবলীতে দেখা যায়। মুতাকাদ্দিম বা পূর্বসূরী মুহাদ্দিসগণের মতে একে মুকাতাবাহ্ গণ্য করা যায় না। তাঁদের মতে মুকাতাবাহ্ হলো শায়খ্ অনুমতি সহকারে হাদীস রিওয়ায়াত করে আগ্রহী ব্যক্তির নিকট হাদীস লিখে পাঠাবেন। চ) আল্-ই'লাম (الإعلام) ঃ অর্থাৎ শায়খ কাউকেও এ কথা বলে দেবেন যে, এটা আমার রিওয়ায়াত। কিন্তু সুস্পষ্টভাবে এতে হাদীস রিওয়ায়াত করার অনুমতি উল্লেখ করা হয় না। অধিকাংশের মতে এরূপ পদ্ধতিতেও হাদীস রিওয়ায়াত করা বৈধ। কারণ এতে সুস্পষ্টভাবে অনুমতি উল্লেখ করা না হলেও এরদ্বারা হাদীস রিওয়ায়াত করার সম্মতি প্রদান বুঝায়। ছ) আল্-বিজাদাহ্ (الوجادة) ঃ কোন হাদীস অন্বেষণকারীর নিকট যদি এমন কোন হাদীসের পাণ্ডুলিপি হস্তগত হয় যার সংকলক বা রচয়িতা জানা-চেনা বা পরিচিত মুহাদ্দিস হন, তখন হাদীসের উক্ত পাণ্ডুলিপিকে বলা হয় 'বিজাদাহ্'। উক্ত মুহাদ্দিস হতে হাদীস রিওয়ায়াত করার অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত أخبرني فلان (অমুক আমাকে খবর দিয়েছেন)- বলে রিওয়ায়াত করা জায়েয নেই। একে বলা হয় الوجادة مقرون بلاجازة। তবে হ্যাঁ, وجدت بخط فلان (অমুকের পত্রের মারফত আমি পেয়েছি) বলে রিওয়ায়াত করতে পারবে। জ) আল্-ওয়াসিয়্যাত (الوصية) ঃ অর্থাৎ কোন মুহাদ্দিস-এর মৃত্যুকালে বা সফরে যাওয়ার সময় এরূপ ওয়াসিয়্যাত করে যাওয়া যে, অমুককে আমার রিওয়ায়াতকৃত হাদীসসমূহ বর্ণনা করার অনুমতি দেয়া হলো। কোন কোন (মুতাকাদ্দিম) মুহাদ্দিস-এর মতে এরূপ পদ্ধতিতে হাদীস রিওয়ায়াত করা জায়েয। –সুব্হী আস্-সালিহ্ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-১০৫; আমীমুল ইহ্সান, মুফ্তী, সাইয়িদ ঃ **মীযানুল আখ্বার**, (ঢাকা ঃ নিউ আশ্রাফিয়া লাইব্রেরী-আফ্লাতুন কায়ছার অনূদিত, ১৪১৮/১৯৯৭), পৃ. ৬১-৬৩।

৪. আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৫. এর থেকে 'رواية مضحكة' মানে Comedy. 'رواية قصصية' মানে Novel এবং 'رواية تمثيلية' মানে Play, Drama। — Hans wehr, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯-৩৭০; আল্-আয্হারী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

একটি রিওয়ায়াত আছে)।[৬] পরিভাষায় হাদীস রিওয়ায়াতের শব্দসমূহ[৭] দ্বারা হাদীস ও সনদ বর্ণনা করাকে 'রিওয়ায়াত' বলা হয়।[৮]

সনদ

বহুবচনে 'আস্নাদ' (أسناد) আভিধানিক অর্থ প্রমাণ (Document) নির্ভরযোগ্য (Dependable) ইত্যাদি।[৯] যেহেতু সনদ পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত হাদীসের

৬. আ'জমী, নূর মোহাম্মদ, মাওলানা, ঃ **হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস**, ৪র্থ সং, (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৪১২/১৯৯২), পৃ. ৩।

৭. হাদীস রিওয়ায়াতের শব্দসমূহ ৮টি স্তরে বিভক্ত। যেমন ঃ ক) سمعت (আমি শুনেছি) ও حدثني (তিনি আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন)। আর এই শব্দদ্বয় তখন বলবে যখন স্বয়ং শায়খ্ থেকে রিওয়ায়াতটি শুনবে। এই শব্দ দু'টির মধ্যে حدثني অপেক্ষা سمعت শব্দটি অধিক স্পষ্ট। حدثني বললে বর্ণনাকারী একজনকে বুঝাবে। আর حدثنا (বহুবচন দিয়ে) বললে বুঝাবে বর্ণনাকারীর সাথে অন্যান্যরাও শায়খ থেকে হাদীস শুনেছেন। আবার কখনও রূপক হিসেবে বর্ণনাকারীর সম্মান প্রকাশার্থেও حدثنا শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার কখনও অনুমতির স্থলে حدثنا বলা হয়। তবে এতে তাদ্লীস বা অস্পষ্টতা থাকে। খ) قرأت (আমি তাঁর সামনে পাঠ করেছি) ও اخبرني। (তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন)। যখন শায়খ তাঁর রিওয়ায়াতকৃত কোন হাদীস শাগরিদকে শুনান, এই ক্ষেত্রে "اخبرنا।"(বহুবচন) বলার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমাদের একটি জামা'আতকে উস্তাদ হাদীস শুনিয়েছেন। ফলে অন্যান্যদের সাথে আমিও তাঁর নিকট থেকে হাদীসটি শুনেছি। গ) قرأ عليه وانا اسمع ঃ অর্থাৎ তাঁর সামনে পাঠ করা হয়েছে, তখন আমি শুনছিলাম। ঘ) انبانى। ঃ অর্থাৎ আমাকে তিনি সংবাদ দিয়েছেন। ঙ) ناولنى ঃ অর্থাৎ শায়খ্ নিজের মূল পাণ্ডুলিপি আমাকে প্রদান করেছেন। চ) شافهنى بالاجازة ঃ অর্থাৎ শায়খ সরাসরি ও সামনা সামনি আমাকে অনুমতি প্রদান করেছেন। ছ) كتب الى بالاجازة ঃ শায়খ আমাকে লিখিত অনুমতি প্রদান করেছেন। জ) عن فلان ঃ অর্থাৎ 'অমুক হতে' ইত্যাদি। তবে এই শব্দ দ্বারা শোনা বা না শোনা এবং অনুমতি দেয়া বা না দেয়া সব কিছুরই সম্ভাবনা থাকে। যেমন- قال (বলেছেন), ذكر (উল্লেখ করেছেন) (এবং روى -রিওয়ায়াত করেছেন) ইত্যাদি। কোন রাবী তাঁর সমসাময়িক পর্যায়ের শায়খ হতে "عن" শব্দযোগে হাদীস রিওয়ায়াত করলে তা সিমা' (سماع) শ্রবণ পর্যায়ে গণ্য হবে। তবে শর্ত হলো রাবী মুদাল্লিস হতে পারবে না। আর সমসাময়িক না হলে তাঁর রিওয়ায়াত মুরসাল কিংবা মুনকাতি' হবে। আবার কারো কারো মতে "عن" শব্দযোগে সমসাময়িক রাবীর রিওয়ায়াত সিমা' (শ্রবণ) পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে উভয়ের মধ্যে কমপক্ষে গোটা জীবনে একবার সাক্ষাত প্রমাণিত হতে হবে। এটা আলী ইব্নুল মাদীনী (র) ও ইমাম বুখারী (র)-এর অভিমত। কিন্তু ইমাম মুসলিম (র) বলেন, যদি রাবী তাঁর শায়খের সমসাময়িক হন এবং তাঁদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যদিও সাক্ষাতের কোন প্রমাণ নাও পাওয়া যায়, আর তাঁদের একজনও যদি মুদাল্লিস না হন, তখন সেই রাবীর "عن" শব্দযোগে রিওয়ায়াত সিমা '(سماع) অর্থাৎ শ্রবণের পর্যায়ে গণ্য হবে। —আমীমুল ইহ্সান (১৯৯৭), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫।

৮. সুব্হী আস্-সালিহ, প্রাগুক্ত)

৯. Hans wehr, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৫, ৬৪৩; আরবী ভাষায় পাহাড়-পর্বত কিংবা উপত্যকার উঁচু ভূমিকেও 'সনদ' বলা হয়ে থাকে। পারিভাষিক অর্থের সাথে এর সামঞ্জস্য এই যে, সনদসহ হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তি হাদীসের বর্ণনা পরম্পরাকে এর সবচেয়ে উঁচু স্তর (অর্থাৎ প্রথম বক্তা রাসূলুল্লাহ্ সা) পর্যন্ত নিয়ে পৌঁছিয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

গ্রহণযোগ্যতা ও সত্যতার প্রমাণ বহন করে, তাই একে 'সনদ' বলা হয়। আর 'নির্ভরযোগ্য' এ অর্থে যে, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়া এ সনদের ওপর নির্ভরশীল। পরিভাষায় সনদের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এ ভাবে ঃ

السند هو الطريق الموصلة الى المتن

–"মূল হাদীস পর্যন্ত পৌঁছবার পরম্পরা বর্ণনা সূত্রই হচ্ছে সনদ।"[১০]

অর্থাৎ হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্রে বর্ণনা পরম্পরা ধারায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে সনদ বলা হয়। এতে হাদীসের বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।[১১]

ইস্‌নাদ

বহুবচনে 'আসানীদ' (اسانيد)। আভিধানিক অর্থ প্রমাণ, সংবাদ ইত্যাদি। পরিভাষায় হাদীসের সনদ বর্ণনা[১২] করাকে 'ইস্‌নাদ' বলা হয়। অন্য কথায় হাদীসের বর্ণনা পরম্পরাকে তার মূল বক্তা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার নাম ইস্‌নাদ। 'ইস্‌নাদ' কখনও সনদের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ যাকারিয়া (র) বলেন, মুহাদ্দিসগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সনদ ও ইস্‌নাদ একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন।[১৩]

---

১০. আমীমুল ইহ্‌সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

১১. যেমন সহীহুল্ বুখারীর প্রথম হাদীস ঃ

قال محمد بن اسماعيل البخارى حدثنا الحميدى قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصارى قال اخبرنى محمد بن ابراهيم التيمى انه سمع علقمة بن وقاص الليثى يقول سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات (الحديث) ـ

এই হাদীসের মধ্যে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী (র) (জ. ১৯৪/৮১০- মৃ. ২৫৬/৮৭০) হতে উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) (মৃ. ২৩/৬৪৩) পর্যন্ত বর্ণনা পরম্পরাকে সনদ বলা হয় এবং মূল বক্তব্য "انما الاعمال بالنيات" এটি হলো মতন। সনদ ও মতনের সমন্বয়েই একটি হাদীস। –আমীমুল ইহ্‌সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০।

১২. মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীসের সনদ বর্ণনা করার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা নির্ভরযোগ্য সনদ ছাড়া মতন বা মূল হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হয় না। এ প্রসঙ্গে আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র) (জ. ১১৮/৭৩৬- মৃ. ১৮১/৭৯৭)-এর উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ 'হাদীসের সনদ বর্ণনা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সনদ বর্ণনার গুরুত্ব না থাকতো, তা হলে যার যা খুশি, তাই বলতো।' —**ইসলামী বিশ্বকোষ**, ২৫শ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩।

১৩. ফালাতা, উমার ইব্‌ন হাসান, ড. ঃ **আল্-ওয়াষ্'উ ফিল হাদীস**, ১ম খ. (দিমাশ্‌ক ঃ মাকতাবাতুল গাযালী, ১৪০১/ ১৯৮১), পৃ. ৮।

www.pathagar.com

মুস্‌নিদ

নূন অক্ষরে যের যোগে 'মুস্‌নিদ্' (مُسْنِد) ইস্‌মে ফা'ইল। আভিধানিক অর্থ সনদ বর্ণনাকারী। ইল্‌মে হাদীসের পরিভাষায় 'মুস্‌নিদ'-এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

فالمسند هو من يروى الحديث باسناده، سواء كان عنده علم به ام ليس له الا مجرد روايته ـ

—"যিনি সনদসহ হাদীস রিওয়ায়াত করেন, তাকে 'মুস্‌নিদ' বলা হয়। তিনি হাদীস শাস্ত্রে বিজ্ঞ হতেও পারেন অথবা উক্ত রিওয়ায়াত করা ছাড়া বিজ্ঞ নাও হতে পারেন।"[১৪]

মুস্‌নাদ

নূন অক্ষরে যবর যোগে 'মুস্‌নাদ' (مُسْنَد) ইস্‌মে মাফ্'উল। বহুবচনে 'মাসানিদ' (مسانيد) অর্থ সনদ্‌যুক্ত। এ পরিভাষাটি তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, মুত্তাসিল মারফূ' রিওয়ায়াতকে মুস্‌নাদ বলে। দ্বিতীয়ত, ঐ গ্রন্থকে 'মুস্‌নাদ' বলা হয় যাতে প্রত্যেক সাহাবীর বর্ণিত হাদীসসমূহ পৃথক পৃথকভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তৃতীয়ত, রাবীগণের বর্ণনা পরম্পরাকে মুস্‌নাদ বলা হয়। তখন এটি সনদের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[১৫]

রিজাল

রিজাল (رجال) শব্দটি 'রাজুল' (رجل) -এর বহুবচন, অর্থ ব্যক্তিবর্গ। হাদীসের রাবী সমষ্টিকে 'রিজালুল্ হাদীস' (رجال الحديث) বলা হয়। আর যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী আলোচনা করা হয়, তাকে আস্‌মা'উর রিজাল; বা রিজাল শাস্ত্র বলে।[১৬] ইল্‌মে হাদীসের যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে, তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রিজাল শাস্ত্র। এ শাস্ত্রের মাধ্যমে সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক রাবীর নাম, বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, জন্ম-মৃত্যুর সন ও তারিখ তথা রাবীগণের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়।

মতন

বহুবচনে মুতূন (متون) । মিতান (متان)-ও এর বহুবচনে আসে। যেমন সাহ্‌ম (سهم) -এর বহুবচন সিহাম (سهام) । আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুর উপরের অংশ, পৃষ্ঠ, পুস্তকের মূল লেখা, শক্ত, মযবূত ইত্যাদি।[১৭] এর থেকে হাবলুম্ মাতীনুন (حبل متين) মানে শক্ত রশি। ভূ-পৃষ্ঠের উঁচু ভূমিকেও 'মতন' বলা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকটি বস্তুর শক্ত ও মযবূত অংশকে 'মতন' বলা হয়। যেমন

১৪. সুব্‌হী আস্-সালিহ্ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

১৫. আলী মুহাম্মদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ., ২০-২১; আল্-উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

১৬. আ'জমী, প্রগুক্ত, পৃ. ৪।

১৭. Hans wehr প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯০-৮৯১; আল্-আযহারী, ৩য় খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০৭।

www.pathagar.com

মানুষ তার পৃষ্ঠদেশের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করে শক্তিশালী হয়। এ কারণে পৃষ্ঠকেও মতন বলা হয়।[১৮] পরিভাষায় হাদীসের মূল বক্তব্যকে 'মতন' বলা হয়। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দিহলবি (র) লিখেছেন ঃ المتن ما انتهى اليه الاسناد। –"সনদসূত্র যে পর্যন্ত পৌছেছে তার পরবর্তী অংশকেই মতন বলা হয়"।[১৯] যেহেতু রাবী সনদ বর্ণনা করার মাধ্যমে হাদীসটিকে তার মূল বক্তা [রাসূলুল্লাহ্-(সা)] পর্যন্ত পৌছিয়ে শক্তিশালী, মযবূত ও নির্ভরযোগ্য করে তুলেছেন, তাই একে 'মতন' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

মুহাদ্দিস

মুহাদ্দিস (المحدث) শব্দের আভিধানিক অর্থ বর্ণনাকারী, বক্তা ইত্যাদি। মুহাদ্দিস-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপণে তিনটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, যিনি সনদসহ হাদীস রিওয়ায়াত করেন এবং মতন (মূল হাদীস) সম্পর্কেও যাঁর সম্যক ধারণা রয়েছে তাঁকে মুহাদ্দিস বলে। এটা আল্লামা আল্-জাযাইরী (র)-এর অভিমত।[২০] দ্বিতীয়ত, যিনি পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন উস্তাদ, যিনি সদা-সর্বদা হাদীস গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন, নিজের শায়খের নিকট থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করার অনুমতি লাভ করেছেন, হাদীসের নিগূঢ় অর্থ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং রিওয়ায়াত ও দিরায়াত সম্পর্কে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন, তাঁকে মুহাদ্দিস বলা হয়।[২১] তৃতীয়ত, যিনি হাদীসের সনদ, মতন, সূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি, আসমাউর্ রিজাল, সনদে আলী-সনদে নাযিল[২২] প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখেন, হাদীসের অধিকাংশ মতন[২৩] মুখস্থ করেছেন এবং সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ মুস্নাদে আহ্মাদ, সুনানুল বায়হাকী, মু'জামুত্-তাবারানী এবং এর সাথে হাদীসের এক হাজার 'জুয'[২৪] যার আয়ত্তে রয়েছে, তিনি মুহাদ্দিস।[২৫]

হাফিয

হাফিয্ (الحافظ)-এর আভিধানিক অর্থ হিফাযতকারী, রক্ষাকারী, কণ্ঠস্থকারী ইত্যাদি। 'হাফিয'-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপণে হাদীস বিশারদগণের মধ্যে

---

১৮. ফালাতা, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

১৯. আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯; আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

২০. আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

২১. আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

২২. রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত সনদের ক্রমধারা যদি সংক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ রাবীর সংখ্যা কম হয়, তাকে সনদে আলী বলে। যেমন ইমাম বুখারী (র)-এর সুলাসিয়াত (ثلاثيات) তিন রাবী বিশিষ্ট হাদীস। আর এর বিপরীত সনদ যাতে রাবীগণের ক্রমধারা দীর্ঘ হবে, তাঁকে 'সনদে নাযিল' বলা হয়। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

২৩. কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে 'মুহাদ্দিস'-এর জন্য কমপক্ষে (সনদ-মতন ও জারহ-তা'দীলসহ) বিশ হাজার হাদীস কণ্ঠস্থ থাকতে হবে। —'আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত।

২৪. যে হাদীস গ্রন্থে কেবল একজন রাবীর বর্ণিত হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত হয়, তাকে 'জুয্' বলে।

২৫. সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

www.pathagar.com

মতপার্থক্য রয়েছে। পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের মতে হাফিয্ ও মুহাদ্দিস-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের মতে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাঁদের মতে হাফিয মুহাদ্দিস থেকেও উঁচু স্তরের এবং ইল্‌মে হাদীস সম্পর্কে অধিক পারদর্শী। তাঁরা বিভিন্নভাবে 'হাফিয'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি মত হলো ঃ যিনি রাবীগণের সকল স্তর (ত্বাব্‌কা)সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তিনি হাফিয।[২৬] আবার কোন কোন মুহাদ্দিস-এর মতে ঐ হাদীস বিশারদকে 'হাফিয্' বলা হয় যিনি সনদ ও মতন সহকারে একলাখ হাদীস মুখস্থ করেছেন, যিনি হাদীস চর্চায় মগ্ন থাকেন, রিওয়ায়াতে হাদীস ও দিরায়াতে হাদীস সম্পর্কেও যাঁর সুস্পষ্ট ধারণা আছে এবং যিনি তাঁর নিজের উস্তাদ এবং উস্তাদের উস্তাদ সম্পর্কেও জ্ঞাত আছেন।[২৭] কারও মতে হাফিয[২৮] ঐ হাদীস বিশারদকে বলা হয়, যিনি কোন হাদীস শোনামাত্রই বলে দিতে পারেন যে, তা সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র হাদীস না অন্য কোন গ্রন্থের হাদীস। উপরন্তু যার এক হাজারেরও অধিক হাদীস অর্থসহ মুখস্থ আছে। কোন কোন ইমামের মতে এক লাখ হাদীস সনদ ও মতনসহ মুখস্থ থাকা আবশ্যক। কিন্তু এই পরিভাষা যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে গেছে।[২৯] আবার কেউ কেউ 'হাফিয'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। এভাবে ঃ

الحافظ : من حفظ غالب اصول الحديث وفروعه بلا تخصيص الحفظ بعدد معين كمائة الف حديث ـ

—"হাফিয এমন হাদীস বিশারদকে বলে, যিনি উসূল (মৌলিক) এবং ফুরূ' (শাখা-প্রশাখা) সম্পর্কিত অধিকাংশ হাদীস কণ্ঠস্থ করেছেন। হাফিয্ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক যেমন একলাখ হাদীসের হাফিয হওয়ার শর্ত নেই।"[৩০]

---

২৬. মাহ্‌মূদ্ আত্-তাহ্‌হান, ড., ঃ **মুস্‌তালাহুল হাদীস**, (লাহোর ঃ ফারুকী কুতুবখানা, তা. বি.), পৃ. ১৬।

২৭. আয্-যাহাবী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ, শামসুদ্দীন, ঃ **'তায্‌কিরাতুল হুফ্‌ফায'**, ১ম সং- উর্দূ, ১ম খ., (লাহোর ঃ ইসলামিক পাবলিশিং হাউজ, ১৪০১/১৯৮১) পৃ. ২৫; আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩।

২৮. এ যাবত পৃথিবীতে কতজন হাফিযে হাদীস জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের সংখ্যা জানা নেই। তবে হাফিয ইমাম আয্-যাহাবী (র) (মৃ. ৭৪৮ হি.) তাঁর রচিত **তায্‌কিরাতুল হুফ্‌ফায** নামক গ্রন্থে এগারশতেরও অধিক হাফিযের জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মুতা'আখ্‌খির মুহাদ্দিসগণের মধ্যে হাফিয ইব্‌ন হাজার আল্-আসকালানী (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮) ও আল্লামা আল্-আইনী (র)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২৯. আমীমুল ইহ্‌সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

৩০. ইব্‌ন বাদরান ঃ **মুকাদ্দামাতু তাহ্‌যীবি তারীখি দিমাশক**, ২য় সং, ১ম খ., (বৈরুত ঃ ১৩৯৯ হি.), পৃ. ২০; তাকীউদ্দীন নদবী ঃ **ইল্‌মু রিজালিল্** হাদীস, ১ম সং, (লক্ষ্ণৌ ঃ মাত্‌বা'আতু নাদওয়াতিল উলামা, ১৪০৫/১৯৮৫), পৃ. ২১১-২১২।

www.pathagar.com

হুজ্জাত

'হুজ্জাত' (الحجة) শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রমাণ, দলীল ইত্যাদি।[৩১] পরিভাষায় 'হুজ্জাত' ঐ হাদীস বিশারদকে বলা হয় যিনি সনদ ও মতনের যাবতীয় বৃত্তান্তসহ তিন লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন। যেমন ইমাম আহ্মাদ (র) (জ. ১৬৪/৭৮১- মৃ. ২৪১/৮৫৫), বুখারী (র) (জ. ১৯৪/৮১০- মৃ. ২৫৬/৮৭০), মুসলিম (র) (জ. ২০২/৮১৭ অথবা ২০৬/৮২১- মৃ. ২৬১/৮৭৫) এবং ইমাম আবূ দাঊদ (র) (জ. ২০২/৮১৭- মৃ. ২৭৫/৮৮৯) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ। 'হাফিয্'-এর উপরের স্তর হলো হুজ্জাত। হুজ্জাতগণ এত প্রখর স্মৃতিশক্তি ও সূক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী যে, তাঁরা একটি হাদীস দেখেই তার প্রকৃত অবস্থার কথা (যেমন হাদীসটি কি সহীহ্, গায়র সহীহ্ না মাওযূ' ইত্যাদি) বলে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। যেহেতু তাঁর রিওয়ায়াত সমসাময়িকগণের ওপর দলীল (হুজ্জাত) হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে, তাই তাঁকে 'হুজ্জাত' বলা হয়।[৩২]

হাকিম

(الحاكم) আভিধানিক অর্থ শাসক, শাসনকর্তা, (Sovereign, Judge) ইত্যাদি।[৩৩] আল্লামা মুল্লা আলী আল্-কারী (র) এবং আরো কতিপয় মুহাক্কিক আলিমের সংজ্ঞানুযায়ী হাকিম (الحاكم) ঐ হাদীস বিশারদকে বলা হয়, যিনি সনদ ও মতন এবং জারূহ ও তা'দীল তথা রাবীগণের সার্বিক অবস্থাসহ সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন।[৩৪] কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে যিনি সনদ ও মতন এবং জারূহ ও তা'দীলসহ আট লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছেন, তাঁকে হাকিম বলা হয়।[৩৫]

আমীরুল মু'মিনীন

এটি ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা (রাষ্ট্র প্রধান) বা শাসনকর্তার উপাধি বিশেষ। হাদীস শাস্ত্রেও এটি মুহাদ্দিসগণের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ স্তর হিসেবে পরিগণিত। ইল্মে হাদীসের পরিভাষায় যিনি রিওয়ায়াত ও দিরায়াত[৩৬], জারূহ ও

---

৩১. আল্-আয্হারী, ২য় খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫০।

৩২. আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত; আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৩৩. Hans wehr, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

৩৪. যেমন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) (জ. ১৫৮/৭৭৫- মৃ. ২৩৩/৮৪৮) ও সা'ঈদ ইব্নুল কাত্তান (র) প্রমুখ। —আমীমুল ইহ্সান, ঃ **তারিখে ইল্মে হাদীস** (ঢাকা ঃ মুফ্তী মানযিল, ১৪০০ হি,) পৃ. ১৫৫।

৩৫. আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত।

৩৬. মুহাদ্দিসগণ দ্বিবিধ পদ্ধতিতে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতা পরীক্ষা করতেন। প্রথমে হাদীসের সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক রাবীর চরিত্র, জ্ঞান-বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি এবং আমল-আকীদা ইত্যাদি বিষয় নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। এ পদ্ধতিকে রিওয়ায়াত বলা হয়। এভাবে বর্ণনাকারীগণের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হলে তাঁদের বর্ণিত মূল বক্তব্যটির গুণাগুণ যুক্তি-প্রমাণের কষ্টি পাথরে যাঁচাই করা হয়। এ পদ্ধতিকে বলা হয় 'দিরায়াত'। এ উভয় পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাঁচাই করে হাদীসটি সামগ্রিকভাবে নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হলে তা সহীহ্ (বিশুদ্ধ) বলে গ্রহণ করা হয়। আর এটাই হাদীস সমালোচনার সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আমরা নিখুঁত ও নির্ভুল হাদীস লাভ করতে সক্ষম হয়েছি।

www.pathagar.com

তা'দীল[৩৭] এবং রিজাল শাস্ত্র তথা এ বিষয়ের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় ও সঠিক মর্মসহ সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস' বলা হয়।[৩৮]

আদালাত

(عدالت) 'আদালাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা ইত্যাদি।[৩৯] পরিভাষায় যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া[৪০] ও মুরুওয়াত[৪১] অবলম্বন করতে এবং মিথ্যা আচরণ হতে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে আদালাত বলে। অর্থাৎ আদালাত সেই সুদৃঢ় শক্তি, যার দ্বারা দীনের ওপরে অটল ও অবিচল থেকে আল্লাহ্ভীরুতা ও মনুষ্যত্ব অবলম্বন করতে এবং অন্যায় আচরণ হতে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।[৪২]

আদল/আদিল

আদল বা আদিল-এর আভিধানিক অর্থ ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ ইত্যাদি।[৪৩] পরিভাষায় যে ব্যক্তি 'আদালাত' গুণসম্পন্ন, তাঁকে আদল বা আদিল বলে। অর্থাৎ যিনি হাদীস সম্পর্কে কিংবা সাধারণ কথাবার্তায় কখনও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হননি, যিনি মাজ্হূল বা অপরিচিত[৪৪] (দোষ-গুণ বিচারের জন্য যার জীবনী জানা যায়নি এরূপ)

---

৩৭. পরিভাষায় একে ইলমুল জার্হি ওয়াত্-তা'দীল' বলা হয়। এটা এমন এক বিজ্ঞান, যাতে বিশেষ শব্দে হাদীস বর্ণনাকারীগণের সমালোচনা করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। —মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭১।

৩৮. 'আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; আয্-যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫; রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের হিফাযাতের জন্য এ মণীষীগণের সৃষ্টি মুসলিম জাতির প্রতি আল্লাহ্পাকের এক বিরাট কল্যাণ ছাড়া আর কিছু নয়।

৩৯. Hans wehr, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৬।

৪০. 'তাক্ওয়া' দ্বারা এখানে শির্ক, বিদ্'আত ও ফিস্ক প্রভৃতি কবীরা গুনাহ্ এবং পুনঃ পুনঃ সাগীরা গুনাহ্ করা হতে বেঁচে থাকাকে বুঝানো হয়েছে।

৪১. 'মুরুওয়াত' বলতে অশোভন ও অভদ্রোচিত কার্যকলাপ হতে দূরে থাকাকে বুঝায় যদিও তা মুবাহ (বৈধ) হয়। যেমন হাটে-বাজারে প্রকাশ্যে পানাহার করা, রাস্তার পাশে প্রস্রাব করা, উচ্চস্বরে চিৎকার করে কাউকে ডাকা-ডাকি করা, হাঁটতে হাঁটতে কিছু খাওয়া ইত্যাদি। এরূপ (কার্যে লিপ্ত) ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস সহীহ্ নয়। —আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; আমীমুল ইহ্সান (১৯৯৭), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

৪২. সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

৪৩. Hans wehr, প্রাগুক্ত।

৪৪. ইলমে হাদীসের পরিভাষায় অজ্ঞাতনামা-অপরিচিত রাবী, রিজাল শাস্ত্রে যার জীবন বৃত্তান্ত পাওয়া যায়নি, তাকে 'মাজহূল' বলা হয়। মুহাদ্দিসগণের নিকট এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

www.pathagar.com

রাবীও নন, যিনি ফাসিক[৪৫] কিংবা বিদ'আতীও[৪৬] নন, তাঁকে আদল বা আদিল বলে।[৪৭]

যাবৃত

(ضبط) আভিধানিক অর্থ সংরক্ষণ করা, আটককরণ, বন্ধন, হুবহু ইত্যাদি।[৪৮] পরিভাষায় যে শক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি ও বিনাশ হতে রক্ষা করতে পারে এবং যখন ইচ্ছা তখনই তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে এবং প্রয়োজনে আদায়ও করতে পারে তাকে 'যাব্ত' বলে। এই 'যাব্ত' দু'প্রকারের হতে পারে। প্রথমত, যাব্তুস্-সদর (মনে মনে স্মরণ রাখা) অর্থাৎ উস্তাদ হতে যা শুনেছে, তার অবিকল শব্দাবলী মনে মনে স্মৃতিতে স্মরণ রাখা। দ্বিতীয়ত, যাব্তুল কিতাব (লিখিতভাবে স্মরণ রাখা) অর্থাৎ যে গ্রন্থে বা পাণ্ডুলিপিতে উস্তাদের শব্দাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, সেই গ্রন্থখানি রাবী বর্ণনা করার সময় পর্যন্ত স্মরণ রাখা।[৪৯] যাব্ত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে 'যাবিত' বলে।[৫০]

সিকাহ্

(ثقه) বহুবচনে 'সিকাত' (الثقات)। আভিধানিক অর্থ নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ইত্যাদি।[৫১] যে রাবীর মধ্যে 'আদালাত' (শরী'আতে নিষিদ্ধ এবং ভদ্রতা ও শালীনতা বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত না হওয়া) ও 'তামুয্-যাব্ত' (পূর্ণ সংরক্ষণ শক্তি)[৫২] উভয় গুণ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে, তাকে 'সিকাহ্'[৫৩] (নির্ভরযোগ্য) রাবী বলে।

---

৪৫. গুনাহ্র কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে 'ফাসিক' বলা হয়। 'ফিস্ক' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো সত্যের পথ হতে সরে যাওয়া। কথা, কর্ম ও বিশ্বাস সব কিছুর মধ্যেই 'ফিস্ক' পাওয়া যেতে পারে। কবীরা গুনাহ্তে লিপ্ত ব্যক্তিকেও ফাসিক বলা হয়ে থাকে।

৪৬. দীনের ভেতরে প্রথম তিন যুগে (সাহাবীগণের যুগ থেকে ১১০ হি, পর্যন্ত ১ম যুগ, ১১১ হি. হতে ১৭০ হি. পর্যন্ত দ্বিতীয় যুগ এবং ১৭১ হতে ২২০ হি. পর্যন্ত তৃতীয় যুগ।) ছিল না (কুরআন-সুন্নাহ্র পরিপন্থী) এমন নতুন কিছু উদ্ভাবন ও সংযোজন করাকে বিদ'আত বলা হয়। বিদ'আত দু'প্রকার। প্রথমত, যে বিদ'আতের কারণে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। সর্বসম্মতিক্রমে এরূপ বিদ'আতীর রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, যে বিদ'আতের কারণে ব্যক্তি ফাসিক হয়ে যায়। এরূপ ব্যক্তি যদি বিদ'আতের প্রচারক ও নিজের বিদ'আতের প্রতি লোকদেরকে আহবানকারী না হন তা হলে অধিকাংশের নিকট তার রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য।—মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩; আমীমুল ইহ্সান (১৯৯৭), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

৪৭. আ'জমী, প্রাগুক্ত।

৪৮. Hans wehr, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪; আল্-আযহারী, ২য় খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২৭।

৪৯. আমীমুল ইহ্সান (১৯৯৭), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

৫০. আ'জমী, নূর মোহাম্মদ, মাওলানা ঃ **মেশকাত শরীফ**, ৮ম সং- বঙ্গানুবাদ, ১ম খ., (ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৩), পৃ. গ ।

৫১. আল্-আয্হারী, ২য় খ., পৃ ১০৩৯।

৫২. পূর্ণ সংরক্ষণশক্তি (تام الضبط) বলতে বুঝায় যাদের স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ ও প্রখর। বিবরণসমূহ সতর্কতার সাথে স্মরণ রাখার পূর্ণ ক্ষমতা যাদের আছে, প্রয়োজনবোধে বিবরণটি অবিকল হুবহু আবৃত্তি করতে পারেন। অথবা বিবরণ শোনা হতে আবৃত্তি করার সময় পর্যন্ত নিজ পুস্তকে (পাণ্ডুলিপিতে) সতর্কতার সাথে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

৫৩. 'সিকাহ্' রাবীকে কখনও 'সাবিত' কিংবা 'সাবাত' (সুপ্রতিষ্ঠিত)-ও বলা হয়। –আ'জমী (১৯৯২), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; আর হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে যে মুহাদ্দিস-এর সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে, তাঁকে 'মুতকিন' বলে। —আয্-যাহাবী, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

www.pathagar.com

সিহাহ্ সিত্তাহ্

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীকে ইল্মে হাদীসের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এই শতকেই অনেক বড় বড় মুহাদ্দিস, হাদীসের হাফিয ও হাদীস বিজ্ঞানের ইমামগণ আবির্ভূত হন। বিশ্ব-বিশ্রুত ছয়খানা সহীহ্ হাদীসগ্রন্থও এ শতকেই সংকলিত হয়। এগুলো হচ্ছে ঃ ইমাম বুখারী (র) (জ. ১৯৪/৮১০-মৃ. ২৫৬/৮৭০) সংকলিত 'সহীহুল বুখারী',[৬০] ইমাম মুসলিম (র) (জ. ২০২/৮১৭ অথবা ২০৬/৮২১- মৃ. ২৬১/৮৭৫) সংকলিত 'সহীহ্ মুসলিম', ইমাম আবূ দাঊদ[৬১] (র) (জ. ২০২/৮১৭- মৃ. ২৭৫/৮৮৯) সংকলিত 'সুনানু আবী দাঊদ', ইমাম তিরমিযী[৬২] (র) (জ .২০৬/৮২১- মৃ. ২৭৯/৮৯২) সংকলিত আল্-জামি'উত্ তিরমিযী,[৬৩] ইমাম নাসা'ঈ[৬৪] (র) (জ

৬০. সহীহুল বুখারীর পুরো নাম হচ্ছে ঃ 'আল্-জামি'উল মুস্নাদ আস্-সহীহুল মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি (সা) ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়ামিহী' (الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه وايامه) – মাওলানা আবদুর রহীম, (প্রাগুক্ত), পৃ. ৪৯৩, (মুকাদ্দামাতু ইব্নিস্ সালাহ্ থেকে উদ্ধৃত)।

৬১. তাঁর পুরোনাম ঃ সুলায় মান ইব্নুল আশ'আস ইব্ন ইসহাক ইব্ন বশীর ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন আমর। তিনি সিজিস্তান-এ জন্মগ্রহণ করেন করেন। ইব্ন খাল্লিকান (র)-এর মতে এটি বসরার নিকট একটি গ্রামের নাম। শাহ আব্দুল আযীয (র)-এর মতে সিজিস্তান হচ্ছে হারাত এবং সিন্ধু প্রদেশের মধ্যবর্তী একটি বিখ্যাত শহর। ইয়াকূত হামাবী (র)-এর মতে এ স্থানটি খুরাসানে অবস্থিত। এর অপর নাম সানজার। এ জন্য ইমাম আবূ দাঊদ (র)-কে সানজারীও বলা হয়। –ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, (পাদটীকা), পৃ. ৫০।

৬২. তাঁর পুরো নাম ঃ আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা ইব্ন সাওরাহ্ ইব্ন মূসা ইব্ন যাহ্হাক আস্-সুলামী আত্-তিরমিযী আল্-বুগী (র)। তিনি জীহুন নদীর বেলাভূমে অবস্থিত "তিরমিয্" নামক প্রাচীন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। –প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২।

৬৩. হাজী খলীফা এ গ্রন্থটিকে সিহাহ্ সিত্তাহ্র মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকারী বলে মন্তব্য করেন। ইমাম তিরমিযী (র) এ গ্রন্থ সংকলন করে হিজায, ইরাক এবং খুরাসানের আলিমগণের সামনে পেশ করেন। তাঁরা সকলেই এটিকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন। তিনি স্বয়ং তাঁর এ গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ

من كان فى بيته فكانما النبى صلى الله عليه وسلم فى بيته يتكلم -

–"যার ঘরে তিরমিযী গ্রন্থ আছে, তার ঘরে যেন একজন নবী অবস্থান করছেন, যিনি তার সাথে কথা বলেন।" এ গ্রন্থটিকে 'সুনান' নামেও আখ্যায়িত করা হয়। কারণ এতে ফিক্হ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে অধ্যায়সমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র) ফিক্হ শাস্ত্রের দৃষ্টিতে প্রতিটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম স্থাপন করে তৎসম্পর্কিত অধিক বিশুদ্ধ হাদীস অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণনা করেন। এরপর আর যে সকল সাহাবী থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁদের নাম উল্লেখ করেন। তিনি রাবীগণের পরিচয়, তাঁদের নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি বর্ণনা করেন এবং সে সম্পর্কে মন্তব্য করেন। বিশুদ্ধতার দিক থেকে প্রতিটি হাদীসের স্তর সম্পর্কেও তিনি সুস্পষ্ট মন্তব্য পেশ করেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন আইন শাস্ত্রবিদগণের মন্তব্য তুলে ধরেন। তিনি প্রায় প্রতিটি অনুচ্ছেদেই আবূ ঈসা বলেন– বলে হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরেন। ব্রোক্যালম্যান 'জামি' তিরমিযী'-এর এগারটি শরাহ্ গ্রন্থের

www.pathagar.com

.২১৫/৮৩০- মৃ. ৩০৩/৯১৫) সংকলিত সুনান্ নাসাঈ[৬৫] ও ইমাম ইব্ন মাজাহ্[৬৬] (র) (জ. ২০৯/৮২৪- মৃ. ২৭৩/৮৮৬) সংকলিত সুনান্ ইব্ন মাজাহ্। এ ছয়খানা হাদীসগ্রন্থকে সম্মিলিতভাবে 'সিহাহ্ সিত্তাহ্'[৬৭] (الصحاح الستة) বা ছয়খানা নির্ভুল গ্রন্থ বলা হয়। তবে 'সিহাহ্ সিত্তাহ্'-এর ষষ্ঠ গ্রন্থ কোন্‌টি, সে ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মতভেদ রয়েছে।[৬৮]

নাম উল্লেখ করেন। সম্প্রতি আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী (র) মা'আরিফুস্ সুনান নামে ছয় খন্ডে এর একটি অসমাপ্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থ সংকলন করেন। এরও পূর্বে 'আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (র) **তুহ্ফাতুল্-আহ্ওয়াযী** নামে এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ সংকলন করেন। -প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

৬৪. তাঁর পুরো নাম ঃ আহ্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন শু'আইব আলী ইব্ন সিনান ইব্ন বাহার আবূ আব্দির রহমান আন্-নাসা'ঈ। তিনি খুরাসানের 'নাসা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। -প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

৬৫. ইমাম নাসা'ঈ (র) প্রথমে **আস্-সুনানুল কুবরা** নামে একটি বিশাল হাদীসগ্রন্থ সংকলন করেন। মিসরের আলিমগণ এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে খুবই আনন্দিত হন। এরপর রামলার শাসক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ এ গ্রন্থের সবগুলো হাদীস কি বিশুদ্ধ? ইমাম নাসাঈ (র)-এর জবাবে বলেন ঃ 'এর সবগুলো হাদীস বিশুদ্ধ নয়।' তখন আমির তাঁকে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ হাদীসের একটি সংকলন করার জন্য অনুরোধ জানান। এতে তিনি **আস্-সুনানুল কুবরা** থেকে দুর্বল সনদযুক্ত হাদীসগুলোকে ছাঁটাই করে **আল্-মুজ্তাবা** বা **সুনানুস্-সুগরা** নামে একটি সংকলন করেন। এটিই সিহাহ্-সিত্তাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত। হাফিয আবূ আলী এবং খতীব বাগদাদী (র) ইমাম নাসা'ঈ (র)-এর অনুসৃত শর্ত সম্পর্কে মন্তব্য করেন বলেন ঃ তাঁর শর্ত ইমাম মুসলিম (র)-এর শর্তের চেয়েও কঠিন। ইমাম নাসা'ঈ (র) এ গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেন। - প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫; ডক্টর এম, মুজিবুর রহমান, **মুহাদ্দিস প্রসঙ্গ**, ১ম সং, ১ম খ., (রাজশাহী ঃ ইউনিক প্রেস, রাণী বাজার, ১৯৭৫), পৃ. ১১৫-১২০।

৬৬. তাঁর পুরো নাম ঃ হাফিয্ আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ আল্-কাযবীনী (র) তিনি আযারবায়জান প্রদেশের 'কায্‌বীন' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এটা বর্তমানে ইরানে অবস্থিত। এ শহর তৃতীয় খলীফা উসমান (রা)-এর সময় (২৩/৬৪৩-৩৫/৬৫৫) বিজিত হওয়ার পর থেকেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে গণ্য। - ড. সুব্হী আস্-সালিহ্ (প্রাগুক্ত), পৃ. ৩০১; ড. মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ, (প্রাগুক্ত), পৃ. ৫৬।

৬৭. 'সিহাহ্' (الصحاح) শব্দটি 'সহীহ্'-এর বহুবচন। অর্থ বিশুদ্ধ, নির্ভুল। আর 'সিত্তাহ্' মানে ছয়। এ ছয়টি গ্রন্থকে বিশুদ্ধ বা নির্ভুল বলার কারণ এই যে, এর অধিকাংশ হাদীসই সহীহ্ এবং আমলযোগ্য। তবে সহীহায়ন (বুখারী-মুসলিম) ছাড়া অন্য চারখানা সুনান (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসা'ঈ, ও ইব্ন মাজাহ্) গ্রন্থে সহীহ্, গায়র সহীহ্ তথা য'ঈফ (দুর্বল) রিওয়ায়াতেরও সমাবেশ ঘটেছে। সুতরাং এ চারখানা (সুনান) গ্রন্থের মর্যাদা সহীহায়নের অনুরূপ নয়। - সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০।

৬৮. কোন কোন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস যেমন রাযীন ইব্ন মু'আবিয়াহ্ আস্-সারকাসতী (মৃ. ৫২৫/১১৩০) তাঁর **আত্-তাজরীদ বিস্-সিহাহ্ ওয়াস্-সুনান** গ্রন্থে এবং তাঁর পরে ইব্নুল আসীর (মৃ. ৬০৬ /১২০৯) তাঁর **জামি'উল-উসূল** গ্রন্থে ইমাম মালিক (র)-এর মু'আত্তাকে সিহাহ্

www.pathagar.com

শায়খ

শায়খ (شيخ) বহুবচনে 'শুয়ূখ' (شيوخ) আভিধানিক অর্থ বয়োবৃদ্ধ, ভদ্রলোক, সম্মানিত ব্যক্তি, উস্তাদ, অধ্যাপক, (Title of the ruler of any one of the sheikhdoms along the persian gulf, Professors of spiritual Institutions of higher learning. Title of the Grand Mufti, The spiritual head of Islam.) ইত্যাদি।[৫৪]

ইল্‌মে হাদীসের পরিভাষায় 'শায়খ' ঐ হাদীস বিশারদকে বলা হয় যিনি পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন। অধিকাংশ সময় হাদীস শিক্ষা গ্রহণে, হাদীস গ্রন্থাবলী অধ্যয়নে এবং হাদীস শিক্ষাদানে নিমগ্ন থাকেন। নিজের উস্তাদগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষাদানে অনুমতিপ্রাপ্ত, হাদীসের নিগূঢ় অর্থ সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত এবং রিওয়ায়াত ও দিরায়াত সম্পর্কে যাঁর অগাধ পান্ডিত্য রয়েছে। এরূপ হাদীস বিশেষজ্ঞকে মুহাদ্দিস বা ইমামও বলা হয়ে থাকে।[৫৫]

শায়খায়ন

ইমাম বুখারী[৫৬] (র) (জ. ১৯৪/৮১০-মৃ. ২৫৬/৮৭০) ও ইমাম মুসলিম[৫৭] (র) (জ. ২০২/৮১৭ অথবা ২০৬/৮২১-মৃ.২৬১/৮৭৫)-কে একসঙ্গে 'শায়খায়ন'[৫৮] বলা হয়। ইমাম বুখারী (র) ও মুসলিম (র) উভয়ে কোন একটি হাদীস রিওয়ায়াত করলে সেক্ষেত্রে 'রাওয়াহুশ্ শায়খান' (رواه الشيخان) বলা হয়ে থাকে।[৫৯]

---

৫৪. Hans wehr, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৬।

৫৫. 'আমীমুল ইহ্‌সান (১৯৯৭), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬; কোন কোন মুহাদ্দিস-এর মতে হাদীস শিক্ষাদাতা রাবীকে তাঁর শাগরিদের তুলনায় 'শায়খ' বলা হয়ে থাকে। আ'জমী (১৯৯২), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৫৬. তাঁর পুরো নাম ঃ আবূ আব্‌দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌নুল মুগীরাহ ইব্‌ন বারদিয্‌বাহ। 'বারদিয্‌বাহ্' শব্দের অর্থ কৃষক। তাঁর প্রপিতামহ বারদিয্‌বাহ্ ছিলেন অগ্নি উপাসক। পারস্য বিজয়ের সময় তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। তাঁর পুত্র মুগীরাহ্ বুখারার তৎকালীন গভর্নর আল ইয়ামানুল জু'ফী-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম বুখারী (র)-এর দাদা ইবরাহীম সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে তাঁর পিতা ইসমা'ঈল ছিলেন একজন খ্যাতি সম্পন্ন ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ মুহাদ্দিস। —সাহারানপুরী, আহমাদ আলী ঃ **মুকাদ্দিমাতু সহীহিল বুখারী** (করাচী ঃ নূর মুহাম্মদ আসাহ্হুল মাতাবি, ১৩৫৭/১৯৩৮), পৃ. ৩।

৫৭. তাঁর পুরো নাম ঃ মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ ইব্‌ন মুসলিম আল্‌-কুশাইরী (র)। তিনি খুরাসানে যাহাবী (র)-এর মতে ২০২/৮১৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন, ইব্‌নুল আসীর (র) এবং ইব্‌ন খাল্লিকান (র)-এর মতে তিনি ২০৬/৮২১ সনে জন্মলাভ করেন। হাদীস সম্পর্কে তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর পান্ডিত্যের কথা সকলেই স্বীকার করেছেন। — **ডক্টর মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ্ ঃ ইমাম তাহাভী (র) জীবন ও কর্ম**, ১ম সং (ঢাকা ঃ ই.ফা.বা. ১৪১৮/১৯৯৮) পৃ. ৪৭-৪৮।

৫৮. খুলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে 'শায়খায়ন' বলতে আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-কে বুঝায়। আর হানাফী মায্‌হাবে 'শায়খায়ন' বলতে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-কে বুঝায়। — আ'জমী (১৯৯২), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

৫৯. সুব্‌হী আস্‌-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০।

www.pathagar.com

সহীহায়ন

'সিহাহ্ সিত্তাহ্' গ্রন্থের মধ্যে সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমকে একসঙ্গে 'সহীহায়ন্' বলা হয়। গোটা মুসলিম উম্মাহ্র নিকট পবিত্র কুরআনের পরেই এ গ্রন্থদ্বয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা স্বীকৃত। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস-এর মতে সহীহ্ মুসলিমের তুলনায় সহীহুল বুখারীই অধিক বিশুদ্ধগ্রন্থ।[৬৯]

সিত্তাহ্র ষষ্ঠ গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন। আবার কোন কোন মুহাদ্দিস সুনান ইব্ন মাজাহ্ অপেক্ষা সুনানু দারিমীকে সিহাহ্ সিত্তাহ্র ষষ্ঠ গ্রন্থ বলে মনে করেন। প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাদ্দিসগণ নির্ভুল হাদীস গ্রন্থ হিসেবে প্রথমোক্ত পাঁচটি গ্রন্থকেই গণ্য করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যায়ের (متأخرين) মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কেউ কেউ এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ পাঁচখানি মাত্র নয়, বরং ছয়খানি, হাফিয আবুল্ ফযল ইব্ন তাহির আল্-মাকদিসী (র) (মৃ. ৫০৭/১১১৩) সর্ব প্রথম ইব্ন মাজাহ্কে সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে ঘোষণা করেন। এভাবে ইব্ন মাজাহ্ সিহাহ্ সিত্তাহ্র ষষ্ঠ হাদীস গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে। এরপর হাফিয্ আব্দুল গনী আল্-মাক্দিসী (র) (মৃ. ৬০৯/১২০৩) তাঁর এ মতকে মেনে নেন। ইব্ন তাইমিয়া (র), ইব্ন খাল্লিকান (র) শামসুদ্দীন আল্-জায্রী (র) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণও ইব্ন মাজাহ্কে সিহাহ্ সিত্তাহ্র ষষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করেন। ইব্ন মাজাহ্ (র) তাঁর এ গ্রন্থটি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ হাদীস সমালোচক আবূ যুর'আহ্ (র)-এর নিকট সমালোচনার জন্য পেশ করেন, তখন তিনি এ গ্রন্থটিকে পসন্দ করেন এবং তাঁর আশা ব্যক্ত করে বলেন ঃ "আমি মনে করি, এ গ্রন্থখানি লোকদের হাতে পৌছলে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রণীত সকল বা অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে।" শাহ্ আব্দুল্ আযীজ (র) গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন ঃ

وفی الواقع ازحسن ترتیب وسرد احادیث بے تکرار واختصار ان ایں کتاب
دارد هیچ ایك ازكتب ندارد ـ

—"বাস্তব ক্ষেত্রে হাদীসকে সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্তকরণ, পুনরাবৃত্তি বর্জন এবং সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করার যে বৈশিষ্ট্য এ গ্রন্থ ধারণ করে, অনুরূপ বৈশিষ্ট্য অপর কোন হাদীস গ্রন্থ ধারণ করে না।" এ গ্রন্থে সর্বমোট ৪ হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলো বত্রিশটি অধ্যায় এবং পনেরশ অনুচ্ছেদে বিভক্ত। হাফিয আলাউদ্দীন মুগলতাঈ (র) পাঁচ খন্ডে এর কিছু অংশের ব্যাখ্যা রচনা করেন। এরপর আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র)-এর অবশিষ্ট অংশ সমাপ্ত করে এর নামকরণ করেন **মিসবাহুয্ যুজাজাহ্ আলা সুনানি ইব্নি মাজাহ্**। – ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮; ড. সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯।

৬৯. এর কারণ এই যে, হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম মুসলিম (র) (মৃ. ২৬১/৮৭৫) থেকে ইমাম বুখারী (র) (মৃ. ২৫৬/৮৭০) কঠোর নীতি অবলম্বন করেছিলেন। যেমন মুহাদ্দিসগণ গুণগত দিক থেকে বর্ণনাকারীগণকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। প্রথম শ্রেণী ঃ যাঁদের হাদীস সংরক্ষণ ক্ষমতা অত্যধিক এবং আপন শায়খের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্টতর ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ যাঁদের হাদীস সংরক্ষণ ক্ষমতা অত্যধিক বটে, কিন্তু শায়খের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্টতর নয়। তৃতীয় শ্রেণী ঃ যাঁদের হাদীস সংরক্ষণ ক্ষমতা অত্যধিক নয়, কিন্তু শায়খের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্টতর। চতুর্থ শ্রেণী ঃ যাঁদের হাদীস সংরক্ষণ ক্ষমতাও অত্যধিক নয় এবং শায়খের সাথে সম্পর্কও ঘনিষ্টতর নয়। পঞ্চম শ্রেণী ঃ যাঁদের মধ্যে এ উভয় প্রকার গুণেরই স্বল্পতা রয়েছে, অধিকন্তু অন্যান্য ক্রটিও রয়েছে। ইমাম বুখারী (র) প্রথম শ্রেণী থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

... ...

দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে যাঁচাই -বাছাই করেছেন এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে হাদীস গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র) প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে বিনাদ্বিধায় হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে যাঁচাই-বাছাই করেছেন। ইমাম বুখারী (র) মু'আন'আন (معنعن) হাদীসের ক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সাক্ষাতের শর্তারোপ করেছেন কিন্তু ইমাম মুসলিম (র) এ ক্ষেত্রে সমসাময়িকতাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। সহীহ্ বুখারীতে সমালোচিত রাবীর সংখ্যা আশি (৮০) জন। অধিকন্তু এঁরা সকলেই ছিলেন ইমাম বুখারী (র)-এর উস্তাদ। পক্ষান্তরে সহীহ্ মুসলিমে সমালোচিত রাবীর সংখ্যা হল একশ ষাট (১৬০) জন। আর এঁরা কেউই ইমাম মুসলিম (র)-এর উস্তাদ ছিলেন না। সহীহায়নের ২১০টি হাদীসের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করেছেন। এর মধ্যে সহীহ্ বুখারীতে রয়েছে ৭৮টি এবং মুসলিমে রয়েছে ১১০টি হাদীস। আর উভয় গ্রন্থে রয়েছে ৩২টি হাদীস। –আমীমুল ইহ্সান (১৪০০ হি.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৫; সিহাহ্ সিত্তাহ্ গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র সহীহ্ বুখারী ও তিরমিযী হচ্ছে জামি'। পক্ষান্তরে সহীহ্ মুসলিমে তাফসীর সংক্রান্ত অধ্যায় না থাকার কারণে তা জামি'-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। সহীহ্ বুখারীর প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে অতি সূক্ষ্মভাবে শিরোনাম (ترجمة الباب) নির্দারণ করায় ফিক্হী চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কিন্তু মুসলিমে তা করা হয়নি। পরবর্তীতে ইমাম আন্-নাবাবী (র) (মৃ. ৬৭৬ হি.) শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন। ইমাম মুসলিম (র) নিজেও ইমাম বুখারী (র)-এর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি [ইমাম মুসলিম (র)] একদিন ইমাম বুখারী (র)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর কপালে চুম্বন করে বললেন ঃ

دعنى اقبل رجليك يا استاذ الاستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث فى علله -

–"আমাকে আপনার পদযুগল চুম্বন করার অনুমতি দিন হে হাদীস শাস্ত্রের সকল উস্তাদের উস্তাদ, মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং হাদীসের রোগের চিকিৎসক।" আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৪।

অধিকন্তু হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (র) চরম সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। ছয় লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে সুদীর্ঘ ষোল বছরের অক্লান্ত সাধনার পর তিনি তাঁর আল্-জামি' গ্রন্থটি সংকলন করেন। প্রতিটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে তিনি উযূ ও গোসল করে দু'রাকা'আত নফল নামায আদায় করতেন। এরপর তিনি ইস্তিখারার মাধ্যমে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে তা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করতেন। –ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

এসব দিক বিবেচনা করেই হাদীস বিশারদগণ সহীহ্ মুসলিমের উপর সহীহ্ বুখারীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অবশ্য হাফিয আবূ আলী নিশাপুরী (র) (মৃ. ৩৬৫/৯৭৫) ইমাম মুসলিম (র)-এর সহীহ্ গ্রন্থকে ইমাম বুখারী (র)-এর জামি' গ্রন্থের তুলনায় অধিক বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। পাশ্চাত্যের কোন কোন মুসলিম পন্ডিতও সহীহ্ বুখারীর ওপর সহীহ্ মুসলিমকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এর কারণ এই যে, সহীহ্ মুসলিমের হাদীস বিন্যাস পদ্ধতি সত্যিই অভূতপূর্ব। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের সমস্ত হাদীসের খুঁটিনাটি বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রথমে হাদীসমূহের তুলনামূলক মান নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর একই বিষয়ের (বিভিন্ন সনদে বর্ণিত) সমস্ত হাদীসকে একই স্থানে সন্নিবেশিত করেছেন। তারপর এর সনদসমূহ উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে সহীহুল বুখারীতে এ পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি, বরং সেখানে বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে বিক্ষিপ্তভাবে হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম (র) 'হাদ্দাসানা' (حدثنا) ও 'আখবারানা'

www.pathagar.com

সুনানে-আরবা'আ

সিহাহ্ সিত্তাহ্ গ্রন্থের মধ্যে সহীহায়ন (সহীহুল বুখারী ও মুসলিম) বাদে অপর চারখানা গ্রন্থ- সুনানু আবী দাউদ, সুনানুত্ তিরমিযী,[৭০] নাসা'ঈ ও সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্কে একসঙ্গে 'সুনানে আরবা'আ' বলা হয়।[৭১]

(أخبرنا) শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন (তাঁর মতে উস্তাদ থেকে কেবলমাত্র সরাসরি হাদীস শ্রবণের ক্ষেত্রেই 'হাদ্দাসানা' প্রয়োগ করা যাবে, অন্য ক্ষেত্রে নয়। আর এটাই অধিকাংশ মুহাদ্দিস-এর অভিমত)। কিন্তু সহীহুল বুখারীতে এ বৈশিষ্ট্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য ইমাম বুখারী (র)-এর শিরোনামের পান্ডিত্য যেন মুসলিমের এ সকল বৈশিষ্ট্যই ম্লান করে দিয়েছে। ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থের প্রারম্ভে একটি ভূমিকা লিখে তাঁর গ্রন্থ সংকলনের কারণসহ ইল্‌মে হাদীস রিওয়ায়াতের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় মৌলনীতি সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র) তাঁর জামি' গ্রন্থের প্রারম্ভে এরূপ কোন ভূমিকার অবতারণা করেননি। সহীহ্ মুসলিমের সর্বোচ্চ পর্যায়ের হাদীস হচ্ছে 'রুবা'ইয়াত' বা চার স্তরের বর্ণনাকারী সম্বলিত হাদীস। আর সহীহুল বুখারীতে 'সুলাসিয়াত' বা তিন স্তরের বর্ণনাকারী সম্বলিত হাদীসের সংখ্যা ২২টি। সার কথা হলো, গ্রন্থ প্রণয়ন পদ্ধতি ও সুবিন্যস্ততার দিক থেকে সহীহ্ মুসলিমের কোন তুলনা হয় না। এ গ্রন্থের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে ইমাম মুসলিম (র) নিজেই দাবি করে বলেছেন ঃ 'মুহাদ্দিসগণ দু'শত বছর পর্যন্তও যদি হাদীস লিখতে থাকেন তবুও তাঁদেরকে অবশ্যই এই সনদযুক্ত বিশুদ্ধ গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে হবে।' ইমাম মুসলিম (র)-এর এ দাবি অমূলক নয়, এক বাস্তব সত্যরূপেই পরবর্তীকালের মুহাদ্দিসগণের নিকট তা প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। আজ প্রায় এগারো শ' বছরেরও অধিক কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু সহীহ্ মুসলিমের সমমানের কিংবা তার থেকেও উন্নতমানের কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। আজও তার সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধতা অম্লান হয়ে বিশ্বমানবকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলো দান করছে। পক্ষান্তরে হাদীস যাঁচাই-বাছাই ও বিশুদ্ধতার দিক থেকে পবিত্র কুরআনের পরেই সহীহ্ বুখারীর স্থান। মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) (মৃ. ১২৯৭/১৮৮০) উদ্ধৃত করেছেন ঃ 'সকল মুহাদ্দিসই এ ব্যাপারে একমত যে, হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হচ্ছে সহীহুল বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থ। আর অধিকাংশের মতে এ দু'খানির মধ্যে অধিক বিশুদ্ধ এবং জনসাধারণকে অধিক ফায়দা দানকারী হচ্ছে সহীহুল বুখারী।' এ প্রসংগে নিম্নোক্ত উক্তিটিও সর্বজনপ্রিয় ও সকলের মুখে ধ্বনিত ঃ اصح الكتب بعد كتاب الله تحت السماء صحيح البخاري - "আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের পর আসমানের নিচে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সহীহুল বুখারী।" –মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৬-৫০১; ড. সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১-৩০৪; ইব্‌ন হাজার (১৯৮০), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১; আমীমুল ইহ্সান (১৪০০ হি.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৫; মুহাম্মাদ রিদওয়ানুল হক ও খালিদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী, **তারীখে 'আলামে ইসলামী**, ১ম সং, (ঢাকা ঃ রিদওয়ানিয়া লাইব্রেরী বাংলাবাজার, ১৯৭৭), পৃ. ৫৩৪-৫৩৫; আস্-সুয়ূতী (১৯৭৯), ১ম খ. পৃ. ৯৩-৯৭।

৭০. তিরমিযী গ্রন্থে আটটি প্রধান প্রধান বিষয়ের হাদীস সন্নিবেশিত হওয়ায় (যা জামি'-এর বৈশিষ্ট্য) একে জামি'উত্ তিরমিযীও বলা হয়ে থাকে।

৭১. মুফতী সাইয়িদ আমীমুল ইহ্সান (র) (জ. ১৩২৯/১৯১১- মৃ. ১৩৯৪/১৯৭৪)-এর মতে বিশুদ্ধতার দিক থেকে সহীহায়নের পরে সুনান গ্রন্থের মধ্যে নাসা'ঈর স্থান প্রথমে। এরপরে যথাক্রমে সুনানু আবী দাউদ, সুনানুত্ তিরমিযী এবং পরিশেষে সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্-এর স্থান। কেননা ইমাম নাসা'ঈ (র) নিজেই দাবি করে বলেছেন, তাঁর গ্রন্থের সমস্ত হাদীসই সহীহ্। ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁর গ্রন্থের ব্যাপারে বলেছেন, এর সমস্ত হাদীসই দলীল হিসেবে

www.pathagar.com

মুত্তাফাক্ আলাইহ্

যে হাদীস একই সাহাবী হতে ইমাম বুখারী (র) (জ. ১৯৪/৮১০-মৃ. ২৫৬/৮৭০) ও ইমাম মুসলিম (র) (জ. ২০২/৮১৭ অথবা ২০৬/৮২১-মৃ. ২৬১/৮৭৫) উভয়ের সহীহ্ কিতাবদ্বয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে 'মুত্তাফাক্ আলাইহ্' বলে।[৭২] হাফিয্ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) (জ. ৮৪৯/১৪৪৫- মৃ. ৯১১/১৫০৪) 'তাদ্রীবুর রাবী' গ্রন্থে (১ম খ, পৃ. ১৩১) লিখেছেন ঃ মুহাদ্দিসগণ যখন কোন হাদীসের ক্ষেত্রে 'মুত্তাফাক আলাইহ্'[৭৩] (متفق عليه) শব্দ প্রয়োগ করেন, তখন এর দ্বারা বুঝায় যে, হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ইমাম বুখারী (র) ও মুসলিম (র) উভয়েই একমত। এর দ্বারা সকলের ঐকমত্য বুঝায় না। কিন্তু প্রথিতযশা মুহাদ্দিস আল্লামা ইব্নুস্ সালাহ্ (র) (মৃ. ৬৪৩ হি.) ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, এর দ্বারা

গ্রহণযোগ্য। আর জামি'উত্ তিরমিযীতে অনেক দুর্বল হাদীস রয়েছে। আর তুলনামূলকভাবে সুনানু ইব্ন মাজাহ্ গ্রন্থে য'ঈফ (দুর্বল) হাদীসের সংখ্যা আরো বেশি। –আমীমুল ইহ্সান, 'তারীখে **'ইলমে হাদীস'**, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১।

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁর সুনান গ্রন্থটি সংকলন করেন। এতে সর্বমোট চার হাজার আটশ' হাদীস স্থান পেয়েছে। এসব হাদীস আহ্কাম সম্পর্কিত এবং এর অধিকাংশই মাশহূর পর্যায়ের। তাঁর এ গ্রন্থটি ফিক্হ শাস্ত্রের রীতিতে সজ্জিত। ফিক্হ-এর সকল বিষয়ই এতে আলোচিত হয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করেই হাফিয আবূ জা'ফর ইব্ন জুবাইর আল্-গারনাতী (র) (মৃ. ৭০৮/১৩০৮) সুনানু আবূ দাউদ সম্পর্কে বলেন ঃ ফিক্হ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ সামগ্রিক ও নিরংকুশভাবে সংকলিত হওয়ায় সুনানু আবী দাউদের যে বিশেষত্ব, তা সিহাহ্ সিত্তাহ্র অপর কোন গ্রন্থের নেই। –ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

সম্ভবত এসব কারণেই অধিকাংশ মুহাদ্দিস সুনান নাসা'ঈর ওপর সুনানু আবী দাউদকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথিতযশা মুহাদ্দিস শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দিহ্লবী (র) (জ. ১১১৪/১৭০৩- মৃ. ১১৭৬/১৭৬২) বিশুদ্ধতার দিক থেকে হাদীস গ্রন্থসমূহকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেন। প্রথম স্তরে তিনি মু'আত্তা ও সহীহায়ন-এর স্থান দেন। দ্বিতীয় স্তরে সুনানু আবী দাউদ, তিরমিযী, ও নাসা'ঈকে স্থান দেন। শাহ্ সাহেবের এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, দ্বিতীয় স্তরের হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে সুনানু আবূ দাউদের স্থান প্রথমে। এপর যথাক্রমে তিরমিযী ও নাসা'ঈর স্থান। ডক্টর সুব্হী আস্-সালিহ্-এর বর্ণনাতেও এরূপ নির্দেশনা রয়েছে। – সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত পৃ. ২৯৯।

৭২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫শ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮; আ'জমী (১৯৯২), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

৭৩. 'মুত্তাফাক্ আলাইহ্' হাদীসের সংখ্যা ২৩২৬টি। মুহাদ্দিসগণের নিকট বিশুদ্ধতার দিক থেকে 'মুত্তাফাক আলাইহ্' হাদীস-এর স্থান সর্বপ্রথম। তারপর শুধু ইমাম বুখারী (র)-এর একক বর্ণনার স্থান। তারপর ইমাম মুসলিম (র)-এর একক বর্ণনার স্থান। তারপরে স্থান হলো বুখারী (র) এবং মুসলিম (র) উভয়ের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হাদীসমূহের। এরপরে স্থান হলো শুধু ইমাম বুখারী (র)-এর শর্তানুযায়ী বর্ণিত হাদীসের। অতঃপর স্থান হলো শুধু ইমাম মুসলিম (র)-এর শর্তানুযায়ী বর্ণিত হাদীসের। এরপর ঐ সকল মুহাদ্দিসের বর্ণিত হাদীসসমূহের স্থান যাঁরা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার শর্তারোপ করেছেন। – আস্-সুয়ূতী (১৯৭৯), ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩।

www.pathagar.com

সকলের ঐকমত্যই বুঝায়। কেননা বুখারী (র) ও মুসলিম (র)-এর হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তাঁরা সকলেই একমত।[৭৪]

কুতুবুল-খাম্‌সা

সুনান্ ইব্‌ন মাজাহ্ বাদে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র অপর পাঁচখানা গ্রন্থ- সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সুনানু আবী দাঊদ, জামি'উত্ তিরমিযী ও সুনান্ নাসা'ঈকে এক সঙ্গে 'কুতুবুল-খাম্‌সা' (الكتب الخمسة) বলা হয়। উপরোক্ত খ্যাতিমান পাঁচজন মুহাদ্দিস কোন একটি হাদীস রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে ঐকমত্যে পৌঁছলে মুহাদ্দিসগণ সে ক্ষেত্রে 'র‍্যাওয়াহুল খামসা' (رواه الخمسة) শব্দ প্রয়োগ করে থাকেন।[৭৫]

আল্-জামি

যে সব হাদীস গ্রন্থে (১) 'আকা'ইদ (বিশ্বাস), (২) আহ্‌কাম (আদেশ-নিষেধ ও শরী'আতের ব্যবহারিক নিয়ম), (৩) রিকাক (দয়া-সহানুভূতি), পানাহারের নিয়ম-পদ্ধতি (৪) পবিত্র কুরআনের তাফ্‌সীর, (৫) শামাইল, ইতিহাস, (৬) ফিতান (বিশৃংখল-বিপর্যয়), (৭) যুদ্ধ-সন্ধি, শত্রুদের মুকাবিলায় বাহিনী প্রেরণ, (৮) প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা প্রভৃতি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়, তাকে 'আল্-জামি'[৭৬] (বহুবচনে আল্-জাওয়ামি'- الجوامع) বলে।[৭৭]

---

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১; মাহ্‌মূদ আত্-তাহ্‌হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

৭৫. এ হাদীসটি রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (র) (মৃ. ২৫৬/৮৭০), ইমাম মুসলিম (র) (মৃ. ২৬১/৮৭৫), ইমাম আবূ দাঊদ (র) (মৃ. ২৭৫/৮৮৯), ইমাম তিরমিযী (র) (মৃ. ২৭৯/৮৯২) ও ইমাম নাসা'ঈ (র) (মৃ. ৩০৩/৯১৫) প্রমুখ সকলেই একমত। মূল 'আরবী ঃ

فاذا قرأنا في ذيل بعض الاحاديث مثل هذه العبارة "رواه الخمسة" فمن ذلك ان البخاري ومسلما او ابا داؤد والترمذي والنسائ قد اتفقوا جميعا على رواية هذا الحديث ـ

– ডক্টর সুব্‌হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯।

৭৬. জামি' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে গ্রন্থে বিভিন্ন মূলগ্রন্থ থেকে ব্যাপকভাবে হাদীস সংকলিত হয়েছে, তাকেও জামি' বলা হয়। – আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; সর্বপ্রথম জামি' গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম সুফ্‌ইয়ান আস্-সাওরী (র) (জ. ৯৭/৭১৬- মৃ. ১৬১/৭৭৮)। সহীহ্ হাদীস সম্বলিত নিখুঁত জামি' রচনা করেছেন ইমাম আল্-বুখারী (র) (মৃ. ২৫৬/৮৭০) আর সহীহ্ ও হাসান সম্বলিত জামি' সংকলন করেছেন ইমাম আত্-তিরমিযী (র) (মৃ. ২৭৯/৮৯২)। সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র মধ্যে এ দু'খানি গ্রন্থই জামি'-এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ্ মুসলিমে যেহেতু তাফ্‌সীর ও কিরা'আত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম, তাই এটি জামি' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। – মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪; 'আমীমুল ইহ্‌সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

৭৭. ড. সুব্‌হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৪-৩০৫।

www.pathagar.com

আস্-সুনান

যে সব হাদীস গ্রন্থে কেবল শরী'আতের হুক্‌ম-আহ্‌কাম (বিধি-বিধান) এবং ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিক্‌হ্ গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সজ্জিত হয়, তাকে 'আস্-সুনান' (السنن।) বলা হয়। যেমন সুনানু আবী দাউদ, সুনান নাসা'ঈ ও সুনান ইব্‌ন মাজাহ্। জামি' তিরমিযীও 'সুনান' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।[৭৮]

আল্-মুসনাদ

যে সব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীগণ হতে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আক্ষরিক ক্রমিকতার ভিত্তিতে পর পর সংকলিত হয়, ফিক্‌হের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না, তাকে 'আল্-মুস্‌নাদ' (বহুবচনে আল্-মাসানীদ- المسانيد।) বলে। যেমন আবূ বকর (রা) (মৃ. ১৩/৬৩৪)-এর বর্ণিত সমস্ত হাদীস একসঙ্গে লিপিবদ্ধ করা। এরপর অপর এক সাহাবীর বর্ণিত সমস্ত হাদীস এক স্থানে একত্রিত করা।[৭৯]

আল্-মু'জাম

যে হাদীস গ্রন্থে 'আল্-মুস্‌নাদ' গ্রন্থের পদ্ধতিতে বর্ণানুক্রমিকভাবে এক-একজন উস্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়, তাকে

---

৭৮. মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৫; মুফতী সাইয়িদ 'আমীমুল ইহ্‌সান (র) (জ. ১৩২৯/১৯১১- মৃ. ১৩৯৪/১৯৭৪), লিখেছেন, সুনান শ্রেণীর সংকলন শুরু হয়েছে সম্ভবত সুনান সা'ঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) (মৃ. ২৫৩ হি.) থেকে। অতঃপর আবূ দাউদ (র) (জ. ২০২/৮১৭- মৃ. ২৭৫/৮৮৯), আত্-তিরমিযী (র) (জ. ২০৬/৮২১- মৃ. ২৭৯/৮৯২), ইমাম নাসা'ঈ (র) (জ. ২১৫/৮৩০- মৃ. ৩০৩/৯১৫), ইব্‌ন মাজাহ্ (র) (জ. ২০৯/৮২৪-মৃ.২৭৩/৮৮৬), ইমাম দারিমী (র) (মৃ. ২৫৫ হি.) ও ইমাম দারা কুতনী (র) (মৃ. ৩৮৫ হি.) প্রমুখ সুনান গ্রন্থ সংকলন করেছেন। –আমীমুল ইহ্‌সান প্রাগুক্ত; কিন্তু হি. তৃতীয় শতাব্দীর (৮ম খ্রি.) প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইব্‌ন নাদীম (র) (মৃ. ৩২৬ হি.) তাঁর 'আল্-ফিহ্‌রিসত' গ্রন্থে হি. দ্বিতীয় শতাব্দীতে (৭ম খ্রি.) রচিত প্রায় অর্ধশত হাদীস গ্রন্থের যে তালিকা প্রণয়ন করেছেন, তাতে দেখা যায় যে, ইমাম মাকহূল শামী (র) (মৃ. ১১৬ হি.), সর্বপ্রথম 'সুনান' গ্রন্থ সংকলন করেন। –আ'জমী, প্রাগুক্ত, প্র. ৭৮।

৭৯. 'আল্-মুস্‌নাদ' গ্রন্থের সংকলন দু'ভাবে হতে পারে ঃ আক্ষরিক ক্রমিকতা সহকারে, যেমন প্রথমে আবূ বকর (রা)-এর বর্ণিত হাদীস, তারপর উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর বর্ণিত হাদীস। অথবা বর্ণনাকারী সাহাবীর পদমর্যাদা বা বংশমর্যাদার ভিত্তিতে কিংবা বর্ণনাকারীর ইসলাম গ্রহণের অগ্রগণ্যের ভিত্তিতেও হাদীসসমূহ সজ্জিত হতে পারে। যেমন প্রথমে ক্রমিকধারায় খুলাফায়ে রাশিদীন থেকে বর্ণিত হাদীসমূহ, তার পরে অন্যান্য সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হাদীসমূহ উল্লেখ করা। –মাওলানা আব্‌দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪-৫৩৫; সর্বপ্রথম 'আল্-মুসনাদ' গ্রন্থ সংকলন করেন আবূ দাউদ আত্-তায়ালিসী (র) (মৃ. ২০৪/৮১৯)। তবে নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ 'মুসনাদ' গ্রন্থ সংকলন করেন ইমাম আহমাদ (র) (জ. ১৬৪/৭৮১- মৃ. ২৪১/৮৫৫)। অবশ্য আব্‌দ ইব্‌ন হুমাইদ (র) (মৃ. ২৪৯ হি.), আবূ বকর আল্-বায্‌যার (র) (মৃ. ২৯২/৯০৫), আল্-আওযা'ঈ (র) (জ. ৮৮/৭০৬- মৃ. ১৫৭/৭৭৩), ইসহাক ইব্‌ন রাহ্‌ওয়াই (র) (মৃ.২৩৮ হি.) প্রমুখ 'আল্-মুসনাদ' গ্রন্থ সংকলন করেন। –সুব্‌হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫; আমীমুল ইহ্‌সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫।

www.pathagar.com

আল্-মু'জাম[৮০] (المعجم) বলে যেমন ইমাম তাবারানী (র) (মৃ. ৩৬০ হি.) সংকলিত তিনখানা গ্রন্থ।[৮১]

আর্-রিসালাহ্

যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে, তাকে আর্-রিসালাহ্ (الرسالة) বলে। যেমন, ইব্ন খুযায়মাহ্ (র) (মৃ. ৩১১ হি.) রচিত 'কিতাবুত্ তাওহীদ' এতে শুধু তাওহীদ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ একত্রিত করা হয়েছে। সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) (মৃ. ৯৫ হি.) রচিত 'কিতাবুত্ তাফ্সীর' এতে কেবল 'তাফ্সীর' সংক্রান্ত হাদীসসমূহ জমা করা হয়েছে।[৮২]

আল্-জুয্

যে সব হাদীসগ্রন্থে একজন বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত হয়, চাই তিনি সাহাবী হন অথবা পরবর্তী পর্যায়ের কোন উস্তাদ, তাকে 'আল্-জুয্' (الجزء) বলে। যেমন জুয্'উ হাদীসে মালিক (جزء حديث مالك)। কিন্তু কোন কোন হাদীস বিজ্ঞানীর মতে একে বলা হয় 'আল্-মুফ্রাদ'। তাঁদের মতে 'আল্-জুয্' বলা হয় ঐ গ্রন্থকেও, যাতে একই বিষয় সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ জমা করা হয়। যেমন ইমাম আল্-বুখারী (র) (জ. ১৯৪/৮১০- মৃ. ২৫৬/৮৭০) সংকলিত 'জুয্'উল কিরা'আত' (جزء القراءة) ও জুয'উ রাফ্'ইল ইয়াদাইন' (جزء رفع اليدين), ইমাম মুসলিম (র) (জ. ২০২/৮১৭- মৃ. ২৬১/৮৭৫) সংকলিত 'কিতাবুল মুনফারিদা ওয়াল ওয়াহ্দান' (كتاب المنفردات الوحدان) ইত্যাদি।[৮৩]

আল্-গারীবাহ্

হাদীসের কোন উস্তাদ যদি তাঁর বহুসংখ্যক শাগরিদের মধ্য হতে শুধু একজনকে বিশেষ কিছু হাদীস লিখিয়ে দেন, তবে এরূপ সংকলনকে 'আল্-গারীবাহ্' (الغريبة) বলে।[৮৪]

---

৮০. এ পদ্ধতির আবিষ্কারক হলেন ইব্ন কানি' (র) (মৃ. ৩৫১ হি.)।

৮১. এগুলো হচ্ছে ঃ আল্-মু'জামুল কাবীর, আল্-মু'জামুল আওসাত এবং আল্-মু'জামুস্ সাগীর। ইমাম আত্-তাবারানী (র) (মৃ. ৩৬০ হি.) বর্ণের ক্রমানুসারে 'আল্-মু'জাম' বিন্যাস করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ণের ক্রমানুসারেই 'আল্-মু'জাম' গ্রন্থ বিন্যাস করা হয়ে থাকে। –ড. সুব্হী আস্-সালিহ্ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭; আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৫; আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত।

৮২. আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২; এ পদ্ধতির প্রবর্তক হলেন যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)। তিনি রিসালাতুল ফারা'ইয-এর মাধ্যমে এর সূচনা করেন। আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

৮৩. মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৫-৫৩৬; প্রখ্যাত তাবি'ঈ আবূ বুরদাহ (র) সর্বপ্রথম ৭৫ হি. সনে 'আল্-জুয' সংকলন করেন। তারপরে আব্বান (র) এবং সুলায়মান (র) প্রমুখ 'আল্-জুয' লিখেন। –আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭; ইমাম আল্-মারুযী (র) সংকলিত 'জুয্'-এর নাম 'জুয'উ ফী কিয়ামিল্লাইল' (جزء فى قيام الليل), ইমাম সুয়ূতী (র) (মৃ. ৯১১/১৫০৪)-ও 'সালাতুয্ যুহা' (صلاة الضحى) নামক একটি 'জুয' সংকলন করেন। –ড. সুবহী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮।

৮৪. মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

আল্-মুস্তাদ্রাক

যে সব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি অথচ তা সেই গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ, এরূপ হাদীস যে গ্রন্থে একত্রিত করা হয়, তাকে 'আল্-মুস্তাদ্রাক' (বহুবচনে-আল্-মুস্তাদ্রাকাত- المستدركات) বলে। যেমন ইমাম আল্-হাকিম[৮৫](র) (মৃ. ৪০৫/১০১৪) সংকলিত 'আল্-মুস্তাদ্রাক'[৮৬] এবং হাফিয্ আবূযার্[৮৭] (র) (মৃ. ৪৩৪ হি.) সংকলিত 'আল্-মুস্তাদ্রাক' গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৮৮]

---

৮৫. তাঁর পুরো নাম মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্। আল্-হাকিম নিশাপুরী নামে তিনি পরিচিত। শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ইমাম আল্-হাকিম একজন প্রথিতযশা মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে আল্-মুস্তাদরাক, মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস ও তারীখে নিশাপুর'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। –ইব্ন হাজার (মৃ. ১৪০০/১৯৮০), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬; আস্-সুয়ূতী, আত্-তাদ্রীব, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬; আবূ যাহ্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮।

৮৬. ইমাম হাকিম (র) বিপুল সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করে দু'টি খন্ডে বিভক্ত করে তাঁর এই 'আল্-মুস্তাদরাক' গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। তাঁর বিশ্বাস, এই গ্রন্থের সমস্ত হাদীসই শায়খায়ন [(ইমাম বুখারী (র) ও মুসলিম (র)] অথবা উভয় (বুখারী ও মুসলিম)-এর যে কোন একজনের শর্তের মানদণ্ডে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ এবং সহীহ্ কিন্তু তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে সংকলন করেননি। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ ইমাম হাকিম (র) (মৃ. ৪০৫ হি.)-এর এ দাবি সম্পূর্ণরূপে মেনে নিতে পারেননি। কেননা এতে অনেক য'ঈফ, মুনকার ও মাওযূ' (জাল) হাদীস রয়েছে। আবূ সা'ঈদ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ আল্-আনসারী (র) (মৃ. ৪১২ হি.) বলেন, আমি ইমাম হাকিম (র) সংকলিত 'আল্-মুসতাদরাক' গ্রন্থটি আগাগোড়া পড়ে দেখেছি, এর কোথাও শায়খায়ন (র) (বুখারী-মুসলিম)-এর শর্তে উত্তীর্ণ কোন হাদীস পাইনি। ইমাম আয্-যাহাবী (র) (জ. ৬৭৩/১২৭৪- মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮) (যিনি আল্-মুস্তাদ্রাক গ্রন্থের সমালোচনা করে দু'টি গ্রন্থ লিখেছেন যা হায়দারাবাদ, ইন্ডিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে) আবূ সা'ঈদ আল্-আনসারী (র)-এর সমালোচনায় জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন, এটা তাঁর (আবূ সা'ঈদ) পক্ষ থেকে খুবই বাড়াবাড়ি হয়েছে। কেননা 'আল্-মুস্তাদ্রাক' গ্রন্থের সিংহভাগ হাদীসই শায়খায়ন (বুখারী-মুসলিম) (র)-এর শর্তের মানদণ্ডে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ। আর এর বিরাট একটা অংশ তাঁদের উভয়ের যে কোন একজনের শর্তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। এ গ্রন্থের অর্ধাংশের অবস্থা এরূপ। আর প্রায় এক-চতুর্থাংশের সনদ (কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ) সহীহ। অর বাকী এক-চতুর্থাংশে গায়র সহীহ্ তথা মুনকার ও মাওযূ' (জাল) হাদীস রয়েছে। হাফিয আয্-যাহাবী (র)-এর হিসেব অনুযায়ী এতে প্রায় একশ'টি মাওযূ' (জাল) হাদীস রয়েছে। আর ইব্নুল জাওযী (র) (৫১০/১১১৭-৫৯০/১২০৯) তাঁর 'আল্-মাওযূআত' গ্রন্থে এর প্রায় ষাটটি মাওযূ' (জাল) হাদীস উল্লেখ করেছেন। যাই হোক, এ গ্রন্থটি সহীহায়নের পর্যায়ে না হলেও এতে বিপুল সংখ্যক সহীহ হাদীস রয়েছে।

৮৭. তাঁর পূর্ণ নাম আল্-হাফিয আবূ যার আব্দ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ আল্-আনসারী আল্-হারাবী। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। –আবূ যাহ্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯।

৮৮. এ ছাড়া ইমাম দারা কুতনী (র) (মৃ. ৩৮৫ হি.)-ও আল্-মুস্তাদ্রাক গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'কিতাবুল ইলযামাত'। এতে তিনি ঐ সমস্ত হাদীস সংকলন করেছেন যা শায়খায়নের শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ; কিন্তু তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে তা সংকলন করেননি। – আবূ যাহ্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯; আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৭; সুব্হী আস্-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭।

www.pathagar.com

আল্-মুস্তাখ্রাজ

কোন হাদীস গ্রন্থকে সামনে রেখে ঐ গ্রন্থের সহায়ক হিসেবে পূর্বেকার হাদীসের সনদ ও মতন অবিকৃত রেখে অনুরূপ ধারায় (নিজের উস্তাদকে মূল সংকলক অথবা সংকলকের উস্তাদের সঙ্গে সংযুক্ত করে) যে গ্রন্থ রচনা করা হয়, তাকে আল্-মুস্তাখ্রাজ (বহু বচনে আল্-মুস্তাখ্রাজাত- المستخرجات।) বলে।[৮৯] যেমন সহীহায়ন[৯০] এবং পৃথক পৃথকভাবে সহীহুল বুখারী[৯১] ও সহীহ্ মুস্লিমের[৯২] উপর বহু 'মুস্তাখ্রাজ' গ্রন্থ সংকলন করা হয়েছে।[৯৩]

কিতাবুল্-ইলাল

দোষযুক্ত হাদীসসমূহ কোন গ্রন্থে সংকলিত করা হলে এবং সেই সঙ্গে হাদীসসমূহের দোষ-ত্রুটিও পর্যালোচনা করা হলে এরূপ গ্রন্থকে 'কিতাবুল ইলাল (كتاب العلل) বলা হয়।[৯৪] হাদীসের বিজ্ঞ ইমামগণ এ বিষয়ের উপরও বহু

---

৮৯. আস্-সুয়ূতী, আত্-তাদরীব, ১ম খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯; 'আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭; ড. সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮।

৯০. সহীহায়নের ওপর যাঁরা 'আল্-মুস্তাখ্রাজ' গ্রন্থ সংকলন করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন– হাফিয মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়া'কূব আশ্-শায়বানী নিশাপুরী (র) (মৃ. ৩৪৪ হি.)। তিনি ইব্নুল আখরাম নামে পরিচিত। তাঁর গ্রন্থটি যেমন পূর্ণাঙ্গ, তেমনি বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। এ গ্রন্থটি জার্মানীর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন হাফিয আবূ যার আল্-হারবী (র) (মৃ. ৪৩৪ হি.), হাফিয আবূ মুহাম্মাদ আল্-বাগদাদী (র) (মৃ. ৪৩৯ হি.) এবং হাফিয আবূ না'ঈম আহ্মাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ ইস্ফাহানী (র) (মৃ. ৪৩০ হি.) প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই সহীহায়নের ওপর 'আল্-মুস্তাখ্রাজ' গ্রন্থ রচনা করেছেন। –আবূ যাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫

৯১. শুধু সহীহুল বুখারী-এর ওপর যাঁরা 'আল্-মুস্তাখরাজ' গ্রন্থ সংকলন করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন হাফিয্ আবূ বকর আল্-ইসমা'ঈলী আল্-জুরজানী (র) (মৃ. ৩৭১ হি.), হাফিয্ আবূ বকর আল্-বারকানী (র) (মৃ ৪২৫ হি), হাফিয আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়াহ্ (আত্-তারীখ ওয়াত্ তাফসীরিল মুসনাদ- গ্রন্থের প্রণেতা) (মৃ. ৪১৬ হি.) (তিনি ইস্ফাহানের মুহাদ্দিস হাফিয ইব্ন মারদুবিয়াহ্- মৃ. ৪৯৮ হি. নন), আল্-গাতরীফী (র) (মৃ. ৩৭৭ হি.), হাফিয আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন আব্বাস (র)– ইব্ন আবী যাহ্ল আল্-হারবী নামে তিনি পরিচিত (মৃ. ৩৭৮ হি.) প্রমুখ। – আবূ যাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪।

৯২. এমনিভাবে অনেকে সহীহ্ মুসলিমের উপরও পৃথকভাবে 'আল্-মুস্তাখ্রাজ' গ্রন্থ সংকলন করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, হাফিয্ আবূ আওয়ানা ইয়া'কূব ইব্ন ইসহাক আল্-ইস্ফারাইনী (র) (মৃ. ৩১৬ হি.), হাফিয আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন রাজা নিশাপুরী (র) (মৃ. ২৮৬ হি.), আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ আল্-জাওযাকী নিশাপুরী (র) (মৃ. ৩৮৮ হি.) এবং আহ্মাদ ইব্ন সালামাহ্ আল্-বায্যার (র) (মৃ. ২৮৬ হি.) প্রমুখ। –আবূ যাহ্, প্রাগুক্ত।

৯৩. যেমন মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দিল মালিক ইব্ন আইমান (র) 'সুনান আবী দাঊদ'-এর ওপর এবং আবূ আলী আত্-তূসী (র) 'জামি' তির্মিযী' গ্রন্থের ওপর 'আল্-মুস্তাখ্রাজ' গ্রন্থ সংকলন করেছেন। –ড. সুব্হী আস্-সালিহ্, (প্রাগুক্ত), পৃ. ৩০৮।

৯৪. আল্-মুবারাকপুরী, মুহাম্মদ আবদুর রাহমান 'তুহফাতুল আহ্ওয়াযী', ১ম সং, ১ম খ., (বৈরুত ঃ দারুল কুতুবিল ইল্মিয়্যাহ, ১৪১০/১৯৯০) পৃ. ৫৮।

www.pathagar.com

মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে আলী ইব্নুল মাদীনী[৯৫] (র) (জ. ১৬১/৭৭৮- মৃ. ২৩৪/৮৪৯) রচিত 'কিতাবুল 'ইলাল', ইমাম আল্-বুখারী (র) (জ. ১৯৪/৮১০- মৃ. ২৫৬/৮৭০) রচিত 'কিতাবুল 'ইলাল', ইমাম মুসলিম (র) (জ. ২০২/৮১৭ অথবা ২০৬/৮২১- মৃ. ২৬১/৮৭৫) রচিত 'কিতাবুল 'ইলাল' এবং ইমাম তিরমিযী (র) (জ. ২০৬/৮২১- মৃ. ২৭৯/৮৯২) রচিত 'কিতাবুল 'ইলাল'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৯৬]

কিতাবুল-আত্‌রাফ

হাদীসসমূহের এমন কোন অংশের উল্লেখ করা, যা থেকে অবশিষ্ট অংশও বুঝা যায়। এরূপ গ্রন্থকে 'কিতাবুল- আত্‌রাফ' (كتاب الاطراف) বলা হয়। এরূপ পদ্ধতিতে কখনো সম্পূর্ণ সনদ উল্লেখ করা হয়, আবার কখনো কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থের নাম উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করা হয়।[৯৭] এ বিষয়ের ওপরেও অনেক গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম হলো ঃ হাফিয্ ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন উবাইদ আদ্-দিমাশকী (র) (মৃ. ৪০০ হি.) রচিত 'আত্‌রাফুস্-সহীহায়ন', আবূ মুহাম্মদ খালাফ[৯৮] ইব্ন মুহাম্মদ আল্-ওয়াসিতী (র) (মৃ. ৪০১ হি) রচিত 'আত্‌রাফুস্ সহীহাইন', ইব্ন আসাকির[৯৯] আদ্-দিমাশ্কী (র) (মৃ. ৫৭১/১১৭৫) রচিত 'আত্‌রাফুস্ সুনানিল আর্‌বা'আ'[১০০] এবং মুহাম্মদ ইব্ন তাহির আল্-মাক্‌দিসী (র) (মৃ. ৫০৭ হি.) রচিত 'আত্‌রাফুল কুতুবিস্-সিত্তাহ্' প্রভৃতি।[১০১]

---

৯৫. তিনি ইমাম আল্-বুখারী (র) (মৃ. ২৫৬/৮৭০)-এর উস্তাদ ছিলেন। ইব্নুল মাদীনী সংক্ষিপ্ত নামে তিনি পরিচিত। তিনি রিজাল শাস্ত্রের একজন সুপ্রসিদ্ধ ইমাম। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দু'শ। তাঁর কিতাবু **ইলালিল মুসনাদ** গ্রন্থটি ত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত।

৯৬. ইমাম আত্-তিরমিযী (র) (মৃ. ২৭৯/৮৯২) রচিত 'কিতাবুল 'ইলাল' গ্রন্থটির শরাহ লিখেছেন হাফিয আবুল-ফারাজ আব্দির রহমান ইব্ন আহমাদ আল্-বাগদাদী (র) (মৃ. ৭৯৫ হি.)। তিনি হাম্বলী মায্হাবের অনুসারী ছিলেন। ইব্ন রজব সংক্ষিপ্ত নামে তিনি পরিচিত। –আবূ যাহ্ু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৮-৪৭৯।

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩।

৯৮. হাফিয ইব্ন আসাকির (র) (মৃ. ৫৭১/১১৭৫) বলেন, খালাফ-এর গ্রন্থটির বিন্যাস পদ্ধতি অত্যন্ত চমৎকার। এতে ত্রুটি-বিচ্যুতিও কম। গ্রন্থটি চারখণ্ডে বিভক্ত। যা দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাতে সংরক্ষিত আছে। – আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪।

৯৯. তাঁর পুরো নাম আবুল কাসিম আলী ইব্ন হাসান (র)। তিনি ইব্ন আসাকির নামে পরিচিত। তিনি হি. ৫ম শতাব্দীতে তাঁর পিতা ও তাঁর ভাই যিয়াউদ্দীনের পৃষ্ঠপোষকতায় হাদীস শ্রবণ শুরু করেন। তিনি প্রায় চৌদ্দশ' মুহাদ্দিস থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে আবূ সা'আদ সাম'আনী (র), আবূ জা'ফর কুরতুবী (র) প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস রয়েছেন। তিনি তারীখ প্রভৃতি বহু অমূল্য গ্রন্থের রচয়িতা। –ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, ২৫৯।

১০০. এ গ্রন্থটি তিনখণ্ডে বিভক্ত। আরবী বর্ণানুক্রমে একে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আর এর নাম দেয়া হয়েছে আল্-আশ্‌রাফু আলা মা'রিফাতিল আত্‌রাফ।

১০১. আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ–৩

হাদীস-এর প্রকারভেদ

হাদীস প্রধানত দু'প্রকার ঃ মাক্বূল (সহীহ্) এবং মার্দূদ (য'ঈফ)।[১] কোন কোন মুহাদ্দিস হাদীসকে তিন প্রকারে বিভক্ত করেছেন ঃ[২] সহীহ্, হাসান[৩] এবং য'ঈফ। মুতাকাদ্দিম (পূর্ববর্তী) মুহাদ্দিসগণ 'হাসান' হাদীসকে 'য'ঈফ' হাদীস-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৪] আর মুতা'আখ্খির (পরবর্তী) মুহাদ্দিসগণ একে একটি স্বতন্ত্র প্রকার হিসেবে গণ্য করেছেন। এ তিন প্রকার হাদীস-এর অধীন আরো বহু প্রকার হাদীস রয়েছে।[৫] মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসকে বিভক্ত করেছেন। আমরা এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েক প্রকার হাদীস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, হাদীস প্রধানত দু'প্রকার। মাকবূল এবং মারদূদ। মাকবূল ঐ

---

১. এটা ইমাম আহ্মাদ (র) (জ. ১৬৪/৭৮১- মৃ. ২৪১/৮৫৫) প্রমুখ মুতাকাদ্দিম মুহাদ্দিসগণের অভিমত। –ফালাতা, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪; সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

২. এটা ইমাম আত্-তিরমিযী (র) (জ. ২০৬/৮২১- মৃ. ২৭৯/৮৯২) প্রমুখ মুতা'আখ্খির মুহাদ্দিসগণের অভিমত। – ইব্ন তাইমিয়া, শায়খুল ইসলাম, **মাজমূ' ফাতাওয়া**, ১৮শ খ., (সংকলন ঃ মুহাম্মাদ আন্-নাজ্দী, **আর্-রি'আসাতিল আম্মাহ্ লি ও'উনিল হারামাইনিশ্-শারীফায়ন**, তা. বি.), পৃ. ২৩; ইব্ন কাসীর, ইসমা'ঈল ইব্ন আমর, 'ইমাদুদ্দীন, **'আল বা'ইসুল হাসীস'**, ৬ষ্ঠ সং, (করাচী ঃ মাদানী কুতুবখানা, ১৪০৭/১৯৮৬), পৃ. ৬।

৩. ইমাম আত্-তিরমিযী (র) (জ. ২০৬/৮২১- মৃ. ২৭৯/৮৯২)-ই সর্বপ্রথম হাসান হাদীসের এ পরিভাষাটি চালু করেন। তাঁর পূর্বে হাদীস দু'প্রকারে (সহীহ্ এবং য'ঈফ) বিভক্ত ছিল। –ইব্ন তাইমিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

৪. যেমন ইমাম আহ্মাদ (র) (মৃ. ২৪১/৮৫৫), সুফ্ইয়ান আস্-সাওরী (র) (জ. ৯৭/৭১৬- মৃ. ১৬১/৭৭৮) এবং ইব্নুল মুবারক (র) (মৃ. ১৬১/৭৯৭) প্রমুখ 'হাসান' হাদীসকে য'ঈফ-এর মধ্যে গণ্য করেছেন। –ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩; তাঁদের নিকট য'ঈফ আবার দু'প্রকার। মাত্রূক এবং গায়র মাত্রূক। য'ঈফ গায়র মাত্রূক হাদীসই ইমাম আত্-তিরমিযী (র)-এর পরিভাষায় হাসান-এর সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

৫. ইমাম আন্-নাবাবী (র) (মৃ. ৬৭৬ হি.) ও আস্-সুয়ূতী (র) (জ. ৮৪৯/১৪৪৫- মৃ. ৮১১/১৫০৫)-এর মতে পঁয়ষট্টি প্রকার হাদীস রয়েছে। আর আল্-হাযিমী (র)-এর মতে সর্বমোট প্রায় একশ প্রকার হাদীস রয়েছে। – আল্-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

www.pathagar.com

রিওয়ায়াতকে বলা হয় যাতে হাদীস গ্রহণযোগ্যের শর্তাবলী[৬] পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। আর যে রিওয়ায়াতে ঐ শর্তাবলী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান না থাকে, তাকে 'মারদূদ' বলা হয়।[৭]

মাক্‌বূল হাদীস-এর প্রকারভেদ

মাক্‌বূল হাদীস প্রধানত দু'প্রকার ঃ সহীহ্ এবং হাসান। এর প্রত্যেকটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত। সহীহ্ লি-গাইরিহী এবং হাসান লি-গাইরিহী। এ নিয়ে মাক্‌বূল হাদীস সর্বমোট চারভাবে বিভক্ত হলো।

১, সহীহ্ লি-যাতিহী (صحيح لذاته)।

২. হাসান লি-যাতিহী (حسن لذاته)।

৩. সহীহ্ লি-গাইরিহী (صحيح لغيره)।

৪. হাসান লি-গাইরিহী (حسن لغيره) ।[৮]

১. সহীহ্ লি-যাতিহী ঃ সহীহ্ শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ, নির্ভরযোগ্য। এটি 'সাকীম' (ব্যাধিগ্রস্ত)-এর বিপরীত শব্দ। প্রকৃতপক্ষে শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। হাদীস এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে রূপকার্থে এটি ব্যবহার করা হয়।[৯] ইল্‌মে হাদীসের পরিভাষায় ঐ হাদীসকে 'সহীহ্ লি-যাতিহী' বলা হয় যার সনদ মুত্তাসিল,[১০] প্রত্যেক রাবীই আদিল[১১] ও পূর্ণস্ম রণশক্তি[১২] সম্পন্ন এবং হাদীসটি

---

৬. হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী হচ্ছে ঃ হাদীসটির সনদ মুত্তাসিল হওয়া, রাবী আদালাত ও পূর্ণ স্মরণশক্তিসম্পন্ন হওয়া এবং হাদীসটি শায্ ও মু'আল্লাল না হওয়া। –ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

৮. ইব্‌ন হাজার প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; মাহ্‌মূদ আত্-তাহ্‌হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

৯. মূল আরবী ঃ الصحيح ضد السقيم، وهو حقيقة فى الاجسام مجاز فى الحديث وسائر المعانى -

– মাহ্‌মূদ আত্-তাহ্‌হান প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩; আস্-সুয়ূতী (মৃ. ১৩৯৯/১৯৭৯), ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩; আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

১০. 'সনদ মুত্তাসিল' অর্থ সনদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকা এবং (সনদের) কোন স্তর হতে রাবী বাদ না পড়া।

১১. রাবীগণের আদিল হওয়ার অর্থ শরী'আতে নিষিদ্ধ এবং ভদ্রতা ও শালীনতা বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত না হওয়া।

১২. পূর্ণ স্মরণশক্তি বলতে বুঝায় যাঁদের স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ ও প্রখর। যার বিবরণসমূহ পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে স্মরণ রাখবার পূর্ণ ক্ষমতা আছে, যাতে তিনি পূর্ণ বিবরণটি প্রয়োজনবোধে অবিকল হুবহু আবৃত্তি করতে পারেন। –আমীমুল ইহ্‌সান (মৃ. ১৯৯৭), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

www.pathagar.com

শায্ও[১৩] নয়, মু'আল্লালও[১৪] নয়।[১৫] ফিক্হবিদ, উসূলবিদ এবং মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মত অভিমত হলো, সহীহ্ হাদীস শরী'আতের নির্ভরযোগ্য দলীল এবং এর উপর আমল করা ওয়াজিব।[১৬] সহীহ্ হাদীসের উদাহরণ হলো সহীহুল বুখারীর নিম্নের হাদীসটি ঃ

عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فى المغرب بالطور -

–"জুবাইর ইব্ন মুত'ইম (রা) তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা তূর পড়তে শুনেছি।"[১৭] এ বিষয়ের ওপর সর্বপ্রথম সংকলিত গ্রন্থের নাম 'সহীহুল বুখারী।[১৮] অতঃপর সংকলিত হয়েছে সহীহ্ মুসলিম। তবে এ ছাড়াও সহীহ্ হাদীস সম্বলিত আরও বহু গ্রন্থ রয়েছে।[১৯]

---

১৩. 'মু'আল্লাল' ঐ হাদীসকে বলা হয়, যাতে এমন সূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান থাকে, যা হাদীস সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে অন্তরায়। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এ ধরনের দোষ-ত্রুটি উদঘাটন করা সম্ভব নয়। যেমন মার্ফূ'-কে মাওকূফ হিসেবে চালিয়ে দেয়া ইত্যাদি। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

১৫. সুব্হী আস্-সালিহ্, (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৪৫।

১৬. মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫; অবশ্য আবূ আলী জুবাঈ মু'তাযিলী এবং শী'আদের এ ব্যাপারে ভিন্নমত রয়েছে। আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

১৭. হাদীসটির সনদ এই ঃ اخرجه البخارى قال : حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه -

এই হাদীসটি সহীহ্। কেননা এর সনদ মুত্তাসিল। সনদের প্রত্যেক রাবীই তাঁর উস্তাদ থেকে সরাসরি হাদীস শ্রবণ করেছেন। আর মালিক (র) ইব্ন শিহাব (র) এবং ইব্ন জুবাইর (র) 'আন্-'আন' ভাবে যে রিওয়ায়াত করেছেন, তাও মুত্তাসিল হিসেবে গণ্য। কেননা তাঁরা মুদাল্লিস রাবী নন। এ ছাড়া এ হাদীসের সকল রাবীই বিশ্বস্ত আদিল ও পূর্ণ স্মরণশক্তিসম্পন্ন এবং হাদীসটি শায্ও নয় মু'আল্লালও নন। – মাহমুদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫।

১৮. আস্-সুয়ূতী, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮; শায়খ আব্দুল হক দিহ্লাবী (র) (জ. ৯৫৮/১৫৫১- মৃ. ১০৫২/১৬৪২) এবং ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র) (জ. ১৫০/৭৬৭- মৃ. ২০৪/৮১৯) প্রমুখ মুহাদ্দিস-এর মতে সর্বপ্রথম সংকলিত সহীহ গ্রন্থ হলো ইমাম মালিক (র) (জ. ৯৩/৭১১-মৃ. ১৭৯/৭৯৫)-এ সংকলিত আল্-মু'আত্তা। তারপর সহীহুল বুখারী, অতঃপর সহীহ্ মুসলিম। ইমাম আন্-নাবাবী (র) ও আল্-ইরাকী (র)-এর মতে আল্-মু'আত্তা গ্রন্থে অনেক মুর্সাল ও মুনকাতি' রিওয়ায়াতসমূহ রয়েছে। আর ইমাম বুখারী (র)-এর ন্যায় ইমাম মালিক (র) শুধু সহীহ্ হাদীস সংকলন করার শর্তারোপ করেননি। –আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪; আস্-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

১৯. যেমন সুনানুল আরবা'আ, মু'আত্তা ইমাম মালিক (র) (মৃ. ১৭৯/৭৯৫); সুনান দারিমী, সহীহ্ ইব্ন খুযাইমা (র) (মৃ. ৩১১/৯২৪), সহীহ্ ইব্ন হিব্বান (র) (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫), সহীহ্ আবী আওয়ানা (র) (মৃ. ৩১৬ হি.), সহীহ্ ইব্ন সাকান (র) (মৃ. ৩৫৩ হি.) ইত্যাদি। – আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১।

www.pathagar.com

২. হাসান লি-যাতিহী ঃ 'হাসান' শব্দটি 'হুস্ন' (حسن) থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ সুন্দর, মনোরম ইত্যাদি। এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপণে মুহাদ্দিসগণের কয়েকটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে।[২০] ইমাম খাত্তাবী[২১] (র) (মৃ. ৩৮৮/৯৯৮)-এর অভিমত হলো ঃ 'হাসান ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার উৎস সর্বজনজ্ঞাত, রাবীগণ সুপ্রসিদ্ধ এবং যার উপর অধিকাংশ হাদীসের ভিত্তি স্থাপিত।' আর অধিকাংশ আলিম তা গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং ফকীহগণ সাধারণত একে দলীল হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।[২২] হাসান হাদীসের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম আত্-তিরমিযী (র) (জ. ২০৬/৮২১- মৃ. ২৭৯/৮৯২) বলেন ঃ 'যে হাদীসের সনদে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত কোন রাবী না থাকে, হাদীসটি শায্ও না হয় এবং একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়, সেটিই আমাদের নিকট হাসান হিসেবে গণ্য।'[২৩] হাসান হাদীসের সর্বোত্তম ও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য[২৪] সংজ্ঞা দিয়েছেন হাফিয ইব্ন হাজার (র) (জ. ৭৭৩/১৩৭২- মৃ. ৮৫২/১৪৪৮)। তিনি এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولاشاذ، هو الصحيح لذاته، فان خف الضبط فالحسن لذاته ـ

---

২০. হাসান হাদীস যেহেতু সহীহ এবং য'ঈফ-এর মাঝামাঝি অন্য আরেক প্রকার হাদীস, এ কারণে এর সংজ্ঞা নিরূপণে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। অধিকন্তু কোন কোন মুহাদ্দিস একে একটি পৃথক প্রকার হাদীস হিসেবে গণ্য করেছেন। –মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

২১. তাঁর পুরো নাম ঃ আবূ সুলায়মান হাম্দ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন খাত্তাব আল্-বুস্তী (র)। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো ঃ আ'লামুস সহীহ, গারীবুল হাদীস এবং মা'আলিমুস্ সুনান প্রভৃতি। –আস-সুয়ূতী, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

২২. মূল আরবী ঃ قال الخطابى : هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار اكثر الحديث وهو الذى يقبله اكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء ـ

আল-খাত্তাবী, **মা'আলিমুস্-সুনান**, ১ম খ., (মাত্বা'আতু আন্সারিস্ সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়া, ১৩৬৭/১৯৪৮), পৃ. ১১।

২৩. মূল আরবী ঃ قال الترمذى : كل حديث يروى لايكون فى اسناده من يتهم بالكذب ولايكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن ـ

–মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ, ৪৪ (**তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী**, ১ম খ. পৃ. ৫১৯ থেকে উদ্ধৃত)।

২৪. কেননা ইমাম আল্-খাত্তাবী (র) (মৃ. ৩৮৮/৯৯৮)-এর সংজ্ঞার ব্যাপারে অনেক অভিযোগ রয়েছে। অপরদিকে ইমাম আত্-তিরমিযী (র) (মৃ. ২৭৯/৮৯২) যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেটি হাসান লি-গাইরিহী-এর সংজ্ঞা, হাসান লি-যাতিহী-এর সংজ্ঞা নয়। আর হাসান লি-গাইরিহী প্রকৃতপক্ষেই য'ঈফ রিওয়ায়াত। বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণেই এটি হাসান-এর পর্যায়ে উন্নীত হয়। ইব্ন হাজার (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮) প্রদত্ত সংজ্ঞাটিই হাসান হাদীস সনাক্ত করবার সর্বোত্তম সংজ্ঞা। –প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

www.pathagar.com

–"যে খবরে ওয়াহিদ-এর রাবীগণ আদিল, পূর্ণ স্মরণশক্তিসম্পন্ন এবং যার সনদ মুত্তাসিল, আর হাদীসটি যদি মু'আল্লাল ও শায না হয়, তবে তাকে সহীহ লি-যাতিহী বলা হয়। আর যদি রাবীর পূর্ণ স্মরণশক্তির মধ্যে কোন ত্রুটি (দুর্বলতা) পরিলক্ষিত হয়, তবে তাকে হাসান লি-যাতিহী বলা হয়।[২৫] হাসান হাদীস কিছুটা দুর্বল হলেও দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে তা সহীহ্-এর সমমর্যাদাসম্পন্ন।[২৬] হাসান লি-যাতিহী-এর উদাহরণ ঃ

عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور الخ -

–"আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ পবিত্রতা নামাযের চাবি।"[২৭]

৩. সহীহ্ লি-গাইরিহী ঃ সহীহ্ লি-গাইরিহী প্রকৃতপক্ষে ঐ হাসান লি-যাতিহী হাদীসকে বলা হয়, যা অনুরূপ আরেকটি সূত্রে বা তার চেয়েও অধিক শক্তিশালী সূত্রে বর্ণিত হয়। অর্থাৎ সহীহ্ হাদীসের কোন রাবীর মধ্যে যদি স্মরণশক্তির দুর্বলতা থাকে এবং অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে যদি তা দূরীভূত হয়, তবে তাকে সহীহ্ লি-গাইরিহী বলা হয়। যেহেতু সনদ হিসেবে হাদীসটি সহীহ্ নয়, বরং অন্যান্য সূত্রে

২৫. ইব্ন হাজার প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০; ইব্ন হাজার (র) প্রদত্ত সংজ্ঞার সার-সংক্ষেপ এই যে, হাসান ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার সনদ মুত্তাসিল, রাবীগণ আদালাতসম্পন্ন, তবে স্মৃতিশক্তিতে দুর্বলতা রয়েছে। আর হাদীসটি শায্ও নয়, মু'আল্লালও নয়। উক্ত সংজ্ঞায় স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার শর্তারোপ করে হাসান হাদীসকে সহীহ্ হাদীস থেকে পৃথক করা হয়েছে। কেননা সহীহ্ হাদীসের সকল রাবীই পূর্ণমাত্রায় স্মরণশক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন। – সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

২৬. এ কারণেই প্রায় সকল ফিক্হবিদ, হাদীস বিশারদ এবং উসূলবিদগণ একে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এর উপর আমল করেছেন। তবে মুষ্টিমেয় কট্টরপন্থী (মুতাশাদ্দিদ) লোক এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে অপ্রয়োজনীয় শর্তারোপ করেছেন। আবার ইমাম আল্-হাকিম (র) (মৃ. ৪০৫/১০১৪), ইব্ন হিব্বান (র) (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫) এবং ইব্ন খুযাইমা (র) (মৃ. ৩১১/৯২৪)-এর মতে কিছু নরমপন্থী (মুতাসাহিল) হাদীসবিদ একে সহীহ্ হিসেবে গণ্য করেছেন। অবশ্য এ কথা তাঁরা উল্লেখ করে দিয়েছেন যে, এটি (হাসান) সহীহ্ থেকে নিম্নস্তরের হাদীস। –মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান্ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

২৭. এ হাদীসটি সুফইয়ান (র), আব্দুল্লাহ ইব্ন আকীল (র), মুহাম্মাদ ইব্নিল হানাফিয়া (র) এবং আলী (রা) প্রমুখ রাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের সকল রাবীই আদিল, এর সনদ মুত্তাসিল, হাদীসটি মু'আল্লাল বা শায্ও নয়। কিন্তু অন্যতম রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন আকীল সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (র) বলেন– তাঁর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল। –আমীমুল ইহ্সান, (প্রগুক্ত), পৃ. ১৬; উল্লেখ্য যে, ইমাম আত্-তিরমিযী (র) (মৃ ২৭৯/৮৯২)-ই সর্বপ্রথম হাসান হাদীসের পরিভাষাটি চালু করেন। তিনি হাদীসকে সহীহ্, হাসান ও য'ঈফ এ তিন প্রকারে বিভক্ত করেন। তাঁর পূর্বের মুহাদ্দিসগণ হাদীসকে সহীহ্ এবং য'ঈফ এ দু'ভাগে বিভক্ত করতেন। – সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

www.pathagar.com

বর্ণিত হাদীসের সহযোগিতায় এটি সহীহ্-এর মানে (স্তরে) উন্নীত হয়েছে, তাই একে সহীহ্ লি-গাইরিহী বলা হয়।[২৮] এর উদাহরণ তিরমিযীতে উল্লেখিত নিম্নোক্ত হাদীসটিঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو لا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ـ

– "আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আমি যদি আমার উম্মাতের জন্যে কষ্টসাধ্য মনে না করতাম, তা হলে প্রত্যেক নামাযের সময়েই তাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"[২৯]

৪. হাসান লি-গাইরিহী ঃ যদি কোন য'ঈফ হাদীস বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয় এবং বর্জনের স্তর হতে গ্রহণের মর্যাদা অর্জন করে, তখন তাকে হাসান লি-গাইরিহী বলা হয়।[৩০] এর অপর এক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ হাসান লি-গাইরিহী ঐ য'ঈফ রিওয়ায়াতকে বলা হয় যা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়। তবে এর দুর্বলতার কারণ রাবীর ফিস্ক বা মিথ্যাচার নয়।[৩১] হাসান হাদীস গ্রহণীয় খবরে ওয়াহিদের মধ্যে গণ্য। একে দলীল হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[৩২]

---

২৮. আল্-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০; 'আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০; আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

২৯. এ হাদীসটি আবূ কুরাইব (র), উবাদাহ্ ইব্ন সুলায়মান (র), মুহাম্মাদ ইব্ন আমর (র), আবূ সালামাহ্ (র) এবং আবূ হুরায়রা (রা) প্রমুখ রাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইব্নুস্ সালাহ্ (র) (মৃ. ৬৪৩/১২৪৫) বলেন, এ হাদীসের অন্যতম রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন আল্কামা (র) সৎ ও আমানাতদার হিসেবে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তিনি সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য) রাবী নন। এমনকি কেউ কেউ তাঁর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ তাঁর সততা ও সম্মানের দিকে লক্ষ্য করে তাঁকে সিকাহ্ রাবীগণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) (মৃ. ২৭৯/৮৯২) এ হাদীস সম্পর্কে বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীস একে সহীহ্ প্রমাণ করেছে।

قال الترمذى : حديث ابى هريرة انما صحيح لانه قد روى من غير وجه ـ

এ ছাড়া এ হাদীস-এর সমর্থনে আল্-আ'রাজ (র) সূত্রেও অপর একটি সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ফলে দুর্বলতা কেটে হাদীসটি সহীহ্-এর স্তরে উন্নীত হয়েছে। –আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত; আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫; মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

৩০. আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৩১. এ সংজ্ঞা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, য'ঈফ রিওয়ায়াত নিম্নের দু'টি কারণের যে কোন একটির ভিত্তিতে য'ঈফ থেকে হাসান লি-গাইরিহী-এর স্তরে উন্নীত হতে পারে। কারণ দু'টি হলো ঃ ক) রিওয়ায়াতটি ঐ য'ঈফ সনদ ব্যতীত অনুরূপ অথবা তার চেয়েও শক্তিশালী আরো এক বা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হওয়া; খ) হাদীস দুর্বল হওয়ার কারণ হবে হয়তো রাবীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা নতুবা সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়া কিংবা রাবী অপরিচিত (মাজহূল) হওয়া।

৩২. মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

www.pathagar.com

হাসান লি-গাইরিহী-এর উদাহরণ ঃ

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه ان امرأة من بنى فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت نعم فاجاز -

–"আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমির ইব্ন রাবী'আহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, বনী ফাযারা গোত্রের জনৈকা মহিলা দু'টি জুতোর মাহরের বিনিময়ে বিয়ে করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি দু'টি জুতোর বিনিময়ে নিজেকে বিয়ে দিতে রাযী আছ? সে উত্তর দিল হ্যাঁ, তখন তিনি এ বিয়ের অনুমতি দিলেন।"[৩৩]

রাবীগণের সংখ্যা হিসেবে হাদীস-এর প্রকারভেদ

হাদীস বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা সর্বক্ষেত্রে একই রূপ হয় না। রাবীগণের সংখ্যা হিসেবে হাদীস দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। মুতাওয়াতির (متواتر) এবং আ-হাদ (احاد)।

মুতাওয়াতির ঃ মুতাওয়াতির শব্দটি আত্-তাওয়াতুর (التواتر) মাসদার থেকে ইস্ম ফা'ইল। অর্থ পর্যায়ক্রমে, একটির পর আরেকটি আসা। অবিরাম ধারায় বৃষ্টি বর্ষণকে আরব দেশে 'তাওয়াতুরুল মাতার' (تواتر المطر) বলা হয়ে থাকে।[৩৪] পরিভাষায় ঐ হাদীসকে মুতাওয়াতির বলা হয়, যার সনদের প্রত্যেক স্তরেই (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা এত অধিক যে, তাঁদের সকলের একত্রিত হয়ে মিথ্যা রচনা[৩৫] করা স্বভাবতই অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়।[৩৬] মুতাওয়াতির হাদীস

---

৩৩. এ হাদীসটি শু'বা (র), আসিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (র), আব্দুল্লাহ ইব্ন আমির ইব্ন রাবী'আহ্ (র) এবং তাঁর পিতা প্রমুখ রাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আত্-তিরমিযী (র) (মৃ. ২৭৯/৮৯২) এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করার পর বলেছেন যে, এ রিওয়ায়াতটি অন্য অধ্যায়ে উমর (রা) আবূ হুরায়রা (রা) এবং আয়েশা (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটির রাবী আসিম (র) তাঁর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে য'ঈফ। কিন্তু অপরাপর সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হওয়ার কারণে ইমাম আত্-তিরমিযী (র) একে হাসান বলেছেন। – আস্-সুয়ূতী, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬-১৭৭।

৩৪ মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৩৫. অর্থাৎ কালের ব্যবধান, স্থানের দূরত্ব ও ভাষার তারতম্য, ইত্যাদি নানাবিধ কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এত বিপুল সংখ্যক লোকের কোন একটি মিথ্যা বিষয়ে একমত হওয়া সাধারণত অসম্ভব।

৩৬. ইব্ন হাজার, **নুখ্বাতুল ফিকার** (কায়রো ঃ ১৩৫২/১৯৩৪), পৃ. ৩; সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

প্রসংগত উল্লেখ করা যায়, মুতাওয়াতির হাদীসের উল্লিখিত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে প্রতিভাত হয় যে, কোন খবরই চারটি শর্ত পূরণ ব্যতীত 'মুতাওয়াতির'-এর সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। শর্ত চারটি হলো ঃ ক) রিওয়ায়াতটি বিপুল সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হওয়া; খ) প্রথম

www.pathagar.com

দ্বারা ইল্‌মে ইয়াকীন বা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়, যা সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। সুতরাং এক্ষেত্রে সনদ[৩৭] বিশ্লেষণ করা কিংবা বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা নির্ধারণের[৩৮] কোন প্রয়োজন নেই। মুতাওয়াতির হাদীস আবার দু'প্রকার। লাফ্যী

থেকে শেষ পর্যন্ত সনদের সকল স্তরেই এ আধিক্য বিদ্যমান থাকা। এ শর্তানুযায়ী "انما الاعمال بالنيات"। হাদীসটি মুতাওয়াতির নয়– কেননা সাহাবীগণের মধ্যে শুধু উমর (রা) (মৃ. ২৩/৬৪৪) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁর থেকে এককভাবে রিওয়ায়াত করেছেন তাবি'ঈ আল্‌কামাহ্ (র), তাঁর থেকে এককভাবে রিওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আত্-তাইমী (র), তাঁর থেকে এককভাবে রিওয়ায়াত করেছেন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ (র) (মৃ) ১৪৩ হি.)। এরপর ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে (সকল স্তরেই) বিপুল সংখ্যক রাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭); আস্-সুয়ূতী, ২য় খ., (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৭৮; গ) রাবীগণের মিথ্যা বিষয়ে একমত হওয়া স্বভাবত অসম্ভব হওয়া; ঘ) রিওয়ায়াতটি ইন্দ্রিয়–নির্ভর হওয়া। যেমন আমরা শুনেছি, আমরা দেখেছি, ইত্যাদি বলা। কিন্তু তাঁদের রিওয়ায়াতটি যদি বিবেক– নির্ভর হয়, যেমন পৃথিবী পরিবর্তনশীল ইত্যাদি বলা। তখন একে মুতাওয়াতির বলা যাবে না। –মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

৩৭. কেননা সহীহ্, গায়র সহীহ্ অথবা য'ঈফ ইত্যাদি যাঁচাই-বাছাইয়ের জন্য হাদীসের সনদ বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু মুতাওয়াতির হাদীস এ সবের উর্ধ্বে। বরং বিনা আলোচনায়ই এর উপর আমল করা ওয়াজিব। কেননা এর দ্বারা ইল্‌মে ইয়াকীন বা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয়। – 'আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৩৮. এটা শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন হাজার (র) (জ. ৭৭৩/১৩৭২- মৃ. ৮৫২/১৪৪৮)-এর অভিমত। তবে মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা যেহেতু নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়, তাই কেউ কেউ বিভিন্ন দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা এর সর্বনিম্ন সংখ্যা নিরূপণের প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন ঃ ক) কারো কারো মতে এর সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো চারজন। কেননা ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগের জন্য চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ "তারা কেন এ ব্যাপারে (ব্যভিচার) চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি। (আল্-কুরআন, সূরা আন্-নূর, ২৪ ঃ ১৩)। খ) কারো কারো মতে এর সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো পাঁচজন। কেননা লি'আনের ক্ষেত্রে এ সংখ্যাটি গ্রহণযোগ্য; গ) কারো মতে এর সর্বনিম্ন সংখ্যা হতে হবে সাতজন। কারণ কুকুরের অপবিত্র পাত্র সাতবার ধুয়ে পবিত্র করতে হয়; ঘ) কারো মতে এর সংখ্যা হতে হবে দশজন; ঙ) কারো মতে এর সর্বনিম্ন সংখ্যা দশ। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ "تلك عشرة كاملة"; চ) কারো মতে বারজন। কেননা কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ "আমি তাদের মধ্য হতে দ্বাদশ নেতা নিযুক্ত করেছিলাম। (আল্-কুরআন, সূরা আল্-মায়িদা, ৬ ঃ ১২)। ছ) কারো মতে এর সর্বনিম্ন সংখ্যা হতে হবে বিশজন। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ "তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল থাকলে তাঁরা দু'শজনের ওপর বিজয়ী হবে। (আল্-কুরআন, সূরা আল্-আন্ফাল, ৮ ঃ ৬৫); জ) কারো মতে এর সংখ্যা চল্লিশজন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "হে নবী! তোমার জন্য এবং তোমার অনুসারী মু'মিনগণের জন্য আল্লাহ্ পাকই যথেষ্ট। (আল্-কুরআন, সূরা আল্-আন্ফাল, ৮ ঃ ৬৪); আর এ আয়াত নাযিলের সময় মু'মিনগণের সংখ্যা ছিল চল্লিশজন। ঝ) কারো মতে এর সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো সত্তরজন। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ "মূসা স্বীয় সম্প্রদায় হতে সত্তরজন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করলো। আল্-কুরআন, সূরা আল্-আ'রাফ, ৬ ঃ ১৫৫); ঞ) কারো কারো মতে এর সংখ্যা হলো তিনশ' তেরজন। কেননা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণের সংখ্যা ছিল তিনশ' তেরজন। এসব সংখ্যা কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হলেও এর সঙ্গে নির্দিষ্ট ঘটনাবলীর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, যে কারণে ঐ সব আয়াত নাযিল হয়েছে। এর কোনটিতেই মুতাওয়াতিরের সংখ্যা নির্ধারণের কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। –সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭-১৪৮।

www.pathagar.com

(لفظى) এবং মা'নাবী (معنوى)। মুতাওয়াতির লাফ্যী ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয়, যার শব্দ ও ভাব একইরূপে সকল যুগে (প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) বহু সংখ্যক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار -

—"আমার সম্পর্কে যে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলবে, সে যেন জাহান্নামে তার আশ্রয় স্থান বানিয়ে নেয়।"[৩৯]

আর মুতাওয়াতির মানাবী ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয়, যার শব্দ এক না হলেও মূল ভাব বা অর্থটি সকল যুগেই অসংখ্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যেমন দু'আ করার সময় দু'হাত ওঠানো। এ প্রসংগে প্রায় একশটি[৪০] হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার শব্দ এক না হলেও মর্মার্থ একই।[৪১]

আ-হাদ ঃ এক ব্যক্তির রিওয়ায়াতকে খবরে ওয়াহিদ (বহুবচনে আ-হাদ) বলা হয়। পরিভাষায় যে রিওয়ায়াত মুতাওয়াতির-এর শর্তে উত্তীর্ণ নয় (অর্থাৎ যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেনি), তাকে আ-হাদ বলে।[৪২] খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ইল্‌মে নয্‌রী[৪৩] লাভ হয়। অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ফিক্‌হবিদ ও উসূলবিদগণের মতে সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য) রাবীর খবরে ওয়াহিদ শরী'আতের দলীল এবং এর উপর আমল করা ওয়াজিব। তবে এর দ্বারা মুতাওয়াতির এর ন্যায় নিশ্চিত

---

৩৯. এ হাদীসটি মুতাওয়াতির হওয়ার ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিসই একমত। কোন কোন বর্ণনামতে (প্রাথমিক স্তরে) সত্তরের অধিক সাহাবী থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে উত্তরোত্তর প্রত্যেক যুগেই এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা বেড়েছে। এ ছাড়া 'হাউযে কাউসার'-এর হাদীসটি প্রায় পঞ্চাশেরও অধিক সাহাবী রিওয়ায়াত করেছেন। মোজার ওপরে মাসেহ্ সংক্রান্ত হাদীসটি সত্তরজন সাহাবী এবং নামাযে দু'হাত উঠানো (رفع اليدين) সংক্রান্ত হাদীসটি প্রায় পঞ্চাশজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। — আস্-সুয়ূতী, ২য় খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭-১৭৯; আল্-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

৪০. তবে তা ছিল বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। এর একটি রিওয়ায়াতও পৃথকভাবে মুতাওয়াতির-এর স্তরে পৌঁছেনি; তবে সামগ্রিকভাবে অর্থগত বিবেচনায় একে মুতাওয়াতির বলা যায়।

৪১. আল্-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-১৬৭।

৪২. মূল আরবী ঃ الاحاد جمع احد بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو مايرويه شخص واحد، وفى الاصطلاح : هو مالم يجمع شروط المتواتر -

— মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৪৩. ইল্‌মে নয্‌রী ঐ জ্ঞানকে বলা হয় যা দলীল-প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল। দলীল-প্রমাণ নির্ভরযোগ্য হলে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব। আর ইল্‌মে যরূরীর জন্য কোন দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। বিনা দলীলেই তার ওপর আমল করা ওয়াজিব। যেমন খবরে মুতাওয়াতির। — ইব্‌ন হাজার (১৪০০/১৯৮০), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

www.pathagar.com

জ্ঞান (ইল্‌মুল ইয়াকীন) লাভ হয় না, বরং যন্[৪৪] (ظن) লাভ হয়। কারো কারো মতে খবরে ওয়াহিদ্-এর ওপর আমল করা ওয়াজিব নয়।[৪৫] তবে প্রথম মতটিই সঠিক। এ ধরনের হাদীস আবার তিন প্রকার। মাশ্‌হূর (مشهور) আযীয (عزيز) ও গারীব (غريب)।[৪৬]

মাশ্‌হূর ঃ মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় যে হাদীস প্রত্যেক স্তরে তিনজন রাবী বা তার অধিক রাবী রিওয়ায়াত করেছেন, কিন্তু রাবীগণের সংখ্যা মুতাওয়াতির-এর পর্যায়ে পৌঁছেনি, তাকে মাশ্‌হূর (مشهور) বলে[৪৭]। ফকীহ্‌গণের পরিভাষায় একে

৪৪. আরবীতে 'যন্' (ظن) অর্থ প্রবল ধারণা (গালিবুর-রায়)। অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না, তবে বিশ্বাসের পাল্লা ভারী হয়ে থাকে। এখানে প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা যে 'যন' (ধারণা) লাভ হয়ে থাকে, তা ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাসের খুব কাছাকাছি সবল অবস্থারই নাম। 'ওয়াহাম' (বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসের ধারণা ভারী হলে আরবীতে তাকে ওয়াহাম বলে) বা 'শক' (বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ধারণা সমান হলে তাকে 'শক' বলে)-এর নাম নয়। প্রকৃতপক্ষে এ অর্থে 'যন' ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাসেরই রকম বিশেষ। মানুষের দীন-দুনিয়ার অধিকাংশ কার্য এর দ্বারাই সম্পাদিত হয়ে থাকে। কিন্তু 'যন' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে, বিশেষ করে 'শক' (شك) ও ওয়াহাম (وهم)-এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার দরুন এতে মহাবিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এরূপ স্থলে 'যন' শব্দ ব্যবহার না করাই উত্তম। সার কথা হলো 'খবরে ওয়াহিদ' দ্বারা 'যন' লাভ হয়। এর অর্থ হলো ইয়াকীনই লাভ হয়, 'ওয়াহাম' বা 'শক' নয়। তবে মুতাওয়াতির-এর ন্যায় ইয়াকীন নয়। শুধু এ কথা বুঝাবার জন্যই এখানে 'যন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। – আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০।

৪৫. যেমন কাদরিয়্যা ও শী'আদের মতে খবরে ওয়াহিদ-এর ওপর আমল করা ওয়াজিব নয়। আবূ আলী আল্-জুবাঈ মু'তযিলীর মতে খবরটি দু'জন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হলে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব। কেউ কেউ চারজন রাবীর শর্তারোপ করেছেন। অর্থাৎ চারজন রাবী থেকে চারজন রাবী খবরটি রিওয়ায়াত করলে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব হবে, অন্যথায় নয়। কোন কোন মুহাদ্দিস-এর মতে শুধু সহীহায়ন (বুখারী-মুসলিম)-এর খবরে ওয়াহিদ-এর ওপর আমল করা ওয়াজিব। আবার কারো কারো মতে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা ইল্‌মে ইয়াকীন বা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়। জমহূরের অভিমত ছাড়া আর সবগুলো মতই বাতিল ও ভিত্তিহীন বলে গণ্য। কেননা খবরে ওয়াহিদ দ্বারা শরী'আতের অনেক হুক্‌মই প্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এর স্থান ও মর্যাদা মুতাওয়াতির-এর নিম্নে। —আল্-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫০।

৪৬. মাশ্‌হূর, আযীয ও গারীব-এ তিন প্রকারের হাদীসকে একসাথে 'খবরে আ-হাদ' বলে এবং প্রত্যেকটিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে 'খবরে ওয়াহিদ' বলে। মুহাদ্দিসগণের নিকট খবর ও হাদীস সমার্থক শব্দ। —ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫।

৪৭. 'মাশ্‌হূর' শব্দটি ইস্‌ম মাফ্'উল। বহুবচনে মাশাহীর (مشاهير)। অর্থ Well known, Widely known. Famous, Wide spread ইত্যাদি। 'شهرت الامر' থেকে এর উৎপত্তি। আরব দেশে এ কথাটি তখন বলা হয়, যখন একটি বিষয় ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মশহূর হাদীসও ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করার কারণে একে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে। —Hans wehr. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯০; মাহমূদ আত্-তাহ্‌হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

www.pathagar.com

মুস্তাফীয্[৪৮] (مستفيض) বলা হয়। উসূলবিদগণ মাশ্হূরকে মুতাওয়াতির ও খবরে ওয়াহিদ-এর মাঝামাঝি পৃথক এক প্রকার হাদীস হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁদের মতে এটি প্রথম যুগে খবরে ওয়াহিদ-এর স্তরে ছিল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যুগে এসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।[৪৯] মাশ্হূর হাদীস-এর উদাহরণ ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله لايقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ... الحديث -

–"রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাগণের নিকট থেকে সাধারণত ইল্‌ম ছিনিয়ে নেবেন না, বরং আলিমগণকে উঠিয়ে নিয়ে ইল্‌ম তুলে নিবেন....।" এ হাদীসের রাবীর সংখ্যা সকল স্তরেই দু'য়ের অধিক ছিল।[৫০]

মাশ্হূর হাদীস দু'প্রকার ঃ পারিভাষিক মাশ্হূর[৫১] ও অ-পারিভাষিক মাশ্হূর।[৫২] অপারিভাষিক মাশ্হূর আবার কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েক প্রকার হলো ঃ ক) ঐ হাদীস যা শুধু মুহাদ্দিসগণের নিকট মাশ্হূর।[৫৩] খ) ঐ হাদীস যা

---

৪৮. মুস্তাফীয (ইস্‌ম ফাইল)-এর শাব্দিক অর্থ elaborate, detailed, extensive, through ইত্যাদি। —Hans wehr. প্রাগুক্ত) পৃ. ৭৩৫; খবরটি ব্যাপকভাবে পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করার কারণেই একে মুস্তাফীয্ বলা হয়ে থাকে। মুস্তাফীয্ (مستفيض) হাদীস-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপণে তিনটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে ঃ ক) এটি মাশহূর-এর সমার্থক শব্দ; খ) মুস্তাফীয্ ও মাশহূর-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা মুস্তাফীয্-এর ক্ষেত্রে এরূপ শর্তারোপ করা হয়েছে যে, এর সনদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই অবস্থা বিদ্যমান থাকতে হবে। কিন্তু মাশহূর-এর ক্ষেত্রে এরূপ শর্তারোপ করা হয়নি। এ হিসেবে এটি মাশ্হূর-এর তুলনায় খাস্ (خاص); গ) তৃতীয় অভিমত হচ্ছে এটি মাশ্হূর-এর তুলনায় আম (عام) বা ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ এটি দ্বিতীয় অভিমতের বিপরীত অভিমত। —ইব্‌ন হাজার (১৪০০/১৯৮০), (প্রাগুক্ত), পৃ. ২৩-২৪; মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত; আল্-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪-১২৫।

৪৯. ইব্‌ন হাজার, প্রাগুক্ত।

৫০. 'আমীমুল ইহ্সান (১৯৯৭), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭; ইমাম বুখারী (র), মুসলিম (র), তিরমিযী (র) এবং ইব্‌ন মাজাহ্ (র) প্রমুখ এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

৫১. পারিভাষিক মাশ্হূর-এর সংজ্ঞা ও উদাহরণ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫২. অ-পারিভাষিক মাশ্হূর বলতে ঐ সব রিওয়ায়াতকে বুঝায় যা লোকমুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাতে মাশহূর হাদীস-এর শর্তাবলী অবর্তমান। যেমন ঃ ক) একটি সনদে বর্ণিত হাদীস। খ) একাধিক সনদে বর্ণিত হাদীস এবং গ) সনদবিহীন হাদীস। —মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৫৩. এর উদাহরণ হলো আনাস (রা) (মৃ. ৯৩/৭১১) থেকে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিম-এর নিম্নের হাদীসটি ঃ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان -

–"রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক মাস পর্যন্ত রা'আল ও যাকওয়ান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রুকূ'-এরপরে বদ দু'আ করেছেন।" –প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

মুহাদ্দিস, আলিম এবং সর্বসাধারণের নিকট মাশ্হূর।[৫৪] গ) যা শুধু ফকীহ্গণের নিকট মাশ্হূর।[৫৫] ঘ) যা উসূলবিদগণের নিকট মাশ্হূর।[৫৬] ঙ) যা ব্যাকরণবিদগণের নিকট মাশ্হূর।[৫৭] চ) যা সর্বসাধারণের নিকট মাশ্হূর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে প্রভৃতি।[৫৮]

পারিভাষিক মাশ্হূর কিংবা অ-পারিভাষিক মাশ্হূর-এর কোনটাকেই নির্দিষ্টভাবে সহীহ্ বা গায়র সহীহ্ বলা যায় না; বরং এর কোনটা সহীহ্, কোনটা হাসান, কোনটা য'ঈফ এমনকি কোনটা মাওযূ (জাল)ও হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন খবর পারিভাষিক মাশ্হূর হিসেবে প্রমাণিত হলে তা আযীয ও গারীব হাদীস-এর ওপরে এবং মুতাওয়াতির-এর নিম্নে স্থান পাবে।[৫৯]

আযীয ঃ আয্যা-ইয়া'ইয্যু (عَزَّ - يَعِزُّ) থেকে আযীয (عزيز) অর্থ স্বল্প ও বিরল। যেহেতু এ ধরনের হাদীস-এর অস্তিত্ব খুব কম, তাই একে আযীয বলা হয়। অথবা আয্যা-ইয়া'আয্যু (عَزَّ - يَعَزُّ) থেকে আযীয-এর অর্থ মযবূত ও শক্তিশালী। অন্য আরেকটি সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা এর শক্তি সঞ্চয় হয় বলে একে আযীয বলা হয়ে থাকে।[৬০] পরিভাষায় ঐ হাদীসকে আযীয বলা হয় যার সনদের সর্বস্তরে কমপক্ষে

---

৫৪. এর উদাহরণ হলো সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম-এর এ হাদীসটি ঃ

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

—"প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।"

৫৫. এর উদাহরণ হলো এ হাদীসটি ঃ ابغض الحلال الى الله الطلاق —"মুবাহ্ (বৈধ) জিনিসের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বনিকৃষ্ট হলো তালাক।" ইমাম আল্-হাকিম (র) (জ ৩২১/৯৩৩- মৃ. ৪০৫/১০১৪) তাঁর 'আল্-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে এ হাদীসটি সহীহ্ বলেছেন। ইমাম আয্-যাহাবী (র) (জ. ৬৭৩/১২৭৪- মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮)-এর মতেও হাদীসটি সহীহ্। তবে এর শব্দাবলী এরূপ ঃ ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق, প্রাগুক্ত।

৫৬. এর উদাহরণ এ হাদীসটি ঃ رفع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه -
—"আমার উম্মাতের ওপর থেকে ভুল-ভ্রান্তি ও বল প্রয়োগজনিত অনিচ্ছাকৃত গুনাহ্সমূহ মাফ করে দেয়া হয়েছে।" ইমাম আল্-হাকিম (র) ও ইব্ন হিব্বান (র) (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫)-এ হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।—প্রাগুক্ত; আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৫৭. এর উদাহরণ এ রিওয়ায়াতটি ঃ نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصمه
—"সুহায়ব খুব ভাল লোক। যদি সে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় না করতো, তবে আল্লাহ্ পাকও তাকে হিফাযত করতেন না।" এটা একটি ভিত্তিহীন জাল (মনগড়া) রিওয়ায়াত।

৫৮. এর উদাহরণ এ হাদীসটি ঃ العجلة من الشيطان -"তাড়াহুড়া করা শয়তানের কাজ।" এ হাদীসটি ইমাম আত্-তিরমিযী (র) (জ ২০৬/৮২১- মৃ ২৭৯/৮৯২) রিওয়ায়াত করেছেন এবং হাসান বলে অভিহিত করেছেন। —মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৫৯. প্রাগুক্ত; আল্-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

৬০. আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬; আস্-সুয়ূতী, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

www.pathagar.com

দু'জন রাবী বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ বর্ণনা পরম্পরার সর্বস্তরে অন্তত দু'জন রাবী বিদ্যমান থাকতে হবে। তবে সনদের কোন স্তরে তিনজন অথবা তার অধিক রাবী হলেও তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু শর্ত হলো, সনদের প্রতিটি স্তরে কমপক্ষে দু'জন রাবী থাকতে হবে। কেননা এখানে সনদের সর্বনিম্ন স্তরটিই বিবেচ্য। হাফিয্ ইব্ন হাজার (র) (জ. ৭৭৩/১৩৭২- মৃ. ৮৫২/১৪৪৮)-এর মতে 'খবরে আযীয'-এর এ সংজ্ঞাটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কারো কারো মতে আযীয ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয়, যা দু'জন অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ সংজ্ঞানুযায়ী কোন কোন অবস্থায় মাশ্হূর ও আযীয-এর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। হাফিয ইব্ন হিব্বান (র) (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫) বলেন, প্রকৃতপক্ষে 'আযীয হাদীস-এর কোন অস্তিত্ব নেই। শায়খুল ইসলাম ইব্ন হাজার আল্-আসকালানী (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮) এর উত্তরে বলেন, ইব্ন হিব্বান (র)-এর এ দাবি শুধু দু'জন থেকে দু'জন রাবীর রিওয়ায়াত-এর ক্ষেত্রে হলে সমর্থন করা যায়। কিন্তু আযীয হাদীস-এর সংজ্ঞায় আমরা যে শর্তারোপ করেছি (অর্থাৎ প্রতি স্তরে সর্বনিম্ন দু'জন রাবী থাকতে হবে) তার অস্তিত্ব আছে। যেমন ইমাম বুখারী (র) (মৃ ২৫৬/৮৭০) ও মুসলিম (র) (মৃ. ২৬১/৮৭৫) আনাস্ (র) (মৃ. ৯৩/৭১১) থেকে এবং ইমাম বুখারী (র) পৃথকভাবে আবূ হুরায়রা (র) (মৃ. ৫৮/৬৭৮) থেকেও রিওয়ায়াত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين -

—"তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকটে তার পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততির চেয়ে অধিক প্রিয় না হই।"

এ হাদীসটি আনাস (রা) থেকে কাতাদাহ (র) এবং আব্দুল আযীয্ ইব্ন সুহায়ব (র) রিওয়ায়াত করেছেন। অতঃপর কাতাদাহ্ (র) থেকে শু'বা (র) এবং সা'ঈদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন। আর আব্দুল আযীয্ (র) থেকে ইসমা'ঈল ইব্ন উলাইয়া ও আব্দুল ওয়ারিস (র) বর্ণনা করেছেন। আর এঁদের প্রত্যেকের থেকেই বহু সংখ্যক রাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৬১] বিশুদ্ধ মতানুযায়ী একটি হাদীস সহীহ্ হওয়ার জন্য আযীয হওয়া শর্ত নয়। তবে আবূ আলী আল্-মু'তাযিলী ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, হাদীস সহীহ্ হওয়ার জন্য আযীয্ (অর্থাৎ সনদের সর্বস্তরে কমপক্ষে দু'জন রাবী থেকে বর্ণিত) হওয়া শর্ত।[৬২]

---

৬১. যেহেতু তাবি'ঈগণের স্তরে শুধু দু'জন রাবী অর্থাৎ কাতাদাহ্ (র) এবং আব্দুল আযীয (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন তাই একে 'আযীয বলা হয়েছে। —ইব্ন হাজার প্রাগুক্ত, পৃ.২৪-২৫; আস্-সুয়ূতী (১৩৯৯/১৯৭৯), ২য় খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১; সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮-২৪৯।

৬২. ইব্ন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

www.pathagar.com

গারীব ঃ গারীব (غريب) শব্দের আভিধানিক অর্থ একাকী, অপরিচিত, নিঃসংগ, আপনজন থেকে দূরে অবস্থানকারী, ইত্যাদি।[৬৩] পরিভাষায় গারীব ঐ খবরকে বলা হয় যার কোন এক স্তরে শুধু একজন রাবী রয়েছেন। অর্থাৎ একজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে গরীব বলা হয়। চাই সনদের সকল স্তরে এ সংখ্যা বিদ্যমান থাকুক কিংবা যে কোন একটি স্তরে। তবে সনদের কোন কোন স্তরে একাধিক রাবী বিদ্যমান থাকলেও তাতে কোন দোষ নেই। কেননা এখানে সর্বনিম্নটাই বিবেচ্য। কোন কোন মুহাদ্দিস গারীব-এর অপর নাম দিয়েছেন 'ফার্‌দ' (الفرد) এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, উভয়টিই সমার্থবোধক শব্দ। আবার কেউ কেউ এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁরা এর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক প্রকার হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু হাফিয ইব্‌ন হাজার (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮) উভয়টিকেই (আভিধানিক ও পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে) সমার্থক হিসেবে গণ্য করেছেন। তবে তিনি এ কথাও বলেছেন, পরিভাষা বিশেষজ্ঞগণ (اهل الاصطلاح) ব্যবহারের আধিক্য ও স্বল্পতা বিবেচনা করে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন।[৬৪] খবরে গারীব দু'ভাগে বিভক্ত। গারীবে মুত্‌লাক ও গারীবে নিস্‌বী। যদি কোন হাদীসের মূল সনদে (অর্থাৎ সাহাবীগণের স্তরে) রাবী একজন হয়, তবে তাকে গারীবে মুত্‌লাক বা ফার্‌দে মুত্‌লাক বলা হয়। এর উদাহরণ সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম-এর এ হাদীসটি ঃ انما الاعمال بالنيات الخ। "সকল কাজের সফলতা নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল।"[৬৫] যদি কোন

---

৬৩. Hans wehr, (প্রাগুক্ত), পৃ. ৬৬৮; মাহ্‌মূদ আত্‌-তাহ্‌হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৬৪. কেননা, 'ফারদ'-এর ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফার্‌দ মুত্‌লাক্ (الفرد المطلق) -এর ওপর হয়ে থাকে। আর 'গারীব'-এর ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ফারদে নিস্‌বী' (الفرد النسبى) -এর ওপর হয়ে থাকে। —মাহ্‌মূদ- আত্‌-তাহ্‌হান, প্রাগুক্ত; ইব্‌ন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৮।

৬৫. এ হাদীসটি মূল সনদে সাহাবীগণের মধ্যে শুধু উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) (মৃ. ২৩/৬৪৪) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এরপর তাঁর থেকে শুধু আল্‌কামাহ্ (র) রিওয়ায়াত করেছেন, আল্‌কামাহ্ থেকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আত্‌-তাইমী (র), তাঁর থেকে ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন। অতঃপর ইয়াহ্‌ইয়া (মৃ.. ১৪৩ হি.) থেকে সকল স্তরেই বিপুল সংখ্যক রাবী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। যার সংখ্যা মুতাওয়াতির-এর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এ কারণে অনেকেই একে মুতাওয়াতির হিসেবে গণ্য করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (সনদ হিসেবে) একে মুতাওয়াতির বলা যায় না [যদিও অনেক সাহাবীর উপস্থিতিতে খুতবার সময় মসজিদের মিম্বারে বসে উমর (রা) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]। কেননা সাহাবীগণের স্তরে শুধু উমর (র) একাই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অবশ্য নির্ভরযোগ্য ইল্‌মে হাদীসের কোন গ্রন্থেও একে মুতাওয়াতির-এর উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি, বরং গারীব-এর উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। —আস্‌-সুয়ূতী (১৩৯৯/১৯৭৯), ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮; মাহ্‌মূদ আত্‌-তাহ্‌হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

www.pathagar.com

রিওয়ায়াতের মধ্য সনদে (সাহাবীগণের পরবর্তী স্তরে) রাবী একজন[৬৬] হয়, তবে তাকে গারীবে নিস্‌বী বা ফারদে নিস্‌বী বলা হয়। এর উদাহরণ সহীহুল বুখারী ও মুসলিম-এর এ হাদীসটি ঃ

عن انس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر -

–"আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) মক্কায় প্রবেশ করার সময় তাঁর মাথায় মিগ্‌ফার[৬৭] (লৌহ নির্মিত টুপি) ছিল।"[৬৮]

এ ছাড়াও মুহাদ্দিসগণ গারীব হাদীসকে আরো বিভিন্ন প্রকারে[৬৯] বিভক্ত করেছেন। ইল্‌মে হাদীসের গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মুস্‌নাদুল বায্‌যার এবং আল-মু'জামুল আওসাত লিত্‌-তাবারানী গ্রন্থে (গারীব হাদীস)-এর অনেক উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে।[৭০]

৬৬. অর্থাৎ মূল সনদে (সাহাবীগণের স্তরে) একাধিক রাবীই রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে (তাবি'ঈ ও তবে'-তাবি'ঈগণের স্তরে) তাঁদের থেকে একজন রাবী রিওয়ায়াত করেছেন।

৬৭. 'মিগফার' ঐ টুপিকে বলা হয়, যা যুদ্ধের সময় যোদ্ধারা পরিধান করে থাকেন। এটি সাধারণত লৌহ নির্মিত হয়ে থাকে। ইংরেজিতে একে হেলমেট (Helmet) বা শিরস্ত্রাণ বলা হয়। —Hans wehr. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৮।

৬৮. আনাস (রা) (মৃ ৯৩/৭১১) থেকে এ হাদীসটি শুধু ইমাম আয্‌-যুহরী (র) (মৃ. ১২৪/৭৪২) এবং ইমাম আয্‌-যুহরী (র) থেকে শুধু ইমাম মালিক (র) (মৃ. ১৭৯/৭৯৫) রিওয়ায়াত করেছেন। —মাহ্‌মূদ আত্‌-তাহ্‌হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

৬৯. যেমন গারীবে নিস্‌বীর কয়েক প্রকার ঃ ক) সিকাহ্ রাবীর পৃথক রিওয়ায়াত ঃ যেমন এরূপ বলা হয়ে থাকে, 'তাঁর থেকে অমুক সিকাহ্ রাবী ব্যতীত অন্য কেউ রিওয়ায়াত করেননি।' খ) কোন নির্দিষ্ট রাবী থেকে কোন নির্দিষ্ট রাবীর পৃথক রিওয়ায়াত ঃ যেমন বলা হয়ে থাকে, 'অমুক রাবী থেকে অমুক রাবী এ হাদীসটি একাকী বর্ণনা করেছেন।' গ) কোন নির্দিষ্ট শহর বা এলাকার পৃথক বর্ণনা ঃ যেমন কোন রিওয়ায়াত সম্পর্কে এরূপ বলা, 'এটি মক্কাবাসী অথবা সিরিয়াবাসীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে।' ঘ) কোন নির্দিষ্ট শহর বা এলাকাবাসী থেকে অন্য কোন নির্দিষ্ট শহর বা এলাকাবাসীর পৃথক বর্ণনা ঃ যেমন 'মদীনাবাসীগণ থেকে বসরাবাসীগণের কোন একটি হাদীস পৃথকভাবে বর্ণনা করা।' এ ছাড়া আরো কয়েকভাবে হাদীস গারীব হতে পারে। যেমন সনদ ও মতন হিসেবে গারীব ঃ এটা ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার মতন শুধু একজন রাবী রিওয়ায়াত করেছেন। শুধু সনদ হিসেবে গারীব মতন হিসেবে নয় ঃ যেমন একটি হাদীসের মতন একদল সাহাবী রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু কোন একজন রাবী ঐ সাহাবীগণের যে কোন একজন থেকে পৃথকভাবে এ রিওয়ায়াতটি একাকী বর্ণনা করেছেন। এরূপ রিওয়ায়াত প্রসংগে ইমাম আত্‌-তিরমিযী (র) (মৃ. ২৭৯/৮৯২) বলেন ঃ غريب من هذا الوجه "-এ রিওয়ায়াতটি এ দৃষ্টিকোণ থেকে গারীব"। —মাহ্‌মূদ আত্‌-তাহ্‌হান, (প্রাগুক্ত), পৃ. ২৯-৩০।

www.pathagar.com

৭০২/১৩০২) য'ঈফ হাদীস-এর সংজ্ঞা নিরূপণে সহীহ্ হাদীস-এর শর্তের কথা উল্লেখ করেননি।[৭৫] আল্লামা বাইকুনী (র) (মৃ. ১০৮০/১৬৬৯) তাঁর 'মান্যূমাত' গ্রন্থে লিখেছেন, হাসান হাদীস-এর নিম্নস্তরের রিওয়ায়াতকে য'ঈফ বলা হয়। য'ঈফ হাদীস-এর উদহরণ এ হাদীসটি ঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من اتى حائضا او امرأة فى دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد -

–"যে হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে অথবা পেছন দ্বার দিয়ে স্ত্রীসঙ্গম করে কিংবা অদৃশ্যের বিষয়সমূহ বর্ণনা করে (গণক), সে মুহাম্মাদ (সা)-এর ওপর নাযিলকৃত ওয়াহীকে অস্বীকার করলো।"[৭৬]

মুহাদ্দিসগণের মতে জাল (মিথ্যা) হাদীস ব্যতীত সকল প্রকার য'ঈফ হাদীসই সনদের দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা ব্যতীত রিওয়ায়াত করা জায়েয। তবে শর্ত হলো হাদীসটি দীনী আকীদা (যেমন আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত) এবং শরী'আতের বিধান (যেমন হালাল-হারাম) সম্পর্কিত হবে না।[৭৭] মুহাদ্দিসগণের মধ্যে সুফ্ইয়ান আস্-সাওরী (র) (মৃ. ১৬১/৭৭৮), ইব্নুল মাহ্দী (র) এবং আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) (মৃ. ২৪১/৮৫৫) প্রমুখ য'ঈফ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে সনদ উল্লেখ না করে য'ঈফ হাদীস রিওয়ায়াত করার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ বলেছেন, না বলে 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত হয়েছে' এরূপ ব্যবহার করে (সতর্কতার সাথে) রিওয়ায়াত করা উচিত।

য'ঈফ হাদীস-এর ওপর আমল করার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন মত[৭৮] প্রকাশ করেছেন। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস-এর মতে তিনটি শর্তসাপেক্ষে ফাযাইলে আ'মাল

---

৭৫. আস্-সুয়ূতী (১৩৯৯/১৯৭৯), ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯; তাঁর সংজ্ঞানুযায়ী য'ঈফ ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয়, যা হাসান হাদীসের শর্তাবলীর কোন একটি শর্ত বাদ পড়ার কারণে হাসান-এর স্তরে পৌঁছেতে পারেনি।

৭৬. এ হাদীস-এর সনদে হাকীম আল্-আস্রাম নামে জনৈক রাবী রয়েছেন। ইমাম বুখারী (র) (মৃ. ২৫৬/৮৭০) ও ইব্ন হাজার (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাঁকে দুর্বল বলেছেন।—মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪।

৭৭. অর্থাৎ ওয়ায-নসীহত, ভাল কাজে উৎসাহ প্রদান, খারাপ কাজে ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং কিস্সা-কাহিনী বর্ণনাসহ ফাযাইলে আ'মাল-এর ক্ষেত্রে য'ঈফ হাদীস বর্ণনা করা জায়েয্। প্রাগুক্ত।

৭৮. যেমন প্রথমত সাধারণভাবে য'ঈফ হাদীস-এর ওপর আমল করা জায়েয্। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) (জ. ৮০/৬৯৯- মৃ. ১৫০/৭৬৭) ও তাঁর অনুসারীগণের অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (র) য'ঈফ হাদীসকে ব্যক্তিগত রায়ের ওপর প্রাধান্য দিতেন। যেমন 'নামাযের মধ্যে অট্টহাসি দিলে উযূ নষ্ট হয়ে যায়।' সর্বসম্মতিক্রমে এ হাদীসটি য'ঈফ। এটা কিয়াস বিরোধী কথাও বটে। কেননা হাসি দেয়া উযূ ভঙ্গের কারণ নয়। কিন্তু এ বিষয়ে যেহেতু একটি য'ঈফ হাদীস রয়েছে, তাই তিনি কিয়াসের ওপর য'ঈফ হাদীসকে প্রাধান্য দিয়ে তার ওপর আমল করেছেন।

www.pathagar.com

এর ক্ষেত্রে য'ঈফ হাদীস-এর ওপর আমল করা মুস্তাহাব। ইব্ন হাজার (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮)-এর বর্ণনা অনুযায়ী শর্ত তিনটি হলো ঃ

১) হাদীসটি অত্যধিক দুর্বল হবে না; ২) হাদীসটি আমল উপযোগী হবে এবং তা শরী'আতের বিধি-বিধান ও মূলনীতির পরিপন্থী হবে না; এবং ৩) হাদীসটি দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যবে না, বরং সতর্কতার সাথে তার ওপর আমল করতে হবে।[৭৯]

এ বিষয়ের ওপর ইব্ন হিব্বান (র) রচিত 'কিতাবুয্-যু'আফা' এবং ইমাম আয্-যাহাবী (র) রচিত 'মীযানুল ই'তিদাল'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৮০] সনদ বিচ্ছিন্ন[৮১] হওয়ার কারণে য'ঈফ হাদীস-এর প্রধান কয়েক প্রকার হলো ঃ

আল্-মু'আল্লাক (المعلق) ঃ আ'ল্লাকা (عَلَّقَ)থেকে মু'আল্লাক শব্দের অর্থ ঝুলন্ত বস্তু। এ সনদকে মু'আল্লাক এ জন্য বলা হয় যে, এর উপরের অংশ শুধু মুত্তাসিল[৮২] থাকে, আর নিচের অংশ থাকে বিচ্ছিন্ন।[৮৩] পরিভাষায় সনদের প্রারম্ভ থেকে এক বা একাধিক রাবী পর পর বাদ পড়াকে মু'আল্লাক বলা হয়।[৮৪] যেমন- সনদের সকল রাবীর নাম বিলুপ্ত করে (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا) 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ কথা বলেছেন' ঃ এরূপ বলে হাদীস বর্ণনা করা। অথবা শুধু সাহাবী কিংবা সাহাবী ও তাবি'ঈর নাম রেখে সনদের অন্যান্য রাবীগণের নাম বিলুপ্ত করে হাদীস রিওয়ায়াত করা।[৮৫] এর উদাহরণ হলো সহীহুল বুখারীর এ হাদীসটি ঃ

وقال ابو موسى : غطى النبى صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان رضى الله عنه -

---

দ্বিতীয়ত সাধারণভাবে য'ঈফ হাদীস-এর ওপর আমল করা জায়েয্ নয়। এটা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) (জ. ১৫৮/৭৭৫- মৃ. ২৩৩/৮৪৮), ইমাম বুখারী (র) (জ. ১৯৪/৮১০- মৃ. ২৫৬/৮৭০), মুসলিম (র) (জ. ২০২/৮১৭- মৃ. ২৬১/৮৭৫) ও ইব্নুল আরাবী (র) (মৃ. ৫৫৩ হি.) প্রমুখের অভিমত। - ফালাতা, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৭১।

৭৯. মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫।

৮০. প্রাগুক্ত।

৮১. সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ হলো সনদের ধারাবাহিকতা থেকে এক বা একাধিক রাবী বাদ পড়া।

৮২. মুত্তাসিল ঃ যে রিওয়ায়াতে (মারফূ' হোক অথবা মাওকূফ) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা পরম্পরা পরিপূর্ণরূপে রক্ষিত হয়েছে (কোন স্তরে একজন রাবীও বাদ পড়েনি) তাকে মুত্তাসিল বলে। –আল্-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

৮৩. মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

৮৪. আল্-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪; সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬; আস্-সুয়ূতী, ১ম খ., (১৩৯৯/১৯৭৯), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।

৮৫. ইব্ন হাজার (১৪০০/১৯৮০), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

www.pathagar.com

–"আবূ মূসা আশ্'আরী (রা) বলেন, উসমান (রা) যখন নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রবেশ করলেন, তখন তিনি তাঁর দু'হাঁটু ঢেকে ফেললেন।"[৮৬]

সাধারণত মু'আল্লাক হাদীস মারদূদ হাদীস-এর মধ্যে গণ্য। কেননা এর সনদ মুত্তাসিল নয়। এছাড়া এক বা একাধিক রাবী বিলুপ্ত হওয়ার কারণে তাঁদের অবস্থাও অজ্ঞাত থাকে। তবে অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হলে তা সহীহ্ বলে গণ্য হবে। আর যে সব গ্রন্থে শুধু সহীহ্ হাদীস সংকলনের শর্তারোপ করা হয়েছে (যেমন সহীহুল বুখারী ও মুসলিম) সে সব গ্রন্থে যদি দৃঢ়তার সাথে [যেমন 'তিনি বলেছেন' (قال) 'তিনি করেছেন' (فعل) ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগে] হাদীস বর্ণনা করা হয়, তবে তাও সহীহ্ বলে গণ্য হবে। আর দুর্বল শব্দে [যেমন, 'বলা হয়েছে' (قيل) , 'বর্ণিত হয়েছে' (روى), ইত্যাদি প্রয়োগে] বর্ণনা করা হলে সেক্ষেত্রে হাদীসটি সহীহ, হাসান অথবা য'ঈফ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে মাওযূ' নয়।[৮৭]

আল্-মুর্‌সাল (المرسل) ঃ 'আর্‌সালা' (أَرْسَلَ) থেকে 'মুর্‌সাল'-এর আভিধানিক অর্থ ছেড়ে দেয়া, বাদ পড়া ইত্যাদি[৮৮] ইমাম রাগীব (র)-এর মতে এটি "الامساك" (বিরত থাকা)-এর বিপরীত শব্দ।[৮৯] পরিভাষায় হাদীসের সনদের শেষাংশ থেকে তাবি'ঈর পরে সাহাবী বাদ পড়াকে 'আল্-মুরসাল' বলে। যেমন কোন তাবি'ঈর (তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ হোন কিংবা বয়োকনিষ্ঠ) উক্তি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ বলেছেন, কিংবা এরূপ করেছেন অথবা তাঁর সামনে এরূপ করা হয়েছে, ইত্যাদি।[৯০] এর উদাহরণ সহীহ্ মুসলিম-এর এ হাদীসটি ঃ

عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة -

–"সা'ঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যিব (র) (জ. ১৫/৬৩৪- মৃ. ৯৪/৭১৩) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুযাবানাহ্ (বৃক্ষের তরতাজা খেজুরকে শুকনো খেজুরের

৮৬. এ হাদীসটি মু'আল্লাক। কেননা ইমাম বুখারী (র) (মৃ. ২৫৬/৮৭০) সাহাবী আবূ মূসা আশ'আরী (রা) ব্যতীত অন্য কোন রাবীর নাম উল্লেখ করেননি। –মাহ্‌মূদ আত্-তাহ্‌হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯।

৮৭. ইব্‌ন হাজার প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১, এখানে প্রসংগত উল্লেখ করা দরকার যে, মুহাদ্দিসগণ গবেষণা করে দেখেছেন, সহীহ্ বুখারীর মু'আল্লাক হাদীসসমূহের সনদও মুত্তাসিল। –প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

৮৮. যেহেতু এর সনদ থেকে প্রসিদ্ধ রাবী (সাহাবী) বাদ পড়ে থাকে, তাই একে 'আল্-মুর্‌সাল' বলা হয়। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

৮৯. আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

৯০. ইব্‌ন হাজার প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১; এটি মুহাদ্দিসগণের নিকট গৃহীত সংজ্ঞা। কিন্তু ফকীহ্ ও উসূলবিদগণের নিকট এর অর্থ আরও ব্যাপক। তাঁদের মতে প্রতিটি মুন্‌কাতি' হাদীসই মুরসাল হিসেবে গণ্য। খতীব বাগদাদী (র) (মৃ. ৪৩৬/১০৭০)-এর অভিমতও এটাই। – মাহ্‌মূদ আত্-তাহ্‌হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

www.pathagar.com

বিনিময়ে অথবা গাছে থাকা ফলের সাথে মাটিতে রাখা ফল বিক্রয় করাকে মুযাবানাহ্ বলে) পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করাকে নিষেধ করেছেন।"[৯১]

কতিপয় মুহাদ্দিস, ফিক্‌হবিদ ও উসূলবিদের নিকট মুর্‌সাল হাদীস য'ঈফ এবং তা শরী'আতের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা পরিত্যক্ত রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত। আর তিনি সাহাবী না হয়ে একজন তাবি'ঈও হতে পারেন। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) (মৃ. ১৫০/৭৬৭), মালিক (র) (মৃ. ১৭৯/৭৯৫) এবং ইমাম আহমাদ (র) (মৃ. ২৪১/৮৫৫)-এর প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী মুর্‌সাল হাদীস সহীহ্ ও তা শরী'আতের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু শর্ত হলো তাবি'ঈ রাবীকে সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য) হতে হবে এবং কেবলমাত্র সিকাহ্ রাবী থেকেই রিওয়ায়াত করতে হবে। তাঁদের যুক্তি হলো একজন সিকাহ্ তাবি'ঈ অন্য একজন সিকাহ্ রাবী থেকে শ্রবণ না করে তিনি কখনো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে কোন হাদীস বর্ণনা করতে পারেন না।[৯২] ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র) (মৃ. ২০৪/৮১৯) এবং কোন কোন মুহাদ্দিস-এর মতে[৯৩] কতিপয় শর্তসাপেক্ষে মুর্‌সাল হাদীস গ্রহণযোগ্য। শুধু মুরসাল হাদীস-এর উপরও অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে।[৯৪]

আল্-মু'দাল (المعضل) ঃ আ'দালা (اعضل) থেকে 'আল্-মু'দাল'-এর আভিধানিক অর্থ দুর্বল, শক্তিহীন[৯৫] ইত্যাদি। পরিভাষায় হাদীসের সনদ থেকে পর পর দু'জন অথবা ততোধিক রাবী বাদ পড়াকে 'আল্-মু'দাল' বলে।[৯৬] এর উদাহরণ হলো এ রিওয়ায়াতটি ঃ

عن مالك انه بلغه ان ابا هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل الا ما يطيق .

---

৯১. সা'ঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যিব (র) (মৃ. ৯৪/৭১৩) একজন বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'ঈ। তিনি একজন সাহাবীকে বাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এ সাহাবীর সঙ্গে অন্য একজন তাবি'ঈও বাদ পড়তে পারেন– এটা অসম্ভব নয়। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭১।

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭১; সুব্‌হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮।

৯৩. শর্তগুলো হচ্ছে ঃ ক) রাবীকে বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'ঈ হতে হবে। খ) সিকাহ্ রাবী থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করতে হবে; গ) রিওয়ায়াতটি সিকাহ্ রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হবে না। ঘ) এ তিনটি শর্তের সঙ্গে নিম্নোক্ত যে কোন একটি শর্তও পাওয়া যেতে হবে ঃ (i) অপর একটি মুর্‌সাল অথবা মুত্তাসিল সনদে হাদীসটি বর্ণিত হবে; (ii) অথবা রিওয়ায়াতটি অন্য কোন সাহাবীর রিওয়ায়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। (iii) অথবা অধিকাংশ মুহাদ্দিস থেকে অনুরূপ অভিমত বর্ণিত হওয়া। –মাহ্‌মূদ আত্-তাহ্‌হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২ (আর্-রিসালাতু লিশ্-শাফি'ঈ, পৃ. ৪৬১ থেকে উদ্ধৃত)।

৯৪. যেমন- আল্-মারাসীলু লি-আবী দাউদ (المراسيل لابى داؤد), আল্-মারাসীলু লি-ইব্‌ন আবী হাতিম (المراسيل لابن ابى حاتم) প্রভৃতি। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

৯৫. আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

৯৬. ইব্‌ন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

www.pathagar.com

—"ইমাম মালিক (র) থেকে বর্ণিত, তাঁর নিকট এ মর্মে খবর পৌছেছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ দাস-দাসীকে উত্তম খাবার ও পোশাক দেয়া উচিত। যে কাজ তারা করতে সক্ষম নয়, সে কাজ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়।"[৯৭]

মু'দাল হাদীসও য'ঈফ। সনদ থেকে একাধিক রাবী বিলুপ্ত হওয়ার কারণে এর মর্যাদা মুরসাল ও মুনকাতি' থেকেও নিম্নে। এটা মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মত অভিমত।[৯৮]

আল্-মুন্কাতি' (المنقطع) ঃ আল্-মুন্কাতি-এর আভিধানিক অর্থ বিচ্ছিন্ন।[৯৯] এটি আল্-মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন)-এর বিপরীত শব্দ। পরিভাষায় সনদের যে কোন স্থান[১০০] থেকে রাবী বিলুপ্ত হওয়াকে আল্-মুন্কাতি' বলা হয়। এটা খতীব আল্-বাগদাদী (র) (মৃ ৪৩৬/১০৭০), ইব্ন আব্দিল বার্ (র) (জ. ৩৬৮/৯৭৮- মৃ. ৪৬৩/১০৭১) প্রমুখ মুহাদ্দিস এবং ফকীহ্গণের অভিমত।[১০১] আল্-মুনকাতি'-এর এ সংজ্ঞানুযায়ী মুরসাল্, মু'আল্লাক এবং মু'দাল সবই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু মুতা'আখ্খির (পরবর্তী) মুহাদ্দিসগণ মুন্কাতি'কে এমন একটি বিশেষ অর্থে সংজ্ঞায়িত করেছেন যা মুর্সাল, মু'আল্লাক এবং মু'দাল থেকে ভিন্নতর।[১০২] তাঁদের মতে মুনকাতি' বলা হয় ঐ হাদীসকে, যার সনদ মুত্তাসিল নয় এবং তা মুরসাল, মু'আল্লাক কিংবা মু'দালও নয়। সুতরাং বলা যায় যে, মুন্কাতি' এমন একটি সাধারণ নাম যা সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়ার এ তিন অবস্থা ব্যতীত অন্য যে কোন অবস্থা এর সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন আল্লামা আল 'ইরাকী (র)-এর মতে মুন্কাতি' ঐ হাদীসকে বলা হয় যার সনদ থেকে সাহাবীর পূর্বেকার শুধু এক স্থান থেকে একজন রাবী বাদ

---

৯৭. এ হাদীসটি মু'দাল। কারণ ইমাম মালিক (র) (মৃ. ১৭৯/৭৯৫) ও আবূ হুরায়রা (রা) (মৃ. ৫৮/৬৭৮)-এর মাঝখান থেকে পরপর দু'জন রাবী (মুহাম্মাদ ইব্ন আজলান ও তাঁর পিতা) বাদ পড়েছেন। মু'আত্তা ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থে হাদীসটির সনদ বর্ণিত হচ্ছে এভাবে ঃ

عن مالك عن محمد بن عجلان عن ابيه عن ابى هريرة -

– মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

৯৮. প্রাগুক্ত পৃ. ৭৪-৭৫।

৯৯. Hans wehr, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৮।

১০০. অর্থাৎ সনদের প্রথমাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হোক কিংবা শেষাংশ থেকে অথবা মধ্যমাংশ থেকে।

১০১. আস্-সুয়ূতী, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭-২০৮।

১০২. ইমাম নাবাবী (র) বলেন, অধিকাংশ সময় মুনকাতি'-এর প্রয়োগ ঐ সনদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যেখানে তবে-'তাব্'ঈ তাবি'ঈকে বাদ দিয়ে সরাসরি সাহাবী থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করে থাকেন। যেমন ইব্ন উমর (রা) থেকে মালিক (র)-এর রিওয়ায়াত (مالك عن ابن عمر)। প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

পড়েছে।[১০৩] কারো কারো মতে মুন্‌কাতি‘ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার সনদ থেকে সাহাবীর পূর্বেকার এক বা একাধিক রাবী বিভিন্ন স্থান থেকে বাদ পড়েছে।[১০৪] হাফিয ইব্‌ন হাজার (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮)-এর মতে সনদের বিভিন্ন স্থান থেকে (পর পর নয়) এক বা একাধিক রাবী পরিত্যক্ত হওয়াকে মুন্‌কাতি‘ বলা হয়।[১০৫] যেহেতু মুন্‌কাতি‘ হাদীস-এর সনদ মুত্তাসিল নয় এবং বিলুপ্ত রাবীর অবস্থা জ্ঞাত নয়, এ কারণে মুহাদ্দিসগণ একে য‘ঈফ হিসেবে গণ্য করেছেন।[১০৬]

আল্‌-মুদাল্লাস্‌ (المدلس) ঃ ‘আল্‌-মুদাল্লাস’ শব্দটি আত্‌-তাদ্‌লীস (التدليس) থেকে ইস্‌ম মাফ‘উল। আত্‌-তাদ্‌লীস-এর আভিধানিক অর্থ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করা। আত্‌-তাদ্‌লীস শব্দটি মূলত ‘আদ্‌-দালাস’ (الدلس) থেকে নিষ্পন্ন, অর্থ অন্ধকার অথবা অন্ধকারাচ্ছন্ন।[১০৭] পরিভাষায় সনদের দোষ-ত্রুটি গোপন রেখে হাদীস-এর সৌন্দর্য প্রকাশ করাকে তাদ্‌লীস বলা হয়।[১০৮] তাদ্‌লীস প্রধানত দু’প্রকার। তাদ্‌লীসুল ইস্‌নাদ এবং তাদ্‌লীসুশ্‌-শুয়ূখ। মুহাদ্দিসগণ তাদ্‌লীসুল্‌-ইস্‌নাদ-এর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তবে এর মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন আল্‌-বায্‌যার (র)[১০৯] (মৃ. ২৯২ হি.) এবং আবুল হাসান ইব্‌নুল কাত্তান (র)। তাঁদের প্রদত্ত সংজ্ঞাটি এই ঃ যে উস্‌তাদের সঙ্গে রাবীর সাক্ষাত ও শ্রবণ প্রমাণিত, তাঁর থেকে এরূপ সম্ভাবনাময় শব্দে [যেমন কালা (قال) অথবা আন (عن) ইত্যাদি] প্রয়োগে কোন হাদীস বর্ণনা করা, যাতে বুঝা যায় যে, তিনি তাঁর নিকট থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেছেন, অথচ তিনি ঐ

১০৩. আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

১০৪. ফালাতা, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১।

১০৫. ইব্‌ন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২; মুন্‌কাতি‘-এর উদাহরণ নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতটি ঃ

رواه عبد الرزاق عن الثورى عن ابى اسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة

مرفوعا : ان وليتموها ابا بكر فقوي امين -

এ সনদে আস্‌-সাওরী (র) ও আবূ ইস্‌হাক (র)-এর মধ্য থেকে শুরাইক নামে জনৈক রাবী বাদ পড়েছেন। কেননা আস-সাওরী (র) (মৃ. ১৬১/৭৭৮) সরাসরি আবূ ইসহাক (র) থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি, বরং তিনি শুনেছেন, শুরাইক (র)-এর নিকট থেকে। আর শুরাইক (র) শুনেছেন আবূ ইস্‌হাক (র)-এর নিকট থেকে। – সুব্‌হী আস্‌-সালিহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১।

১০৬. মাহ্‌মূদ আত্‌-তাহ্‌হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

১০৭. আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

১০৮. মাহ্‌মূদ আত্‌-তাহ্‌হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

১০৯. তাঁর পুরো নাম ঃ আল্‌-হাফিয্‌ আবূ বকর আহ্‌মাদ ইব্‌ন আমর আল্‌-বায্‌যার (র)। আল্‌-বায্‌যার নামেই তিনি পরিচিত। ‘মুস্‌নাদ বায্‌যার’ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

www.pathagar.com

উস্তাদের নিকট থেকে হাদীসটি শ্রবণ করেননি। যিনি এরূপ করেন তাঁকে 'মুদাল্লিস' বলে এবং এরূপ করাকে 'তাদ্লীস' বলা হয়। আর হাদীসটিকে 'মুদাল্লাস' বলে।[১১০]

মুদাল্লাস ও মুর্সালে খাফীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, মুর্সালে খাফীর ক্ষেত্রে রাবী তাঁর শায়খের নিকট থেকে আদৌ কোন হাদীস শ্রবণ করেননি। আর মুদাল্লিস রাবী তাঁর উস্তাদ থেকে ঐ মুদাল্লাস হাদীসটি ব্যতীত অন্যান্য হাদীস শ্রবণ করেছেন।[১১১] অনেক সময় মুদাল্লিস তাঁর শায়খ-এর নাম বাদ দেন না, বরং তাঁর উপরের স্তরের রাবীকে দুর্বল বা অল্পবয়স্ক বলে বাদ দিয়ে সনদ বর্ণনা করেন। উদ্দেশ্য এই থাকে যে, হাদীসটি যেন সঠিকভাবে দোষমুক্ত ও উত্তম বলে বিবেচিত হয়। একে 'তাদ্লীসুত্ তাস্মিয়া' বলে।[১১২] এটি মূলত তাদ্লীসুল-ইস্নাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আবার অনেক সময় রাবী তাঁর শায়খকে অখ্যাত নাম বা উপনাম কিংবা বিশেষ বিশেষণ দ্বারা বর্ণনা করেন। ফলে তাঁকে চেনা যায় না, এক ব্যক্তিকেই দু'ব্যক্তি বলে সন্দেহ জন্মে। এরূপ তাদ্লীসকে 'তাদ্লীসুশ্-শুয়ূখ' বলে।[১১৩] তাদ্লীসের প্রথমোক্ত প্রকারটি খুবই খারাপ ও নিন্দনীয়। আর দ্বিতীয় প্রকারটি খারাপ হলেও প্রথমটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম খারাপ। অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ফিক্হবিদ ও উসূলবিদগণের নিকট সিকাহ্ রাবীর ঐ মুদাল্লাস রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য, যাতে সুস্পষ্টভাবে শ্রবণ (سماع) যেমন ('উহাদ্দাসানী' অথবা 'সামি'তু' ইত্যাদি শব্দে হাদীস রিওয়ায়াত করা) প্রমাণিত।

---

১১০. আমীমুল ইহ্সান (মৃ. ১৯৯৭), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮ (পাদটীকা); এর উদাহরণ এই যে, আলী ইব্ন খাশরাম (র) বলেন, আমরা একবার সুফইয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ্ (র) (মৃ. ১৯৮/৮১৪)-এর নিকট ছিলাম। তিনি বললেন, আয্-যুহ্রী (র) (মৃ. ১২৪/৭৪২) এরূপ বলেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি যুহ্রী (র) থেকে হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন, না, আব্দুর রায্যাক (র) (মৃ. ২১১/৮২৭) থেকে আমি শুনেছি, আর তিনি শুনেছেন মা'মার (র) (মৃ. ১৫৩/৭৭০) থেকে, মা'মার (র) শুনেছেন যুহ্রী (র) থেকে। এখানে সুফইয়ান (র) (মৃ. ১৯৮/৮১৪) এবং আয্-যুহ্রী (র) (মৃ. ১২৪/৭৪২) সমসাময়িক যুগের লোক ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে সাক্ষাতও প্রমাণিত। কিন্তু সুফইয়ান (র) ইমাম যুহ্রী (র) থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। –আস্-সুয়ূতী, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪; সুব্হী আস্-সালিহ্ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

১১১. আস্-সুয়ূতী প্রাগুক্ত।

১১২. যেমন বাকিয়্যা ইব্ন ওয়ালীদ এবং ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম (মৃ. ১৯৫ হি.) প্রমুখ এরূপ করে থাকেন। আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১; আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯।

১১৩. আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত; এর উদাহরণ এই ঃ যেমন আবূ বকর ইব্ন মুজাহিদ (প্রসিদ্ধ সাত কারীর একজন), তিনি আবূ দাঊদ আস্-সিজিস্তানী (র) থেকে রিওয়ায়াত করেন। কিন্তু কোন কোন সময় তাঁর প্রসিদ্ধ উপনাম বাদ দিয়ে "حدثنا عبد الله بن ابى عبد الله" বলে সনদ বর্ণনা করে সন্দেহে ফেলে দেন, মনে হয় যেন দু'জন পৃথক রাবী।
– মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

www.pathagar.com

'আন্ (عن) দ্বারা রিওয়ায়াত করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।[১১৪] হানাফী আলিমগণের মতে মুদাল্লাস ও মুরসালের হুকুম একই।[১১৫]

আল্-আন্'আন্ ও আল্-মু'আন্আন (العنعن و المعنعن) ঃ হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনার শব্দাবলী (যেমন সামি'তু, হাদ্দাসানী ও আখবারানী ইত্যাদি) উল্লেখ না করে 'ফুলান্ আন্ ফুলান' (অমুক থেকে অমুক বর্ণনা করেছেন) বলে হাদীস রিওয়ায়াত করাকে আল্-আন্'আন্ বলা হয়। অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ফিক্হবিদ ও উসূলবিদগণের মতে তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে 'আন্'আন্' হাদীস মুত্তাসিল হিসেবে গণ্য হবে। শর্ত তিনটি হলো ঃ রাবীর আদালাত প্রমাণিত হওয়া, রাবী এবং তাঁর শায়খের মধ্যে সাক্ষাত[১১৬] প্রমাণিত হওয়া এবং হাদীসটি তাদ্লীস থেকে মুক্ত হওয়া।[১১৭] পরিভাষায় 'হাদ্দাসানা ফুলান আন্ ফুলানান কালা' (حدثنا فلان ان فلانا قال ......) বলে হাদীস রিওয়ায়াত করাকে আল্-মু'আন্আন (المعنعن) বলে। ইমাম মালিক (র) (জ ৯৩/৭১১- মৃ ১৭৯/৭৯৫)-এর মতে আন্'আন্ ও মু'আন'আন হাদীসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১১৮] ইমাম আহমদ (র) (জ. ১৬৪/৭৮১- মৃ. ২৪১/৮৫৫) এবং আরও কতিপয় মুহাদ্দিস-এর মতে অন্য সূত্রের মাধ্যমে এর মুত্তাসিল হওয়া প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত এটি মুন্কাতি' হিসেবে গণ্য হবে। অধিকাংশ মুহাদ্দিস-এর মতে পূর্বোক্ত শর্তসমূহ (অর্থাৎ রাবীর আদালাত প্রমাণিত হওয়া, রাবী এবং শায়খের মধ্যে সাক্ষাত প্রমাণিত হওয়া এবং হাদীসটি তাদ্লীস থেকে মুক্ত হওয়া) পাওয়া গেলে এটি মুত্তাসিল হিসেবে গণ্য হবে।[১১৯]

---

১১৪. অবশ্য কোন প্রবীণ রাবীর মুদাল্লাস রিওয়ায়াত হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন ইব্ন উয়ায়নাহ্ (র) (মৃ. ১৯৮/৮১৪) প্রমুখ-এর রিওয়ায়াত। – আমীমুল ইহ্সান প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮; ফালাতা, ১ম খঃ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

১১৫. অর্থাৎ সিকাহ্ রাবীর মুরসাল রিওয়ায়াত যেমন গ্রহণযোগ্য, অনুরূপভাবে সিকাহ্ রাবীর মুদাল্লাস রিওয়ায়াতও গ্রহণযোগ্য।

১১৬. এটি ইমাম বুখারী (র) (জ. ১৯৪/৮১০- মৃ. ২৫৬/৮৭০) ও আলী ইব্নুল মাদীনী (র) (জ. ১৬১/৭৭৮- মৃ. ২৩৪/৮৪৯) প্রমুখের অভিমত। মু'আন'আন হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁরা শুধু সমসাময়িক হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেননি, বরং সমগ্র জীবনে অন্তত একবার হলেও সাক্ষাতের শর্তারোপ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র) (মৃ. ২৬১/৮৭৫) শুধু সমসাময়িক হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। অর্থাৎ তিনি মু'আন'আন হাদীস গ্রহণ করার জন্য সমসাময়িক যুগ হওয়াকে শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন। এ কারণেই সহীহ্ বুখারীর তুলনায় সহীহ্ মুসলিমে মু'আন'আন হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়। –সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩-২৩৪।

১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩।

১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

১১৯. আল্-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩; মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

www.pathagar.com

রাবী অভিযুক্ত হওয়ার কারণে য'ঈফ হাদীস-এর প্রধান কয়েক প্রকার

রাবী অভিযুক্ত হওয়ার অর্থ হলো রাবীর যাব্ত (স্মৃতিশক্তি) ও আদালাত[১২০] ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা। রাবী অভিযুক্ত হওয়ার কারণ দশটি। এর মধ্যে পাঁচটির সম্পর্ক 'যাব্ত'[১২১]-এর সঙ্গে, আর পাঁচটির সম্পর্ক আদালাত[১২২]-এর সঙ্গে। এখানে প্রসংগত একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে, স্মৃতিশক্তি (যাব্ত) মন্দ হওয়ার কারণে রাবী অভিযুক্ত হওয়া এবং আদালাত-এর কারণে রাবী অভিযুক্ত হওয়ার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। আর তা হলো, রাবীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে একটি হাদীস য'ঈফ হলেও অনুরূপ অর্থবোধক আরো কয়েকটি হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হলে এ দুর্বলতা দূরীভূত হয়ে হাদীসটি শক্তিশালী হয়। কিন্তু আদালাত-এর কারণে কোন রাবী অভিযুক্ত হলে তার বর্ণিত অপরাপর হাদীস কোন উপকারে আসে না, বরং তা আরো ক্ষতিকর হয় এবং তার বর্ণিত হাদীসকে আরো দুর্বল করে দেয়।[১২৩] মুহাদ্দিসগণ রাবীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা হিসেবে য'ঈফ হাদীসকে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এর মধ্যে প্রধান কয়েক প্রকার নিম্নরূপ ঃ

আশ্-শায্ (الشاذ) ঃ 'শায্'-এর আভিধানিক অর্থ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, একাকী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।[১২৪] পরিভাষায় অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীতে নির্ভরযোগ্য (সিকাহ্) রাবীর রিওয়ায়াতকে আশ্-শায্ বলা হয়। আর অধিক নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়াতটিকে আল্-মাহ্ফূয্ বলে।[১২৫] শায্ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, তবে

---

১২০. যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাক্ওয়া ও মুরুওয়াত অবলম্বন করতে এবং মিথ্যা আচরণ হতে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে আদালাত বলে। অর্থাৎ আদালাত সেই সুদৃঢ় শক্তি, যার দ্বারা দীনের ওপরে অটল ও অবিচল থেকে আল্লাহ্ ভীরুতা ও মনুষ্যত্ব অবলম্বন করতে এবং অন্যায় আচরণ হতে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। – সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

১২১. 'যাব্ত'-এর সংজ্ঞা সম্পর্কযুক্ত কারণগুলো হলো ঃ ক) রাবীর অধিক ভুল-ভ্রান্তি হওয়া, খ) স্মৃতিশক্তি মন্দ (খারাপ) হওয়া, গ) অমনোযোগী হওয়া, ঘ) অধিক সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া এবং ঙ) সিকাহ্ রাবীর বিপরীত রিওয়ায়াত করা। – মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

১২২. 'আদালাত'-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কারণগুলো হলো ঃ ক) রাবীর মিথ্যা বলা, খ) মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া, গ) ফিস্ক তথা গুনাহ্র কাজ করা, ঘ) বিদ'আদপন্থী হওয়া এবং ঙ) রাবী মাজহূল বা অপরিচিত হওয়া। –প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮।

১২৩. ফালাতা, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯।

১২৪. মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

১২৫. অনেক সময় একই হাদীসের সনদে ও মতনে রাবীগণ সিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যে, একটির সনদ ও মতন অপরটির বিপরীত মনে হয়। এমতাবস্থায় রাবীগণের স্মৃতিশক্তি ও সংরক্ষণ শক্তি এবং অন্যান্য দিক, যেমন বর্ণনার সংখ্যাধিক্য, রাবীগণের বুদ্ধি-জ্ঞান ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে তার কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। যেটিকে প্রাধান্য দেয়া হয়, তাকে 'আল্-মাহ্ফূয' বলা হয়। আর যেটির ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়, তাকে 'আশ্-শায্' বলে। এর উদাহরণ এ হাদীসটি ঃ

www.pathagar.com

মাক্‌বূল হাদীস-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলী

মাক্‌বূল (গ্রহণযোগ্য) হাদীস-এর ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ নিম্নলিখিত শব্দাবলী ব্যবহার করে থাকেন ঃ জাইয়্যিদ (جيد), মুজাওয়াদ (مجود), কাবী (قوى), সাবিত (ثابت), মাহ্‌ফূয (محفوظ), মা'রূফ (معروف), সালিহ্ (صالح), মুস্‌তাহ্‌সান (مستحسن), হাসান (حسن), সহীহ্ (صحيح), রিজালুহু সিকাত (رجاله ثقات) রিজালুহু মাওসূকূন (رجاله موثوقون), রিজালুহু রিজালুস্ সহীহাইন (رجاله رجال الصحيحين) প্রভৃতি।[৭১]

য'ঈফ হাদীস-এর প্রকারভেদ

মুহাদ্দিসগণ য'ঈফ হাদীসকে বহু প্রকারে বিভক্ত করেছেন।[৭২] এর অধিকাংশ প্রকারেরই পৃথক পৃথক নাম দেয়া হয়েছে। আবার কোন কোন প্রকারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নাম ব্যবহার না করে সাধারণভাবে 'য'ঈফ' বলা হয়েছে। হাদীস য'ঈফ হওয়ারও অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তবে এর মধ্যে মৌলিক কারণ দু'টি। সনদ বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং রাবী অভিযুক্ত (দোষী সাব্যস্ত) হওয়া।[৭৩] এখন আমরা মারদূদ-এর সাধারণ প্রকার 'য'ঈফ' হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করবো।

য'ঈফ হাদীস ঃ য'ঈফ (ضعيف) শব্দটি আল্-কাবী (القوى) শক্তিশালী-এর বিপরীতার্থক শব্দ, অর্থ দুর্বল। দুর্বলতা দু'ধরনের হতে পারে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং অর্থগত। হাদীস-এর ক্ষেত্রে দুর্বলতা দ্বারা অর্থগত দুর্বলতা বুঝানো হয়েছে।[৭৪] উল্লেখ্য, বর্ণনাকারীর দুর্বলতার কারণেই কোন হাদীসকে 'দুর্বল' বা 'য'ঈফ' বলা হয়, অন্যথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন কথাই য'ঈফ নয়।

আল্লামা ইব্‌নুস্ সালাহ্ (র) (মৃ. ৬৪৩/১২৪৫) য'ঈফ হাদীস-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন এভাবে ঃ "য'ঈফ ঐ রিওয়ায়াতকে বলা হয়, যাতে সহীহ্ অথবা হাসান হাদীস-এর শর্তসমূহ অবর্তমান।" এ সংজ্ঞার ব্যাপারে অনেকেই সমালোচনা করে বলেছেন, হাসান হাদীস-এর শর্ত যেখানে বিদ্যমান নেই, সেখানে সহীহ্ হাদীস-এর উল্লেখ করা অবান্তর। এ জন্য আল্লামা দাকীকুল-'ঈদ (র) (মৃ

---

৭১. সুব্‌হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩; দৌলতপুরী, শামসুল হক, মোহাম্মাদ ঃ **'হাদীস শাস্ত্র পরিচিতি'**, ১ম সং, (ঢাকা, ই.ফা.বা. ১৪১৫/১৯৯৫), পৃ. ৪৮।

৭২. ইব্‌ন হিব্বান (র) (মৃ. ৩৫৪/৯৫৫) য'ঈফ হাদীসকে প্রায় পঞ্চাশ শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। —ইব্‌নুস্-সালাহ্, উসমান ইব্‌ন আব্‌দির রাহ্‌মান, **মুকাদ্দিমাহ্,** ৪র্থ সং, (পাকিস্তান ঃ ফারুকী কুতুবখানা, ১৩৫৭/১৯৩৮), পৃ. ২০১।

৭৩. মাহ্‌মূদ আত্-তাহ্‌হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

www.pathagar.com

মাহ্ফূয্ হাদীস গ্রহণযোগ্য। মুহাদ্দিসগণ 'আশ্-শায্'-এর বিভিন্ন সংজ্ঞা[১২৬] প্রদান করেছেন। এর মধ্যে হাফিয ইব্ন হাজার (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮)-এর মতে 'আশ্-শায্'-এর উপরোক্ত সংজ্ঞাটিই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। শায্ সনদের ন্যায় মতনেও হতে পারে।[১২৭]

আল্-মুন্কার (المنكر)**ঃ** মুহাদ্দিসগণ মুন্কার হাদীস-এর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এর মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন হাফিয্ ইব্ন হাজার (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮)। তাঁর মতে সিকাহ্ রাবীর বিপরীতে য'ঈফ রাবীর রিওয়ায়াতকে আল্-মুনকার বলে। আর এর বিপরীতটিকে বলা হয় আল্-মা'রূফ।[১২৮] এ সংজ্ঞানুযায়ী শায্ ও মুন্কার-এর মধ্যে পার্থক্য হলো শায্ হাদীস-এর রাবী সিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য, কিন্তু মুন্কার হাদীস-এর রাবী য'ঈফ বা দুর্বল।[১২৯] কোন কোন মুহাদ্দিস-এর মতে মুন্কার ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার সনদে অধিক ভুল-ভ্রান্তিকারী রাবী কিংবা অমনোযোগী রাবী অথবা ফাসিক (পাপাচারী) রাবী

ان رجلا توفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا مولى هو اعتقه -

এ হাদীসটিকে সুফইয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ্ (র) আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে, তিনি 'আওসাজাহ-এর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ঠিক এ হাদীসটিকেই হাম্মাদ ইব্ন যায়দ একই সনদে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নাম উল্লেখ না করে মুরসাল হিসেবে রিওয়ায়াত করেছেন। ফলে একই সনদে ইত্তিসাল ও ইনকিতা'য় পার্থক্য হয়ে গেল। অথচ দু'জন রাবীই সিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য। এমতাবস্থায় ইব্ন উয়ায়নাহ্ (র)-এর রিওয়ায়াতটিকে এ জন্য প্রাধান্য দেয়া হলো যে, তাঁর সাথে ইব্ন জুরাইজ প্রমুখও উক্ত হাদীসটিকে মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইব্ন উয়ায়নাহ্ (র)-এর মুত্তাসিল রিওয়ায়াতটিকে 'মাহ্ফূয' এবং হাম্মাদ ইব্ন যায়দ-এর মুরসাল রিওয়ায়াতটিকে 'শায' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। –ইব্ন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

১২৬. ইমাম শাফি'ঈ (র) (মৃ. ২০৪/৮১২)-এর মতে সিকাহ্ রাবীগণের বিপরীতে একজন সিকাহ্ রাবীর রিওয়ায়াতকে 'আশ্-শায' বলে। হিজাযের অধিকাংশ আলিম এ মতটিকে গ্রহণ করেছেন।

– সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪-২০৫; আবূ ইয়া'লী আল-খলীলীর মতে, একটিমাত্র সনদে বর্ণিত হাদীসকে 'আশ্-শায্' বলে। চাই এর রাবী সিকাহ্ হোক কিংবা গায়র সিকাহ্। রাবী গায়র সিকাহ্ হলে হাদীসটি পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে। আর সিকাহ্ হলেও তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। –ফালাতা, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

১২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

১২৮. ইব্ন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫; সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩-২১৪; মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫।

১২৯. অনুরূপভাবে মুন্কার হাদীসের বিপরীত রিওয়ায়াতকে বলা হয় আল্-মা'রূফ। আর 'শায্'-এর বিপরীত রিওয়ায়াতকে বলে 'আল্-মাহ্ফূয'। কিন্তু ইব্নুস্-সালাহ্ (র) (মৃ. ৬৪৩/১২৪৫)-এর মতে 'শায' ও 'মুন্কার'-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের অর্থ এক ও অভিন্ন। –সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

বিদ্যমান থাকে। মুনকার হাদীস[১৩০] সর্বনিম্ন পর্যায়ের য'ঈফ হাদীসের মধ্যে গণ্য। মাত্‌রূক হাদীসের পরেই এর স্থান।[১৩১]

আল্-মুয্‌তারাব (المضطرب) ঃ পরিভাষায় আল্-মুয্‌তারাব[১৩২] ঐ হাদীসকে বলা হয় যা পরস্পর বিরোধী-এরূপ সনদে ও মতনে বর্ণিত হয়- যার মধ্যে সমন্বয় সধন করা সম্ভব নয়। আর এ রিওয়ায়াতগুলো সার্বিকভাবে এরূপ সমমর্যাদাসম্পন্ন যে, কোনদিক দিয়েই একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দেয়া সম্ভব নয়। রাবীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে হাদীসে এরূপ ইয্‌তিরাব সংঘটিত হয়। সনদের ন্যায় মতনেও ইয্‌তিরাব অনুষ্ঠিত হয়।[১৩৩] তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সনদেই এরূপ হয়ে থাকে বেশি। মুয্‌তারাব হাদীস য'ঈফ হাদীস-এর মধ্যে গণ্য। মুয্‌তারাব রিওয়ায়াতগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হলে অর্থাৎ কোন একটি রিওয়ায়াতকে প্রাধান্য দেয়া গেলে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য তখন সেটিকে আর মুয্‌তারাব বলা যাবে না।[১৩৪]

---

১৩০. মুনকার-এর উদাহরণ এ রিওয়ায়াতটি ঃ

رواه ابن ابى حاتم من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن ابى اسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من اقام الصلاة واتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة ـ

আবূ হাতিম (র) বলেন, এ রিওয়ায়াতটি মুন্‌কার। কেননা অন্যান্য সিকাহ্ রাবীগণ আবূ ইসহাক (র) হতে মাওকূফ হিসেবে যে রিওয়ায়াত করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তা মা'রূফ। কাজেই এ হাদীসটি মুন্‌কার হবে। –ইব্‌ন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬; আমীমুল ইহ্‌সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩; সুব্‌হী আস্-সালিহ্ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫-২১৬।

১৩১. মাহ্‌মূদ আত্-তাহ্‌হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

১৩২. এটি আল্-ইয্‌তিরাব থেকে ইস্‌ম যরফে মকান। মূলত এটি 'ইয্‌তিরাবুল-মাওজ' (উত্তাল-তরঙ্গ) থেকে উদ্ভূত। কোন কিছু এলোমেলো ও বিশৃঙ্খলা হয়ে যাওয়াকে আল-ইযতিরাব বলা হয়। –সুব্‌হী আস্-সালিহ্ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩।

১৩৩. যেমন 'حديث قلتين' এ হাদীসের সনদে কারো কারো মতে ওয়ালীদ ইব্‌ন কাসীর (র)-এর উস্‌তাদের নাম হলো মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবাইর। আবার কারো কারো মতে তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন উব্বাদ ইব্‌ন জা'ফর। উপরন্তু তাঁর দাদা উস্‌তাদের নামেও গোলমাল রয়েছে। কারো মতে তার নাম আব্‌দুল্লাহ আবার কারো মতে উবায়দুল্লাহ। আর মতনের মধ্যে গোলমাল হলো এভাবে- কোন হাদীসে 'قلتين' আবার কোন হাদীসে 'قلتين وثلثا' আবার কোন হাদীসে "قلة" ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। – আমীমুল ইহ্‌সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

১৩৪. কালাতা, ১ম খ., (প্রাগুক্ত), পৃ. ৭৮-৭৯; সুব্‌হী আস্-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-১৯৮; ইব্‌ন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

www.pathagar.com

আল্-মু'আল্লাল (المعلل) ঃ পরিভাষায় মু'আল্লাল[১৩৫] ঐ হাদীসকে বলা হয় যাতে এমন ইল্লাত[১৩৬] (অস্পষ্ট দোষ-ত্রুটি) বিদ্যমান থাকে, যা হাদীসটি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করে। অথচ বাহ্যত হাদীসটিকে এ ইল্লাত থেকে মুক্ত বলে মনে হয়।[১৩৭] পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ[১৩৮] একে 'আল্-মা'লূল' এবং পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ[১৩৯] একে 'আল্-মু'আল্লাল' নামে অভিহিত করেছেন।[১৪০] মু'আল্লাল রিওয়ায়াত চেনার উপায় এই যে, হাদীসের সমস্ত সনদ একত্রিত করে রাবীগণের মতবিরোধের কারণ চিহ্নিত করতে হবে এবং তাঁদের নির্ভরযোগ্যতা, তাক্ওয়া ও সংরক্ষণ শক্তির মধ্যে তুলনা করে মু'আল্লাল রিওয়ায়াতের ব্যাপারে হুক্ম প্রয়োগ করতে হবে। সনদ ও মতন উভয় ক্ষেত্রেই ইল্লাত পরিলক্ষিত হয়। তবে সনদের ক্ষেত্রেই এটি হয়ে থাকে বেশি।[১৪১] এ বিষয়ের ওপরও বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে।[১৪২]

আল্-মুদ্রাজ (المدرج) ঃ হাদীসের মতনের অথবা সনদের বহির্ভূত কোন অংশকে তার অংশ মনে করে রিওয়ায়াত করাকে 'আল্-মুদ্রাজ' বলা হয়।[১৪৩] অর্থাৎ

---

১৩৫. এটি "علّ" থেকে ইস্‌ম মাফ'উল। 'ইল্‌মুস্ সার্ফ'-এর প্রসিদ্ধ নিয়মানুসারে এর ইস্‌মে মাফ'উল হলো "معل" অর্থ পীড়িত, অসুস্থ, রুগ্ন ইত্যাদি। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ মু'আল্লালকে যে অর্থে ব্যবহার করেন তা প্রচলিত আভিধানিক অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা "علل" থেকে "معلل" অর্থ মোহাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া, ভুলে যাওয়া ইত্যাদি। –সুব্হী আস্-সালিহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।

১৩৬. ইল্লাত এমন একটি দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট কারণ যা হাদীস সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে ক্ষতিকারক। –মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

১৩৭. সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪-১৮৫; কোন কোন মুহাদ্দিস-এর মতে মু'আল্লাল ঐ হাদীসকে বলা হয় যাতে এমন সুপ্ত কারণ ও সূক্ষ্ম দোষ নিহিত আছে, যা হাদীস সহীহ্ হওয়ার জন্য দূষণীয়। এরূপ দোষ ও কারণসমূহ উদঘাটন করা একমাত্র হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও পারদর্শীগণের কাজ। যেমন কোন রাবী 'মাওসূল ও মারফূ' হাদীসকে নিজের সংশয় ও ভ্রমবশত 'মুর্সাল ও মাওকূফ' হিসেবে রিওয়ায়াত করে দেয়া ইত্যাদি। –আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

১৩৮. যেমন ইমাম বুখারী (র) (মৃ. ২৫৬/৮৭০), ইমাম তিরমিযী (র) (মৃ. ২৭৯/৮৯২), ইব্ন আদী (র), দারা কুতনী (র) এবং আল্-হাকিম (র) প্রমুখ একে আল্-মা'লূল নামে অভিহিত করেছেন। –ফালাতা, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

১৩৯. যেমন হাফিয ইব্ন হাজার (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮) প্রমুখ মুহাদ্দিস একে আল্-মু'আল্লাল নামে অভিহিত করেছেন। – প্রাগুক্ত।

১৪০. প্রাগুক্ত।

১৪১. মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

১৪২. যেমন ইব্নুল মাদীনী (র) (জ. ১৬১/৭৭৮- মৃ. ২৩৪/৮৪৯) রচিত 'কিতাবুল 'ইলাল' (كتاب العلل), ইব্ন আবী হাতিম (র) রচিত 'ইলালুল হাদীস' (علل الحديث) এবং আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) (জ. ১৬৪/৭৮১- মৃ. ২৪১/৮৫৫) রচিত 'আল্-ইলালু ওয়া মা'রিফাতির্ রিজাল' (العلل ومعرفة الرجال)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

১৪৩. সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০।

www.pathagar.com

কোনরূপ পার্থক্যকরণ ছাড়া হাদীসের মতন অথবা সনদে অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করে দেয়ার নাম আল্-মুদ্রাজ।[১৪৪] আর এরূপ করাকে বলা হয় আল্-ইদ্রাজ।[১৪৫] ইদ্রাজ মতনেও হতে পারে আবার সনদেও হতে পারে।[১৪৬] বিভিন্ন কারণে ইদ্রাজ করা হয়ে থাকে।[১৪৭] ইচ্ছাপূর্বক হাদীসের মধ্যে ইদ্রাজ করা হারাম। এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ ও ফকীহ্গণের ঐকমত্য রয়েছে। তবে হাদীসের কোন কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করা এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণে ইমাম আয্-যুহ্রী (র) (মৃ. ১২৪/৭৪২) প্রমুখ মুহাদ্দিস এরূপ করেছেন।[১৪৮]

আল্-মাক্লূব (المقلوب) ঃ হাদীসের সনদে কিংবা মতনে কোন শব্দ রদ-বদল করে অথবা আগে পরে উল্লেখের মাধ্যমে পরিবর্তন করাকে আল্-মাকলূব বলা হয়।[১৪৯] সনদের মধ্যে রাবীর নাম ও তাঁর পিতার নাম আগে-পরে উল্লেখ করাকে মাক্লূবুস্-সনদ বলা হয়। যেমন "কা'ব ইব্ন মুর্রাহ্"-এর স্থলে "মুর্রাহ্ ইব্ন কা'ব" এবং "ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম" এর স্থলে "মুসলিম ইব্ন ওয়ালীদ"-এর নামে হাদীস বর্ণনা করা, ইত্যাদি। কখনো চমক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হাদীসের প্রকৃত (পরিচিত) রাবীর নাম বাদ দিয়ে অপরিচিত রাবীর নামে হাদীস বর্ণনা করা হয়। যেমন সালিম (র) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসকে নাফি' (র)-এর নামে বর্ণনা করা। হাম্মাদ ইব্ন

---

১৪৪. মাহমূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

১৪৫. কোন একটি বস্তুকে আরেকটি বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়াকে আল্-ইদ্রাজ বলা হয়। –সুব্হী আস্-সালিহ্ প্রাগুক্ত।

১৪৬. এর উদাহরণ হলো সূফী সাবিত ইব্ন মূসার ঘটনাটি, যা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন ঃ من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار "–যে রাতে অধিক নামায পড়বে, দিনে তার চেহারা উজ্জ্বল-আলোকময় হবে।" প্রকৃত ঘটনা হলো সাবিত ইব্ন মূসা একদিন কাযী শুরাইক ইব্ন আব্দিল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে হাদীস লিপিবদ্ধ করাচ্ছেন এবং বলছেন ঃ

حدثنا الاعمش عن ابى سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ....

এতটুকু বলে তিনি চুপ রইলেন যাতে ছাত্ররা তা লিখে নিতে পারেন। অতঃপর কাযী শুরাইক সাবিতের দিকে তাকিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار এ কথা দ্বারা কাযী সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল সাবিতের অধিক ইবাদত-বন্দেগী ও তাকওয়ার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা। কিন্তু সাবিত এ উক্তিকে ঐ সনদের মতন মনে করে তা রিওয়ায়াত করতে থাকেন। –মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

১৪৭. যেমন কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করা কিংবা সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া অথবা হাদীস থেকে শরী'আতের কোন বিধি-বিধান বের করা ইত্যাদি। –ফালাতা, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

১৪৮. মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

১৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

www.pathagar.com

আমর আন্-নাসীবী নামক জনৈক রাবী সাধারণত এরূপ করে থাকেন।[১৫০] হাদীসের মতন পরিবর্তন করাকে মাকলূবুল-মতন বলা হয়। এর দু'টি অবস্থা হতে পারে। যেমন প্রথমত হাদীসের মতনের পূর্বের অংশকে পরে এবং পরের অংশকে পূর্বে উল্লেখ করা।[১৫১] দ্বিতীয়ত একটি হাদীসের মতনের সাথে অন্য একটি হাদীসের সনদ এবং অন্য একটি হাদীসের সনদের সাথে অপর একটি হাদীসের মতন উলট-পালট করে রিওয়ায়াত করা। আর এটি সাধারণত কাউকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে।[১৫২] বিভিন্ন কারণে হাদীস মাক্লূব করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে একটি হলো হাদীস রিওয়ায়াতে নতুন স্টাইল সংযোজন করে চমক সৃষ্টি করা, যাতে লোকেরা গভীর আগ্রহের সাথে হাদীস গ্রহণ করে ও তা রিওয়ায়াত করে। এরূপ উদ্দেশ্যে মাক্লূব করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। কেননা এতে হাদীসের মধ্যে রদ-বদল সংঘটিত হয়। আর এটা হলো মাওযূ' হাদীস রচনাকারীদের কাজ। আবার কখনো মুহাদ্দিসগণের স্মৃতিশক্তি ও পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করার জন্য এরূপ করা হয়ে থাকে। এ ধরনের মাক্লূব করা জায়েয। তবে শর্ত হলো মজলিস ভাঙ্গার পূর্বেই লোকদেরকে

---

১৫০. যেমন হাম্মাদ আন্-নাসীবী আ'মাশ (র) থেকে একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি আবূ সালিহ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেছেন : اذا لقيتم المشركين فى طريق فلاتبدؤهم بالسلام - "–রাস্তায় কোন মুশরিকের সাথে তোমাদের দেখা হলে প্রথমে তাদের সালাম দেবে না।" এ হাদীসটি মাক্লূব। কেননা হাম্মাদ হাদীসের মূল রাবীর নাম পরিবর্তন করে আ'মাশ থেকে এটি রিওয়ায়াত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি সুহাইল ইব্ন আবূ সালিহ্ তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থে এভাবেই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

১৫১. এর উদাহরণ সহীহ্ মুসলিমের এ হাদীসটি : "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা সেইদিন তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া আর কারো ছায়া থাকবে না। এদের মধ্যে একজন হলো : ورجل تصدق بصدقة اخفاها، حتى لاتعلم يمينه ماتنفق شماله -
"–ঐ ব্যক্তি, যে কিছু দান করে তা এমনভাবে গোপন রাখে যে, তার ডান হাতও জানে না যে তার বাম হাত কি খরচ করেছে।" আসলে হাদীসের শব্দমালার ক্রমধারা হবে এরূপ :

حتى لاتعلم شماله ماتنفق يمينه -

"–এমনকি তার বাম হাতও জানে না যে, তার ডান হাত কি খরচ করেছে।" কোন একজন রাবী হাদীসের শব্দ আগে পরে উল্লেখ করে এরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। –সুব্হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

১৫২. যেমন বাগদাদের অধিবাসীরা ইমাম বুখারী (র) (মৃ. ২৫৬/৮৭০)-এর স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করার জন্য একশ'টি হাদীসের সনদ ও মতন উলট-পালট করে তাঁর সামনে পেশ করেন। তিনি [বুখারী (র)] প্রত্যেকটি হাদীসেরই সনদ ও মতনের পরিবর্তনের পূর্বের সঠিক অবস্থান বর্ণনা করে দেন এবং এক্ষেত্রে তিনি একটি ভুলও করেননি। –মাহ্মূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

www.pathagar.com

সঠিক তথ্য জানিয়ে দিতে হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির কারণেও কখনো এরূপ হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে এটি রাবীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা বলে প্রমাণিত হবে এবং তিনি য'ঈফ (দুর্বল) রাবীগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন।[১৫৩] আদালাত-এর কারণে অভিযুক্ত রাবীগণের হাদীসকে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। আল-মুন্কার, আল্-মাত্রূক ও আল্-মাওযূ'।

আল্-মুন্কার (المنكر) ঃ হাদীসের মধ্যে দু'টি অংশ রয়েছে। একটির সম্পর্ক যাব্ত তথা স্মৃতিশক্তির সাথে এবং অপরটির সম্পর্ক আদালাত-এর সাথে। মুন্কার হাদীসের রাবীর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার কারণে ইতোপূর্বে যথাস্থনে (য'ঈফ হাদীসের প্রকারের মধ্যে) এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। আদালাত-এর সাথেও এর সম্পর্ক থাকার কারণে পুনরায় এখানে এর সংজ্ঞা প্রদান করা হলো ঃ মুন্কার ঐ হাদীসকে বলা হয় যার সনদে অধিক ভুল-ভ্রান্তকারী রাবী কিংবা অমনোযোগী রাবী অথবা ফাসিক (পাপাচারী) রাবী বিদ্যমান থাকে।[১৫৪] কোন কোন মুহাদ্দিস-এর মতে হাদীসের রাবী যদি ফাসিক হয় অথবা বিদ্'আতী হয় এবং তার বিদ্আত কুফরের নিকটতর হয়, বা স্বয়ং বিদ্'আতের প্রচলনকারী হয়, তবে তার বর্ণিত হাদীসকে মুন্কার হাদীস বলে।[১৫৫] কয়েকটি সূত্রে এরূপ হাদীস বর্ণিত হলেও তা শক্তিশালী হয় না, বরং আরো দুর্বল হয়। কেননা ফাসিক রাবীর সংখ্যা একাধিক হলেও তা কখনো সিকাহ রাবীর সমপর্যায়ের হতে পারে না। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, এর দ্বারা একটি হাদীস শক্তিশালী না হলেও এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, হাদীসটির ভিত্তি আছে।[১৫৬]

আল্-মাত্রূক (المتروك) ঃ 'আল-মাতরূক' শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিত্যাজ্য। পরিভাষায় যে হাদীসের রাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস বর্ণনায় নয়, বরং সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে আল-মাত্রূক বলে। তবে এক্ষেত্রে মাত্রূক হাদীসের জন্য দু'টি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে। প্রথমত এককসূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হওয়া। দ্বিতীয়ত হাদীসটি শরী'আতের বিধি-বিধানের পরিপন্থী হওয়া।[১৫৭] কোন কোন মুহাদ্দিস-এর মতে আল্-মাত্রূক ঐ হাদীসকে বলা হয় যার রাবী মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত, ঐ একটি মাত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত এবং হাদীসটি শরী'আতের বিধি-বিধানের পরিপন্থী।

---

১৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

১৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

১৫৫. দৌলতপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

১৫৬. ফালাতা, ১ম খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

১৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

www.pathagar.com

অথবা রাবী হাদীস ছাড়া সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত, অথবা রাবী অধিক ভুল-ভ্রান্তকারী কিংবা পাপাচারী (ফাসিক) অথবা অমনোযোগী।[১৫৮] এটি নিকৃষ্ট পর্যায়ের য'ঈফ হাদীসের মধ্যে গণ্য। মাওযূ' হাদীসের পরেই এর স্থান। একাধিক সূত্রে এরূপ হাদীস বর্ণিত হলেও এরদ্বারা কোন হাদীস শক্তিশালী হয় না, বরং আরো দুর্বল থেকে দুর্বলতর প্রমাণিত হয়।[১৫৯]

আল্-মাওযূ' (الموضوع) ঃ ঐ মিথ্যা হাদীসকে আল্-মাওযূ' বলা হয় যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামে ইচ্ছাকৃতভাবে হোক কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক, চালিয়ে দেয়া হয়েছে। কোন কোন মুহাদ্দিস এতদুভয় (ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত)-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁরা স্বেচ্ছায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে চালিয়ে দেয়া মিথ্যা কথাকে 'আল্-মাওযূ' নামে অভিহিত করেছেন এবং ভুল ক্রমে অনিচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে চালিয়ে দেয়া মিথ্যা কথাকে 'আল্-বাতিল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমার থিসিস (Thesis)-এর প্রথম খন্ডে এই মাওযূ' (জাল) হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইন্শা'আল্লাহ্। আর দ্বিতীয় খন্ডে 'রিজাল শাস্ত্র' সম্পর্কে আলোচনা করার আশা রইলো।

---

১৫৮. আল্-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

১৫৯. ফালাতা, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম খণ্ড

জাল হাদীস প্রসংগে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায়-১

জাল হাদীস প্রসংগে

পরিচ্ছেদ ১ ঃ জাল হাদীস-এর পরিচয়
পরিচ্ছেদ ২ ঃ জাল হাদীস-এর ইতিবৃত্ত
পরিচ্ছেদ ৩ ঃ জাল হাদীস রচনার কারণ ও উদ্দেশ্য
পরিচ্ছেদ ৪ ঃ জাল হাদীস-এর হুকুম

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-১

জাল হাদীস-এর পরিচয়

জাল হাদীস

জাল হাদীস মূলত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস নয়। এটি মানুষের মনগড়া কথা। মুহাদ্দিসগণ একে আল্-মাওযূ' নামে উল্লেখ করেছেন।

আভিধানিক অর্থ ঃ আল্-মাওযূ' (الموضوع) শব্দটি আল্-ওয়ায্'উ (اَلْوَضْعُ) ক্রিয়ামূল থেকে ইস্‌মে মাফ্'উল। আভিধানিক অর্থ-তৈরি করা, সৃষ্টি করা, বানানো ইত্যাদি।[১] 'লিসানুল 'আরাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ এটি উঁচু-এর বিপরীতার্থক শব্দ (ضد الرفع)।[২]

পারিভাষিক অর্থ ঃ هو المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم -"পরিভাষায় মনগড়া-বানানো মিথ্যা কথাকে স্বেচ্ছায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে চালিয়ে দেয়াকে 'আল্-মাওযূ' বলা হয়।"[৩] শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়া (র)-এর মতে মাওযূ' হাদীস বলা হয় ঐ মনগড়া বানানো মিথ্যা কথাকে, যা স্বেচ্ছায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে চালিয়ে দেয়া হয়। অবশ্য তিনি তাঁর দ্বিতীয় মতে মনগড়া-বানানো মিথ্যা কথাকে ভুলক্রমে (ইচ্ছাপূর্বক নয়) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে চালিয়ে দেয়াকেও মাওযূ' হিসেবে গণ্য করেছেন। এ সংজ্ঞানুযায়ী এরূপ প্রত্যেক রিওয়ায়াতই মাওযূ' হিসেবে গণ্য হবে যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে, অথচ তিনি তা বলেননি বা কার্যে পরিণত করেনি কিংবা অনুমোদন করেননি। চাই সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে। অবশ্য অনিচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে চালিয়ে দেয়া রিওয়ায়াতকে মুহাদ্দিসগণ বিশেষ নামে (পরিভাষায়) আখ্যায়িত করেছেন।

---

১. জুবরান মাস'উদ, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৫৭।

২. ইব্‌ন মানযূর, জামালুদ্দীন ঃ **লিসানুল আরাব**, ১ম সং, ১ম খ, (বৈরুত, দারু-সাদির, ১৪১০/১৯৯০) পৃ. ৩৯৬।

৩. আব্‌দুস্ সামাদ, আবূবকর, ডক্টর ঃ **আল-ওয়ায্'উ ওয়াল্-ওয়াযি'উন** (মদীনাতুল মুনাওয়ারা ঃ দারুল বুখারী, ১৪১০/১৯৯০) পৃ. ১০; আল্ কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।
উপরোক্ত সংজ্ঞায় 'জাল হাদীস' যে আসল হাদীস নয়; বরং মানুষের মনগড়া কথা, তা জোরালোভাবে বুঝানোর জন্য সমার্থবোধক তিনটি শব্দ - المصنوع - المختلق) (المكذوب। ব্যবহার করা হয়েছে। -আস্-সাখাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩।

www.pathagar.com

যেমন মুদ্‌রাজ্ (যে হাদীস-এর মধ্যে রাবী তাঁর নিজের কিংবা অপর কারো উক্তি প্রক্ষেপ করেছেন, তাকে মুদ্‌রাজ্ বলে) ও মাক্‌লূব (হাদীসের সনদ কিংবা মতনে পূর্বের শব্দকে পরে এবং পরের শব্দকে পূর্বে রদ-বদল করে রিওয়ায়াত করাকে মাক্‌লূব বলে) ইত্যাদি। এ সব রিওয়ায়াত মাওযূ' হিসেবে গণ্য না হলেও মুহাদ্দিসগণের নিকট তা প্রত্যাখ্যাত। এখানে আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য এই যে, যেহেতু গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদার দিক দিয়ে মাওযূ' হাদীস হাদীসের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরের, বরং মুহাদ্দিগণের নিকট তা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তাই একে আল্-মাওযূ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। অন্য অর্থে এটি যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে মনগড়া, বানানো মিথ্যা কথা, তাই একে আল্-মাওযূ' বলা হয়েছে।[৪]

জাল হাদীস-এর স্থান

ইল্‌মে হাদীসের গ্রন্থে জাল হাদীসকে য'ঈফ হাদীস-এর প্রকারের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে এবং একে সর্বনিকৃষ্ট য'ঈফ হাদীস বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫] অবশ্য কোন কোন মুহাদ্দিস জাল-হাদীসকে একটি পৃথক প্রকার হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁরা একে য'ঈফ হাদীস-এর প্রকারের মধ্যেও গণ্য করতে রাযী নন।[৬] কেননা কোন কারণে একটি হাদীস য'ঈফ হলেও তা হাদীস হিসেবে গণ্য।[৭] কিন্তু জাল হাদীস মূলত কোন হাদীসই নয়; বরং এটি মানুষের মনগড়া মিথ্যা কথা। আর মিথ্যা বলা কবীরা গুনাহ্। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে কেউ ইচ্ছে করে মিথ্যা কথা বললে তার জাহান্নাম ছাড়া গত্যন্তর নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار -

–"আমার সম্পর্কে ইচ্ছাপূর্বক কেউ কোন মিথ্যা কথা বললে সে যেন জাহান্নামে তার স্থান খুঁজে নেয়।"[৮]

হাদীস জালকারীদের অবলম্বিত পন্থা

হাদীস জালকারীগণ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে জাল হাদীস রচনা করতো। এর কয়েকটি পদ্ধতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

৪. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১১০।
৫. আস্-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪, ইব্‌নুস্-সালাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।
৬. মাহমূদ আত্-তাহ্‌হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।
৭. কেবল রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীস য'ঈফ হয়ে থাকে। নবী করীম (সা)-এর কোন হাদীসই য'ঈফ নয়।
৮. আল্-বুখারী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল ঃ **সহীহুল-বুখারী**, ১ম খ., (বৈরুত ঃ দরুল জিল, তা. বি.), পৃ. ৩৮।

www.pathagar.com

১. কখনো তারা নিজেদের মনগড়া কথার সাথে সনদ জুড়ে তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস বলে চালিয়ে দিতো।[৯] এ প্রসংগে আল্-উকাইলী (র) তাঁর গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইব্ন সা'ঈদ আল্-মাস্লূব[১০]-এর একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, উত্তম ও ভাল কথার সাথে সনদ তৈরি করে তা (হাদীস হিসেবে) চালিয়ে দেয়াতে কোন দোষ নেই।[১১] আবুল আব্বাস আল-কুরতুবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়াসপন্থী কিছু কিছু লোকের মতে কোন কথা কিয়াসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তা হাদীস হিসেবে চালিয়ে দেয়া জায়েয।[১২]

ইব্ন হিব্বান (র) (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আল্-মুকরী থেকে বর্ণনা করেছেন, জনৈক বিদ'আতপন্থী লোক বিদ'আত থেকে তাওবার পর বলেন, তোমরা যাদের থেকে হাদীস গ্রহণ করছো, তাদের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রেখো। কেননা পূর্বে যখন আমরা আমাদের কোন রায়কে মনপুত মনে করতাম, তা হাদীস হিসেবে চালিয়ে দিতাম।[১৩]

২. হাদীস জালকারীরা কখনো কোন দার্শনিক কিংবা অন্য কোন বিজ্ঞ লোকের কথার সাথে সনদ তৈরি করে তা হাদীস হিসেবে চালিয়ে দিতো।[১৪] ফাত্হুল-মুগীস গ্রন্থে এর অনেক উদাহরণ দেয়া হয়েছে।[১৫]

৩. আবার কখনো কোন নীতিবাক্য কিংবা উপদেশমূলক কথার সাথে সনদ জুড়ে হাদীস হিসেবে চালিয়ে দিতো।[১৬]

---

৯. মাহমূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

১০. তিনি সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তার বিরুদ্ধে হাদীস জাল করার অভিযোগ রয়েছে। খলীফা আবূ জা'ফর আল্-মানসূর (১৩৬/৭৫৩-১৫৮/৭৭৪) তাকে যিন্দীক হিসেবে অভিযুক্ত করে শূলে বিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। – আস্-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪।

১১. মূল 'আরবী ঃ لابأس اذا كان كلام حسن ان يضع له اسنادا – আল্-'উকাইলী, আবূ জা'ফর, মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ঃ আয্-যু'আফা, ১ম সং, ১ম খ. (বৈরুত ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৪/১৯৮৪), পৃ. ৭১; আস্-সাখাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪।

১২. আস্-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪, আস্-সাখাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪।

১৩. মূল আরবী ঃ انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فانا اذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا –আস্-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

১৫. যেমন– المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء –"পাকস্থলী হলো যাবতীয় রোগের কেন্দ্রবিন্দু। আর সতর্কতা অবলম্বন হলো সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা।" এ উক্তিটিকে নবী করীম (সা)-এর হাদীস হিসেবে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ এটি তাঁর হাদীস নয়; বরং কারো মতে এটি আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানী হারিস ইব্ন কালাদা কিংবা অন্য কারো উক্তি। —আস্-সাখাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫।

১৬. ইমাম আত্-তিরমিযী (র) (মৃ. ২৭৯/৮৯২) তাঁর **আল্-ইলাল** গ্রন্থে আবূ মুকাতিল খুরাসানী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি আউন ইব্ন আবূ শাদ্দাদ-এর সূত্রে লুকমান (আ)-এর ওয়াসিয়্যাত সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলে তার ভাতিজা তাকে প্রশ্ন করলেন, হে চাচা! আপনি 'আউন' থেকে কিভাবে হাদীস বর্ণনা করছেন? অথচ আপনি তো তার থেকে শুনেননি। এর উত্তরে তিনি বললেন, হে ভাতিজে! এটা খুব উত্তম কথা। হাদীস হিসেবে চালিয়ে দেয়াতে দোষ নেই। –প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪।

www.pathagar.com

৪. কখনো কোন সাহাবী, তাবি'ঈ কিংবা অন্য কোন বুযর্গ লোকের কথাকেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস হিসেবে চালিয়ে দিতো।[১৭]

৫. কখনো তারা সহীহ্ হাদীস-এর সাথে মনগড়া বাক্য সংযোজন করে হাদীস-জাল করতো।[১৮]

৬. কখনো দুর্বল সনদের স্থানে শক্তিশালী সনদ ব্যবহার করে হাদীস রিওয়ায়াত করতো।[১৯]

৭. অনুরূপভাবে কখনো ইসরা'ঈলী রিওয়ায়াতকেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস হিসেবে চালিয়ে দিতো।[২০]

এভাবে বিভিন্ন পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করে তারা জাল (মিথ্যা) হাদীস রচনা করতো।

জাল হাদীস-এর বিভিন্ন স্তর

ইমাম আয্-যাহাবী (র) (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮) জাল হাদীস-এর কয়েকটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। স্তরগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. কিছু সংখ্যক জাল হাদীস মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিসই একমত। কেননা এর রচয়িতাগণই তা মিথ্যা বলে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে।

খ. কিছু সংখ্যক হাদীস জাল (মিথ্যা) হওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ মুহাদ্দিস একমত! কিন্তু কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, হাদীসগুলো গ্রহণযোগ্য নয় একথা ঠিক, তবে এগুলোকে জাল (মিথ্যা) বলে অভিহিত করা যায় না।

গ. অধিকাংশ মুহাদ্দিস-এর মতে কিছু কিছু হাদীস দুর্বল ও পরিত্যক্ত। আবার কোন কোন মুহাদ্দিস সে গুলোকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছেন।[২১]

---

১৭. আল্-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

১৮. এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করা যায় ঃ

انا خاتم النبيين لانبى بعدى الا ان يشاء الله

এ হাদীসের শেষাংশ الا ان يشاء الله মূল হাদীসের অংশ নয়। এটি মুহাম্মাদ ইব্ন সা'ঈদ আল্-মাসলূব-এর রচিত, যে তার দাবির পক্ষে এ বাক্যটি তৈরি করে একটি সহীহ্ হাদীস-এর সাথে সংযোজন করে দিয়েছে। —আস্-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪।

১৯. আল্-কাসিমী, প্রাগুক্ত।

২০. আস্-সাখাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪।

২১. আয্-যাহাবী, শামসুদ্দীন, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ, **আল্-মাওকিযাতু ফী ইল্মি মুস্তালাহিল হাদীস** (সিরিয়া ঃ মাকতাবাতুল মাত্বূ'আতিল ইস্লামিয়াহ্, ১৪০৫/১৯৮৫), পৃ. ৩৬; আবূ বকর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২।

www.pathagar.com

জাল হাদীস কি হাদীসের মধ্যে গণ্য? জাল হাদীসকে হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করার কারণ

জাল হাদীস-এর পূর্বোক্ত সংজ্ঞা থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, এটি নবী করীম (সা)-এর হাদীস নয়, বরং অন্যদের মনগড়া-বানানো মিথ্যা কথা, যা তাঁর নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এটি কোনক্রমেই নবী করীম (সা)-এর হাদীস হিসেবে গণ্য হতে পারে না। কিন্তু তবুও মুহাদ্দিসগণ বহু জাল হাদীসকে হাদীস গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। এমনকি জাল হাদীস-এর গ্রন্থাবলীকেও হাদীস গ্রন্থের মধ্যে গণ্য করেছেন। এর সম্ভাব্য কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. সাধারণত প্রবল ধারণার ভিত্তিতে একটি হাদীস-এর ক্ষেত্রে জাল হওয়ার হুক্ম প্রয়োগ করা হয়, নিশ্চয়তার সাথে নয়। এর দ্বারা এতটুকু ধারণা লাভ করা যায় যে, এটি নবী করীম (সা)-এর হাদীস নয়। তবে অকাট্যভাবে একথা প্রমাণিত নয় বিধায় মুহাদ্দিসগণ জাল হাদীসকেও হাদীস গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন এবং জাল হাদীস-এর গ্রন্থাবলীকে হাদীস গ্রন্থের মধ্যে গণ্য করেছেন।[২২]

২. হাদীস জালকারীগণ যেহেতু একে হাদীস নামে অভিহিত করেছে (যদিও তা প্রকৃতপক্ষে হাদীস নয়)। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের রচিত মিথ্যা হাদীস ও রচয়িতাদের নাম হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. তাদের রচিত (মিথ্যা) হাদীসগুলো অনুসন্ধান করে তা জাল হাদীস হিসেবে চিহ্নিত করে বর্জন করার জন্য ঐ রিওয়ায়াতগুলো হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৩]

৪. 'হাদীস' শব্দের অর্থ যেহেতু কথা বা বাণী, সে হিসেবে জাল হাদীস-এর গ্রন্থাবলীকে হাদীস গ্রন্থের মধ্যে শামিল করা হয়েছে।[২৪]

এসব দিক বিবেচনা করে আলিমগণ জাল হাদীসকে হাদীস গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন এবং জাল হাদীস-এর গ্রন্থাবলীকে হাদীস গ্রন্থের মধ্যে গণ্য করেছেন যদিও তা প্রকৃতপক্ষে নবী করীম (সা)-এর হাদীস নয়।

জাল হাদীস-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলী

জাল (মিথ্যা) হাদীস-এর ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ কতকগুলো শব্দ (পরিভাষা) ব্যবহার করে থাকেন। নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

ক. لا اصل له، باطل لاهل له، موضوع لا اصل له، كذب لا اصل له،
ليس له اصل، لم يوجد له اصل، لا يعرف له اصل، غير معروف اصله، لا

২২. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১১১।

২৩. আস্-সাখাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩।

২৪. আবূ বকর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

www.pathagar.com

اصل له مرفوعا، ليس له اصل مرفوع، لا اصل له بهذا اللفظ، لا يعرف له اصل بهذا اللفظ، لم اجد له اصلا، لم اقف له على اصل، لا اعرف له ماعرفت اصله ،اصلا -[২৫]

খ. আবার কখনো তাঁরা এরূপ শব্দ ব্যবহার করেন ঃ

لا يثبت فيه شئ، لم يثبت فيه شئ، لا يثبت، لم يثبت، ليس بثابت، غير ثابت، لايثبت اصلا، لايثبت بهذا اللفظ -[২৬]

গ. মুহাদ্দিসগণ (জাল হাদীস-এর ক্ষেত্রে) কখনো এরূপ শব্দ ব্যবহার করেন ঃ

لايصح ، لايصح من وجه، لا يصح فيه شئ، لم يصح ، ليس بصحيح، لا يصح حديثا ، لايصح رفعه، لايصح لفظه مرفوعا -[২৭]

ঘ. কখনো এরূপ ঃ

لا يعرف، لا يعرف بهذا اللفظ، لايعرف له اسناد مرفوع، لم يعرف فى كتب الحديث ، لا اعرفه، لم اعرفه هكذا ، لا اعرفه مرفوعا ، لا اعرفه فى المرفوع ، لا اعرفه بهذا اللفظ -[২৮]

ঙ. কখনো এরূপ ঃ

لم يوجد ، لم اجده ، لم اجده هكذا، لم اجده مرفوعا -

চ. আবার কখনো বলেন এরূপ ঃ

لم اقف عليه، لم اقف عليه بهذا اللفظ، لم اره بهذا اللفظ، لم اره فى شئ من الروايات ، لم اقف عليه مرفوعا، لم اقف له على سند -

ছ. কখনো এরূপ ঃ

لا يعلم من اخرجه،ولا اسناده، لا اعلم فيه شيئا، ما علمته حديثا، لا اعلمه بهذا اللفظ، ما علمته فى المرفوع -

২৫. আল্-কারী, মুল্লা আলী ঃ **আল-মাসূনূ ফী মা'রিফতিল হাদীসিল মাওযূ** ১ম সং, (করাচী ঃ ১৪০৭/১৯৮৭) , পৃ. ৩৮-৩৯; প্রসিদ্ধ হাফিযে হাদীসগণের কেউ যদি কোন হাদীস সম্পর্কে উক্তরূপ শব্দ প্রয়োগ করেন এবং হাদীসের অন্য কোন ইমাম এ ব্যাপারে কোনরূপ মন্তব্য না করেন, তা হলে বুঝতে হবে হাদীসটি জাল। —(প্রাগুক্ত), পৃ. ২৫।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০; উক্তরূপ শব্দাবলী কোন জাল হাদীস কিংবা য'ঈফ হাদীস-এর গ্রন্থে উল্লিখিত হলে বুঝতে হবে হাদীসটি জাল। আর 'আহ্কাম'-এর গ্রন্থে উল্লিখিত হলে মনে করতে হবে হাদীসটি পারিভাষিক অর্থে সহীহ্ নয়।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১।

www.pathagar.com

জ. কখনো এরূপ ঃ

لم يرد فيه شئ، ليس فى شئ من المستندات ، ليس فى المرفوع لا يحفظ مرفوعا، لا استحضره فى المرفوع ، لا استحضره[২৯]

ঞ. আবার কখনো বলেন এরূপ ঃ منكر جدا ، منكر، باطل منكر এবং باطل منكر প্রভৃতি।[৩০]

হাদীস জালকারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলী

হাদীস জালকারীদের ক্ষেত্রেও কতিপয় বিশেষ শব্দ (পরিভাষা) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মুহাদ্দিসগণ এগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। আস্-সরীহ (الصريح) এবং আল্-কিনায়া (الكناية)।[৩১] আস্-সারীহ (الصريح)-এর শব্দাবলী তিনটি স্তরে বিভক্ত।

প্রথম স্তর ঃ এ স্তরে রয়েছে আফ্'আলু (افعل) -এর ওযন বিশিষ্ট (সবচেয়ে বেশি দূষণীয়) শব্দাবলী। যেমন ঃ

اكذب الناس ، اوضع الناس ، منبع الكذب[৩২] فى الكذب ، ممن يضرب به المثل فى بكذبه ، اليه المنتهى فى الكذب، اليه المنتهى فى الوضع، فلان احد اركان الكذب ، معدن الكذب، جبل الكذب، ركن الكذب جراب الكذب -[৩৩]

---

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

৩০. ডক্টর আবূ বকর তাঁর **'আলওয়ায্'উ ওয়াল্-ওয়অযূযা'উন'** গ্রন্থে জাল হাদীস এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। (১) আস্-সরীহ্ (الصريح) ঃ যেমন هذا حديث موضوع অথবা كذب অথবা لا اصل له অথবা ليس له اصل অথবা لا يعرف له اصل ইত্যাদি। এবং (২) আল্-কিনায়া (الكنايه) ঃ যেমন لايصح অথবা لايصح فيه شئ অথবা لا يثبت فيه شئ ইত্যাদি। —আবূ বকর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১-১৪৩; আস্-সারীহ্-এর শব্দাবলী দ্বারা হাদীসটি জাল প্রমাণিত হবে, যদি এ ক্ষেত্রে হাদীস সমালোচনাকারী (نقاد حديث) কোন ইমামের দ্বিমত না থাকে। আল্-কিনায়ার শব্দাবলী দ্বারা তখন হাদীসটি জাল প্রমাণিত হবে, যখন তা কোন জাল হাদীস-এর গ্রন্থে উল্লেখিত হয়। আর এ জাতীয় শব্দাবলী আহ্কাম ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখিত হলে বুঝতে হবে হাদীসটি সহীহ্ নয়, য'ঈফ।

৩১. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

৩২. আল্-আন্দীমানী, কাসিম, আস্-সাইয়েদ ঃ **আল্-মিসবাহ্ ফী উলূমিল হাদীস** (মাত্বা'আতুল মাদানী, তা. বি.), পৃ. ১৩৯।

৩৩. আবূ বকর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় স্তর ঃ এ স্তরে রয়েছে জাল বা মিথ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে মুবালাগাহ (আধিক্যবোধক)-এর শব্দাবলী। যেমন فلان كذّاب، فلان وضّاع ، فلان دجّال এবং فلان افّاك ইত্যাদি।

তৃতীয় স্তর ঃ এ স্তরের শব্দাবলী নিম্নরূপ ঃ

فلان يضع الحديث، فلان يسرق الحديث، فلان يختلق الحديث، ساقط ، هالك ، ذاهب الحديث ، متروك الحديث ، متهم بالكذب ، متهم بالوضع ، غير ثقة ولا مأمون، فيه نظر، لا يعتبر لحديثه -[৩৪]

আল-কিনায়া[৩৫] (الكناية) -এর শব্দাবলী নিম্নরূপ ঃ

فلان يزرف الحديث ، فلان يحدث با لاباطيل ، ويحدث بالبواطيل، وله احاديث باطلة ، ... ومن ابا طيله .... اتى بخبر بالطل ، فلان له بلايا ، ومن بلاياه ..... وهذا الحديث من بلاياه ، لعل البلاء منه، له مصائب، من مصائبه، عنده عجائب، عنده اوابد ، فلان ذو اوابد، من اوابده، هذا من افكه، فلان له طامات، فلان أحاديثه لا يتابع عليها، لا متنا ولا اسنادا، كان يرفع المراسيل، ما فى الاسناد من يحمل عليه سواه -[৩৬]

---

৩৪. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

৩৫. আল্-কিনায়া-এর শব্দাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কেননা এর দ্বারা তখনই একটি হাদীস মিথ্যা প্রমাণিত হবে, যখন এর সপক্ষে কোন কারীনা বা আলামত পাওয়া যাবে (যেমন এ শব্দগুলো জাল হাদীস-এর গ্রন্থে উল্লিখিত হওয়া ইত্যাদি)।

৩৬. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৪।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ–২

জাল হাদীস-এর ইতিবৃত্ত

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ তাঁর নামে জাল (মিথ্যা) হাদীস বর্ণনা করা তো দূরের কথা, জানা সহীহ্ হাদীসও বর্ণনা করতে তাঁরা ভয় করতেন। আল্লাহ্ তা'আলা যাঁদেরকে তাঁর রাসূলের সাহচর্যের জন্য মনোনীত করেছেন এবং যাঁরা তাঁর দীনের জন্য নিজেদের জান-মাল, আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয় জন্মভূমিসহ সবকিছু ত্যাগ করে রাসূলের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, যতই প্রয়োজন হোক না কেন, তাঁরা তাঁদের প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয় রাসূলের নামে জাল (মিথ্যা) হাদীস রচনা করে সেই দীনের ভিত্তিমূলকে ধ্বংস করে দেবেন, তা কল্পনা করাও অসম্ভব। অধিকন্তু যেখানে রাসূলের এ সতর্কবাণী রয়েছে ঃ

ان كذبا على ليس ككذب على احد ـ ومن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار ـ

–"নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা অন্য কারো সম্পর্কে মিথ্যা রচনার সমতুল্য নয়। আর যে আমার সম্পর্কে ইচ্ছে করে মিথ্যা রচনা করবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে স্থির করে নেয়।"[১]

জাল (মিথ্যা) হাদীস রচনার এ ভয়াবহ পরিণতির কথা শুনে সাহাবীগণ এতই ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে, ভুলক্রমে কোথাও মিথ্যারোপিত হওয়ার ভয়ে কোন কোন সাহাবী রাসূলের নামে সহজে কোন কথাই বলতে চাইতেন না। সাহাবীগণের জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা এক দৃষ্টান্তহীন তাকওয়ার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এ তাকওয়া ও আল্লাহ্-ভীতি তাঁদের আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা থেকে বিরত রেখেছে। রিজাল শাস্ত্র ও তারীখের গ্রন্থাবলী খুঁজে কারো পক্ষে এরূপ একটি প্রমাণও পেশ করা সম্ভব হবে না যাতে কোন সাহাবী রাসূলের নামে মিথ্যা রচনা করেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে।

সাহাবীগণ যেভাবে গভীর আগ্রহ ও অনুরাগের সাথে নবী করীম (সা) থেকে শরী'আতের বিধি-বিধান গ্রহণ করেছেন, অনুরূপভাবে তা অন্যের নিকটেও পৌঁছিয়ে

১. এটি একটি মাশহূর হাদীস। কোন কোন আলিম একে মুতাওয়াতির বলে আখ্যায়িত করেছেন। সত্তরজন সাহাবী কর্তৃক হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কারো কারো মতে এর বর্ণনাকারীর সংখ্যা আরো অধিক। প্রায় সবকটি হাদীস গ্রন্থেই এটি সংকলিত হয়েছে। —প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

www.pathagar.com

দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা যে কোন প্রকারের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন। সাধারণ লোক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের আমীর (খলীফা)-কেও যখন দেখতেন যে, দীন হতে বিচ্যুত হয়ে গেছে, তখনই তাঁরা এর প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কোন কিছুকেই পরোয়া করতেন না।

দ্বিতীয় খলীফা উমর (রা) (১৩/৬৩৩-২৩/৬৪৩)-এর একটি ঘটনা। জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ঃ হে, লোক সকল! তোমরা স্ত্রীলোকের মাহ্‌র নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। এটা (অধিক মাহ্‌র নির্ধারণ) যদি আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানের বিষয় হতো, তা হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা করতেন। .... তখন এক মহিলা দাঁড়িয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, হে উমর! থামুন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে যা প্রদান করেছেন, আপনি তা থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ـ

–"আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছে করেই থাকো, তবে তাকে এক স্তূপ সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা হতে কিছু ফিরিয়ে নেবে না।"[২] তখন উমর (রা) বললেন, একজন স্ত্রীলোক সঠিক বলেছেন আর একজন পুরুষ (উমর) ভুল করেছে।[৩]

অপর একটি ঘটনা খলীফা আবূ বকর (রা) (১১/৬৩২-১৩/৬৩৪) যখন স্বধর্মত্যাগী ও যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, তখন উমর ফারুক (রা)-এ কথা বলে তার বিরোধিতা করলেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন, "আমি আদিষ্ট হয়েছি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে যতক্ষণ তা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলে। এ কথার স্বীকারোক্তি করলে তারা আমার থেকে তাদের জান ও মাল রক্ষা করলো, তবে কালেমার হক ব্যতীত। আর তাদের হিসেব (মূল ফায়সালা) আল্লাহ্ তা'আলার ওপর।"[৪] তখন আবূ বকর (রা) বললেন, তিনি [নবী করীম-(সা)

---

২. আল। কুরআন, সুরা আন্-নিসা, ৪ ঃ ২০।

৩. 'মর (রা)-এর এ খুতবাটি ইমাম আহ্‌মাদ (র) (মৃ. ২৪১/৮৫৫) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর আস্-সুনান গ্রন্থ প্রণেতাগণ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র) (মৃ. ১১০/৭২৯) থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। মহিলার প্রতিবাদের খবর বর্ণনা করেছেন আবূ ইয়া'লা আল-মাওসিলী তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে। হাদীসটির সনদে একজন দুর্বল রাবী আছেন। অবশ্য আরো কয়েকটি মুনকাতা' সূত্রেও এটি বর্ণিত হয়েছে। —প্রাগুক্ত)

৪. হাদীসটি আল্-বুখারী (র) ও মুসলিম (র) আবূ হুরায়রা (রা) (মৃ. ৫৮/৬৭৮) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالواها فقد عصموا منى دمائهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ـ

www.pathagar.com

]কি কালেমার 'হক'-এর কথা বলেননি? আর এ 'হক'-এর মধ্যেই তো যাকাত রয়েছে। এরপর তিনি (উমর) আবূ বকর (রা)-এর সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। আর এ উমর (রা)-ই হলেন ঐ ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথম আবূ বকর (রা)-কে খলীফা বলে স্বীকার করেন ও সাকীফার দিবসে তাঁর নিকট বায়'আত করেন। আর সেদিন তিনি স্বীকার করলেন তাঁর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। আবূ বকর (রা)-এর প্রতি উমর (রা)-এর এরূপ গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ থাকা সত্ত্বেও তিনি যা হক মনে করলেন, তা নিঃসংকোচে তাঁর [আবূ বকর (রা)-এর] প্রতিকূলে বলে দিলেন।

আলী (রা) (৩৫/৬৫৬-৪০/৬৬১)-এর একটি ঘটনা। গর্ভবতী এক ব্যভিচারিণীকে উমর (রা)-এর নিকট বিচারের জন্য আনা হলে তিনি তাকে পাথর মেরে হত্যা (রজম) করার নির্দেশ দিলেন। তখন আলী (রা) একথা বলে তাঁর (উমরের) এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যদিও এ মহিলাকে রজম (হত্যা) করার একটা পথ আপনাকে দেখিয়েছেন, কিন্তু তার গর্ভের সন্তানের জন্য অনুরূপ কোন পথ করে দেননি। তখন উমর (রা) তাঁর হুক্‌ম রহিত করে বললেন, আলী (রা) না হলে উমর (রা) ধ্বংস হয়ে যেত।[৫]

অপরদিকে আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) (মৃ. ৭৪/৬৯৩) ঈদের নামাযের পূর্বে খুতবা পাঠের বিষয়ে মদীনার গভর্নর মারওয়ানের বিরোধিতা করেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে তাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এটা সুন্নাতের পরিপন্থী ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলের বিপরীত কাজ।

ইমাম আয্-যাহাবী (র) 'তাযকিরাতুল-হুফ্ফায' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ (৮৩/৭০২-৯৬/৭১৩) যখন খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন ইব্‌ন 'উমর (রা) (মৃ. ৭৪/৬৯৩) দাঁড়িয়ে তাঁকে বলতে লাগলেন, আল্লাহ্‌র দুশমন! হেরেম শরীফে রক্তপাত বৈধ করেছে, আল্লাহ্ তা'আলার ঘরকে বিনষ্ট করেছে এবং আল্লাহ্‌র ওলীদেরকে শহীদ করেছে।[৬]

সাহাবীগণ সম্পর্কে অনুরূপ আরো শত-সহস্র ঘটনা ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা (সাহাবীগণ) সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কত নির্ভীক ও দুঃসাহসী ছিলেন। সত্যের জন্য তাঁরা নিজেদের জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। কাজেই তাঁরা যে কু-প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে বা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে নবী করীম (সা)-এর নামে মিথ্যা রচনা করবেন, তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। এমন কি অন্য কারো পক্ষ থেকে রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ সম্পর্কে চুপ থাকাটাও ছিল তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। ইজতিহাদগত ত্রুটির ক্ষেত্রেও তাঁরা পরস্পরের সাথে মত বিনিময় করে তার সমাধান করে নিতেন।

---

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

৬. আয্-যাহাবী (১৯৮১), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

www.pathagar.com

সাহাবীগণ নিঃসংকোচে একে অন্যের সমালোচনা করেছেন। এমনকি স্বয়ং খলীফা বা আমীরের সমালোচনা করতেও কখনো দ্বিধাবোধ করেননি। কিন্তু তাঁদের কাউকে কখনো একথা বলে কারো সমালোচনা করতে দেখা যায়নি যে, অমুক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করেছেন। এ সম্পর্কে সাহাবীগণ পরস্পর কি বলাবলি করতেন তা শুনুন ঃ ইমাম আল্-বায়হাকী (র) (মৃ ৪৫৮/১০৬৬) বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের সবাই রাসূলের হাদীস স্বয়ং শুনতাম না। আমাদের নিজেদের পেশা ছিল, কাজকর্ম ছিল। তবে (তখনকার) লোকজন মিথ্যা বলতেন না। কাজেই উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন।[৭]

তিনি (আল-বায়হাকী) কাতাদাহ্ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, আনাস (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করলে তাঁকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এটি নবী করীম (সা) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ; অথবা এরূপ বললেন, আমার নিকট এমন ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন যিনি কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। আল্লাহ্র কসম! আমরা কখনো মিথ্যা বলতাম না এবং মিথ্যা কি, তাও জানতাম না।[৮] দীর্ঘজীবী সাহাবী আনাস (রা) (যিনি সাহাবা যুগের শেষের দিকে ৯৩ হি. সনে ইন্তিকাল করেছেন) আরো বলেন, আমরা কখনো একে অন্যের প্রতি (মিথ্যার) সন্দেহ করতাম না।[৯]

আয়েশা (রা) অধিক হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে আবূ হুরায়রা (রা)-এর বহু সমালোচনা করেছেন। কিন্তু কখনো তিনি একথা বলেননি যে, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলের নামে জাল (মিথ্যা) হাদীস রচনা করেছেন। আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) অনেক সাহাবীর নিকট স্বীয় বর্ণিত হাদীস যাঁচাইয়ের জন্য সাক্ষ্য তলব করেছেন, কিন্তু কখনো এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেননি যে, বর্ণনাকারী নবী করীম (সা)-এর নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করেছেন। তাঁদের সন্দেহের বিষয় ছিল দু'টি, ভুল বোঝা এবং ভুলে যাওয়া।[১০]

খলীফা উমর (রা)-এর নিকট ফাতিমা বিন্ত কায়স যখন এমন একটি হাদীস বর্ণনা করলেন যা তাঁর মতে কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত, তখন তিনি এটা শুধু এ বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আমি এমন এক মহিলার কথায় আল্লাহ্র কিতাব এবং

৭. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

৮. আস-সুয়ূতী, **মিফতাহুল জান্নাহ্** (মিসর ঃ তা. বি.), পৃ. ২৫।

৯. ইব্ন সা'দ, **আত্-তাবাকাতুল কুবরা**, ৭ম খ. (বৈরূত ঃ দারু সাদির, তা. বি.), পৃ. ২১।

১০. অর্থাৎ বর্ণনাকারী নবী করীম (সা)-এর নিকট যা শুনেছেন বা তাঁকে যা করতে দেখেছেন, তার মর্ম সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন কিনা এবং বর্ণনার সময় পর্যন্ত হুবহু তা স্মরণ রাখতে পেরেছেন কিনা, এটা প্রমাণ করার জন্যই তাঁরা অপর ব্যক্তির সাক্ষ্য তলব করতেন, মিথ্যার সন্দেহে নয়।

www.pathagar.com

তাঁর রাসূলের সুন্নাত বাদ দিতে পারি না যার সম্পর্কে আমার ধারণা নেই যে, সে রাসূলের কথা ঠিকভাবে স্মরণ রাখতে পেরেছে, না ভুলে গিয়েছে।[১১]

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (মৃ. ৪৪ হি.) একবার উমর ফারুক (রা)-এর বাড়িতে গেলেন এবং বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে তিনবার সালাম জানালেন। ভেতর থেকে প্রবেশের অনুমতিসূচক কোন উত্তর না আসায় তিনি ফিরে আসলেন। অতঃপর উমর (রা) তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে আবূ মূসা (রা) বললেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, তিনবার (অনুমতির প্রার্থনা সূচক) সালাম জানাবার পরও যদি প্রবেশের অনুমতি না পাওয়া যায়, তা হলে বাড়িতে প্রবেশ না করে প্রত্যাবর্তন করবে। এ কথা শুনে উমর (রা) তাঁকে বললেন, এটা যদি আপনি রাসূলের নিকট থেকে শুনে ঠিকভাবে স্মরণ রেখে থাকেন তবে তো ভাল, নতুবা আমি আপনাকে এমন কঠোর শাস্তি দেব যা অন্যের জন্যও শিক্ষণীয় হয়। অতঃপর আবূ মূসা (রা) যখন আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) অন্য বর্ণনামতে উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত করলেন, তখন উমর (রা) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হে আবূ মূসা! আমি আপনার প্রতি মিথ্যার সন্দেহ করিনি। এটা আমি এজন্য করেছি যাতে অপর (অ-সাহাবী) লোকেরা নবী করীম (সা)-এর নামে মিথ্যা (জাল) হাদীস রচনা করার সাহস না পায়।[১২]

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করার কারণে কোন কোন সাহাবী হাদীস জানা সত্ত্বেও তা বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতেন। একবার আব্দুল্লাহ্ তাঁর পিতা যুবাইর (রাসূলের ফুফাত ভাই)-কে বললেন, আব্বা! আপনি ইব্ন মাস'উদ (রা) ও অন্যান্যদের মত নবী করীম (সা)-এর হাদীস বর্ণনা করেন না কেন? উত্তরে যুবাইর (রা) বললেন, বাবা! আমি যে রাসূলের খিদমতে ছিলাম না বা তাঁর হাদীস আমার জানা নেই, ব্যাপারটি তা নয়। আসল ব্যাপার এই যে, আমি ভয় করি, ভুলে যেন তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপিত হয়ে না যায়। কেননা তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যারোপ করবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে খুঁজে নেয়।[১৩]

আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর নিকট যখন বলা হলো ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, জীবিতদের ক্রন্দনের কারণে মৃত ব্যক্তির আযাব হয়ে থাকে। তিনি (আয়েশা) এর কঠোর প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু তার ভাষা ছিল এরূপ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আবূ আব্দির রহমান (ইব্ন উমর)-কে মাফ করুন। অবশ্য তিনি মিথ্যা বলছেন না। তবে তিনি ভুলে গিয়েছেন অথবা রাসূলের কথার মর্ম সঠিকভাবে

---

১১. গীলানী, মানাযির আহসান ঃ **তাদবীনে হাদীস** (সাহারানপুর ঃ মাকতাবা থানবী দেওবন্দ, ১৪০৩/১৯৮৩), পৃ. ৪৩০।

১২. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

১৩. আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।

www.pathagar.com

বুঝেননি। আসল ব্যাপার এই যে, নবী করীম (সা) একজন ইয়াহূদী মহিলার কবরের নিকট দিয়ে যাবার সময়ে বলেছিলেন, মেয়েলোকটি কবরে আযাব ভোগ করছে আর তার পরিবারের লোকেরা তার জন্য কাঁদছে।[১৪]

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা একথা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে কিংবা তাঁর ওফাতের পরে সাহাবীগণ থেকে কোনরূপ মিথ্যা প্রকাশ পায়নি এবং কখনো কোন সাহাবী রাসূলের নামে জাল (মিথ্যা) হাদীস রচনা করেননি। সাহাবীগণ প্রত্যেকেই ছিলেন একে অপরের বিশ্বাসভাজন। তাঁরা পরস্পর কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। তাঁদের ভেতরে দীনী বিষয়ে ইজতিহাদ সংক্রান্ত যে মতভেদ ছিল, তার মূল কারণ হলো তাঁরা সকলেই সত্যের অনুসন্ধান করতেন। কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে যিনি যা হক মনে করতেন, নির্দ্বিধায় তা প্রকাশ করে দিতেন। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী মতও পরিলক্ষিত হয়।

জাল হাদীস-এর সূচনা প্রসংগে বিভিন্ন অভিমত

জাল হাদীস-এর সূচনাকাল নির্ধারণে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে প্রধান অভিমত হলো পাঁচটি। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

প্রথম অভিমত

অধ্যাপক আহমাদ আমীন এবং হাশিম মা'রূফ আল-হুসাইনী আশ্-শী'ঈ-এর মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগ থেকেই জাল (মিথ্যা) হাদীস রচনার সূত্রপাত হয়। অধ্যাপক আহমাদ আমীন তাঁর 'ফাজরুল ইসলাম' গ্রন্থে জাল হাদীস প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, জাল হাদীস-এর সূত্রপাত নবী করীম (সা)-এর যুগেই হয়েছিল। এ জোর সন্দেহের কারণ من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار (যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলবে, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান খুঁজে নেয়।)-এ হাদীসটি। তাঁর মতে এমন এক পরিস্থিতিতে এ হাদীসটি বলা হয়েছে, যেখানে নবী করীম (সা) সম্পর্কে মিথ্যাচার হয়েছিল।[১৫] শেখ আবূ যাহু

---

১৪. (প্রাগুক্ত), (আল-বুখারী ও মুসলিম থেকে উদ্ধৃত); ইমাম আহ্মাদ (র)-এর মুসনাদ গ্রন্থে রিওয়ায়াতটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ رحم الله عمر وابن عمر ، فوالله ما هما بكاذبين ولا مكذبين ولا متزيدين –"আল্লাহ্ পাক 'উমর (রা) ও ইব্ন উমর (রা)-এর প্রতি রহম করুন। আল্লাহ্র কসম! তাঁরা মিথ্যাবাদীও নন, মিথ্যা রিওয়ায়াতকারীও নন এবং অতিরিক্ত কথা সংযোগকারীও নন।" —গীলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩০।

১৫. আহমাদ আমীন, অধ্যাপক ঃ **ফাজরুল ইসলাম**, ১০ম সং, (বৈরুত ঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৩৮৯/১৯৬৯), পৃ. ২১১ মূল আরবী ঃ

قال : ويظهر ان هذا الوضع حدث فى عهد الرسول، فحديث : من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار، يغلب على الظن انه اغاقيل لحادثه زور فيها على الرسول -

www.pathagar.com

থেকেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত হয়েছে।[১৬] এ মতের সপক্ষে তাঁরা যে সব দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেন তা নিম্নরূপ ঃ

১. ইমাম আত্-তাহাবী (র) (জ. ২৩৯/৮৫৩- মৃ. ৩২১/৯৩৩) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন বুরাইদা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, মদীনার পার্শ্ববর্তী একটি গোত্রে জনৈক ব্যক্তি এসে বললো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে তোমাদের মধ্যে অমুক অমুক বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত রায় দ্বারা ফায়সালা করতে বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে লোকটি জাহিলিয়াতের যুগে সেই গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু তারা এতে অস্বীকৃতি জানায়। তারপর এ মিথ্যা কথা বলে লোকটি সেই মহিলার নিকট গেল। এ ঘটনার সত্যতা যাঁচাইয়ের জন্য তারা নবী করীম (সা)-এর নিকট লোক পাঠালো। তিনি [নবী করীম-(সা)] বললেন, আল্লাহ্র দুশমন মিথ্যা বলেছে। অতঃপর নবী করীম (সা) সেখানে এক ব্যক্তিকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, যদি লোকটিকে জীবিত পাও তবে তাকে হত্যা করবে। কিন্তু আমার মনে হয় তাকে জীবিত পাবে না। আর মৃত পেলে তার লাশ আগুনে জ্বালিয়ে দেবে। ঐ ব্যক্তি সেখানে গিয়ে তাকে মৃত অবস্থায় পেলেন। সাপে দংশন করার ফলে সে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর তিনি তার লাশ জ্বালিয়ে দিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই নবী করীম (সা) এ হাদীসটি (من كذب على متعمدا ......) বলেছিলেন।[১৭]

২. এ ঘটনাটিই একটু পরিবর্তন সহকারে ইমাম আত্-তাবারানী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর পোশাকের ন্যায় পোশাক পরিধান করে মদীনার একটি গোত্রের নিকট গিয়ে বলল, আমি যেখানে ইচ্ছে সেখানে অবস্থান করতে পারবো, নবী করীম (সা) আমাকে এ অনুমতি দিয়েছেন। লোকেরা তার জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দিল এবং ঘটনাটি অবহিত করার জন্য নবী করীম (সা)-এর নিকট একজন লোক পাঠাল। অতঃপর তিনি [নবী-(সা)] আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-কে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, তোমরা যদি লোকটিকে জীবিত পাও তবে তাকে হত্যা করে তার লাশ আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। আমার মনে হয় তোমরা তাকে হত্যা করার সুযোগ পাবে না। তোমাদের পৌছার পূর্বেই হয়তো সে মারা যাবে। তাঁরা সেখানে পৌছে জানতে পারলেন যে, লোকটি রাতে পেশাব করতে বেরুলে একটি বিষাক্ত সর্পের দংশনে সে মারা যায়। সুতরাং তাঁরা তার মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম (সা) এ হাদীসটি (من كذب على متعمدا ...) বলেছিলেন।[১৮]

---

১৬. আবূ যাহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮০।

১৭. আত্-তাহাবী, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ; **মুশকিলুল আসার**, ১ম সং, ১ম খ. (হিন্দুস্তান ঃ দায়িরাতুল মা'আরিফ, ১৩৩৩/১৯১৫), পৃ. ১৬৫।

১৮. আল-কারী, মুল্লা আলী ঃ **আল্ মাওযূআতুল কাবীর** (করাচী ঃ মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, তা. বি.), পৃ. ৯।

www.pathagar.com

৩. ইব্‌নুল জাওযী (র) অপর একটি সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) থেকে (সামান্য রদ-বদলসহ) অনুরূপ আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এর মূল কথা হলো ঃ আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) একদিন তাঁর সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি বলতে পার নবী করীম (সা) কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে এ হাদীসটি (من كذب على متعمدا ...) বলেছেন? একটি লোক এক মহিলাকে ভালবেসেছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় লোকটি ঐ মহিলার গৃহে এসে বলল, নবী করীম (সা) আমাকে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন। যে কোন গৃহে আমি মেহমান হিসেবে অবস্থান করতে পারবো। সেখান থেকে একটি লোক এসে এ ঘটনাটি নবী করীম (সা)-কে অবহিত করলে তিনি বললেন, লোকটি মিথ্যা বলেছে। তুমি যাও, আল্লাহ্ পাক তোমাকে সুযোগ দিলে তার গর্দান দ্বিখন্ডিত করে লাশ আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। লোকটি রওয়ানা হলে তাকে পুনরায় ডেকে নবী করীম (সা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সুযোগ করে দিলে তাকে শুধু হত্যা করবে, লাশ আগুনে পোড়াবে না। কেননা একমাত্র আল্লাহ্ই আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে পারেন, অন্য কেউ নয়। তবে আমার মনে হয় সেখানে গিয়ে তুমি তাকে জীবিত পাবে না। তোমার পৌঁছার পূর্বেই সে মারা যাবে। হঠাৎ করে আসমান থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলে লোকটি উযূ করার জন্য ঘর থেকে বের হয় এবং বিষাক্ত সাপের দংশনে সে মারা যায়। নবী করীম (সা)-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি বললেন, সে জাহান্নামবাসী হয়ে গেছে।[১৯]

পর্যালোচনা

হাশিম মারূফ আল-হুসাইনীও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[২০]

অধ্যাপক আহ্‌মাদ আমীন এবং হাশিম মা'রূফ আল-হুসাইনীর মতে আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরাইদা, আমর ইব্‌নুল আস এবং আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত উল্লিখিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম (সা) উক্ত (من كذب على متعمدا। الخ) হাদীসটি বলেছেন। এবার আসুন! আমরা এসব রিওয়ায়াত-এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতামত বিশ্লেষণ করে দেখি, তাঁরা কি বলেন?

১. ইমাম আত্-তাহাবী (র) (মৃ. ৩২১/৯৩৩) তাঁর 'মুশকিলুল আ-সা-র' গ্রন্থে আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরাইদার হাদীসটি দু'টি[২১] সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইব্‌নুল-জাওযী

---

১৯. ইব্‌নুল জাওযী, আব্‌দুর রহমান ইব্‌ন আলী ঃ **আল-মাওযূ'আত**, ১ম সং, ১ম খ, (করাচী ঃ মুহাম্মাদ সা'ঈদ এন্ড সন্স, ১৩৮৬/১৯৬৬), পৃ. ৫৬।

২০. আবূ বকর প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩।

২১. প্রথম সূত্রটি হলো ঃ

قال ابو جعفر الطحاوى حدثنا الحمانى حدثنا على بن مسهر عن صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال .....

www.pathagar.com

(র)-ও একাধিক সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন।[২২] তবে এ সূত্রেগুলো সবই এসে মিলিত হয়েছে 'সালিহ্ ইব্ন হাইয়ান'-এর সাথে।[২৩] বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হলেও এর মূল বক্তব্য প্রায় একই। এ হাদীসের মূল রাবী সালিহ্ ইব্ন হাইয়ান মুহাদ্দিসগণের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। ইমামগণ তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। ইমাম বুখারী (র)-এর নিকট তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।[২৪] ইমাম নাসা'ঈ (র) ও দাওলাবীর মতে তিনি সিকাহ্ রাবী নন।[২৫] ইব্ন মা'ঈন (র) (জ. ১৫৮/৭৭৫- মৃ. ২৩৩/৮৪৮) ও আবূ দাউদ (র) (জ. ২০২/৮১৭-মৃ.২৭৫/ ৮৮৯)-এর মতে তিনি দুর্বল রাবী। আবূ হাতিম (র) থেকেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত হয়েছে।[২৬] মোট কথা তাঁর দুর্বলতার ব্যাপারে জার্হ্ ও তা'দীল-এর ইমামগণ প্রায় সকলেই একমত। আর মুহাদ্দিসগণের নিকট দুর্বল হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় হাদীসটি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটি ইমাম আত্-তাবারানী (র) তাঁর 'আল্-আওসাত' গ্রন্থে রিওয়ায়াত করেছেন। প্রথম হাদীসটির মত এটিও দুর্বল। কেননা এ হাদীসের সনদেও এমন একজন রাবী রয়েছেন যার রিওয়ায়াত হাদীস বিশেষজ্ঞগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আস্-সাখাবী (র) এ রিওয়ায়াতটিকে মিথ্যা ও জাল বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন, এ ঘটনা আদৌ সঠিক নয়।[২৭]

তৃতীয় হাদীসটি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের সনদে সারী ইব্ন ইয়াযীদ খুরাসানী এবং আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন আলী আল-ফাযারী নামে এমন দু'জন রাবী রয়েছেন 'রিজাল শাস্ত্রে' যাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত পাওয়া যায় না।[২৮] আর দাউদ ইব্ন যাবারকান নামে অপর একজন রাবী

দ্বিতীয় সূত্রটি হলো ঃ

حدثنا ابو اميه ثنا زكريا بن عدى ثنا على بن مسهر عن صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال .....

– আত্ তাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪-১৬৫।

২২. ইবনুল জাওযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬।

২৩. অর্থাৎ সালিহ্ ইব্ন হাইয়ান থেকে বুরাইদার এ হাদীসটি অন্যান্য রাবীগণ রিওয়ায়াত করেছেন।

২৪. আয-যাহাবী, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ঃ **মীযানুল ই'তিদাল**, ১ম সং, ২য় খ., (বৈরুত ঃ দারুল মা'রিফা, ১৩৮৩/ ১৯৬৩), পৃ. ২৯২; আল্-বুখারী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল ঃ **'আত্ তারীখুল কাবীর'** ২/২ খ, (হায়দারাবাদ ঃ ১৩৬১/ ১৯৪২), পৃ. ২৭৫।

২৫. ইব্ন হাজার, আহ্মাদ ইব্ন আলী ঃ **তাহ্যীবুত্ তাহযীব**, ৪র্থ খ., (পাকিস্তান ঃ আব্দুত্-তাওয়াব একাডেমী, তা. বি.), পৃ. ৩৩৮

২৬. ইব্ন আবী হাতিম ঃ **আল-জার্হু ওয়াত্-তা'দীল**, ১ম সং, ৪র্থ খ., (বৈরুত ঃ দারুল কিতাবিল্ ইলমিয়্যাহ, ১৯৫২ ইং), পৃ. ৩৯৮

২৭. আস্-সুবা'ঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।

২৮. ফালাতা, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

সম্পর্কে হাদীস সমালোচনাকারী ইমামগণ বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেছেন। আবূ হাতিমের মতে তিনি খুবই দুর্বল, তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।[২৯] ইব্‌ন মা'ঈনের মতে তাঁর হাদীস-হাদীস হিসেবেই গণ্য নয়।[৩০] আন্-নাসা'ঈর মতে তিনি সিকাহ্ রাবী নন। ইব্‌নুল্ মাদীনী বলেন, তাঁর কিছু হাদীস গ্রহণীয়, কিছু বর্জনীয়, আর কিছু আছে খুবই দুর্বল। ইয়া'কূব ইব্‌ন শাইবা ও আবূ যুর'আর মতে তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। জাওযানীর মতে তিনি একজন চরম মিথ্যাবাদী। আবূ দাউদের মতে তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।[৩১] ইব্‌ন হিব্বানের নিকট অন্যান্য সিকাহ রাবীর সাথে তাঁর হাদীস সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তখন গ্রহণযোগ্য হবে। তাঁর একক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।[৩২] বায্‌যার (র)-এর মতে তিনি মুন্‌কার হাদীস রিওয়ায়াত করেন।[৩৩] ইব্‌ন খার্‌রাম, ইয়া'কূব ইব্‌ন সুফইয়ান, সাজী এবং আজালীর মতে তিনি য'ঈফ হাদীস রিওয়ায়াত করেন।[৩৪]

হাদীসের প্রখ্যাত ইমামগণের এসব সমালোচনা থেকে বুঝা যায় যে, দাউদ নামের ঐ রাবী খুবই দুর্বল। সুতরাং এরূপ দুর্বল রাবীর হাদীস কিছুতেই দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিশেষত ঐ ক্ষেত্রে নয়, যেখানে নবী করীম (সা)-এর যুগেই জাল (মিথ্যা) হাদীসের সূত্রপাত হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

এ-তো গেল হাদীসের সনদভিত্তিক পর্যালোচনা। এর মতন বা মূল বক্তব্যও অপরিচিত। এতে জালের লক্ষণ সুস্পষ্ট। কেননা রাসূলের জীবনের কোথাও আমরা এ কথা পাই না যে, তিনি মৃত ব্যক্তির লাশ পুড়িয়ে দেয়ার আদেশ করেছেন। কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থেও এরূপ বর্ণনার সন্ধান পাওয়া যায় না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, হাদীস সমালোচনাকারী ইমামগণের দৃষ্টিতে এসব রিওয়ায়াত নির্ভরযোগ্য নয়। এর একটি দ্বারাও এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, নবী করীম (সা)-এর যুগে জাল হাদীসের সূত্রপাত হয়েছিল। তাঁর আমলে তো নয়ই, আবূ বকর এবং উমর (রা)-এর যুগেও কেউ হাদীস জাল করার দুঃসাহস করতে পারেনি। এ ব্যাপারে তাঁরা কড়া নযর রাখতেন যে, সাহাবীগণ কর্তৃক হাদীস জালের সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও হাদীস বর্ণনার পর মর্যাদাবান সাহাবীগণের নিকট পর্যন্ত তাঁরা সাক্ষ্য তলব করতেন। মুগীরা ইব্‌ন শু'বা নানীর পক্ষে নাতির মীরাস লাভের হাদীস বর্ণনা করলে সিদ্দীকে আকবার (রা) তাঁর নিকট সাক্ষ্য তলব করেন।

২৯. ইব্‌ন আবূ হাতিম, ১/১ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩।

৩০. আয্-যাহাবী , ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৩১. ইব্‌ন হাজার ঃ **আত্-তাহ্‌যীব**, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

৩২. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭।

৩৩. ইব্‌ন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

www.pathagar.com

এভাবে আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) ঘরে প্রবেশে অনুমতির জন্য সালাম সংক্রান্ত হাদীস বললে উমর ফারুক (রা) তাঁকে প্রমাণ উপস্থিত করবার নির্দেশ দেন। ইতোপূর্বে একথা বলা হয়েছে।

আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে রিদ্দা বা স্বধর্মত্যাগী আন্দোলনের সময় জাল হাদীস রচনা করার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু এ সময়েও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে কোন মুসলমান জাল (মিথ্যা) হাদীস রচনা করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। অধিক সংখ্যক বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীগণের উপস্থিতি, মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলেই এটা সম্ভব হয়নি।[৩৫] সুতরাং রাসূল (সা)-এর জীবদ্দশায় জাল হাদীস-এর সূত্রপাত হয়েছে বলে যে দাবি করা হয়, তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষত এ কারণেও আমরা এ দাবি মানতে পারছি না যে, এতে সাহাবীগণের প্রতি এ অভিযোগ আরোপিত হয় যে, তাঁরা মিথ্যা বলতেন। অথচ এটা হলো বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা ইতোপূর্বে তাঁদের সম্পর্কে আমরা যে আলোচনা করেছি, তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, সাহাবীগণ কখনো পরস্পর মিথ্যা কথা বলতেন না। এমনকি মিথ্যা কি, তাও তাঁরা জানতেন না। হাদীস বর্ণনায় তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে হকপন্থী সকল আলিমই একমত। অবশ্য গোঁড়া ও বিপদগামী শী'আ, খারিজী ও মু'তাযিলীদের এ ব্যাপারে ভিন্নমত রয়েছে।[৩৬]

বিপথগামী শী'আরা আলী (রা)-এর ইমামাত ও আহ্লে বায়তের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সাহাবীগণের আদালাত বিনষ্ট করতে ও মর্যাদাহানিকর কথা বলতে, এমনকি তাঁদের প্রতি মিথ্যার অপবাদ দিতেও সামান্য পরিমাণ দ্বিধা-সংকোচ করতো না। এরূপ গোঁড়া ও বিপথগামী শী'আপন্থী হওয়ার কারণেই উল্লিখিত হাশিম মা'রূফ আল-হুসাইনী সাহাবীগণের আদালাত সম্পর্কে কটুক্তি করতে পেরেছেন এবং এরূপ মন্তব্য করেছেন যে, তাঁদের (সাহাবীদের) যুগ মিথ্যামুক্ত ছিল না। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই হাদীস জাল করার সূত্রপাত হয়। তার সম্পর্কে ডক্টর আবূ বকরের উক্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, 'এ ব্যক্তি (হাশিম মা'রূফ) যদি জাল হাদীস সম্পর্কে কোন গ্রন্থ না লিখতো কিংবা এ সম্পর্কে কোন কথা না বলতো, তাহলে এখানে আমি তার নামই উল্লেখ করতাম না।'[৩৭]

এ তো গেল হাশিম মা'রূফ আল-হুসাইনীর কথা। তিনি না হয় শী'আ আকীদা পোষণ করার কারণে সাহাবীগণের সম্পর্কে এরূপ ভিত্তিহীন ও অশালীন মন্তব্য করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক আহমাদ আমীন কি করে এরূপ অগ্রহণযোগ্য রিওয়ায়াতকে

---

৩৫. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

৩৬. আস্-সুবা'ঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১।

৩৭. আবূ বকর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

www.pathagar.com

দলীল হিসেবে গ্রহণ করলেন, তা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার। আসলে এটা তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও গবেষণার ফসল নয়; বরং এটা হলো তাঁর প্রাচ্যবিদ গুরুদের শেখানো বুলি। ইসলাম বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদদের দর্শন পড়ে তাঁর ভেতরেও হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মারাত্মক সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর রচিত 'ফাজ্রুল ইসলাম' গ্রন্থের 'আল্-হাদীস' অধ্যায়টি পর্যালোচনা করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩৮]

আমাদের এ আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে হাদীস জাল করার সূত্রপাত হয়েছে বলে আহ্মাদ আমীন ও হাশিম মা'রূফ আল্-হুসাইনী যে দাবি পেশ করেছেন এবং এর সপক্ষে যে সব দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন, তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ইতিহাসও এর সত্যতা স্বীকার করছে না, নির্ভরযোগ্য হাদীসও নয়। উল্লেখ্য যে, হাদীসের সহীহ্ ও নির্ভরযোগ্য প্রত্যেকটি গ্রন্থে এ মর্মে ঐকমত্য রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্, (সা) যখন পরবর্তী উম্মাতের নিকট হাদীস পৌঁছানোর আদেশ দিয়েছিলেন, তখন তিনি এ হাদীসটি- (من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار) বলেছিলেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে চরম সতর্কতা অবলম্বনের জন্যই তিনি একথা বলেছেন। হাদীসটি বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে নানান আংগিকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ

১. ইমাম বুখারী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بلغوا عني ولو اية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار -

২. ইমাম মুসলিম (র) আবূ সা'ঈদ আল্-খুদরী (রা) থেকে এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرأن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار -

৩. ইমাম আত্-তিরমিযী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا الحديث عني الا ما علمتم فمن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار -

৩৮. আহ্মাদ আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮-২২৪।

www.pathagar.com

৪. ইমাম আহ্‌মাদ (রা) আবূ মূসা আল-গাফিকী থেকে এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اخر ما عهد الينا ان قال : عليكم بكتاب الله وسترجعون الى قوم يحبون الحديث عنى فمن قال على ما لم اقل فليتبوا مقعده من النار ـ

উল্লিখিত মুহাদ্দিসগণ ছাড়াও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এরূপ কাছাকাছি অর্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এসব বর্ণনা দ্বারা এ কথা বুঝা যায় যে, নবী করীম (সা) জানতেন, অচিরেই ইসলাম ব্যাপক প্রসার লাভ করবে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক ইসলাম গ্রহণ করবে। সেহেতু তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনার আদেশ দেন এবং তাঁর নামে মিথ্যা হাদীস রিওয়ায়াত করা থেকেও বিরত থাকার নির্দেশ দেন। বিশেষ করে তিনি সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে এ সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন। কেননা তাঁরাই রাসূলের হাদীস পরবর্তী লোকদের নিকট পৌঁছাবেন। আর তাঁরাই রাসূলের নবুওয়াত ও রিসালাতের চাক্ষুষ সাক্ষ্যদাতা। উপরোক্ত রিওয়ায়াতসমূহের কোন একটিতেও এ বিষয়ে আদৌ বিন্দুমাত্র ইশারা নেই যে, তিনি এমন অবস্থায় এ হাদীসটি বলেছেন, যেখানে তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বলা হয়েছে।[৩৯]

দ্বিতীয় অভিমত

এ অভিমতের প্রবক্তা হলেন ডক্টর আকরাম যিয়া আল-উমরী। তাঁর মতে তৃতীয় খলীফা উসমান (রা)-এর খিলাফত[৪০] আমলের শেষার্ধ থেকে হাদীস জালকরণের সূত্রপাত হয়। এ প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, উসমান (রা)-এর খিলাফত আমলের দ্বিতীয়ার্ধে রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের গোলযোগ ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে কেউ কেউ উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে তথাকথিত বিভিন্ন অভিযোগ দাঁড় করিয়ে তার প্রতিশোধ নেয়ারও দাবি তোলে। এভাবে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং উসমান (রা)-এর নৃশংস হত্যাকান্ডের মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু এখানেই এর শেষ নয়, এসব ঘটনার ফলে ইসলামী সমাজ যে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় এবং জনমনে যে প্রতিহিংসা সৃষ্টি হয়, পরবর্তীতেও তার প্রভাব রয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও আমরা উসমান (রা)-এর খিলাফত আমলের এমন কোন রিওয়ায়াত পাই না, যাতে হাদীস জালকরণের ইংগিত রয়েছে।

৩৯. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

৪০. দ্বিতীয় খলীফা উমর (রা)-এর শাহাদাতের পর ২৪হি. সনে উসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হন এবং ৩৫ হি. সনে (৬৫৬ খ্রি.) শাহাদাত বরণ করেন। −আস্-সুয়ূতী ঃ তারীখুল্ খুলাফা (ইন্ডিয়া ঃ আশরাফী বুক ডিপো, তা. বি.), পৃ. ১৫৬।

www.pathagar.com

তবে হ্যাঁ, এরূপ একটিমাত্র ঘটনা পাওয়া যায় যা আবূ সাওর আল্-ফাহ্মী থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি উসমান (রা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইব্ন উদাইসকে মিম্বারে বসে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী কারীম (সা)-কে বলতে শুনেছেন যে, উবাইদা তার স্বামীর ব্যাপারে যতটুকু বিভ্রান্ত হয়েছিল, উসমান (রা) তার চেয়েও অধিক বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। রাবী (আবূ সাওর আল-ফাহ্মী) বলেন, এ ঘটনাটি আমি উসমান (রা)-কে অবহিত করলে তিনি বলেন আল্লাহ্র কসম্, ইব্ন উদাইস মিথ্যা বলেছেন। তিনি ইব্ন মাস্'উদ (রা) থেকে এ রিওয়ায়াত শুনেননি। আর ইব্ন মাস'উদ (রা)-ও তা নবী করীম (সা) থেকে শুনেননি। ডক্টর আকরাম যিয়া আল-উমরী বলেন, সম্ভবত এ ইব্ন উদাইস-ই সর্বপ্রথম জাল (মিথ্যা) হাদীস রচনা করেন। উসমান (রা)-এর খিলাফত আমলে এ ঘটনাটি ঘটে।[৪১]

পর্যালোচনা

ডক্টর আকরাম যিয়া আল-উমরীর উক্ত অভিমতের ভিত্তি হলো আবূ সাওর আল-ফাহ্মী[৪২] থেকে বর্ণিত উল্লিখিত রিওয়ায়াতটি যা তিনি ইব্ন উদাইস (রা)[৪৩] থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্নুল-জাওযী (র)-ও এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন।[৪৪] উভয় রিওয়ায়াতের মধ্যে কিছু শাব্দিক পরিবর্তন ছাড়া আর তেমন কোন পার্থক্য নেই।

নিম্নলিখিত কারণে এ রিওয়ায়াতটি গ্রহণযোগ্য নয় ঃ

প্রথমত ঃ এ রিওয়ায়াতটি যে জাল বা মিথ্যা, তা প্রমাণ করার জন্য ইব্নুল-জাওযী (র) তাঁর 'মাওযূ'আত' গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন। আর এটি যে তৃতীয় খলীফা উসমান (রা)-এর সুমহান চরিত্রকে কলুষিত করার জন্য রচনা করা

৪১. আল উমরী, আকরাম যিয়া, ডক্টর ঃ **'বাহুসুন ফী তারীখিস্ সুন্নাহ'** ৪র্থ খ., (তা বি), পৃ. ৫।

৪২. আবূ সাওর আল্-ফাহমী (রা) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। তাঁর নাম ও পিতার নাম জানা যায়নি। তাঁর থেকে মিসরবাসীরা একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। – আবূ বকর (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৮৮; ইব্ন হাজার, আহ্মাদ ইব্ন আলী ঃ **'আল্-ইসাবাহ ফী তামঈযিস্ সাহাবা'** ১ম স!, ৩য় খ., (বৈরুত ঃ ১৩২৮/১৯১০), পৃ. ২১৯।

৪৩. তাঁর পূর্ণ নাম ঃ আব্দুর্-রহমান ইব্ন উদাইস ইব্ন আমর আল-বা'লবী (রা)। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত ছিলেন এবং বৃক্ষের নিচে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। তিনি উসমান (রা)-কে অবরুদ্ধের জন্য মিসর থেকে আগত দলটির নেতৃত্বে ছিলেন। ৩৬/৬৫৭ সনে তিনি সিরিয়ায় ইন্তিকাল করেন। ইব্নুল্-আসীর, আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ঃ **উসুদুল গাবাহ,** ৩য় খ, (বৈরুত ঃ দার ইহ্ইয়াইত্-তুরাসিল আরাবী, তা. বি.), পৃ. ৩০৯।

৪৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ঃ ইব্নুল-জাওযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫।

www.pathagar.com

হয়েছে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তবে এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিবেচ্য বিষয় হলো এই যে, ইব্‌নুল জাওযী (র) এ জাল হাদীসটি রচনার ব্যাপারে অভিযুক্ত করেছেন প্রখ্যাত সাহাবী আব্‌দুর রহমান ইব্‌ন উদাইস (রা)-কে। উল্লেখ্য যে, এ ইব্‌ন উদাইস (রা) সেই সব সাহাবীর একজন, যাঁরা হুদায়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত ছিলেন এবং বায়'আতে রিদওয়ানে নবী করীম (সা)-এর হাতে হাত রেখে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। এদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

—"আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করলো।"[৪৫]

সুতরাং আমাদের মতে এরূপ মর্যাদাবান একজন প্রখ্যাত সাহাবীর পক্ষে কখনো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে জাল (মিথ্যা) হাদীস রিওয়ায়াত করা সম্ভবপর নয়। এর কারণেও ইব্‌নুল জাওযী (র)-এর এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, বিপুল সংখ্যক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে চালিয়ে দেয়া এরূপ একটি মিথ্যা (জাল) হাদীস শুনলেন, অথচ এর ভয়াবহ পরিণতির কথা জেনেও কেউ এর প্রতিবাদ করলেন না! এটা একদিকে যেমন ছিল তাঁদের মর্যাদার পরিপন্থী কাজ, অন্যদিকে এরূপ জঘন্য ও ন্যাক্কারজনক কাজে চুপ থাকাটাও তাঁদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। কেননা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন নির্ভীক ও আপোষহীন। এ ব্যাপারে কাউকেও তাঁরা পরওয়া করতেন না, এমন কি স্বয়ং খলীফাকেও নয়। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তবে একথাও সত্য যে, উসমান (রা)-কে অবরুদ্ধ করার জন্য মিসর থেকে যে বিদ্রোহী দলটি এসেছিল, তার নেতৃত্বে ছিলেন সাহাবী ইব্‌ন উদাইস (রা)। আর এদের হাতেই শহীদ হয়েছেন তৃতীয় খলীফা উসমান (রা)। সম্ভবত উসমান (রা) এর এরূপ প্রচণ্ড বিরোধিতা করার কারণেই ইব্‌নুল জাওযী (র) সাহাবী ইব্‌ন উদাইস (রা)-এর ওপর নবী করীম (সা) সম্পর্কে জাল (মিথ্যা) হাদীস রচনার এ অভিযোগটি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি যে একজন সাহাবী এবং বায়'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী ঐ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গের একজন, যাঁদের প্রতি আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্ট হয়েছেন, এদিকে তিনি মোটেই লক্ষ্য করেননি। আর এর সাথে যেহেতু সাহাবীগণের আদালতের প্রশ্নও জড়িত এবং তাঁদের আদালতের ব্যাপারে আহ্‌লুস্-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত-এর ঐকমত্যও রয়েছে। কাজেই একজন সাহাবী সম্পর্কে ইব্‌নুল-জাওযী (র)-এর এ ধরনের মন্তব্য করার পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ

৪৫. আল্-কুরআন, সূরা আল্-ফাত্‌হ, ৪৮ ঃ ১৮।

www.pathagar.com

ছাড়া এরূপ মর্যাদাবান একজন সাহাবীকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা সমীচীন হয়নি।[৪৬]

দ্বিতীয়ত ঃ এ হাদীসের সনদে ইব্‌ন লাহী'আ নামক জনৈক রাবী রয়েছেন যার নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে হাদীসের ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মতে তার একক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। উপরোক্ত রিওয়ায়াতটি তার একক বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। তবে তার হাদীসের সমর্থনে যদি অন্য কোন হাদীস পাওয়া যায় কিংবা তিনি যদি দলবদ্ধভাবে অন্যান্য বর্ণনাকারীর সাথে হাদীস রিওয়ায়াত করেন, তবে তা বিবেচনাযোগ্য। সার কথা হলো, হাদীস বিশেষজ্ঞদের নিকট ইব্‌ন লাহী'আ দুর্বল ও মুদাল্লিস রাবী হিসেবে গণ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি 'মাওকূফ' হাদীসকে 'মারফূ' হাদীস হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন। সম্ভবত এক্ষেত্রেও এরূপ ঘটনা ঘটেছে। কেননা ইব্‌ন কাসীর 'আল-বিদায়া' গ্রন্থে এ রিওয়ায়াতটি 'মাওকূফ' হিসেবে ইব্‌ন উদাইস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।[৪৭]

এখন প্রশ্ন হলো এ মাওকূফ হাদীসটি মারফূ' হিসেবে রিওয়ায়াত করলেন কে? তিনি অবশ্যই এ-হাদীসের সনদের একজন রাবী। তিনি কি সাহাবী ইব্‌ন উদাইস না অন্য কেউ? এ প্রশ্নের জবাবে ডক্টর উমর ফালাতা বলেন, এ হাদীসের সনদে 'ইব্‌ন লাহী'আহ্' নামক জনৈক দুর্বল রাবী রয়েছেন। অধিকাংশ হাদীস বিশেষজ্ঞের মতে তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তিনিই এ কাজটি করেছেন। প্রথম জীবনে তিনি হাদীসটি 'মাওকূফ' হিসেবে রিওয়ায়াত করেছেন। অতঃপর শেষ জীবনে যখন তাঁর স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায় এবং তাঁর হাদীসের গ্রন্থাবলীও বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন তিনি ভুলক্রমে এ 'মাওকূফ' হাদীসটিকেই মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেন।[৪৮] এ হাদীসের অপর রাবী ইব্‌ন লাহী'আর উস্তাদ ইয়াযীদ ইব্‌ন আমর একজন নির্ভরযোগ্য রাবী।[৪৯] আর অপর দু'জন রাবী আবূ সাওর আল্-ফাহমী (রা) ও আব্দুর রহমান ইব্‌ন উদাইস (রা) হলেন সাহাবী। সুতরাং যুক্তি সংগত কারণেই এ হাদীসটি মারফূ' হিসেবে রিওয়ায়াত করার দায়িত্ব বর্তায় ইব্‌ন লাহী'আর প্রতিই। আর একজন সাহাবীর পরিবর্তে একজন অ-সাহাবীকে অভিযুক্ত করাটাই অধিক শ্রেয়। কেননা হাদীস রিওয়ায়াতে সাহাবীগণ যে আদিল ছিলেন, সে ব্যাপারে সকলেই একমত। সুতরাং ডক্টর আকরাম যিয়া আল্-উমরী উসমান (রা)-এর খিলাফাত আমলের শেষার্ধ থেকে জাল হাদীসের সূচনা হয় বলে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং তার সপক্ষে যে সব দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন, তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

---

৪৬. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯-১৯০।

৪৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ঃ ইব্‌ন কাসীর, **'আল্-বিদায়া'**, ৭ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

৪৮. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯।

৪৯. তাঁর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে আবূ হাতিম (র), ইব্‌ন হিব্বান (র), ইমাম বুখারী (র) এবং ইমাম যাহাবী (র) প্রমুখ অভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। – ইব্‌ন হাজার ঃ **আত্-তাহ্যীব, ১১শ খ,** প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১।

www.pathagar.com

তৃতীয় অভিমত ঃ ডক্টর আবূ শাহ্‌বা, শায়খ আব্‌দুল-ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ্‌ ও ডক্টর মুস্‌তাফা আস্‌-সুবা'ঈ প্রমুখের মতে ৪০/৬৬১ সন থেকে জাল হাদীসের সূচনা হয়। ডক্টর মুহাম্মাদ আজ্‌জাজ আল্‌-খতীব থেকেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত হয়েছে। ডক্টর মুহাম্মাদ আবূ শাহ্‌বা বলেন, ইসলামের চরম শত্রু মুনাফিক, ইয়াহূদী ও যিন্দীকগণ মহান খলীফা উসমান (রা)-এর কোমলতা ও সরলতার সুযোগ গ্রহণ করে সর্বপ্রথম তাঁর যুগেই ফিতনার বীজ বপন করে। ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পাপাত্মা ইয়াহূদী আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন সাবা এক বিরাট ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। এ উদ্দেশ্যে সে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে ঘুরে স্বীয় আকীদা প্রচার করতে থাকে। শী'আ আকীদার ছত্রছায়ায় সে আলী (রা) ও আহলে-বায়তের পক্ষে প্রচারণা চালাতে থাকে। সে বলে বেড়াতে থাকে যে, আলী (রা) হচ্ছেন নবী করীম (সা)-এর ওসী বা উত্তরাধিকারী। সুতরাং একমাত্র তিনিই হচ্ছেন খিলাফতের হকদার। এমনকি আবূ বকর ও উমর (রা)-এর চেয়েও অধিক হকদার ছিলেন তিনি। এ প্রসংগে সে (ইব্‌ন সাবা) নবী করীম (সা)-এর নামে এ জাল হাদীসটি রিওয়ায়াত করে ঃ

لكل نبى وصى، ووصى على .... –"প্রত্যেক নবীরই একজন ওসী ছিল। আর আমার ওসী হলো আলী (রা)।"

এ জাল হাদীসটি রচনা করা হয় ৪০/৬৬১ সনের কাছাকাছি সময়ে।[৫০] শায়খ আব্‌দুল-ফাত্তাহ আবূ গুদ্দার মতেও ৪০ হি. সনের কাছাকাছি সময়ে হাদীস জালকরণের সূত্রপাত হয়। তিনি তাঁর 'লামহাতু মিন তারীখিস্‌-সুন্নাহ' গ্রন্থে লিখেছেন– চার খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ পর্যন্ত হাদীস জাল (মিথ্যা) হাদীসের মিশ্রণ থেকে মুক্ত ছিল। তৃতীয় খলীফা উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর কিছু সংখ্যক লোকের ভেতর অশুভ রাজনৈতিক চিন্তাধারা সৃষ্টি হয়। এ সময় হাদীস রিওয়ায়াত ও তা সংরক্ষণের ব্যাপারে কিছু ত্রুটিও পরিলক্ষিত হয়। তখন সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণ ও তার নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করেন এবং সনদ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন যাতে পবিত্র হাদীসের মধ্যে কোন মনগড়া কথার অনুপ্রবেশ ঘটতে না পারে।[৫১] এ মতের সপক্ষে তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়তটি দলীল হিসেবে পেশ করেন। ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন ঃ

لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم -

---

৫০. আবূ বকর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

৫১. আব্‌দুল্‌-ফাত্তাহ, আবূ গুদ্দাহ ঃ **লামহাতু মিন তারীখিস্‌ সুন্নাতিল মুশার্‌রাফাহ্‌** (তা. বি.), পৃ. ৩৬।

www.pathagar.com

–"এমন এক সময় ছিল যখন লোকেরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো না। কিন্তু পরে যখন ফিতনা দেখা দিল, তখন লোকেরা হাদীস বর্ণনাকারীদের বললো, তোমরা কোন্ ব্যক্তির নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছো, আমাদের কাছে তাঁদের নাম বর্ণনা কর। তাতে দেখা যাবে তারা আহলুস্-সুন্নাহ্ কি না? যদি তাঁরা এ সম্প্রদায়ের হন, তা হলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে। আর যদি দেখা যায় তারা বিদ'আতী, তা হলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।"[৫২]

জাল হাদীসের সূচনা প্রসংগে ডক্টর মুস্তাফা আস্-সুবাঈ বলেন, হিজরী চল্লিশ সন (৬৬১ খ্রি.) হলো হাদীসের অনাবিল বিশুদ্ধতা এবং এর মধ্যে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ও জাল হাদীস রচনার একটি চিহ্নিত সীমারেখা। এরপর হাদীসে চলে সংযোজন। হাদীসকে করা হয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার এবং অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদের মাধ্যম। অর্থাৎ চল্লিশ হিজরী সন পর্যন্ত হাদীস ছিল পবিত্র। তারপর এ দুর্ঘটনাটি ঘটে তখন, যখন আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যকার বিরোধ যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। রক্তক্ষয় হয় প্রচুর। অনেক লোক হারায় প্রাণ। মুসলমানরা বিভক্ত হয়ে পড়ে বিভিন্ন দল-উপদলে। অধিকাংশ লোকই ছিল আলী (রা)-এর পক্ষে। অতঃপর উদ্ভব হয় খারিজী সম্প্রদায়ের। তারা প্রথমে ছিল আলী (রা)-এর একান্ত সমর্থক। এরপর তারা তাঁকে বর্জন করে দোষারোপ করতে থাকে আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা) উভয়কে। আলী (রা)-এর শাহাদাত ও মু'আবিয়া (রা)-এর খিলাফত দখলের পর আহ্লে-বায়ত খিলাফত তাদের প্রাপ্য বলে দাবি করতে থাকে। তারা উমাইয়া বংশের আনুগত্য করতেও অস্বীকৃতি জানায়। এ রাজনৈতিক কোন্দলের ফলে মুসলমানগণ ছোট-বড় বহু দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, মুসলমানদের এ দ্বিধা-বিভক্তি একটি দীনী রূপ পরিগ্রহ করে। ইসলামের মধ্যে দীনী মাযহাব সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এর বিরাট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি দলই নিজ নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে দলীল পেশ করার চেষ্টা করতে থাকে। আর প্রত্যেক দলের দাবি অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহ্র সমর্থন না থাকাটাই স্বাভাবিক। সুতরাং কোন কোন দল কুরআনের মূল অর্থকে বাদ দিয়ে এর বিকৃত ব্যাখ্যা শুরু করে দেয়। আর হাদীস যে অর্থ বহন করে, তা গ্রহণ না করে অপর অর্থ গ্রহণ করতে থাকে। তাদের মধ্যে কোন কোন দল এমনও ছিল যারা তাদের দলীয় সমর্থনে রাসূল (সা)-এর নামে মিথ্যা হাদীস রচনা শুরু করে দেয়। এখান থেকেই হাদীস জালকরণের সূচনা হয়।[৫৩]

---

৫২. আল-কুশাইরী, মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ, ইমাম মুসলিম ঃ **সহীহ্ মুসলিম**, ১ম খ., (কায়রো ঃ দারু ইহ্ইয়া-ইল্-কুতুবিল্ আরাবিয়্যাহ, ১৩৩৬/১৯১৮), পৃ. ১৫।

৫৩. আস্ সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

www.pathagar.com

ডক্টর মুহাম্মাদ আজ্জাজ আল-খতীব বলেন, চার খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ পর্যন্ত মুসলমানগণ বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হওয়ার পূর্বে হাদীস সব ধরনের রদ-বদল ও মিথ্যার সংমিশ্রণ থেকে পবিত্র ছিল।

হিজরী প্রথম শতাব্দীর সবচেয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ছিল উসমান (রা)-এর নৃশংস হত্যাকান্ড। এটি ছিল ইসলামের প্রথম ফিতনা। এর থেকে আরও বহু ফিতনার উদ্ভব হয়। এতে মুসলিমবিশ্ব এক মহাসংকটে পতিত হয়। যার পরিণতি আজও তাদের ভোগ করতে হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, প্রথম হিজরী শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাল হাদীসের সূচনা হলেও তা ব্যাপাকভাবে বিস্তার লাভ করতে পারেনি। কেননা তখনো বিপুল সংখ্যক সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাঁদের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তাবি'ঈগণও হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সহীহ্ ও জাল (মিথ্যা) হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা তাঁদের নিকট খুব সহজ ছিল। একটি হাদীস দেখেই তাঁরা বলতে পারতেন এটি সহীহ্ না গায়র সহীহ্। এসব কারণে এ শতাব্দীতে জাল হাদীসের বিস্তৃতি ঘটেনি। এরপর ধীরে ধীরে বিদ'আত ও ফিতনা-ফাসাদ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে হাদীস জালকরণের প্রবণতাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৫৪] অবশ্য আমাদের আলিম সমাজও প্রতি যুগেই হাদীস জালকরণের এ প্রবণতা রোধ-কল্পে দৃঢ় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

পর্যালোচনা

ডক্টর আবূ শাহবার মতে চল্লিশ হিজরী সন থেকে হাদীস জালকরণের সূত্রপাত হয়। এর সপক্ষে তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সাবার রিওয়ায়াতটি দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। অবশ্য কোন্ গ্রন্থ থেকে এ রিওয়ায়াতটি গ্রহণ করা হয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়নি। তবে অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছে যে, ইব্ন জারীর আত্-তাবারী তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থে এ রিওয়ায়াতটি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া শাহ্ আব্দুল-আযীয (র) রচিত 'আত্-তুহফাতুল ইস্না আশারিয়াহ' গ্রন্থে, ইব্ন হাজার (র) রচিত 'লিসানুল্ মীযান' গ্রন্থে এবং মানাযির আহসান গীলানী (র) রচিত 'তাদবীনে হাদীস' প্রভৃতি গ্রন্থেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য এ রিওয়ায়াতটি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাই উল্লিখিত গ্রন্থে এ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তার সার-সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন নিবাসী আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সাবা নামক এক শিক্ষিত ধুরন্ধর ইয়াহূদী যিন্দীক তৃতীয় খলীফা উসমান (রা)-এর যুগে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে এবং গোপনে ইসলামকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এক বিরাট ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে তিনটি পন্থা অবলম্বন করে ঃ

১. নবী করীম (সা)-এর নামে জাল বা মিথ্যা হাদীস রচনা করে ইসলামের পবিত্রতা নষ্ট করা;

৫৪. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭-১৯৩ (সার-সংক্ষেপ)।

www.pathagar.com

২. মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি করে তাঁদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করা এবং

৩. সাহাবীগণের নামে দুর্নাম রটনা করে ইসলামের প্রতি মানুষের আকর্ষণকে বিনষ্ট করা। কেননা পরবর্তী অ-সাহাবী লোকদের পক্ষে ইসলাম লাভের একমাত্র মাধ্যম ছিলেন সাহাবীগণ। সুতরাং তাঁদের প্রতি আস্থা বজায় না থাকলে কারো পক্ষে কুরআন-হাদীসে বিশ্বাস কিংবা ইসলামের প্রতি আকর্ষণের কোন সূত্রই বাকী থাকে না।

ইব্‌ন সাবার দৃষ্টিতে ইসলামী খিলাফতের কেন্দ্র মদীনা থেকে দূরে অবস্থিত মুসলমানদের প্রধান প্রধান সেনানিবাস বসরা, কূফা ও মিসরই ছিল তার কার্যের উপযুক্ত ক্ষেত্র। কারণ এসব স্থান একদিকে যেমন ছিল খলীফার দৃষ্টি হতে বহু দূরে অবস্থিত, তেমনি সে সব স্থানে সৈন্যরা ছিল অধিকাংশই অ-সাহাবী নও-মুসলিম তরুণ, যাদের পক্ষে নবী করীম (সা)-এর সাহচর্য লাভ করে ইসলাম সম্পর্কে পরিপক্ক হওয়ার কিংবা সরাসরিভাবে রাসূল (সা)-এর নিকট থেকে হাদীস লাভের কোন সুযোগ ঘটেনি। এভাবে তার দৃষ্টিতে আলী (রা)-ই ছিলেন উপযুক্ত পাত্র যাঁর নামে মুসলমানদের ভেতর বিভেদ সৃষ্টি করা অত্যন্ত সহজ। কেননা তিনি হচ্ছেন রাসূল (সা)-এর নিকট আত্মীয় এবং ফাতিমা (রা)-এর স্বামী। ইব্‌ন সাবা তাই মদীনা থেকে বসরা গমন করে বলে বেড়াতে থাকে যে, আলী (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট থেকে কুরআনের ইল্‌ম ছাড়াও এক বিশেষ ইল্‌ম প্রাপ্ত হয়েছেন এবং তিনি হচ্ছেন নবী করীম (সা)-এর ওসী। সুতরাং একমাত্র তিনিই হচ্ছেন খিলাফতের বৈধ হকদার। তাঁর ওপর দিয়ে অন্য কারো নেতৃত্ব চলতে পারে না, আবূ বকর ও উমর (রা) রাসূল (সা)-এর উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজ করেছেন এবং উসমান (রা) এ ব্যাপারে তাঁদের অনুসরণ করেছেন। সে আরো বলতে থাকে যে, আবূ বকর, উমর ও 'উসমান (রা)-এর প্রতি আলী (রা) অসন্তুষ্ট কিন্তু বিশেষ কারণে তিনি তা প্রকাশ করছেন না। সে আরো বলে বেড়াতে থাকে যে, আলী (রা) মৃত্যুবরণ করেননি। তিনি এখনো জীবিত আছেন। তিনি মেঘের সাথে থাকেন। মেঘের গর্জন তাঁর আওয়াজ এবং বিদ্যুৎ তাঁর হাসি। ইব্‌ন মুলযিম[৫৫] আলী (রা)-কে নয়, বরং তাঁর আকৃতির একটি শয়তানকে হত্যা করেছে। তিনি আবার দুনিয়ায় ফিরে এসে সব অন্যায় ও অত্যাচার দূর করে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করবেন।[৫৬] এভাবে ইব্‌ন সাবা ও তার সাথীরা আলী (রা)-সম্পর্কে নানা প্রকার অলৌকিক কথা প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত

---

৫৫. ইব্‌ন মুলযিম আলী (রা)-কে হত্যা করেছিল।

৫৬. আব্‌দুল-'আযীয, শাহ, 'আত্-তুহফাতুল ইসনা আশারিয়্যাহ্', (সৌদী আরব ঃ ১৪০৪/১৯৮৪), পৃ. ১০; ইব্‌ন তাহির, আব্‌দুল-কাহির ঃ **আল ফার্‌কু বাইনাল ফিরাক**, (বৈরুত ঃ দারুল মা'রিফা, তা. বি.), পৃ. ২২৫, ২৩৩।

www.pathagar.com

করার চেষ্টা করতে থাকে। এমনকি পরিশেষে তারা এ কথা বলতে শুরু করে যে, আলী (রা)-ই স্বয়ং খোদা বা খোদার অবতার। তারা আরো বলে বেড়াতে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবার দুনিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলার ছায়া এবং তাঁরা নিষ্পাপ ও ত্রুটিহীন। আল্লাহ্র সমস্ত হিকমাত ও জ্ঞান তাঁদেরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বসরা মদীনা থেকে দূরে বিধায় প্রথমত আলী (রা) এসব প্রচার-প্রপাগাণ্ডার কথা কিছুই জানতে পারেননি। আর ধুরন্ধর ইব্ন সাবাও এর গোপনীয়তার জন্য সকলের প্রতিই কড়া নির্দেশ দিয়েছিল। বসরার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ইব্ন আমির তার আচরণে সন্দেহ করে তাকে বসরা ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। বসরা ত্যাগ করে সে মুসলমানদের দ্বিতীয় সেনানিবাস কূফায় প্রবেশ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তরুণ সৈন্যগণকে হাত করে নেয়। অতঃপর সে কূফা থেকে বিতাড়িত হয়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করে। এরপর সিরিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে সে মিসর উপস্থিত হয় এবং মিসরকে কেন্দ্র করে চারদিকে তার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকে। পুনরায় সে বলতে থাকে যে, এক হাজার নবী পৃথিবীতে এসেছেন। প্রত্যেক নবীরই একজন করে ওসী ছিল। আর আলী (রা) হলেন মুহাম্মাদ (সা)-এর ওসী। সে আরো বলতে লাগলো যে, মুহাম্মাদ (সা) হলেন, সর্বশেষ নবী। আর আলী হলেন, সর্বশেষ ওসী[৫৭] সে উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধেও ভিত্তিহীন অভিযোগ দাঁড় করিয়ে লোকদেরকে খেপিয়ে তোলে। এভাবে একদিকে সে আলী (রা)-এর পক্ষ অবলম্বন করে এবং অন্যদিকে উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে লোকদেরকে খেপিয়ে তুলে এক প্রচণ্ড আন্দোলনের সূত্রপাত করে। অল্পদিনের মধ্যেই সে আশাতীত সফলতা লাভ করে এবং তৃতীয় খলীফা উসমান (রা)-কে শহীদ করাতে সমর্থ হয়।

অবশেষে আলী (রা) তাঁর খিলাফাতকালে ইব্ন সাবার ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হয়ে তার অনুচরদেরসহ তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারেন।[৫৮] ইব্ন তাহির (র) রচিত 'আল্-ফার্কু বাইনাল্ ফিরাক' গ্রন্থের ২২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে, আলী (রা) যখন তাদেরকে আগুনে ফেললেন, তখন তারা বললো, এখন আমরা নিশ্চিত হলাম যে, আপনিই আমাদের খোদা। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কেউ কাউকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেয় না। আলী (রা) সম্পর্কে ইব্ন সাবা ও তার সাথীরা যে সব কথা বলে বেড়াত, তা শুনে তিনি নিজেই অবাক হয়ে যেতেন। তিনি কঠোর ভাষায় এর প্রতিবাদও করেছেন। তিনি ইব্ন সাবাকে লক্ষ্য করে এ কথাও বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী আগমনের যে খবর দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে তুমিও

---

৫৭. আত্-তাবারী, মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর : **তারীখ** ২য় সং ৪র্থ খ, (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, তা. বি.), পৃ. ৩৪০

৫৮. ইব্ন হাজার আহ্মাদ ইব্ন আলী : **লিসানুল মীযান**, ১ম সং, ১ম খ, (লাহোর : তা. বি.), পৃ. ২৯০।

www.pathagar.com

একজন।[৫৯] ইব্‌ন সাবার কথা শুনে চরম ক্ষোভ ও দুঃখের সাথে মাঝে মধ্যেই আলী (রা)-এর মুখ দিয়ে এরূপ কথা বেরিয়ে যেত, এ কালো খবীসের[৬০] সাথে আমার কি সম্পর্ক?[৬১] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, খিলাফতের গুরু দায়িত্ব পালন এবং নানা প্রকার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে ব্যস্ত থাকায় আলী (রা) সাবায়ীদেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার সুযোগ পাননি।[৬২] এ হলো সাবায়ী ষড়যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

পর্যালোচনা

উল্লিখিত বিবরণটি বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াহূদী ইব্‌ন সাবা তার নিজস্ব আকীদা ও ধ্যান-ধারণা প্রচার করে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। আর তার এ অপপ্রচারে অনেক লোক বিভ্রান্তও হয়। ফলে তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর এর এক মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়ে। মিসরের বিদ্রোহী দলটিও ইব্‌ন সাবার সাথে যোগ দিয়ে উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে আন্দোলন ধূমায়িত করতে থাকে। রাষ্ট্রের সর্বত্র তখন নানা ধরনের বিদ্রোহ, গোলযোগ ও অসন্তোষ দেখা দেয়। পরিশেষে তৃতীয় খলীফা উসমান (রা)-এর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে এর বিস্ফোরণ ঘটে। এখানেই এর শেষ নয়; অতঃপর এ সূত্র ধরে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহ্ শী'আ ও খারিজী নামে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে ইসলামের অগ্রগতি, ঐক্য ও সংহতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এখন পর্যন্ত মুসলিম বিশ্ব এর প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। উল্লিখিত বিবরণ থেকে এ কথাও পরিষ্কার যে, ইব্‌ন সাবা যে সব আকীদা প্রচার করে বেড়াত, তা ছিল তার নিজস্ব মনগড়া কথা। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সে কুরআনের আয়াতেরও অপব্যাখ্যা করে একথা প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসবেন। এভাবে আলী (রা)-এর সমর্থনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওয়াসিয়্যাত প্রমাণের ক্ষেত্রেও সে কিয়াসের অপপ্রয়োগ করেছে।

ডক্টর উমর ফালাতা বলেন, এ ঘটনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, ইব্‌ন সাবা নবী করীম (সা)-এর নামে কোন জাল (মিথ্যা) হাদীস

---

৫৯. প্রাগুক্ত।

৬০. কালো খবীস দ্বারা ইব্‌ন সাবাকে বুঝানো হয়েছে। তার মা খুব কালো ছিল বিধায় তাকে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

৬১. প্রাগুক্ত; মূল আরবী ঃ ما لى ولهذا الخبيث الاسود

৬২. মুহাম্মাদ আলী, সাইয়েদ ঃ **শীয়া মতবাদ ও ইসলাম**, ১ম সং, (ঢাকা ঃ দারুল্ ইফ্‌তা বাংলাদেশ, ১৯৮৪), পৃ. ৩; ইব্‌ন সাবাকে আলী (রা) হত্যা করেছেন কিনা সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে ইব্‌ন হাজার (র)-এর মতে তিনি ইব্‌ন সাবাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছেন। ان عليا حرقه بالنار – আয্-যিরাকলী, খাইরুদ্দীন ঃ **আল-আ'লাম** ৪র্থ সং, ৪র্থ খ., (বৈরুত, ১৩৯৯/১৯৭৯), পৃ. ৮৮।

www.pathagar.com

রিওয়ায়াত করেছে বলে প্রমাণিত হয় না। কেননা এ কথা প্রমাণের জন্য সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী দলীলের প্রয়োজন। অথচ এরূপ কোন দলীল ডক্টর আবূ শাহ্‌বা পেশ করেননি যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইব্‌ন সাবা[৬৩] ওয়াসিয়্যাত সংক্রান্ত হাদীসটি জাল করেছে। সুতরাং জাল হাদীসের সূচনাকাল নির্ধারণের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এরূপ রিওয়ায়াত দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।[৬৪]

পর্যালোচনা

এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ডক্টর আবূ শাহ্‌বার মতে ইব্‌ন সাবা চল্লিশ হিজরী সনে' এ হাদীসটি (لكل نبى وصى ووصى على .....) "প্রত্যেক নাবীরই একজন ওসী ছিল, আর আমার ওসী আলী (রা)।" রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে জাল করে। এখন আসুন! আমরা এ রিওয়ায়াতটির সনদ বিশ্লেষণ করে দেখি তাতে ইব্‌ন সাবার নাম আছে কিনা? আল্লামা আজ্-জাওযাকানী (র) এ রিওয়ায়াতটি তাঁর 'আল্-আবাতীল' গ্রন্থে পূর্ণ সনদসহ বর্ণনা করেছেন।[৬৫] তার কোথাও ইব্‌ন সাবার নাম নেই। সুতরাং এরদ্বারা বুঝা যায় যে, এ রিওয়ায়াতটি সে নবী করীম (সা)-এর নামে জাল করেনি। এ ছাড়া আজ্-জাওযাকানী (র) নিজেও রিওয়ায়াতটি উল্লেখ করার পর মন্তব্য করেছেন যে, এটি বাতিল ও ভিত্তিহীন। এর সনদ অন্ধকারে ভরা। কেননা এ রিওয়ায়াতের সনদে আলী ইব্‌ন মুজাহিদ নামে জনৈক রাবী রয়েছেন, যাকে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মা'ঈন হাদীস জালকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল-মাগাযী নামে তার একটি গ্রন্থও রয়েছে। তাতে তিনি মনগড়া কথার সাথে সনদ জুড়ে হাদীস

---

৬৩. ইব্‌ন সাবার পুরো নাম ঃ আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা। ইয়েমেন বংশোদ্ভূত নিগ্রো মায়ের গর্ভজাত ইয়াহূদী সন্তান ইব্‌ন সাবা হলো সাবায়ীদের প্রতিষ্ঠাতা। সাবায়ীরা আলী-(রা)-কে খোদা বা তাঁর অবতার মনে করতো। তাদের মতে আলী (রা) এখনো জীবিত আছেন। তিনি ঈসা (আ)-এর মত আসমানে আছেন। তিনি মেঘের সাথে থাকেন। মেঘের গর্জন তাঁর আওয়াজ এবং বিদ্যুৎ তাঁর হাসি। তাদের মতে ইব্‌ন মুলযিম আলী (রা)-কে হত্যা করেনি, বরং তাঁর আকৃতির একটি শয়তানকে হত্যা করেছে। তিনি আবার ঈসা (আ)-এর মত দুনিয়াতে ফিরে আসবেন এবং সব অন্যায়-অত্যাচার দূর করে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। তাদের মতে যেহেতু মেঘের গর্জন তাঁরই আওয়াজ, মেঘের গর্জন শুনলেই তারা বলে 'ওয়া আলাইকাস্ সালাম ইয়া আমীরাল মু'মিনীন। – ইব্‌ন তাহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫-২৩৪; আব্‌দুল্ আযীয, প্রাগুক্ত।

৬৪. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১-২০২।

৬৫. এরূপ সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ঃ عن محمد بن حميد الرازى ثنا ابن مجاهد ثنا محمد ابن اسحاق عن شريك بن عبد الله عن ابى ربيعة الايادى عن ابن بريدة عن ابيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ

www.pathagar.com

হিসেবে রিওয়ায়াত করেছেন। এ ছাড়া এ সনদের অপর একজন রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকও একজন দুর্বল রাবী হিসেবে পরিচিত।[৬৬]

ইব্নুল্-জাওযী (র)-ও এ রিওয়ায়াতটি 'আল্-মাওযূ'আত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, হাদীসের প্রখ্যাত ইমাম আবূ যার'আ ও ইব্ন দার্রাহ্ এ হাদীসের অপর রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন হুমাইদকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছন।[৬৭] সুতরাং এ রিওয়ায়াতটি গ্রহণযোগ্য নয়।

আমাদের এ আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আলী (রা)-এর সমর্থনে ওয়াসিয়্যাত সংক্রান্ত উল্লিখিত রিওয়ায়াতটি ইব্ন সাবা নবী করীম (সা)-এর নামে জাল করেনি। তবে এটা তার নিজস্ব মনগড়া কথা হতে পারে। কেননা এরূপ একজন ধুরন্ধর মিথ্যাবাদীর মুখ থেকে এ ধরনের কথা বের হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। পরবর্তীতে হয়তো কেউ তার এ মনগড়া কথার সাথে সনদ জুড়ে দিয়ে তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস হিসেবে চালিয়ে দিয়েছে। দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি মাত্র। প্রকৃত ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

শেখ আব্দুল্-ফাত্তাহ আবূ গুদ্দার মতে চল্লিশ হিজরী সনের কাছাকাছি সময়ে জাল-হাদীসের সূচনা হয়। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, উসমান-(রা)-এর শাহাদাতের পর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণ ও এর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করেন। তখন থেকে তাঁরা সনদ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। এ মতের সপক্ষে তিনি মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন থেকে বর্ণিত একটি হাদীসও দলীল হিসেবে পেশ করেছেন।

এ হাদীসটি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এতে সনদ সম্পর্কে সমালোচনা ও রাবীগণের পরিচয় জানার অপরিসীম গুরুত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। যদিও প্রথম যুগ থেকেই সাহাবীগণ অত্যধিক সাবধানতা ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে হাদীস রিওয়ায়াত করে আসছিলেন। ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার পর এ ব্যাপারে তাঁরা আরো অধিক মনোযোগী হন। হাদীসের কথা শুনলেই তাঁরা রাবীদের পরিচয় জানার চেষ্টা করতেন এবং একমাত্র সিকাহ্ ও নির্ভরযোগ্য রাবীগণের নিকট থেকেই হাদীস গ্রহণ করতেন। আর রাবী বিদ'আতপন্থী, গায়র সিকাহ্ ও অপরিচিত হলে তাঁদের হাদীস বর্জন করতেন। যেহেতু ইব্ন সীরীনের হাদীসে জাল হাদীসের সূচনাকাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ইংগিত নেই, তাই এরদ্বারা জাল হাদীসের সূচনাকাল নির্ধারণ করা যায়

---

৬৬. হুসাইন ইব্ন ইব্রাহীম, আবূ 'আব্দিল্লাহ ঃ **আল-আবাতীল**, ২য় খ., (হিন্দুস্তান ঃ আল্-জামি'আতুস্-সালাফিয়্যাহ, বানারস, ১৩০০/১৮৮৩), পৃ. ১৫০।

৬৭. ইব্নুল জাওযী ঃ **আল্-মাওযূআত** (মদীনা ঃ আল্-মাক্তাবাতুস্ সালাফিয়াহ্ বিল্-মাদীনাতিল-মুনাওয়ারাহ, পাণ্ডুলিপি, ১৩৮৬/১৯৬৬) পৃ. ب ৮৭- ل

www.pathagar.com

না। ডক্টর মুসতাফা আস্-সুবাঈ ও ডক্টর মুহাম্মাদ 'আজ্জাজ আল্-খতীবের মতে চল্লিশ হিজরী সন পর্যন্ত হাদীস মিথ্যামুক্ত ছিল। এরপর মিথ্যা বা জাল হাদীসের সূচনা হয়। এ জন্যে তাঁরা উসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ড, আলী ও মু'আবিয়া (রা)-এর বিরোধ, অতঃপর উদ্ভূত পরিস্থিতি তথা মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, শী'আ ও খারিজী নামে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া এবং সর্বোপরি তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতিকে দায়ী করেছেন। এ প্রসংগে তাঁরা কোন সুস্পষ্ট দলীল উল্লেখ না করলেও তখন যে জাল হাদীসের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

চতুর্থ অভিমত

ডক্টর মুহাম্মাদ আবূ যাহ্‌ ও ডক্টর নূরুদ্দীন আত্তারের মতে একচল্লিশ হিজরী সন থেকে জাল হাদীসের সূচনা হয়। ডক্টর আবূ যাহ্‌ বলেন, আলী (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর মু'আবিয়া (রা) ও তাঁর মধ্যে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে মুসলমানগণ শী'আ ও খারিজী নামে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। তখন থেকেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নামে হাদীস জাল করা শুরু হয়। আর শী'আ, খারিজী ও বানূ উমাইয়াদের মাধ্যমে এর বিস্তৃতি ঘটে। এ জন্যে এ সময়টিকেই (৪১ হি. সনকে) আলিমগণ জাল হাদীসের সূচনাকাল হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এ সময়টিকে বাহ্যত জাল হাদীসের সূচনাকাল নির্ধারণ করা হলেও এর পূর্ব থেকেই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নামে মিথ্যাচার শুরু হয়েছিল। এমনকি তাঁর যুগেই এর সূত্রপাত হয়েছিল। যে কারণে তিনি বলেছেন ঃ

من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار -

—"আমার সম্পর্কে যে ইচ্ছা করে মিথ্যা কথা বলবে, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান করে নেয়।"

মিথ্যাচারের কোন ঘটনা তাঁর যুগে না ঘটলে নবী করীম (সা) এরূপ কথা বলতেন না।[৬৮] এ মতের সপক্ষে তিনি ইতোপূর্বে উল্লিখিত বুরাইদা (রা)-এর রিওয়ায়াতটিকেও দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ডক্টর নূরুদ্দীন আত্তার বলেন, ফিতনার যুগ শুরু হলে মযলূম খলীফা উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) নিহত হন। অতঃপর বিভিন্ন দল-উপদলের উদ্ভব হয়। বিদ'আতপন্থীরা তাদের দলের সমর্থনে কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ পেশ করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ জন্যে তারা হাদীস জাল করার মত ঘৃণ্য পন্থাটি বেছে নেয় এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নামে এমন সব মনগড়া কথা বলতে শুরু করে যা

৬৮. আবু যাহু. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮০।

www.pathagar.com

তিনি বলেননি। এটি হলো হিজরী একচল্লিশ সনের কথা। এ সময় থেকেই জাল হাদীসের সূচনা হয়।[৬৯]

পর্যালোচনা

ডক্টর আবূ যাহু হাদীস জালকরণের সূত্রপাত হিসেবে ফিতনার পরবর্তী ঘটনাবলীকে দায়ী করেছেন। এমনকি নবী করীম (সা)-এর যুগেই জাল হাদীসের সূত্রপাত হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেছেন। তাঁর এ মতের সপক্ষে তিনি বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত ঐ হাদীসটি দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যে হাদীসটি অধ্যাপক আহমাদ আমীনও দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর ঐ রিওয়ায়াতটি যে হাদীস বিশেষজ্ঞগণের নিকট দলীল হিসেবে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়, তা আমাদের ইতোপূর্বেকার আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়েছে।

ডক্টর নূরুদ্দীন আত্তারও ডক্টর আবূ যাহুর মত ফিতনা ও তার পরবর্তী ঘটনাবলীকে হাদীস জালকরণের সূত্রপাতের জন্য দায়ী করেছেন।[৭০] আমাদের মতেও জাল হাদীসের সূত্রপাতের জন্য এসব ঘটনা অনেকাংশেই দায়ী। তবে শুধু এর ওপর ভিত্তি করেই একচল্লিশ হিজরী সনকে জাল হাদীসের সূচনাকাল হিসেবে সুনির্দিষ্ট করা যায় না। এর জন্য সুস্পষ্ট দলীলের প্রয়োজন।

পঞ্চম অভিমত

ডক্টর উমর ইব্ন হাসান ফালাতা বলেন, একচল্লিশ হিজরী সনের পরে প্রথম শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশ থেকে জাল হাদীসের সূচনা হয়। কেননা এ সময়ে যে হাদীস জালকরণের সূত্রপাত হয়, তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করার পূর্বে তিনি উসমান (রা) ও আলী (রা)-এর খিলাফত আমলের বিভিন্ন ফিতনা-ফাসাদ ও মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ দ্বিধা-বিভক্তির একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। নিম্নে এর সার-সংক্ষেপ পেশ করা হলো ঃ

প্রথমত, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মান হানিকর কথা বলা। যেমন ঃ

ক. তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি ও অভিযোগ উত্থাপন করা ঃ উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল যে, তিনি কতিপয় বিষয়ে তাঁর

---

৬৯. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

৭০. অর্থাৎ উসমান (রা)-এর খিলাফাতের শেষার্ধের বিষাদময় ঘটনাবলী ও তাঁর নৃশংস হত্যাকান্ড, অতঃপর উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং এ সূত্র ধরে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ ও মুসলমানদের বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি ঘটনাকে তাঁরা হাদীস জালকরণের সূত্রপাতের জন্য দায়ী করেছেন।

www.pathagar.com

পূর্ববর্তীগণের নীতি লংঘন করেছেন।[৭১] এভাবে আলী (রা)-এর বিরুদ্ধেও বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল।[৭২]

খ. খলীফাদের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলা ঃ যেমন সাহাবী ইব্‌ন উদাইস (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মিম্বারে বসে খলীফা উসমান (রা)-এর বিরূপ সমালোচনা করেছেন।[৭৩] গায্‌ওয়ায়ে যাতুস্-সাওয়ারীর প্রাক্কালে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী বকর (রা) সেনাবাহিনীকে এ কথা বলে উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন যে, তাঁর রক্ত আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করে দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা সময়ের অনিবার্য দাবি।[৭৪] এভাবে খলীফার বিরুদ্ধে লোকদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য কিংবা স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কেউ কেউ বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবী ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন কোন স্ত্রীর নামেও মিথ্যা কথা লিখে তা প্রচার করেছে।[৭৫]

মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম উসমান (রা)-এর পক্ষ থেকে তাঁর সীল-স্বাক্ষর জাল করে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী সারাহ্-এর নিকট এ মর্মে এক ভুয়া পত্র লিখেন যে, মিসরের বিদ্রোহী (উসমান বিরোধী) দলটিকে যেন পত্র পাওয়ামাত্র হত্যা করা হয়। আবার অন্যদিকে প্রথম শ্রেণীর মুহাজির সাহাবী ও অন্যান্য শূরা সদস্যদের পক্ষ থেকে মিসরবাসীদের নিকট খলীফা উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার জন্য এ মর্মে ভুয়া পত্র প্রেরণ করা হয়, তারা যেন মদীনা আক্রমণ করে উসমান (রা)-কে হত্যা করে। এভাবে আলী (রা)-এর নামেও মিসরবাসীদের নিকট উসমান (রা)-এর

---

৭১. যেমন সফররত অবস্থায় কসরের পরিবর্তে পুরো নামায আদায় করা, সরকারী চারণভূমি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা, কুরআনের সমস্ত মাসহাফ দগ্ধীভূত করে শুধু একটি মাসহাফ পড়তে লোকদেরকে বাধ্য করা। রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজে নিজের আত্মীয়-স্বজনকে প্রাধান্য দেয়া ও উমাইয়া বংশের গুটি কয়েক লোকের মধ্যে বায়তুলমালের অর্থ বন্টন করে দেয়া, ইত্যাদি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ঃ ইব্‌ন কাসীর, **আল-বিদায়া**, ৭ম খ., (মিসর ঃ মাতবা'আতুস সা'আদাহ, তা. বি.), পৃ. ১৭১। প্রকৃতপক্ষে 'উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত এ অভিযোগগুলো ছিল ভিত্তিহীন। হাফিয ইব্‌ন কাসীর (র) আল-বিদায়া গ্রন্থে উল্লিখিত অভিযোগসমূহের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করে তার অসারতা প্রমাণ করেছেন। —প্রাগুক্ত।

৭২. যেমন 'দুমাতুল্ জান্দালে' আলী (রা) আবূ মূসা আল্-আশ'আরী (রা)-কে হাকাম বা সালিস মেনে নিয়ে কুরআনের খেলাফ কাজ করেছেন, কেননা তাদের মতে দীনের ব্যাপারে কোন মানুষকে সালিস নিযুক্ত করা কুফরী কাজ। আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যারা এ অভিযোগ তুলেছেন, তারাই কিন্তু প্রথমে আলী (রা)-কে সালিসী বোর্ড গঠন করতে বাধ্য করেছিলেন।

—আব্দুল মা'বুদ, মুহাম্মাদ ঃ **আসহাবে রাসূলের জীবন কথা**, ১ম সং, ১ম খ., (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪০৯/১৯৮৯), পৃ. ৫২; ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

৭৩. ইব্‌ন কাসীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

৭৪. ফালাতা, প্রাগুক্ত।

৭৫. ইব্‌ন হাজার (র) বলেন, ইব্‌ন আবূ হুযাইফা উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে নানা ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ লিখে তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণের নামে প্রচার করতো। — প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্বলিত ভুয়া পত্র প্রেরণ করা হয়।[৭৬] এভাবে মুখতার ইব্ন আবূ উবাইদ আস্-সাকাফী এবং ইবরাহীম ইব্ন আল-আশতার মুহাম্মাদ ইব্নুল হানাফিয়ার নামে ভুয়া পত্র লিখে।[৭৭]

অনুরূপভাবে আলী (রা)-এর নিকট উসমান (রা)-এর হত্যার কিসাস দাবি করা হয়। এ দাবি উত্থাপনকারীগণের মধ্যে উম্মুল-মু'মিনীন আয়েশা (রা)-সহ তালহা ও যুবাইর (রা)-এর মত বিশিষ্ট সাহাবীগণও ছিলেন। তাঁরা আয়েশা (রা)-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীসহ মক্কা থেকে বসরার দিকে যাত্রা করেন। সেখানে তাঁদের সমর্থকদের সংখ্যা ছিল বেশি। আলী (রা)-ও তাঁর বাহিনীসহ সেখানে পৌঁছেন। বসরার উপকণ্ঠে বিরোধী দু'বাহিনী মুখোমুখি হয়। আয়েশা (রা) আলী (রা)-এর কাছে তাঁর দাবি পেশ করেন। আলী (রা)-ও তাঁর সমস্যাসমূহ তুলে ধরেন। যেহেতু উভয় পক্ষেই ছিল সততা ও নিষ্ঠা, তাই নিষ্পত্তি হয়ে যায়। তালহা (রা) ও যুবায়র (রা) ফিরে চললেন। আয়েশা (রা)-ও ফেরার প্রস্তুতি শুরু করলেন। কিন্তু হাংগামাকারীরা সুপরিকল্পিতভাবে রাতের অন্ধকারে এক পক্ষ অন্য পক্ষের শিবিরে হামলা চালিয়ে দেয়। ফলে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এ যুদ্ধের সময় আয়েশা (রা) উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন। তাই ইতিহাসে এটি 'উটের যুদ্ধ' নামে খ্যাত। এতে তালহা ও যুবায়র (রা)-সহ উভয় পক্ষে মোট তের হাজার মুসলমান শহীদ হন। এটি ছিল মুসলমানদের প্রথম আত্মঘাতী সংঘর্ষ[৭৮] এমনিভাবে সিরিয়ার গভর্নর মু'আবিয়া (রা) এবং তাঁর অনুসারীরাও উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। এজন্য তাঁরা আলী (রা)-কে দায়ী করে তাঁর বিরুদ্ধে সিরিয়াবাসীদেরকে উত্তেজিত করে তুললেন। ফলে আলী ও মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যে 'সিফ্ফীনের যুদ্ধ' সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ ছিল উটের যুদ্ধ থেকেও ভয়াবহ। এতে উভয় পক্ষের হাজার হাজার মুসলমান শাহাদাতবরণ করেন। এ যুদ্ধের পর থেকেই মুসলমানগণ শী'আ, সুন্নী ও খারিজী নামে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েন।[৭৯]

---

৭৬. ইব্ন কুতাইবাহ, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম : **আল্-ইমামাহ্ ওয়াস্-সিয়াসাহ্** ১ম খ., (কায়রো : ১৩৮৯/১৯৬৯), পৃ. ৩৫-৩৮।

৭৭. আয্-যাহাবী, মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ **সিয়ারু আ'লামিন নুবালা**, ৩য় খ., (কায়রো : দারুল-মা'আরিফ, তা. বি.), পৃ. ৩৫৪।

৭৮. আত্-তাবারী, ৪র্থ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৮-৫৩২; ইব্নুল-আসীর, আলী ইব্ন মুহাম্মাদ : **আল-কামিলু ফিত্-তারীখ**, ৩য় খ., (বৈরুত : দারু সাদির, ১৩৮৫/১৯৬৫), পৃ. ১০৫-১৩৪।

৭৯. সিফ্ফীনের যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ইব্নুল-'আসীর : **আল্-কামিল**, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১-১৬৫; ইব্ন কাসীর : **আল-বিদায়া**, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩-২৮৫।

www.pathagar.com

গ-খলীফাদ্বয়ের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড

খলীফা ও সাহাবীগণের বিরুদ্ধে এভাবে নানা ধরনের দোষ-ত্রুটি, ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং কুৎসা রটনা ও তা প্রচারের মাধ্যমেই এর পরিসমাপ্তি ঘটেনি, বরং আরো অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে সব ধরনের মানবতাবোধ অতিক্রম করে ইতিহাসের সবচেয়ে নির্মম ও বিষাদময় ঘটনা। 'উসমান হত্যার' মাধ্যমে এর বিস্ফোরণ ঘটে; ইসলামের একটি কলংকময় অধ্যায় সূচিত হয়। বিদ্রোহীরা চল্লিশ দিনেরও বেশি সময় পর্যন্ত মদীনায় খলীফার বাস ভবন ঘেরাও করে রাখে। তাঁরা খলীফার বাসগৃহের খাদ্য ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। পানির অভাবে তাঁকে ময়লা পানি দিয়ে ইফতার করতে হয়েছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! যিনি একদিন বিস্তর অর্থের[৮০] বিনিময়ে ইয়াহূদী মালিকানাধীন 'বীরে রুমা'- রুমা কূপটি খরীদ করে মদীনার মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে তাঁদের পানির কষ্ট দূর করেছিলেন, তাঁর বাড়িতেই সেই কূপের পানি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল! সেই ঘেরাও অবস্থায় একদিন তিনি জানালা দিয়ে মাথা বের করে মদীনাবাসীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, নবী করীম (সা)-এর নির্দেশে আমিই 'বীরে রুমা' খরীদ করে সর্ব সাধারণের জন্য ওয়াক্ফ করেছি। আজ সেই কূপের পানি থেকেই তোমরা আমাকে বঞ্চিত করছো! আমি আজ পানির অভাবে ময়লা পানি দিয়ে ইফতার করছি। বিদ্রোহীরা এভাবে মসজিদে নামায আদায় করতেও খলীফাকে বাধা দান করে। এক পর্যায়ে তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে খলীফার বাস ভবনে ঢুকে পড়ে এবং রোযা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতরত বয়োবৃদ্ধ খলীফাকে হত্যা করে।[৮১]

চতুর্থ খলীফা আলী (রা)-এর বেলায়ও একই ঘটনা ঘটে। তাঁকেও বিদ্রোহীদের হাতে জীবন দিতে হয়েছিল। সিফ্ফীনের যুদ্ধের পর 'খারিজী' নামে একটি নতুন দলের জন্ম হয়। তারা প্রথমে আলী (রা)-এর সমর্থক ছিল। পরে তারা এ বলে আলী (রা) থেকে পৃথক হয়ে গেল যে, মানুষকে 'হাকাম' বা সালিস নিযুক্ত করা কুফরী কাজ। তারা ছিল অত্যন্ত চরমপন্থী। তাদের সাথে আলী (রা)-এর একটি যুদ্ধ হয় এবং তাতে বহু লোক হতাহত হয়। এ খারিজী সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তি আব্দুর রহমান্ ইব্ন মুলযিম, আল্-বারাক ইব্ন আব্দিল্লাহ ও আমর ইব্ন বকর আত্-তামীমী নাহরাওয়ানের যুদ্ধের পর এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর তারা

৮০. উসমান (রা) তৎকালীন ৩৫ হাজার দিরহামের বিনিময়ে এ কূপটি খরীদ করেছিলেন।
–কান্ধলবী, মুহাম্মাদ ইউসুফ ঃ **হায়াতুস্ সাহাবা** ২য় সং, ২য় খ., (দিমাশক ঃ দারুল কালাম, ১৪০৩/১৯৮৩), পৃ. ১৭৯।

৮১. এ ঘটনাটি সংঘটিত হয় হিজরী ৩৫ সনের যিলহাজ্জ মাসে। তিনি বারো দিন কম বারো বছর খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করেন। – আস্-সুয়ূতী ঃ **তারীখুল খুলাফা**, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬-১৬৭।

www.pathagar.com

এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মুসলিম উম্মাহর অন্তর্কলহের জন্য দায়ী মূলত আলী (রা), মু'আবিয়া (রা) ও আমর ইব্‌নুল্ আস (রা)। সুতরাং এ তিন ব্যক্তিকেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। সিদ্ধান্ত মুতাবিক ইব্‌ন মুলযিম দায়িত্ব নিল আলী (রা)-এর এবং আল্-বারাক ও আমর দায়িত্ব নিল যথাক্রমে মু'আবিয়া ও আমর ইব্‌নুল আস (রা)-এর। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, মারবে নয় তো মরবে। হিজ্‌রী ৪০ সনের (৬৬১ খ্রি.) ১৭ই রমযান ফজরের নামাযের সময়টি এ কাজের জন্য নির্ধারিত হয়। অতঃপর ইব্‌ন মুলযিম কূফা, আল্-বারাক দামেশ্‌ক ও আমর মিসরে চলে যায়। হিজরী ৪০ সনের ১৬ই রমযান শুক্রবার দিবাগত রাতে আততায়ীরা আপন আপন স্থানে ওঁৎ পেতে থাকে। ফজরের সময় আলী (রা) অভ্যাসমত 'আস্-সালাত' বলে মানুষকে নামাযের জন্য ডাকতে ডাকতে যখন মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন, পাপাত্মা ইব্‌ন মুলযিম শাণিত তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে আহত করে। ৪ বছর ৯ মাস খিলাফত পরিচালনার পর ৪০ হি. সনের ১৭ রমযান তিনি কূফায় শাহাদাত বরণ করেন।

একই দিন একই সময় মু'আবিয়া (রা) যখন মসজিদে যাচ্ছিলেন, তাঁর উপরও হামলা হয়, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়; তিনি সামান্য আহত হন। অন্যদিকে আমর ইব্‌নুল্ আস (রা) অসুস্থতার কারণে সেদিন মসজিদে যাননি। তাঁর পরিবর্তে পুলিশ বাহিনী প্রধান খারিজা ইব্‌ন হুযাফা (রা) ইমামতের দায়িত্ব পালনের জন্য মসজিদে যাচ্ছিলেন। তাঁকেই আমর ইব্‌নুল্ আস (রা) মনে করে হত্যা করা হয়। এভাবে মু'আবিয়া (রা) ও আমর ইব্‌নুল্ আস (রা) প্রাণে রক্ষা পান।

দ্বিতীয়ত ঃ মুসলমানদের দ্বিধা-বিভক্তি

খলীফা উসমান (রা)-এর হত্যাকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিশ্ব দু'টি বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হওয়ার উপক্রম হয়। উটের যুদ্ধ এক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে এবং আলী ও মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যে দ্বিতীয় দফা গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা তীব্রতর করে তোলে। ফলে ৩৭ হিজরী সনে আলী ও মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মু'আবিয়া (রা) নিশ্চিত পরাজয়ের ভাব বুঝতে পেরে বর্শাফলকে কুরআন ঝুলিয়ে সন্ধি প্রার্থনা করলেন। যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হলো। আলীর পক্ষে আবূ মূসা আল-আশ'আরী এবং মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষে আমর ইব্‌নুল্ আস (রা) হাকাম বা সালিস নিযুক্ত হলেন। 'দুমাতুল্-জান্দাল' নামক স্থানে মুসলমানদের বড় আকারের এক সম্মেলন হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ সালিসী বোর্ড শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়। অতঃপর আলী ও মু'আবিয়া (রা) অনর্থক রক্তপাত বন্ধ করার লক্ষ্যে সন্ধি করলেন। এদিন থেকেই কার্যত মুসলিম খিলাফত দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। সিরিয়া মু'আবিয়া (রা)-কে ছেড়ে দেয়া হয়। এবং মক্কা, মদীনা ও সমগ্র আরবদেশসহ বাকী সাম্রাজ্যের আধিপত্য আলী (রা)-এর ওপর ন্যস্ত হয়।

www.pathagar.com

সিফ্ফীনের যুদ্ধের পরেই ইসলামে বহু রাজনৈতিক দল ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। মুসলমানগণ শী'আ-সুন্নী ও খারিজী-রাফিযী নামে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এভাবে যুগ যতই গড়াতে থাকে, ইসলামে বিভিন্ন দল ও ফিরকার সংখ্যাও দিন দিন ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রত্যেকটি দলই নিজেদেরকে হকপন্থী এবং অন্যদেরকে বাতিলপন্থী বলে দাবি করতে থাকে। উল্লেখ্য যে, প্রথমত রাজনৈতিক কারণে ইসলামে এসব দল সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু এটা ভয়ানক আকার ধারণ করে তখন, যখন এ দলগুলো দীনী রূপ লাভ করে। প্রত্যেকটি দলই নিজেদের অনুকূলে কুরআন-সুন্নাহ্ ব্যবহারের চেষ্টা করে। আর প্রত্যেকটি দলের দাবির সমর্থনে কুরআন-সুন্নাহ্ না থাকাটাই স্বাভাবিক। এ কারণে তাদের ভেতর মতভেদ ও মাযহাবী গোঁড়ামীর সৃষ্টি হয়। কুরআন যেহেতু সুসংরক্ষিত, একে বিকৃত করা সম্ভব নয়; তাই সুন্নাহ্ বা হাদীসকে তারা এর বিকল্প পথ হিসেবে বেছে নেয় এবং মিথ্যা বা মনগড়া হাদীস দ্বারা স্বীয় মাযহাব প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়।

তৃতীয়ত ঃ সাহাবীগণের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা

এ সময়ে সাহাবীগণের নামে নানা ধরনের গুজব ছড়ানো হয়। কোন কোন বিশিষ্ট সাহাবীর নামে জাল ফাত্ওয়াও প্রচার করা হয়। আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা)-কে কেন্দ্র করে এরূপ অনেক ঘটনা রটানো হয়েছে। এ প্রসংগে সহীহ্ মুসলিমের নিম্নের রিওয়ায়াতটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

তাউস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন 'আব্বাসের নিকট একখানা কিতাব আনা হলো। এরমধ্যে ছিল আলী (রা)-এর ফাতওয়া। ইব্ন আব্বাস (রা) তা থেকে সামান্য কিছু বহাল রেখে অবিশষ্ট সবকিছু মুছে দিলেন। সুফইয়ান ইব্ন উয়াইনা তা বর্ণনা করার সময় নিজের হাতের দিকে ইংগিত করলেন (দেখালেন মাত্র একহাত পরিমাণ অংশ তিনি বহাল রেখেছেন)।

ইমাম মুসলিম অপর একটি রিওয়ায়াতে এ মুছে ফেলার কারণ উল্লেখ করেছেন। রিওয়ায়াতটি ইব্ন আবূ মুলাইকা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট লিখে পাঠালাম। তিনি যেন আমাকে একখানা কিতাব লিখে দেন। কিন্তু তার মধ্যে মতবিরোধ ও ফিতনা সৃষ্টিকারী কথা যেন উল্লেখ না করা হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, ছেলেটি কল্যাণকামী ও হুঁশিয়ার। আমি তার জন্য কিছু কথা পসন্দ করে লিখে পাঠাবো এবং ফিত্না সৃষ্টিকারী কথা গোপন করবো। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আলী (রা)-এর ফাতওয়া চেয়ে আনালেন। তিনি তা থেকে কিছু কথা লিখলেন আর কিছু অংশ দেখে বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আলী (রা) এরূপ

www.pathagar.com

ফায়সালা করেননি। যদি তিনি এরূপ করে থাকেন তা হলে বলতে হয় যে, তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন– যা অসম্ভব।[৮২]

আবূ ইসহাক থেকে অপর একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আলী (রা)-এর মৃত্যুর পর লোকেরা যখন এসব নতুন কথা আবিষ্কার করে (তাঁর নামে হাদীস হিসেবে বর্ণনা করে), তখন তাঁর এক ছাত্র আক্ষেপের সাথে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা এদের ধ্বংস করুন। কী চমৎকার ইল্‌মকে এরা বিকৃত করে দিয়েছে! এজন্য অধিকাংশ আলিম এর নিকট ইব্‌ন মাস'উদ (রা)-এর ছাত্র ছাড়া আলী (রা) থেকে অনান্য সূত্রে বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। মুগীরা (রা) বলেন, যে সব লোক আলী (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করতো, ইব্‌ন মাস'উদ (রা)-এর ছাত্ররা তার সত্যতা স্বীকার না করলে তা গ্রহণ করা হতো না।[৮৩]

অতঃপর ডক্টর উমর ফালাতা বলেন, এসব ফিতনা-ফাসাদ ও নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজ তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে হাদীস জাল করার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এমনকি কেউ কেউ নবী করীম (সা)-এর নামে মিথ্যা বলা শুরু করে দেয়। তিনি আরো বলেন, জাল হাদীসের সূচনাকাল নির্ধারণের ব্যাপারে এসব ঘটনা সম্বলিত ইসলামের ইতিহাস গ্রন্থ আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করার চেষ্টা করেছি কিন্তু বহু অনুসন্ধানের পরেও নবী করীম (সা)-এর তিরোধানের পর থেকে হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশের পূর্বে হাদীস জালকরণের সূত্রপাত হয়- এ মর্মে এমন একটি নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়াত পাইনি যা দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায়।[৮৪] উপরোক্ত আলোচনার পর ডক্টর উমর ফালাতা তাঁর অভিমত 'প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশ থেকে জাল হাদীসের সূচনা হয়।' –এর পক্ষে নিম্নলিখিত দলীলসমূহ পেশ করেন ঃ

১. খতীব আল্‌-বাগদাদী আবূ আনাস আল্‌-হিরানী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন, একদিন মুখতার[৮৫] আস্‌-সাকাফী জনৈক মুহাদ্দিস-এর নিকট আবেদন

---

৮২. আলী (রা)-এর মৃত্যুর পর লোকেরা তাঁর ফাতওয়ার মধ্যে নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো কিছু কিছু কথা সংযোজন করেছে, যা দীন ও শরী'আতের মধ্যে ছিল না। প্রকৃতপক্ষে আলী (রা) পথ হারাননি, তিনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যারা এ কথাগুলো সংযোজন করেছিল, তারাই ছিল প্রকৃত গুমরাহ-পথহারা।

৮৩. আল-কুশাইরী, মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ, ইমাম মুসলিম ঃ **'সহীহ্ মুসলিম'**, ১ম খ., (বৈরুত ঃ ইহ্ইয়া ইত্-তুরাসিল 'আরাবী, তা. বি.), পৃ. ৮২-৮৩।

৮৪. ফালাতা, পৃ. ২১২।

৮৫. তার পূর্ণ নাম মুখতার ইব্‌ন আবূ উবাইদ ইব্‌ন মাস'উদ আস্‌-সাকাফী। নবী করীম (সা)-এর হিজরাতের বছর তার জন্ম হয়। প্রথমত তিনি মদীনায় ছিলেন। পরে ইরাকে বসবাস করতে থাকেন। তিনি ইমাম হুসাইন (রা)-এর সমর্থক ছিলেন। ৬১হি. সনে ইমাম হুসাইন (রা)-এর কারবালায় হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কূফায় গমন করেন। পরে তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌নুল-হানাফিয়ার পক্ষে বায়'আত গ্রহণের জন্য লোকদেরকে আহবান করেন। ৬৭ হি. সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন একজন চরম মিথ্যাবাদী। –আয্-যাহাবী ঃ সিয়ারুন-নুবালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৮।

www.pathagar.com

করলেন যে, আপনি আমার জন্য নবী করীম (সা)-এর পক্ষ থেকে এ মর্মে একটি হাদীস রচনা করে দিন যে, আমি পরবর্তীতে খলীফা হবো। এর বিনিময় এনাম স্বরূপ দেয়া হবে দশ হাজার দিরহাম, একটি সাওয়ারী, পদমর্যাদা সূচক একটি পোশাক এবং একজন খাদিম। একথা শুনে ঐ মুহাদ্দিস বললেন, নবী করীম (সা)-এর নামে জাল হাদীস রচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি চাইলে অন্য যে কোন সাহাবীর নামে হাদীস রচনা করে দেয়া যায়। এতে আপনার ঘোষিত এনাম আরো কম করলেও আমার কোন আপত্তি থাকবে না। মুখতার বললেন, নবী করীম (সা)-এর নামে রচনা করতে পারলে তা অধিক মযবূত হতো। মুহাদ্দিস বললেন, এর শাস্তিও তো খুব কঠিন।[৮৬]

২. অপর একটি রিওয়ায়াত এর থেকেও স্পষ্ট। তাতে মুখতার যাকে জাল হাদীস রচনা করতে বলেছিলেন, তার অস্বীকৃতির কথা উল্লিখিত হয়েছে। ইব্‌ন রাব'আ আল্‌-খাযায়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুখতারের কিছু লোক অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে 'আল্‌ 'উযাইব'[৮৭] নামক স্থানে অবস্থান করতো। তারা সেখানে লোকদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত অবরোধ করে রাখতো, যতক্ষণ না তারা তাদের খবর মুখতারকে অবহিত করতো। রাবী বলেন, আমাকে একবার তার নিকট আসার জন্য বলা হলো। অতঃপর আমি যখন কূফায় আসলাম, তখন তারা আমাকে নিয়ে মুখতারের নিকট গেল। তিনি বললেন, হে শায়খ! আপনি নবী করীম (সা)-কে পেয়েছেন এবং কখনো তাঁর নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেননি। সুতরাং আমার এ বিষয়টিকে শক্তিশালী করার জন্য রাসূল (সা)-এর নামে একটি হাদীস রচনা করে দিন। এর বিনিময়ে এনাম স্বরূপ আপনাকে দেয়া হবে সাতশ' দীনার। অতঃপর ঐ শায়খ বললেন, রাসূল (সা)-এর নামে মিথ্যা বলার ভয়াবহ পরিণতি হলো জাহান্নাম। আমার দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়।[৮৮] এছাড়া তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার-এর নিকটও হাদীস জাল করার জন্য আবেদন করিছিলেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করায় মুখতার তাঁকে হত্যা করেন।[৮৯]

---

৮৬. ইব্‌নুল-জাওযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

৮৭. 'আল-'উযাইব' এটি 'আল্‌-'আয্‌ব'-এর তাসগীর বা ক্ষুদ্রার্থক বিশেষ্য। মানে পরিষ্কার পানি। কাদিসিয়া ও মাজীসাহ্‌ নামক স্থানের মধ্যবর্তী জলাধারকে 'আল্‌-উযাইব' বলা হয়। কাদিসিয়া ও এর মধ্যে চার মাইলের ব্যবধান। কারো মতে এটি বনী তামীম-এর একটি উপত্যকার নাম এবং কূফাবাসীদের হজ্জের মীকাত। – আল-বাগদাদী, ইয়াকূত ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ **ঃ মু'জামুল্‌ বুলদান** ৪র্থ খ., (বৈরুত ঃ দারু ইয়াহইয়া ইত্‌-তুরাসিল আরাবী, ১৩৯৯/১৯৭৯), পৃ. ৯২।

৮৮. আল্‌-বুখারী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল ঃ **আত্‌-তারীখুস্‌ সাগীর** (পাকিস্তান ঃ মাকতাবাতুল ইস্‌রিয়া, তা. বি.), পৃ. ৭৫।

৮৯. ইব্‌ন আবী হাতিম, ১/৪ খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

www.pathagar.com

ডক্টর উমর ফালাতা বলেন, এসব রিওয়ায়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুখতার বিভিন্ন লোককে হাদীস জাল করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। যদিও তাঁদের কেউই তার ডাকে সাড়া দেননি। তথাপি এর ওপর ভিত্তি করে একথা বলা যায় যে, উক্ত সময় কিংবা এর কিছুদিন পর থেকেই হাদীস জালকরণের সূত্রপাত হয়, এর পূর্ব থেকে নয়। তিনি আরো বলেন, 'হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশ থেকে জাল হাদীসের সূত্রপাত হয়'-এ অভিমতটিকে আমি এজন্য প্রাধান্য দিচ্ছি যে, তখন বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীগণ প্রায় সকলেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন বয়োকনিষ্ঠ সাহাবী জীবিত ছিলেন। আর তাঁরাও প্রায় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। তৎকালীন সমাজে তাঁদের তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না; বরং তাঁদের থেকে সর্বশেষ যে বিষয়টির আশা করা হতো, তা হলো তাঁদের সাথে শুধু সাক্ষাত করা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁদের পরামর্শ কিংবা সম্মতি গ্রহণ করা। তাঁদের সমসাময়িক লোকেরা তাঁদের কারো সাথে সাক্ষাত করাটাই যথেষ্ট মনে করতেন।[৯০]

পর্যালোচনা

ডক্টর উমর ফালাতার মতে হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশ থেকে জাল হাদীসের সূচনা হয়। তিনি এ সংক্রান্ত বিভিন্ন মতামত ও তাঁর দলীলসমূহ বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কেননা তাঁর মতে হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশের পূর্বে হাদীস জালকরণের সূত্রপাত সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণীয় দলীল পাওয়া যায়নি। তিনি মুখতার ইব্ন আবূ উবাইদ আস্-সাকাফীর পূর্বোল্লেখিত রিওয়ায়াতের ওপর নির্ভর করে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর এ মুখতার উমাইয়া শাসক আব্দুল্ মালিক ইব্ন মারওয়ানের যুগে ৬৭ হি. সনে নিহত হন। এ রিওয়ায়াতটির সার নির্যাস হলো, মুখতার একাধিক ব্যক্তির নিকট তার সমর্থনে নবী করীম (সা)-এর নামে জাল (মিথ্যা) হাদীস রচনার জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু এর ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে কেউই তার এ ডাকে সাড়া দেয়নি। আমাদের মতে এ রিওয়ায়াতের ওপর নির্ভর করে সুনির্দিষ্টভাবে জাল হাদীসের সূচনাকাল নির্ধারণ করা যায় না। কেননা মুখতারের এ ডাকে কেউ সাড়া দিয়ে জাল হাদীস রচনা করেছে বলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ডক্টর উমর তাঁর 'আল্-ওয়ায'উ ফিল্-হাদীস' গ্রন্থে জাল হাদীসের সূচনা ও

www.pathagar.com

তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে যে মনোজ্ঞ ও তত্ত্ববহুল আলোচনার অবতারণা করেছেন, সত্যিই তা প্রশংসার দাবি রাখে।

অগ্রগণ্য অভিমত

আমাদের মতে প্রথম হিজরী শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশের ভেতরে জাল হাদীস-এর সূত্রপাত হয়। তবে সুনির্দিষ্টভাবে এর সূচনাকাল নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কেননা এরূপ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের সূচনাকাল নির্ধারণ করতে হলে তার সমর্থনে সুস্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য দলীল থাকা প্রয়োজন কিন্তু এ ক্ষেত্রে এ ধরনের সুস্পষ্ট দলীল অবর্তমান। তবে উল্লিখিত সময়ের ভেতর যে হাদীস জালকরণের সূত্রপাত হয় এবং তার পূর্ব থেকেই যে এর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তার সাক্ষ্য বহন করে। যেহেতু জাল হাদীস রচনার মৌলিক কারণ হলো রাজনৈতিক কোন্দল ও ধর্মীয় মতবিরোধ। আর এ সময়ের ভেতরেই ইসলামে শী'আ, সুন্নী ও খারিজী নামে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। এ কারণেই আমরা এ মতটিকে প্রাধান্য দিচ্ছি। আর সঠিক তথ্য আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ–৩

জাল হাদীস রচনার কারণ ও উদ্দেশ্য

ইতোপূর্বে আমরা জাল হাদীসের সূত্রপাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে বিভিন্ন দলীল ও যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে এর সূচনাকাল নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছি। এখন আমরা জাল হাদীস রচনার বিভিন্ন কারণ ও এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইন্‌শা'আল্লাহ্।

১. রাজনৈতিক দলসমূহ

পূর্বেই একথা বলা হয়েছে যে, তৃতীয় খলীফা উসমান (রা) (২৩/৬৪৩-৩৫/৬৫৫)-এর খিলাফতের শেষদিকে এবং আলী (রা)-এর খিলাফাতে আমলে যে সব রাজনৈতিক কোন্দল ও বিরোধের সূত্রপাত হয়, তারই ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে জাল হাদীস রচনার ভিত্তি রচিত হয়।[১]

অবশ্য পরবর্তীতে সুবিধাবাদী লোকেরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যও বহু হাদীস জাল করেছে। উল্লেখ্য যে, উসমান (রা)-এর শাসনামলের শেষের দিকে কিছু কিছু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিযোগ থেকেই এ বিরোধ তথা গোলযোগের উদ্ভব হয়। তখনও তা কেবল একটি গোলযোগের পর্যায়েই ছিল। এর পেছনে কোন দর্শন, মতবাদ বা ধর্মীয় আকীদা ছিল না; কিন্তু এর পরিণতিতে যখন তাঁর শাহাদাত সংঘটিত হয় এবং আলী (রা)-এর খিলাফতকালে এ তুমুল বিরোধ এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করে একের পর এক জামাল যুদ্ধ, সিফ্‌ফীন যুদ্ধ, সালিসের ঘটনা এবং নাহ্‌রাওয়ান যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে, তখন নানাজনের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়, এসব যুদ্ধে কে ন্যায়ের পথে আছে এবং কে অন্যায়ের পথে? এসব প্রশ্ন নানা স্থানে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। উভয় দলের কার্যকলাপের ব্যাপারে কেউ যদি নীরবতা ও নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে, তা হলে কোন্ যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে সে এ নীতি অবলম্বন করেছে? এসব প্রশ্ন কয়েকটি নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট মতবাদের উদ্ভব ঘটায়। মূলত এসব মতবাদ ছিল নিরেট রাজনৈতিক।

অতঃপর মতবিরোধের সূচনাকালে যে সব খুন-খারাবী সংঘটিত হয়, পরবর্তীকালে উমাইয়া এবং আব্বাসীয়দের শাসনামলে তা অব্যাহত থাকে। ফলে

১. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯।

www.pathagar.com

এসব মতবিরোধ আর নিছক বিশ্বাস ও ধারণা-কল্পনার বিরোধেই সীমিত থাকেনি, বরং তাতে এমন সব কঠোরতা দেখা দেয়, যা মুসলমানদের ধর্মীয় ঐক্যকে এক বিরাট সংকটের মুখে নিক্ষেপ করে। বিরোধমূলক বিতর্ক ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি বিষয় থেকে নতুন নতুন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও দার্শনিক সমস্যা দেখা দেয়। ফলে নানা ফিরকার সৃষ্টি হয়। এসব ফিরকার মধ্যে কেবল পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষই সৃষ্টি হয়নি, বরং কলহ-বিবাদ এবং দাংগা-হাংগামার উদ্ভব হয়। ইরাকের কেন্দ্রস্থল কূফা ছিল এ ফিতনা-ফাসাদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। কারণ ইরাক অঞ্চলেই জামাল, সিফ্‌ফীন এবং নাহ্‌রাওয়ান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের হৃদয় বিদারক ঘটনা এখানেই সংঘটিত হয়। এখানেই জন্ম হয়েছে সকল বড় বড় ফিরকার। প্রথমে উমাইয়া এবং পরে আব্বাসীয়রা তাঁদের বিরোধী শক্তিকে দমন করার জন্য এখানেই সবচেয়ে বেশি কঠোরতা অবলম্বন করে।

অনৈক, বিশৃংখলা এবং মতিবিরোধের এ যুগে যে অসংখ্য ফির্‌কা ও দলের উদ্ভব হয়, এর মধ্যে এখানে আমরা শুধু ঐ সব ফির্‌কা ও দল সম্পর্কে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো যাদের বিরুদ্ধে হাদীস জালকরণের অভিযোগ রয়েছে। আর এর মধ্যে শী'আ ও খারিজী সম্প্রদায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য পরবর্তীতে যিন্দীক সম্প্রদায় ছাড়াও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অসংখ্য হাদীস জাল করেছে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ক. শী'আ সম্প্রদায় ও জাল হাদীস

যে সব দল বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হাদীস জালকরণের অভিযোগ রয়েছে, 'শী'আ' সম্প্রদায় হলো তাদের অন্যতম। সুতরাং এদের সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

শী'আ মতবাদের ঐতিহাসিক পটভূমি

প্রথমেই একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, নবী করীম (সা)-এর সময়ে যে মুনাফিক গোষ্ঠী মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে ছিল, তারা তাঁর পরে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌কে ধ্বংস করার সুযোগ সন্ধানে ছিল। ইয়াহূদীরাও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে মুনাফিকদের সহায়তায় গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারপর ইরানী অগ্নিপূজকরা এদের সাথে মিশে মারাত্মক চক্রান্ত শুরু করে দেয়। এরই ফলে জন্মলাভ করে শী'আ আন্দোলন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে ক্রমশ শী'আ মতবাদ পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করে।

শী'আদের পরিচয়

খিলাফত ও ইমামত প্রশ্নে যে দু'টি বিবদমান দল প্রথম যুগেই ইসলামকে দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে ফেলে, শী'আ সম্প্রদায় তাদেরই অন্যতম। 'শী'আ' শব্দের

www.pathagar.com

অভিধানিক অর্থ হচ্ছে সাথী, বন্ধু, অনুসারী, শিষ্য, গ্রুপ-দল, সাহায্যকারী ইত্যাদি। এ শব্দটি একবচন ও বহুবচন এবং পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োগ হয়ে থাকে।[৩] পরিভাষায় ঐ সম্প্রদায়কে শী'আ বলা হয় যারা এ আকীদা পোষণ করে যে, নবী করীম (সা)-এর পর আলী (রা) হলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং তাঁর ওয়াসিয়্যাত অনুয়ায়ী তিনিই হলেন তাঁরপরে নিযুক্ত একমাত্র বৈধ ইমাম বা খলীফা। আর এ ইমামত কেবল আলী (রা)-এর বংশধরদেরই হক, এটা তাঁদেরই প্রাপ্য।[৪] এটা হলো শী'আ আলিমগণের নিকট গৃহীত সংজ্ঞা। আহ্‌লুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আত-এর আলিমগণের নিকট এর ভিন্নরূপ সংজ্ঞা রয়েছে।

মুতাকাদ্দিমীন বা পূর্ববতী আলিমগণের মতে ঐ সম্প্রদায়কে শী'আ বলা হয় যারা খিলাফত-এর ব্যাপারে উসমান (রা)-এর উপর আলী (রা)-কে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।[৫] আর মুতা'আখ্‌খিরীন আলিমগণের মতে যারা খিলাফাত ও ইমামত-এর ব্যাপারে শায়খায়ন অর্থাৎ আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর ওপর আলী (রা)-কে অগ্রগণ্য মনে করেন এবং উত্তম বলে আকীদা পোষণ করেন, তাদেরকে শী'আ বলা হয়।[৬]

আলী (রা)-এর সমর্থক দলকে প্রথমে শী'আনে আলী (রা) বলা হতো। পরে পরিভাষা হিসেবে এ দলকে কেবল শী'আ বলা হতে থাকে। খিলাফত প্রশ্নে গোঁড়াপন্থী শী'আরা খুলাফায়ে রাশিদূনের সকল খলীফার উর্ধ্বে আলী (রা)-কে প্রাধান্য দিত এবং আলী ছাড়া খুলাফয়ে রাশিদূনের কোন খলীফাকে খলীফা বলে স্বীকার করতো না।

শী'আদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

তৃতীয় খলীফা উসমান (রা)-এর শাসনকালে (২৩/৬৪৩-৩৫/৬৫৫) আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবা নামক ইয়েমেনের জনৈক ইয়াহূদী ইসলাম গ্রহণ করে। সে আলী (রা)-এর সমর্থন প্রকাশ করে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে মিসর, কূফা, বস্‌রা প্রভৃতি স্থানে তুমুল আন্দোলন শুরু করে। তার প্রচেষ্টায় উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হয় এবং কূফা, বস্‌রা ও মিসর হতে আগত প্রতিনিধিদের হাতে উসমান (রা) শহীদ হন। সেই ঘাতক দলের

৩. হারীরী, গোলাম আহমাদ ঃ **তারীখ তাফসীর ওয়া মুফাস্‌সিরীন** (নতুন দিল্লী ঃ তাজ কোম্পানী, ১৪০৫/১৯৮৫) পৃ. ৩৫৩ ।

৪. আশ্-শাহ্‌রিস্তানী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্‌দিল করীম ঃ **আল্-মিলাল ওয়ান-নিহাল** ২য় সং, ১ম খ, (বৈরুত ঃ দারুল্-মা'রিফাহ্, ১৩৬৫/১৯৭৫), পৃ. ১৯৫।

৫. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮ ।

৬. আয্-যাহাবী (১৯৬৩), ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

www.pathagar.com

অনেকেই আলী (রা)-এর সেনাবাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়ে তাঁকে খলীফা পদে নিয়োজিত করে। পরবর্তীতে এরাই আলী (রা)-এর পক্ষ অবলম্বন করে নিজেদেরকে শী'আ বলে ঘোষণা করে। উসমান (রা)-এর শাহাদতের পর নানা প্রকার রাজনৈতিক মতবিরোধ ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। এরই সুযোগ গ্রহণ করে ইয়াহূদীরা মুনাফিকদের সাহায্যে মুসলিম উম্মাহ্কে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করার চক্রান্ত করে। আলী (রা)-এর প্রতি মুসলিম উম্মাহ্র বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসাকে তারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করার প্রয়াস চালায়।

এ উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম ইয়েমেনের নিগ্রো মায়ের গর্ভজাত ইয়াহূদী সন্তান মুনাফিক ইব্ন সাবা ও তার সাথীরা আলী (রা) সম্পর্কে নানা প্রকার অলৌকিক কথা প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে। এমন কি তারা তাঁকে খোদা বলেও প্রচার করতে লাগলো। তারা বলতে লাগলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবার দুনিয়ায় আল্লাহ্র ছায়া এবং তাঁরা নিষ্পাপ ও ত্রুটিহীন। তাদের মতে আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত হিকমাত ও জ্ঞান তাঁদেরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার অংশ রয়েছে। কাজেই তাঁর উপর দিয়ে কারও কোন নেতৃত্ব চলতে পারে না এবং তিনিই ইমামতের একমাত্র হকদার। আলী (রা)-এসব প্রচার-প্রপাগাণ্ডার খবর পেয়ে ইব্ন সাবাকে মাদায়েনে বিতাড়িত করেন।[৭]

সেই যাই হোক, আলী (রা) খিলাফতের গুরু দায়িত্ব পালনে ও নানা প্রকার দ্বন্দ্বে-সংঘর্ষে ব্যস্ত থাকায় সাবায়ীদেরকে সমূলে ধ্বংস করার সুযোগ পাননি।[৯]

আলী (রা)-এর খিলাফত আমলে (৩৫/৬৫৬-৪০/৬৬১) মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে সিফ্ফীনের প্রান্তরে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে আলী (রা)-এর বিজয়ের চূড়ান্ত মুহূর্তে সালিশ নিযুক্ত হয় এবং প্রতারণার মাধ্যমে এক প্রকারে আলীরই পরাজয় ঘটে। পরবর্তীকালে আলী (রা) খারিজীদের হাতে শহীদ হন। তার এ শাহাদত বিরোধের অবসান না ঘটিয়ে বিরোধকে তীব্রতর করে তোলে এবং আলী (রা)-এর সমর্থকদের রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। মু'আবিয়া (রা)-এর খিলাফতকালে (৬৬১-৬৮০ খ্রি.) এ সম্প্রদায় শী'আ নামে প্রকাশ্যভাবে কাজ শুরু করে।[১০]

---

৭. ইব্ন তাহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।

৮. ইব্ন হাজার : **আল্-লিসান**, ৩য় খ.:, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯।

৯. মুহাম্মাদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

১০. আসলে উসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের পর শী'আগণ সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আলী (রা)-এর যুগে তারা সংগঠিত হয়। আর মু'আবিয়া (রা)-এর আমলে তারা শী'আ নামে প্রকাশ্যভাবে কাজ শুরু করে।

www.pathagar.com

শী'আদের সবচেয়ে শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল ইরাকে। তারা আলী (রা)-এর শাহাদাতের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান (রা)-কে খলীফা নির্বাচিত করে কিন্তু মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে সন্ধি স্থাপন করে হাসান (রা) ক্ষমতা ত্যাগ করেন। মু'আবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পর ইয়াযীদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। তিনি ইমাম হুসাইন (রা)-এর নিকট আনুগত্য দাবি করেন। ইয়াযীদের আনুগত্য স্বীকার করতে তিনি রাযী হলেন না, ফলে ইমাম হুসাইন (রা)-কে কারবালা প্রান্তরে সপরিবারে মর্মান্তিকভাবে শহীদ করা হয়। ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের পর শী'আ সম্প্রদায় পরিণত রূপ গ্রহণ করে।

শী'আ মতবাদ পারস্যেও যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করে। পারসিকগণ উমাইয়া শাসনে অতিষ্ঠ-রুষ্ট হয়ে শী'আদের সংগে যোগদান করে এবং তাদের সমর্থন করে। পারসিকগণ ঐশী নিযুক্ত ইমাম ও অবতারবাদ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করাতে সাহায্য করে। তাদের আকীদা ছিল যে, আলী (রা) জীবিত আছেন। তিনি মেঘের সাথে থাকেন। মেঘের গর্জন তাঁরই আওয়ায এবং বিদ্যুৎ তাঁরই হাসি। আর তিনি দুনিয়ায় ফিরে এসে সব অন্যায়-অত্যাচার দূর করে দেবেন।[১১] ইরাক ও পারস্যে শী'আ মতবাদ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মুখতারের নেতৃত্বে তারা উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করে এবং 'জাবির' যুদ্ধক্ষেত্রে উমাইয়াদের পরাভূত করে। এ যুদ্ধে বহু কারবালার হত্যাকারী নিহত হয়।

আলী (রা)-এর খাদিম কাইসান ও তাঁর সাথীদের সম্পর্কেও শী'আগণ নানা প্রকার অলৌকিক ধ্যান-ধারণা প্রচার করে। এসব প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। এ সময় বাতিনিয়া, রাযামিয়া, মুখতারিয়া, হাশিমিয়া, বায়ানিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাধ্যমে শী'আ আন্দোলন শুরু হয়। ১২৯ হি. সনে আবূ মুসলিম খুরাসানী, ১৮৭ হি. সনে বারমাকী সম্প্রদায় এবং ২৫৯ হি. সন পর্যন্ত তাহিরিয়া প্রশাসন উল্লিখিত আন্দোলনের ফল। তারপর কারামাতা, বুইহিউন ও আবিদিউন সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। এরা সবাই শী'আ আন্দোলনের ধারক ও বাহক ছিল। তারপর ৫৬৮ হি. সনে সুলতান সালাহ্ উদ্দীনের পর এ আন্দোলন নতুন নামে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময় সাফাবিয়া, বুওয়াহি, দারুযিয়া, নুসাইরিয়া, ইসমা'ঈলিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের মাধ্যমে শী'আ আন্দোলন চলতে থাকে।[১২] ৭০৭ হি. সনে খুরাসান ও ইরানে সরকারীভাবে সর্বপ্রথম শী'আ মতবাদ চালু হয়। ভারতবর্ষে মোগল আমল থেকে শী'আ মতবাদ প্রচার ও প্রসারের কাজ শুরু হয়। শী'আগণ সুকৌশলে এদেশের বাদশাহ, আমীর ও ব্যবসায়ীদের সাথে মিলে নিজেদের

১১. মুহাম্মাদ আলী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে নেয়। এমনকি মোগল শাসনামলে তারা ভারতবর্ষের উযীর, আমীর ও সুবেদার হওয়ারও সুযোগ পেয়ে যায়। এভাবে এ উপমহাদেশের অধিকাংশ শহরে ইরাক ও খুরাসানের মত তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করে।

সম্রাট জাহাংগীরের আমলে শী'আ সম্প্রদায় বাংলাদেশে এসে তাদের মতবাদ ও ধর্মমত প্রচারের কাজ শুরু করে। মোগল সম্রাট হুমায়ুন থেকে নিয়ে শাহজাহান পর্যন্ত সকল সম্রাটই শী'আদের দ্বারা কমবেশি প্রভাবান্বিত ছিলেন। বিশেষ করে সম্রাট জাহাংগীর তাঁর স্ত্রী নূরজাহান ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে শী'আ মতবাদ দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত ছিলেন। আর এ কারণেই শায়খ আহমদ সারহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র) সম্রাট জাহাংগীরের বিরোধিতা করেন। তখন শী'আরা এ উপমহাদেশের হিন্দুদের সাথে মিশে মুসলিম সম্রাটদেরকে নিজেদের ধর্মমতের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। বাংলাদেশেও তারা একই ভূমিকা পালন করে। এভাবে এ মতবাদ বহু ঘাত-প্রতিঘাত এবং উত্থান ও পতন পার হয়ে শী'আদের বহু সাধনা ও সংগ্রামের মাধ্যমে আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। এ কথাটা জনাব রূহুল্লাহ্ আল্-খোমেনী তাঁর 'আল্-হুকুমাতুল্ ইসলামিয়্যাহ্' গ্রন্থের ১৩২ পৃষ্ঠায় এরূপে লিখেছেন : 'শী'আ মাযহাব শূন্য থেকে শুরু হয়েছে।... আর শী'আদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে আজ ২০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে।' এ গ্রন্থটি ১৩৮৯/১৯৭০ সনে লিখিত হয়েছে।[১৩]

শী'আদের বিভিন্ন ফির্কা

ইব্ন তাহির আল্-বাগদাদী (র)-তাঁর 'আল্-ফারকু বাইনাল-ফিরাক' গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, শী'আদের ২০টি সম্প্রদায় রয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি ইমামিয়া সম্প্রদায়, তিনটি যাইদিয়া এবং ২টি কাইসানিয়া সম্প্রদায়। ইমামিয়া শী'আদের ১৫টি স্প্রদায় নিম্নরূপ :

মুহাম্মাদিয়া, বাকিরিয়া, নাবূসিয়া, শামাইতিয়া, আম্মারিয়া, ইসমা'ঈলিয়া, মুবারাকিয়া, মূসুবিয়া, কাতইয়া, ইস্না আশারিয়া, হিশামিয়া, যারারিয়া, ইউনুসিয়া, শাইতানিয়া ও কামিলিয়া।

যাইদিয়া শী'আর তিন সম্প্রদায় হলো : জারুদিয়া, সুলায়মানিয়া ও বুত্রিয়া। এরা সবাই যায়দ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী (রা)-এর ইমামতের দাবিদার। তবে এরা উগ্রপন্থী নয়, বরং নরমপন্থী। মুসলিম উম্মাহ্র সাথে এদের বিরোধ থাকলেও এরা আপোষহীন নয়। অবশ্য এদের তেমন কোন প্রভাব নেই বললেই চলে। বর্তমান ইরানের শাসনতন্ত্রে হানাফী, শাফি'ঈ, হাম্বলী ও মালিকী মাযহাবের অনুসারীদের সাথে এদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে। যাইদিয়া শী'আদের বুতরিয়া সম্প্রদায় মুসলিম উম্মাহ্র নিকটবর্তী হলেও শী'আ মতবাদেরই সমর্থক।

www.pathagar.com

শাহ্ আব্দুল-আযীয (র)-তাঁর 'আত্-তুহ্ফাহ্তুল ইস্না আশরিয়া' গ্রন্থে চরমপন্থী শী'আদের ২৪টি সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

শী'আদের কতিপয় বিশেষ মতবাদ নিম্নে উল্লেখ করা হলো

১. ইমামত জনসাধারণের বিবেচ্য বিষয় নয়। ইমাম নির্বাচনের দায়িত্বভার জনগণের হাতে ন্যস্ত করা যায় না। জনসাধারণ ইমাম বানালেই কোন ব্যক্তি ইমাম হয়ে যায় না; বরং ইমামত দীনের একটি অঙ্গ, ইসলামের একটি মৌলিক ভিত্তি। ইমাম নির্বাচনের ভার জনগণের হাতে ন্যস্ত না করে বরং সুস্পষ্ট নির্দেশের সাহায্যে ইমাম নিযুক্ত করা রাসূলের অন্যতম দায়িত্ব।

২. ইমামকে মা'সূম-নিষ্পাপ হতে হবে। অর্থাৎ তাঁকে ছোট-বড় সকল পাপ থেকে মুক্ত হতে হবে। তাঁরদ্বারা কোন ভুল-ভ্রান্তি হতে পারবে না। তাঁর সকল কথা এবং কাজ সত্য হতে হবে।[১৪] তাঁদের মতে আলী (রা) দীনের সকল ব্যাপারেই নির্ভুল ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি কখনো কোন ভুল-ক্রটি করেনি।[১৫]

৩. রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-কে তাঁর পরে ইমাম মনোনীত করেছেন। স্পষ্ট শরী'আতের নির্দেশমতে তিনি ইমাম।[১৬]

৪. পূর্ববর্তী ইমামের নির্দেশক্রমে প্রত্যেক ইমামের পরে নতুন ইমাম নিযুক্ত হবেন। কারণ এ পদে নিয়োগের দায়িত্ব উম্মাতের হাতে ন্যস্ত হয়নি। তাই মুসলমানদের নির্বাচনক্রমে কোন ব্যক্তি ইমাম হতে পারবে না।[১৭]

৫. ইমামত কেবল আলী (রা)-এর বংশধরদেরই হক। এটা কেবল তাঁদেরই প্রাপ্য। শী'আদের সকল দল-উপদল এ ব্যাপারে একমত।[১৮]

এ সর্বসম্মত মতের পরে শী'আদের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মধ্যপন্থী শী'আদের মতে আলী (রা) সকল মানুষের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। যে ব্যক্তি তাঁর সাথে লড়াই করে বা বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আল্লাহ্ তা'আলার দুশমন। সে চিরকাল দোযখে বাস করবে। কাফির-মুনাফিকদের সাথে তার হাশর হবে। আবূ বকর (রা), উমর (রা) এবং উসমান (রা), যাঁদেরকে তাঁর পূর্বে ইমাম বানানো

---

১৪. ইব্ন খালদূন, আব্দুর রহমান ঃ **আল-মুকাদ্দিমাহ** ১ম খ., (বৈরুত, ১৩৯০/১৯৭১), পৃ. ১৬৪।

১৫, আল-আশ'আরী, আবুল হাসান ঃ **মাকালাতুল ইসলামিঈন ওয়া ইখ্তিলাফিল মুসাল্লিঈন**, ১ম খ., (কায়রো ঃ মাকতাবাতুন্ নাহ্দাতিল্ মিসরিয়্যাহ, তা: বি:), পৃ. ৮৯।

১৬. ইব্ন খালদূন, প্রাগুক্ত।

১৭. আশ্-শাহ্রিস্তানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

১৮. আল্-আশ'আরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

www.pathagar.com

হয়েছে আলী (রা) যেহেতু তাঁদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন, তাঁদের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছেন, তাঁদের পেছনে সালাত আদায় করেছেন, তাই আমরা তাঁর কার্যকে অস্বীকার করে অগ্রসর হতে পারি না। আলী (রা) এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে আমরা নবুওয়াতের মর্যাদা ছাড়া অন্য কোন পার্থক্য করতে পারি না। অন্যসব ব্যাপারে আমরা তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমমর্যাদা দেই।[১৯]

চরমপন্থী শীআদের মতে আলী (রা)-এর পূর্বে যে সব খলীফা খিলাফত গ্রহণ করেছেন, তাঁরা ছিনতাইকারী আর যারা তাঁদেরকে খলীফা বানিয়েছেন, তারা গুমরাহ ও যালিম। কেননা তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওয়াসিয়্যাত অস্বীকার করেছেন। সত্যিকার ইমামকে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। এদের কেউ কেউ আরও কঠোরতা অবলম্বন করে প্রথম তিন খলীফা এবং যারা তাদেরকে খলীফা বানিয়েছেন, তাঁদেরকে কাফিরও বলে। এদের মধ্যে সবচেয়ে নরম মত হচ্ছে যাইদিয়াদের। এরা যায়দ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন (রা) (মৃ. ১২২ হি.)-এর অনুসারী। এরাও আলী (রা)-কে উত্তম মনে করে কিন্তু এদের মতে উত্তমের উপস্থিতিতে অ-উত্তম ব্যক্তির ইমাম হওয়া অবৈধ নয়। উপরন্তু এদের মতে আলী (রা)-এর সপক্ষে স্পষ্ট এবং ব্যক্তিগতভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন নির্দেশ ছিল না। তাই এরা আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর খিলাফত স্বীকার করতো। তবুও এদের মতে ফাতিমা (রা)-এর বংশধরদের মধ্যে কোন যোগ্য ব্যক্তির ইমাম হওয়া উচিত। তবে এজন্য শর্ত এই যে, তাকে ইমামতের দাবি করতে হবে।[২০]

কুরআন সম্পর্কে শী'আ আকীদা

ইসলামী শরী'আতের প্রথম উৎস পবিত্র কুরআন সম্পর্কে গোঁড়া শী'আদের আকীদা হলো এর বিভিন্ন আয়াত ও শব্দ বাদ দেয়া হয়েছে এবং কুরআন পরিবর্তন করা হয়েছে।[২১]

আসলে এটা গোঁড়া শী'আদের একটি কুফ্রী ভ্রান্ত ধারণা ও মনগড়া কথা। কেননা কুরআন হিফাযত করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশেষ তত্ত্বাবধানে কুরআন লিখিত হয়েছে। হাজার হাজার সাহাবী (রা) ও তাবি'ঈ তা মুখস্থ করেছেন। গোটা মুসলিম উম্মাহ্ আজ পর্যন্ত সেই কুরআনকেই গ্রহণ করে আসছেন। গোঁড়া শী'আদের এ আকীদা মূলত আল্লাহ্র রাসূল (সা) ও গোটা মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে তারা

১৯. ইব্ন আবিল হাদীদ ঃ **নাহ্জুল-বালাগাহ,** ৪র্থ খ., (মিসর ঃ দারুল্ কুতুবিল 'আরাবিয়্যাহ, ১৩২৯/১৯১১), পৃ. ৫২০।

২০. ইব্ন খালদূন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫; আশ্-শাহ্রিস্তানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১১৭

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীগণের প্রতি জঘন্য মিথ্যারোপ করেছে। আল্লামা ইব্ন হায্ম (র) তার 'আল্-ফাস্ল' গ্রন্থে কুরআন সম্পর্কে শী'আদের এ ভ্রান্ত আকীদা খণ্ডন করে যুক্তিনির্ভর আলোচনা করেছেন।[২২]

হাদীস সম্পর্কে শী'আ আকীদা

ইসলামের দ্বিতীয় উৎস হাদীস সম্পর্কেও শী'আগণ মুসলিম উম্মাহ্র সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা সহীহুল বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ্, মুয়াত্তা মালিক, মুসনাদে আহ্মদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থকে সঠিক বলে বিশ্বাস করেন না। অথচ গোটা মুসলিম উম্মাহ্ চিরকাল এসব গ্রন্থকে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলে বিশ্বাস করে আসছেন। শী'আদের মতে যে সব হাদীস তাদের ইমামদের নিকট থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, শুধু সেগুলোই তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য। আর তারা ইমামদের সমস্ত কথা এবং কাজকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা ও কাজের মতই সঠিক হাদীস বলে বিশ্বাস করে। কেননা তারা তাদের ইমামদেরকে মা'সূম বা নিষ্পাপ মনে করে। তাই তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণ এবং হাজার হাজার সাহাবীর বর্ণিত হাদীসকে গ্রহণ করে না। তাদের যুক্তি হলো, যারা আলী (রা)-কে খলীফা নিযুক্ত করেননি। তারা সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওয়াসিয়্যাত লংঘন করেছেন এবং হক ইমামের বিরোধিতা করেছে। এ কারণেই তারা সিকাহ্ ও নির্ভরশীল হওয়ার যোগ্য নন।

রিজাল শাস্ত্র সম্পর্কে তারা সঠিক জ্ঞান লাভ করারও প্রয়োজনবোধ করে না। কোন শী'আ রাবী কর্তৃক হাদীস বর্ণিত হলেই সেটাকে তারা সঠিক বলে গ্রহণ করে থাকে। বর্ণনাকারী শী'আ হওয়াটাই তার বর্ণিত হাদীসের সত্যতার মাপকাঠি। যতবড় নির্ভেজাল মিথ্যা কথা হোক না- কেন, তা যদি কোন শী'আ রাবী বর্ণনা করে থাকে এবং সেটা যদি শী'আ মতবাদের সহায়ক হয়, তবে তা তাদের নিকট সত্য ও সঠিক বলে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। মুসলিম উম্মাহ্র বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ সঠিকভাবে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করার উদ্দেশ্যে সূক্ষ্ম পর্যালোচনার মাধ্যমে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হাদীস বিচার করা এবং হাজার হাজার হাদীস বর্ণনাকারীর জীবন বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করার বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের আলোকে 'হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান' নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু শী'আদের নিকট তাঁদের এ অবদানের কোন গুরুত্বই নেই।[২৩]

---

২২. ইব্ন হাযম, আলী ইব্ন আহ্মাদ ঃ **আল্ ফাস্লু ফিল মিলাল ওয়া আহওয়াই ওয়ান নিহাল** ৩য় সং, ২য় খ., (বৈরুত ঃ দারুল মা'রিফা, ১৩৯৫/১৯৭৫), পৃ. ৮০-৮১।

www.pathagar.com

এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাজার হাজার সাহাবীর মধ্যে শী'আরা শুধু আলী (রা), মিকদাদ (রা), আবূ যর (রা), সালমান আল-ফারসী (রা) ও আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) সহ মুষ্টিমেয় কতিপয় সাহাবীকে মু'মিন বলে মনে করেন।[২৪] কারো কারো মতে এরূপ সাহাবীর সংখ্যা ছিল মাত্র পনেরজন। এছাড়া অন্যান্য সাহাবীগণকে তারা দুর্নীতি পরায়ণ বলে অভিহিত করে থাকেন।[২৫] তাঁদের হাদীসকে তারা একথা বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, তাঁরা ঐ সব হাদীস গোপন করেছেন যা দ্বারা আলী (রা)-এর ইমামত লাভ সম্বন্ধে মহানবী (সা)-এর নির্দেশ রয়েছে।[২৬]

এভাবে যে সব সাহাবীর সাথে শী'আদের বিরোধ ছিল, তাদের অধিকাংশের ফযীলত সম্বন্ধে বর্ণিত হাদীসগুলোকে তারা জাল (মিথ্যা) বলে অভিহিত করলেন। আর 'আহ্লুস্ সুন্নাহ্'-এর হাদীসসমূহ গ্রহণ না করে তারা গ্রহণ করলেন ঐ সব হাদীস যা তাদের অনুকূলে তাদের মা'সূম ইমামগণের সূত্রে বর্ণিত। এ নীতি অবলম্বনের ফলে তারা ঐ সব হাদীসকেও জাল বা মিথ্যা বলে অভিহিত করলেন, যা জমহূরের মতে সর্বোচ্চ স্তরের সহীহ্ হাদীস বলে প্রমাণিত। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো সহীহুল-বুখারীর এ হাদীসটি ঃ

ان النبى صلى الله عليه وسلم امر بسد كل خوخة تطل على المسجد من بيوت الاصحاب، الا خوخة ابى بكر -

-"নবী করীম (সা) আবূ বকর (রা)-এর গৃহের জানালা ব্যতীত মসজিদের দিকে সাহাবীগণের যত জানালা ছিল তা বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন"।

অধিকাংশ মুহাদ্দিসের নিকট এ হাদীসটি সকল শর্তানুসারে সহীহ্। সঠিক জ্ঞানের মানদণ্ডে বিচার-বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসটি সর্বপ্রকার দুর্বলতা ও সন্দেহ সংশয়ের উর্ধ্বে কিন্তু শী'আদের নিকট এ হাদীসটি জাল বা মিথ্যা। তাদের মতে উপরোক্ত হাদীসটি নিম্নলিখিত সহীহ্ হাদীসের বিরোধী ঃ

ان النبى صلى الله عليه سلم امر ان تسد الابواب كلها الا باب على -

-"নবী করীম (সা) আদেশ করলেন আলী (রা)-এর দরজা ব্যতীত অন্য সব দরজা বন্ধ করে দেয়া হোক।"[২৭]

শেষোক্ত হাদীস, যাতে আলী (রা)-এর দরজা বন্ধ না করার কথা উল্লিখিত হয়েছে, শী'আ রাবী কর্তৃক এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ হাদীস বিশেষজ্ঞের

২৪. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়া'কুব, আবূ জা'ফর ঃ **আল-কাফী**, ১ম খঃ, (তা. বি.), পৃ. ২২৭-২৫৮।
২৫. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।
২৬. মুহাম্মাদ লুৎফুর রহমান, শেখ ঃ **ইসলাম ঃ রাষ্ট্র ও সমাজ**, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী , ১৪০৪/১৯৮৪), পৃ. ২৭৫।
২৭. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২।

www.pathagar.com

মতে এ হাদীসটি জাল। ইব্নুল-জাওযী (র), আল্-ইরাকী (র), ইব্ন তাইমিয়া (র) প্রমুখ ইমাম ও হাফিযে হাদীস এ হাদীসটিকে জাল বা মিথ্যা বলেছেন। এ হাদীসটিকে সহীহ্ বলে ধরে নেয়া হলেও মুহাদ্দিসগণ এর কয়েকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হাফিয ইব্ন হাজার (র)-এর বর্ণনামতে একটি ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত নবী করীম (সা) আলী (রা)-এর দরজা ব্যতীত সকল দরজা বন্ধ করতে আদেশ করেছিলেন। যখন সকল দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো, তখন লোকেরা মসজিদে প্রবেশের জন্য জানালা খুলে দিলেন। তখন নবী করীম (সা) আবূ বকর (রা)-এর জানালা ব্যতীত সকল জানালা বন্ধ করে দেয়ার আদেশ দিলেন। অর্থাৎ আলী (রা)-এর দরজা ও আবূ বকর (রা)-এর জানালা ব্যতীত সবই বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। অতঃপর আবূ বকর (রা)-এর দরজা খোলা সম্পর্কে যে কয়েকটি রিওয়ায়াত রয়েছে, মুহাদ্দিসগণ তা জানালা অর্থে গ্রহণ করেছেন, যাতে উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় এবং কোন বিরোধ না থাকে। তারপর ইব্ন হাজার (র) লিখেছেন, এরূপ সামঞ্জস্য বিধানে উভয় হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না। যেমন ইমাম তাহাবী (র) 'মুশ্কিলুল-আ-সা-র' গ্রন্থে এবং ইমাম আবূবকর কুলাবাযী 'মা'আনিল্-আখ্বার' গ্রন্থে উভয় হাদীসের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, আবূ বকর (রা)-এর ঘরের দরজা মসজিদের বাইরে ছিল এবং জানালা ছিল মসজিদের ভেতরের দিকে। আর আলী (রা)-এর ঘরের মাত্র একটি দরজাই ছিল যা মসজিদ থেকে খোলা যেত।[২৮]

শী'আদের হাদীস গ্রন্থ

শী'আদের বেশ কয়েকটি হাদীস গ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. **আল্-কাফী** ঃ এটি শী'আদের শ্রেষ্ঠতম নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি তাদের নিকট আমাদের সহীহুল-বুখারীর মর্যাদাসম্পন্ন। ষোল হাজার হাদীস সম্বলিত এ গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়া'কূব কুলাইনী (মৃ. ৩২৮/৩২৯ হি.)। তিন খণ্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থে সব ধরনের হাদীসই স্থান পেয়েছে। এতে বহু সংখ্যক জাল বা মিথ্যা হাদীসও সন্নিবেশিত হয়েছে।

২. **কিতাবুত্ তাহ্যীব** ঃ এর রচয়িতা হলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান আত্-তূসী। এ গ্রন্থটি দু'খণ্ডে বিভক্ত।

---

২৮. ইব্ন হাজার, আহমাদ ইব্ন আলী ঃ **ফাতহুল বারী**, ২য় সং, ৭ম খ., (কায়রো ঃ ১৯৮৮), পৃ. ১৮-১৯; আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫।

www.pathagar.com

৩. কিতাবু মান্ লা ইয়াহ্দুরুহুল ফাকীহ্ ঃ এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী।

৪. কিতাবুল-ইস্তিবসার ফী মা ইখ্তুলিফা ফীহি মিনাল আখ্বার ঃ এর প্রণেতা হলেন মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান আত্-তূসী। এ গ্রন্থটি হলো 'কিতাবুত্- তাহ্যীব' -এর সার-সংক্ষেপ। এ চারটি হলো শী'আদের মৌলিক হাদীস গ্রন্থ। এরূপ সমমর্যাদাসম্পন্ন তাদের আরো দু'টি গ্রন্থের নাম হলো ঃ

ক. ওয়াসাইলুশ্ শী'আ ইলা আহাদীসিশ্ শারী'আহ্ ঃ প্রণেতা শেখ মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান আল-আমিলী।

খ. বাহারুল আন্ওয়ার ফী-আহাদীসিন্ নাবিইয়্যি ওয়াল্ আইম্মাতিল আতহার ঃ এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন শেখ মুহাম্মাদ আল্-বাকির।[২৯]

হাদীস জালকরণে শী'আদের ভূমিকা

মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে একমত যে, জাল হাদীস রচনার ক্ষেত্রে শী'আদের বিরাট ভূমিকা ছিল। বিভিন্ন ব্যক্তির ফযীলত তথা মর্যাদা বর্ণনার মাধ্যমে হাদীস জালকরণের সূত্রপাত হয়। বলা হয়ে থাকে, সর্বপ্রথম শী'আরাই জাল হাদীস রচনার দুঃসাহস দেখায়। তারা তাদের ইমাম ও দল-উপদলের শীর্ষস্থানীয় লোকদের ফযীলত সম্পর্কে বহু জাল হাদীস রচনা করে। এ প্রসংগে প্রখ্যাত শী'আ লেখক ইব্ন আবিল্-হাদীদ[৩০]-এর উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ 'ফযীলত সম্পর্কে যত মিথ্যা হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা শী'আদের পক্ষ থেকে রচনা করা হয়েছে।' অপরদিকে আহলুস্ সুন্নাহ্র কিছু অজ্ঞ লোকও এর মুকাবিলা করেছে পাল্টা জাল হাদীস রচনা করে।[৩১] শী'আদের জাল হাদীস রচনা সম্পর্কে ইমামগণের নিম্নলিখিত উক্তিগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

১. ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র) বলেন ঃ

ما رأيت فى اهل الاهواء قوما اشهد بالزور من الرافضة -

---

২৯. আল-হুসাইনী, মুহাম্মাদ আমীন ঃ **'আ'ইয়ানুশ্ শী'আ'**, ১ম খ., (দিমাশ্ক ঃ ১৩৫৩/১৯৩৪), পৃ. ২৯২।

৩০. তিনি একজন প্রখ্যাত শী'আ সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। আকীদাগত দিক দিয়ে তিনি মু'তাযিলা ভাবাপন্ন হওয়ার কারণে তাকে মু'তাযিলীও বলা হয়ে থাকে। তাঁর পূর্ণ নাম ইযুদ্দীন আবূ হামিদ আব্দুল হামীদ ইব্ন হিবাতুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবিল হাদীদ আল্-মাদাইনী। তিনি ৫৮৬ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৫৫ হি. সনে ইন্তিকাল করেন। – আল্-বুস্তানী, বুতরাস ঃ **দাইরাতুল মা'আরিফ**, ১ম খ., (বৈরুত ঃ দারুল্-মা'রিফাহ্, তা. বি.), পৃ. ৩৪৮

৩১. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫-৭৬; ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।

www.pathagar.com

–"প্রবৃত্তির অনুসরণকারী দলগুলোর মধ্যে রাফিযী (শী'আ) অপেক্ষা মিথ্যা রচনায় পটু আর কোন দলকে আমি দেখিনি।"৩২

২. শী'আদের সম্পর্কে ইমাম মালিক (র)-এর অভিমত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন ঃ 'তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করো না এবং তাদের থেকেও হাদীস রিওয়ায়াত করো না। কেননা তারা মিথ্যা বলে।'৩৩

৩. মধ্যপন্থী শী'ঈ বলে খ্যাত কাযী শুরাইক ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ বলেন ঃ

احمل عن كل من لقيت الا الرافضة - فانهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا -

–"যাদের সাথেই সাক্ষাত হয়, তাদের থেকে কিছু না কিছু ইল্‌ম গ্রহণ কর। কিন্তু রাফিযী (শী'আ) হতে নয়। কেননা তারা জাল হাদীস রচনা করে তাই দীন হিসেবে গ্রহণ করে।"৩৪

৪. হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা বলেন, আমাকে শী'আদের এক শায়খ বললেন ঃ

كنا اذا اجتمعنا فاستحسنا شيأ جعلناه حديثا -

–"আমরা যখন এক জায়গায় সমবেত হতাম, তখন কোন কিছুকে ভাল মনে করলে তাই হাদীস হিসেবে চালিয়ে দিতাম।"৩৫

শী'আদের জাল হাদীস রচনা সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তী ইমামগণের কয়েকটি অভিমত এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এর থেকে বুঝা যায় যে, জাল হাদীস রচনার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, শী'আরাই সর্বপ্রথম জাল হাদীস রচনার দুঃসাহস দেখায়। সুতরাং ইরাক হলো জাল হাদীস রচনার প্রথম কেন্দ্র। কেননা ইরাকই ছিল শী'আদের প্রধান কেন্দ্র। এ প্রসংগে প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইমাম আয্‌-যুহরী (র)-এর উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

يخرج الحديث من عندنا شبرا فيرجع الينا من العراق ذراعا -

–"আমাদের নিকট থেকে হাদীস বের হতো এক বিঘত। অতঃপর ইরাক হতে তা ফিরে আসতো এক হাত হয়ে।"

---

৩২. আল-বাগদাদী, আল-খতীব ঃ **'আল-কিফায়াহ,** (দারুল-কুতুবিল হাদীসাহ্ তা. বি.), পৃ. ২০২।

৩৩. ইব্‌ন তাইমিয়া ঃ **মিনহাজুস্ সুন্নাহ,** ১ম খ. (মিসর ঃ মাকতাবাতুল আমীরিয়াহ, ১৩২১/১৯০৩), পৃ. ১৩; আয্‌-যাহাবী ঃ **আল্‌-মুনতাকা** (কায়রো ঃ আল্‌-মাকতাবাতুস্ সালাফিয়া, তা. বি.) পৃ. ২১।

www.pathagar.com

ইমাম মালিক (র) বলতেন, ইরাক হলো জাল হাদীসের কেন্দ্রস্থল। ওখান থেকে জাল হাদীস রচিত হয়ে জনসাধারণের ভেতর তা বিস্তার লাভ করতো।[৩৬]

জাল হাদীসের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করলে প্রতীয়মান হয় যে, শী'আরা অসংখ্য হাদীস জাল করেছে। বিশেষত আহ্লে বায়ত তথা আলী (রা) ও তাঁর বংশধরদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে তারা বহু জাল হাদীস রচনা করেছে। এছাড়া মু'আবিয়া (রা) ও উমাইয়াদের বিরুদ্ধেও তারা বহু হাদীস জাল করেছে। শী'আদের রচিত কতিপয় জাল হাদীসের দৃষ্টান্ত নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

শী'আরা আলী (রা)-এর খিলাফতের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওয়াসিয়্যাত প্রমাণের জন্য বহু হাদীস জাল করেছে। এর মধ্যে 'গাদীরে খুম'-এর হাদীসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা শী'আদের যতগুলো দল ও মতবাদ আছে, সব দল ও মতবাদেরই বলতে গেলে প্রধান সম্বল হলো এ হাদীসটি। হাদীসটির সার কথা হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তনের পথে 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে সাহাবীগণকে সমবেত করে সকল সাহাবীর সামনে আলী (রা)-এর হাত ধরে বললেন,

هذا وصي واخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له واطيعوا ـ

–"এই 'আলী (রা) আমার ওসী, আমার ভাই ও আমার পরে খলীফা। সুতরাং তোমরা তার কথা শুনবে ও তার আদেশ পালন করবে।"[৩৭]

আহ্লুস্ সুন্নাহ্র অভিমত হলো, এ হাদীসটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। চরমপন্থী শী'আরা এটি রচনা করেছে। সাহাবীগণের বিরুদ্ধে এ হাদীস দ্বারাই তারা কলংক আরোপ করেছে। এ হাদীসটি তাঁরা গোপন করেছেন বলে শী'আদের অভিযোগ। অথচ জমহূর মুহাদ্দিসগণের বিচারের মানদণ্ডে হাদীসটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন যে কোন বিচারকই জমহূরের সাথে একমত হবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কেননা শী'আদের মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিপুল সংখ্যক সাহাবীর সামনে এ হাদীসটি বলেছেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এরূপ একটি হাদীস সাহাবীগণ গোপন রাখবেন, বিবেক তা স্বীকার করে না। এ গোপন রাখা তাঁদের পক্ষে সম্ভবও নয়। এটাও বিবেক স্বীকার করে না যে, আলী (রা) ওয়াসিয়্যাতের কথা চাপা দিয়ে রেখেছেন এবং সাহাবীগণ তা মেনে নিয়েছেন। কারণ তাঁরা হলেন ঐসব লোক যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার দীন প্রসারে ও তাঁর আহ্কাম আদায়ে সর্বাত্মকভাবে যত্নবান ছিলেন। হক কথা প্রকাশ করতে তাঁরা বিন্দুমাত্র

৩৫. আল্-বাগদাদী, আল্-খতীব ঃ **আল-জামি'উ লি-আখলাকির্ রাবী**, (মিসর ঃ দারুল-কুতুব, তা. বি.) পৃ. ১৮; মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

৩৬. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

www.pathagar.com

দ্বিধা-সংকোচ করতেন না। এ ব্যাপারে কাউকেই তাঁরা পরোয়া কিংবা ভয় করতেন না। এ ছিল তাঁদের শান। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি ওয়াসিয়্যাত– যা তিনি সকল সাহাবীর সামনে করে গেছেন এবং যাতে তাঁর পরে কে খলীফা হবেন, তা সুনির্দিষ্ট করে বলে গেছেন, এরূপ একটি হাদীস সাহাবীগণ গোপন করতে পারেন তা কল্পনায়ও আসে না। আর এটাই বা কি করে সম্ভব যে, এ হাদীসটি গোপন করার ব্যাপারে সকল সাহাবীই একমত হবেন! সুতরাং এটা যে শী'আদের মনগড়া কথা, তা অনায়াসেই বলা যায়। শী'আদের আরও কয়েকটি জাল হাদীসের দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করা হলো ঃ

من اراد ان ينظر الى ادم فى علمه والى نوح فى تقواه والى ابراهيم فى حلمه والى موسى فى هيبته والى عيسى فى عبادته فلينظر الى على -

–"যে ব্যক্তি আদমের জ্ঞান, নূহের পরহেযগারী, ইবরাহীমের ধৈর্য, মূসার ব্যক্তিত্ব ও ঈসার ইবাদত দেখতে ইচ্ছে করে, সে যেন আলীর দিকে তাকায়।"

انا ميزان العلم وعلى كفتاه، والحسن والحسين خيوطه، وفاطمة علاقته والائمة منا محمود توزن فيه اعمال المحبين لنا والمبغضين لنا -

–"আমি ইলমের দাঁড়ি-নিক্তি, আলী (রা) তার পাল্লা, হাসান ও হুসাইন তার রশি, ফাতিমা তার সম্পর্ক এবং আমাদের বংশের ইমামগণ তার স্তম্ভ। এতে আমাদের মুহিব্বীন (প্রিয়জন) ও যারা আমাদের প্রতি বিদ্বেষী, তাদের আমলসমূহ ওযন করা হয়।"

حب على حسنة لا يضر معها سيئة وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة -

–"আলী (রা)-কে ভালবাসা পুণ্যের কাজ, এর সাথে পাপ ক্ষতিকর নয়। তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা পাপ, এর সাথে পুণ্য উপকারী নয়।"[৩৮]

من لم يقل على خير الناس فقد كفر

–"আলী (রা)-কে যে সর্বোত্তম ব্যক্তি না বলল, সে কুফরী করল।"[৩৯]

خلقت انا وعلى من نور وكنا على يمين العرش .....

---

৩৮. প্রাগুক্ত।

৩৯. আশ্-শাওকানী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ঃ আল্ ফাওয়াইদুল-মাজমু'আহ্ (মক্কা আল্-মুকাররামাঃ

www.pathagar.com

–"আমাকে ও আলী (রা)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে। আর আমরা উভয়েই আরশের ডান পার্শ্বে ছিলাম।"[৪০]

من مات وفى قلبه بغض لعلى بن ابى طالب فليمت يهوديا او نصرانيا ـ

–"যে ব্যক্তি আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের প্রতি বিদ্বেষ রেখে মারা গেল, সে যেন ইয়াহূদী অথবা খ্রিস্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করে।"[৪১]

এভাবে ফাতিমা (রা) সম্বন্ধেও তারা জাল হাদীস রচনা করেছে। যেমন ঃ

لما اسرى بالنبى اتاه جبريل بسفرجلة من الجنة فأكلها، فعلقت السيدة خديجة بفاطمة، فكان اذا اشتاق الى رائحة الجنة شم فاطمة ـ

–"যখন শ'বে মি'রাজে নবী করীম (সা)-কে সফর করানো হলো, জিবরাঈল (আ) তাঁর নিকট বেহেশতের একটি ফল (নাশপাতি সদৃশ সুগন্ধি ফল) নিয়ে এলেন। তিনি তা খেলেন। এর ফলে সাইয়েদা খাদীজা (রা) ফাতিমাকে গর্ভে ধারণ করলেন। এরপর যখনই তিনি বেহেশতের সুগন্ধি পাওয়ার ইচ্ছে করতেন, ফাতিমাকে শুঁকতেন।"

হাদীসটি জাল হওয়ার কয়েকটি লক্ষণ সুস্পষ্ট। কেননা ফাতিমা (রা)-এর জন্ম হয় মি'রাজের আগে এবং খাদীজা (রা)-এর মৃত্যু হয় নামায ফরয হওয়ার পূর্বে। আর ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত যে, নামায ফরয হয় শবে মি'রাজে।

এভাবে তারা সাহাবীগণের নিন্দায়ও বহু হাদীস জাল করেছে। বিশেষ করে আবূ বকর (রা) ও উমর ফারুক (রা) এবং শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের নিন্দায়। অনুরূপভাবে তারা জাল হাদীস রচনা করেছে মু'আবিয়া (রা)-এর নিন্দায়ও। যেমন ঃ

اذا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه

–"যখন তোমরা মু'আবিয়া (রা)-কে আমার মিম্বরের ওপর দেখবে, তাকে হত্যা করবে।"

এভাবে মু'আবিয়া (রা) এবং আমর ইব্‌নুল আস্ (রা)-এর নিন্দায়ও তারা জাল হাদীস রচনা করে। যেমন ঃ

اللهم أركسهما فى الفتنة ودعهما فى النار دعًا ـ

–"হে আল্লাহ্! তাদের উভয়কে যুদ্ধে জড়াও এবং উভয়কেই জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাও।"[৪২]

৪০. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

৪১. আশ্ শাওকানী, প্রাগুক্ত।

৪২. আস্ সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

www.pathagar.com

শী'আদের রচিত আর একটি জাল হাদীসের দৃষ্টান্ত এই যে, ইমাম জা'ফর সাদিক্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'যখনই কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তখন একটি ইবলীস সেখানে উপস্থিত হয়। ঐ সন্তানটি শী'আ হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শয়তান থেকে হিফাযত করে রাখেন। আর বড় হয়ে যদি ঐ সন্তান শী'আ না হয়, তা হলে শয়তান তার পেছন দ্বারে আংগুল ঢুকিয়ে দেয়। ফলে বড় হয়ে সে অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। আর ঐ সন্তানটি মেয়ে হলে শয়তান তার লজ্জাস্থানে আংগুল ঢুকিয়ে দেয়। ফলে বড় হয়ে সে কুকর্মে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়।"[৪৩]

এভাবে শী'আরা তাদের কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় বহু জাল হাদীস রচনা করে। খলীলী তাঁর 'আল্-ইরশাদ' গ্রন্থে লিখেছেন, শী'আরা আলী (রা) ও আহ্লে-বায়ত সম্বন্ধে তিন লাখের মত জাল হাদীস রচনা করেছে।[৪৪] তাঁর এ উক্তি অতিরঞ্জিত মনে হলেও এ কথা সত্য যে, তারা বহু জাল হাদীস রচনা করেছে। আহ্লুস্-সুন্নাহ্র অজ্ঞ লোকেরা এর মুকাবিলা করেছে পাল্টা জাল হাদীস রচনা করে। তাদের রচিত জাল হাদীসের দৃষ্টান্ত হলো ঃ

ما فى الجنة شجرة الا مكتوب على كل ورقة منها : لا اله الا الله محمد رسول الله ابو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين -

-"জান্নাতের বৃক্ষের প্রতিটি পাতায়ই লেখা রয়েছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্, আবূ বকর আস্-সিদ্দীক, উমর আল-ফারুক এবং উসমান যুন্-নূরাইন।"

তাবারানী (র) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্ন হিব্বান (র) ও ইমাম আয্-যাহাবী (র)-এর মতে হাদীসটি মাওযূ' বা জাল। এভাবে মু'আবিয়া (রা) ও উমাইয়াদের সমর্থকরাও হাদীস রচনা করে। তাদের মনগড়া হাদীসের নমুনা এই ঃ

الامناء عند الله ثلاثة : انا وجبريل ومعاوية -

-"আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বিশ্বস্ত হলো তিন ব্যক্তি আমি, জিবরাঈল ও মু'আবিয়া।"[৪৫]

انت منى يا معاوية وانا منك - "হে মু'আবিয়া! তুমি আমার আর আমি তোমার।"

৪৩. জারুল্লাহ, মূসা ঃ **আল্-ওয়াশী'আহ্ ফী নাক্দি আকাইদিশ্ শী'আহ্**, (আশ্-শারফ, ১৩৫৫/১৯৩৬), পৃ. ৪০।

৪৪. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত।

৪৫. আশ্-শাওকানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২।

www.pathagar.com

لا افتقد فى الجنة الا معاوية ، فيأتى أنفا بعد وقت طويل، فأقول : من اين يا معاوية ؟ فيقول من عند ربى يناجينى وانا جيه، فيقول : هذا بمانيل من عرضك فى الدنيا ۔

–"আমি বেহেশ্তে মু'আবিয়া ছাড়া আর কাউকে হারাবো না। দীর্ঘ সময়ের পর সে হঠাৎ এসে পড়বে। তখন আমি বলবো, হে মু'আবিয়া! কোথেকে এলে? সে বলবে আমার রব-এর দরবার হতে। তিনি আমার সাথে গোপন কথা বিনিময় করলেন। আর আমিও তাঁর সাথে গোপন কথা বললাম। তখন তিনি বলবেন, তুমি এ মর্যাদা পেলে যেহেতু তুমি দুনিয়াতে সম্মান লাভ করেছিলে।"[৪৬]

এভাবে আব্বাসীয়দের অনুসারীরাও জাল হাদীস রচনা করেছে। শী'আরা জাল হাদীস রচনা করেছে আলী (রা)-কে কেন্দ্র করে। আর আব্বাসীয় পৃষ্ঠপোষকরা জাল হাদীস রচনা করেছে আব্বাস (রা)-কে কেন্দ্র করে। তাদের রচিত জাল হাদীসের দৃষ্টান্ত হলো ঃ العباس وصى ووارثى – "আব্বাস আমার ওসী ও ওয়ারিস।" তাদের রচিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হাদীসটি হলো, নবী করীম (সা) আব্বাসকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

اذا كان سنة خمس وثلاثين ومائة فهى لك ولولدك السفاح والمنصور والمهدى۔

–"যখন ১৩৫ হিজরী সাল হবে, তখন খিলাফত হবে তোমার জন্য, তোমার বংশধর আস্-সাফ্ফাহ, আল্-মানসূর ও আল্-মাহ্দীর জন্য।"[৪৭]

জাল হাদীসের গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অন্যান্যদের তুলনায় শী'আরাই হাদীস জাল করার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা রেখেছে। এ ন্যাক্কারজনক কাজে তাদের নামই রয়েছে সকলের শীর্ষে।

খ. খাওয়ারিজ ও জাল হাদীস

খারিজী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও হাদীস জাল করার অভিযোগ রয়েছে। তবে তারা সত্যিই জাল হাদীস রচনা করেছে কিনা, সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে এখানে তাদের সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা পেশ করা হলো ঃ

খারিজীদের পরিচয়

'খাওয়ারিজ' (خوارج) শব্দটি 'খারিজ' (خارج)-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ বহির্ভূত, দলত্যাগী বা রাজদ্রোহী ইত্যাদি। এর থেকেই 'খারিজী' শব্দটি এসেছে।

---

৪৬. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

আসলে প্রত্যেক যুগের সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত বৈধ ইমাম বা খলীফার বিদ্রোহী কিংবা আনুগত্য বর্জনকারী ব্যক্তিই খারিজী নামে অভিহিত। চাই এটা সাহাবীগণের যুগের ঘটনা হোক কিংবা তার পরের।[৪৮] ইসলামের ইতিহাসে ঐ সম্প্রদায়টি 'খারিজী' নামে পরিচিত যারা সিফ্ফীনের যুদ্ধে সালিশকে কেন্দ্র করে আলী (রা)-এর দল থেকে পৃথক হয়ে যায়।[৪৯] এ জন্যই তাদেরকে দলত্যাগী বা খারিজী বলা হয়ে থাকে।

খারিজীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

খারিজীরা হলো শী'আ মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দল। সিফ্ফীন যুদ্ধকালে আলী (রা) এবং মু'আবিয়া (রা) যখন নিজেদের মতবিরোধ নিরসনে দু'জন লোককে সালিশ নিযুক্তিতে সম্মত হন, ঠিক সে সময় এ দলের উদ্ভব হয়। তখন পর্যন্ত এরা আলী (রা)-এর সমর্থক ছিল। কিন্তু সালিশ নিযুক্তির বিষয়কে কেন্দ্র করে হঠাৎ এরা বিগড়ে যায়। তারা বলে, আল্লাহ্ তা'আলার পরিবর্তে মানুষকে ফয়সালাকারী স্বীকার করে আপনি কাফির হয়ে গেছেন। এভাবে তারা আলী (রা)-এর ঘোর বিরোধিতা শুরু করে এবং নানা স্থানে গোলযোগ করতে থাকে। পরিশেষে আলী (রা) তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হন এবং 'নাহ্রাওয়ানের' যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করেন। নাহ্রাওয়ানের ধ্বংসের হাত থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন খারিজী রক্ষা পায়। তারা বিভিন্ন দিকে পলায়ন করে এবং পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক অচলাবস্থার জন্য তারা আলী (রা), মু'আবিয়া (রা) এবং আমর ইব্নুল-আস (রা)-কে দোষী সাব্যস্ত করে। তারা তাঁদের হত্যা করে রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূরীকরণের ষড়যন্ত্র করে। তাদের ষড়যন্ত্রেই আলী (রা) আব্দুর্ রহমান ইব্ন মুলযিম নামক জনৈক খারিজীর হাতে শহীদ হন। তারা মু'আবিয়া (রা) এবং আমর (রা)-কেও আক্রমণ করেছিল কিন্তু তাঁদের হত্যা করতে পারেনি। এভাবে খারিজীরাই সর্বপ্রথম ইসলামে হত্যার রাজনীতির সূত্রপাত করে।[৫০]

খারিজীরা উমাইয়া এবং হাশিমী উভয়েরই বিরুদ্ধাচরণ করে। তারা উগ্রপন্থী মতবাদ প্রচার করতে থাকে এবং যারাই তাদের মতবাদ অস্বীকার করতো, তাদের বিরুদ্ধেই তারা অস্ত্রধারণ করতো। মু'আবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পর ইয়াযীদের শাসনকালে মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রকট গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। সেই সুযোগে খারিজীরা শক্তিশালী হয়ে উঠে কিন্তু খলীফা আব্দুল মালিক তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন

---

৪৮. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭; আয্-আযহারী : **আরবী বাংলা অভিধান**, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২৯।

৪৯. প্রাগুক্ত।

৫০. লুৎফর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪-২৫৫।

www.pathagar.com

করেন। ফলে উমাইয়া আমলে তারা কোথাও প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ পায়নি। এতে তারা আফ্রিকা পালিয়ে যায় এবং সেখানে বারবারদের মধ্যে তাদের মতবাদ প্রচার করতে থাকে।

উমাইয়াদের পতনের যুগে তারা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং দ্বিতীয় মারওয়ানের স্বল্পকালীন শাসনামলে তারা গোলযোগ শুরু করে কিন্তু মারওয়ান কঠোর হস্তে তাদেরকে দমন করেন। পরে আব্বাসীদের সাথে মারওয়ানের সংগ্রামের সুযোগে খারিজীরা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

আব্বাসী আমলেও তারা মুসলিম বিশ্বের নানা স্থানে বিদ্রোহ করে এবং গোলযোগ সৃষ্টি করে কিন্তু আব্বাসী খলীফাগণও তাদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণ করেন এবং পুনঃপুনঃ পরাজিত করে তাদের দমন করেন। আব্বাসী আমলে আফ্রিকায় পুনঃপুনঃ খারিজী বিদ্রোহ হয় কিন্তু তৎকালীন শাসকগণ তাদের কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে দেননি। মিসরে ফাতিমী খলীফাগণও খারিজীদের দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ফলে কোন স্থানে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা না পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় উমর ছাড়া উমাইয়া বংশের কোন খলীফাকেই তারা স্বীকার করতো না। তারা তাদের অপহরণকারী বলে অভিহিত করে। কেবল খলীফা উমর ইব্ন আব্দুল-আযীয (র)-কে তারা প্রকৃত খলীফা হিসেবে স্বীকার করে এবং তাঁর শাসনামলে তারা কোন প্রকার গোলযোগ সৃষ্টি করেনি। আব্বাসী খলীফাদের মধ্যে কেবল আল্-মামূনকেই তারা মান্য করতো। তাঁর আমলে তারা বিদ্রোহ বা কোন প্রকার গোলযোগ করেনি।[৫১] যেহেতু খারিজীরা ছিল চরম কঠোর মনোভাবাপন্ন, উপরন্তু তারা নিজেদের থেকে ভিন্ন মতবাদ পোষণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং যালিম সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণার সমর্থক ছিল, তাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা খুন-খারাবী চালিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আব্বাসীয় শাসনামলে তাদের শক্তি নির্মূল হয়ে যায়।

খারিজীদের বিভিন্ন ফিরকা

শী'আদের মত খারিজীরাও বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো-মাহ্কামাহ্, আযারিকাহ্, নাজদাত, সুফ্রিয়াহ্, বুহাইসিয়া, আল্-আজারিদাহ্, সা'আলিবাহ্, সালতিয়াহ্; আখনাসিয়াহ্, শাবীবিয়াহ্, শাইবানিয়াহ্, মা'বাদিয়াহ্, রশীদিয়াহ্ ইবরাহীমিয়া ও ইবাদিয়াহ্ প্রভৃতি।[৫৩] এরা

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭-২৫৮।

৫৩. ইব্ন তাহির, প্রাগুক্ত; পৃ. ৭২, ফালাতা, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হলেও সকলেরই মূলনীতি ছিল প্রায় এক। খারিজী মতবাদের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

খারিজী মতবাদ

১. খারিজীরা আবূ বকর (রা) এবং উমর (রা)-এর খিলাফতকে বৈধ স্বীকার করতো কিন্তু তাদের মতে খিলাফতের শেষের দিকে উসমান (রা) ন্যায় এবং সত্যচ্যুত হয়েছেন। তিনি হত্যা বা পদচ্যুতির যোগ্য ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া মানুষকে সালিশ নিযুক্ত করে আলী (রা)-ও কবীরা গুনাহ করেছেন। উপরন্তু উভয় সালিশ অর্থাৎ আমর ইব্নুল-আস (রা) ও আবূ মূসা আল্-আশ'আরী (রা), এদেরকে সালিশ নিযুক্তকারী অর্থাৎ আলী (রা) ও মু'আবিয়া (রা) এবং তাদের সালিশীতে সন্তুষ্ট ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ আলী (রা) এবং মু'আবিয়া (রা)-এর সকল সঙ্গীই গুনাহ্গার ছিল। তাল্হা, যুবায়র এবং আয়েশা (রা) সমেত জামাল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলেই বিরাট পাপের ভাগী ছিলেন।

২. তাদের মতে পাপ কুফরীর সমার্থক। কবীরা গুনাহ্কারীকে তারা কাফির বলে আখ্যায়িত করে। তাই উপরোল্লিখিত সকল বুযর্গকেই তারা প্রকাশ্যে কাফির বলতো। এমনি কি তাঁদেরকে অভিসম্পাত করতে এবং গালি-গালাজ করতেও এরা ভয় পেতো না। উপরন্তু সাধারণ মুসলমানকে তারা কাফির বলতো। কারণ প্রথমত তারা পাপমুক্ত নয়; দ্বিতীয়ত পূর্বোক্ত সাহাবীগণকে তারা কেবল মু'মিনই স্বীকার করতো না, বরং নিজেদের নেতা বলেও গ্রহণ করতো।

৩. খিলাফত সম্পর্কে তাদের মত এই ছিল যে, কেবল মুসলমানদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতেই তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

৪. খলীফাকে কুরাইশী বংশোদ্ভূত হতে হবে একথা তারা স্বীকার করতো না। তারা বলতো, কুরাইশী, অ-কুরাইশী যাকেই মুসলমানরা নির্বাচিত করে, তিনিই বৈধ খলীফা।

৫. তাদের মতে খলীফা যতক্ষণ ন্যায় এবং কল্যাণের পথে অটল-অবিচল থাকেন, ততক্ষণ তাঁর আনুগত্য ওয়াজিব কিন্তু তিনি যদি এ পথ থেকে বিচ্যুত হন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তাঁকে পদচ্যুত করা এমনকি হত্যা করাও ওয়াজিব।

৬. পবিত্র কুরআনকে তারা ইসলামী আইনের মৌলিক উৎস হিসেবে মানতো। কিন্তু হাদীস এবং ইজমা'র ক্ষেত্রে তাদের মত সাধারণ মুসলমান থেকে স্বতন্ত্র ছিল।

এদের একটি বড় দল, যাদেরকে আন্-নাজদাত বলা হয়, মনে করতো যে, খিলাফত তথা রাষ্ট্র-সরকার প্রতিষ্ঠা আদতেই অপ্রয়োজনীয়, এর কোন দরকার নেই। মুসলমানদেরকে নিজেদের পক্ষ থেকে সামাজিকভাবে কাজ করা উচিত। অবশ্য তারা

www.pathagar.com

যদি খলীফা নির্বাচন করার প্রয়োজন উপলব্ধি করে, তাও করতে পারে। এটা করাও বৈধ। এদের সবচেয়ে বড় দল আযারিকাহ্ নিজেদের ছাড়া অন্য সকল মুসলমানকে মুশরিক বলতো। তাদের মতে নিজেদের ছাড়া আর কারো আযানে সাড়া দেয়া খারিজীদের জন্য জায়েয নয়। অন্য কারো যবেহ করা পশু তাদের জন্য হালাল নয়, তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও জায়েয নয়। খারিজী আর অ-খারিজী একে অন্যের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরা অন্য সব মুসলমানের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরযে আইন মনে করতো। তাদের স্ত্রী-পুত্র হত্যা করা এবং ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করাকে মুবাহ মনে করতো। তাদের নিজেদের মধ্যকার যেসব লোক এ জিহাদে অংশগ্রহণ করে না, তাদেরকেও কাফির মনে করতো। তারা তাঁদের বিরোধীদের ধন-সম্পদ আত্মসাত করাকে হালাল মনে করতো। মুসলমানদের প্রতি তাদের কঠোরতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় তাদের কাছে অমুসলিমরা অধিক নিরাপত্তা লাভ করতো।

এদের সবচেয়ে নমনীয় দল ছিল ইবাদিয়া। এরা সাধারণ মুসলমানকে কাফির বললেও মুশ্‌রিক বলা থেকে বিরত থাকতো। তারা বলতো 'এরা মু'মিন নয়।' অবশ্য তারা মুসলমানদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতো। এদের সাথে বিয়ে-শাদী এবং উত্তরাধিকারকে বৈধ জ্ঞান করতো। এরা তাদের অঞ্চলকে দারুল কুফর বা দারুল হারব নয়, বরং দারুত্-তাওহীদ মনে করতো। অবশ্য সরকারের কেন্দ্রকে এরা দারুত্-তাওহীদ মনে করতো না। গোপনে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করাকে তারা অবৈধ মনে করতো, অবশ্য প্রকাশ্য যুদ্ধকে তারা বৈধ মনে করতো।[৫৪]

খারিজীরা কি সত্যিই জাল হাদীস রচনা করেছে?

মুহাদ্দিসগণের মতে ইসলামে যতগুলো ফির্কা আছে, তার মধ্যে খারীজীরাই সবচেয়ে কম জাল হাদীস রচনা করেছে। এর কারণ এই যে, তাদের মতে কবীরা গুনাহকারী কাফির, অথবা যে গুনাহ করে সেই কাফির। তারা মিথ্যা বলাকে বৈধ মনে করতো না। এতদসত্ত্বেও তাদের কারো কারো বিরুদ্ধে জাল বা মিথ্যা হাদীস রচনার অভিযোগ আনা হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। খারিজীদের ব্যাপারে আলিমগণ দু'টি দলে বিভক্ত। প্রথমত ঃ কোন কোন মুহাদ্দিস-এর মতে অন্যান্য দলের মত খারিজীরাও জাল হাদীস রচনা করেছে এবং এ ব্যাপারে তাদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এর সপক্ষে তাঁরা যে সব দলীল পেশ করেছেন তা হলো ঃ

---

৫৪. আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ ইব্‌ন তাহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-১১৩; আশ্‌-শাহ্‌রিস্তানী, লণ্ডন সংস্করণ, ১ম খ. পৃ. ৭৮-১০০; আল-মাস'উদী মুরুজুয-যাহাব, ২য় খ, (মিসর ঃ ১৩৪৬/১৯২৭), পৃ. ১৯১।

www.pathagar.com

১. ইব্‌ন লাহী'আ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খারিজীদের একজন শায়খ থেকে শুনেছি তিনি বলেন ঃ

ان هذه الاحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ، فانا كنا اذا هوينا امرا صيرناه حديثا ـ

—"এসব হাদীস হলো দীন। কাজেই তোমরা কার নিকট থেকে দীন গ্রহণ করছো তা ভাল করে দেখে নাও। কেননা আমরা এক সময় মনগড়া কথাকে হাদীস হিসেবে চালিয়ে দিতাম।"[৫৫]

এছাড়া আরও কয়েকটি সূত্রে এ রিওয়ায়াতটি বর্ণিত হয়েছে।[৫৬]

২. আব্‌দুর রহমান ইব্‌নুল মাহ্‌দী বলেন, খারিজী ও যিন্দীকরা নিম্নোক্ত মিথ্যা হাদীসটি রচনা করেছে ঃ

اذا اتاكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فانا قلته ....

—"যখন তোমাদের নিকট আমার কোন হাদীস পৌঁছে, তখন তা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের সাথে মিলাও। যদি তা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের সাথে মিলে যায় তা হলে ধারণা করে নিবে যে, আমি তা বলেছি ....।"[৫৭] এ রিওয়ায়াত দু'টিতে খারিজীরা জাল হাদীস রচনা করেছে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, অপর একদল মুহাদ্দিস-এর মতে জাল হাদীস রচনার ব্যাপারে খারিজীদের তেমন কোন ভূমিকা ছিল না। এদের মধ্যে মিসরের প্রখ্যাত আলিম ডক্টর মুস্‌তাফা আস্‌-সুবাঈ ও ডক্টর মুহাম্মাদ আজ্জাজ আল্‌-খতীবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মতে এ ব্যাপারে এমন একটি দলীলও পাওয়া যায়নি যা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, খারিজীরা জাল হাদীস রচনা করেছে।

ডক্টর মুস্‌তাফা আস্‌-সুবা'ঈ বলেন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লেখকদের অনেকেই একথা বলেছেন যে, উল্লিখিত জাল হাদীস দু'টি খারিজীরা রচনা করেছে। কিন্তু বহু সন্ধান করেও আমি এমন একটি হাদীস বের করতে পারিনি যা একজন খারিজী জাল করেছে। জাল হাদীসের গ্রন্থগুলোও আমি তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছি। তাতেও এমন একজন খারিজীর সন্ধান পাইনি যাকে জাল হাদীস রচনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ডক্টর মুস্‌তাফা আস্‌-সুবা'ঈ আরো বলেন, প্রথমোক্ত হাদীসটি খারিজীদের একজন শায়খ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। আমি বহু

৫৫. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।

৫৬. আস্‌-সুবাঈ, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

অনুসন্ধান করেও ঐ শায়খের নাম বের করতে পারিনি। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামাও শী'আদের একজন শায়খ হতে এ ধরনের একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। সুতরাং খারিজী শায়খের নামে হাদীসটি রিওয়ায়াত করার ব্যাপারে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেয়া যায় না। বিশেষত এ কারণে যে, জাল হাদীসের গ্রন্থাবলীতে মিথ্যা হাদীস রচনাকারীদের তালিকার মধ্যে তাদের নাম নেই। তিনি আরো বলেন, আব্‌দুর রহমান ইব্‌নুল-মাহ্‌দী হাদীস সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন- 'এ মিথ্যা রচনা হলো যিন্দীক ও খারিজীদের'- এটা যে আদৌ তাঁর উক্তি, এর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নেই; বরং এটা প্রমাণবিহীন উক্তি। কেননা তিনি হাদীসটি রচনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি। এমন কি এটি কখন রচনা করা হয়েছে, তাও উল্লেখ করেননি। হাদীসটি রচনা করার অভিযোগ যিন্দীকদের প্রতি আরোপিত হওয়ায় আমাদের সন্দেহ আরো বৃদ্ধি পায়। খারিজী আর যিন্দীকরা কিভাবে একমত হয়ে সম্মিলিতভাবে এ হাদীসটি রচনা করলো? অথচ ইব্‌নুল মাহ্‌দীর সূত্র ব্যতীত অপর সূত্রে শুধু যিন্দীক শব্দের উল্লেখ আছে।[৫৮] শামসুল হক আজীমাবাদী বলেন, কেউ কেউ হাদীসটি এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

اذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافق فخذوه ....

-"যখন তোমাদের নিকট কোন হাদীস আসে, তখন তা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের সাথে মিলাও। যদি এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে তা গ্রহণ করো।" .... এ রিওয়ায়াতেরও কোন ভিত্তি নেই। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মা'ঈন সূত্রে যাকারিয়া আস্-সাজী বর্ণনা করেছেন, এ হাদীসটি যিন্দীকরা রচনা করেছে। আবূ তাহির পাট্টানী আল্-খাত্তাবী (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এটি যিন্দীকরা রচনা করেছে। এ দু'টি বর্ণনার কোনটিতেই খারিজীদের কথা উল্লেখ নেই।

ডক্টর মুস্‌তাফা আস্-সুবা'ঈ বলেন, খারিজীরা যে জাল হাদীস রচনা করেছে, তার একটি প্রমাণ খুঁজে বের করার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু সফল হইনি; বরং এর বিপরীত বহু দলীল পেয়েছি। ঐ সব দলীল প্রমাণ করে যে, খারিজীদের প্রতি জাল হাদীস রচনার অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক। এটা তাদের প্রতি একটি মিথ্যা অভিযোগ মাত্র। ইতোপূর্বেও আমরা বলেছি যে, খারিজীরা কবীরা গুনাহ্‌কারীকে বা সাধারণভাবে গুনাহ্‌কারীকে কাফির বলে। মিথ্যা বলা যখন তাদের নিকটে কবীরা গুনাহ্‌র মধ্যে শামিল, তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলতে পারে না।

www.pathagar.com

মুবার্রাদ বলেন, খারিজীদের সকলেই মিথ্যাচার ও প্রকাশ্য পাপাচার থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখেছে। তাদের অধিকাংশই আরবের অধিবাসী ছিল। তাদের মধ্যে যিন্দীক বা অপর কোন উপদল অনুপ্রবেশ করতে পারেনি, যেমন অনুপ্রবেশ করেছে শী'আদের মধ্যে। তারা ছিল সাহসিকতার অধিকারী ও স্পষ্টবাদী। তারা শী'আদের মত কোন প্রকার কূট-কৌশলেরও আশ্রয় গ্রহণের পক্ষে ছিল না। তারা শাসনকর্তা, খলীফা ও আমীর-উমারাদের দরবারে অকুতোভয়ে দাঁড়াতো এবং স্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ জানাতো। যাদের বৈশিষ্ট্য এরূপ, তাদের থেকে মিথ্যা প্রকাশ পাওয়া ছিল সুদূর পরাহত।[৫৯]

ডক্টর মুহাম্মাদ আজ্জাজ আল্-খতীবও প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি তাঁর 'আস্-সুন্নাতু কাবলাত্-তাদবীন' গ্রন্থে বলেন, খারিজীদের বিরুদ্ধে এমন একটি দলীলও পাইনি যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা হাদীস জাল করেছে।[৬০] আমি নিজেও বহু চেষ্টা-সাধনা ও অনুসন্ধান করে এ পর্যন্ত এমন একটি দলীল খুঁজে পাইনি যার ভিত্তিতে সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, খারিজীরা জাল হাদীস রচনা করেছে। আর এটাই বা কিভাবে সম্ভব, যেখানে ইমাম আবূ দাউদ (রা) তাদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

ليس فى اهل الاهواء اصح حديث من الخوارج ـ

—"ভ্রান্ত দলের মধ্যে খারিজীদের চেয়ে সহীহ্ হাদীস বর্ণনাকারী আর কোন দল নেই।"

ইমাম ইব্ন তাইমিয়া (র) বলেন ঃ

ليس فى اهل الا هواء اصدق ولا اعدل من الخوارج ـ

—"ভ্রান্ত দলের মধ্যে খারিজীরা অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী ও ন্যায়বান আর কোন দল নেই।"

তিনি আরও বলেন ঃ

ليسوا ممن يتعمدون الكذب بل هم معروفون بالصدق حتى يقال ان حديثهم اصح الحديث ـ

—"খারিজীরা স্বেচ্ছায় মিথ্যা বলার দলভুক্ত নয়, বরং তারা সত্যের জন্য পরিচিত। এমনকি তাদের সম্বন্ধে বলা হয় যে, তাদের হাদীস হলো বিশুদ্ধতম হাদীস।"[৬১]

এতদসত্ত্বেও এ দলটি বিদ'আতমুক্ত ছিল না, বরং তারা ইসলামের একটি চরমপন্থী উগ্র দল হিসেবে পরিচিত।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

৬০. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।

৬১. ইব্ন তাইমিয়া, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

www.pathagar.com

জাল হাদীস রচনার ক্ষেত্রে খারিজীদের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা না থাকার পেছনে যে সব কারণ পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

১. খারিজীদের অধিকাংশই হাদীসের পরিবর্তে সরাসরি পবিত্র কুরআন থেকে দলীল গ্রহণ করতো।

২. তাদের মূল আকীদা হলো- কবীরা গুনাহ্কারী কাফির, আর মিথ্যা বলা কবীরা গুনাহ্র অন্তর্ভুক্ত।

৩. তাকিয়্যা নীতি অর্থাৎ কপটতা বা ধোঁকাবাজীর পরিবর্তে তারা তলোয়ার বা শক্তি প্রয়োগে বিশ্বাসী ছিল। বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তলোয়ার প্রয়োগের মাধ্যমে তারা ফায়সালা নির্ধারণ করতো।

৪. তারা খাঁটি আরব বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেনি।

৫. তাদের সততার অনুকূলে প্রখ্যাত হাদীসবেত্তাদের দৃঢ় অভিমত বর্ণিত হয়েছে।

৬. জাল হাদীসের গ্রন্থসমূহে খারিজীদের রচিত মিথ্যা হাদীসের অস্তিত্ব না থাকা।[৬২]

আমাদের উল্লিখিত আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, জাল হাদীস রচনার ক্ষেত্রে খারিজীদের তেমন কোন ভূমিকা ছিল না।

২. যিন্দীক সম্প্রদায় ও জাল হাদীস

যিন্দীকদের পরিচয়

'যিন্দীক' (زنديق) শব্দটি ফারসী শব্দের আরবী রূপান্তর। এর বহুবচন 'যানাদিকাহ্' (زنادقة) বা 'যানাদীক' (زناديق) [৬৩] আভিধানিক অর্থ ধর্মের ভানকারী, বকধার্মিক, ইসলাম ধর্মচ্যুত,[৬৪] (Unbeliever. Free Thinker, Atheist) ইত্যাদি।[৬৫] কারো কারো মতে আরবী আয্-যান্দাকাহ্ (الزندقة) শব্দটি মূলত 'যান্দীন' (زندين) শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এটি 'যান্দ' থেকে এসেছে। এর অর্থ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ।[৬৬] আরবী ভাষায় এ শব্দটি কুরআন-সুন্নাহ্র বিকৃত ব্যাখ্যা কিংবা মনগড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ্র প্রকৃত অর্থ ও তার মূলনীতির পরিপন্থী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। এ

৬২. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬-২৩৭।

৬৩. আল-ফীরূযাবাদী, ৩য় খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০, ২৫১।

৬৪. আল-আযহারী, ২য় খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১১।

৬৫. Hans wehr, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩।

৬৬. দায়িরাতুল মা'আরিফল্ ইস্লামিয়্যাহ, (পাদটীকা), ১ম সং, ১০ম খ, (তা. বি.), পৃ. ৪৪৫।

www.pathagar.com

দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ সম্প্রদায়কে যিন্দীক বলা হয়, যারা ইসলামের সঠিক আকীদার পরিপন্থী (অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ্র বিকৃত বা মনগড়া) ব্যাখ্যা করে।[৬৭] কেউ কেউ যিন্দীকের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে ঃ

من لايؤمن بالاخرة وبالربوبية او من يبطن الكفر ويظهر الايمان -

—"যারা আল্লাহ্ তা'আলার রুবূবিয়াত ও পরকালে বিশ্বাসী নয়, তারা যিন্দীক; অথবা যারা কুফরীকে গোপন রেখে ঈমান প্রকাশ করে, তারা যিন্দীক।"[৬৮]

এ দৃষ্টিকোণ থেকে মুনাফিক ও যিন্দীকের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা খুবই কঠিন। আল্লামা আয্-যুবাইদী (র) বলেন, বিশুদ্ধ মতানুযায়ী যিন্দীক শব্দটি 'যিন্দ' (زند) থেকে নির্গত। আর 'যিন্দ' হলো মাজূসীদের একটি ধর্মীয় গ্রন্থ। এটি বাহ্রাম ইব্ন হারমূয-এর যুগে রচিত হয়। তাদের ভাষায় 'যিন্দ' শব্দের অর্থ তাফসীর। অর্থাৎ এ গ্রন্থটি হলো ফারসী ভাষায় রচিত। 'যারাদস্ত' গ্রন্থের ভাষ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে দ্বৈতবাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ দু'খোদাতে বিশ্বাসের কথা বর্ণিত হয়েছে। একজন হলেন কল্যাণের সৃষ্টিকর্তা, যিনি মঙ্গলজনক সব কিছু সৃষ্টি করেন। তাকে নূর বা আলো বলা হয়। অপরজন হলেন অকল্যাণের সৃষ্টিকর্তা, যিনি অমঙ্গলকর সব কিছু সৃষ্টি করেন। তাকে বলা হয় অন্ধকার বা যুলুমাত।[৬৯]

জাল হাদীস রচনায় যিন্দীকদের ভূমিকা

ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তার লাভের পর বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সত্যিকার অর্থেই ইসলাম গ্রহণ করে। আবার কিছু লোক বিভিন্ন যালিম শাসকের অত্যাচার ও নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আবার কিছু সংখ্যক লোক ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য কুফরকে গোপন রেখে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে। এরাই যিন্দীক বা নাস্তিক নামে পরিচিত। ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, এ ধারণার মূলোৎপাটনের জন্যে তারা রাষ্ট্র ও ধর্মকে পৃথক করার ষড়যন্ত্র করে।[৭০] তারা মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল-উপদল সৃষ্টি করার প্রয়াস চালায়। ইসলামী আকাইদকে বিনষ্ট করার এবং এর সৌন্দর্যকে কালিমালিপ্ত করার জন্য তারা হাদীস জাল করার মত ঘৃণিত পন্থা বেছে নেয়। এভাবে মূল

৬৭. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

৬৮. আয্-যুবাইদী, মুহাম্মাদ মুরতাযা ঃ **তাজুল আরূস**, ৬ষ্ঠ খ., (বৈরুত ঃ মানসূরাত দারুল মাকতাবাতিল হায়াত, (তা. বি.) পৃ. ৩৭৩ আল্ ফিরূযাবাদী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্য তারা সুকৌশলে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। কখনো তারা জাল হাদীস রচনা করে শী'আদের ছদ্মাবরণে, কখনো সূফীবেশে আবার কখনো বা দার্শনিক সেজে।

যিন্দীকদের রচিত কতিপয় জাল হাদীসের দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করা হলো ঃ

ينزل ربنا عشية عرفة على جمل اورق يصافح الركبان ويعانق المشاة ـ

–"আরাফাতের সন্ধ্যায় আমাদের রব এক উজ্জ্বল বর্ণের উটের ওপর আরোহণ করে অবতরণ করেন। তিনি মুসাফাহ্ করেন আরোহীদের সাথে এবং অলিঙ্গন করেন পদচারীদের সাথে।"

خلق الله الملائكة من شعر ذراعيه وصدره ـ

–"আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতা সৃষ্টি করেছেন তাঁর দু'হাত ও বক্ষের পশম হতে।"

رأيت ربي ليس بيني وبينه حجاب فرأيت كل شيئ منه حتى رأيت تاجا مخوصا من اللؤلؤ ـ

–"আমি আমার রবকে দেখেছি এমতাবস্থায় যে, তাঁর ও আমার মধ্যে কোন পর্দা ছিল না। আমি তাঁর সব কিছুই দেখেছি। এমন কি মুক্তো জড়ানো বিশেষ মুকুটটিও।"[৭১]

অন্য রিওয়ায়াতে এসেছে, তাঁর মধ্যে ও আমার মধ্যে অগ্নি পর্দা বিদ্যামান ছিল।[৭২]

ان الله لما اراد ان يخلق نفسه خلق الخيل واجراها فعرقت فخلق نفسه منها ـ

–"আল্লাহ্ যখন নিজেকে সৃষ্টি করতে মনস্থ করলেন, তখন তিনি সৃষ্টি করলেন একটি ঘোড়া। তারপর তিনি ঐ ঘোড়াকে দৌড়ালেন। ফলে ঘোড়া ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি তা থেকে নিজেকে সৃষ্টি করলেন।"[৭৩]

ان الله لما خلق الحروف سجدت الباء ووقفت الالف

৭০. আবূ বকর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

৭১. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

৭২. আল-কিনানী, আলী ইব্ন মুহাম্মাদ তানযীহুশ-শরী'আতিল মারফূ'আহ্, ১ম সং, ১ম খ., (বৈরুত, ১৩৯৯/১৯৭৯), পৃ. ১৩৭।

৭৩. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

–"আল্লাহ্ তা'আলা যখন আরবী বর্ণমালা সৃষ্টি করলেন, বা (ب) সিজদা করলো। আর 'আলিফ' (ا) দাঁড়িয়ে রইলো।"

النظر الى الوجه الجميل عبادة –"সুন্দর চেহারার প্রতি তাকানো ইবাদাত।"[৭৪]

الباذنجان شفاء من كل داء –"বেগুন সকল রোগের শিফা।"[৭৫]

এভাবে যিন্দীকরা ইসলামকে বিকৃত করার মানসে আকাইদ, আখলাক, হালাল-হারাম ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে বহু জাল (মিথ্যা) হাদীস রচনা করে তা প্রচার করে। জনৈক যিন্দীক খলীফা আল্-মাহ্দীর সামনে স্বীকার করেছে যে, সে একশত জাল হাদীস রচনা করে তা সমাজে ছেড়ে দিয়েছে যা লোকদের হাতে ঘুরছে। আব্দুল করীম ইব্ন আবিল আওজা নামে অপর একজন যিন্দীককে হত্যার জন্য গ্রেফতার করা হলে সে স্বীকার করে যে, চার হাজার জাল (মিথ্যা) হাদীস রচনা করে তার মাধ্যমে হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম করেছে এবং ইসলামের আইন-কানূনে রদবদল করেছে। খলীফা আল-মানসূরের শাসনকালে কূফার গভর্নর মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আলী তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন।[৭৬]

খলীফা আল্-মানসূর-এর শাসনকালে (১৩৬/৭৫৩-১৫৮/৭৭৪) যিন্দীকদের এ ফিতনা সর্বতোভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এটা মুসলমানদের মধ্যে কেবল আকীদা-বিশ্বাস এবং নৈতিক বিকৃতির আশংকাই সৃষ্টি করেনি, বরং সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে এটা মুসলিম সমাজ এবং রাষ্ট্রকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেবে সে আশংকাও ছিল। আব্বাসীয় খলীফাদের কেউ কেউ এ নিগূঢ় রহস্যটি অনুধাবন করতে পেরে যিন্দীকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এর মধ্যে খলীফা আল্-মাহ্দীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যিন্দীকদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজকীয় বিচারালয় স্থাপন করেন। ঐ বিচারালয়ে পর্যায়ক্রমে উপস্থিত করা হতে থাকে যিন্দীকদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে। এদের মধ্যে ছিল কবি, সাহিত্যিক ও আলিম। জাল হাদীস রচনাকারী যিন্দীকদের মধ্যে আব্দুল করীম ইব্ন আবিল-আওজা ছিল সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত। ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছেন মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আলী। বয়ান ইব্ন সাম'আনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন খালিদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ আল্-কাসরী। আর মুহাম্মাদ ইব্ন সা'ঈদ আল্-মাসলূবকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আবূ জা'ফর আল্-মান্সূর।[৭৭]

---

৭৪. মুল্লা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২।

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

৭৬. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫; এটি ১৫৫ হি. সনের ঘটনা। এ বছরই মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আলীকে গভর্নরের পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। —ইব্ন কাসীর ঃ আল্-বিদায়া, ১৪শ খ., পৃ. ১১৩।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, আব্বাসীয় খলীফা আল্-মাহ্দী যিন্দীকী আন্দোলনকে নির্মূল করার চেষ্টাই কেবল করেন নি, বরং যিন্দীকদের সাথে বিতর্ক করা এবং তাদের বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি একদল আলিমকেও নিয়োগ করেন। ইসলামের বিরুদ্ধে গণমনে এরা যে সব সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করেছিল, জনগণের মন থেকে তা দূর করার জন্য এসব গ্রন্থ রচিত হয়।[৭৮] আব্বাসীয় খলীফা আল্-মাহ্দী নিজ পুত্র আল্-হাদীকে যিন্দীকদের সম্পর্কে যে সকল নির্দেশ দেন ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন, তা থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি যিন্দীকদেরকে কত বড় বিপদ মনে করতেন। তিনি বলেন, 'আমার পরে এ রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃত্ব তোমার হাতে এলে মানীর[৭৯] অনুসারীদের মূলোৎপাটনে কোন ত্রুটি করবে না।'

এরা প্রথমে জনসাধারণকে বাহ্যিক কল্যাণের প্রতি আহ্বান করে, যেমন অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকা, দুনিয়ায় দরবেশী জীবন যাপন করা এবং পরকালের জন্য কাজ করা। এরপর তারা জনগণকে দীক্ষা দেয় যে, গোশত হারাম, পানি স্পর্শ করা উচিত নয় (অর্থাৎ গোসল করা ঠিক নয়), কোন জীব হত্যা করা ঠিক নয়। এরপর তাদেরকে দু'খোদার প্রতি বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ভাইবোনের মধ্যে বিয়ে এবং পেশাব দ্বারা গোসল করাকেও হালাল করে। বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে তারা শিশু চুরি করে।[৮০]

আল্-মাহ্দীর এ বর্ণনা থেকেও বুঝা যায় যে, মূলত যিন্দীকরা ইসলামের ধ্বংস সাধনের জন্যই বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে। আর এ হাতিয়ার হিসেবে তারা জাল হাদীস রচনার মত ঘৃণিত পন্থা বেছে নেয় এবং এর মাধ্যমে ইসলামের ভাব মর্যাদা নষ্ট করে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। আমাদের মুহাদ্দিসগণও তাদের এ জাল হাদীস রচনা প্রতিরোধকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যথাস্থানে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হবে ইনশা'আল্লাহ্।

৩. জাতি, গোত্র, ভাষা, দেশ ও ইমাম প্রীতি

জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি হয় উমাইয়া যুগে। ইসলাম জাহিলী যুগের যে সব জাতি, বংশ-গোত্র ইত্যাদির ভাবধারা নিশ্চিহ্ন করে আল্লাহ্ তা'আলার দীন গ্রহণকারী সকল মানুষকে সমান অধিকার দিয়ে এক উম্মাতে পরিণত করেছিল, উমাইয়া যুগে তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বনী উমাইয়া সরকার শুরু থেকেই আরব সরকারের রূপ ধারণ করেছিল। আরব মুসলমানদের সাথে অনারব মুসলমানদের

৭৮. আল্-মাকরীযী ঃ কিতাবুস্-সুলূক, ১ম খ., (মিসর ঃ দারুল্-কুতুব, ১৩৫৩/১৯৩৪) পৃ. ১৫।

৭৯. 'মানী' দ্বারা এখানে যিন্দীকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

৮০. আত্-তাবারী, ৬ষ্ঠ খ., (প্রাগুক্ত), পৃ.৪৩৩-৪৩৪।

www.pathagar.com

সমান অধিকারের ধারণা এ সময় প্রায় অনুপস্থিত ছিল। ইসলামী বিধানের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করে নও-মুসলিমদের ওপর জিযিয়া আরোপ করা হয়। এর ফলে কেবল ইসলাম বিস্তারের ক্ষেত্রেই মারাত্মক অন্তরায় দেখা দেয়নি, বরং অনারবদের মনে এ ধারণাও দেখা দিয়েছে যে, ইসলামের বিজয় মূলত তাদেরকে আরবদের গোলামে পরিণত করেছে। ইসলাম গ্রহণ করেও তারা এখন আর আরবদের সমান হতে পারে না। কেবল এখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না এ আচরণ; শাসনকর্তা, বিচারপতি এমন কি সালাতের ইমাম নিযুক্ত করার বেলায়ও দেখা হতো, সে আরব না অনারব। কূফায় হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের নির্দেশ ছিল, কোন অনারবকে যেন নামাযে ইমাম না করা হয়। সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর গ্রেফতার হয়ে এলে হাজ্জাজ তাঁকে খোঁটা দিয়ে বলেন, আমি তোমাকে নামাযে ইমাম নিযুক্ত করেছি। অথচ এখানে আরব ছাড়া কেউ ইমামতি করতে পারে না।[৮১]

সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (রা)-এর মত বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন আলিমকে, যাঁর সমপর্যায়ের আলিম তদানিন্তন মুসলিম জাহানে দু'চারজনের বেশি ছিলেন না– কূফায় বিচারপতি নিযুক্ত করা হলে শহরে গুঞ্জন শুরু হয় যে, আরব ছাড়া কেউ বিচারপতির যোগ্য হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত আবূ মূসা আল্-আশ'আরী (রা)-এর পুত্র আবূ বুর্দাকে কাযী নিযুক্ত করা হয়। তবে ইব্ন জুবাইর-এর সাথে পরামর্শ ব্যতীত কোন ফায়সালা না করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়। এমন কি কোন অনারবকে জানাযার নামায আদায় করবার জন্যও অগ্রবর্তী করা হতো না, যতক্ষণ একজন আরব শিশুও উপস্থিত থাকতো।[৮২]

এসব কার্যকলাপের ফলে অনারবদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্ম হয়। আর এরই বদৌলতে খুরাসানে বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আব্বাসীয়দের আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। অনারবদের মনে আরবদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা-বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়, আব্বাসীয় প্রচারকরা তা আরবদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। আর এ আশায় তারা আন্দোলনে আব্বাসীয়দের সাথে যোগ দিয়েছিল যে, তাদের মাধ্যমে বিপ্লব সাধিত হলে তারা আরবদের দাপট খর্ব করতে সক্ষম হবে।

বনী উমাইয়াদের এ নীতি কেবল আরব-অনারবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং আরবদের মধ্যেও তা কঠোর গোত্রবাদ সৃষ্টি করে। আদনানী ও কাহ্তানী, ইয়ামানী ও মুযারী, আযদ ও তামীম এবং কাল্ব ও কায়সের মধ্যকার সকল পুরাতন ঝগড়া নতুন করে সৃষ্টি হয় এ যুগে। সরকার নিজেই এক গোত্রকে অন্য গোত্রের

৮১. ইব্ন খাল্লিকান ঃ **ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান**, ২য় খ., (কায়রো ঃ মাকতাবাতুন্- নাহ্দাতিল মিসরিয়্যাহ, ১৩৬৭/১৯৪৮), প. ১১৫।

৮২. ইব্ন আব্দ রাব্বিহী, **আল্ ইক্দুল ফারীদ**, ৩য় খ., (কায়রো ঃ লাযনাতুত-তা'লীফ ওয়াত্ তারজুমা, ১৩৫৯/১৯৪০), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩।

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে ব্যবহার করতো। আরব গভর্নরগণ স্ব-স্ব এলাকায় নিজের গোত্রের লোকদেরকে অনুগৃহীত করতো, আর অন্যদের সাথে করতো বে-ইনসাফী। এ নীতির ফলে খুরাসানে ইয়ামানী এবং মুযারী গোত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব এতটা চরমে পৌঁছে যে, আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের আহ্বায়ক আবূ মুসলিম খুরাসানী এ গোত্রদ্বয়কে একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতন ঘটান।[৮৭]

হাফিয ইব্ন কাসীর (র) 'আল্-বিদায়া' গ্রন্থে ইব্ন আসাকির (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন ঃ যে সময় আব্বাসীয় বাহিনী দামেশক শহরে প্রবেশ করছিল, উমাইয়াদের রাজধানী তখন ইয়ামানী আর মুযারীদের গোত্রবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এমনকি শহরের প্রতিটি মসজিদে দু'টি পৃথক পৃথক মিহরাব ছিল। জামি' মসজিদে দু'জন ইমাম দু'টি মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন এবং পৃথক পৃথক দু'টি জামা'আত অনুষ্ঠিত হতো। এ দু'টি দলের কেউ অন্য দলের সাথে নামায আদায় করতেও প্রস্তুত ছিল না। এভাবে বনী উমাইয়ারা বংশ-গোত্র এবং জাতীয়তাবাদের যে বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছিল, আব্বাসীয় শাসনামলে তা আরো তীব্র হয়ে উঠে। এ সুযোগেই স্বার্থান্বেষী মহল একে অপরের বিরুদ্ধে জাল হাদীস রচনা করে তা প্রচার করতে থাকে। যেমন জাতীয়তাবাদীরা একটি হাদীস রচনা করলো ঃ

ان الله اذا غضب انزل الوحى بالعربية واذا رضى انزل الوحى بالفارسية -

—"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা যখন ক্রোধান্বিত হন, তখন ওহী নাযিল করেন আরবী ভাষায়, আর যখন খুশি থাকেন, তখন ওহী নাযিল করেন ফারসী ভাষায়।"[৮৮]

আরব জাতীয়তাবাদের মূর্খ লোকেরা এর জবাব দিল এভাবে ঃ

إن الله اذا غضب انزل الوحى بالفارسية واذا رضى انزل الوحى بالعربية -

—"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা যখন ক্রোধান্বিত হন, তখন ওহী নাযিল করেন ফারসী ভাষায়, আর যখন খুশি থাকেন, তখন ওহী নাযিল করেন আরবী ভাষায়।"[৮৯]

এভাবে আরবী ভাষার মর্যাদা এবং অন্যান্য ভাষার নিন্দায়ও জাল হাদীস রচনা করা হয়। যেমন ঃ

ابغض الكلام الى الله تعالى الفارسية - وكلام اهل الجنة العربية -

---

৮৭. ইব্ন কাসীর ঃ আল্-বিদায়া, ১০ম খ., প্রাগুক্ত, ৪৫।

৮৮. ইব্নুল-জাওযী, ১ম খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

www.pathagar.com

—"আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বনিকৃষ্ট ভাষা হলো ফারসী, আর জান্নাতীদের ভাষা হলো আরবী।"[৯০]

ان كلام الذين حول العرش بالفارسية ، وان الله اذا اوحى أمرا يسرا اوحاه بالفارسية، واذا اوحى امرا فيه شدة اوحاه بالعربية ـ

—"আরশের পাশে অবস্থানকারীদের ভাষা হলো ফারসী। আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন সহজ কাজের ওহী প্রেরণ করেন, তখন ফারসী ভাষায় তা নাযিল করেন। আর কোন কঠিন বিষয়ের ওহী প্রেরণ করলে তা আরবী ভাষায় নাযিল করেন।"[৯১]

এভাবে বিভিন্ন দেশ, স্থান ও যুগের ফযীলত সম্পর্কেও বহু জাল হাদীস রচনা করা হয়েছে। যেমন ঃ

اربع مدائن من مدن الجنة فى الدنيا : مكة والمدينة وبيت المقدس ودمشق ـ واربع مدائن من مدن النار فى الدنيا : القسطنطنية وطبرية وانطاكية المتحرقة وصنعاء، وان المياه العذبة، والرياح اللواقح من تحت صخرة بيت المقدس ـ

—"পৃথিবীতে চারটি শহর হলো বেহেশ্তী শহর ঃ মক্কা, মদীনা, বায়তুল মাকদিস ও দামেশ্ক। আর চারটি শহর হলো দোযখী শহর ঃ কনসটান্টিনপল (Constantinople), তাবারিয়া (ফিলিস্তিনের একটি শহর), আন্তাকিয়া[৯২] ও সান'আ। আর পরিষ্কার পানি ও পরাগমিশ্রিত নির্মল বায়ু প্রবাহিত হয় বায়তুল মাকদিস-এর প্রশস্ত পাথরের নীচ থেকে।"

جنان هذه الدنيا دمشق من الشام، ومرو من خراسان وصنعاء اليمن، وجنة هذه الجنان صنعاء ـ

—"এ দুনিয়ার হৃৎপিণ্ড হলো সিরিয়ার দামেশ্ক ও খুরাসানের মার্ভ এবং ইয়েমেনের সান'আ। আর এসব হৃৎপিণ্ডের জান্নাত হলো সান'আ।"

يأتى على الناس زمان يكون افضل الرباط رباط جده ـ

—"মানুষের সামনে এমন একটি সময় আসবে, যখন জিদ্দার প্রতিরক্ষাই হবে সর্বোত্তম প্রতিরক্ষা।"[৯৩]

---

৯০. ইব্নুল-জাওযী, ১ম খ., প্রাগুক্ত।

৯১. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১।

৯২. প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বালাযুরী (র)-এর মতে 'আন্তাকিয়া' প্রাচীন রোমের একটি শহরের নাম যা আব্বাস ইব্ন ওয়ালীদ পুড়িয়ে ধ্বংস করেছিলেন। —আশ-শাওকানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮

৯৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

اهل مقبرة عسقلان يزفون الى الجنة كما تزف العروس الى زوجها -

–"আসকালান শহরের কবরবাসীদেরকে সেভাবে জান্নাতের দিকে সুসজ্জিত করে নেয়া হবে, যেভাবে নববধূকে তার স্বামীর নিকট সুসজ্জিত করে নেয়া হয়।[৯৪]

এভাবে বিভিন্ন মাযহাবের গোঁড়াপন্থী লোকেরা তাদের ইমামের প্রশংসা করে তার পক্ষে এবং অন্য মাযহাবের ইমামের নিন্দা করে তার বিপক্ষে জাল হাদীস রচনা করে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর গোঁড়া সমর্থকেরা এ হাদীসটি রচনা করে ঃ

يكون فى امتى رجل اسمه النعمان، وكنيته ابو حنيفة هو سراج امتى -

–"আমার উম্মাতের মধ্যে এমন একজন লোকের আবির্ভাব হবে, যার নাম হবে নু'মান এবং কুনিয়াত হবে আবূ হানীফা, সে আমার উম্মাতের প্রদীপ।"

অন্য একটি সূত্রে এ রিওয়ায়াতটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ

يكون فى امتى رجل يقال له النعمان بن ثابت يكنى ابا حنيفة يحى الله على يديه دينى وسنتى -

–"আমার উম্মাতের মধ্যে নু'মান ইব্‌ন সাবিত নামে এমন এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবে যার কুনিয়াত হবে আবূ হানীফা, তার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আমার দীন ও সুন্নাত বাঁচিয়ে রাখবেন।"[৯৫]

আবার ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর ঘোর বিরোধী মূর্খ লোকেরা বানালো এ হাদীসটি ঃ

يكون فى امتى رجل يقال له محمد بن ادريس هو اضر على امتى من ابليس -

–"আমার উম্মাতের মধ্যে এমন একজন লোক আবির্ভূত হবে যার নাম হবে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদরীস। সে আমার উম্মাতের জন্য ইবলীস অপেক্ষাও ক্ষতিকর হবে।"[৯৬]

এভাবে কার্‌রামিয়ারা তাদের ইমামের পক্ষে রচনা করেছে এ হাদীসটি ঃ

يجئ فى اخر الزمان رجل يقال له محمد بن كرام يحى السنة والجماعة هجرته من خراسان الى بيت المقدس كهجرتى من مكة الى المدينة -

---

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯।

৯৫. ইব্‌নুল-জাওযী, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

www.pathagar.com

—"শেষ যুগে এমন একজন লোক আসবে যার নাম হবে মুহাম্মাদ ইব্ন কার্রাম। সে আমার সুন্নাত ও জামা'আতকে বাঁচিয়ে রাখবে। তার খুরাসান থেকে বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত হিজরত করা আমার মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করার পর্যায়ে গণ্য হবে।"

কার্রামিয়ারা তাদের ইমামের পক্ষে 'ফাযাইলে মুহাম্মাদ ইব্ন কার্রাম' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেছে। জাল বা মিথ্যা হাদীসে এ গ্রন্থটি পরিপূর্ণ। এর একটি হাদীসও সহীহ্ নয়।[৯৭]

জাতি, গোত্র, ভাষা, দেশ ও ইমাম প্রীতি ইত্যাদি প্রসংগে ইতোপূর্বে আমরা যে সব জাল হাদীসের দৃষ্টান্ত পেশ করেছি, মুহাদ্দিসগণ জাল হাদীসের গ্রন্থাবলীতে ঐ সব রিওয়ায়াত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁদের মানদণ্ডে উল্লিখিত রিওয়ায়াতগুলো ভিত্তিহীন বা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। আর এ সবতো মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবেই। কেননা প্রতিটি সুস্থ মস্তিষ্ক সাক্ষ্য দেবে যে, ইসলামের ভাব মর্যাদা বিনষ্টকারী এ জাতীয় হাস্যকর কথা কখনো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখনিঃসৃত বাণী হতে পারে না।

৪. কিস্সা-কাহিনী

পুঞ্জীভূত কথামালাকে কিস্সা-কাহিনী বলা হয়।[৯৮] আর কিস্সা বা কাহিনী যিনি উপস্থাপন করেন তাকে বলা হয় কথক বা কাহিনীকার। কথককে এ নামে অভিমত করার কারণ এই যে, তিনি বিরামহীনভাবে একের পর এক কথা বলতে থাকেন।[৯৯] পরিভাষায় কথক বা কাহিনীকার বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ অতীতের ইতিহাস, কিস্সা-কাহিনী ইত্যাদি বর্ণনা করে থাকেন।[১০০] আর আল্লাহ্ তা'আলার ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে মানুষের হৃদয়কে নরম করাকে বলা হয় ওয়ায।[১০১]

কিস্সা-কাহিনীর সূচনা

ডক্টর মুহাম্মাদ আজ্জাজ আল-খতীব বলেন, খুলাফায়ে রাশিদূনের শেষের দিক দিয়ে কিস্সা-কাহিনীর সূত্রপাত ঘটে। এরপর ইসলামী সাম্রাজের বিভিন্ন মসজিদে

---

৯৭. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, আব্দুর রহমান ইব্ন আবী বকর ঃ **আল্ লা'আলীউল্ মাস্নূ'আহ্ ফিল আহাদীসিল মাওযূ'আ**, ১ম খ., (বৈরুত ঃ দারুল মা'রিফাহ্, ১৪০৩/১৯৮৩), পৃ. ৪৫৮।

৯৮. **ফালাতা**, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।

৯৯. আল্-আয্হারী, মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ঃ **তাহ্যীবুল্-লুগাহ**, ৮ম খ, (মিসর ঃ দারুল-মিসরিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ২৫৬।

১০০. আস্-সুয়ূতী, **তাহ্যীরুল খাওয়াস মিন আকাযীবিল কিসাস** (বৈরুত ঃ আল্-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯২/১৯৭২), পৃ. ২২০।

www.pathagar.com

ক্রমান্বয়ে কিস্‌সা-কাহিনীর আসর বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১০২] অপর একটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, উমর (রা)-এর যুগ পর্যন্ত কিস্‌সা-কাহিনীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। তারপর এর সূত্রপাত হয়। ইব্‌ন মাজাহ্ গ্রন্থে আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

لم يكن القصص فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن ابى بكر ولا زمن عمر ـ

–"নবী করীম (সা), আবূ বকর (রা) এবং উমর (রা)-এর যুগে কিস্‌সা-কাহিনীর কোন অস্তিত্ব ছিল না।"[১০৩]

অপর একটি রিওয়ায়অতে বর্ণিত হয়েছে, ফিতনা সংঘটিত হওয়ার পর থেকে কিস্‌সা-কাহিনীর সূত্রপাত হয়।[১০৪]

ইমাম আহমাদ (র)-এর 'আল্-মুসনাদ' গ্রন্থে সহীহ্ সনদে এবং 'আত্-তাবারানী' গ্রন্থে উত্তম সনদে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তামীমদারী নামক জনৈক সাহাবী কিস্‌সা বর্ণনা করার জন্য উমার (রা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলে প্রথমে তিনি অনুমতি প্রদান করেননি। শেষে তামীমদারীর বিশেষ অনুরোধে উমর (রা) তাঁকে সপ্তাহে মাত্র একবারের অনুমতি দিয়েছিলেন। সে মজলিসে তিনি যে সব কিস্‌স-কাহিনী বর্ণনা করেন, সে জন্য উমার (রা) তামীমকে দোররা দিয়ে আঘাত করেন। (সম্ভবত সপ্তাহে একাধিকবার বর্ণনার কারণে) দোররার কথা স্বয়ং তামীমদারী থেকে ইব্‌ন আসাকির কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।[১০৫]

এভাবে প্রথম যুগ থেকেই কথক বা কাহিনীকারদের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। এ প্রসংগে ইব্‌ন উমর (রা)-এর ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদিন জনৈক কথক ইব্‌ন উমর (রা)-এর মজলিসে এসে

---

১০২. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।

১০৩. আল্-কাযবীনী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ, সুনান ইব্‌ন মাজাহ্ (করাচী ঃ কাদীমী কুতুবখানা, তা. বি.), পৃ. ২৬৬।

১০৪. আল্-মাকদিসী, আব্‌দুল গনী, কিতাবুল ইল্‌ম, (পাণ্ডুলিপি), দিমাশক ঃ আল্-মাকতাবাতুয্-যাহিরিয়্যাহ্, তা. বি.), পৃ.৫২।

১০৫. আকরাম খাঁ, মোহাম্মদ, মাওলানা, 'মোস্তাফা চরিত' ৪র্থ সং, (ঢাকা ঃ ঝিনুক পুস্তিকা ,৩/১৩, লিয়াকত এভিন্যু, ১৩৭৬/১৯৭৫) পৃ. ১০; মুল্লা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

اخرج ابن عساكر عن ابى سهل بن مالك عن ابيه عن تميم الدارى انه استاذن عمر فى القصص فاذن له (وفى رواية فابى ان يأذن له فاستاذنه فى يوم واحد) ثم مر عليه بعد فضربه بالدرة ـ

www.pathagar.com

বসলে, তিনি তাকে মজলিস থেকে উঠে যেতে বললেন। ঐ কথক মজলিস ছাড়তে অস্বীকৃতি জানায়। অতঃপর ইব্‌ন উমর (রা) পুলিশের সহযোগিতায় তাকে ঐ মজলিস থেকে বের করে দেন।[১০৬] প্রাথমিক যুগে তাদের ব্যাপারে এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা হলেও পরবর্তীকালে হাদীস জালকরণের ক্ষেত্রে কথকদের একটি বিরাট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

হাদীস জালকরণে কথকদের ভূমিকা

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সর্বসাধারণের জন্য কিস্‌সা-কাহিনী বর্ণনা করা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নবী করীম (সা)-এর যুগে কিস্‌সা-কাহিনীর প্রচলন ছিল না বিধায় আমাদের সালফে সালিহীন এটাকে বিদ'আত মনে করতেন।[১০৭]

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, পরবর্তীকালে ওয়ায-নসীহতের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয় কথক বা কাহিনীকাররা। এদের অধিকাংশই আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করতো না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাদের মজলিসে মানুষকে কাঁদানো এবং তাদের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করা, আজব আজব কিস্‌সা-কাহিনী শুনিয়ে লোকদেরকে তাক লাগিয়ে দেয়া। এ উদ্দেশ্যে তারা মিথ্যা কিস্‌সা রচনা করে তা নবী করীম (সা)-এর নামে চালিয়ে দিত।[১০৮]

এ প্রসংগে মনীষী ইব্‌ন কুতাইবা (র)-এর উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, কথক বা কাহিনীকাররা শ্রোতাদের আকর্ষণ সৃষ্টিতে তৎপর ছিল। কাজেই তারা সুললিত কণ্ঠে মিথ্যা ও মুন্‌কার হাদীসসমূহ বর্ণনা করতো। আবার সাধারণ লোকের অবস্থাও ছিল এই যে, তারা ঐসব কাহিনীকারের ওয়ায শুনতে ছিল অনুরক্ত। ওয়ায শুনবার জন্য তারা অধিক আগ্রহ নিয়ে তাদের নিকট বসে থাকতো। আর তারাও জ্ঞান বহির্ভূত এমন আজব আজব মিথ্যা হাদীস বয়ান করতো, যা হৃদয়কে গলিয়ে দিতো। জান্নাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁরা বলতো, জান্নাতে আছে মিশ্‌ক ও জা'ফরানের হূর সকল। তাদের নিতম্ব হলো এক মাইল এক মাইল। আল্লাহ্ তা'আলা তার ওলীকে স্থান দেবেন এক শ্বেতমণির প্রাসাদে। এতে থাকবে সত্তর হাজার ছোট ছোট কামরা। এর প্রত্যেকটিতে থাকবে সত্তর হাজার গম্বুজ। এভাবেই তাঁর ওলীগণ চিরকাল জান্নাতে অবস্থান করবে।[১০৯] এদের রচিত আরো কয়েকটি জাল হাদীসের দৃষ্টান্ত ঃ

---

১০৬. ফালাতা, প্রাগুক্ত, ৩, খ. পৃ. ৩৫২; আস্-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

১০৭. ফালাতা প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫, এ মর্মে আবূ দাউদ ও ইব্‌ন মাজাহ্ গ্রন্থে কয়েকটি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

১০৮. আস্ সুবাঈ, প্রাগুক্ত।

১০৯. ইব্‌ন কুতায়বাহ্ ঃ **তা'বীলু মুখ্‌তালাফিল হাদীস**, ১ম সং, (মিসর ঃ ১৩২৬/১৯০৮) পৃ. ৩৫৭।

www.pathagar.com

ইমাম আহমাদ (র) ও জনৈক জালিয়াত

ইব্নুল জাওযী (র) জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ আত্-তায়ালিসী সূত্রে একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) বাগদাদে 'রসাফা' নামক মসজিদে নামায পড়ে বসে আছেন। ইতোমধ্যে একজন ওয়ায ব্যবসায়ী লোক তাদের সামনে দাঁড়িয়ে ওয়ায শুরু করে দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি নিম্নলিখিত সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করতে লাগলেন ঃ

আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুর রায্যাক। তিনি রিওয়ায়াত করেছেন মা'মার হতে, তিনি কাতাদা থেকে, কাতাদা আনাস থেকে, আনাস (র) রিওয়ায়াত করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে, তিনি বলেছেন, মানুষ যখন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এই কালেমা পাঠ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রত্যেকটি শব্দ হতে এক-একটা পাখি সৃষ্টি করেন যার ঠোঁট স্বর্ণের আর পালক মুক্তার।[১১০] এভাবে অবলীলাক্রমে ঐ কথক প্রায় ২০ পৃষ্ঠার মত হাদীস বর্ণনা করলো। এতে অবাক হয়ে ইমামদ্বয় একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন। পরিশেষে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার কসম! আমি এইমাত্র এ হাদীসটি শুনলাম। এর আগে কখনো এরূপ হাদীস শুনিওনি। যাই হোক, ওয়ায শেষ হলে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) হাতের ইশারা দিয়ে তাকে ডাকলেন। তিনি জ্ঞানের ভনিতা দেখিয়ে দর্পভরে তাঁর নিকট এলেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) তাকে জিজ্ঞেস করলেন কে আপনার নিকট এ হাদীসটি বর্ণনা করেছে? তিনি বললেন, আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র)। ইয়াহ্ইয়া বললেন, আমি হলাম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) আর ইনি হলেন আহ্মদ ইব্ন হাম্বল (রা)। আমরা তো কখনো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসে এরূপ কথা শুনিনি। একথা শোনার পর ঐ কথক বললেন, বহু দিন যাবত লোকের মুখে শুনে আসছিলাম যে, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) একজন নির্বোধ লোক। আজ তার সত্যতা প্রমাণিত হলো। ইয়াহ্ইয়া বললেন, কিভাবে এটা প্রমাণিত হলো? কথক বললেন, তোমাদের কথায় বোধ হয়, তোমরা দু'জন ছাড়া দুনিয়াতে আর কোন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) ও আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) নেই? আমি ১৭ জন আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) থেকে এ হাদীস গ্রহণ করেছি। এ কথা বলে লোকটা ইমামদ্বয়কে নানা প্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে ঐ স্থান ত্যাগ করে।[১১১]

---

১১০. আল্-কিনানী প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

১১১. ইব্নুল জাওযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬; আল্-কিনানী, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪; ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭; ইবন কাসীর (১৯৮৬) প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪।

www.pathagar.com

ইমাম আ'যম (র) ও জনৈক কথক

এক সময় কথক ও ওয়ায়েযগণ সাধারণ লোকদের নিকট কতটা সমাদৃত হয়েছিল নিম্নের ঘটনা থেকে তা অনুমান করা যায়। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত আলিম মুল্লা আলী আল-কারী তাঁর 'আল-মাওযূ'আত' গ্রন্থে একটি চমৎকার কাহিনীর অবতারণা করেছেন। ঘটনাটি হলো কূফার মসজিদে যার'আ নামে একজন ওয়ায়েয ছিল। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মা একটা বিষয়ে ফাতওয়া জানতে চাইলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁর সমাধান দিলে তিনি তা গ্রহণ না করে বললেন, যার'আর ফয়সালা ছাড়া আমি আর কারো ফয়সালা গ্রহণ করবো না। অগত্যা বাধ্য হয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁর মাকে নিয়ে যার'আর নিকটে গেলেন এবং বললেন, ইনি আমার মা আপনার নিকট এ বিষয়ে ফাতওয়া জানতে চান। যার'আ ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে বললেন, এসব বিষয়ে আপনিই তো আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। সুতরাং আপনিই এর সমাধান দিন। অতঃপর ইমাম আবূ হানীফা (র) বললেন, আমি তো এভাবে এর সমাধান দিয়েছি। যার'আ বললেন, আপনি যেভাবে এর সমাধান দিয়েছেন, সেটাই এর সঠিক ও প্রকৃত সমাধান। যার'আর এ কথায় ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মা সন্তুষ্ট হন এবং সেখান থেকে ফিরে আসেন।[১১২]

দুঃখের বিষয়, এসব ওয়ায়েয ও কথকগণ তাদের অজ্ঞতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করার দুসাহসিকতা সত্ত্বেও জনসাধারণ কর্তৃক তারা বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। আর প্রকৃত আলিমগণকে চরম নিপীড়নের শিকারে পরিণত হতে হয়। পবিত্র কুরআনের বিকৃত ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করায় মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারীর সাথে যে আচরণ করা হয়, তা এ ধারাবাহিকতারই অংশবিশেষ।

ইব্ন জারীর (র)-এর বিপদ

একজন ওয়ায়েয একদিন বাগদাদে এক ওয়ায মাহফিলে ঃ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا –"শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে 'মাকাম-ই-মাহমূদ'-এ উন্নীত করবেন।"[১১৩] এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে আরশের উপর উপবেশন করবেন। তাফসীর ও ইতিহাসের বিখ্যাত ইমাম ইব্ন জারীর আত্-তাবারী (র) এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি তাঁর ঘরের দরজায় লিখে দিলেন ঃ

سبحان من ليس له انيس، ولا له على عرشه جليس

---

১১২. মুল্লা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

১১৩. আল্-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৭৯।

www.pathagar.com

–"তিনি পবিত্র তাঁর কোন অন্তরঙ্গ সাথী নেই। আর নেই তাঁর সঙ্গে আরশের উপর বসার মত কোন উপবেশনকারী।"

এর ফলে বাগদাদের জনসাধারণ তাঁর ওপর ভীষণভাবে ক্ষেপে যায় এবং পাথর নিক্ষেপ করে তাঁর বাড়ি-ঘর তছনছ করে দেয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁর ঐ দরজাখানি পাথরের আঘাতে ভেংগে চুরমার করে দিয়ে তাঁর ওপর চড়াও হয়।[১১৪]

এ জাতীয় আরো বহু কিস্‌সা-কাহিনী কথক বা ওয়ায়েযরা হাদীস নামে লোক সমাজে চালু করে দেয়। প্রথম শতাব্দীতে এর অস্তিত্ব তেমন একটা ছিল না, পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে এর বিস্তৃতি লাভ করে। আমাদের আলিম সমাজও তাদের রচিত মিথ্যা কিস্‌সা-কাহিনীগুলো চিহ্নিত করে তা জাল হাদীসের গ্রন্থাবলীতে সন্নিবেশিত করেন। ফলে জাল হাদীস ও সহীহ্ হাদীসের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপিত হয়ে যায়। তবে এ যুগে যে এ সমস্যা মোটেই নেই, তা নয়। কোন কোন ওয়ায়েযকে দেখা যায় যে, নিজেদের পাণ্ডিত্য যাহির করার জন্য, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ ও সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের ওয়ায মাহফিলে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার জন্য আজব আজব ভিত্তিহীন কিস্‌সা-কাহিনী হাদীস নামে চালিয়ে দেন। এটা মারাত্মক গুনাহ্‌র কাজ। ইলমে হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই তারা এহেন ঘৃণিত কাজটি করে থাকেন। এর থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত। হাদীসের সঠিক জ্ঞান ও এ সম্পর্কে লোকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সমাজে পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের ব্যাপক প্রচলনের মাধ্যমে এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

৫. বিভিন্ন ধর্মীয় দল, আকীদাগত মতভেদ ও মাযহাবী গোঁড়ামী

ইতোপূর্বে আমরা জাল হাদীস রচনার ক্ষেত্রে প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল শী'আ ও খারিজীদের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইসলামের ধর্মীয় দলগুলোও তাদের আকীদাগত মতপার্থক্যের কারণে স্ব-স্ব আকীদা প্রমাণ করতে গিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে কমবেশি জাল হাদীস রচনা করে। এখানে আমরা প্রধান প্রধান কয়েকটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ও তাদের হাদীস জালকরণ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

মুরজিয়া সম্প্রদায়

শী'আ এবং খারিজীদের চরম পরস্পর বিরোধী মতবাদের প্রতিক্রিয়ায় আরেকটি দল আত্মপ্রকাশ করে। এ দলটি মুরজিয়া নামে অভিহিত। এটি ছিল একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। এদের উৎপত্তির কারণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আলফ্রেড ভনক্রেমার-এর মতে মুরজিয়ারা ছিল একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং ধর্মীয় মতবাদের আলাপ-

১১৪. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭।

www.pathagar.com

আলোচনার মাধ্যমে দিমাশকে তাদের উৎপত্তি হয়। আব্রাহাম হালকীন মুরজিয়া সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক দল হিসেবে চিত্রিত করেছেন। ট্রিটনও হালকীন-এর মত গ্রহণ করে বলেন যে, এ সম্প্রদায়ের উৎপত্তিতে রাজনীতির ভূমিকা রয়েছে।[১১৫] তবে এদের মতবাদের মধ্যে রাজনীতির চেয়ে ধর্মীয় ভাবধারার প্রাধান্যই অধিক।

আলী (রা)-এর বিভিন্ন যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু লোক তাঁর পূর্ণ সমর্থক ছিল এবং কিছু লোক ছিল তাঁর চরম বিরোধী। এছাড়া একটি দল নিরপেক্ষও ছিল। এ নিরপেক্ষ দলটি মুরজিয়া নামে পরিচিত। তারা গৃহযুদ্ধকে ফিত্না মনে করে দূরে সরে ছিল অথবা এ ব্যাপারে কে ন্যায়ের পথে আর কে অন্যায়ের পথে আছে, এ সম্পর্কে সন্ধিহান ছিল। মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে খুন-খারাবী একটি বিরাট অন্যায়– এ কথা তারা অবশ্যই উপলব্ধি করতো কিন্তু এরা সংঘষে লিপ্ত কাউকে খারাপ বলতে প্রস্তুত ছিল না। তারা এ বিষয়ের ফয়সালা আল্লাহ্ তা'আলার হাতে ছেড়ে দিতো। কিয়ামতের দিন তিনিই ফয়সালা করবেন, কে ন্যায়ের পথে আছে আর কে অন্যায়ের পথে। এ পর্যন্ত তাদের চিন্তাধারা সাধারণ মুসলমানদের চিন্তাধারা বিরোধী ছিল না। কিন্তু শী'আ এবং খারিজীরা যখন তাদের চরম মতবাদের ভিত্তিতে কুফ্র আর ঈমানের প্রশ্ন উঠাতে শুরু করে এবং তা নিয়ে ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্কের সিলসিলা শুরু হয়, তখন এ নিরপেক্ষ দলটিও নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে স্বতন্ত্র ধর্মীয় দর্শন দাঁড় করায়। তাদের ধর্মীয় দর্শনের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

১. কেবল আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মা'রিফাতের নামই ঈমান। আমল ঈমানের মূলতত্ত্বের পর্যায়ভুক্ত নয়।[১১৭] তাই ফরয পরিত্যাগ করা এবং কবীরা গুনাহ্ করা সত্ত্বেও একজন লোক মুসলমান থাকে।

খ. নাজাত কেবল ঈমানের ওপর নির্ভরশীল। ঈমানের সাথে কোন পাপাচার মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। কেবল শির্ক থেকে বিরত থেকে তাওহীদের বিশ্বাসের ওপর মৃত্যুবরণই মানুষের নাজাতের জন্য যথেষ্ট। কোন কোন মুরজিয়া আরো একটু অগ্রসর হয়ে বলে যে, শির্ক থেকে নিকৃষ্ট যত বড় পাপই করা হোক না কেন, অবশ্যই তা ক্ষমা করা হবে।[১১৮]

---

১১৫. লুৎফুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১; Tritton. A, S. : **Muslim Theology** (London. : 1947). P.43.

১১৭. তাহযীবুল আ-সা-র গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, মুরজিয়াদের নিকট শুধু মৌখিক স্বীকৃতির নামই ঈমান, আমল এর অন্তর্ভুক্ত নয়। –আত্-তাবারী, আবূ জা'ফর ঃ **তাহযীবুল আ-সা-র** (কায়রোঃ মাতবা'আতুল মাদানী, তা. বি.), পৃ. ৬৬০।

১১৮. আশ্ শাহরিস্তানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৪।

www.pathagar.com

এসব চিন্তাধারা পাপাচার, ফাসিকী ও অশালীন কার্যকলাপ এবং যুলম-নির্যাতনকে বিরাট উৎসাহ যুগিয়েছে। মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমার আশ্বাস দিয়ে পাপাচারে উৎসাহী করে তুলেছে।

খ. জাবারিয়া সম্প্রদায়

'জাবারিয়া' শব্দটি 'আরবী 'জাবর' (جبر) শব্দ থেকে নির্গত। অর্থ বল প্রয়োগ করা, বাধ্য করা।[১২০] পরিভাষায় 'জাবারিয়া' বলতে ঐ মুসলিম সম্প্রদায়কে বুঝায় যারা বিশ্বাস করে যে, মানুষের নিজের কোন কাজ করার বা না করার মোটেই ক্ষমতা নেই। সমস্ত কাজ সে সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতাবলে করে থাকে। তারা মনে করে, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান এবং তিনিই সকল কাজের মূল, সেহেতু মানুষের ভাল বা মন্দকাজের জন্য মানুষ দায়ী নয়। মানুষের ভাগ্যে যা ঘটবে, তা পূর্ব নির্ধারিত। তারা আল্লাহ্ তা'আলার সার্বভৌম ক্ষমতায় এমন দৃঢ় বিশ্বাসী যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তির কোন মূল্যই তাদের নিকট নেই। তাদের মতে মানুষের কার্যাবলীর জন্য মানুষ দায়ী নয়। কারণ তাদের মতে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার নিকট সম্পূর্ণ অসহায় এবং আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় সে যন্ত্রের ন্যায় কাজ করে থাকে। সেদিক থেকে ভালকাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যেমন গৌরবের অধিকারী, মন্দকাজের জন্যও তেমন আল্লাহ্ তা'আলাই দায়ী। কারণ মানুষের কাজের জন্য মানুষকে দায়ী করা হলে মানুষের ইচ্ছাশক্তির স্বীকৃতি পায়। তাদের মতে সেটা হবে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতার অক্ষমতা।[১২১] জাবারিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জাহম ইব্ন সাফওয়ান। তার পুরো নাম ছিল জাহম ইব্ন সাফওয়ান আবূ মিহরায। তিনি বানু রাশিবের মাওলা এবং খুরাসানের গভর্নর আল্-হারিস ইব্ন সুরয়িজের সচিব ছিলেন। তিনি বলখের অধিবাসী ছিলেন কিন্তু তিরমিযে প্রথম প্রচারণা শুরু করেন।[১২২]

গ. কাদরিয়া সম্প্রদায়

কাদরিয়া শব্দটি 'আরবী 'কাদর' (قدر) শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ শক্তি। পরিভাষায় 'কাদরিয়া' বলা হয় ঐ মুসলিম সম্প্রদায়কে যারা তাকদীরে বিশ্বাসী নয়। তাদের বিশ্বাস মানুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, তাতে তাকদীরের কোন হাত নেই।[১২৩] কাদরিয়াদের মতে মানুষের 'ইচ্ছা' ও 'কর্মের' স্বাধীনতা রয়েছে। মানুষ

---

১১৯. ইব্ন হাযম, ৪র্থ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।

১২০. আল-আযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬৯।

১২১. লুৎফুর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩-৩০৪।

১২২. Well-hausan J.: The Arab kingdom and it's fall (Bairut : 1963). P. 464.

১২৩. আল-আযহারী, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ.; ১৯২৮; লুৎফুর-রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫।

www.pathagar.com

কেবল আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাধীন যন্ত্রবিশেষই নয়, বরং কর্মে ও উদ্দেশ্যে তার স্বাধীনতা রয়েছে। তার কর্মের জন্যও মানুষ কারো দ্বারা বাধ্য নয়। কাজেই কৃতকর্মের ফল তারই প্রাপ্য।[১২৪]

জাবরিয়াদের মতে সব কাজের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা দায়ী। কাজেই মানুষের পাপ কর্মের জন্য ও তিনি দায়ী এবং অত্যাচারী শাসকদের অত্যাচারের জন্যও তিনি অংশীদার। কিন্তু কাদরিয়া মতবাদে আল্লাহ্ তা'আলাকে সেই অপবাদ হ'তে মুক্ত করা হয়। এ মতবাদে মানুষের দায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং তার কর্মের জন্য তাকে দায়ী বলে ঘোষণা করা হয়।[১২৫]

জাবরিয়া এবং কাদরিয়া এ দু'টি দলই ইসলামের প্রথম অরাজনৈতিক ধর্মীয় সম্প্রদায়। এদের মতবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উভয় দলই ছিল যুক্তিহীন। জাবরিয়া দল সব কিছুতেই আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্বে ও কর্তৃত্বে চূড়ান্ত রায় প্রদান করতো। ফলে পাপ ও অন্যায় কার্যাবলীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলাকেই দায়ী করা হতো। আর কাদরিয়া সম্প্রদায় ভাল-মন্দ সব বিষয়ে মানুষের দায়িত্বের ওপরই সম্পূর্ণ গুরুত্ব প্রদান করতো। ফলে মানুষের ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির উপর এত গুরুত্ব দেয়া হতো যে, তাতে আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা হতো। সে কারণে তাদেরকেও উগ্রপন্থী বলা হয়ে থাকে। ইসলাম উগ্রপন্থী ধর্ম নয়; প্রকৃত ইসলাম জাবরিয়া ও কাদরিয়া মতবাদের মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ করে। ইসলাম আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে যেমন একবাক্যে স্বীকার করে, তেমনি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও দায়িত্বকেও অস্বীকার করে না।

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, কাদরিয়া মতবাদের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মা'বাদ-আল জুহানী। তিনি প্রথম বসরায় তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়া'মার থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, বসরায় সর্বপ্রথম কাদরিয়া মতবাদ প্রচার করেন মা'বাদ আল-জুহানী।[১২৬] কিন্তু ঐতিহাসিক ইব্ন আসাকির (র) বলেন যে, সুসান (Susan) নামক একজন ইরাকী খ্রিস্টান– যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন কিন্তু পরে পুনরায় ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন– কাদ্‌র সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। মা'বাদ তাঁর নিকট থেকেই কাদর বিষয়ক মতবাদ শিক্ষালাভ করেন। মা'বাদের শিষ্য ছিলেন গাইলান আদ্-দিমাশ্‌কী। কাদরিয়া মতবাদ প্রচার করায় পরবর্তীতে এরা দু'জনই উমাইয়া শাসকদের হাতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। মা'বাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন খলীফা আব্দুল মালিক ৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে। আর গাইলান আদ্-দিমাশ্‌কীর

---

১২৪. Morris, S, Seale : "Muslim Theology' (London : 1964). P. 16-38.

১২৫. লুৎফুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬।

১২৬. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

www.pathagar.com

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন খলীফা হিশাম ৭২৯ খ্রিস্টাব্দে।[১২৭] কিন্তু এরপরও এ মতবাদ চলতে থাকে। উমাইয়া শাসকদের পক্ষে এর প্রসারতা রোধ করা সম্ভব হয়নি।

ঘ. মু'তাযিলা সম্প্রদায়

এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ওয়াসিল ইব্‌ন আতা (৬৯৯-৭৪৮ খ্রি.) এবং আমর ইব্‌ন উবাইদ (মৃ. ৭৩৬ খ্রি.)। কাদরিয়া মতবাদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত মু'তাযিলা মতবাদ উমাইয়া শাসনামলেই প্রসার লাভ করতে থাকে। উমাইয়া শাসনের শেষদিকে মু'তাযিলা মতবাদ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। আব্বাসীয়দের আন্দোলনে মু'তাযিলা মতাবলম্বীগণ আব্বাসীয়দের পক্ষে যোগদান করেন। খলীফা আল্-মামূনের শাসনকাল (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) ছিল মু'তাযিলা মতবাদ প্রসারের জন্য সর্বাধিক প্রশস্ত সময়। তিনি মু'তাযিলা মতবাদকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। রাজনৈতিক সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও বহু নিষ্ঠাবান আলিম মু'তাযিলা মতবাদ গ্রহণ করতে সম্মত হননি। এ কারণেই ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-কে কারারুদ্ধ হয়ে নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়।

খলীফা আল-মামূনের পর আল-মু'তাসিম (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.) ও আল-ওয়াসিক (৮৪২-৮৪৭ খ্রি.) দু' খলীফাই মু'তাযিলীদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন কিন্তু আল-মামূনের ন্যায় তাঁরা ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন না বলে মু'তাযিলা মতবাদের আশানুরূপ প্রসারলাভ ঘটেনি। সে সময় মু'তাযিলীগণ ধর্মীয় দল হিসেবে মাত্র তাদের ভাবধারায় কুরআনের ব্যাখ্যাদান ইত্যাদি কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ বিষয়ে আয্-যামাখশারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি পবিত্র কুরআনের যুক্তিপূর্ণ তাফসীর রচনা করেন যা 'আত্-'তাফসীর আল্-কাশ্শাফ' নামে বিখ্যাত।

আব্বাসী খলীফা আল্-মুতাওয়াক্কিলের সময় হতে মু'তাযিলীদের প্রতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা রহিত হতে থাকে এবং সকল প্রকার রাজকার্য হতে তাদের অপসারিত করা হতে থাকে। খলীফা আল-কাদির বিল্লাহ্ (মৃ. ১০৩১ খ্রি.) মু'তাযিলীদের প্রতি নির্যাতনের নীতি অবলম্বন করেন। এরপর কোন খলীফাই মু'তাযিলীদের সমর্থন করতেন না, বরং তাদের ওপর নির্যাতন চালানোর নীতি অব্যাহত রাখেন। সরকারী নির্যাতনের সম্মুখে টিকতে না পেরে ধীরে ধীরে এ মতবাদ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।[১২৮]

ইসলামের বিভিন্ন আকীদাগত বিষয়ে মু'তাযিলীদের নিজস্ব ফয়সালা ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তাদের মতে পবিত্র কুরআন হলো মাখলূক বা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট। কেননা কুরআন জিবরাঈল ফেরেশতার মাধ্যমে নবী করীম (সা)-এর

---

১২৭. লুৎফুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮-৩০৯।

১২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩।

www.pathagar.com

উপর বাক্য আকারে অবতীর্ণ হয়। আর সৃষ্ট বলেই তা ধ্বংসশীল। আহ্‌ল আল-সুন্নাহ্ ওয়া আল্-জামা'আতের নিকট পবিত্র কুরআন হলো 'গায়র মাখলূক' বা অবিনশ্বর। কেননা কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত। আর আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু গায়র মাখলূক সুতরাং তাঁর সিফাতও গায়র মাখলূক।[১২৯] এ আকীদা পোষণ করার কারণেই ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-কে খলীফা আল-মামূনের যুগে চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। শুধু তাই নয়, কুরআন মাখলূক কি গায়র মাখলূক, এ বিতর্ককে কেন্দ্র করেও জাল হাদীস রচনা করা হয়। যথাস্থানে এর দৃষ্টান্ত পেশ করা হবে ইনশা'আল্লাহ্ তা'আলা। এভাবে খারিজী ও মুরজিয়াদের মধ্যে কুফর এবং ঈমানের ব্যাপারে যে বিরোধ চলে আসছিল, সে ব্যাপারে মু'তাযিলীদের নিজস্ব ফয়সালা এই ছিল যে, পাপী মুসলমান মু'মিনও নয় কাফিরও নয়, বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে।[১৩০]

উল্লিখিত ধর্মীয় দলগুলোর মতাদর্শ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে আকীদাগত মতপার্থক্য সুস্পষ্ট। প্রতিটি দলই স্ব-স্ব আকীদা ও মতবাদ প্রমাণ করার জন্য পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে দলীল গ্রহণ করার প্রয়াস চালায়। আর প্রতিটি দলের অনুকূলে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্‌র সমর্থন না থাকাটাই স্বাভাবিক। ফলে এক-একটি সম্প্রদায় জাল হাদীস রচনার মাধ্যমে পরস্পরের নিন্দা এবং নিজ নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। যেমন মুরজিয়ারা তাদের বাতিল মতবাদকে শক্তিশালী করার জন্য এ মিথ্যা হাদীসটি রচনা করেছে ঃ

قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا جئناك نسألك عن الايمان ايزيد او ينقص ؟ قال الايمان مثبت في القلب كالجبال الرواسي، وزيادته كفر ونقصانه كفر -

—"সাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করে বললো যে, আমরা ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আপনার নিকট এসেছি। অতঃপর তিনি বললেন, ঈমান অন্তরে পাহাড়ের ন্যায় বদ্ধমূল থাকে। এর হ্রাস-বৃদ্ধিতে বিশ্বাস করা কুফরীর শামিল।"[১৩১]

উপরোক্ত মতবাদের বিরোধিতা করে অপর সম্প্রদায়ের লোকেরা রচনা করলো নিম্নোক্ত জাল হাদীসটি ঃ

الايمان قول وعمل يزيد وينقص -

১২৯. 'আকাইদ'-এর গ্রন্থ সমূহে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৩০. ইব্‌ন তাহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫।

১৩১. ইব্‌নূল-জাওযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

www.pathagar.com

–"ঈমান হলো মৌখিক স্বীকৃতি ও আমলের নাম। এর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।"[১৩২]
কাদরিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা রচনা করেছে এ মিথ্যা হাদীসটি ঃ

اذا كان يوم القيامة جمع الله الاولين والاخرين فى صعيد واحد، فالسعيد من وجد لقدمه موضعا فينادى مناد تحت العرش الا من برأ ربه من ذنبه فليدخل الجنة ـ

–"কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে একই স্থানে একত্রিত করবেন। সেখানে যে কদম রাখার স্থান পাবে, সেই হবে সৌভাগ্যবান। অতঃপর একজন আহবানকারী আওয়ায দিয়ে বলবে, ও হে! যারা পাপ থেকে মুক্ত থেকে পুণ্য কাজ করেছ, তারা জান্নাতে প্রবেশ করো।"

পবিত্র কুরআন মাখলূক বা সৃষ্ট নয়, এ মতের সমর্থকেরা রচনা করেছে এ মিথ্যা হাদীসগুলো ঃ من قال القرأن مخلوق فقد كفر

– "যে ব্যক্তি বলে কুরআন সৃষ্ট, সে কাফির।"[১৩৩]

كل من فى السموات والارض وما بينهما فهو مخلوق غير الله والقرأن وسيجئ اقوام من امتى يقولون القرأن مخلوق فمن قال ذلك فقد كفر بالله العظيم وطلقت منه امرأته من ساعتها ـ

–"আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে, তা সবই সৃষ্ট। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ও কুরআন ছাড়া। শীঘ্রই আমার উম্মাতের মধ্যে এমন কতিপয় দলের আবির্ভাব ঘটবে, যারা বলবে কুরআন সৃষ্ট। সুতরাং একথা যারা বলবে, তারা মহান আল্লাহ্ তা'আলাকেই অস্বীকার করলো। আর সে মুহূর্তেই তার থেকে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।"[১৩৪]

এরূপ আরও কতিপয় জাল হাদীসের দৃষ্টান্ত নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

صنفان من امتى لا تنالهما شفاعتى المرجئة والقدرية، قيل يا رسول الله من القدرية قال : قوم يقولون لاقدر، قيل فمن المرجئة قال : قوم يكونون فى اخر الزمان اذا سئلوا عن الايمان يقولون مؤمنون ان شاء الله ـ

---

১৩২. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬।

১৩৩. ইব্নুল-জাওযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।

১৩৪. আস্ সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭। তবে মুরজিয়া ও কাদরিয়া সম্প্রদায়দ্বয় ভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে মিশকাত শরীফে তিরমিযীর বরাতে হাদীস রয়েছে পৃ. ২২।

www.pathagar.com

—"আমার উম্মাতের মধ্যে এমন দু'টি সম্প্রদায় আছে যারা আমার শাফা'আত থেকে বঞ্চিত হবে, তার মধ্যে একটি হলো মুরজিয়া এবং অপরটি হলো কাদরিয়া। জিজ্ঞেস করা হলো কাদরিয়া কারা হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন, কাদরিয়া হলো ঐ সম্প্রদায়, যারা তাকদীরে বিশ্বাসী নয়। অতঃপর মুরজিয়াদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কারা? তিনি বললেন, মুরজিয়া হলো শেষ যুগের এমন একটি সম্প্রদায় যাদেরকে ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা বলবে আমরা মু'মিন ইনশা'আল্লাহ্‌।"[১৩৫]

من قال الايمان يزيد وينقص فقد خرج من امر الله ومن قال انا مؤمن ان شاء الله فليس له فى الاسلام نصيب ـ

—"কোন ব্যক্তির যদি বলে ঈমান বাড়ে কমে, তবে সে আল্লাহ্‌র নির্দেশ লংঘন করলো। আর যদি কেউ বলে, আমি ইন্‌শা'আল্লাহ্‌ মু'মিন, তাহলে ইসলামের কোন অংশেই সে যেন নেই।"[১৩৬]

ما كانت زندقة الا واصلها التكذيب بالقدر ـ

—"যিন্দীকদের প্রকৃত স্বরূপ হলো তাকদীরে অবিশ্বাস করা।"[১৩৭]

ان لكل امة يهودا ، ويهود امتى المرجئة ـ

—"প্রত্যেক উম্মাতেই ইয়াহূদী ছিল। আর আমার উম্মাতের ইয়াহূদী হলো মুরজিয়া সম্প্রদায়।"[১৩৮]

মাযহাবী গোঁড়ামী ও ফিক্‌হী মতপার্থক্যের কারণেও অজ্ঞ লোকেরা নিজ নিজ মাযহাবের সমর্থনে বহু জাল বা মিথ্যা হাদীস রচনা করে। যেমন ঃ

من رفع يديه فى الصلاة فلا صلاة له

—"যে ব্যক্তি নামাযে রাফি' ইয়াদাইন্‌ করে তার নামায শুদ্ধ হয় না।"

এ ধরনের আরো কয়েকটি জাল হাদীসের উদাহরণ এখানে পেশ করা হলো ঃ

المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة ـ

—"জুনূবী (অপবিত্র) ব্যক্তির ওপর তিনবার গড়াগড়া করে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ফরয।"

---

১৩৫. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।
১৩৬. ইব্‌নুল-জাওযী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৫।
১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪।
১৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫-২৭৬।

www.pathagar.com

امنى جبريل عند الكعبة فجهر "ب" بسم الله الرحمن الرحيم -

—"কা'বার নিকট জিবরাঈল (আ) আমার ইমামত করলেন। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম উচ্চস্বরে পড়লেন।"[১৪০]

৬. দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা

এটা হলো মুর্খ আবিদ লোকের কাজ। তারা লোকদেরকে নেককাজের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য এবং খারাপ কাজের প্রতি ভয়-ভীত প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সাওয়াবের আশায় জাল হাদীস রচনা করতো। তাদের ধারণা ছিল যে, এটি ইসলামের একটি বড় খিদমত এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ হয়। মুহাদ্দিসগণ যখন তাদের এ ধারণার প্রতিবাদ জানালেন এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন নবী করীম (সা)-এর এ বাণী– "যে ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্বক আমার সম্পর্ক মিথ্যা রচনা করবে, সে যেন তার স্থান করে নেয় জাহান্নামে।" তখন তারা বললো, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে মিথ্যা রচনা করেছি, তাঁর বিরুদ্ধে নয়।[১৪১] এসব মূর্খ আবিদ ও অন্ধ লোকেরা পবিত্র কুরআনের সূরার ফযীলত সম্পর্কেও বহু জাল হাদীস রচনা করেছে। নূহ ইব্ন আবূ মরিয়ম তো নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি এ ধরনের বহু মিথ্যা হাদীস রচনা করেছেন। তিনি কেন এরূপ মিথ্যা হাদীস রচনা করলেন তা জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, আমি দেখলাম যে, লোকেরা পবিত্র কুরআন পড়া ছেড়ে দিয়েছে, আর মশগুল হয়েছে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ফিক্হ ও ইব্ন ইস্হাকের মাগাযীতে। তখন আমি লোকদেরকে পবিত্র কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য জাল হাদীস রচনা করেছি।[১৪২] নূহ ইব্ন আবূ মরিয়ম-এর এ উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, তিনি লোকদেরকে পবিত্র কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সূরার ফযীলত সম্পর্কে মিথ্যা হাদীস রচনা করেছিলেন।

এসব মিথ্যা হাদীস রচনাকারীদের মধ্যে গোলাম খলীল-এর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন সংসার ত্যাগী আবিদ এবং যাবতীয় কামনা-বাসনা হতে মুক্ত বাগদাদের অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি। তার ওফাতের দিন শোকে বাগদাদের সকল দোকান-পাট পর্যন্ত বন্ধ ছিল। এতদসত্ত্বেও শয়তানের ওয়াসওয়াসায় তিনি যিক্র ও বিভিন্ন প্রকার অযীফার ফযীলত সম্বন্ধে বহু জাল হাদীস রচনা করেছেন। পরিশেষে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, জনসাধারণের মনকে নরম করার জন্য আমি এ মিথ্যা হাদীসগুলো রচনা করেছি।[১৪৩] এ ধরনের মূর্খ আবিদ ও সূফী লোকেরা অন্যান্যদের তুলনায় দীনের অধিক ক্ষতিসাধন করে থাকে। কারণ সাধারণ লোক তাদেরকে বিশ্বাস করে এবং নির্ভরযোগ্য মনে করে তাদের উপদেশ গ্রহণ করে।

---

১৪০. আস্ সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭৩।

১৪১. এরূপ অনর্থক কথা দীন সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতারই পরিচয় বহন করে।

১৪২. আস্ সুবাঈ, প্রাগুক্ত।

১৪৩. আয্-যাহাবী, ১ম খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭; আস্ সুবাঈ, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

৭. শাসকদের নৈকট্য লাভ করা

রাজা-বাদশাহ্ ও আমীর-উমরা তথা শাসকদের মনোরঞ্জন করবার জন্যও অনেকে জাল হাদীস রচনা করেছে। যেমন গিয়াস ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আব্বাসী খলীফা আল্-মাহ্‌দীর মনোরঞ্জন করবার জন্য এরূপ মিথ্যা হাদীস রচনা করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, গিয়াস ইব্‌ন ইবরাহীম একদিন খলীফা আল্-মাহ্‌দীর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি কবুতর নিয়ে খেলছেন। আর এ খেলাটি তাঁর নিকট খুবই প্রিয় ছিল। তখন তিনি তাঁকে এ মশহূর হাদীসটি শুনালেন ঃ

لاسبق الا فى نصل اوخف او حافر

—"প্রতিযোগিতা শুধু তীরন্দাজীতে অথবা উট দৌড়ে, কিংবা ঘোড়দৌড়ে বৈধ। এ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে বৈধ নয়।"[১৪৪]

গিয়াস ইব্‌ন ইবরাহীম খলীফা আল্-মাহ্‌দীর সন্তুষ্টির জন্য উক্ত হাদীসের সাথে যোগ করে দিলেন। 'আও জানাহিন' (اوجناح) শব্দটি। অর্থাৎ কবুতর খেলায় প্রতিযোগিতা বৈধ। এতে খলীফা তাকে দশ সহস্র দিরহাম পুরস্কার দিলেন। অতঃপর গিয়াস ইব্‌ন ইবরাহীম চলে যেতে লাগলে খলীফা বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমার গর্দান হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে জাল হাদীস রচনাকারীর গর্দান। এ বলে তিনি কবুতরটিকে যবেহ্ করার নির্দেশ দিলেন।[১৪৫]

এ ছিল জাল হাদীস রচনাকারীদের সাথে তৎকালীন শাসকদের ব্যবহার। প্রকৃতপক্ষে খলীফাগণ যদি জাল হাদীস রচনাকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন এবং তাদেরকে প্রশ্রয় না দিতেন, তাহলে পরিস্থিতির এত অবনতি ঘটতো না। কিন্তু আমাদেরকে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় এ জন্য যে, কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ তো দূরের কথা, খলীফা আল্-মাহ্‌দীর মত ব্যক্তিত্বের সামনে গিয়াস ইব্‌ন ইবরাহীম হাদীসের মধ্যে এ মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটালো, সে জন্য তিনি একটু দুঃখও প্রকাশ করলেন না; বরং তার পরিবর্তে তিনি তাকে দশ সহস্র দিরহাম দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। আর ঐ মিথ্যা বর্ণনার কারণ ছিল কবুতরটি। তাই তিনি কবুতরটিকে যবেহ্ করার নির্দেশ দিলেন। এখানে আল্-মাহ্‌দীর উচিত ছিল কবুতরটিকে যবেহ না করে গিয়াস ইব্‌ন ইবরাহীমকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা।

অপর মিথ্যাবাদী মুকাতিল ইব্‌ন সুলায়মান আল্-বাল্‌খীর সাথে খলীফা আল্-মাহ্‌দীর আচরণটিও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুকাতিল তাঁকে বললেন, যদি আপনি চান তা হলে আব্বাস ও তাঁর বংশধরদের সম্বন্ধে কয়েকটি মিথ্যা হাদীস রচনা করে দিই। আল্-মাহ্‌দী বললেন, আমার এরূপ মিথ্যা হাদীসের দরকার নেই...। তিনি তাকে এতটুকু বলেই ছেড়ে দিলেন। তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন

www.pathagar.com

ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না। এভাবে মিথ্যাবাদী আবুল বুখতারী খলীফা হারুনুর রশীদ এর জন্য এ মিথ্যা হাদীসটি রচনা করেছিল ঃ

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام

–"নবী করীম (সা) কবুতর উড়াতেন"[১৪৬]

খলীফা হারুনুর রশীদও তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শুধু এতটুকু বলে তাকে ছেড়ে দিলেন যে, দূর হয়ে যাও। যদি তুমি কুরায়শী না হতে, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে বরখাস্ত করে দিতাম।[১৪৭] অথচ এ মিথ্যাবাদী আবুল বুখতারীই ছিলেন খলীফা হারুনুর রশীদের বিচারপতি।

এ ছিল জাল হাদীস রচনাকারীদের সাথে তৎকালীন শাসকদের ভূমিকা। তবে কোন কোন জাল হাদীস রচনাকারী (যেমন যিন্দীক) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, ইতোপূর্বে তা আমরা উল্লেখ করেছি।[১৪৮] এখন প্রশ্ন হলো তারা কি দীনের প্রতি অণুরাগী হয়ে এ কাজ করেছেন, না এর পেছনে অন্য কোন রাজনৈতিক কারণ ছিল? আসলে তারা ছিল রাষ্ট্রদ্রোহী, খলীফাদের কোন নির্দেশ মানতো না। এ অপরাধেই তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এর প্রমাণ এই যে, এ সব খলীফা এবং শাসকদের সামনে যখন অন্যান্য মিথ্যাবাদীরা নবী করীম (সা)-এর নামে জাল হাদীস রচনা করেছে, তখন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি যেমনটি করা হয়েছে যিন্দীকদের বেলায়। এখানে জাল হাদীস রচনার কয়েকটি মৌলিক কারণ বর্ণনা করা হলো। এছাড়াও নানাবিধ কারণে বিভিন্ন উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য জাল হাদীস রচনা করা হয়েছে। যেমন ঃ

৮. যুদ্ধ-বিগ্রহে উত্তেজিত করার জন্যে

লোকদেরকে বিধর্মীদের সাথে জিহাদে উৎসাহিত করার জন্য অথবা ব্যক্তি বা দলবিশেষের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্যও বহু জাল হাদীস রচনা করা হয়েছে। যেমন শায়খ আহমদ[১৪৯] শহীদ হওয়ার পর তাঁর কতিপয় ভক্ত শী'আদের অনুকরণে তাঁর সমর্থনে এ জাল হাদীসটি রচনা করেন, "শায়খ আহমদ এখন গায়ব আছেন। কিছুদিন পরে তিনি আবার আসবেন। অতঃপর লাহোরের কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করবেন।" এ উপলক্ষে 'চল্লিশ হাদীস' নামে একটি পুস্তিকা প্রচার করা হয়। এর অধিকাংশ হাদীসই ছিল জাল।

১৪৪. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ ও সুনান গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

১৪৫. মুল্লা 'আলী (১৯৮৭), প্রাগুক্ত, ২৫৬-২৫৭।

১৪৬. আস্ সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

১৪৭. প্রাগুক্ত।

১৪৮. যিন্দীক সম্প্রদায় প্রসংগে আলোচনাপর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪৯. তাঁর পুরো নাম ঃ শায়খ আহ্মদ ইব্ন আব্দিল আহাদ আল্-ফারুকী আস্-সিরহিন্দী। তিনি 'মুজাদ্দিদ আলফ-ই-সানী' নামে সমধিক পরিচিত। তিনি ৯৭১/১৫৬৪ সনে পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত 'সিরহিন্দ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৩৪ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।— Muhammad Ishaq. Dr. : India's contribution to the study of Hadith Literature. 2nd, impresson, (Dhaka : 1976). P. 140-141.

www.pathagar.com

৯. একশ্রেণীর আলিমরূপী লোক

এদের যোগ্যতা কিছুই ছিল না কিন্তু তবুও জনসমাজে মুহাদ্দিসগণের মর্যাদা দেখে এদেরও সেরূপ সম্মান অর্জনের খুব আকাঙ্খা হয়। তাই নানা প্রকার আজগুবী ও চমকপ্রদ মুখরোচক মিথ্যা হাদীস রচনা করে তারা অজ্ঞ জনসাধারণের ভক্তি আকর্ষণের চেষ্টা করে।[১৫০]

১০. সূফী নামধারী ভণ্ড ব্যক্তিবর্গ

কিছু ভণ্ড সূফী সদুদ্দেশ্যে সওয়াবের আশায় বহু জাল হাদীস রচনা করেছে এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে আজব ব্যাপার হলো একশ্রেণীর সূফী স্বপ্নযোগে অথবা কাশ্‌ফ-মুরাকাবা ইত্যাদির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাত লাভ করে থাকে এবং এ সূত্র ধরে তাঁর থেকে হাদীসও রিওয়ায়াত করে থাকে। এভাবে তারা যে কথাগুলোকে স্বপ্নযোগে বা কাশ্‌ফ ইত্যাদির দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে অবগত হয়েছে বলে মনে করে, সেগুলো বর্ণনা করার সময় ভেতরের কথা ভেংগে না বলে, কেবল নবী করীম (সা) বলেছেন, এতটুকু মাত্র বলে প্রকাশ করে। অতঃপর লোকেরা সেগুলোকে হাদীস মনে করে রিওয়ায়াত করতে থাকে। ইব্‌নুল আরাবী 'ফুতুহাতুল মাক্কিয়া' প্রভৃতি গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এরা যে কেবল কতকগুলো মিথ্যা হাদীস প্রচলন করেছে তাই নয়, বরং বহু সহীহ্ ও প্রামাণ্য হাদীসকে নিজেদের স্বপ্নলব্ধ জ্ঞানের দোহাই দিয়ে মিথ্যা ও অপ্রামাণ্য বলেও ঘোষণা করেছে। মুহাদ্দিসগণ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করছেন যে, অমুক হাদীসটি মিথ্যা বা জাল কিন্তু তারা বলছে, 'জাল বললেই কি জাল হয়?' আমরা স্বপ্নযোগে নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছি। তিনি আমাদেরকে বলেছেন ঐ হাদীসটি মিথ্যা নয়, আমি ঐরূপ বলেছি।[১৫১]

১১. ব্যক্তিস্বার্থ

ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থের জন্যেও অনেকে জাল হাদীস রচনা করেছে। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাজ্জাজ লাখমীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি 'আল্-হারীসাহ' নামক এক প্রকার খাদ্যের ব্যবসা করতেন। তার এ ব্যবসার গুরুত্ব বর্ধন ও অধিক প্রচলনের জন্য তিনি নবী করীম (সা)-এর নামে নিম্নোক্ত জাল হাদীসগুলো রচনা করেন ঃ اطعمنى جبريل الهريسة لاشد بها ظهرى لقيام الليل

---

১৫০. মাওলানা আকরাম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।
১৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬।

www.pathagar.com

—"কিয়ামুল-লায়ল (রাত জেগে ইবাদাত)-এর জন্য আমার পৃষ্ঠ শক্ত করার নিমিত্তে জিবরাঈল (আ) আমাকে হারীসাহ খাওয়ালেন।"

মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনাকে জান্নাত থেকে কোন খাবার দেয়া হয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জান্নাত থেকে আমাকে হারীসাহ্ দেয়া হয়েছে। তা খাওয়ার পরই আমার মধ্যে চল্লিশ ব্যক্তির সমান শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। দাম্পত্য জীবনেও আমার মধ্যে চল্লিশজনের সমান শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। রাবী বলেন, এরপর থেকে মু'আয (রা) কেবলমাত্র হারীসাহ দ্বারাই খাবার শুরু করতেন।[১৫২]

হাদীসটি জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ

امرني جبريل الهريسة اشد بها ظهرى لصلاة الليل

—"জিবরাঈল (আ) আমাকে হারীসাহ্ খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে রাতের নামাযের জন্য আমার পৃষ্ঠ মযবূত হয়।"[১৫৩]

এভাবে আরো বিভিন্ন প্রকার খাদ্যসামগ্রী যেমন ডাল, বেগুন, আনার ও আংগুর ইত্যাদির গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা প্রায় সবই জাল। অনুরূপভাবে বিভিন্ন পেশার গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কেও বহু জাল হাদীস রচনা করা হয়েছে।[১৫৪]

এভাবে কাউকে লজ্জিত বা অপমানিত করার জন্যও জাল হাদীস রচনা করা হয়েছে। যেমন সাইফ ইব্‌ন উমর আত্-তামীমী বলেন, আমি সা'আদ ইব্‌ন যরীফের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তার ছেলে একখানা কিতাব হাতে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে উপস্থিত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে? ছেলেটি বললো, আমাকে শিক্ষক মেরেছেন। তখন তিনি বললেন, আমি আজ তাকে অবশ্যই লজ্জিত করবো। অতঃপর বললেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে ইকরিমা রিওয়ায়াত করেছেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

معلمو صبيانكم شراركم اقلهم رحمة لليتيم واغلظهم على المسكين -

—"তোমাদের বালকদের শিক্ষকগণ খুব দুষ্ট লোক। ইয়াতীমের প্রতি তারা খুব কম দয়াশীল এবং মিসকীনের প্রতি অত্যন্ত কঠোর।"[১৫৫]

মুহাদ্দিসগণ জাল হাদীস রচনার যে সব কারণ উল্লেখ করেছেন, নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে এখানে তার সার-সংক্ষেপ বর্ণনা করা হলো। আগ্রহী পাঠকগণ জাল হাদীসের গ্রন্থাবলীর সংশ্লিষ্ট অধ্যায়সমূহ পাঠ করলে আরো অধিক জ্ঞাত হতে পারবেন।

---

১৫২. ইব্‌নুল জাওযী, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭।

১৫৩. প্রাগুক্ত।

১৫৪. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০।

১৫৫. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭-২১৮।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-৪

জাল হাদীস এর হুক্‌ম

জাল হাদীস রিওয়ায়াত-এর হুক্‌ম

মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কারো জন্য কোন অবস্থাতেই জানা সত্ত্বে জাল হাদীস রিওয়ায়াত করা বৈধ নয়, বরং এটা সুস্পষ্ট হারাম। চাই এটা শরী'আতের বিধি-বিধান সম্পর্কীয় হোক, কিংবা কিসসা-কাহিনী সংক্রান্ত হোক অথবা বেহেশত ও দোযখের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা বা ভয়-ভীতি প্রদর্শনমূলক হোক, সর্বক্ষেত্রেই জাল হাদীস রিওয়ায়াত করা হারাম। তবে মাওযূ' বা জাল কথাটি উল্লেখ করে লোকদেরকে অবহিত করার জন্য তা রিওয়ায়াত করা জায়েয।[১] এ মর্মে সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ من حديث عني بحديث يرى انه كذب، فهو أحد الكاذبين -

-"যে ব্যক্তি জেনে-শুনে আমার নাম মিথ্যা হাদীস রিওয়ায়াত করে, সে দু'জন মিথ্যাবাদীর একজন।"[২]

অবশ্য কিছু সংখ্যক কাররামিয়া ও কতিপয় ভণ্ড সূফীর মতে সৎ ও নেককাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং অন্যায় ও অসৎকাজের প্রতি ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্য জাল হাদীস রিওয়ায়াত করা জায়েয। এটি একটি মারাত্মক ভুল ধারণা।[৩] দীন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই তাদের এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। কেননা তারগীব-তারহীব অর্থাৎ ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং খারাপ কাজের প্রতি ভয়-ভীতি প্রদর্শনও শরী'আতের বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত। আর ইচ্ছাপূর্বক নবী করীম (সা) সম্পর্কে মিথ্যা বলা যে কবীরা গুনাহ্ এ ব্যাপারে সব আলিমই একমত। এমনকি আবূ মুহাম্মাদ আল্-জুওয়াইনী (র) এরূপ মিথ্যাবাদীকে কাফির বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম গাযালী (র) বলেন, কিছু লোকের ধারণা হলো গুনাহ্‌র কঠোর শাস্তি প্রমাণের জন্য এবং ফাযাইলে আ'মাল এর ক্ষেত্রে জাল হাদীস রচনা করা জায়েয। এটাও একটি ভুল ধারণা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে মিথ্যা বলার ভয়াবহ পরিণতির কথা

---

১. আল্-'উসমানী, শাব্বির আহমাদ ঃ **ফাত্হুল মুল্হিম**, ২য় সং, ১ম খ., (করাচী ঃ মাকতাবাতুল হিজায, ১৩৮৫/১৯৬৬), পৃ. ৬১; আল্-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

অনেক হাদীসেই উল্লিখিত হয়েছে। এ প্রসংগে বর্ণিত সহীহুল বুখারীর কয়েকটি হাদীস এখানে উদ্ধৃত করা হলো। নবী করীম (সা) বলেন ঃ

من كذب على فليتبوا مقعده من النار -

—"আমার সম্পর্কে যে মিথ্যা বলবে, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান খুঁজে নেয়।"

من تعمد على كذبا فليتبوا مقعده من النار -

—"যে আমার সম্পর্কে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে খুঁজে নেয়।"

لا تكذبوا على فانه من كذب على فليلج النار -

—"আমার সম্পর্কে তোমরা মিথ্যা বলো না, কেননা আমার সম্পর্কে যে মিথ্যা বলবে, সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[৪]

এ হাদীসগুলো মুতাওয়াতির হিসেবে পরিগণিত। এ ছাড়া তাদের এ ধারণা ইজমা' উম্মাতেরও পরিপন্থী। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এক শ্রেণীর হাদীস জালকারী বলে থাকে যে, উল্লেখিত হাদীসে নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা হাদীস রচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু আমরা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা হাদীস রচনা করি না, বরং তাঁর পক্ষে মিথ্যা হাদীস রচনা করি। এটাও একটি চরম মূর্খতা ও ধৃষ্টতা বৈ আর কিছু নয়। কেননা দীন পরিপূর্ণতায় পৌছার পরও নবী করীম (সা) কিছুতেই দীনের জন্য এ সব অজ্ঞ ও মূর্খ লোকের মিথ্যাচারের মুখাপেক্ষী হতে পারেন না।[৫] এরূপ কথা কল্পনা করাও যায় না।

মাওযূ' বা জাল হাদীস-এর হুক্‌ম প্রসংগে হাফিয ইব্‌ন হাজার আল্-আসকালানী (র) বলেন, কোন হাদীস-এর ব্যাপারে মাওযূ' বা জাল-এর হুক্‌ম প্রয়োগ করা এটা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে হয়ে থাকে, অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে নয়। কেননা কোন কোন সময় মিথ্যাবাদীরাও সত্য কথা বলে থাকে। তবে এ ব্যাপারে হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ইমামগণের এমন একটি বিশেষ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে যা দ্বারা তাঁরা অতি সহজেই সহীহ্ ও মাওযূ' হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন।[৬] একটি হাদীস দেখেই তাঁরা বলতে পারেন যে, হাদীসটি সহীহ্ না মাওযূ', এটি নবী করীম (সা)-এর বাণী কিনা। কুরআন-হাদীস সম্পর্কে তাঁদের গভীর জ্ঞান ইল্‌মুল হাদীস সম্পর্কে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও অক্লান্ত সাধনা, সঠিক সমঝ, মাওযূ' হাদীস রচনার কারণ-উদ্দেশ্য এবং এর লক্ষণ ও আলামত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও

৪. আল-বুখারী, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৫. ইব্‌ন কাছীর (১৯৮৬), ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

৬. ইব্‌ন হাজার (১৯৮০), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

www.pathagar.com

পরদর্শিতার মাধ্যমে তাঁরা এ যোগ্যতা অর্জন করে থাকেন। এ বিশেষ যোগ্যতাবলেই মুহাদ্দিসগণ একটি হাদীস জাল হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই তাঁরা সে হাদীসটি হুজ্জাত (দলীল) হওয়া বা না হওয়ার ফয়সালা দিয়ে থাকেন।[৮] উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে, নবী করীম (সা)-এর নামে মিথ্যা বলা ও জাল হাদীস রিওয়ায়াত করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। অতএব জাল হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করাও নির্দ্বিধায় হারাম।[৯] আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে জাল হাদীসের ফিতনা থেকে রক্ষা করুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে হাদীস জালকারীর হুক্ম

ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে মিথ্যা বলা কবীরা গুনাহ এবং এরূপ মিথ্যাবাদীর শেষ পরিণতি হবে জাহান্নাম। এর সমর্থনে কয়েকটি হাদীসও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি নবী করীম (সা)-এর নামে ইচ্ছাপূর্বক জাল (মিথ্যা) হাদীস রচনা করে, তবে তাকে কাফির বলা যাবে কিনা সে ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। জমহূরের মতে এরূপ মিথ্যা হাদীস রচনাকারীকে কাফির বলা যাবে না। তবে সে যদি তা বৈধ ও হালাল মনে করে এ কাজ করে, তা হলে সে কাফির হয়ে যাবে। এটাই প্রসিদ্ধ অভিমত।[১০] অবশ্য হারামাইনের ইমামের পিতা আবূ মুহাম্মাদ আল-জুওয়াইনী (র)-এর মতে নবী করীম (সা)-এর নামে মিথ্যা হাদীস রচনাকারী কাফির এবং তাকে হত্যা করাও বৈধ। ইমাম নাসিরুদ্দীন ইব্ন মুনীরও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে হারামাইনের ইমাম আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনী (র) তাঁর পিতার উপরোক্ত অভিমতকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে কোন একজন সাহাবী থেকেও এরূপ কোন উক্তি বর্ণিত হয়নি।[১১] সুতরাং এক্ষেত্রে জমহূরের অভিমতই অগ্রাধিকারযোগ্য।

হাদীস জালকারীর তাওবা ও রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য কিনা ?

১. এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত যে, সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলা থেকে যদি কেউ তাওবা করে, তবে তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে এবং রিওয়ায়াতও সহীহ্ বলে গৃহীত হবে।[১২]

---

৮. সিদ্দীকী, মুহাম্মাদ সা'আদ ঃ **ইলমে হাদীস আওর পাকিস্তান মেঁ উসকী খেদমত** ১ম সং, (লাহোর ঃ কায়িদ-ই-আযম লাইব্রেরী, ১৪০৮/১৯৮৮), পৃ. ১৩০।

৯. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২।

১০. আবূ বকর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

১১. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

২. তাঁরা এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কোন রাবী ভুলক্রমে নবী করীম (সা)-এর নামে মিথ্যা হাদীস রিওয়ায়াত করে এবং পরবর্তীতে জানতে পেরে তাওবা করে, তবে তার তাওবাও গ্রহণযোগ্য হবে। খতীব আল-বাগদাদী (র) বলেন, কেউ যদি হাদীস বর্ণনা করে একথা বলে যে, আমি যা রিওয়ায়াত করেছি, তাতে ভুল হয়েছে, ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলিনি। তাওবার পর এরূপ ব্যক্তির রিওয়ায়াতও গ্রহণযোগ্য হবে।

৩. তবে কেউ ইচ্ছাপূর্বক নবী করীম (সা)-এর নামে জাল হাদীস রিওয়ায়াত করলে সে যতই তাওবা করুক না কেন, জমহূরের নিকট তার রিওয়ায়াত ও তাওবা কোনটাই গ্রহণযোগ্য হবে না। এ মত পোষণকারী আলিমগণের মধ্যে ইমাম আহমাদ (র), আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র), আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর আল-হুমাইদী (র), আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ আস্-সাইরাফী (র), ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র), আবুল মুযাফফার ইব্ন আস্-সাম'আনী (র) ও খতীব আল-বাগদাদী (র)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৩]

অবশ্য ইমাম নাবাবী (র) এ মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে নবী করীম (সা)-এর নামে মিথ্যা হাদীস রচনার পরও কেউ যদি তাওবা সহীহ্ হওয়ার শর্তানুযায়ী তাওবা করে, তবে তাঁর তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে। তাওবা সহীহ্ হওয়ার শর্ত হলো গুনাহ্র কাজ থেকে বিরত থাকা, কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ কাজ না করার দৃঢ় সংকল্প করা। তাঁর মতে রিওয়ায়াত ও শাহাদাত (সাক্ষ্য)-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর এ ব্যাপারে সব আলিমই একমত যে, কোন কাফির যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তার রিওয়ায়াত ও শাহাদাত উভয়টিই গ্রহণযোগ্য। অধিকাংশ সাহাবীর অবস্থাই ছিল এরূপ।[১৪] আমাদের মতে নবী করীম (সা)-এর নামে জাল (মিথ্যা) হাদীস রচানাকারীর রিওয়ায়াত কখনো গ্রহণেযোগ্য নয়। তবে তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'আলার এখতিয়ারাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন বান্দা যত বড় গুনাহ্ই করুক না কেন, আল্লাহ্ তা'আলার রহমত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا، اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০-৩২১।

১৪. আস্-সুয়ূতী (১৯৭৮), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০ ; ফালাতা, প্রাগুক্ত, ৩২১-৩২২।

www.pathagar.com

—"(হে নবী!) বলে দাও, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যেও না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"[১৫]

ইসরা'ঈলী রিওয়ায়াত ও এর হুক্‌ম

'ইসরা'ঈলী' শব্দটি বানী ইসরাঈলের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইয়া'কূব (আ)-এর অপর নাম ছিল ইসরা'ঈল। এ কারণে তাঁর বংশধরকে বানী ইসরা'ঈল বলা হয়ে থাকে।[১৬] ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের থেকে যে সব রিওয়ায়াত মুসলিম সমাজে বিস্তার লাভ করেছে, তাই ইসরা'ঈলী রিওয়ায়াত নামে পরিচিত। যেহেতু ইয়াহূদীদের খ্যাতি ছিল বেশি এবং তাদের থেকেই বেশি রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে, এ কারণে একে ইসরা'ঈলী রিওয়ায়াত বলা হয়ে থাকে। ইসরা'ঈলী রিওয়ায়াত সম্পর্কে নবী করীম (সা)-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

ما حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا امنا بالله ورسله فان كان باطلا لم تصدقوه وان كان حقا لم تكذبوه -

—"আহ্‌লুল কিতাব ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান-এর রিওয়ায়াতকে তোমরা সত্যও বলো না মিথ্যাও বলো না; বরং শুধু এ কথা বলো যে, আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। তাদের বাতিল রিওয়ায়াতকে তোমরা সত্যে পরিণত করো না এবং সত্য রিওয়ায়াতকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না।"[১৭]

এ হাদীসের ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ ইসরা'ঈলী রিওয়ায়াতকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

১. কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে যা সহীহ্ প্রমাণিত হবে, তা বিশুদ্ধ বলে গৃহীত হবে।

২. কুরআন-সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে যা মিথ্যা ও বাতিল বলে প্রমাণিত হবে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। আর

---

১৫. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার, ৩৯ ঃ ৫৩।

১৬. আবূ শাহ্‌বাহ্ , মুহাম্মাদ ঃ **আল্-ইসরা'ঈলিয়াত** (আল-হাইআতুল 'আম্মাহ্ লি শুউ'নিল মুতাবি'ইল আমীরিয়্যাহ, ১৩৯৩/১৯৭৩), পৃ. ২১-২৩।

১৭. আবূ দাউদ, আস্-সিজিস্তানী, সুলায়মান ইবনুল আশ আস ঃ **সুনান আবী দাউদ**, ১ম সং, ২য় খ., (বৈরুত ঃ দারুল জিনান, ১৪০৮/১৯৮৮), পৃ. ৩৪২।

www.pathagar.com

৩. যে সব ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্ নীরব, সেক্ষেত্রে আমাদেরও নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। সে সব রিওয়ায়াতকে মিথ্যাও বলা যাবে না, সত্যও বলা যাবে না। তবে তা রিওয়ায়াত করা বৈধ।[১৮]

সাল্ফে সালিহীন ও ইসরা'ঈলী রিওয়ায়াত

যেহেতু ইসরা'ঈলী রিওয়ায়াত বর্ণনা করা বৈধ, তাই সাল্ফে সালিহীন নিঃসংকোচে তা রিওয়ায়াত করতেন। এ মর্মে নবী করীম (সা) থেকে একটি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

حدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج وحدثوا عنى ولا تكذبوا على -

–"তোমরা বনী ইসরা'ঈল থেকে বর্ণনা কর তাতে কোন দোষ নেই এবং আমার থেকেও হাদীস বর্ণনা কর। তবে আমার নামে মিথ্যা হাদীস রিওয়ায়াত করো না।"

এ হাদীসের মর্মার্থ হলো, তোমরা ইসরা'ঈলী রিওয়ায়াত যেভাবে শোনো, সেভাবে রিওয়ায়াত করতে পার। তাতে কোন দোষ নেই। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্র ছাড়া নবী করীম (সা)-এর হাদীস রিওয়ায়াত করা যাবে না। অবশ্য ইসরা'ঈলী রিওয়ায়াতে যদি মিথ্যা ও অসত্য কথা সন্নিবেশিত থাকে এবং তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে চালিয়ে দেয়া হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রেও জাল (মিথ্যা) হাদীসের হুক্ম প্রযোজ্য হবে এবং রিওয়ায়াত করা জায়েয হবে না।[১৯]

তাফসীর শাস্ত্রে জাল হাদীসের অনুপ্রবেশ

হাদীস শাস্ত্রে জাল হাদীসের অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাফসীর শাস্ত্রেও এর অনুপ্রবেশ ঘটে। কেননা প্রাথমিক স্তরে হাদীস ও তাফসীরের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। হাদীসের মধ্যেও যেমন সহীহ্, হাসান ও য'ঈফ তথা বিভিন্ন স্তর ছিল, রাবীগণের অবস্থাও ছিল বিভিন্ন। কেউ সিকাহ্, কেউ গায়র সিকাহ্ এবং কেউবা মিথ্যাবাদী। তাফসীর সংক্রান্ত রিওয়ায়াতেও রাবীগণের অবস্থা ছিল ঠিক তদ্রূপ।[২০] তবে তাফসীর শাস্ত্রে এত বিপুল সংখ্যক জাল ও য'ঈফ (দুর্বল) হাদীস সন্নিবেশিত হওয়ার কারণ হলো, মুফাস্সিরগণ মুহাদ্দিসগণের মত এত পুংখানুপুংখভাবে হাদীস যাচাই-বাছাই করেননি; বরং তাঁরা সহীহ্, গায়র সহীহ্, সব ধরনের রিওয়ায়াতই তাফসীর গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত রিওয়ায়াত একত্রিত করা। ফলে এতে জাল ও য'ঈফ রিওয়ায়াতও ঢুকে পড়ে।

---

১৮. আস্-সুয়ূতী (১৯৭২), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

১৯. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১-৩৩২।

২০. গোলাম আহমদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

www.pathagar.com

তাফসীর শাস্ত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর স্থান সর্বোচ্চে। তাঁকে 'র'ইসুল-মুফাস্‌সিরীন' বলা হয়ে থাকে। তাঁর সম্পর্কে ইমাম আশ্‌-শফি'ঈ (র) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে তাফসীর সংক্রান্ত শুধু একশটি রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে।[২১] ইমাম আশ্‌-শফি'ঈ (র)-এর উক্তি থেকে অনুমান করা যায় যে, তাফসীর শাস্ত্রে মিথ্যা ও মনগড়া রিওয়ায়াতের পরিমাণ কত ছিল। মুহাদ্দিসগণ তাফসীর শাস্ত্রে য'ঈফ (দুর্বল) রিওয়ায়াত সন্নিবেশিত হওয়ার তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. মাওযূ' রিওয়ায়াত-এর অনুপ্রবেশ;

২. ইসরা'ঈলী রিওয়ায়াত-এর প্রাদুর্ভাব এবং

৩. সনদবিহীন হাদীস রিওয়ায়াত করা।[২২]

সনদবিহীন হাদীস রিওয়ায়াত

হাদীস শাস্ত্রে সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। মুহাদ্দিসগণের নিকট সনদবিহীন হাদীসের কোন গুরুত্ব নেই এবং তা গ্রহণযোগ্যও নয়। মূলত সনদ বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকেই তাফসীর, ফিক্‌হ ও তাসাওউফ গ্রন্থে জাল হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটে। উল্লেখ্য যে তাবি'ঈগণের যুগ পর্যন্ত প্রত্যেকটি রিওয়ায়াতের সাথেই সনদের উল্লেখ থাকতো। পরবর্তী যুগের লেখকগণ সনদবিহীন হাদীস রিওয়ায়াত শুরু করেন। ফলে সহীহ্ এবং গায়র সহীহ্ রিওয়ায়াত-এর সংমিশ্রণ ঘটে। এরপর অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, যে কোন ব্যক্তিই যে কোন কথাকে হাদীস হিসেবে চালিয়ে দিতে থাকে এবং পরবর্তী লেখকগণ কোন প্রকার যাঁচাই-বাছাই ছাড়াই নিঃসংকোচে সে সব রিওয়ায়াতকে সঠিক বলে চালিয়ে দিতে থাকেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জাল হাদীসের অনুপ্রবেশ ও ইসরা'ঈলী রিওয়ায়াত-এর প্রাদুর্ভাব উভয়টিই ইসলামের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করেছে। কিন্তু সনদবিহীন হাদীস রিওয়ায়াত করার ভয়াবহতা ছিল তার চেয়েও বহুগুণ বেশি। কেননা সনদ উল্লেখ করা হলে এরূপ ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হতো না।[২৩] সম্ভবত একারণেই আল্লামা মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন আল্‌-ক্যাসিমী তাঁর 'কাওয়াইদুত্‌-তাহ্‌দীস' গ্রন্থে বলেছেন ঃ

لا عبرة بالاحاديث المنقولة فى كتب الفقه والتصوف ما لم يظهر سندها وان كان مصنفها جليلا -

---

২১. আস্‌-সুয়ূতী ঃ **আল্‌-ইতকান্** ২য় খ., (মাতবা' মুস্তাফা হালাবী, ১৩৬০/১৯৩৫), পৃ. ১৮৯।

২২. গোলাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

২৩, আস্‌-সুয়ূতী প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০; গোলাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, ১৮৬-১৮৭।

www.pathagar.com

—"সনদ উল্লেখ না করা পর্যন্ত 'ফিক্হ' ও 'তাসাওউফ' গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের কোন মূল্য নেই। তার লেখক যতই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হন না কেন।"[২৪] অবশ্য এসব গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসসমূহের মূল উৎসের হাওয়ালা (রেফারেন্স) উল্লেখ থাকলে ভিন্ন কথা।[২৫] মোল্লা আলী আল্-কারী (র) তাঁর 'রিসালাতুল মাওযূ'আহ্' গ্রন্থে 'আল্-ফিক্হ' গ্রন্থে বর্ণিত সনদবিহীন একটি জাল হাদীসের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। যেমন ঃ

من قضى صلاته من الفرائض فى اخر جمعة من رمضان ـ كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة فى عمره الى سبعين سنة ـ

– "রমযান মাসের শেষ জুমু'আর দিনে কেউ যদি কোন ফরয নামায আদায় করে, তা তার পেছনের সত্তর বছরের ফাওত হওয়া নামাযের ক্ষতিপূরক হবে।"

মুল্লা আলী আল-কারী (র)-এর মতে এ রিওয়ায়াতটি বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত। আল্-হিদায়াহ্ কিতাবের ভাষ্য 'আন্-নিহায়াহ্' ও অন্যান্য ফিক্হ গ্রন্থে এ রিওয়ায়াতটি বর্ণিত হলেও মুহাদ্দিসগণের নিকট তা নির্ভরযোগ্য নয়।[২৬] এভাবে ইমাম আস্-সুয়ূতী (র) তাঁর 'মিরকাতুস্-সু'উদ ইলা সুনানি আবী দাঊদ' কিতাবে 'আত্-তাসাউফ' গ্রন্থে বর্ণিত সনদবিহীন একটি জাল হাদীসের উদাহরণ পেশ করেছেন। জাল হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

انه صلى الله عليه وسلم كان يسرح لحيته كل يوم مرتين ـ

—"নবী করীম (সা) প্রতিদিন দু'বার করে তাঁর দাঁড়ি আঁচড়াতেন।"

শুধু ইমাম আল্-গাযালী (র) তাঁর 'আল্-ইয়াহইয়া' গ্রন্থে এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন, অথচ এটি একটি ভিত্তিহীন রিওয়ায়াত।' মুহাদ্দিসগণ এর সনদ সম্পর্কে অবহিত নন।[২৭] উল্লেখ্য যে, এরা (উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতারা) কেউই উল্লিখিত রিওয়ায়াত দু'টিকে জানা সূত্রে জাল হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেননি, বরং হাদীস মনে করে রিওয়ায়াত করেছেন। প্রকৃত কথা হলো তাঁরা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। এজন্য বলা হয়ে থাকে, لكل فن رجال "প্রত্যেক বিষয়েরই বিশেষজ্ঞ রয়েছেন।" আসলে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। সনদ না হলে যার যা ইচ্ছে,

২৪. আল্-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭।

২৫. যেমন-সহীহুল্ বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে যদি সেখানে সনদবিহীন হাদীস উল্লেখ করা হয় এবং তা সহীহ্ বলে প্রমাণিত হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২-১৮৩।

২৭ প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

তাই বলে বেড়াত। এ প্রসংগে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র)-এর নিম্নোক্ত উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

الاسناد من الدين ولو لا الاسناد لقال من شاء ما شاء

–"হাদীসের সনদ বর্ণনা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সনদ বর্ণনার গুরুত্ব না থাকতো তা হলে যার যা খুশি তাই বলতো।"

তিনি আরো বলেন ঃ

بيننا وبين القوم القوائم يعنى الاسناد

–"আমাদের ও লোকদের মাঝখানে সনদ হচ্ছে সেতু বন্ধন বা খুঁটি।"[২৮]

খুঁটিবিহীন ঘরের অবস্থা যা, সনদবিহীন হাদীসের অবস্থাও তা। এ কারণেই মুহাদ্দিসগণের নিকট সনদবিহীন হাদীসের কোন গুরুত্ব নেই এবং তা গ্রহণযোগ্যও নয়।

---

২৮. আন্-নাবাবী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শারফুদ্দীন ঃ **সহীহ্ মুসলিম বি-শারহিন-নাবাবী**, ১ম খ, (বৈরুত ঃ দারু ইহ্ইয়া ইত্-তুরাসিল 'আরাবী, তা. বি.), পৃ. ৮৭-৮৮।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায়-২

জাল হাদীস রচনা প্রতিরোধে মুহাদ্দিসগণের ভূমিকা

পরিচ্ছেদ ১ ঃ জাল হাদীস প্রতিরোধের ব্যবস্থা
পরিচ্ছেদ ২ ঃ জাল হাদীস-এর লক্ষণ
পরিচ্ছেদ ৩ ঃ হাদীস জালকারীদের বিভিন্ন শ্রেণী
পরিচ্ছেদ ৪ ঃ কতিপয় জাল হাদীসের উদাহরণ
পরিচ্ছেদ ৫ ঃ প্রসিদ্ধ হাদীস জালকারীদের নামের তালিকা

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-১

জাল হাদীস প্রতিরোধের ব্যবস্থা

সাহাবীগণের যুগ হতে হাদীস সংকলনের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত জাল হাদীস রচয়িতাদের বিরুদ্ধে আলিম সমাজ যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে তাঁরা যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন এবং সহীহ্ ও গায়র সহীহ্ হাদীসের মধ্যে তাঁরা যে প্রভেদ রেখা টেনে দিয়েছিলেন, যাঁরা তাঁদের এ ইতিহাস জানেন- তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, মানুষের পক্ষে এর চাইতে বেশি আর কিছু করা সম্ভব নয়। এ জন্য তাঁরা যে সব বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তা ছিল হাদীস যাচাই করা ও এর বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের সর্বাপেক্ষা উত্তম ও মযবূত পথ। তাই আমরা জোর কণ্ঠে বলতে পারি যে, পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের মুহাদ্দিসগণই সর্বপ্রথম হাদীস যাচাই করার এ মূলনীতি ও সূক্ষ্ম মানদণ্ড আবিষ্কার করেন। যার ফলে শেষ পর্যন্ত সহীহ্ হাদীসের সাথে জাল হাদীসের সংমিশ্রণের অপচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায় এবং সমস্ত আসল ও জাল হাদীস আলো ও আঁধারের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে যায়। আজ সমগ্র বিশ্বে এমন কোন হাদীস নেই যে সম্পর্কে বলা যায় না যে, তা আসল কি নকল, সহীহ্ কি গায়র সহীহ্। হাদীস বিজ্ঞানীগণ আমাদের হাতে আসল ও নকল পৃথক করার এমন কষ্টি পাথর উপহার দিয়ে গেছেন যা দ্বারা আমরা যখন ইচ্ছে, কোন হাদীসকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি। সত্যিকার অর্থে তাঁদের এ প্রচেষ্টা এমন একটি গৌরবের বিষয়, যা নিয়ে কোন জাতি গর্বিত না হয়ে পারে না। আর এর বদৌলতেই তাঁরা বিশ্বের দরবারে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ দান। তিনি যাকে ইচ্ছে, দিয়ে থাকেন। তিনি (আল্লাহ্) অসীম জ্ঞানী। জাল হাদীস রচনার চক্রান্ত প্রতিরোধকল্পে আমাদের মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এখন আমরা এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

১. জাল হাদীস রচনাকারীকে শাস্তি দেয়া

জাল হাদীস প্রতিরোধের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে জাল হাদীস রচনাকারীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ইব্‌ন হাজার (র) তাঁর রচিত 'লিসানুল মীযান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আলী (রা) ইব্‌ন সাবা ও তার অনুসারীদেরকে মেরে আগুনে

www.pathagar.com

পুড়িয়েছিলেন।[১] এভাবে 'খুলাফায়ে রাশিদীন'-এর যুগের পরেও যখনই কোন ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীস জালকরণের কথা প্রমাণিত হয়েছে, তখনই তার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হারিস ইব্ন সা'ঈদ আল্-কায্যাবকে খলীফা আব্দুল মালিক ইব্ন মারওয়ান এবং গাইলান আদ্ দিমাশকীকে খলীফা হিশাম ইব্ন আব্দিল মালিক এ অপরাধেই প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। অতঃপর আব্বাসীয় খলীফা আল্-মানসূর (১৩৬/৭৫৩-১৫৮/৭৭৪) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে মিথ্যারোপের অপরাধেই মুহাম্মাদ উব্ন সা'ঈদ আল্-মাসলূবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে ছিলেন। এভাবে উমাইয়া গভর্নর খালিদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ আল্-কাসরী মিথ্যা হাদীস রচনাকারী বয়ান ইব্ন সাম'আন আল্-মাহ্দীকে এবং বসরার আব্বাসীয় গভর্নর মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আলী কুখ্যাত জাল হাদীস রচনাকারী আব্দুল করীম ইব্ন আবিল আওজাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন।[২]

২. রাবীর নিকট সাক্ষ্য তলব করা

নবী করীম (সা)-এর হাদীসকে নির্ভেজাল রাখার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) রাবীর নিকট হতে সাক্ষ্য তলব করার নিয়ম প্রবর্তন করেন। নানীর পক্ষে নাতীর মীরাস লাভ সংক্রান্ত হাদীসে তিনি মুগীরাহ্ ইব্ন শুবা (রা)-এর নিকট সাক্ষ্য তলব করেছিলেন।[৩] অতঃপর উমর আল-ফারুক (রা)-ও সাক্ষ্য তলবের ক্ষেত্রে তাঁরই অনুসরণ করেন। সালাম সম্পর্কীয় হাদীসে তিনি আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)-এর নিকট সাক্ষ্য তলব করেছিলেন।

আবূ মূসা আল্-আশ'আরী (রা) [(যিনি দীর্ঘ দিন কূফার শাসনকর্তা ছিলেন এবং সিসফীনের যুদ্ধে আলী (রা)-এর পক্ষে সালিশ নিযুক্ত হয়েছিলেন)] একবার উমর ফারুক (রা)-এর বাড়িতে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে তিনবার সালাম জানালেন। ভেতর থেকে প্রবেশের অনুমতি সূচক কোন উত্তর না আসায় তিনি ফিরে আসেন। অতঃপর উমর (রা) তাঁকে ডেকে প্রত্যাবর্তনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আবূ মূসা (রা) বললেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, তিনবার সালাম জানাবার পরও যদি প্রবেশের অনুমতি না পাওয়া যায়, তা হলে বাড়িতে প্রবেশ না করে প্রত্যাবর্তন করবে। এ কথা শুনে উমর (রা) তাঁকে বললেন, এটা যদি তুমি নবী করীম (সা)-এর নিকট শুনে সঠিকভাবে স্মরণ রেখে থাকো তবে তো ভাল কথা, নতুবা আমি তোমাকে এমন কঠোর শাস্তি দেবো যা অন্যের জন্য শিক্ষার বস্তু হয়।[৪] অতঃপর আবূ মূসা (রা) যখন

---

১. ইব্ন হাজার ঃ **আল্-লিসান**, ৩য় খ, প্রগুক্ত, পৃ. ২৯০।

২. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

৩. আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯ (জামউল ফাওয়াইদ, পৃ. ১৪৪ থেকে উদ্ধৃত)।

www.pathagar.com

সাহাবী আবূ সা'ঈদ আল্-খুদরী (রা)-কে সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত করলেন, তখন উমর (রা) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আবূ মূসা! আমি তোমার প্রতি মিথ্যার সন্দেহ করিনি। আমি এজন্য এটা করেছি যাতে অপর (অ-সাহাবী) লোকেরা নবী করীম (সা)-এর নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করার সাহস না পায়।[৫]

৩. রাবীর নিকট হতে হলফ গ্রহণ করা

সাবা'য়ীদের হাদীস জালকরণের প্রবণতা দেখে আলী (রা) প্রমাণ অভাবে রাবীর নিকট হতে হলফ গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। অবশ্য এ ব্যবস্থা পরবর্তী যুগে আর চালু ছিল না। কারণ যে ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নামে মিথ্যা বলতে পারে, তার পক্ষে মিথ্যা হলফ করা মোটেই অসম্ভব নয়।

৪. হাদীসের সনদ বর্ণনা করতে বাধ্য করা

আলী (রা) এক দিকে যেমন হাদীস বর্ণনাকারীর নিকট হতে হলফ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেন, অপরদিকে তিনি (অ-সাহাবীদের) সনদ ব্যতিরেকে হাদীস বর্ণনা করতেও নিষেধ করেন। 'শারহু মাওয়াহিব' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, আলী (রা) হাদীস শিক্ষার্থীগণকে সনদ ব্যতীত হাদীস না লিখার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর জনসাধারণ সনদ ব্যতীত হাদীস গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করতে থাকে, ফলে বলা ও লিখা উভয় ক্ষেত্রেই সনদ বর্ণনা হাদীসের এক যরুরী অঙ্গ হয়ে পড়ে এবং আলিমগণ একে দীনের অংশ বলেই অভিহিত করেন।[৬] উল্লেখ্য যে, সাহাবীগণের প্রাথমিক যুগে সনদ অনুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল না। কেননা তখন লোকেরা মিথ্যা কথা বলতেন না। এমনকি মিথ্যা কি, তাও তারা জানতেন না। অতঃপর যখন ফিতনার যুগ শুরু হয়ে যায় এবং লোকেরা নিজেদের মনগড়া কথাকে হাদীস হিসেবে চালিয়ে দিতে থাকে তখন সাহাবী ও তাবি'ঈগণের মধ্যে যাঁরা বিজ্ঞ আলিম ছিলেন তাঁরা হাদীস বর্ণনায় পুংখানুপুংখরূপে সত্যাসত্য নির্ণয় শুরু করেন। তাঁরা কোন হাদীসই গ্রহণ করতেন না যে পর্যন্ত তার সূত্র ও বর্ণনাকারীগণের সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে অবগত না হতেন এবং রাবীগণের বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হতেন। সহীহ্ মুসলিমের 'ভূমিকায়' ইব্ন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

لم يكونوا يسئلون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم -

---

৫. প্রাগুক্ত।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

www.pathagar.com

—"এমন এক সময় ছিল যখন লোকেরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো না। কিন্তু পরে যখন ফিতনা দেখা দিল, তখন লোকেরা হাদীস বর্ণনাকারীদের বললো, তোমরা কোন্ ব্যক্তির নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করছো আমাদের কাছে তাঁদের নাম বর্ণনা করো। তাতে দেখা যাবে তাঁরা আহ্লুস্ সুন্নাহ্ কি না? যদি তাঁরা এ সম্প্রদায়ের হন তা হলে তাঁদের হাদীস গ্রহণ করা হবে। আর যদি দেখা যায় তারা বিদ'আতী, তা হলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।"[৭]

এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু হয় বয়োকনিষ্ঠ সাহাবীগণের যুগ হতে। সহীহ্ মুসলিমের ভূমিকায় মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেন, একদা বশীর ইব্ন কা'ব আল্ আদাবী ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে হাদীস বর্ণনা করতে লাগলেন, নবী করীম (সা) এরূপ বলেছেন- নবী করীম (সা) এরূপ বলেছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে হাদীস শুনাতে অনুমতি দিলেন না এবং তার দিকে দৃষ্টিপাতও করলেন না। তখন বশীর বল্লেন, "হে ইব্ন আব্বাস! আপনার কি হলো যে, আপনি আমার হাদীসের প্রতি কর্ণপাতও করছেন না, অথচ আমি আপনার নিকট নবী করীম (সা)-এর হাদীস বর্ণনা করছি?" তখন ইব্ন আব্বাস বললেন, এমন এক সময় ছিল যখন কোন ব্যক্তি বললেই আমরা শুনতাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলছেন শোনামাত্রই তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতাম এবং তাঁর প্রতি কান পেতে রাখতাম। যখন লোক তুংগে উঠলো এবং ভেদ-বিচার ছেড়ে দিল, তখন আমরা একমাত্র তাঁর থেকেই হাদীস গ্রহণ করে থাকি যাঁকে আমরা চিনি। ইব্নুল মুবারক (র) বলেন ঃ

الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء -

—"হাদীসের সনদ বর্ণনা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সনদ বর্ণনার গুরুত্ব না থাকতো তা হলে যার যা খুশি তাই বলতো।"[৮]

এখানে একথা বলা অপ্রাসংগিক হবে না যে, আমাদের মুহাদ্দিসগণ শুধু যে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রেই সনদের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন তা নয়, বরং অভ্যস্ত হয়ে পড়ার দরুন সাধারণ ইতিহাসেও তাঁরা পূর্ণ সনদ বর্ণনা করেছেন, যার নযীর দুনিয়ার কোন জাতিই পেশ করতে সক্ষম নয়। ইমাম ইব্ন হাযম সত্যিই বলেছেন, সনদ আল্লাহ্ পাকের একটি বিশেষ দান যা তিনি শুধু মুসলমান জাতিকেই দান করেছেন।[৯]

৫. সনদ পরীক্ষা করা

এ কথা সত্য যে, সনদ প্রবর্তন দ্বারা বেপরোয়াভাবে হাদীস জাল করার পথ অনেকটা রুদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়নি। কারণ যারা হাদীস

৭. আন্-নাবাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

৮. প্রাগুক্ত, ৮১-৮২।

৯. আ'জমী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

জাল করতে পারে, তাদের পক্ষে সনদ জাল করা অসাধ্য কিছু নয়। অতএব এ পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য এবং জাল ও সহীহ্ হাদীসকে পৃথক করার জন্য আমাদের হাদীস বিজ্ঞানীগণ সনদের 'জারূহ ও তা'দীল' বা রাবীগণের দোষ-গুণ বিচারের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা আসমাউর রিজাল নামে লক্ষ লক্ষ রাবীর জীবনী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এতে তাঁরা সনদের প্রত্যেক ব্যক্তি বা রাবীর পূর্ণ জীবনী (অর্থাৎ তিনি কবে কোথায়, কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, কবে কোথায় কত বয়সে ইন্তিকাল করেছেন? তাঁর নাম, লকব বা কুনিয়াত কি ছিল এবং তিনি কোন্‌টির জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি কার নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং কাকে হাদীস শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁর আদালাত ও যাব্‌ত কেমন ছিল ইত্যাদি) আলোচনা করেন। এক কথায় রাবীর জীবনের এমন কোন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর দিকও নেই যে সম্পর্কে আমাদের হাদীস বিজ্ঞানীগণ অনুসন্ধান করেননি বা তাঁর দোষ-গুণ প্রকাশ করে দেননি। এর ফলে একদিকে যেমন এক-একটি জাল ও সহীহ্ হাদীস পৃথক হয়ে পড়ে, অপরদিকে জাল করার নতুন চেষ্টাও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। কারণ এতে জালিয়াতদের হাতে-নাতে ধরা পড়ার এবং চরমভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৬. হাদীসের বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন করা

এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, নবী করীম (সা)-এর হাদীস সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট অনুগ্রহ ছিল এই যে, তিনি কিছু সংখ্যক শীর্ষস্থানীয় সাহাবী ও ফকীহ্ সাহাবীকে দীর্ঘায়ু দান করেছেন, যার ফলে তাঁরা লোকজনের হিদায়াতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। যুগে যুগে লোকজন হিদায়াতের জন্য তাঁদের প্রতিই মুখাপেক্ষী থাকতো। যখন মিথ্যাচার শুরু হলো, লোকজন প্রথমেই সাহাবীগণের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তাঁদেরকে এ সম্পর্কে কোন হাদীস আছে কিনা জিজ্ঞেস করতেন। সহীহ্ মুসলিমের ভূমিকায় ইব্‌ন আবূ মুলাইকা (র) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট লিখে পাঠালাম তিনি যেন আমাকে একখানা কিতাব লিখে দেন। কিন্তু তার মধ্যে মতবিরোধ ও ফিতনা সৃষ্টিকারী কথার যেন উল্লেখ না করা হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, ছেলেটি কল্যাণকামী ও হুঁশিয়ার। আমি তার জন্য কিছু কথা পসন্দ করে লিখে পাঠাবো এবং ফিতনা সৃষ্টিকারী কথা গোপন করবো। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আলী (রা)-এর ফরমান আনালেন। তিনি তা থেকে কিছু কথা লিখলেন আর কিছু অংশ দেখে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এমন ফয়সালা তো আলী (রা) করেননি। যদি তিনি এরূপ করে থাকতেন তা হলে তো বলতে হতো যে, তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন।[১০]

---

১০. আন্-নাবাবী, প্রাগুক্ত; আলী (রা)-এর ওফাতের পর লোকেরা তাঁর ফাতওয়ার মধ্যে নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো দীন বহির্ভূত মনগড়া কথা সংযোজন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তা আলী (রা)-এর কথা ছিল না। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, আলী (রা) গুমরাহ্ ছিলেন না, বরং যারা এসব কথা সংযোজন করেছে, তারাই গুমরাহ্ ছিল।

www.pathagar.com

অপর একটি রিওয়ায়াত তাউস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট একখানা কিতাব আনা হলো। এর মধ্যে ছিল আলী (রা)-এর ফাতওয়া। ইব্‌ন আব্বাস (রা) তা থেকে সামান্য কিছু বহাল রেখে অবশিষ্টাংশ মুছে দিলেন।[১১] হাদীস বর্ণনায় বিশ্বস্ততা লাভের এহেন স্থির লক্ষ্যেই তাবি'ঈগণ এবং কোন কোন সাহাবী বিশ্বস্ত রাবীর খোঁজে বহুবার সফর করেছেন দূর-দূরান্তের শহর হতে শহরে। জাবির ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্‌ (রা) হাদীস শোনার জন্য সফর করেছেন সুদূর সিরিয়া পর্যন্ত। আর আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রা) সফল করেছেন মিসর পর্যন্ত সা'ঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যিব (র) বলেন ঃ

انى كنت لاسير الليالى والايام فى طلب الحديث الواحد

–"একটিমাত্র হাদীসের সন্ধানে আমাকে ক্রমাগত বহু দিন-রাত সফর করতে হয়েছে।"[১২]

ইমাম আশ্‌-শা'বী (র) একবার নবী করীম (সা) -এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি যার নিকট হাদীসটি বর্ণনা করলেন তাঁকে বললেন, এটি গ্রহণ করো; এটি বিশুদ্ধ হাদীস। শুধু এ হাদীসটির জন্য লোকটিকে বার বার মদীনায় সফর করতে হয়েছে।[১৩]

এসব রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফিতনা শুরু হওয়ার পর কোন হাদীস শোনামাত্রই লোকেরা তা গ্রহণ করতেন না, বরং সাহাবা, তাবি'ঈন ও হাদীসের নির্ভরযোগ্য ইমামগণের নিকট তার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। এভাবে হাদীসসমূহের বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন হলে তাঁরা তা গ্রহণ করতেন।

৭. মিথ্যাবাদীদের নিকট হতে হাদীস রিওয়ায়াত না করা

মিথ্যাবাদীদের নিকট হতে হাদীস রিওয়ায়াত করা যাবে না। মুহাদ্দিসগণ মিথ্যাবাদীদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা ঃ

ক. রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নামে মিথ্যা রচনাকারী। এবং

খ. সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যাবাদী।

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নামে মিথ্যা রচনাকারী

মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নামে মিথ্যা হাদীস রিওয়ায়াত করেছে, তার হাদীস গ্রহণ করা হবে না। সুতরাং এরূপ রাবীর

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

১২. ইব্‌ন আব্‌দিল-বার, আবূ 'উমার ঃ **জামি'উ বায়ানিল্‌ ইল্‌ম**, ১ম খ., (মিসর ঃ তা. বি.), পৃ. ৯৪।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

www.pathagar.com

নিকট হতে কোন প্রকার হাদীস বর্ণনা করা যাবে না। তবে এরূপ মিথ্যাবাদী কাফির হবে কি না, সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। একদল আলিমের মতে এরূপ মিথ্যাবাদী কাফির। অপর একদল আলিমের মতে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে কি না, সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) এবং ইমাম আল্‌-বুখারী (র)-এর উস্তাদ আবূ বকর আল্‌-হুমাইদী (র)-এর মতে তার তাওবা কখনো কবূল হবে না। ইমাম আন্‌-নাবাবী (র)-এর মতে তার খাঁটি তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে। তার সাক্ষ্য গ্রহণ করার ন্যায় তার রিওয়ায়াতও গ্রহণযোগ্য হবে । কাফির মুসলমান হলে যে অবস্থা হয়, তার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। আবুল্‌ মুযাফ্‌ফার আস্‌-সাম'আনী (র)-এর মতে জীবনে কেউ একটি হাদীসেও মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলে তার পূর্বের সমস্ত হাদীসই পরিত্যক্ত হবে।[১৪]

সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যাবাদী

যারা সচরাচর কথাবার্তায় মিথ্যা বলে থাকে, যদিও তারা নবী করীম (সা)-এর নামে মিথ্যা বলে না, এদের ব্যাপারেও আলিমগণ একমত যে, কোন ব্যক্তি একবার মিথ্যা বলেছে বলে প্রমাণিত হলে তার হাদীসও প্রত্যাখ্যাত হবে। ইমাম মালিক (র) বলেন, চার শ্রেণীর লোক হতে ইলমে হাদীস গ্রহণ করা হবে না।

১. কুখ্যাত দুরাচারী, যদিও সে সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণনাকারী হয়;

২. যে মানুষের কথায় মিথ্যার সংমিশ্রণ করে, যদিও তাকে এরূপ অভিযুক্ত করা যায় না যে, সে নবী করীম (সা)-এর নামে মিথ্যা রচনা করেছে;

৩. যে নিজ প্রবৃত্তির দাস এবং লোকদেরকেও সেদিকে আহ্বান করে এবং

৪. ঐ আবিদ ও বুযর্গ ব্যক্তি, যিনি কি রিওয়ায়াত করছেন তা নিজেই অবগত নন।

তবে হ্যাঁ, যদি তিনি মিথ্যা হতে তাওবা করেন, অতঃপর তার আদালাতের (ন্যায়-নিষ্ঠার) জন্য পরিচিতি লাভ করেন। সে ক্ষেত্রে অধিকাংশের মতে তার তাওবা ও হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আবূ বকর আস্‌-সায়রাফী (র)-এর মতে এরূপ মিথ্যাবাদী তাওবা করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না।[১৫] আমাদের মতে বিষয়টি আল্লাহ্‌ তা'আলার ওপর ছেড়ে দেয়াই শ্রেয়। কেননা তিনি যাকে ইচ্ছে, ক্ষমা করে দিতে পারেন। তিনি অসীম দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

---

১৪. আস্‌-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২, (ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে অধ্যায়-১, পরিচ্ছেদ-৪-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

www.pathagar.com

জাল হাদীসের প্রতিরোধকল্পে মুহাদ্দিসগণ হাদীস জালকারীদেরকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য সামাজিকভাবে বয়কটও করেছেন। দেখা হলে তাদেরকে তাঁরা সালাম দিতেন না। তারা সালাম দিলেও মুহাদ্দিসগণ তাদের সালামের উত্তর দিতেন না। তারা অসুস্থ হলে তাদেরকে দেখতে যেতেন না এবং মৃত্যুবরণ করলে তাদের জানাযায়ও শরীক হতেন না।

ইব্ন হিব্বান মুজীব ইব্ন মূসা থেকে একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, আমি সুফ্ইয়ান আস্-সাওরী (র)-এর সাথে মক্কায় ছিলাম। তখন ইবাদ ইব্ন কাসীর (যিনি জাল হাদীস রচনা করতেন) সেখানে মৃত্যুবরণ করেন কিন্তু সুফ্ইয়ান (র) তার জানাযায় শরীক হননি।[১৬]

৮. বিদ'আতীদের নিকট হতে হাদীস রিওয়ায়াত না করা

আলিমগণ এ ব্যাপারেও একমত যে, যারা বিদ'আতী এবং বিদ'আতের কারণে কাফির হয়ে গেছে, তাদের থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করা যাবে না। কেননা তাদের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে তাদের হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয় যারা বিদ'আতের কারণে কাফির হয়নি কিন্তু মিথ্যাকে হালাল মনে করে। তবে যারা মিথ্যাকে হালাল মনে করে না, তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে কি না? অথবা যারা বিদ'আতের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানায় আর যারা জানায় না এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হবে কি না, সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

হাফিয ইব্ন কাসীর (র)-এর মতে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ যারা বিদ'আতের প্রতি আহবানকারী, তাদের রিওয়ায়াত গ্রহণ করা হবে না; আর যারা আহবানকারী নয়, তাদের রিওয়ায়াত গ্রহণ করা হবে। আর এটাই অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের অভিমত। ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র) থেকেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন হিব্বান (র)-এর মতে এটা মুহাদ্দিসগণের সর্বসম্মত অভিমত। তবে এরূপ রিওয়ায়াত দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।[১৭]

৯. যাদের রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে এবং যাদের রিওয়ায়াত গ্রহণ করা হবে না, তাদের পরিচয়

হাফিয ইব্ন কাসীর (র) বলেন, ঐ রাবী গ্রহণযোগ্য যিনি বিশ্বস্ত; তিনি যা রিওয়ায়াত করেন, তার পূর্ণ সংরক্ষণকারী। আর তাঁকে হতে হবে মুসলিম, আকিল (জ্ঞানী) ও বালিগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) এবং মুক্ত ও পবিত্র থাকতে হবে ফিস্কের যাবতীয়

---

১৬. ফালাতা, ৩য় খ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১ ; সুফ্ইয়ান আস্-সাওরী (র) (মৃ. ১৬১/৭৭৮)-এর মতে যেহেতু ইবাদ জাল হাদীস রচনা করতেন, তাই তিনি তার জানাযায় শরীক হননি।

১৭. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

উপসর্গ ও মনুষ্যত্ববোধের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে। এছাড়াও তাকে হতে হবে সম্পূর্ণ সচেতন ও ঔদাসীন্য মুক্ত। তিনি যদি স্বীয় হিফ্য বা কণ্ঠস্থ হতে হাদীস বর্ণনা করেন, তবে তাকে তার পূর্ণ হিফাযতকারী হতে হবে। আর মর্মসূত্রে হাদীস বর্ণনা করলে তা তার পুরোপুরি বোধগম্য হওয়া চাই। আমরা যা আলোচনা করলাম, এর কোন একটি শর্তের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তার রিওয়ায়াত প্রত্যাখ্যাত হবে।[১৮] সুতরাং যিন্দীক, ফাসিক ও গাফিলদের রিওয়ায়াত (যারা কি বর্ণনা করছে তা নিজেরাই বুঝে না) গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এদের মধ্যে যাব্ত, আদালত ও বোধশক্তি পুরোমাত্রায় পাওয়া যায় না।[১৯]

১০. যাদের রিওয়ায়াত গ্রহণ স্থগিত রাখতে হবে, তাদের কয়েক শ্রেণী

যে সকল রাবীর রিওয়ায়াত গ্রহণ স্থগিত রাখতে হবে, তারা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. যাদের 'তাজ্রীহ ও তা'দীল' অর্থাৎ সমালোচনা ও গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে;

খ. যাদের ভুলের সংখ্যা অধিক এবং যাদের রিওয়ায়াত সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ইমামগণের মতবিরোধ বিদ্যমান;

গ. যাদের বিস্মৃতি অত্যধিক;

ঘ. শেষ বয়সে যাদের স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে;

ঙ. যাদের স্মৃতিশক্তি মন্দ ও ক্ষীণ (অর্থাৎ প্রখর নয়);

চ. যারা সিকাহ্ ও য'ঈফ সকল রাবী হতে ভাল-মন্দ বিচার না করে রিওয়ায়াত করে।[২০]

১১. হাদীসের শ্রেণী বিভাগের জন্য সাধারণ নিয়মাবলী প্রণয়ন

জাল হাদীস প্রতিরোধকল্পে আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, এর মধ্যে হাদীসের শ্রেণী বিভাগ নির্ধারণ অন্যতম। হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয় ও এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে তাঁরা হাদীসকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। সহীহ্, হাসান ও য'ঈফ। তবে প্রথম যুগে ও দ্বিতীয় যুগে মুহাদ্দিসগণ 'হাসান' নামে হাদীসের কোন পরিভাষা ব্যবহার করেননি। পরবর্তীতে ইমাম আহমাদ (র) ও ইমাম

---

১৮. ইব্ন কাসীর (১৯৮৬), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

১৯. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

২০. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

বুখারী (র)-এর যুগে এ পরিভাষাটি নতুন করে চালু হয়। এরপর থেকে এটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। মুহাদ্দিসগণের নিকট 'য'ঈফ' হলো তৃতীয় শ্রেণীর হাদীস। এতে সহীহ্ হাদীসের গুণাবলী অবর্তমান। এ কারণে এর নামকরণ করা হয়েছে য'ঈফ। য'ঈফ' হাদীসের দুর্বলতা সনদে (বর্ণনা সূত্রে)-ও হতে পারে, আবার মতনে (মূল হাদীসে)-ও হতে পারে। 'য'ঈফ' হাদীস আবার কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত।[২১]

১২. য'ঈফ রাবীগণের নিকট হতে হাদীস রিওয়ায়াত না করা

য'ঈফ রাবী দ্বারা ঐ সব বর্ণনাকারীকে বুঝানো হয়েছে যাদের রিওয়ায়াত বিশেষ কোন ত্রুটির কারণে এককভাবে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। যে সব কারণে রাবী দুর্বল বলে গণ্য হয় তার মধ্যে একটি হলো তার স্মৃতিশক্তির ত্রুটি। এটা সৃষ্টিগতও হতে পারে আবার রাবীর অবহেলা ও স্বল্প বুদ্ধির কারণেও হতে পারে। স্মৃতিশক্তির ত্রুটি ও দুর্বলতার কারণে অনেক সময় রাবীগণ হাদীস রিওয়ায়াতে মারাত্মক ভুল করে থাকেন। এ কারণে একদল মুহাদ্দিস-এর মতে য'ঈফ (দুর্বল) রাবীগণের নিকট হতে কোন হাদীস রিওয়ায়াত করা যাবে না। কেননা মিথ্যা ও জাল হাদীস রচনাকারীরা এ দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে। এ মত পোষণকারী মুহাদ্দিসগণের মধ্যে ইমাম মালিক (র), সুফ্ইয়ান ইব্ন উয়ায়না (র), আবূ বকর ইব্ন আবী খায়সামা (র), শু'বা ইব্নুল হাজ্জাজ (র), আলী ইব্ন মাদীনী (র) এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল্-কাত্তান (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবার অনেক মুহাদ্দিস এরূপ মত পোষণ করেছেন যে, রাবী যদি হাদীস রিওয়ায়াতে অত্যধিক ভুল-ভ্রান্তি করে থাকে, তবে তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা যাবে না। আর ভুল-ভ্রান্তি যদি এ পর্যায়ের না হয় এবং হাদীস বর্ণনায় যদি তার কোন প্রভাব না পড়ে, তা হলে তার ঐ সব হাদীস গ্রহণ করা যাবে যা সিকাহ্ রাবীর বর্ণিত হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তবে তার একক বর্ণনা ও সিকাহ্ রাবীর বিপরীত বর্ণনা পরিত্যক্ত হবে। অবশ্য য'ঈফ রাবীর হাদীস কখনো এককভাবে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। আর এটাই অধিকাংশ মুহাদ্দিসের অভিমত। ইমাম আহমাদ (র), আবূ হাতিম আর্-রাযী (র) এবং ইমাম আবূ যুর'আ (র) প্রমুখ থেকেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে।[২৩]

---

২১. ইব্ন হিব্বান (র) (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫)-এর মতে য'ঈফ (দুর্বল) হাদীস পঞ্চাশ প্রকারে বিভক্ত (দেখুন ইব্নুস্-সালাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০)।

২৩. ফালাতা, ৩য় খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭-৩৪৯।

www.pathagar.com

আদালাতের ক্রটির কারণেও রাবী য'ঈফ বা দুর্বল প্রমাণিত হয়ে থাকেন এবং এ কারণে তার হাদীসও পরিত্যক্ত হয়। তবে আদালাত ও চারিত্রিক ক্রটির কয়েকটি স্তর রয়েছে। এর কোন কোন ক্রটি তো একেবারে কুফরের পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়। যেমন চরমপন্থী শী'আদের অবস্থা এবং ঐ সব লোক, যারা দীনের যরুরী বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে। অপরদিকে এর কোন কোন ক্রটি ব্যক্তির ওপর 'ফিস্ক'-এর হুক্মও প্রয়োগ করে। যেমন সাধারণ বিদ'আতীদের অবস্থা, যারা কবীরা গুনাহ্ ও পাপকাজে লিপ্ত রয়েছে। এদের সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আর পাপাকাজে লিপ্ত থাকার দরুন যাদের ওপর 'ফিস্ক'-এর হুক্ম প্রয়োগ করা হয়েছে, তাদের রিওয়ায়াতও আমাদের মুহাদ্দিসগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত না হলেও আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধাচারণ ও শরী'আতের সীমালংঘন করার কারণে মুহাদ্দিসগণ তাদের রিওয়ায়াত গ্রহণ করেননি।[২৪] উল্লেখ্য যে, হাদীসের ইমামগণ শুধু একটি কারণে য'ঈফ রাবীগণের নিকট হতে হাদীস রিওয়ায়াত করতে নিষেধ করেছেন। সেটি হলো জাল হাদীসের সংমিশ্রণ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসকে মুক্ত রাখা।

১৩. কাহিনীকারদের নিকট হতে হাদীস রিওয়ায়াত না করা

ইতোপূর্বে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে দেখেছি যে, সাল্ফে সালিহীন কাহিনীকারদেরকে কখনো সুনযরে দেখেননি। মূলত কাহিনীকাররা লোকদেরকে নিজেদের কথার দিকে আকৃষ্ট করবার জন্য এবং নিজেদেরকে বিজ্ঞ আলিম ও বড় মুহাদ্দিস হিসেবে পরিচিত করবার জন্য অদ্ভুত ও আশ্চর্য ধরনের কিস্সা-কাহিনী শুনিয়ে থাকে। ইহকাল-পরকাল, বেহেশ্ত-দোযখ ও কিয়ামত ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ্ বহির্ভূত নানাবিধ কিস্সা-কাহিনী তারা লোক সমাজে প্রচার করে থাকে। এমন কি বহু মিথ্যা ও মনগড়া কিস্সা-কাহিনীও তারা হাদীস হিসেবে চালিয়ে দিয়ে থাকে। সাধারণ লোকজন অতি উৎসাহ ও মনোযোগের সাথে তাদের কল্পিত কাহিনী শুনবার জন্য তাদের নিকট ভীড় জমায়। এসব কারণে মুহাদ্দিসগণ কাহিনীকারদের নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। এমন কি জনসাধারণকে তাদের মজলিসে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। সাহাবীগণের যুগে কাহিনীকাররা হাদীস শ্রবণের উদ্দেশ্যে মসজিদে এসে বসলে সাহাবীগণ তাদেরকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করতেন ও মসজিদ থেকে বের করে দিতেন। অনেক সময় এ ধরনের লোকদেরকে তাড়াবার জন্য পুলিশের সাহায্যও গ্রহণ করা হতো। একবার

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০।

www.pathagar.com

একজন কাহিনীকার ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট এসে বসে। তিনি তখন তাকে সেখান থেকে উঠে যেতে বলেন। কিন্তু সে উঠে যেতে অস্বীকার করে। তখন ইব্‌ন উমর (র) পুলিশ ডেকে পাঠান এবং তার সাহায্যে তাকে বিতাড়িত করেন।[২৫]

হাদীস গ্রন্থসমূহে এ ধরনের অনেক ঘটনারই উল্লেখ পাওয়া যায়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবা ও তাবি'ঈগণের যুগে জাল (মিথ্যা) হাদীস রচনাকারীগণ সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত ও চিহ্নিত ছিল। তাঁরা এদের শয়তানী তৎপরতা ধরে ফেলতেন। ফলে জনসাধারণ তাদের বিভ্রান্তির জালে কখনো জড়িয়ে পড়েনি। আমাদের মুহাদ্দিসগণ কেবল এসব মিথ্যবাদী ও জাল হাদীস রচনাকারীদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তাঁরা সহীহ্ হাদীসসমূহ নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংগ্রহ ও সংকলনের কাজেও পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, হাদীস সমালোচনা করা এবং যাচাই ও পরীক্ষা করে প্রত্যেকটি হাদীস গ্রহণের জন্য স্থায়ী মানদণ্ডও তাঁরা নির্ধারণ করেন। এর ফলে হাদীস পর্যালোচনা বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

---

২৫. আবূ যাহ্‌ু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০ ; ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-২

জাল হাদীস এর লক্ষণ

মুহাদ্দিসগণ সহীহ্, হাসান ও য'ঈফ প্রভৃতি হাদীস চেনার জন্য যেমন কতিপয় সূক্ষ্ম নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছেন, তেমনি জাল হাদীস চিহ্নিত করবার জন্যও নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছেন। এজন্য তাঁরা এমন কতিপয় আলামত বা লক্ষণ নির্ধারণ করেছেন যা দ্বারা মিথ্যা বা জাল হাদীস চিহ্নিত করা যায়। যেহেতু সনদ ও মতন উভয়টিই হাদীসের অংশ, তাই জাল হাদীসের লক্ষণগুলোও আমরা এ দু'ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করবো।

ক. সনদে জালের লক্ষণ

সনদে জালের লক্ষণ অনেক। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. জাল হাদীসটির রচনাকারী হবে একজন কুখ্যাত মিথ্যাবাদী। আর এককভাবে ঐ মিথ্যাবাদী রাবী ছাড়া অন্য কোন সিকাহ্ (বিশ্বস্ত) রাবী থেকে হাদীসটি বর্ণিত হবে না। মিথ্যাবাদীদের পরিচয় তুলে ধরার জন্য মুহাদ্দিসগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তাঁরা তাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। যত মিথ্যা হাদীস তারা রচনা করেছে, তা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করেছেন। এমন কি একজন জালিয়াতের নামও তাঁদের তালিকা হতে বাদ পড়েনি।[১]

২. জাল হাদীস রচনাকারী নিজেই যদি স্বীকারোক্তি দেয় যে, আমি এই হাদীস জাল করেছি, যেমন আবূ আসমাহ নূহ ইব্ন আবী মরিয়ম। সে স্বীকার করেছে যে, পবিত্র কুরআনের সূরার ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস সে জাল করেছে।[২] এভাবে আব্দুল করীম ইব্ন আবিল আওজাহ স্বীকার করেছে যে, সে এমন চার হাজার হাদীস জাল করেছে, যাতে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করেছে। এমনিভাবে আবুল জাযী নামক জনৈক জালিয়াত অসুস্থ অবস্থায় বলেছে, যদি আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় আমার না হতো, তাহলে একথা স্বীকার করতাম না। আমি তোমাদের সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এই এই হাদীস জাল করেছি। আর এজন্য আল্লাহ্ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই নিকট

১. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

২. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

প্রত্যাবর্তন করছি।[৩] একটি হাদীস জাল প্রমাণিত হওয়ার জন্য এরূপ স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট।

৩. রাবী যদি এমন শায়খ বা উস্তাদ হতে হাদীস বর্ণনা করেন যার সাথে তার সাক্ষাত হয়েছে বলে কোন প্রমাণ নেই, অথবা তার মৃত্যুর পর তাঁর জন্ম হয়েছে, অথবা তিনি ঐ স্থানে আদৌ যাননি যেখানে তিনি হাদীস শুনেছেন বলে দাবি করেন, যেমন আল্-মামূন ইব্ন আহমাদ আল্-হারবী দাবি করেছেন যে, তিনি হিশাম ইব্ন আম্মার থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। হাফিয ইব্ন হিব্বান (র) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কবে তুমি সিরিয়া গেলে ? তিনি উত্তর দিলেন ২৫০ হিজরী সনে। ইব্ন হিব্বান (র) বললেন, হিশাম (র) তো ২৪৫ হি. সনে ইন্তিকাল করেছেন। তুমি কেমন করে তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর তাঁর থেকে হাদীস শুনেছো?[৪]

এভাবে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইসহাক আল্-কিরমানী হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ ইয়া'কূব হতে। তাকে বলা হলো, তোমার জন্মের নয় বছর পূর্বে মুহাম্মাদ ইন্তিকাল করেছেন। তুমি কিভাবে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করলে? এমনিভাবে মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম আল-কাশী হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন আব্দ ইব্ন হুমাইদ হতে। আল-হাকিম আবূ আব্দিল্লাহ্ (র) বলেন, এ শায়খ আব্দ ইব্ন হুমাইদের মৃত্যুর তের বছর পর তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন![৫]

সহীহ্ মুসলিমের মুকাদ্দিমায় বর্ণিত হয়েছে, মু'আল্লা ইব্ন ইরফান বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ ওয়াইল। তিনি বলেছেন, সিফ্ফীনের যুদ্ধে ইব্ন মাস'উদ (রা) আমাদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হয়েছেন। তার কথা শুনে আবূ নাঈম বললেন, তোমার কি ধারণা, তিনি মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ফিরে এসেছেন ?[৬] কারণ ইব্ন মাসউদ (রা) উসমান (রা)-এর খিলাফতের তিন বছর পূর্বে ৩২/৬৫২ সনে ইন্তিকাল করেন। আর সিফ্ফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় আলী (র)-এর খিলাফতকালে (৩৭/৬৫৭ সনে)। কাজেই পাঁচ বছর পূর্বে মৃত ব্যক্তিকে পাঁচ বছর পরে জীবিত দেখা তখনই সম্ভব যদি তিনি পুনরুজ্জীবন লাভ করে থাকেন। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, এ কথাটি মিথ্যা।[৭] এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের নির্ভর করতে হয় ইতিহাসের উপর। আর এ কারণেই রচিত হয় 'ইল্মুত্ তাবাকাত' বা রাবীগণের স্তর

৩. আস্-সূয়ূতী (১৯৭৮), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪।

৪. আস্-সুরাঈ, প্রাগুক্ত।

৫. প্রাগুক্ত।

৬. আন-নাবাবী, প্রগুক্ত, পৃ. ১১৭।

৭. আবূ ওয়াইল হচ্ছেন একজন প্রবীণ ও মশহূর তাবি'ঈ এবং সিকাহ্ রাবী। আর মু'আল্লা ইব্ন ইরফান হলেন একজন দুর্বল রাবী। কাজেই বলতে হবে এ মিথ্যার নায়ক মু'আল্লা ইব্ন ইরফান, আবূ ওয়াইল নন। –প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

www.pathagar.com

সম্পর্কিত বিদ্যা। পরবর্তীতে এ বিষয়টি একটি স্থায়ী শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে। হাদীস সমালোচকগণ এ শাস্ত্র ছাড়া চলতে পারেন না। এ প্রসংগে কাযী হাফস ইব্ন গিয়াসের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, যখন তোমরা কোন শায়খকে দোষারোপ করবে, তখন তার বয়স দ্বারা বিচার কর (অর্থাৎ তাঁর বয়স আর ঐ ব্যক্তির বয়স, যার থেকে তিনি হাদীস লিখেছেন)। সুফ্ইয়ান আস্-সাওরী (র) (মৃ. ১৬১/৭৭৮) বলেন, যখন থেকে রাবীগণ মিথ্যা রিওয়ায়াত করতে শুরু করলো, তখন থেকে আমরাও তাদের ইতিহাস চর্চা করতে লাগলাম। হাসান ইব্ন যায়দ বলেন, মিথ্যাবাদীদের চিহ্নিত করার জন্য অনেক সময় আমাদের ইতিহাসেরও প্রয়োজন হয় না। আমরা শুধু রাবীকে জিজ্ঞেস করি বয়স কত? কোন্ সনে কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেছো? রাবী তাঁর জন্ম তারিখের কথা বললেই আমরা বুঝতে পারি যে, সে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী।[৮]

৪. রাবীর অবস্থা ও তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ হতেও জাল হাদীসের লক্ষণ বুঝা যায়। যেমন সাইফ ইব্ন উমর আত্-তামীমী বলেন, আমি সা'আদ ইব্ন যরীফের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় তার পুত্র একখানি কিতাব হাতে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে উপস্থিত হলো। জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার কি হয়েছে? পুত্র বললো, আমাকে শিক্ষক মেরেছেন। তখন সে বললো, আমি আজ তাকে নিশ্চয়ই লজ্জিত করবো। ইব্ন আব্বাস (রা) হতে ইকরিমা নবী করীম (সা)-এর এ কথাটি বর্ণনা করেছেন ঃ

معلمو صبيانكم شراركم اقلهم رحمة لليتيم واغلظهم على المسكين -

—"তোমাদের বালকদের শিক্ষকগণ তোমাদের মধ্যে অধিক দুষ্ট লোক। ইয়াতীমের প্রতি তারা খুব কম দয়াশীল এবং মিসকীনের প্রতি অত্যন্ত কঠোর।"

এর আর একটি দৃষ্টান্ত হলো এ রিওয়ায়াতটি ঃ

মামূন ইব্ন আহমাদ আল্- হারাবীকে লক্ষ্য করে একজন বললো, ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র) ও তাঁর খুরাসানী অনুসরণকারীদের সম্পর্ক তোমার কি ধারণা? নবী করীম (সা) হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

يكون فى امتى رجل يقال له محمد بن ادريس اضر على امتى من ابليس، ويكون فى امتى رجل يقال له ابو حنيفة هو سراج امتى -

—"আমার উম্মাতের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি হবে, যার নাম হবে মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস। সে আমার উম্মাতের জন্য ইবলীস থেকেও ক্ষতিকর হবে। পক্ষান্তরে আমার উম্মাতের মধ্যে আর এক ব্যক্তি হবে, যাঁর নাম আবূ হানীফা। সে আমার উম্মাতের জন্য প্রদীপ স্বরূপ।"[৯]

---

৮. আস্-সুবাঈ, প্রগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৯. আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২।

www.pathagar.com

এর অপর একটি দৃষ্টান্ত হলো এ রিওয়ায়াতটি ঃ

الهر يسة تشد الظهر

–"হারীসাহ্ (আটা ও গোশ্ত মিশ্রিত এ ধরনের খাবার) পৃষ্ঠকে বলিষ্ঠ করে।"

এ মিথ্যা হাদীসটির রচয়িতা মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাজ্জাজ আন্-নাখ'ঈ। সে হারীসাহ্ বিক্রি করতো।[১০] এ রিওয়ায়াতগুলোর রচয়িতারা যে স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নবী করীম (সা)-এর নামে মনগড়া কথাকে হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছে, তা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না।

এখন আমরা এমন কতিপয় সনদের দৃষ্টান্ত পেশ করবো যার রাবীদেরকে মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এরূপ কতিপয় সনদের সাথে বিভিন্ন সাহাবীর নাম জড়ানো হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এরূপ সূত্রে তাঁদের থেকে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। আবার এমন কতিপয় সনদ রয়েছে যা কোন নির্দিষ্ট শহরের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন নিম্নোক্ত সনদটি আবূ বকর আস্-সিদ্দীক (রা)-এর নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে ঃ

সাদাকা আদ্-দাকীকী বর্ণনা করেছেন ফারকাদ আল্-সানজী থেকে, তিনি মুররাহ্ আত্-তীব থেকে, তিনি আবূ বকর (রা) থেকে।

উমর (রা)-এর নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে এ সনদটি ঃ

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দিল্লাহ্ আল্-কাসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হাফস আসিম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর দাদা থেকে।

ইমাম আল্-হাকিম (র) বলেন, এ সনদের মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দিল্লাহ্ এবং আল্-কাসিম এরা কেউই সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য) রাবী নন।[১১]

আলী (রা)-এর নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে এ সনদটি ঃ

আমর ইব্‌ন শিমার জাবির আল্-জু'ফী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আল্-হারিস আল্-আ'ওয়ার থেকে, তিনি আলী (রা) থেকে।[১২]

ইব্‌ন মাস'উদ (রা)-এর নামে বর্ণিত সূত্রটি এই ঃ

শুরাইক আবূ ফাযারাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবূ যায়দ থেকে, তিনি ইব্‌ন মাস'উদ (রা) থেকে।[১৩]

---

১০. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত।

১১. আল্-হাকিম, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দিল্লাহ্ ঃ **'মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস'** ১ম (বৈরুত ঃ ১৪০৬/১৯৮৬) পৃ. ৫৭।

১২. আস্-সুয়ূতী (১৯৭৮), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।

১৩. ফালাতা, ২য় খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

www.pathagar.com

আবূ-হুরায়রা (রা)-এর নামে বর্ণিত সূত্রটি হলো ঃ আস্-সারী ইব্ন ইসমা'ঈল-দাউদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-আওদী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে।[১৪]

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নামে বর্ণিত সনদটি এই ঃ

মুহাম্মাদ ইব্ন শারওয়ান আস্-সা'দী আস্-সাগীর বর্ণনা করেছেন আল্-কালবী থেকে, তিনি আবূ সালিহ্ থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে।

শায়খুল ইসলাম ইব্ন হাজার (র) বলেন, এটি সোনালী সূত্র নয়; বরং এটি হলো মিথ্যার সূত্র।[১৫]

আয়েশা (রা)-এর নামে বর্ণিত সূত্রটি হলো ঃ

আল্-হারিক ইব্ন শিবাল উম্মুন নু'মান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আয়েশা (রা) থেকে।[১৬]

বিভিন্ন শহরবাসীদের সাথে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো নিম্নরূপ ঃ

মক্কাবাসীদের সাথে সংশ্লিষ্ট সূত্রটি এই ঃ

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাইমুন-শিহাব ইব্ন খার্রাশ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবরাহীম ইব্ন ইয়াযীদ আল্-খাওযী থেকে, তিনি ইকরিমা (রা) থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে।[১৭]

ইয়ামানবাসীদের সূত্রটি এই ঃ

হাফস ইব্ন উমর আল্-আদালী বর্ণনা করছেন আল্-হাকাম ইব্ন আবান থেকে, তিনি ইকরিমা (রা) থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে।[১৮]

খুরাসানীদের রচিত সূত্রটি হলো ঃ

আব্দুর রহমান ইব্ন মুলাইহা বর্ণনা করেছেন নাহশাল ইব্ন সা'ঈদ থেকে, তিনি আয্-যাহ্হাক থেকে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে।

সিরিয়াবাসীদের রচিত সূত্রটি এই ঃ

মুহাম্মাদ ইব্ন কায়স আল্-মাসলূব বর্ণনা করেছেন উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন যাহার থেকে, তিনি আলী ইব্ন যায়দ থেকে, তিনি আল্-কাসিম থেকে, তিনি আবূ উমামাহ্ (রা) থেকে।[১৯]

---

১৪. আল্-হাকিম, প্রাগুক্ত।

১৫. আস্-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

১৬. আল্-হাকিম, প্রগুক্ত।

১৭. ফালাতা, প্রাগুক্ত।

১৮. আস্-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত।

১৯. আল্-হাকিম, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, এ সূত্রগুলো বিভিন্ন শহরবাসীর সাথে সম্পর্কিত হলেও তাতে কোন কোন সাহাবীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ সব সাহাবীর কাছ থেকে উপরোক্ত সূত্রে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। এগুলো তাদের স্বরচিত মনগড়া সূত্র।

খ. মতনে জালের লক্ষণ

মতনে (মূল হাদীসে)-ও জালের লক্ষণ অনেক। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আলামত নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. শব্দের দুর্বলতা

যারা আরবী ভাষার ভাব-ভঙ্গী ও বর্ণনার ধারা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাঁরা বুঝতে পারেন যে, এ জাতীয় শব্দ কখনো একজন বিশুদ্ধভাষী ও অলংকারবিদ হতে প্রকাশ পেতে পারে না। তা হলে যিনি সবচেয়ে বিশুদ্ধ ভাষী [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)] তাঁর নিকট হতে কেমন করে এরূপ নিম্নমানের শব্দের প্রয়োগ আশা করা যায়? হাফিয ইব্ন হাজার আল্-আসকালানী (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে এটাই হবে জাল হাদীসের প্রধান লক্ষণ যদি সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া থাকে যে, এ শব্দগুলোও নবী করীম (সা) হতে বর্ণিত। ইব্ন দাকীকুল–ঈদ বলেন, অধিকাংশ সময়ই তাঁরা এরূপ ক্ষেত্রে জাল হাদীস-এর হুকুম প্রয়োগ করে থাকেন।[২০]

এ প্রসঙ্গে 'আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসুন' গ্রন্থের লেখক মুহাম্মাদ আবূ যাহুর অভিমতটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, কখনো বর্ণিত হাদীসের মধ্যে এমন লক্ষণ পাওয়া যায়, যা হাদীসটির জাল হওয়ার কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। যেমন হাদীসের মূল কথায় যদি এমন কোন শব্দের উল্লেখ থাকে, যার অর্থ অত্যন্ত হাস্যকর কিংবা শব্দ ও অর্থ উভয়টিই বাচালতাপূর্ণ। কেবল শব্দটি যদি হাস্যকর হয়, তা হলেই হাদীসটি জাল হবে এমন কথা সাধারণভাবে বলা যায় না। কেননা হাদীসটি হয়তো মূল অর্থের দিক দিয়ে সহীহ্ কিন্তু তার পরবর্তী কোন রাবী শব্দে কিছুটা পরিবর্তন করে মনগড়া কোন শব্দ বসিয়ে দিয়েছে। অথচ মূল হাদীসটি নবী করীম (সা) হতেই বর্ণিত। তবে রাবী যদি এরূপ দাবি করেন যে, হাদীসের ভাষা ও শব্দ সবই নবী করীম (সা) হতেই বর্ণিত, তাহলে তাকে মিথ্যাবাদী না বলে কোন উপায় নেই। কেননা নবী করীম (সা) ছিলেন আরবদের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধভাষী, এমতাবস্থায় হাদীসের একটি শব্দও যদি হাস্যকর বা হালকা ধরনের হয়, তবে তা অবশ্যই জাল বা মিথ্যা হবে। এরূপ একটি জাল হাদীসের দৃষ্টান্ত এই ঃ

لا تسبوا الديك فانه صديقى

২০. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

–"তোমরা মোরগকে গাল-মন্দ করো না। কেননা সে আমার বন্ধু।"[২১]

এ হাদীসটি যে জাল তা বুঝতে কারো কষ্ট হয় না। হাদীসটি জাল হলেও তার প্রথম অংশ কিন্তু রাসূলেরই বাণী। 'সুনানু আবী দাউদ' গ্রন্থে সহীহ্ সনদে এরূপ শব্দে হাদসীটি বর্ণিত হয়েছে ঃ لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاة

–"তোমরা মোরগকে গাল-মন্দ করো না। কেননা সে নামাযের জন্য (মানুষকে) সজাগ করে।"[২২]

সার কথা হলো, দীর্ঘদিন হাদীস অধ্যয়নের ফলে এ বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের এমন অভিজ্ঞতা জন্মে যে, হাদীসের একটি শব্দ শোনামাত্র তাঁরা বলে দিতে পারেন এটি কি হাদীস, না হাদীস নয়। আল্লামা বালকীনী (র) বলেন, এর বাস্তব প্রমাণ এই যে, যদি একজন লোক একাধারে কয়েক বছর পর্যন্ত কোন একজন লোকের খিদমত করেন এবং তিনি জ্ঞাত হন যে, লোকটি কি পসন্দ করেন আর কি অপসন্দ করেন। এর পর আর একজন লোক এসে যদি বলে, তিনি ঐ জিনিসটি অপসন্দ করেন অথচ সেটা তার পসন্দের জিনিস, তাহলে ঐ খাদেম শোনামাত্রই (তার অভিজ্ঞতার আলোকে) বলে দিতে পারবে যে, লোকটি মিথ্যা বলছে।[২৩]

২. অর্থের গোলাযোগ

হাদীস জাল হওয়ার আর একটি লক্ষণ হচ্ছে বর্ণিত হাদীসটি স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেকের বিপরীত হওয়া। অর্থাৎ হাদীস যদি স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেকের বিপরীত হয় এবং এর গ্রহণযোগ্য কোন ব্যাখ্যা দান সম্ভব না হয়, অথবা তা যদি সাধারণ অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণের বিপরীত হয়, তবে তাও জাল হিসেবে গণ্য হবে। এর দৃষ্টান্ত হলো এই রিওয়ায়াতটি ঃ

خلق الله الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها

– "আল্লাহ্ অশ্ব সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তা চালালেন। ফলে অশ্ব ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। তারপর তিনি তা থেকে নিজেকে সৃষ্টি করলেন।"[২৪]

কোন সুস্থ বিবেকবান লোকই এরূপ হাস্যকর কথা বলতে পারে না। এর অপর একটি দৃষ্টান্ত হলো ঃ

الباذنجان شفاء من كل داء – "বেগুন সর্বরোগের প্রতিষেধক।"[২৫]

২১. আবূ যাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২-৪৮৩।

২২. মুল্লা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬।

২৩. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত।

২৪. আবূ যাহ্, প্রাগুক্ত।

২৫. আল্-জাওযিয়াহ, ইব্ন কাইয়িম ঃ 'আল্-মানার' (কায়রো ঃ মাতবা'আতুস্ সুন্নিয়াতিল মুহাম্মাদিয়াহ, তা. বি.), পৃ. ১৯।

www.pathagar.com

এটা সম্পূর্ণ বাতিল ও ভিত্তিহীন কথা। কেননা চিকিৎসা বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হয়েছে যে, বেগুন রোগের মাত্রা বৃদ্ধি করে। এ রিওয়ায়াতটি শুনলেই সাধারণ বুদ্ধি (Common sence) বলে ওঠে এটা মিথ্যা কথা। নিম্নে এরূপ আরো কয়েকটি জাল হাদীসের দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো ঃ

ان سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين -

–"নূহ (আ)-এর নৌকা সাতবার বায়তুল্লাহ্ প্রদক্ষিণ করে মাকাম-ই-ইবরাহীমে এসে দু'রাকা'আত নামায আদায় করে।"

النظر الى الوجه الحسن يجلو البصر

–"সুন্দর চেহারার দিকে তাকালে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়।"[২৬]

لايولد بعد المأة مولود

–"(মানুষের) একশ বছর পরে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে না।"

الديك الابيض حبيبى وحبيب حبيبى جبريل

–"সাদা মোরগ আমার বন্ধু এবং আমার বন্ধু জিবরাঈল-এর বন্ধু।"

اتخذوا الحمام المقاصيص فانها تلهى الجنة عن صبيانكم

–"তোমরা শিখাযুক্ত কবুতর পোষ, কেননা সে তোমাদের সন্তানদেরকে জিন্ন হতে রক্ষা করবে।"[২৭]

এভাবে আকল বিরোধী যত হাদীস আসবে, তা সবই মিথ্যা ও বাতিল বলে গণ্য হবে। ইব্নুল-জাওযী (র) বলেন, যে সব হাদীস বিবেক বিরোধী, উসূল (ইসলামের মূলনীতি) ও কুর'আন-সুন্নাহ্র পরিপন্থী, স্মরণ রাখতে হবে যে, তা সবই জাল বা মিথ্যা[২৮] অনুরূপভাবে কোন হাদীস যদি সৃষ্টিমণ্ডল ও মানব জগতের সাধারণ নিয়মাবলীর পরিপন্থী হয়, তবে তাও জাল (মিথ্যা) বলে প্রমাণিত হবে। যেমন উজ ইব্ন উনক-এর হাদীস। এতে বর্ণিত হয়েছে যে, তার দৈর্ঘ্য ছিল তিন হাজার গজ। যখন নূহ (আ) তাকে প্লাবনের ভয় দেখালেন, তখন সে বললো, আমাকে তোমার নৌকাতে উঠিয়ে নাও। এতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, বন্যার পানি তার হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছেনি। আর সে হাত দিয়ে সমুদ্রের তলদেশ হতে মাছ আহরণ করে তা সূর্যের কাছে নিয়ে ভেজে নিত।[২৯]

২৬. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮; মুল্লা আলী কারী এটিকে য'ঈফ বলে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু আবূ কুরায়ব এটি দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। – প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

২৮. ইব্ন কাসীর (১৯৮৬), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮ ; আস্-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭।

২৯. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

৩. হাদীস যদি কুরআনের সুস্পষ্ট বিধান কিংবা মুতাওয়াতির হাদীস বা অকাট্য ধরনের ইজমা'র বিপরীত হয়, আর এর মধ্যে যদি কোনরূপ সমন্বয় সাধন করা সম্ভব না হয়, তবে তাও জাল (মিথ্যা) বলে প্রতিপন্ন হবে।[৩০] যেমন ঃ

ولد الزنا لايدخل الجنة الى سبعة ابناء

–"সাত পুরুষ পর্যন্ত অবৈধ সন্তান বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না।"[৩১]

এ রিওয়ায়াতটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

–"কোন ব্যক্তিই অপর কারো পাপের বোঝা বহন করবে না।"[৩২]

এভাবে প্রকাশ্য হাদীসে মুতাওয়াতির-এর বিরোধী হওয়ার কারণে এ রিওয়ায়াতটি পরিত্যক্ত হয়েছে।

اذا حدثتم عنى بحديث يوافق الحق فخذوا به حدثت به او لم احدث -

–"আমার থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করলে তা যদি সত্যের অনুকূলে হয়, তা তোমরা গ্রহণ করো। আমি তা বলে থাকি বা নাই বলে থাকি।[৩৩]

কেননা এ রিওয়ায়াতটি নিম্নোক্ত মুতাওয়াতির হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত ঃ

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

–"যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে ঠিক করে নেয়।"[৩৪]

এভাবে ঐসব হাদীসকেও জাল (মিথ্যা) বলা হয়েছে, যাতে দুনিয়ার আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করা হয়েছে সাত হাজার বছর। কেননা তা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের বিপরীত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ لَايُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلاَّ هُوَ -

–"হে নবী! লোকেরা তোমার নিকট জিজ্ঞেস করে কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? তুমি বলে দাও যে, এ সম্পর্কিত জ্ঞান কেবলমাত্র আমার রবের কাছেই রয়েছে। তিনিই তা তার সঠিক সময়ে উদ্‌ঘাটিত করবেন।"[৩৫]

---

৩০ আস্-সান'আনী, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

৩১. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত।

৩২. আল্-কুরআন, সূরা আন্-নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ৩৮।

৩৩. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত।

৩৪. ইমাম মুসলিম, ১ম খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৩৫. আল্-কুরআন, সূরা আল্-আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৭।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে যে সব 'হাদীস' এ ধরনের অর্থ প্রকাশ করে যে, যার নাম আহ্মাদ কিংবা মুহাম্মাদ সে কখনো দোযখে যাবে না, তাও জাল। এর উদাহরণ এ হাদীসটি ঃ

اليت على نفسى الا ادخل النار من اسمه محمد او احمد

–"আমি আমার নিজের কসম করে বলছি, যার নাম মুহাম্মাদ কিংবা আহ্মাদ, আমি কখনও তাকে দোযখে নেবো না।"[৩৬]

এ রিওয়ায়াতটি কুরআন-সুন্নাহ্র অকাট্য বিধান বিরোধী। কেননা একথা সর্বজন বিদিত যে, কেবল নাম বা উপনাম কিংবা উপাধি কখনই দীন পালনের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। অতএব কেবল নাম, উপনাম কিংবা উপাধির সাহায্যেই কেউ দোযখ হতে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে না। দোযখ হতে রেহাই পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল।[৩৭] এভাবে ইজমা' বিরোধী হলেও হাদীসটি জাল প্রতিপন্ন হবে। যেমন ঃ

من قضى صلوات من الفرائض فى اخرجمعة من رمضان كان ذالك جابرا لكل صلاة فاتته من عمره الى سبعين سنة ـ

–"রমযান মাসের শেষ জুমু'আতে কেউ ফরয নামাযের কাযা আদায় করলে, তা তার জীবনের সত্তর বছর অবধি যত কাযা আছে তার পরিপূরক হবে।"

কেননা এটা হলো ইজমা' বিরোধী। কোন ফায়েতা বা ছুটে যাওয়া ইবাদতই অন্য কোন ইবাদতের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।[৩৮]

৪. কোন হাদীসে উল্লিখিত ঘটনা যদি নবী জীবনের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনার বিপরীত হয়, তবে বুঝতে হবে যে, তা নিঃসন্দেহে জাল। যেমন এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, সা'আদ ইব্ন মু''আয (রা)-এর শাহাদাত ও মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফ্ইয়ান (রা)-এর পত্র লেখার কারণে নবী করীম (সা) খায়বরবাসীদের উপর হতে জিযিয়া রহিত করে দেন। আর তাদের ওপর যত কড়াকড়ি ছিল, উঠিয়ে নেন। এটা ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত কথা। কেননা এতে সা'আদ ইব্ন মু'আয (রা)-এর সাক্ষ্য উদ্ধৃত হয়েছে। অথচ তিনি খায়বর যুদ্ধের পূর্বেই খন্দক যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত জিযিয়া খায়বার যুদ্ধের সময় শরী'আতের বিধানরূপে বিধিবদ্ধও হয়নি, বরং জিযিয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয় তাবূক যুদ্ধের পরের বছর। এর পূর্বে তা সাহাবীগণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। তৃতীয়ত এতে বলা হয়েছে যে, তা মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফ্ইয়ান (রা) কর্তৃক লিখিত হয়েছে, অথচ মু'আবিয়া (রা) ইসলাম গ্রহণ

৩৬. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত।
৩৭. আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩।
৩৮. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

করেন মক্কা বিজয়ের সময়। খায়বার যুদ্ধকালে তিনি মুসলমানই ছিলেন না।[৩৯] এ ঐতিহাসিক তথ্যাবলীই প্রমাণ করে দেয় যে, হাদীসটি জাল।

৫. কেউ যদি আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সাধারণ আয়ুষ্কালের অধিক আয়ূলাভের দাবি করে এবং বহু পূর্বকালে অতীত কোন ব্যক্তির সাক্ষাত লাভ করেছে বলে প্রচার করে, তাহলে বুঝতে হবে যে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যেমন রতন আল্-হিন্দী দাবি করেছে যে, সে নবী করীম (সা)-এর সাক্ষাত লাভ করেছে, অথচ এ ব্যক্তি জীবিত ছিল ছয়শ' হিজরী সনে। জাহিল লোকদের ধারণা এই যে, এ ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর সাক্ষাত লাভ করেছে এবং তাঁর নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছে। আর নবী করীম (সা) তার দীর্ঘায়ূ লাভের জন্য দু'আ করেছিলেন। বস্তুত এরূপ দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা নবী করীম (সা)-এর সাথে সাক্ষাতপ্রাপ্ত সাহাবীগণের অধিকাংশই হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। তখন কেবল আবূ তুফাইল (রা) জীবিত ছিলেন। আর তিনি যখন ইন্তিকাল করেন, তখন লোকেরা এই বলে কেঁদেছিল ঃ هذا اخر من لقى النبى صلى الله عليه وسلم –"নবী করীম (সা)-এর সাক্ষাতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে ইনিই সর্বশেষ ব্যক্তি।"[৪০]

৬. হাদীসের বর্ণনাকারী যদি রাফিযী অর্থাৎ শী'আ মতাবলম্বী হয় এবং সে হাদীসে যদি আহ্লে-বায়তের ফযীলত বর্ণিত হয়, বুঝতে হবে যে, তা জাল। কেননা শী'আরা সাধারণতই আহ্লে বায়ত তথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশের লোকদের অমূলক প্রশংসায় এ ধরনের কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে চালিয়ে দিতে এবং সাহাবীগণের গালাগাল ও কুৎসা বর্ণনায় অভ্যস্ত। বিশেষত তারা প্রথম দু' খলীফার প্রতি রীতিমত শত্রুতা পোষণ করে এবং তাঁদেরকে খিলাফতের ব্যাপারে আলী (রা)-এর অধিকার হরণকারী বলে মনে করে।[৪১] শী'আদের রচিত জাল হাদীসের দৃষ্টান্ত হলো হাব্বা ইব্‌নুল জুয়াইন কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি ঃ

سمعت عليا رضى الله عنه قال عبدت الله مع رسوله قبل ان يعبده احد من هذه الامة خمس سنين او سبع سنين -

–"আমি আলী (রা) থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, এ উম্মাতের মধ্যে কেউ আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করার পাঁচ বছর বা সাত বছর পূর্বে আমি তাঁর রাসূলের সাথে ইবাদত করেছি।

---

৩৯ আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৪।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ.-৪৮ ; আবূ তুফাইল (রা)-এর মৃত্যুর ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও সর্বশেষ মতানুযায়ী তিনি ১১০ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। এরপর দুনিয়াতে আর কোন সাহাবী জীবিত ছিলেন না। এরপর আর কেউ সাহাবী হওয়ার দাবি করলে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৪১. প্রাগুক্ত।

— ১৫

www.pathagar.com

ইব্‌ন হিব্বান (র) বলেন, হাব্বা ছিল চরমপন্থী শী'আ। সে জাল হাদীস রচনায় বিশেষ পটু।"[৪২]

৭. যে সব হাদীসে বিপুল সংখ্যক সাহাবীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত কোন ঘটনার উল্লেখ থাকে, কিন্তু তা না সাহাবীদের যুগে ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে, না অধিক সংখ্যক রাবী তা বর্ণনা করেছেন, এরূপ হাদীস যে জাল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক শ্রেণীর শী'আদের নিম্নোক্ত দাবিটিও এ পর্যায়েরই। বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে এক লাখেরও অধিক সাহাবীর উপস্থিতিতে নবী করীম (সা) আলী (রা)-কে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন। এ হাদীসটি জাল (মিথ্যা) হওয়ার কারণ এই যে, এতে দাবি করা হয়েছে যে, এক লাখেরও অধিক সংখ্যক সাহাবীর উপস্থিতিতে নবী করীম (সা) আলী (রা)-কে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করেছেন কিন্তু সাধারণভাবে সাহাবীগণ এর কোন গুরুত্ব দিলেন না, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পরে খলীফা নির্বাচনের সময়ও এ কথা কোন সাহাবীর স্মরণই হলো না, এটা এক অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই এটা যে শী'আদের রচিত জাল হাদীস, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৮. সাধারণ যুক্তি ও সুস্থ বিবেক বিরোধী কোন কথা কোন হাদীসে উল্লেখিত হলে তাও জাল বলে প্রতিপন্ন হবে। যেমন হাদীস বলে পরিচিত একটি কথায় উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

جور الترك ولاعدل العرب –"না তুর্কীদের যুলম ভালো, না আরবদের সুবিচার।"[৪৩]

কেননা জোর-যুলম সাধারণভাবেই নিন্দিত, যেমন সুবিচার সর্বাবস্থায়ই প্রশংসনীয়।

৯. যে সব হাদীসে ক্ষুদ্র কাজের জন্য অপরিমেয় সাওয়াব (নেকী) এবং ছোট বা তুচ্ছ পাপের জন্য কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তাও জাল। কাহিনীকাররা মানুষের হৃদয় গলাবার জন্য এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর বাহ্‌বা কুড়াবার জন্য এ জাতীয় বহু হাদীস রচনা করেছে। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো এ রিওয়ায়াতটি ঃ

من صلى الضحى كذا وكذا ركعة اعطى ثواب سبعين نبيا

–"যে ব্যক্তি এত এত রাকা'আত চাশ্‌ত নামায পড়বে, তাকে সত্তরজন নবীর সাওয়াব দেয়া হবে।"[৪৪]

৪২. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

৪৩. আবূ যাহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫ ; আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

৪৪. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

www.pathagar.com

এর আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো এই ঃ

من قال لا اله الا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له سبعون الف لسان لكل لسان سبعون الف لغة يستغفرون له

–"যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য এর প্রত্যেকটি বাক্য হতে একটি পাখি সৃষ্টি করবেন, যার যবান হবে সত্তর হাজার। আর প্রত্যেক যবানে হবে সত্তর হাজার ভাষা। এরা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।"[৪৫]

১০. নবী করীম (সা)-এর নিকট হতে কোন ধারাবাহিক সনদ-সূত্র ব্যতীত শুধুমাত্র কাশ্ফ বা স্বপ্নযোগে হাদীস লাভ করার দাবিও ভিত্তিহীন। এ ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিসই একমত যে, স্বপ্ন বা কাশ্ফ-এর সূত্রে শরী'আতের কোন আইন বিধান প্রমাণিত হয় না, কেননা তা আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়।[৪৬]

এখানে জাল হাদীসের কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ বা আলামত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ হাদীসের সনদ ও মতন যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে জাল হাদীসের এ লক্ষণ তথা মূল নীতিসমূহ নির্ধারণ করেছেন।

গ. বর্তমানকালে জাল হাদীস চিহ্নিত করার সঠিক পদ্ধতি

জাল বা মাউযূ' হাদীসের এ সব লক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব শুধু বিশেষজ্ঞ হাদীস বিশারদের উপর বর্তায়। সাধারণ লোকের পক্ষে এসব লক্ষণ বা এর কোন একটি দেখে কোন হাদীসকে জাল বলে আখ্যায়িত সমীচীন হতে পারে না। সাধারণ রোগের লক্ষণ দেখে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ছাড়া সাধারণ লোক সঠিক রোগ নির্ণয় করতে সক্ষম নয়। ঠিক তেমনি কোন হাদীসে জাল হাদীসের লক্ষণ দেখেই হাদীসটি প্রকৃতপক্ষে জাল কিনা তা নির্ণয় করা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে প্রতিটি হাদীসের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হাদীসবেত্তাগণ কি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তা জেনে নিয়ে সেটাই অনুসরণ করতে হবে। সে ক্ষেত্রেও কোন একক বিশেষজ্ঞের অভিমত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়াও যথেষ্ট নয়, বরং এ ব্যাপারে অন্যান্য বিশেষজ্ঞের মতামতও বিবেচনায় রাখতে হবে। কেননা বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও নরমপন্থী, চরমপন্থী ও মধ্যপন্থী ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। স্বভাবতই তাঁদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

স্মরণ রাখতে হবে যে, জাল হাদীস চিহ্নিত করা অত্যন্ত দুরূহ ও জটিল কাজ। এতে একদিকে যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার আশঙ্কা রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস প্রত্যাখ্যান করারও আশঙ্কা

৪৫. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭।

৪৬. আবূ যাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫।

www.pathagar.com

রয়েছে। তাই তড়িঘড়ি করে চরম পন্থা অবলম্বন করা কোনক্রমেই সমীচীন নয়, বরং এক্ষেত্রে মধ্যপন্থা তথা ভারসাম্যের নীতি অবলম্বন করাই সঠিক পন্থা।

জাল হাদীস চিহ্নিত করার ব্যাপারে চরমপন্থী ব্যক্তিত্ব আবুল ফারাজ ইব্‌নুল জাওযী রচিত কিতাবুল মাউযূআত সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এতে তিনি সিহাহ্ সিত্তার অনেকগুলো সহীহ ও হাসান হাদীসকে মাউযূ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফলে মুহাদ্দিসগণ তাঁর গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা করেছেন। ইবনুল জাওযী বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুহাদ্দিস আল-জুওযাকানীর 'আল-আবাতীল' গ্রন্থ থেকে আহরণ করেছেন। জুওযাকানীর পদ্ধতি ছিল, "যে হাদীসেই কোন কিছু করা না করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাতের সাথে কোন গরমিল রয়েছে, তাই মাউযূ'।" ইব্‌নুল জাওযী যেহেতু তাঁরই অনুসরণ করেছেন, তাই তিনিও জুওযাকানীর মত একই ধরনের ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। এরই ফলে ইব্‌নুল জাওযী সিহাহ সিত্তাহ ও মুসনাদে আহমদ প্রভৃতির সহীহ ও হাসান সূত্রে বর্ণিত বেশ কিছু হাদীসকে 'জাল' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি এমনকি সহীহ্ মুসলিমের একটি মারফূ' হাদীসকে পর্যন্ত জাল বা মাওযূ' রূপে চিহ্নিত করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত সে হাদীসটি হলো ঃ

ان طالت بك مدة او شك ان ترى قوما يغدون فى سخط الله ويرحون فى لعنته فى ايديهم مثل اذناب البقر -

–"তুমি যদি দীর্ঘায়ূ হও, তা হলে আশ্চর্য নয় যে তুমি এমন জনগোষ্ঠীকে দেখতে পাবে যারা সকালে থাকবে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির মধ্যে, আর বিকেল কাটাবে আল্লাহ্র লা'নতের মধ্যে। তাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের মত চাবুক" (মুসলিম, ২ খ, পৃ. ৩৫৫)।

হাফিয ইব্‌নে হাজার আসকালানী মন্তব্য করেন, "এ হাদীস ছাড়া বুখারী-মুসলিমের অন্য কোন হাদীস সম্পর্কে জাল হওয়ার অভিযোগ ইব্‌নুল যাওযী উত্থাপন করেন নি। তবে এটা তাঁর চূড়ান্ত গাফিলতির ফল" (القول المسدد فى الذب من المسند لابن حجر عسقلانى)

এভাবে ইব্‌নুল জাওযী মুসনাদে আহমদের চব্বিশটি হাদীসকে জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। হাফিয ইব্‌ন হাজার এর জবাবে القول المسدد রচনা করে সে অভিযোগ খন্ডন করেছেন। ইব্‌নে জাওযী সুনান গ্রন্থসমূহের (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজাহ) ১২০টির অধিক হাদীসকেও মাউযূ' বা জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। ইমান সুয়ূতী তা খন্ডন করে القول الحسن فى الذب عن السنن নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি মন্তব্য করেন যে, এসব হাদীসকে জাল আখ্যায়িত করে ইব্‌নুল জাওযী তড়িঘড়িতে ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। ইবনুল জাওযীর

www.pathagar.com

মত খণ্ডন করে তিনি ذيل اللالى المصنوعه فى الاحاديث الموضوعه এবং الاحاديث المصنوعه। নামক দুটি গ্রন্থ রচনা করেন।

ইব্‌ন হাজার আসকালানী বলেন, ইব্‌নুল জাওযীর গ্রন্থের ব্যাপারে এ আশঙ্কা ছিল যে, সাধারণ পাঠক সহীহ্ হাদীসকে পর্যন্ত জাল বলে গণ্য করে ফেলতে পারে, যেমনটি নরমপন্থী হাকিমের 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থ পড়ে সাধারণ পাঠক সহীহ্ নয় এমন হাদীসকে সহীহ্ বলে মনে করে ফেলে।

এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন কোন 'মুদরাজ' হাদীসের অন্তর্গত রাবীর উক্তির কারণে গোটা হাদীসকে মাউযূ' বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইব্‌নে মাজাহ বর্ণিত ইসমাঈল তালাহহী সাবিত ইব্‌নে মূসা শরীক- আমাশ- আবূ সুফিয়ান- জাবির (রা) থেকে মারযূ'রূপে উদ্ধৃত হাদীসের কথা উল্লেখ করা যায়। এতে শরীকের উক্তি হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে (আত-তাদরীব পৃ. ১০৩)।

বলা বাহুল্য, যে হাদীসের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এটা জাল বা মাউযূ', তবে সেটা মাউযূ' হওয়ার উল্লেখ না করে বর্ণনা করা হারাম। অবশ্য যে হাদীস জাল হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণের মতানৈক্য রয়েছে, সে সব হাদীসকে জাল বলে সরাসরি উল্লেখ না করাই বাঞ্ছনীয়। এ কারণেই মুহাদ্দিসগণ সতর্কতাবশত জাল হাদীসের ব্যাপারে "এটা জাল হাদীস" একথা না বলে لم اقف، لم على اصل ، لم اجد له اصلا –"আমি এর কোন সূত্র পাইনি, আমি এর সূত্র সম্পর্কে অবহিত নই' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করতেন।

এ প্রসঙ্গে মুল্লা আলী কারী বলেন, "যে সব হাদীস জাল হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে, আমি তা আমার الموضوعات الكبير। গ্রন্থে উল্লেখ করিনি। কেননা এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে, হাদীসটি একটি সূত্রে মাওযূ, কিন্তু অন্য কোন সূত্রে তা সহীহ্। প্রকৃতপক্ষে এটা সনদের প্রতি হাদীসবেত্তাগণের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। অন্যথায় সনদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই। কেননা যে হাদীসকে সনদের ভিত্তিতে সহীহ বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে, আসলে যুক্তির বিচারে তা য'ঈফ এমনিক মাউযূ হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। অপরপক্ষে যে হাদীসকে মাউযূ' বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে সেটা সহীহ্ মারফু' হাদীস হওয়াও বিচিত্র নয়। অবশ্য মুত্তাওয়াতির হাদীস এর ব্যতিক্রম। কেননা তা নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে বর্ণিত হওয়ার কারণে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। এ কারণেই যারাকশী বলেন موضوع এবং لم يصح এ দুটি কথার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। কেননা মাউযূ' বলতে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হাদীসকে বুঝায় কিন্তু لم يصح বলতে শুধু এটুকু বুঝায় যে, এটা সত্য বলে প্রমাণিত নয়। এতে অবধারিতরূপে তা অসত্য বলে প্রমাণিত হয় না (মুল্লা আলী কারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬)।

www.pathagar.com

হাদীস সামলোচনায় প্রায় ইব্নুল জাওযীর ন্যায় কট্টরপন্থী লেখক মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন আলবানী রচনা করেছেন سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة واثرها السئ فى الامة তিনি তাঁর গ্রন্থের বহু স্থানে হাফিয ইব্নে হাজর আসকালানী, হাফিয জালালউদ্দীন সুয়ূতী, মোল্লা আলী কারী প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত হাদীসবেত্তাগণের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর অভিযোগ এসব মুহাদ্দিস হাদীস সমালোচনার ক্ষেত্রে যথাযথ মূল্যায়ন করেন নি, বরং তাঁরা বহু য'ঈফ ও মাউযূ' হাদীস তাঁদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। এখানেই তিনি ক্ষান্ত হননি; তিনি তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইব্নে মাজাহ্ প্রভৃতি সুনান গ্রন্থেও জাল হাদীস রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিরমিযীর নিম্নোক্ত হাদীসটির কথা উল্লেখ করা যায় ঃ

ان لكل شيئ قلبا وان قلب القران يس من قراه فكانما قرا القرأن عشر مرات ـ

তিরমিযীর মন্তব্য هذا حديث حسن غريب "এটি হাসান-গরীব হাদীস।" কিন্তু আলবানীর মতে এটি মাউযূ' (প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২)। তিরমিযীর আরেকটি সহীহ্ হাদীসকে আলবানী য'ঈফ বলে আখ্যায়িত করেছেন (পৃ. ৩৩০)। এমনিভাবে তিনি উক্ত গ্রন্থের ২১৬, ৩৭৬ পৃষ্ঠায় আবূ দাউদের হাদীসকে মাউযূ' বলে চিহ্নিত করেছেন। ফলে এককভাবে তাঁর মন্তব্যের ভিত্তিতে কোন হাদীসকে জাল বলে আখ্যায়িত করা মোটেই সমীচীন নয়।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, শাব্দিক দিক থেকে কোন হাদীস মাউযূ' হলেও অর্থের বা মর্মের দিক থেকে তা কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থজ্ঞাপক হতে পারে। আলবানীর রচনায়ও অনুরূপ মত ব্যক্ত হয়েছে। তিনি প্রথমে يجوز الجذع من الضأن اضحية হাদীসটি য'ঈফ বলে মন্তব্য করেন। পরবর্তীকালে তিনি এতে ভুল করেছেন বলে স্বীকার করে বলেন استدراك 'সংশোধনী' এটা আমি পাঁচ বছর পূর্বে লিখেছিলাম। মুসলিম শরীফে জাবির (রা) বর্ণিত একটি হাদীস, যেটাকে হাফিয ইব্নে হাজার বিশুদ্ধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তার ভিত্তিতে আমি এটা লিখেছিলাম। পরে আমার মনে হলো, আমি এতে ভুল করেছি। তাই আমি আমার মত ফিরিয়ে নিয়েছি।"

কোন হাদীস শাব্দিক দিক থেকে দুর্বল হলেও মর্মের দিক থেকে যে তা বিশুদ্ধ হতে পারে, মুল্লা আলী কারীর এ মতকে সমর্থন করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন ঃ

وان كان ضعيف المبنى فهو صحيح المعنى يشهد له حديث عقبت ومجاشع ولو انى استقبلت من امرى ما استدبرت لما اوردتهما فى هذه السلسلة ـ

www.pathagar.com

–"উল্লিখিত হাদীসটি আমি 'সিলসিলা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করতাম না যদি আমি পরে যা বুঝেছি, তা পূর্বে বুঝতে পারতাম। কেননা এটা শাব্দিক দিক থেকে দুর্বল হলেও মর্মের দিক থেকে বিশুদ্ধ। এর সমর্থনে উকবা (রা) ও মুজাশি' সূত্রে আরো দুটি হাদীস রয়েছে।" (আলবানী, আস-সিলা ১ খ. পৃ. ৮৯, ৯৫)।

একই মত ব্যাখ্যা করে তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وجملة القول انه لا يلزم من كون الحديث ضعيف السند ان لا يكون في نفسه موضوعا كما لا يلزم منه ان لا يكون صحيحا ۔

–"মোটকথা, কোন হাদীসের সনদ দুর্বল হলেও তা প্রকৃতপক্ষে মাউযূ' বা জাল হতে পারে, আবার সহীহও হতে পারে।"

কেননা এ সম্ভাবনা রয়েছে একাধিক সনদের সমর্থনের কারণে সে দুর্বল রিওয়ায়তটি হাসান এমনকি সহীহ পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যেতে পারে। হাফিয জালাল উদ্দীন সুয়ূতী এ ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর বলে পরিলক্ষিত হয় যদিও তিনি মাউযূ' হওয়ার ব্যাপারে তেমন তৎপর নন। (আলবানী, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৩৮)।

উল্লিখিত আলোচনার আলোকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোন হাদীসকে জাল বা বিশুদ্ধ বা য'ঈফ বলার ব্যাপারে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করাই হাদীস পর্যালোচনার সঠিক পন্থা।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-৩

হাদীস জালকারীদের বিভিন্ন শ্রেণী

১. ঐ সব রাবী যারা ইচ্ছাপূর্বক জাল হাদীস রচনা করেছে

এ শ্রেণীর হাদীস জালকারীদের জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

-"যে ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্বক আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলবে, সে যেন তার আশ্রয় জাহান্নামে খুঁজে নেয়।"[১]

এটি মুতাওয়াতির হাদীস। বিপুল সংখ্যক সাহাবী নবী করীম (সা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আল-হারামাইন আবুল মা'আলী (র)-এর পিতা শায়খ আবূ মুহাম্মাদ আল্-জুওয়াইনী (র) বলেন, যে ব্যক্তি নবী করীম (সা) সম্পর্কে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলবে, সে কাফির হয়ে যাবে। অবশ্য জমহূরের মতে এরূপ মিথ্যাবাদী কবীরা গুনাহ্কারী হিসেবে গণ্য হবে।[২] তবে এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে একটি হাদীসও কারো ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলা প্রমাণিত হলে তার বর্ণিত সব হাদীসই প্রত্যাখ্যাত হবে এবং তার কোন রিওয়ায়াতকেই শরী'আতের দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হবে না।[৩] যারা ইচ্ছাপূর্বক রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে জাল (মিথ্যা) হাদীস রচনা করেছে, তারা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। ইতোপূর্বে 'জাল হাদীস রচনার কারণ ও উদ্দেশ্য' শিরোনামে[৪] এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তার মধ্যে এখানে শুধু বিশেষ কয়েক শ্রেণীর নাম পুনরায় উল্লেখ করা হলো ঃ

১. রাজনৈতিক দলসমূহ

২. যিন্দীক সম্প্রদায় ঃ মুসলমানদের আকীদা বিনষ্ট করে ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করাই ছিল এদের আসল উদ্দেশ্য। আর এর হাতিয়ার হিসেবে তারা হাদীস জাল করার মত ঘৃণ্য পথ বেছে নেয়;

---

১. ইমাম মুসলিম প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

২. ফালাতা, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

৩. আন্-নাবাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮; এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে (অধ্যায়-২, পরিচ্ছেদ-১-এ) বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪. বিস্তারিত আলোচনার জন্য অধ্যায়-১, পরিচ্ছেদ-৩ দ্র।

৫. অধ্যায়-২-এর পরিচ্ছেদ-২-এ, এ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৩. ধর্মীয় ভ্রান্ত দলসমূহ ঃ এরাও নিজেদের মতবাদের পক্ষে জাল হাদীস রচনা করে;

৪. কু-প্রবৃত্তির অনুসারী ও বিদ'আত পন্থীগণ;

৫. সাম্প্রদায়িক দল;

৬. কিস্‌সা-কাহিনীকারের দল; এবং

৭. রাজা-বাদশাহ্‌র মোসাহেবগণ।

এরা সবাই নিজেদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাপূর্বক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে জাল (মিথ্যা) হাদীস রচনা করেছে। ইতোপূর্বে এদের রচিত জাল হাদীসের উদাহরণও আমরা যথাস্থানে পেশ করেছি। মুহাদ্দিসগণ জাল হাদীসের গ্রন্থাবলীতেও এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং জাল ও সহীহ্ হাদীসসমূহ সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে দিয়েছেন। তাঁরা জাল হাদীসসমূহ চিহ্নিত করার জন্য এর বিশেষ লক্ষণ[৫] এবং মূলনীতিও নির্ধারণ করেছেন। ফলে আজ গোটা বিশ্বে এমন একটি হাদীসও নেই যে সম্পর্কে বলা যায় না যে, এটা আসল কি নকল?

২. ঐ সব মিথ্যাবাদী যারা সাহাবী হওয়ার দাবি করেছে

একদল মিথ্যাবাদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী হওয়ারও দাবি করেছে। শুধু এতটুকু করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, বরং তাদের মনগড়া মিথ্যা কথাকেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে চালিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। মুহাদ্দিসগণ এদেরকে সাহাবীগণের মধ্যে গণ্য না করে মিথ্যাবাদী জালিয়াতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সাহাবী হওয়ার মিথ্যা দাবি করেছে এমন কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

আসাদ ইব্‌নুল কাসিম আত্-তুরকী ঃ ইমাম আয্-যাহাবী (র) (জ ৬৭৩/১২৭৪-মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮) মূসা ইব্‌ন ইয়া'কূব আল্-হামিদীর জীবনী প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, তিনি আসাদ আত্-তুরকী হতে নবী করীম (সা)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর মূসা থেকে এটি রিওয়ায়াত করেছেন বাহরাম ইব্‌ন হামযা-আল্-মারগীনানী। হাদীসটি হলো ঃ

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ

—"আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারের লোকদের জন্য দু'আ করেন।"

ইমাম আয-যাহাবী (র) (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮) বলেন, এ রিওয়ায়াতটি মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কেননা আসাদ আত্-তুরকী সাহাবী নন।

www.pathagar.com

'তারীখে সামারকান্দ' গ্রন্থে বাহরাম হতে এ মিথ্যা রিওয়ায়াতটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আয্-যাহাবী (র) তাঁর 'আত্-তাজরীদ' গ্রন্থেও এটি বর্ণনা করেছেন।[৬]

২. **আল্-আশাজ্জ** ঃ ইব্ন হাজার (র) (জ. ৭৭৩/১৩৭২-মৃ. ৮৫২/১৪৪৮) বলেন, একেও জাল হাদীস রচনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাঁচশ বছর পরে জন্মগ্রহণ করেও তিনি সাহাবী হওয়ার মিথ্যা দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

خرجنا اربعمائة وخمسين رجلا للتجارة، فأسلمت على يد على، فذهب الى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم بدر -

– "আমরা একবার চারশ' পঞ্চাশজন লোক ব্যবসার উদ্দেশ্যে বের হই। অতঃপর আমি আলী (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করি। এ ঘটনায় আরো বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট গিয়ে দেখেন তিনি বদর যুদ্ধের গণীমাতের মাল বন্টন করছেন।"

ইব্ন হাজার (র) আরো বলেন, 'আশাজ্জ থেকে কায়স ইব্ন তামীম-এর সূত্রে চল্লিশটিরও বেশি মিথ্যা হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৭]

৩. **জুবাইর ইব্নুল হারিস** ঃ তিনি হিজরী ষষ্ঠ শতকের লোক হয়েও নবী করীম (সা)-এর সাহাবী হওয়ার দাবি করেছেন। অথচ প্রথম হিজরী শতকের পর তথা ১১০ হিজরীর পর কোন সাহাবীই দুনিয়াতে জীবিত ছিলেন না। সুতরাং তার সাহাবী হওয়ার এ দাবি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন, তা আর বলার অবকাশ রাখে না। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে খন্দকের যুদ্ধে শরীক হয়েছেন বলেও দাবি করেছেন।[৮] তার সাহাবী হওয়ার দাবি যখন ভিত্তিহীন প্রমাণিত হলো, তখন নবী করীম (সা)-এর সাথে তার খন্দকের যুদ্ধে শরীক হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অতএব, নিঃসংকোচেই একথা বলা যায় যে, জুবাইর ইব্নুল হারিসও একজন চরম মিথ্যাবাদী।

৪. **জা'ফর ইব্ন নাসতুর আর্-রুমী** ঃ তার সম্পর্কে ইমাম আয্-যাহাবী (র) (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮) বলেন, সে একজন চরম মিথ্যাবাদী। তার সূত্রে যত রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে, তা সবই বাতিল ও ভিত্তিহীন।[৯] ইব্ন হাজার (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮)

---

৬. আয্-যাহাবী ঃ **আত্-তাজরীদ**, ১ম সং, ১ম খ. (হায়দারাবাদ ঃ দায়িরাতুল মা'আরিফাতিন্ নিযামিয়াহ্, ১৩৩৫/১৯১৭), পৃ. ১৪; ফালাতা, ৩য় খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫; ইব্ন হাজার ঃ **আল্-লিসান**, ৬ষ্ঠ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

৭. ইব্ন হাজার (১৩২৮ হি.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮-২৩৯; ফালাতা, প্রাগুক্ত।

৮. ইব্ন হাজার ঃ **আল্-লিসান**, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮; ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৯. আয-যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬; ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

www.pathagar.com

বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর যত লোক সাহাবী হওয়ার মিথ্যা দাবি করেছে, তার মধ্যে এ জা'ফর ইব্‌ন নাসতূর আর্-রূমীও একজন।[১০] এ রূমীর দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার রহস্য সম্পর্কে যে ঘটনাটি উল্লেখিত হয়েছে, তাও তার মনগড়া কথা। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর সাথে তাবূকের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ তাঁর হাত হতে চাবুকটি পড়ে গেল। আমি তা উঠিয়ে তাঁর নিকট দিলে তিনি এ বলে দু'আ করলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন। এরই বদৌলতে নাকি তিনি তিনশ' বিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।[১১] ইব্‌ন হাজার (র)-এর মতে এ মিথ্যাবাদী জা'ফর ইব্‌ন নাসতূর আর্-রূমী থেকে প্রায় একুশটি জাল হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১২]

৫. হাতিম : পিতৃ-পরিচয়বিহীন হাতিম নামক (হি. দ্বিতীয় শতকের) জনৈক ব্যক্তিও সাহাবী হওয়ার মিথ্যা দাবি করেছে। তার এ দাবির পক্ষে দলীল হলো তার স্ব-রচিত এ জাল হাদীসটি :

اشترانى النبى صلى الله عليه وسلم بثمانية عشر دينارا، فأعتقنى فكنت معه اربعين سنة ـ

–"নবী করীম (সা) আমাকে আঠার দীনারের বিনিময়ে খরীদ করে নিয়ে আযাদ করে দেন। অতঃপর আমি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাঁর সাহচর্যে থাকি।"[১২]

এটা একটা অবাস্তব ও অসম্ভব কথা। কেননা নবী করীম (সা)-এর জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি। আর এ দাবিও এমন এক ব্যক্তি করছে, যার পিতৃ-পরিচয়ই পাওয়া যায়নি। সুতরাং এ দাবি যে মিথ্যা, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৬. রতন আল্-হিন্দী : ইমাম আয্-যাহাবী (র) (মৃ ৭৪৮/১৩৪৮) বলেন, এ ব্যক্তি যে চরম মিথ্যাবাদী-দাজ্জাল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ছয়শ' বছর পরে জন্মগ্রহণ করেও সে সাহাবী হওয়ার দাবি করেছে।[১৩] সে আরো দাবি করেছে যে, নবী করীম (সা)-এর নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছে এবং তিনি তার দীর্ঘায়ু লাভের জন্য দু'আ করেছেন। এ রতন আল্-হিন্দীর নাম ও পিতার নামের ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তার নাম হলো রতন ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্ আল্-হিন্দী আত্-তীরিন্দী বা আল্-মুরিন্দী। আবার কারো মতে তার নাম হলো রতন ইব্‌ন সাহুক। কারো মতে রতন ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন কারবাল। কারো মতে

১০, ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

১১. ইব্‌ন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০-১৩১।

১২. ফালাতা, প্রাগুক্ত।

১৩. ইব্‌ন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০।

www.pathagar.com

রতন ইব্‌ন মাইদান ইব্‌ন মান্দী। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, তার নাম হলো খাজা রতন অথবা বাবা রতন।[১৪]

৭. **সারবাতক আল্‌-হিন্দী ঃ** এ ব্যক্তিও সাহাবী হওয়ার মিথ্যা দাবি করেছে। বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা) নাকি এ ব্যক্তির নিকট হুযায়ফা ইব্‌নুল ইয়ামান (রা), উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা), সাফীনা (রা), সুহায়বা (রা) ও আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) প্রমুখ সাহাবীকে প্রেরণ করেন। তাঁরা তাকে ইসলামের দিকে আহবান জানালে সে ইসলাম গ্রহণ করে।[১৫] ইমাম আয্‌-যাহাবী (র) এ ঘটনাটি অনুসন্ধান করে মন্তব্য করেছেন যে, এ ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।[১৬] এ ব্যক্তি আরো দাবি করেছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে তার মক্কায় দু'বার এবং মদীনায় একবার সাক্ষাত হয়েছে। আর তখন সে হাবশার বাদ্‌শাহ্‌র দূত হিসেবে সেখানে প্রেরিত হয়েছিল। ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম আল্‌-কাওসী বলেন, হিন্দুস্তানের 'কুনূজ' নামক শহরে 'সারবাতক'-এর সাথে আমার দেখা হলে তাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনার বয়স কত হয়েছে? সে বললো সাতশ' পঁচিশ বছর।[১৭]

এভাবে ষষ্ঠ হিজরী শতকের লোক কায়স ইব্‌ন তামীম আত্‌-তাঈ আল্‌-কায়লানী আল্‌-আশাজ্জ, সপ্তম হিজরী শতকের লোক মু'আশির ইব্‌ন বারীক, চতুর্থ হিজরী শতকের লোক মাকলাবা ইব্‌ন মালাকান আল্‌-খাওয়ারিযমী, মূসা আল্‌-আনসারী এবং ইয়াসার ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ নবী করীম (সা)-এর সাহাবী হওয়ার দাবি করেছে এবং এদের সূত্রে বহু জাল (মিথ্যা) হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ জাল হাদীস-এর গ্রন্থাবলীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাদের এ দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তাঁরা আরো প্রমাণ করেছেন যে, তাদের সূত্রে কোন সহীহ্‌ হাদীস বর্ণিত হয়নি; বরং তাদের মনগড়া কল্পিত কথাকেই তারা হাদীসরূপে চালিয়ে দিয়েছে।

৩. ঐ সব রাবী, যারা হাদীস জাল করার কথা নিজেরাই স্বীকার করেছে

এখন আমরা এমন এক শ্রেণীর জালকারীদের প্রসংগে আলোচনা করবো যারা হাদীস জাল করার কথা নিজেরাই স্বীকার করেছে। রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণ রাবীর এরূপ স্বীকারোক্তিকে জাল হাদীস রচনার ক্ষেত্রে শক্তিশালী দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এমনকি অনেক হাদীস জালকারীকে তাদের স্বীকারোক্তি মুতাবিক উপযুক্ত

১৪. ফালাতা, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; ইব্‌ন হাজার (১৩২৮ হি), ২য় খ, পৃ. ৫২৩-৫২৪।

১৫. প্রাগুক্ত, ৩য় খ., পৃ. ২৮০।

১৬. আয্‌-যাহাবী (১৩১৫ হি.) প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।

১৭. ইব্‌ন হাজার (১৩২৮ হি.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০।

www.pathagar.com

শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছে। যেমন খলীফা হারুনুর রশীদ (১৭০/১০৮৬-১৯৩/২০০৯)-এর যুগে জাল হাদীস রচনার অভিযোগে জনৈক যিন্দীককে হত্যার নির্দেশ দেয়া হলে ঐ যিন্দীক বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাকে না হয় হত্যা করলেন, কিন্তু আমি যে চার হাজার হাদীস জাল করেছি, যার মধ্যে হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করা হয়েছে, তার অবস্থা কি হবে? তখন খলীফা বললেন, হে যিন্দীক! তুমি জেনে রাখ, আমাদের মাঝে এখনো আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) এবং আবূ ইসহাক আল-ফাযারী (র)-এর মত বিজ্ঞ মুহাদ্দিস রয়েছেন যাঁরা তোমার রচিত হাদীসের প্রতিটি অক্ষর চিহ্নিত করতে সক্ষম। আসল ও নকল হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা তাঁদের জন্য কোন কঠিন কাজ নয়।[১৮]

হাদীস জাল করার কথা যারা নিজেরাই স্বীকার করেছে, এরূপ কতিপয় হাদীস জালকারীর নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. ইবরাহীম আল্-হাওয়াত ঃ তাকে ইব্নুল হাওয়াতও বলা হয়ে থাকে। আস্-সাজী (র) বলেন, সে হলো চরম মিথ্যাবাদী। আল্-ওয়াকিদী (র) বলেন, আমি ইব্ন আবী যি'ব (র) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ইবরাহীম আল্-হাওয়াত নিজেই স্বীকার করেছে যে, সে বহু জাল হাদীস রচনা করেছে।[১৯]

২. আবরাদ ইব্ন আশরাস ঃ ইব্ন খুযায়মা (র) তার সম্পর্কে বলেছেন, সে একজন চরম মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত। সে নিজেই বহু জাল হাদীস রচনা করার কথা স্বীকার করেছে।[২০]

৩. আহমাদ ইব্ন উবাইদুল্লাহ আবুল আয ইব্ন কাদিম ঃ ইব্ন আসাকির (র)-এর এক উস্তাদ বুরহান আল্-হালাবী (র) বলেন, সে জাল হাদীস রচনার কথা নিজেই স্বীকার করেছে। অবশ্য পরে সে এ পথ থেকে ফিরে আসে এবং তাওবা করে।[২১]

৪. আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন গালিব আল্-বাহিলী ঃ সে গোলাম খলীল নামে পরিচিত। সাধারণ মানুষের দিল নরম করার জন্য সে বহু জাল হাদীস রচনা করেছে। একথা সে নিজেও স্বীকার করেছে।[২২]

---

১৮. ফালাতা, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৮।

১৯. আয্-যাহাবী (১৯৬৩), ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

২০. আয্-যাহাবী ঃ **আল্-মুগনী**, ১ম সং, ১ম খ., (হালাব ঃ মাতবা'আতুল বালাগাহ্, ১৩৯১/১৯৭১), পৃ. ৩২; ইব্ন হাজার ঃ **আল্-লিসান, ১ম খ.**, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

২১. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

২২. ইব্ন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।

www.pathagar.com

৫. ইসমা'ঈল ইব্ন আবূ ও উওয়াইস ঃ সে নিজেই স্বীকার করেছে যে, মদীনাবাসীদের মধ্যে কোন ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিলে আমি মীমাংসার উদ্দেশ্যে তাদের জন্য জাল হাদীস রচনা করে দিতাম।[২৩]

৬. বাযাম আবূ সালিহ্ মাওলা উম্মে হানী ঃ তাকে বাযানও বলা হয়ে থাকে। সে ইব্ন আল্-মাদীনী (র), ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল্-কাত্তান (র) ও সুফিয়ান আস্-সাওরী থেকে বর্ণনা করেছে। আল্-কালবী (র) বলেছেন, আবূ সালিহ্ আমার নিকট স্বীকার করেছে যে, তার সূত্রে যে সব হাসীস বর্ণিত হয়েছে, তা সবই মিথ্যা।[২৪]

৭. জাবির ইব্ন মুরশিদ আল্-হানাফী আল্-কূফী ঃ সে শী'আ সম্প্রদায়ের একজন আলিম ছিল। ইমাম আন্-নাসা'ঈ (র) (জ. ২১৫/৮৩০- মৃ. ৩০৩/৯১৫) ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) (জ. ১৫৮/৭৭৫- মৃ. ২৩৩/৮৪৮) তার হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন। অবশ্য ইমাম শু'বা (র) (জ. ৮২/৭০২-মৃ. ১৬০/৭৭৭) এবং সুফইয়ান আস্-সাওরী (র) (জ. ৯৭/৭১৬- মৃ. ১৬১/৭৭৮) তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন। আবুল আইনা তওবা করার পর বলেছেন, আমি এবং জাবির দু'জনেই ফাদাক সংক্রান্ত হাদীসটি জাল করি। বাগদাদের ইব্ন আবী শায়বা (র) ছাড়া আর সবাই হাদীসটি গ্রহণ করে নেন।

৮. যিয়াদ ইব্ন মাইমূন আস্-সাকাফী আল্-ফাকিহী ঃ সে আনাস (রা)-এর নামে অনেক জাল হাদীস রচনা করেছে। এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, আমার ধারণা যে, আমি ইয়াহূদী অথবা খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিলাম। আমি এর থেকে ফিরে আসলাম। আমি আনাস (রা) থেকে একটি হাদীসও শুনিনি। তাঁর নামে যা বর্ণনা করেছি, তা সবই মিথ্যা।[২৫]

৯. শায়খ ইব্ন আবূ খালিদ ঃ ইমাম আয্-যাহাবী (র) সুলায়মান ইব্ন হারব সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি একদিন শায়খ ইব্ন আবূ খালিদের নিকট গিয়ে দেখি সে কাঁদছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন? সে বলল, আমি চারশ' মিথ্যা হাদীস রচনা করে তা লোক সমাজে ছেড়ে দিয়েছি। জানি না এখন আমার অবস্থা কি হয়?[২৬]

১০. আব্দুল আযীয ইব্নুল হারিস আবুল হাসান আত্-তামীমী আল্-হাম্বলী ঃ ইমাম আয্-যাহাবী (র) বলেন, তিনি হাম্বলী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয়

২৩. ফালাতা, প্রাগুক্ত।

২৪. ইব্ন হাজার আত্-তাহ্যীব, ১ম খ, পৃ. ৪১৪।

২৫. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

২৬. আয্-যাহাবী (১৯৬৩), ২য় খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৪।

www.pathagar.com

আলিমগণের মধ্যে গণ্য। তার রচিত একটি অথবা দু'টি হাদীস ইমাম আহমাদ (র)-এর 'আল্-মুস্নাদ' গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। খতীব আল্-বাগদাদী (র) উমর ইব্ন মুসলিম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন আমি আব্দুল আযীয ইব্নুল হারিস আল্-হাম্বলীর সাথে কোন এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তখন মক্কা বিজয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল, এটা কি সন্ধির মাধ্যমে হয়েছে, না যুদ্ধের মাধ্যমে? তখন সে বলল, যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে। তখন বলা হল, এর দলীল কি? তখন সে বলল, আনাস (রা) থেকে ইমাম আয্-যুহ্রী (র) রিওয়ায়াত করেছেন, মক্কা বিজয় সন্ধির মাধ্যমে হয়েছে না যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে হয়েছে এ নিয়ে সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। তাঁরা নবী করীম (সা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মক্কা বিজয় যুদ্ধের মাধ্যমে হয়েছে। উমর ইব্ন মুসলিম বলেন, ঐ মজলিস থেকে বেরিয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি হাদীস? সে বলল, এটা কোন হাদীস নয়। পরিস্থিতি মুকাবিলা করার জন্য আমি তাৎক্ষণিকভাবে এটা তৈরি করে দিলাম।[২৭]

১১. আব্দুল কারীম ইব্ন আবিল আওজা ঃ ইমাম আয্-যাহাবী (র) (মৃ ৭৪৮/১৩৪৮) বলেন, সে হলো একজন যিন্দীক। ইব্ন আদী (র) বলেন, জাল হাদীস রচনার অভিযোগে যখন তাকে হত্যার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়, তখন সে স্বীকার করে বলল, তোমাদের মাঝে আমার রচিত চার হাজার জাল হাদীস রয়েছে। এর মাধ্যমে হালালকে হারাম করা হয়েছে এবং হারামকে হালাল করা হয়েছে।[২৮]

১২. আল্-আলা ইব্ন আব্দির্ রহমান ঃ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) (জ. ১৫৮/৭৭৫- মৃ. ২৩৩/৮৪৮) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত্যুর সময় আল্-আলা ইব্ন আব্দির রহমানকে বলা হয়েছিল, তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? সে বলল, আমি আশা করি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। কেননা আমি আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-এর মর্যাদা প্রসংগে সত্তরটি জাল হাদীস রচনা করেছি।[২৯]

১৩. উমর ইব্নুস্ সাবাহ্ ঃ ইমাম আল্-বুখারী (র) (জ. ১৯৪/৮১০- মৃ. ২৫৬/৮৭০)-এর 'আত্-তারীখুল আওসাত' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। উমর ইব্নুস্ সাবাহ্ বলেছে, আমি নবী করীম (সা)-এর খুতবা সংক্রান্ত হাদীসগুলো জাল করেছি।[৩০]

---

২৭. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

২৮. আস্-সুবা'ঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

لقد وضعت فيكم اربعة الاف حديث احرم فيها الحلال واحلل فيها الحرام -

২৯. ইব্নুল-জাওযী, ১ম খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯।

৩০. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

www.pathagar.com

ইমাম আয্-যাহাবী (র) (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮) বলেন, এ একজন চরম মিথ্যাবাদী। জাল হাদীস রচনা করার কথা সে নিজেই স্বীকার করেছে।[৩১]

১৪. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহা্ক ইব্ন ইবরাহীম আল্-আহওয়াযী ঃ আবূ বকর ইব্ন আবদান আশ্-শীরাযী (র) বলেন, জাল হাদীস রচনার কথা সে নিজেই স্বীকার করেছে।

১৫. মুহাম্মাদ ইব্ন সাইব আল্-কালবী ঃ সে ইব্ন আব্বাস (রা) (মৃ. ৬৮ হি.)-এর সূত্রে যত হাদীস বর্ণনা করেছে, তা সবই মিথ্যা বা জাল।

১৬. মুহাম্মাদ ইব্নে সা'ঈদ আল্-মাসলুব আশ্-শামী ঃ ইব্ন হিব্বান (র) (মৃ. ৩৫৪/৯৬৪) বলেন, সে (সা'ঈদ আল্-মাস্লুব) যে কোন উত্তম কথার সাথে সনদ জুড়ে তা হাদীস হিসেবে চালিয়ে দিত।[৩২]

১৭. মুহাম্মাদ ইব্নুল-কাসিম ইব্ন হাসান আল্-বারযাতী ঃ আবূ বকর ইব্ন আব্দিল্লাহ্ আশ্-শীরাযী (র) বলেন, এ ব্যক্তি চরম মিথ্যাবাদী। জাল হাদীস রচনা করার কথা সে নিজেই স্বীকার করেছে।

১৮. মাইসারা ইব্ন আব্দ রাব্বিহী আল্-ফারসী ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আত্-তাব্বা' বলেন, আমি মাইসারাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ সব হাদীস তুমি কোথায় পেয়েছ... যে ব্যক্তি এটা পড়বে, তার এত এত সাওয়াব হবে? সে উত্তরে বলল, আমি মানুষকে নেককাজের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য এগুলো রচনা করেছি।[৩৩]

১৯. আবূ আসমা নূহ ইব্ন আবী মারইয়াম ঃ সে পবিত্র কুরআনের সূরার ফযীলত সম্পর্কে বহু জাল হাদীস রচনা করেছে।[৩৪]

২০. নাসর ইব্ন তারীফ আবূ জাযা আল্-কাসাব ঃ মৃত্যুর পূর্বে সে লোকদেরকে সাক্ষী রেখে বলে গেছে, আমি এই এই জাল হাদীসগুলো রচনা করেছি। আর এজন্য আমি তাওবা করছি এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। উল্লেখ্য যে, সে জীবনে যত জাল হাদীস রচনা করেছে, মৃত্যুর পূর্বে তা সবই লোকদেরকে পাঠ করে শুনিয়ে গেছে।[৩৫]

---

৩১. আয্-যাহাবী, মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মদ, শামসুদ্দীন ঃ **দিওয়ানুয্-যু'আফা** (মাকতাবাতুন্ নাহ্দাতিল হাদীসাহ্ ১৩৮৭/১৯৬৭) পৃ. ২২৮।

৩২. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

৩৪. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত।

৩৫. ইবন হাজার ঃ **আল্-লিসান**, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-১৫৪; ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭।

www.pathagar.com

৪. স্বীকারোক্তি তুল্য কথা, যদ্বারা রাবীর মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণিত হয়

যেমন রাবী যদি এমন উস্তাদ হতে হাদীস বর্ণনা করেন যার সাথে তার সাক্ষাত হয়েছে বলে কোন প্রমাণ নেই, অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তার জন্ম হয়েছে অথবা সে স্থানে তিনি আদৌ যাননি যেখানে বসে তিনি হাদীস শুনেছেন বলে দাবি করেন ইত্যাদি। এ সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করবো না। সংক্ষেপে শুধু এরূপ কতিপয় রাবীর নাম উল্লেখ করবো যাদের কথা দ্বারা তাদের মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণিত হয়েছে।

১. আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নুল-আযহার ইব্ন হুরাইস আস্-সিজিস্তানী,
২. ইসহাক ইব্ন বাশার আবূ হুযায়ফা আল্-বাখারিয়া,
৩. হুসাইন ইব্ন দাউদ আবূ আলী আল্-বালাখী,
৪. আব্বাস ইব্ন আব্দিল্লাহ্ ইব্ন ইসানম আল-ফকীহ,
৫. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ ইব্ন সাম'আন,
৬. আলী ইব্ন আসিম ইব্ন সুহাইব আল্-ওয়াসিতী,
৭. উমর ইব্ন মূসা আল্-উজাইহী আল্-হিম্মাসী আল্-আনসারী,
৮. ঈসা ইব্ন যাইদ আল্-হাশিমী,
৯. উমর ইব্ন হারুন আল্-বালখী,
১০. ফযল ইব্ন উবাইদুল্লাহ্ আল্-হুমাইরী,
১১. মা'মূন ইব্ন আহমাদ আস্-সুলামী আল্-হারাবী,
১২. মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন ইসমা'ঈল আবুল মানাকিব আল্-কাযবীনী,
১৩. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন মূসা ইব্ন হারূন,
১৪. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ আবুল ফযল আশ্-শায়বানী,
১৫. আহমদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন ইকবাল আল্-মাকদিসী,
১৬. আহমাদ ইব্নুল ফারাজ ইব্ন সুলায়মান আবূ উৎবা আল্-কিন্দী আল্-হিম্মাসী, হিজাযী নামে সে পরিচিত,
১৭. সাবিত ইব্ন জা'ফর ইব্ন আহমাদ আন্-নাহাওয়ান্দী,
১৮. হুসাইন ইব্ন আহমাদ আল্-কাদসী,
১৯. ইবরাহীম ইব্ন আহমাদ আল্-আজালী,
২০. খালিদ ইব্ন নাজীহ্ আল্-মিসরী,
২১. আবদুল আযীয ইব্নুল হারিস আবুল হাসান আত্-তামীমী,
২২. আমর ইব্ন মালিক,

www.pathagar.com

২৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আইয়ুব ইব্ন সুওয়াইদ আর্-রামলী,

২৪. মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন উসমান আবূ বকর আল্-বাগদাদী আত্-তাবাযী,

২৫.আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন রবী'আ আল্-কুদামী,

২৬. ইব্ন কাইস ইব্ন রবী' আল্-আসাদী আবূ মুহাম্মাদ আল্-কূফী,

২৭. ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইউনূস আল্-বাগদাদী আল্-মাখরামী আল্-জামাল,

২৮. মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন বুদাঈল আবুল্-ফযল আল-খুযাঈ,

২৯. মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নুল আশ'আস আল্-কূফী আবুল হাসান ও

৩০. মূসা ইব্ন আব্দির রহমান আস্-সান'আনী।[৩৬]

৫. ঐ সব রাবী, যারা অনিচ্ছাকৃতভাবে জাল হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন

কিছু সংখ্যক রাবী অনিচ্ছাকৃতভাবে জাল হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েক শ্রেণীর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক. প্রথমত আলিমরূপী অজ্ঞ-মূর্খ লোক ঃ অর্থাৎ মুহাদ্দিস ও আলিম নামধারী ঐসব অজ্ঞ লোক কুরআন-সুন্নাহ্ সম্পর্কে যাদের সুস্পষ্ট কোন ধারণা নেই। তারা মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করে সাধারণ লোকদের নিকট তা বর্ণনা করার সময় সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে নিজেদের অজান্তেই তাতে বিভিন্ন প্রকার ভুল-ত্রুটি ও মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তা বর্ণনা করে। ইব্ন হিব্বান (র) (মৃ. ৩৫৪/৯৬৪) থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'আল্-আওকা' নামক স্থানে জনৈক শায়খের নিকট 'আনাস থেকে হুমাইদ' সূত্রে বর্ণিত হাদীসের একটি পাণ্ডুলিপি ছিল। ঐ শায়খ একটি মসজিদের মু'আয্যিন ছিলেন। তিনি ঐ পাণ্ডুলিপি থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। ইব্ন হিব্বান (র) বলেন, আমি ঐ শায়খকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি হুমাইদকে কোথায় দেখেছেন? তিনি বললেন, আমি তাকে দেখিনি। এরপর ইব্ন হিব্বান (র) বললেন, যাকে আপনি দেখেননি তার থেকে কিভাবে হাদীস বর্ণনা করছেন? তিনি উত্তরে বললেন, এটা কি নাজায়েয? এ মসজিদে একজন শায়খ ছিলেন। তিনি আযান দিতেন এবং পাণ্ডুলিপি থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে এ পাণ্ডুলিপিটি দিয়ে বলা হলো, পূর্বের শায়খের ন্যায় এ মসজিদে আযান দেবে এবং এ পাণ্ডুলিপি থেকে হাদীস বর্ণনা করবে। তাই এখন আমি তার মত আযান দিচ্ছি এবং তিনি যেভাবে এ পাণ্ডুলিপি থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন, আমিও ঠিক সেভাবে এর থেকে হাদীস বর্ণনা করছি। এ হলো মূর্খ লোকের অবস্থা।

৩৬. ফালাতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৫৩।

www.pathagar.com

খ. দ্বিতীয়ত হাদীস রিওয়ায়াতের অযোগ্য নেককার আবিদ লোক ঃ এ শ্রেণীর লোকেরাও অনিচ্ছাকৃতভাবে জাল (মিথ্যা) হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ্ মুসলিমের ভূমিকায় ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল-কাত্তান (র) (জ. ১২০/৭৩৮- মৃ. ১৯৮/৮১৩) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, হাদীস রিওয়ায়াতে সালিহীন বা নেককার লোকদের চেয়ে অধিক মিথ্যা বর্ণনাকারী আমি আর কাউকে দেখিনি। ইমাম মুসলিম (র) (জ. ২০২/৮১৭- মৃ. ২৬১/৮৭৫) বলেন, মিথ্যা তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, ইচ্ছাকৃতভাবে তারা মিথ্যা বলেন না। আবুয্-যিনাদ বলেন, আমি মদীনাতে এমন একশ' নেককার আবিদ লোকের সন্ধান পেয়েছি, যাদের থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করা হতো না। কেননা তাঁরা হাদীস রিওয়ায়াতের যোগ্য ছিলেন না।[৩৭]

গ. যে সব রাবীর স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে ঃ যে সব রাবীর স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে, তাঁরাও কোন কোন সময় অনিচ্ছকৃতভাবে জাল হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হওয়ার কারণে কখনো তাঁরা সনদ রদ-বদল করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবার কখনো মুরসাল হাদীসকে মাওকূফ এবং মাওকূফকে মাক্তূ' হিসেবে রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্ন হিব্বান (র) (মৃ. ৩৫৪/৯৬৪) বলেন, যে সব রাবীর স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে এমন অনেক সিকাহ্ রাবীও রয়েছেন যাদের স্মৃতিশক্তি শেষ বয়সে বিলুপ্ত হয়েছে। যেমন সা'ঈদ ইব্ন আবী আরূবা (র) (মৃ. ১৫৬/৭৭২) এবং লাইস ইব্ন আবী সুলাইম প্রমুখ।

ঘ. অধিক ভুল-ভ্রান্তিকারী রাবী ঃ অধিক ভুল-ভ্রান্তিকারী রাবীগণও অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। মূলত তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অভাবেই রাবীদের এরূপ ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে।

ঙ. অমনোযোগী রাবী ঃ অমনোযোগী রাবীগণও অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। যারা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তাদের রিওয়ায়াতও গ্রহণযোগ্য নয় এবং তার উপর আমল করাও বৈধ নয়। তবে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে জাল হাদীস রচনাকারীদের ন্যায় অভিশপ্ত কিংবা শাস্তিযোগ্য অপরাধী নন।[৩৮]

---

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৬৮।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭৫।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ–৪

কতিপয় জাল হাদীসের উদাহরণ

নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের রেফারেন্সসহ নিম্নে প্রচলিত কতিপয় জাল হাদীসের উদাহরণ পেশ করা হলো ঃ

১. علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل

–"আমার উম্মাতের আলিমগণ বনী ইসরা'ঈলের নবীগণের তুল্য।"[১]

ইমাম আস্-সুয়ূতী (র) বলেন, এটি একটি ভিত্তিহীন হাদীস।

২. من لعب بالشطرنج فهو ملعون –"যে দাবা খেলে সে অভিশপ্ত।"[২]

৩. مداد العلماء افضل من دم الشهداء –"আলিমগণের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও উত্তম।"[৩]

৪. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين –"আদম (আ) যখন মাটি ও পানির মাঝে, তখনো আমি নবী ছিলাম।"[৪]

হুবহু এরূপ শব্দে কোন সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়নি। তবে মুল্লা আলী কারী বলেন, তিরমিযী, ইব্নে হিব্বান ও হাকিমে এ মর্মের হাদীস বর্ণিত হয়েছে, (প্রাগুক্ত পৃ.৫৪)।

৫. القلب بيت الرب –"কলব (অন্তর) হচ্ছে আল্লাহ্ পাকের ঘর।"

---

১. আস্-সুয়ূতী, আব্দুর রহমান ইব্ন আবী বকর ঃ **আদ্-দুররুল মুন্তাসারাহ,** ১ম সং, (রিয়াদ ঃ আল্-মাকতাবাত জামি'আতিল মালিক সাউদ, ১৪০৩/১৯৮৩, পৃ. ১৪৮।

২. ইব্নুল-আত্তার, আলাউদ্দীন ঃ **ফাতাওয়াতুল ইমাম আন্-নাবাবী** (মিসর ঃ মাতবা'আতুল ইস্তিকামাহ, ১৯৩৩) পৃ. ১২৮।

৩. আল্-কারামী ঃ **আল-কাওয়া'ইদুল-মাওযূ'আহ্** (বৈরুত ঃ দারুল 'আরাবিয়্যাহ, ১৩৯৭/১৯৮৮), পৃ. ৮২

৪. আস্-সাখাবী, মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দির রহমান ঃ **আল্-মাকাসিদুল্ হাসানাহ** (মিসর ঃ দারুল আদাব আল্-আরাবী, ১৩৭৫/১৯৫৬), পৃ. ৩২৭ ; ইব্ন তাইমিয়া ঃ **আহাদীসুল কিসাস** (বৈরুত ঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৭২), পৃ. ৮৭ চলার মুখে প্রচারিত এটি একটি হাদীস, যদিও বিশুদ্ধ সনদ নেই, (গ্রন্থকার) পাদটীকা পৃ. ১৩)।

www.pathagar.com

এটাও ভিত্তিহীন হাদীস। এরূপ শব্দে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। তবে এর একটি মর্ম সঠিক।[৫]

৬. الشيخ فى قومه كالنبى فى امته –"উম্মাতের মধ্যে নবীর যে মর্যাদা, কাওমের মধ্যে শায়খের সে মর্যাদা।"[৬]

৭. حب الوطن من الايمان –"স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ"।[৭]

মর্মের দিক থেকে এটা সঠিক হতে পারে, (মুল্লা আলী কারী, পৃ. ৩৫)।

৮. من صافح يهوديا او نصرانيا فليتوضأ وليغسل يده

–"ইয়াহূদী অথবা খ্রিস্টানের সাথে কেউ মুসাফা (সাক্ষাত) করলে তার উযূ করে হাত ধুয়ে ফেলা উচিত।"[৮]

৯. الوضوء من البول مرة، ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا

–"প্রশ্রাব করলে একবার উযূ করতে হয়। পায়খানা করলে দু'বার এবং জুনূবী (অপবিত্র) হলে তিনবার উযূ করতে হয়।"[৯]

১০. من تلكم فى المسجد بكلام الدنيا احبط الله اعماله

–"মসজিদে বসে যে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সমস্ত আমল বরবাদ করে দেবেন। –এটাও জাল হাদীস।"[১০]

১২. من رفع يديه فى الصلاة فلا صلاة له

–"নামাযের মধ্যে যে রাফউ ইয়াদাইন করবে (অর্থাৎ কাঁধ বরাবার হাত উঠাবে) তার নামায শুদ্ধ হবে না।"

এটিও জাল হাদীস। এ হাদীসটির রচয়িতা হলো মামূন ইব্ন আহমাদ আস্-সুলামী।[১১]

---

৫. আল্-কারী, মুল্লা আলী, **আল্-আস্‌রারুল মারফূ'আহ্** (বৈরুত ঃ দারুল কালাম, ১৩৯১/১৯৭১), পৃ. ২৬০।

৬. আল্-হাওত, মুহাম্মাদ ইব্ন দারবীশ ঃ **আস্‌নাউল মাতালিব** (মিসর ঃ মাতবা'আহ্ মুস্তাফা মুহাম্মাদ, ১৩৫৫/১৯৩৬) পৃ. ১৩০ ; আল্-আলবানী, নাসিরুদ্দীন ঃ **য'ঈফুল জামি'**, ৩য় খ., (দিমাশ্ক ঃ আল্-মাকতাবাতুল ইসলামী, তা. বি.), পৃ. ২৬১ ; আল্-মানাবী, আব্দুর রউফ, **ফাইযুল কাদীর** ১ম সং, ৪র্থ খ., (মিসর ঃ মাতাবা'আহ্ মুস্তাফা মুহাম্মাদ, ১৯৩৮), পৃ. ১৮৫।

৭. ইব্নুদ্ দাবীগ, আব্দুর রহমান ইব্ন আলী ঃ **তামঈযুত্ তাইয়্যিবি মিনাল খাবীস** (মিসর ঃ মাতবা'আহ্ সাবীহ, ১৩৮২/১৯৬২), পৃ. ৬৫ ; আল্-আ'জালূনী, ইসমা'ঈল ইব্ন মুহাম্মাদ ঃ **কাশফুল খাফা**, ১ম খ., (মিসর ঃ মাকতাবাতুল কাদসী, ১৩৫১/১৯৩৩), পৃ. ৩৪৫।

৮. আশ্-শাওকানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

www.pathagar.com

১৩. من صلى ليلة النحر ركعتين، يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب خمس عشرة مرة، وقل هو الله احد خمس عشرة مرة، وقل اعوذ برب الفلق خمس عشرة مرة وقل اعوذ برب الناس خمس عشرة مرة ، فان سلم قرأ اية الكرسى ثلاث مرات، واستغفر الله خمس عشرة مرة، جعل الله اسمه فى اصحاب الجنة -

–"যে ব্যক্তি 'ঈদুল আয্হার রাতে দু'রাকা'আত নামায পড়বে এবং প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা আল্-ফাতিহা পনেরবার, সূরা আল্-ইখলাস পনেরবার, সূরা আল্-ফালাক পনেরবার ও সূরা আন্-নাস পনেরবার পড়ে সালাম ফিরিয়ে তিনবার আয়াতুল্ কুরসী এবং পনেরবার আস্তাগ্ফিরু'ল্লাহ্ পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতবাসীদের সাথে তার নাম লিপিবদ্ধ করে নেবেন।"

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ গালিব-যিনি গোলাম খলীল নামে পরিচিত, তিনি এ মিথ্যা হাদীসটি রচনা করেছেন।[১২]

১৪. اطلبوا العلم ولو بالصين، فان طلب العلم فريضة على كل مسلم -

–"সুদূর চীন দেশে যেতে হলেও ইল্ম হাসিল করো। কেননা ইল্ম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর ফরয।"[১৩]

১৫. احبوا العرب لثلاث، لانى عربى وكلام اهل الجنة عربى والقران عربى -

–"তোমরা তিনটি কারণে আরবী ভাষাকে ভালবাস। কেননা আমি নিজে আরবী-ভাষী, জান্নাতীদের ভাষা আরবী এবং পবিত্র কুরআনও আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।"

আল্-উকাইলী (র) বলেন, এটি একটি ভিত্তিহীন হাদীস। ইব্নুল্ জাওযী (র) তাঁর 'আল্-মাওযূ'আত' গ্রন্থে এ রিওয়ায়াতটি উল্লেখ করেছেন।[১৪] হুবহু এরূপ শব্দে নবী করীম (সা) থেকে বিশুদ্ধ সনদে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি, তবে এর মর্ম সঠিক।

---

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২; এ হাদীসের দ্বিতীয় অংশ ইব্নে মাজাহয় বর্ণিত আছে। প্রথম খণ্ডের সমর্থনে সুয়ূতী আরো দুটি বর্ণনার উল্লেখ করেছেন।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩ ; 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থেও এ রিওয়ায়াতটিকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মুছলেহ্ উদ্দীন, আ.ত.ম., আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম সং, (ঢাকা ঃ ই.ফা. বা. ১৪০২/১৯৮২), পৃ. এগার, হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সুয়ূতী এর সমালোচনা করলেও এর সমর্থন হাদীস রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

www.pathagar.com

১৬. صنفان من امتى لا تنالهما شفاعتى المرجئة والقدرية، قيل يا رسول الله من القدرية ؟ قال : قوم يقولون لاقدر، قيل فمن المرجئة ؟ قال : قوم يكونون فى اخر الزمان اذا سئلوا عن الايمان، قالوا نحن مؤمنون ان شاء الله ـ

—"আমার উম্মাতের মধ্যে দু'টি দল আমার শাফা'আত পাবে না। এদের একটি হলো মুরজিয়া এবং অপরটি কাদরিয়া। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! কাদরিয়া কারা? তিনি বললেন, কাদরিয়া হলো ঐ সম্প্রদায় যারা তাক্দীর বিশ্বাস করে না। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো, মুরজিয়া কারা? তিনি বললেন, মুরজিয়া হলো শেষ যামানার এমন একটি সম্প্রদায়, যখন তাদের নিকট ঈমান সম্পর্কে কোন প্রশ্ন হবে, তখন তারা বলবে, আমরা ইনশা আল্লাহ্ মু'মিন।"

এটি একটি মাওযূ' বা মিথ্যা হাদীস। মা'মূন ইব্ন আহমাদ আস্-সুলামী এটি রচনা করেছেন।"[১৫]

১৭. فضل رجب على الشهور كفضل القرأن على سائر الكلام ـ

—"সমস্ত কথার উপর পবিত্র কুরআনের যেরূপ ফযীলত, সমস্ত মাসের ওপর রজব মাসেরও অনুরূপ ফযীলত রয়েছে।"

ইব্ন হাজার (র)-এর মতে এটি একটি জাল হাদীস।[১৬]

১৮. من قرأ قل هو الله احد على طهارة مرة كطهره للصلاة يبدأ بفاتحة الكتاب كتب له بكل حرف عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشردرجات، وبنى له مائة قصر فى الجنة ـ

—"যে ব্যক্তি নামাযের মত পবিত্র অবস্থায় সূরা আল্-ফাতিহা পড়ার পর একবার সূরা আল্-ইখলাস পড়বে, তার জন্য প্রতিটি হরফের বিনিময় দশটি করে নেকী লেখা হবে এবং দশটি গুনাহ্ মুছে ফেলা হবে। আর তার মর্যাদা দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে এবং তার জন্য জান্নাতে একশ অট্টালিকা তৈরি করা হবে।"

খলীল ইব্ন মুর্রাহ্ এ জাল হাদীসটি রচনা করেছেন।[১৭]

১৯. صلاة بعمامة تعدل بخمس وعشرين، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة ـ

---

১৫. আশ্-শাওকানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫২-৪৫৩; এ মর্মের হাদীস তিরমিযী, আবূ দাউদ ও আহমদের বরাতে মিশকাত শরীফে উদ্ধৃতি হয়েছে, পৃ. ২২।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩, ৩০৪।

www.pathagar.com

—"পাগড়ী পরিধান করে এক রাকা'আত নামায পড়লে পঁচিশ রাকা'আতের সমান সাওয়াব পাওয়া যায়। আর পাগড়ীসহ এক ওয়াক্ত জুমু'আর নামায আদায় করলে সত্তর ওয়াক্ত নামাযের সমান সাওয়াব পাওয়া যায়।" – এটিও জাল হাদীস।[১৮]

২০. تفترق امتى على سبعين او احدى وسبعين فرقة، كلهم فى الجنة الا فرقة واحدة، قالوا : يا رسول الله من هم ؟ قال الزنادقة والقدرية ـ

—"আমার উম্মাত সত্তর বা একাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। এর একটি ফিরকা ব্যতীত আর সবগুলোই জান্নাতে যাবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ ফিরকাটি কারা? তিনি বললেন, এরা হলো যিন্দীক সম্প্রদায় ও কাদরিয়া সম্প্রদায়।"[১৯]

এ জাল হাদীসটির রচয়িতা হলো আবরাদ ইব্নুল-আশরাস। 'আল্-মীযান' গ্রন্থে ইমাম আয্-যাহাবী (র) তাকে চরম মিথ্যাবাদী ও জালিয়াত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২১. من صلى خلف عالم تقى فكأنما صلى خلف نبى

—"যে ব্যক্তি কোন মুত্তাকী আলিমের পেছনে নামায পড়লো, সে যেন কোন নবীর পেছনে নামায আদায় করলো।"

এটি একটি ভিত্তিহীন হাদীস। হানাফী মাযহাবের 'আল্-হিদায়াহ্' নামক বিখ্যাত ফিক্হ গ্রন্থের ইমামাত অধ্যায়ে এ রিওয়ায়াতটি উদ্ধৃতি হয়েছে। এ সম্পর্কে হাফিয আস্-সাখাবী (র) (মৃ. ৯০২/১৪৯৭) তাঁর 'আল্-মাকাসিদুল্ হাসানাহ' গ্রন্থে বলেছেন, এরূপ শব্দে নবী করীম (সা) থেকে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। 'আল্-হিদায়াহ' গ্রন্থের পাদটীকায় আব্দুল্ হাই লাখনুবী (র) থেকেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত হয়েছে।[২০]

২২. من قرأ القران فله مائة دينار فان لم يعطها فى الدنيا اعطيها فى الاخرة ـ

—"যদি কেউ কুর'আন তিলাওয়াত করে, সে এক'শ দীনার পাবে। যদি দুনিয়ায় তাকে এটা না দেয়া হয়, তা হলে আখিরাতে সে তা পাবে।" –এটিও জাল হাদীস।[২১]

---

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২।

২০. আল্ মারগীনানী, আলী ইব্ন আবূ বকর ঃ **আল্-হিদায়াহ্**, ১ম খ., (দিল্লী ঃ মাকতাবায়ে রশীদিয়া, ১৪০১/১৯৮১) পৃ. ১২২; মুল্লা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬-১৮৭।

২১. ইব্নুল জাওযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

www.pathagar.com

২৩. اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم

–"আমার সাহাবীগণ নক্ষত্র স্বরূপ। তাদের যাকেই অনুসরণ করো না কেন হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে।"

এটি য'ঈফ হাদীস। কেননা এ হাদীসের সনদে সালাম ইব্‌ন সুলাইম নামক জনৈক রাবী রয়েছেন যিনি (মিথ্যা) হাদীস রিওয়ায়াত করে থাকেন। ইব্‌ন খাররাশ (র) তাকে চরম মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইব্‌ন হিব্বান (র) (মৃ ৩৫৪/৯৬৪)-এর মতে তিনি বহু জাল হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্‌দিল বার্ (র) বলেন, এ সনদটি দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এ হাদীসের সনদে 'হারিস ইব্‌ন গুসাইন' নামে জনৈক অপরিচিত (মাজহূল) রাবী রয়েছেন। ইব্‌ন হাযমের মতেও রিওয়ায়াতটি গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আহমাদ বলেন, এ হাদীসটি সহীহ্ নয়।[২২] তবে শা'রানী বলেন, এর সনদ বিতর্কিত হলেও মর্ম সঠিক। সুয়ূতীও এ মর্মের হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাই এ বর্ণনাকে জাল না বলে য'ঈফ বলাই যুক্তিসঙ্গত।

২৪. ان فى الجنة بابا يقال له الضحى لا يدخل منه الا من حافظ على صلاة الضحى -

–"বেহেশতের মধ্যে 'আয্ যুহা' নামে একটি দ্বার আছে। সেখান দিয়ে একমাত্র তারাই প্রবেশ করতে পারবে যারা সালাতুয্-যুহা আদায় করে।" –এটিও জাল হাদীস।[২৩]

২৫. لولاك لما خلقت الافلاك –"হে মুহাম্মাদ! যদি তোমাকে সৃষ্টি করা না হতো, তা হলে বিশ্বের কিছুই সৃষ্টি করতাম না।"

আস্-সাগানী (র) বলেন, এটি জাল হাদীস। তবে মুল্লা আলী কারী বলেন, অর্থের দিক থেকে এটি সঠিক। কেননা[২৪] এ মর্মের আরো দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

---

২২. আল্-আল্‌বানী, নাসিরুদ্দীন ঃ **সিল্‌সিলাতুল আহাদীসিয্ য'ঈফাহ্ ওয়াল মাওযূআহ্**, ৪র্থ, সং, ১ম খ. (বৈরুত ঃ আল্ মাকতাবুল ইসলামী, ১৪৯৮/১৯৭৮), পৃ. ৭৮-৭৯।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮।

২৪. মুল্লা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০ ; কোন কোন মুহাদ্দিস-এর মতে অর্থগতভাবে হাদীসটি সহীহ্, তাঁদের দলীল হলো ইব্‌ন আব্বাস (রা) (মৃ. ৬৮ হি.) থেকে বর্ণিত ইমাম দায়লামী (র)-এর এ রিওয়ায়াতটি ঃ

اتانى جبريل فقال : يا محمد لولاك لما خلقت الجنة، ولولاك ماخلقت النار

– "জিবরাঈল (আ) এসে আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! (আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ) আপনাকে সৃষ্টি করা না হলে বেহেশ্‌ত-দোযখ কিছুই সৃষ্টি করতাম না। ইব্‌ন 'আসাকির (র)-এর রিওয়ায়াতটি এরূপ ঃ لولاك ما خلقت الدنيا –"আপনাকে সৃষ্টি করা না হলে দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না।"

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ–৫

হাদীস জালকারীদের নামের তালিকা

আমাদের মুহাদ্দিসগণ জাল হাদীস প্রতিরোধকল্পে অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধনা করে হাদীস জালকারীদের নামের তালিকা প্রকাশ করেছেন এবং তারা যে সব জাল (মিথ্যা) হাদীস রচনা করেছে, তাও চিহ্নিত করেছেন। এখানে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই নিম্নে শুধু কতিপয় প্রসিদ্ধ হাদীস জালকারীর নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

১. আবান ইব্‌ন জা'ফার আন্‌-নুজাইরামী, ইনি ইমাম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কে তিনশ'র অধিক জাল হাদীস রচনা করেছেন।

২. আবান ইব্‌ন সুফইয়ান আল্‌-মাকদিসী,

৩. আবান ইব্‌ন আবূ আইয়াশ, তার বিরুদ্ধেও মিথ্যা হাদীস রচনার অভিযোগ রয়েছে।

৪. আবান ইব্‌ন মাহবার, ইনি নাফি' (র)-এর সূত্রে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫. আবান ইব্‌ন নাহশাল, ইব্‌ন হিব্বান (র) (মৃ. ৩৫৪/৯৬৪) বলেন, তিনি সিকাহ্‌ রাবীগণের নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করতেন।

৬. ইবরাহীম ইব্‌ন আহমাদ আল্‌-হারানী আদ্‌-দুরাইয,

৭. ইবরাহীম ইব্‌ন আহমাদ আল্‌-আজালী আল্‌-ইবযারী; ইব্‌নুল্‌ জাওযী (র) (জ. ৫০৮/১১১২-মৃ. ৫৯৭/১২০২)-এর মতে তিনি জাল হাদীস রচনা করতেন।

৮. ইবরাহীম ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম আল্‌-হানযালী, ইব্‌ন হিব্বান (র) (মৃ. ৩৫৪/৯৬৪)-এর মতে তিনি হাদীস চুরি করতেন।

৯. ইবরাহীম ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম আবূ আহমাদ আল্‌-বাগদাদী,

১০. ইবরাহীম ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন নাখরা আস্‌-সান'আনী,

১১. ইবরাহীম ইব্‌ন বারা ইব্‌ন নাদর ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন মালিক আল্‌-আনসারী,

১২. ইবরাহীম ইব্‌ন বারা, ইনি সুলায়মান আশ্‌-শাযকূনী সূত্রে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করতেন,

১৩. ইবরাহীম ইব্‌ন বকর আশ্‌-শায়বানী আল্‌-আ'ওয়ার আল্‌-কূফী,

www.pathagar.com

১৪. ইবরাহীম ইব্ন বাইতার আল্-খাওয়ারিযিমী আল্-কাযী,

১৫. ইবরাহীম ইব্ন জুরাইজ আল্-রাহাবী,

১৬. ইবরাহীম ইব্ন জা'ফর ইব্ন আহমাদ,

১৭. ইবরাহীম ইব্ন আল্-হাজ্জাজ,

১৮. ইবরাহীম ইব্ন হাকাম ইব্ন যুহাইর আল্-কূফী,

১৯. ইবরাহীম ইব্ন হুমাইদ আদ্-দীন্নূরী,

২০. ইবরাহীম ইব্ন হাইয়ান,

২১, ইব্রাহীম ইব্ন হাইয়ান ইব্নুল্ বুখতারী,

২২. ইবরাহীম ইব্ন খালফ ইব্নুল্ মানসূর আল্-গাস্সানী,

২৩. ইবরাহীম ইব্নুর্-রশিদ আল্-আদমী,

২৪. ইবরাহীম ইব্ন রাজা',

২৫. ইবরাহীম ইব্ন যাকারিয়া আবূ ইসহাক আল্-আজালী আল্-বাসরী,

২৬. ইবরাহীম ইব্ন যায়দ আত্-তাফলীসী;

২৭. ইবরাহীম ইব্ন সালাম,

২৮. ইবরাহীম ইব্ন সুলায়মান,

২৯. ইবরাহীম ইব্ন শুকর আল্-উসমানী,

৩০. ইবরাহীম ইব্ন আবূ সালিহ্,

৩১. ইবরাহীম ইব্ন সুবাইহ্ আত্-তালহী,

৩২. ইবরাহীম ইব্ন সারমা আল্-আনসারী,

৩৩. ইবরাহীম ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র আল্-কূফী,

৩৪. ইবরাহীম ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন খালিদ,

৩৫. ইবরাহীম ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নুল আইয়ূব,

৩৬. ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাম্মাম আস্-সান'আনী,

৩৭. ইবরাহীম ইব্ন আব্দুল্লাহ্ আস্-সা'ঈদী,

৩৮. ইবরাহীম ইব্ন উকাইল ইব্ন হারশ,

৩৯. ইবরাহীম ইব্ন আলী আত্-তাইফী,

৪০. ইবরাহীম ইব্ন আলী আল্-আমিদী,[১]

৪১. ইবরাহীম ইব্ন ঈসা আল্-কানতারী,

১. আল্-কিনানী, ১ম খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২৩।

www.pathagar.com

৪২. ইবরাহীম ইব্‌ন ফযল আল্-ইস্পাহানী,
৪৩. ইবরাহীম ইব্‌ন মালিক আল্-আনসারী আল্-বাসরী,
৪৪. ইবরাহীম মুহাম্মাদ আল্-আমিদী,
৪৫. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌নুল হাসান আল্-ইস্পাহানী,
৪৬. ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ আব্‌দিল্ আযীয,
৪৭. ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল,
৪৮. ইবরাহীম ইব্‌ন মানকূশ আয্-যুবাইদী,
৪৯. ইবরাহীম ইব্‌নুল্ মাহ্‌দী ইব্‌ন আব্‌দির্ রহমান,
৫০. ইবরাহীম ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আল্-গাসসানী,
৫১. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়া'কূব,
৫২. আবরাদ ইব্‌নুল্ আশরাস,
৫৩. উবাই ইব্‌ন নাফি' ইব্‌ন আমর,
৫৪. আজলাহ্ ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্ আবূ হুজাইয়া আল্-কূফী,
৫৫. আহমাদ ইব্‌ন ইরাহীম আল্-বাযূরী,
৫৬. আহমাদ ইব্‌ন ইবরাহীম আল্-হালাবী,
৫৭. আহমাদ ইব্‌ন ইবরাহীম আল্-মাযান্‌নী,
৫৮. আহমাদ ইব্‌ন আহজাম,
৫৯. আহমাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল্-মুআযযিন আল্-বালখী,
৬০. আহমাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌নুন্-নাবীত,
৬১. আহমাদ ইব্‌ন আবূ ইসহাক,
৬২. আহমাদ ইব্‌ন ইসমা'ইল ইব্‌ন মুহাম্মাদ,
৬৩. আহমাদ ইব্‌ন বকর ইব্‌ন আলী,
৬৪. আহমাদ ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন ইতাব আর-রাযী,
৬৫. আহমাদ ইব্‌ন জাফর ইব্‌ন আবদিল্লাহ্,
৬৬. আহমাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন সা'ঈদ আবূ হামিদ আল্-আশ'আরী আল্-মালহী,
৬৭. আহমাদ ইব্‌ন জাফ'র ইব্‌ন ফযল,
৬৮. আহমাদ ইব্‌ন জামহূর আল্-গাস্‌সানী,

www.pathagar.com

৬৯. আহমাদ ইব্ন হামিদ আবূ সালামা আস্-সামারকান্দী,
৭০. আহমাদ ইব্ন হাসান আল্-মাক্কী,
৭১. আহমাদ ইব্ন্ হাসান ইব্ন্ সাহল আবুল্ ফাতাহ আল্ হামসী,
৭২. আহমাদ ইব্ন্ হুসাইন আশ্-শাফি'ঈ আল্-সুফী,
৭৩. আহমাদ ইব্ন হাফস আস্-সা'দী,
৭৪. আহমাদ ইব্ন খালিদ আল্-কারশী।
৭৫. আহমাদ ইব্ন দাঊদ ইব্ন আব্দিল্ গাফফার,
৭৬. আহমাদ ইব্ন রাশিদ আল্-হিলালী,
৭৭. আহমাদ ইব্ন সালিম,
৭৮. আহমাদ ইব্ন সালিম আবূ তাওয়াবা আল্-আসকালানী,
৭৯. আহমাদ ইব্ন সা'ঈদ,
৮০. আহমাদ ইব্ন সালামা আল্-কূফী,
৮১. আহমাদ ইব্ন সালামা আল্-মাদাইনী,
৮২. আহমাদ ইব্ন তাহির ইব্ন হারমালা,
৮৩. আহমাদ ইব্ন আমির ইব্ন সুলাইম আত্-তাঈ,
৮৪. আহমাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ ইব্ন হুসাইন,
৮৫. আহমাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন খালিদ আল্-খুরাসানী,
৮৬. আহমাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ ইব্ন মাইসারা,
৮৭. আহমাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন কাসিম,
৮৮. আহমাদ ইব্ন আব্দির, রহমান,
৮৯. আহমাদ ইব্ন আব্দির্ রহমান আল্-জুরজানী,
৯০. আহমাদ ইব্ন আব্দিল্ আযীয আবূ হাতিম,
৯১. আহমাদ ইব্ন আব্দিল্ কারীম,
৯২. আহমাদ ইব্ন আলী ইব্নুল্ মাহদী,
৯৩. আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন সুলায়মান আবূ বকর আল্-মারূযী,
৯৪. আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন মাসলামা,
৯৫. আহমাদ ইব্ন আলী আল্-বাগদাদী,[২]
৯৬. আহমাদ ইব্ন ঈসা ইব্ন উবাইদ,

---

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-৩১।

www.pathagar.com

৯৭. আহমাদ ইব্‌ন আল্‌-কিনানা আশ্‌-শামী,

৯৮. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌নুল্‌ আযহার আস-সিজিস্তানী,

৯৯. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ আল্‌-বুস্তামী,

১০০. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাবির আবূ জা'ফর,

১০১. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল্‌-হাজ্জাজ,

১০২. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন শু'আইব,

১০৩. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালিহ্‌,

১০৪. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন গালিব আল্‌-বাহিলী গোলাম খলীল,

১০৫. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল্‌-আনসারী,

১০৬. আহামাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন নাফি',

১০৭. আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌নুল্‌ হারুন আবূ জা'ফর,

১০৮. আহমাদ ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন বকর আল্‌-বাহিলী,

১০৯. আহমাদ ইব্‌ন মূসা আল্‌-জুরজানী,

১১০. আহমাদ ইব্‌ন হাশিম আল্‌-খাওয়ারিযমী,

১১১. আহমাদ ইব্‌ন ইয়া'কূব আল্‌-বালখী,

১১২. ইদরীস ইব্‌ন ইয়াযীদ,

১১৩. ইস্‌হাক ইব্‌ন ইবরাহীম,

১১৪. ইস্‌হাক ইব্‌ন ইবরাহীম আত্‌-তাবারী,

১১৫. ইসহাক ইব্‌ন খালিদ,

১১৬. ইসহাক ইব্‌ন ওয়াসিল,

১১৭. ইসহাক ইব্‌নুল ইয়াসীন,

১১৮. আসাদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌নুন্‌-নাজীহ আল্‌-হাশিমী,

১১৯. ইসরাঈল ইব্‌ন হাতিম আল্‌-মারূযী,

১২০, ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইবরাহীম আবুল্‌ আহওয়াস,

১২১. ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইস্‌হাক আল্‌-জুরজানী,

১২২. ইসমাঈল ইব্‌ন যিয়াদ আল্‌-বালখী,

১২৩. ইসমাঈল ইব্‌ন উবাইদ,

১২৪. ইসমাঈল ইব্‌ন ফযল,

১২৫. ইসমাঈল ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ,

www.pathagar.com

১২৬. ইসমা'ঈল ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ,

১২৭. আশ'আস ইব্ন মুহাম্মাদ আল্-কিলাবী,

১২৮. আসবাগ ইব্ন খলীল আল্-কুরতবী,

১২৯. আনাস ইব্ন আব্দিল্ হুমাইদ,

১৩০. আইয়ূব ইব্নুয্ যুহাইর,

১৩১. আইয়ূব ইব্ন আব্দিস্ সালাম,

১৩২. বাযাম আবূ সালিহ, মাওলা উম্মে হানী,

১৩৩. বাহর ইব্ন কুনাইয আল্-বাহিলী,

১৩৪. বদর ইব্ন আব্দিল্লাহ্,

১৩৫. বারাকা ইব্ন মুহাম্মাদ আল্-হালাবী,

১৩৬. বাযী' ইব্নুল্ হাসান আবুল্ খলীল আল্-বাসরী,

১৩৭. বাশশার ইব্ন কীরাত,

১৩৮. বাশার ইব্নুল্ হুসাইন আল্-ইস্পাহানী,

১৩৯., বাশার ইব্ন রাফি' আবুল আসবাত আল্-বাহরানী,

১৪০. বাশার ইব্ন আব্দিল্ ওয়াহাব,

১৪১. বশীর ইব্ন মাইমূন আল্-খুরাসানী আল্-ওয়াসিতী,

১৪২. বকর ইব্ন আসওয়াদ,

১৪৩. বকর ইব্ন খুনাইস আল-কূফী আল-আবিদ,

১৪৪. বকর ইব্ন যিয়াদ আল্-বাহিলী,

১৪৫. বকর ইব্ন আব্দিল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আল্-কা'বী,

১৪৬. বাহলুল ইব্ন উবাইদ আল-কান্দী আল্-কূফী,

১৪৭. তামাম ইব্নুন্ নাজীহ্,

১৪৮. তালীদ ইব্ন সুলায়মান আল-কূফী আল্-আরাজ,

১৪৯. সাবিত ইব্ন হাম্মাদ আবূ যায়দ আল্-বাসরী,

৫০. সাবিত ইব্ন মূসা আদ্-দাব্বী আল্-কূফী আল্-আবিদ,

১৫১. সামামা ইব্ন উবাইদা আবূ খলীফা আল্-আব্দী আল্-বাসরী,

১৫২. সাওবান ইব্ন ইবরাহীম আল্-মিসরী,

১৫৩. জাবির ইব্ন সুলাইম,

১৫৪. জাবির ইব্ন আব্দিল্লাহ্ আল্-ইয়ামামী,

www.pathagar.com

১৫৫. জাবির ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন হারিস আজ-জু'ফী,

১৫৬. জামি' ইব্‌নুস্‌ সাওয়াদ,

১৫৭. জুবাইর ইব্‌ন হারিস,

১৫৮. আল্‌-জার্‌রাহ ইব্‌ন মিনহাল,

১৫৯. জারীর ইব্‌নুল্‌ আইয়ুব আল্‌-বাজালী আল্‌-কূফী,

১৬০. জা'ফর ইব্‌ন উৎবাহ ইব্‌ন আব্‌দির্‌ রহমান,

১৬১. জা'ফর ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন বায়ান,

১৬২. জা'ফর ইব্‌ন ইদ্‌রীস আল্‌-কাযবীনী,

১৬৩. জা'ফর ইন্‌নুয্‌ যুবাইর,

১৬৪. জা'ফর ইব্‌ন আমির আল্‌-বাগদাদী,

১৬৫. জা'ফর ইব্‌ন আলী ইব্‌ন সাহল,

১৬৬. জা'ফর ইব্‌ন আবূ লাইস,

১৬৭. জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল্‌-খুরাসানী,

১৬৮. জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিবাতুল্লাহ আবুল ফযল আল্‌-বাগদাদী,

১৬৯. জা'ফর ইব্‌নুন্‌-নাসতূর,

১৭০. জা'ফর ইব্‌ন হারূন আল্‌-ওয়াসিতী,[৩]

১৭১. জামীল ইব্‌নুল হাসান আল্‌-আহওয়াযী,

১৭২. হাতিম ইব্‌ন উসমান আল্‌-আকিরী আবূ উসমান আল্‌-আফ্রীকী,

১৭৩. আল্‌-হারস ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্‌ আল্‌-হামাদানী,

১৭৪. হামিদ ইব্‌ন হাম্মাদ আল্‌-আসকারী,

১৭৫. হাবীব ইব্‌ন আবূ হাবীব আয্‌-যারতুতী আল্‌-মারূযী,

১৭৬. হারাম ইব্‌ন উসমান আল্‌-আনসারী আল-মাদানী,

১৭৭. হাস্‌সান ইব্‌ন বারহুন ইব্‌ন হাস্‌সান আস্‌-সাকাফী,

১৭৮. হাস্‌সান ইব্‌নুল গালিব,

১৭৯. হাসান ইব্‌ন আহমাদ আল্‌-হারবী,

১৮০. হাসান ইব্‌ন আহমাদ আল্‌-হামাদানী,

১৮১. হাসান ইব্‌ন খারিজা,

১৮২. হাসান ইব্‌ন দীনার আবূ সাঈদ আত-তামিমী,

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৪৬।

www.pathagar.com

১৮৩. হাসান ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আয্‌-যিয়াদ,

১৮৪. হাসান ইব্‌ন আলী আস্‌-সামিরী,

১৮৫. হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আয্‌-যাকারিয়া,

১৮৬. হাসান ইব্‌ন আলী আন্‌-নাখঈ আবুল আশনান,

১৮৭. হাসান ইবনুল গালিব,

১৮৮. হাসান ইব্‌ন ফযল,

১৮৯. হাসান ইব্‌ন লাইস ইব্‌ন আল্‌-হাজিব,

১৯০. হাসান ইব্‌ন মুসলিম আল্‌-মারুযী,

১৯১. হুসাইন ইব্‌ন ইবরাহীম আল্‌-বাবী,

১৯২. হুসাইন ইব্‌ন আহমাদ,

১৯৩. হুসাইন ইব্‌ন আহমাদ আল্‌-কাদিসী,

১৯৪. হুসাইন ইব্‌ন ইসহাক আল্‌-বাসরী,

১৯৫. হুসাইন ইব্‌ন আল্‌-খাশীশ,

১৯৬. হুসাইন ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন মু'আয আবূ আলী আল্‌-বালখী,

১৯৭. হুসাইন ইব্‌ন আবদিল আউয়াল,

১৯৮. হুসাইন ইব্‌ন আলী আল্‌-কাশগারী,

১৯৯. হুসাইন ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্‌-আনকাবী,

২০০. হুসাইন ইব্‌ন কাসিম আল্‌-ইস্পাহানী,

২০১. হাফস ইব্‌ন আমর ইব্‌ন দীনার,

২০২. হাকামা বিন্‌ত উসমান,

২০৩. হাকাম ইব্‌ন আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌নুল খাত্তাফ,

২০৪. হাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নুল মুখতার,

২০৫. হাম্মাদ ইব্‌ন আস্‌-সা'ঈদ,

২০৬. হামযাহ ইব্‌ন ইসমাঈল আত্‌-তাবারী,

২০৭. হামযাহ ইব্‌ন আবূ হামযাহ আল্‌-জুফী,

২০৮. হুমাইদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হারূন আল্‌-কাইসী,

২০৯. হাইয়ান ইব্‌ন আবদিল্লাহ্‌,

২১০. খারিজা ইব্‌ন মাস'আব,

২১১. খালিদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ওয়ালীদ আল্‌-মাখযূমী আল্‌-মাদানী,

www.pathagar.com

২১২. খালিদ ইব্‌ন উসমান আল্‌-উসমানী,

২১৩. খালিদ ইব্‌ন আমর আল্‌-কারশী,

২১৪. খালিদ ইব্‌ন গাস্‌সান ইব্‌ন মালিক আল্‌-দারিমী,

২১৫. খালিদ ইব্‌ন কিলাব,

২১৬. খাররাশ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্‌ আত্‌-তাহ্‌বান,

২১৭. খুসাইব ইব্‌নুজ্‌ জাহ্‌দার,

২১৮. খালফ ইব্‌ন আবদিল হুমাইদ আস্‌-সারাখসী,

২১৯. খালফ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খালফ,

২২০. খলীল ইব্‌ন যাকারিয়া আল্‌-শায়বানী,

২২১. দাউদ ইব্‌ন ইবরাহীম,

২২২. দাউদ ইব্‌নুল আইয়ূব,

২২৩. দাউদ ইব্‌নুল রাশিদ,

২২৪. দাউদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন জুন্দুল আল্‌-হামাদানী,

২২৫. দাউদ ইব্‌ন আবূ সালিহ্‌ আল্‌-মাদানী,

২২৬. দাউদ ইব্‌ন আমর,

২২৭. দাউদ ইব্‌ন ওয়ালীদ,

২২৮. দাউদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আল্‌-মাদানী,

২২৯. খলীল ইব্‌ন আবদিল মালিক,

২৩০. দীনার ইব্‌ন আবদিল্লাহ্‌,

২৩১. যাকির ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন আশ্‌-শায়বাহ্‌ আল্‌-আসকালানী,

২৩২. রাশিদ ইব্‌ন মা'বাদ,

২৩৩. রবী' ইব্‌ন মাহমূদ,

২৩৪. রতন আল্‌-হিন্দী,

২৩৫. রাজা' ইব্‌ন সালামা,

২৩৬. রুকন ইব্‌ন আবদিল্লাহ্‌ আশ্‌-শামী,

২৩৭. যুবাইর ইব্‌ন আবদিল্লাহ্‌ আবূ ইয়াহ্‌ইয়া,

২৩৮. যুর'আ ইব্‌ন ইবরাহীম আদ্‌-দিমাশকী,

২৩৯. যাকারিয়া ইব্‌ন হাকীম আল্‌-হাবতী,

২৪০. যুহাইর ইব্‌ন 'আলা,[৪]

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৬১।

www.pathagar.com

২৪১. যিয়াদ ইব্ন আবূ হাফসাহ,

২৪২. যিয়াদ ইব্ন মাইমূন আল্-সাকাফী আল্-বাসরী,

২৪৩. যায়দ ইব্ন হাসান ইব্ন যায়দ,

২৪৪. যায়দ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী,

২৪৫. সালিম ইব্ন আবদিল আলা,

২৪৬. সা'আদ ইব্ন তারীফ আল্-আসকাফ,

২৪৭. সা'আদ ইব্ন আলী আল্-কাযী,

২৪৮. সা'ঈদ ইব্ন জাবির ইব্ন মূসা,

২৪৯. সা'ঈদ ইব্ন সিনান আল্-হিমসী আবূ মাহদী,

২৫০. সা'ঈদ ইব্ন আবদিল জাব্বার,

২৫১. সালাম ইব্ন রাযীন,

২৫২. সালমান ইব্ন আবদির রহমান আন্-নাখ'ঈ,

২৫৩. সালামা ইব্ন হাফস আস্-সা'দী,

২৫৪. সুলায়মান ইব্ন আহমাদ,

২৫৫. সুলায়মান ইব্ন আমর আবূ দাঊদ আন-নাখ'ঈ,

২৫৬. সুলায়মান ইব্ন ঈসা,

২৫৭. সুলায়মান ইব্ন উসমান আল্-ফাওযী,

২৫৮. সাম'আন ইব্নুল মাহদী,

২৫৯. সাহল ইব্ন আলী,

২৬০. সাইফ ইবনুল মিসবীন,

২৬১. শাবীব ইব্ন সুলাইম,

২৬২. শু'আইব ইব্ন আহমাদ আল্-বাগদাদী,

২৬৩. সা'ঈদ ইব্ন হাসান আল্-রাব'ঈ আবুল্ আ'লা,

২৬৪. সালিহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবূ মুকাতিল,

২৬৫. সালিহ্ ইব্ন আখদার,

২৬৬. সালিহ ইব্ন হাইয়ান,

২৬৭. সালিহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আত্-তিরমিযী,

২৬৮. সাবাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আল্-বাজালী,

২৬৯. সুবাইহ্ ইব্ন সা'ঈদ,

www.pathagar.com

২৭০. সাখর ইব্ন মুহাম্মদ আল্-হাজী,

২৭১. যাহ্হাক ইব্ন হামযাহ্,

২৭২. দিরার ইব্ন মাস'উদ,

২৭৩. যিয়া ইব্ন মুহাম্মদ আল্-কূফী,

২৭৪. তাহির ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন আমর,

২৭৫. তাহির ইব্নুর রশীদ,

২৭৬. তাহির ইব্ন ফযল আল্-হালাবী,

২৭৭. তালহা ইব্ন আমর আল্-হাদরামী আল্-মাক্কী,

২৭৮. যাবইয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যাবইয়ান,

২৭৯. যাফর ইব্নুল লাইস,

২৮০. আসিম ইব্ন সুলায়মান আল্-কাওযী আল্-বাসরী,

২৮১. আসিম ইব্ন তালহা,

২৮২. আমির ইব্ন মুহাম্মদ আল্-মিসরী,

২৮৩. উবাদ ইব্ন কাসীর ইব্নুল কায়স,

২৮৪. আব্বাস ইব্ন হাসান আল-বালখী,

২৮৫. আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ আল্-মুরাদী,

২৮৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইবরাহীম আদ্-দিমাশকী,

২৮৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আমির,

২৮৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আইয়ুব ইব্ন আবূ আলাজ আল্-মাওসিলী,

২৮৯. আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাবীব আবূ সাঈদ আর্-রাবি'ঈ,

২৯০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী আল্-বাহিলী,

২৯১. আবদুল্লাহ্ উমর ইব্ন গানিম আল্-আফরীকী,

২৯২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল্-মুগীরাহ্ আল্-কূফী,

২৯৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন আদাম আদ্-দিমাশকী,

২৯৪. আবদুর রহমান ইব্ন ইবরাহীম আদ্-দিমাশকী,

২৯৫. আবদুর রহমান ইব্ন ইসহাক,

২৯৬. আবদুর রহমান ইব্ন আবদিস্ সামাদ আদ্-দিমাশকী,

২৯৭. আবদুস্ সালাম ইব্ন আবদিল কুদ্দূস,

২৯৮. আবদুল আযীয ইব্ন আমর,

www.pathagar.com

২৯৯. আবদুল কারীম ইব্‌ন মুহাম্মদ,

৩০০. আবদুল করীম ইব্‌ন আবিল আওজাহ,

৩০১. আবদুল করীম ইব্‌ন আল্‌-কাইসান,

৩০২. আবদুল মালিক ইব্‌ন আবদির রহমান,

৩০৩. আবদুল মুনইম ইব্‌ন বাশার আবুল খায়র আল্‌-আনসারী আল্‌-মিসরী,

৩০৪. উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন তামাম,

৩০৫. উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন সুফইয়ান,

৩০৬. উৎবাহ ইব্‌ন আবদির রহমান আল্‌-হিরিস্তানী,

৩০৭. উসমান ইব্‌ন আবদির রহমান ইব্‌ন মুসলিম,

৩০৮. আসমাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল্‌-আনসারী,

৩০৯. আতা ইব্‌ন আজলান আল্‌-হানাফী,

৩১০. আলা ইব্‌ন খালিদ আল্‌-ওয়াসিত,

৩১১. আলী ইব্‌ন আহমাদ আল্‌-বাসরী,

৩১২. আলী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন ঈসা,

৩১৩. আলী ইবনুল কাসিম আল্‌-কিন্দী,

৩১৪. আলী ইব্‌ন হিশাম আল্‌-কিরমানী,

৩১৫. আম্মার ইব্‌ন ইস্‌হাক,

৩১৬. আম্মার ইব্‌ন মাতার আবূ উসমান,[৫]

৩১৭. উমর ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন খালিদ আল্‌-কুরদী,

৩১৮. উমর ইব্‌নুল আইয়ূব আল্‌-গিফারী আল্‌-মাদানী,

৩১৯. উমর ইবনুর্ রাশিদ আল্‌-মাদানী,

৩২০. উমর ইব্‌ন সা'আদ আল্‌-খাওলানী,

৩২১. উমর ইব্‌ন ঈসা আল্‌-আসলামী,

৩২২. ইমরান ইব্‌ন আবুল ফযল,

৩২৩. আমর ইব্‌ন হিমার আল্‌-জু'ফী আল্‌-কূ'ফী,

৩২৪. আমর ইব্‌ন শু'আইব ইব্‌ন সাওবান আল্‌-মাদানী,

৩২৫. গিয়াস ইব্‌ন ইবরাহীম আন্‌-নাখ'ঈ,

৩২৬. ফুরাত ইব্‌ন সাইব আজ্‌-জাযরী,

---

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৮৯।

www.pathagar.com

৩২৭. ফুরাত ইব্নুয্ যুহাইর,

৩২৮. ফযল ইব্ন হাম্মাদ আল্-ওয়াসিতী,

৩২৯. ফযল ইব্ন উবাইদিল্লাহ্ আল্-হুমাইরী,

৩৩০. আল্-ফাইয ইব্নুল ওয়াসীক,

৩৩১. কাসিম ইব্ন ইবরাহীম,

৩৩২. কাসিম ইব্ন বাহ্রাম ইব্ন আতা আবূ হামাদান,

৩৩৩. কাসিম ইব্ন আবদিল্লাহ্ ইব্ন উমর আল্-আমরী,

৩৩৪. কায়স ইব্ন তামীম আত্-তাঈ,

৩৩৫. কাদিহ্ ইব্ন রহমাহ আয্-যাহিদ,

৩৩৬. কাসীর ইব্ন মারওয়ান আবূ মুহাম্মদ আল্-ফাহরী আল্-মাকদিসী,

৩৩৭. কাওসার ইব্নুল হাকীম,

৩৩৮. মালিক ইব্ন সুলায়মান আন্-নাহশালী আল্-বাসরী,

৩৩৯. মামূন ইব্ন আহমাদ আস্-সুলামী,

৩৪০. মুবারক ইব্ন আবদিল্লাহ্ আবূ উমাইয়াহ্ আল্-মুখতাত,

৩৪১. মুবাশ্শির ইব্ন উবাইদ আল্-হিমসী আল্-যুহরী,

৩৪২. মাহফূয ইব্ন বাহ্র আল্-ইন্তাকী,

৩৪৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম আস্-সামারকান্দী আল্-কাসায়ী,

৩৪৪. মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম আল্-কারশী,

৩৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ সা'ঈদ আবূ জা'ফর আর্-রাযী,

৩৪৬. মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন সুফইয়ান আবূ বকর আত্-তিরমিযী,

৩৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন সুহাইল আল্-বাহিলী,

৩৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইদ্রীস আবূ বকর আল্-বাগদাদী,

৩৪৯. মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন ইয়াযীদ আল্-বালখী,

৩৫০. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আল্-আহওয়াযী,

৩৫১. মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক আল্-আসাদী আল্-উক্কাশী,

৩৫২. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন মূসা ইব্নুল হারূন,

৩৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন আশ'আস আল্-কূফী,

৩৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাবশাস্র আল্-বাসরী,

www.pathagar.com

৩৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বুস্তাম ইব্‌নুল হাসান,

৩৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশার আল্‌-বাসরী,

৩৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন তামীম আস্‌-সা'দী,

৩৫৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন জাবির আল্‌-হালাবী,

৩৫৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর আল্‌-বাগদাদী,

৩৬০. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌নুর রাশিদ আল্‌-আনসারী,

৩৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন শাহরিয়ার আবূ বকর আল্‌-কাত্তান, আল্‌-বালখী,

৩৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসাইন আল্‌-হামাদানী,

৩৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন উমর আল্‌-মাক্‌দিসী,

৩৬৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাফস আল্‌-কাত্তান,

৩৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ আল্‌-হাশিমী,

৩৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন খালফ আল্‌-মারূযী,

৩৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন যুহাইর ইব্‌ন আতিয়্যাহ আস্‌-সুলামী,

৩৬৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ আল্‌-কারশী,

৩৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'ঈদ আদ্‌-দিমাশকী আল্‌-মাসলূব,

৩৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন যাবান,

৩৭১. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন ফীরূয আল্‌-আসকালানী,

৩৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন তারীফ ইবনুল আসিম,

৩৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদির রহমান আল্‌-কুশাইরী আল্‌-কূফী,

৩৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবাইদ ইব্‌ন উমাইর,

৩৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবাইদিল্‌ কারশী,[৬]

৩৭৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন খালফ আল্‌-আত্তার,

৩৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মূসা আস্‌-সুলামী আদ্‌-দিমাশকী,

৩৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন ফযল আল্‌-জু'ফী,

৩৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন আত্‌-তামীম,

৩৮০. মুহাম্মদ ইব্‌ন গাযওয়ান,

৩৮১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান আল্‌-মাদানী,

---

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-১০৯।

www.pathagar.com

৩৮২. মুহাম্মদ ইব্নুল মানসূর আত্-তারসূসী,

৩৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন ওয়ালীদ আল্-কুরতবী,

৩৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন রাবী' আল্-জুরজানী,

৩৮৫. মারওয়ান ইব্ন সালিম আল্-জাযরী,

৩৮৬. মাসরূর ইব্ন আব্দির রহমান,

৩৮৭. মাস'উদ ইব্ন আমর,

৩৮৮. মুসলিম ইব্ন আবদিল্লাহ্,

৩৮৯. মা'রূফ ইব্ন আবী মা'রূফ আল্-বালখী,

৩৯০. মু'আল্লা ইব্ন হিলাল আত্-তাহ্হান আল্-কূফী,

৩৯১. মুকাতিল ইব্ন সুলায়মান আল্-বালখী,

৩৯২. মানসূর ইব্ন ইবরাহীম আল্-কাযবীনী,

৩৯৩. মূসা ইব্ন আলী আল্-কারশী,

৩৯৪. নাসিহ্ ইব্ন আবদিল্লাহ্ আল্-মাহ্লামী,

৩৯৫. নাফি' ইব্ন আবদিল্লাহ্,

৩৯৬. নাসতূর আর্-রূমী,

৩৯৭. নাসর ইব্ন হাম্মাদ আবুল্ হারিস আল্-ওয়াররাক,

৩৯৮. নাদর ইব্ন সালামাহ্ শাযান আল্-মারূযী,

৩৯৯. নু'মান ইব্ন শাবাল আল্-বাহিলী আল্-বাসরী,

৪০০. হারূন ইব্ন হাতিম আল্-কূফী,

৪০১. হারূন ইব্ন হাবীব আল্-বালখী,

৪০২. হিশাম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল্-সাইব আল্-কালবী,

৪০৩. হিলাল ইব্ন যায়দ ইব্ন আল্-ইয়াসার,

৪০৪. ওয়াযীর ইব্ন আবদির্ রহমান আল্-জাযরী,

৪০৫. ওয়ালীদ ইব্ন সালামা আত্-তাবারী,

৪০৬. ওয়াহাব ইব্ন হাফস আল্-বাজালী,

৪০৭. ওয়াহাব ইব্ন ওয়াহাব আবুল বুখতারী আল্-কাযী,

৪০৮. ইয়াসীন ইব্ন হুসাইন ইব্ন ইয়াসীন,

৪০৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বাশ্শার আল্-কিন্দী,

৪১০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল্-তামীমী আল্-মাদানী,

www.pathagar.com

৪১১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদির রহমান,

৪১২. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আলা আল্-বাজালী আর্-রাযী,

৪১৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন খাশীশ আবূ সা'ঈদ আন্-নুক্কাশ,

৪১৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাশিম আস্-সিমসার আবূ যাকারিয়া আল্-গাস্সানী,

৪১৫. ইয়া'কূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আল্-আসকালানী,

৪১৬. ইয়া'কূব ইব্ন ওয়ালীদ আল্-মাদীনী,

৪১৭. ইয়ামান ইব্ন আদী আল্-হাযরামী,

৪১৮. ইউসুফ ইব্ন ইসহাক আল্-কালবী,

৪১৯. ইউসুফ ইব্ন জা'ফর আল্-খাওয়ারিযমী,

৪২০. ইউসুফ ইব্ন যিয়াদ আল্-বাসরী,

৪২১. ইউসুফ ইব্ন সাফার আদ্-দিমাশকী,

৪২২. ইউসুফ ইব্ন আতিয়্যাহ আল্-আফতাস আত্-তারসূসী,

৪২৩. ইউসুফ ইব্ন খাব্বাব আল্-উসাইদী,

৪২৪. ইউনুস ইব্নুল্-হারূন।[৭]

---

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১৩৩; এখানে কয়েকজন জালিয়াতের নামের তালিকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মাত্র। আল্লামা আল্-কিনানী (র) তান্যীহুশ্ শারী'আহ্ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে (১৯-১৩৩ পৃ. পর্যন্ত) প্রায় দু'হাজার জালিয়াতের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এদের কারো জন্ম-মৃত্যুর সন উল্লেখ করা হয়নি। আমিও বহু অনুসন্ধান করে এদের জন্ম-মৃত্যু সংক্রান্ত কোন তথ্য উদঘাটন করতে পারিনি। এ তালিকায় জাল বর্ণনাকারীর সাথে কোন কোন যঈফ বর্ণনাকারীর নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে কোন্ কোন মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন (সম্পাদক)।

www.pathagar.com

অধ্যায়–৩

জাল হাদীস রচনা প্রতিরোধে মুহাদ্দিসগণের প্রচেষ্টার ফলাফল

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, জাল হাদীস প্রতিরোধকল্পে আমাদের মুহাদ্দিসগণের অক্লান্ত সাধনা ও অসাধারণ প্রচেষ্টা ইতিহাসের এক নযীরবিহীন ঘটনা। তাঁদের এসব প্রচেষ্টার ফলেই সহীহ্, হাসান, য'ঈফ ও জাল হাদীসের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছে। আর পরবর্তীকালে মুসলমানগণ তাঁদেরই এ মুবারক কুরবানী ও আত্মত্যাগের সুফল ভোগ করতে থাকে। নিম্নে আমরা এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল উল্লেখ করবো ঃ

১. হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে পবিত্র কুরআন যেভাবে লিখিতভাবে সংগৃহীত হয়েছিল, হাদীস সেভাবে সংগৃহীত হয়নি। পবিত্র কুরআনের সাথে যাতে হাদীসের সংমিশ্রণ না ঘটে, এ জন্য নবী করীম (সা) প্রাথমিক অবস্থায় হাদীস লিখতে নিষেধ করেছিলেন। অবশ্য সে সময় যে হাদীস একেবারেই লিখা হয়নি, তা নয়। কিছু কিছু হাদীস তখনও লিখা হয়েছিল।[১] তবে বেশির ভাগ হাদীসই সংরক্ষিত ছিল সাহাবীগণের বক্ষে। আবার সাহাবীগণ তা (মুখে মুখে ও তালকীন সূত্রে) পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন তাবি'ঈগণের নিকট। এভাবে সাহাবীগণের যুগ চলে গেলো। সে যুগে স্বল্পসংখ্যক হাদীসই সংকলিত হয়েছিল। তবে হ্যাঁ, উমর (রা) (মৃ. ২৩/৬৪৪) হাদীস সংকলনের চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন বটে; কিন্তু তা থেকে তিনি বিরত থাকেন। ইমাম আল্-বায়হাকী (র) (মৃ. ৪৫৮/১০৬৬) তাঁর 'আল্-মাদখাল' গ্রন্থে উরওয়া ইব্নুয্-যুবাইর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উমর ইব্নুল্ খাত্তাব (রা) হাদীস লেখার মনস্থ করেন। তিনি এ বিষয়ে নবী করীম (সা)-এর সাহাবীগণের সাথেও পরামর্শ করেন। তাঁরা লিখবার পরামর্শ দিলেন। অতঃপর উমর (রা) এ বিষয়ে এক মাস পর্যন্ত আল্লাহ্ পাকের দরবারে ইস্তিখারা করেন। আল্লাহ্ তাঁকে

---

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশেষ অনুমতিতে এ সময়েও কোন কোন সাহাবী হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা)-এর সংকলিত **আস্-সহীফাতুস্-সাদিকাহ্** গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইব্নুল আসীর (র) (মৃ.. ৬৩০/১২৩২)-এর বর্ণনানুসারে এতে এক হাজার হাদীস স্থান লাভ করে। – ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫-১২৬।

www.pathagar.com

একটি স্থির সিদ্ধান্ত দান করলেন। এক প্রত্যুষে ওঠে তিনি বললেন, আমি মনস্থ করলাম যে হাদীস লিখবো। তোমাদের পূর্ববর্তী একটি কাওমের কথা আমার স্মরণ হলো। তারা একখানা কিতাব লিখেছিল এবং তা পাঠে মগ্ন হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবকে ছেড়ে দিয়েছিল। আমি আল্লাহ্ পাকের কসম করে বলছি, কস্মিনকালেও কোন কিছুর সাথে মহান আল্লাহ্‌র কিতাবকে বিমিশ্রিত করবো না।[২]

এ ক্ষেত্রে উমর (রা) হাদীস না লিখার যে কারণ উল্লেখ করেছেন, বস্তুত তা ছিল সময়োপযোগী পদক্ষেপ। কেননা প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানগণ পবিত্র কুরআন কণ্ঠস্থকরণ, পঠন-পাঠন ও তিলাওয়াতের প্রতি অত্যন্ত গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন।[৩] ফিতনা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত এ ধারাই চলতে থাকে। এরপর হাদীসের মধ্যে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটে। নামকরা ও প্রসিদ্ধ তাবি'ঈগণ এবং তাঁদের পরবর্তীরা জাল হাদীস আন্দোলনের মুকাবিলায় উঠে পড়ে লাগেন। তাঁদের এ মহান পদক্ষেপ ও অসামান্য অবদানের কথা ইতোপূর্বে আমরা (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) উল্লেখ করেছি। তাঁদের এ অক্লান্ত সাধনার প্রথম ফল হলো হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন। এর ফলে বিলুপ্তির হাত থেকে হাদীস সংরক্ষিত হয় এবং জাল (মিথ্যা) হাদীসের সংমিশ্রণ থেকেও তা মুক্ত থাকে।

ইলমে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যাপারে তাবি'ঈগণের মধ্যে সর্বপ্রথম তৎপর হন খলীফা উমর ইব্‌ন আবদিল আযীয (র) (জ. ৬১/৬৭৪-মৃ.. ১০১/৭২০)। তিনি মদীনার শাসনকর্তা ও বিচারপতি আবূ বকর ইব্‌ন হাযমকে লিখে পাঠান, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা লিখে রাখ। কেননা আমি ইলমে হাদীসের ধারকদের অন্তর্ধান ও হাদীস সম্পদের বিলুপ্তির আশংকাবোধ করছি।[৪] তিনি এ মর্মে আরো লিখেছেন ঃ হাদীসে রাসূল ছাড়া আর কিছুই যেন গ্রহণ করা না হয়। লোকেরা যেন এ ইলমে হাদীসকে ব্যাপকভাবে প্রচার করে। হাদীস শিক্ষাদানের জন্য যেন মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। যারা জানে না, তারা যেন শিখে নিতে পারে। কেননা ইলম গোপন করা হলেই তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।[৫] বর্ণিত আছে যে, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইব্‌ন শিহাব আয্-যুহরী (র) (জ. ৫০/৬৭০-মৃ. ১২৪-৭৪২) উমর ইব্‌ন আবদিল আযীয (র)-এর আদেশক্রমে সর্বপ্রথম নবী নবী করীম (সা)-এর হাদীস সংগ্রহ ও গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে সমগ্র হিজায অঞ্চলে প্রাপ্তব্য সুন্নাতে

২. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

৩. অবশ্য সাহাবীগণ যখন কুরআন মাজীদের বৈশিষ্ট্যের সাথে সুপরিচিত হয়ে উঠেন এবং আয়াত তিলাওয়াতের সাথে সাথেই তা পবিত্র কুরআন বলে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, তখন নবী করীম (সা) হাদীস লিপিবদ্ধ করার সাধারণ অনুমতি দান করেন। –ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

৪. আস সুবাঈ (প্রাগুক্ত), পৃ. ১০৪।

৫. মাওলানা আব্দুর রহীম প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯।

www.pathagar.com

রাসূল সংগ্রহ করেছিলেন। ইমাম আয্-যুহরী (র) সম্পর্কে উমর ইব্ন আব্দিল্ আযীয (র) নিজেই বলেছেন ঃ لم يبق احد اعلم بسنة ماضية من الزهرى ـ

–"সুন্নাহ্ ও হাদীস সম্পর্কে আয্-যুহরী অপেক্ষা বড় আলিম বিগতকালের আর একজনও বাকী নেই।"[৬]

এ সম্পর্কে ইমাম আয্-যুহরী (র)-এর উক্তিটিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

امرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا فبعث الى كل ارض له عليها سلطان دفترا ـ

–"উমর ইব্ন আব্দিল্ আযীয (র) আমাদেরকে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করার জন্য আদেশ করলেন। এ আদেশ পেয়ে আমরা হাদীসের বিরাট বিরাট গ্রন্থ লিখে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলাম। অতঃপর তিনি নিজেই তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রদেশে এক-একখানা গ্রন্থ পাঠিয়ে দিলেন।"[৭]

ইমাম মালিক (র) (জ. ৯৩/৭১১-মৃ. ১৭৯/৭৯৫) বলেছেন ঃ اول من دون العلم ابن شهاب –"সর্বপ্রথম যিনি হাদীস সংকলন করেন, তিনি হলেন ইব্ন শিহাব আয্-যুহরী (র)।"[৮] তাঁর হাদীস সংগ্রহের এ বিরাট কাজ লক্ষ্য করে ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র)(জ. ১৫০/৭৬৭- মৃ. ২০৪/৮১৯) বলেছেন ঃ

لو لا الزهرى لذهبت السنن من المدينة –"ইমাম আয্-যুহরী না হলে মদীনার হাদীস নিঃসন্দেহে বিলীন হয়ে যেত।[৯]

ইমাম আয্-যুহরী (র) এ গৌরবের দাবি করে নিজেই বলেছেন ঃ

لم يدون هذا العلم احد قبل تدوينى –"আমার পূর্বে আর কেউ ইল্মে হাদীস সংকলন করেনি।"

উমর ইব্ন আব্দিল্-আযীয (র) কেবল হাদীস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করারই নির্দেশ দেননি, বরং সর্বত্র তার ব্যাপক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার জন্যও তিনি সুস্পষ্ট ফরমান পাঠিয়েছিলেন। জনৈক শাসনকর্তার নামে তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় এক ফরমান পাঠান ঃ

اما بعد فأمراهل العلم ان ينشروا العلم فى مساجدهم، فانّ السنة كانت قدا ميتت ـ

---

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১।

৯. আবূ যাহ্উ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬।

www.pathagar.com

—"বিদ্বান ব্যক্তিগণকে আদেশ করুন তাঁরা যেন মসজিদে মসজিদে হাদীসের শিক্ষাদান ও তার ব্যাপক প্রচার করেন। কেননা হাদীসের জ্ঞান প্রায় বিলীন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে।"[১০]

এ আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, উমর ইব্‌ন আব্‌দিল্‌ আযীয (র)-এর হাদীস সংগ্রহ সম্পর্কিত ফরমান ইসলামী সাম্রাজ্যের সর্বত্রই পাঠান হয়েছিল এবং এর ফলে সর্বত্রই হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের অভিযান সুষ্ঠুভাবে শুরু হয়েছিল। এ অভিযানের অনিবার্য ফলস্বরূপ সর্বত্রই হাদীস সংকলিত হয় এবং তৎকালীন মুহাদ্দিসগণের সংকলিত বিরাট-বিপুল সম্পদ মুসলিম সাম্রাজের নিকট চিরকালের অমূল্য সম্পদ হিসেবে সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে।

ইমাম আয্‌-যুহরী (র)-এর পরবর্তী সময়ে যাঁরা ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন কেন্দ্রে হাদীস সংকলন ও গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেনঃ মক্কা আল্‌-মুকাররামায় ইব্‌ন জুরাইজ (র) (মৃ. ১৫০/৭৬৭) ও ইব্‌ন ইসহাক (র) (মৃ. ১৫১/৭৬৮), মদীনা আল্‌-মুনাওয়ারায় সা'ঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবাহ্‌ (র) (মৃ. ১৫৬/৭৭২), রাবী' ইব্‌ন সুবাইহ্‌ (র) (মৃ. ১৬০/৭৭৭) ও ইমাম মালিক (র) (মৃ. ১৭৯/৭৯৫), বসরায় হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) (মৃ. ১৬৭/৭৮৪), কূফায় সুফইয়ান আস্‌-সাওরী (র) (মৃ. ১৬১/৭৭৮), সিরিয়ায় আবূ আমর আল্‌-আওযাঈ (র) (মৃ. ১৫৭/৭৭৩), ওয়াসিত-এ হুশাইম (র) (মৃ. ১৮৮/৮০৪), খুরাসানে আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুবারক (র) (মৃ. ১৮১/৭৯৭), ইয়ামানে মা'মার (র) (মৃ. ১৫৩/৭৭০), রায়-এ জারীর ইব্‌ন আব্‌দিল হামীদ (র) (মৃ. ১৮৮/৮০৪)।

এভাবে এ কাজে আরো সম্পৃক্ত হলেন সুফইয়ান ইব্‌ন উয়াইনা (র) (মৃ. ১৯৮/৮১৪), লাইস ইব্‌ন সা'আদ (র) (মৃ. ১৭৫/৭৯১) এবং শু'বা ইব্‌নুল্‌ হাজ্জাজ (র) (মৃ. ১৬০/৭৭৭)।[১১] এঁরা সকলেই ছিলেন দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর হাদীস বিশেষজ্ঞ। তবে তাঁদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তা জানা যায়নি। এঁদের সংগৃহীত গ্রন্থে সাহাবীগণের বাণী এবং তাবি'ঈগণের ফাতাওয়াও সংমিশ্রিত ছিল। এ শতাব্দীর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হচ্ছেঃ ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র) (মৃ. ১৭৯/৭৯৫)-এর 'মুওয়াত্তা', ইমাম শাফি'ঈ (র) (মৃ. ২০৪/৮১৯)-এর 'মুস্‌নাদ' এবং 'মুখ্‌তালাফুল হাদীস', ইমাম আব্‌দুর রায্‌যাক (র) (মৃ. ২১১/৮২৭)-এর 'জামি', শু'বা ইব্‌নুল হাজ্জাজ (র) (মৃ. ১৬০/৭৭৭)-এর 'মুসান্নাফ', সুফইয়ান ইব্‌ন উয়াইনাহ্‌ (র) (মৃ. ১৯৮/৮১৪)-এর 'মুসান্নাফ' এবং লাইস্‌ ইব্‌ন সা'আদ (র) (মৃ. ১৭৫/৭৯১)-এর 'মুসান্নাফ'।[১২]

---

১০. মাওলানা আব্‌দুল্‌ রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬।

১১. আস্‌-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

১২. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭।

www.pathagar.com

উমাইয়া খলীফা উমর ইব্‌ন আব্‌দিল্ আযীয (র) হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের ফরমান জারী করার পর বেশি দিন জীবিত ছিলেন না কিন্তু তাঁর এ ফরমানের ফলে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের যে প্রবাহ্ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল, অতঃপর তা কয়েক শতাব্দীকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ইমাম আয্-যুহরী (র)-এর পরবর্তী মনীষী ও মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজে পূর্ণমাত্রায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অতঃপর এ কাজ পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে।

প্রথম হিজরী শতকে এ পর্যায়ে যতটুকু কাজ সম্পন্ন হয়েছিল, পরিমাণে ও আকারে তা বিরাট কিছু না হলেও এর ফলেই যে হাদীস গ্রন্থ সংকলনের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল, তা অনস্বীকার্য। ফলে দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথম থেকেই এ কাজ যথোপযুক্ত গুরুত্বের সাথে সম্পন্ন হতে শুরু করে এবং তৃতীয় হিজরী শতকে গিয়ে তা পূর্ণতায় পৌঁছে। এ শতকে হাদীস একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর এক-একটি বিভাগ সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয়। এ শতকে একদিকে যেমন হাদীস সংগ্রহ, সংকলন, গ্রন্থ প্রণয়ন ও হাদীস সম্পর্কিত যরুরী জ্ঞানের অপূর্ব বিকাশ ঘটে, অপরদিকে মুসলিম জনগণের মধ্যে হাদীস শিক্ষা ও চর্চার অদম্য উৎসাহ এবং বিপুল আগ্রহ ও পরিলক্ষিত হয়। এ শতকের মাঝামাঝি ও শেষার্ধেই ছয়খানি বিখ্যাত সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ্ সিত্তাহ্) সম্পাদিত হয়। এভাবে মুহাদ্দিসগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে হাদীসসমূহ মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য সুরক্ষিত হয়ে যায়। যে সব মনীষীর অক্লান্ত সাধনা ও শ্রমের বিনিময়ে হাদীসসমূহ সুরক্ষিত হলো, আল্লাহ্ পাক তাঁদের সকলকে জান্নাতবাসী করুন।

২. হাদীসের পরিভাষা সম্পর্কীয় ইল্‌ম

এ মহান সাধনার দ্বিতীয় ফল হলো 'ইল্‌মু মুস্‌তালাহিল হাদীস' বা হাদীসের পরিভাষা সম্পর্কীয় ইল্‌ম। জাল হাদীস প্রতিরোধকল্পে মুহাদ্দিসগণ এ শাস্ত্রটি আবিষ্কার করেন। এতে সন্নিবেশিত হয়েছে হাদীস যাচাই-বাছাই ও তা সংকলন করার কতিপয় নির্দিষ্ট নীতিমালা। এ সম্পর্কে যত মূলনীতি রচিত হয়েছে, তার মধ্যে এটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। আমাদের হাদীস বিজ্ঞানীগণই সর্বপ্রথম এ মূলনীতি আবিষ্কার করেন।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে এ বিষয়ের উপর গ্রন্থ প্রণয়ন শুরু হয়। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম আল্-বুখারী (র) (জ. ১৯৪/৮১০- মৃ. ২৫৬/৮৭০)-এর উস্তাদ আলী ইব্‌নুল্ মাদীনী (র) (জ. ১৬১/৭৭৮- মৃ. ২৩৪/৮৪৯)। তিনি কয়েকটি পৃথক পৃথক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তারপর এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন কাযী আবূ মুহাম্মাদ রামহুরমুযী (র) (মৃ. ৩৬০/৯৭০)। তিনি তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন 'আল্-মুহাদ্দিসুল ফাসিল বাইনার্-রাবী ওয়াস্-সামি।"

www.pathagar.com

এ গ্রন্থে প্রতিটি বিষয় পৃথক পৃথকভাবে অধ্যায়-ভিত্তিতে সাজানো হয়েছিল। কিন্তু এতে এ শাস্ত্রের প্রতিটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তারপরে এলেন আল্-হাকিম আবূ আব্দিল্লাহ্ নিশাপুরী (র) (জ. ৩২১/৯৩৩- মৃ. ৪০৫/১০১৪)। এ বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস'; কিন্তু এ গ্রন্থটি সুবিন্যস্ত নয়। তাঁর পরে এলেন আবূ নু'আয়ম আল্-ইস্পাহানী (র) (মৃ. ৪৩০/১০৭০)। তিনি ইমাম আল্-হাকিম (র)-কেই অনুসরণ করলেন। এঁদের পর এলেন আল্-খতীব আবূ বকর আল্-বাগদাদী (র) (জ. ৩৯২/৯৪৬- মৃ. ৪৩৬/১০৭০)। তিনি রিওয়ায়াতের নিয়মাবলী সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করলেন এবং এর নাম দিলেন 'আল্-কিফায়াহ্'। আর এর আদব সম্বন্ধে লিখলেন একখানা কিতাব। তাঁর নাম দিলেন 'আল্-জামি'উ লি-আদাবিশ্-শায়খ ওয়াস্-সামি।' এঁদের পরে এলেন কাযী ইয়ায (র) (মৃ. ৫৪৪/১১৪৯)। তিনি এ বিষয়ে 'আল্-ইল্মা' নামক একখানা গ্রন্থ লিখলেন। আল্-খতীব আল্-বাগদাদী (র)-এর গ্রন্থের অনুসরণেই মূলত এ গ্রন্থটি রচিত। তারপর এলেন হাফিয তাকীউদ্দীন আবূ আমর উসমান ইব্নুস্-সালাহ (র) (মৃ. ৬৪৩/১২৪৫), তাঁর রচিত গ্রন্থটি 'মুকাদ্দামাতু ইব্নিস্ সালাহ্' নামে পরিচিত। তিনি দামেশকের আল্-আশরাফিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করতেন। তিনি ছাত্রদেরকে বলে যেতেন আর তারা তা লিখে রাখতো। গ্রন্থখানি সুবিন্যস্ত নয় বটে, কিন্তু পূর্ববর্তীরা বিক্ষিপ্তভাবে যে সব আলোচনা করেছেন, তা সবই এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ জন্য অনেকেই আগ্রহের সাথে এ গ্রন্থখানি গ্রহণ করে নিলেন। অতঃপর অনেকেই গদ্যে ও পদ্যে এর শরাহ্ (ব্যাখ্যা) লিখতে শুরু করলেন। যেমন, আল্লামা আল্-ইরাকী (র) (মৃ. ৮০৬/১৪০৩) লিখেছেন 'আল্ফিয়াহ্', আর এরই ব্যাখ্যা লিখেছেন ইমাম আস্-সাখাবী (র) (মৃ. ৯০২/১৪৯৭) এবং 'আত-তাকরীব' নামে এর ব্যাখ্যা লিখেছেন। ইমাম আল্-নাবাবী (র)। আর 'আত্-তাদরীব' নামে এর ব্যাখ্যা লিখেছেন ইমাম আস্-সুয়ূতী (র) (মৃ. ৯১১/১৫০৫)। আবার একে সংক্ষিপ্ত করে লিখেছেন হাফিয ইব্ন কাসীর (র)। তিনি এ গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'ইখতিসারু উলূমিল হাদীস'। তারপর থেকে এভাবে এ শাস্ত্রের উপর গ্রন্থের পর গ্রন্থ লিখা হতে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো আল্লামা আল্-ইরাকী (র)-এর 'আল্ফিয়াহ' এবং হাফিয ইব্ন হাজার (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮)-এর 'নুখবাতুল ফিকার'। এ বিষয়ে আল্লামা শেখ তাহির আল-জাযাইরী (র)-র রচিত 'তাওজীহুন্ নাযর' এবং মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন আল্-কাসিমী (র) (মৃ. ১৩৩২/১৯১৩) রচিত 'কাওয়া'ইদুত্-তাহ্দীস' গ্রন্থের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৩]

---

১৩. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১০৯।

www.pathagar.com

৩. ইলমুল জারহি ওয়াত্-তা'দীল

এ মহান সাধনার তৃতীয় ফল হলো 'ইল্মুল জারহি ওয়াত্-তা'দীল' বা 'ইল্মু মীযানির রিজাল'। এ শাস্ত্রে রাবীগণের দোষ-গুণ তথা সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ সাধনার ফলে যত শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে, তার মধ্যে এটি অন্যতম। অপর কোন জাতির ইতিহাসেই এর নযীর নেই। এ শাস্ত্রের উৎপত্তির মূলে আছে রাবীগণের সার্বিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার জন্য মুহাদ্দিসগণের প্রবল বাসনা। এ শাস্ত্রটি মূলত রিজাল শাস্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। এর সংজ্ঞাদান প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ "এটা এমন এক বিজ্ঞান যাতে বিশেষ শব্দে রাবীগণের দোষ-গুণ তথা সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়।"[১৪]

সাহাবীগণের যুগ থেকেই হাদীস বর্ণনাকারীগণের যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনার কাজ শুরু হয়। সাহাবীগণের মধ্যে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) (মৃ. ১৩/৬৩৪), উমর ফারুক (র) (মৃ. ২৩/৬৪৪), উস্মান (রা) (মৃ. ৩৫/৬৫৬), আলী (রা) (মৃ. ৪০/৬৬১), আয়েশা (রা) (মৃ. ৫৮/৬৭৭), ইব্ন আব্বাস (রা) (মৃ. ৬৮/৬৮৭), উবাদাহ্ ইব্ন সামিত (রা) (মৃ. ৩৪/৬৫৪) এবং আনাস্ ইব্ন মালিক (রা) (মৃ. ৯৩/৭১২) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাবি'ঈগণের মধ্যে এ বিষয়ে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান কয়েকজন হলেন, সা'ঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যিব (র) (মৃ. ৯৪/৭১৩), শা'বী (র) (মৃ. ১০৪/৭২৩), ইব্ন সীরীন (র) (মৃ. ১১০/৭২৯) এবং আ'মাশ (র) (মৃ. ১৪৮/৭৬৫) প্রমুখ।

এরপর রাবীগণ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলেন ইমাম শু'বা (র) (মৃ. ১৬০/৭৭৭)। তিনি পুংখানুপুংখভাবে রাবী যাচাই-বাছাই-এর কাজ শুরু করলেন। তিনি বিশ্বস্ত রাবী ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে হাদীস রিওয়ায়াত করতেন না। ইমাম আবূ হানীফা (র) (মৃ.১৫০/৭৬৭), ইমাম মালিক (র) (মৃ. ১৭৯/৭৯৫)-ও রাবীগণের বিচার-বিশ্লেষণ করতেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর এ শাস্ত্রের প্রখ্যাত ব্যক্তিরা হলেন, মা'মার ইব্ন রাশিদ (র) (মৃ.১৫৪/৭৭০), হিশাম আদ্-দাস্তাওয়ায়ী (র) (মৃ. ১৫৪/৭৭০), আল্-আওযা'ঈ (র) (মৃ. ১৫৭/৭৭৩), সুফইয়ান আস্-সাওরী (র) (মৃ. ১৬১/৭৭৮), হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) (মৃ. ১৬৭/৭৮৪) এবং লাইস্ ইব্ন সা'আদ (র) (মৃ. ১৭৫/৭৯১)।

এঁদের পরে এলেন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) (মৃ. ১৮১/৭৯৭), আল্ ফাযারী (র) (মৃ. ১৮৫/৮০১), ইব্ন উয়াইনাহ্ (র) (মৃ. ১৯৮/৮১৪) এবং ওয়াকী' ইব্নুল জার্রাহ্ (র) (মৃ. ১৯৭/৮১৩) প্রমুখের ন্যায় ব্যক্তিত্ব। এ তবকার মুহাদ্দিসগণের

---

১৪. ড. সুব্হী আস্-সালিহ্ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

www.pathagar.com

মধ্যে প্রখ্যাত হলেন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল্-কাত্তান (র) (মৃ. ১৯৮/৮১৪) এবং আব্দুর রহ্মান ইব্ন মাহ্দী (র) (মৃ. ১৯৮/৮১৪)। তাঁরা উভয়েই ছিলেন সকলের নিকট বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য। তাঁরা যাকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলতেন, তাঁর রিওয়ায়াত গৃহীত হতো, আর যাঁর ব্যাপারে সমালোচনা করতেন তার রিওয়ায়াত গ্রহণ করা হতো না।

এরপরে অপর একটি তব্কার অভ্যুদয় ঘটলো। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ কয়েকজন হলেন, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (র) (মৃ. ২০৬/৮২১), আবূ দাউদ আত্-তায়ালিসী (র) (মৃ. ২০৪/৮১৯), আব্দুর রায্যাক ইব্ন হুমাম (র) (মৃ. ২১১/৮২৭) এবং আবূ আসিম আন্-নাবীল আয্-যাহ্হাক ইব্ন মাখলাদ্ (র) (মৃ. ২১২/৮২৭)।

এরপর এ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। এ ব্যাপারে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) (মৃ. ২৩৩/৮৪৮), আলী ইব্নুল মাদীনী (র) (মৃ. ২৩৪/৮৪৯), মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ (র) (মৃ. ২৩০/৮৪৫), [তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'আত্-তাবাকাতুল কুবরা।' পনের খণ্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থটি এ বিষয়ের সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। ইমাম আস্-সুয়ূতী (র) (মৃ. ৯১১/১৫০৫) এটিকে সংক্ষেপ করে তার নাম দিয়েছেন 'ইন্জাযুল ও'য়াদ আল্-মুন্তাকা মিন্ তাবাকাতি ইব্ন সা'দ], ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) (মৃ. ২৪১/৮৫৫), ইমাম বুখারী (র) (মৃ. ২৫৬/৮৭০), [তিন খণ্ডে বিভক্ত (আত্-তারীখুল কাবীর, আত্-তারীখুল আওসাত ও আত্-তারীখুস্ সগীর) তাঁর রচিত 'আত্-তারীখ' গ্রন্থখানি এ বিষয়ের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এছাড়া এ বিষয়ে তাঁর 'কিতাবুয্-যু'আফা ওয়াল কাবীর' নামেও একটি গ্রন্থ রয়েছে]। ইমাম মুসলিম (র) (মৃ. ২৬১/৮৭৫), ইমাম আবূ দাউদ (র) (মৃ. ২৭৫/৮৮৯), ইমাম নাসা'ঈ (র) (মৃ. ৩০৩/৯১৫), ইব্ন হিব্বান (র) (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫), দারাকুত্নী (র) (মৃ. ৩৮৫/৯৯৫), ইব্ন আদী (র) (মৃ. ৩৬৫/৯৭৫), ইব্ন আবূ হাতিম আর্ রাযী (র) (মৃ. ৩২৭/৯৩৯), ইমাম যাহাবী (র) (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮), ইব্ন হাজার (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮) ও ইমাম সুয়ূতী (র) (মৃ. ৯১১/১৫০৫) প্রমুখ।[১৫]

৪. উলূমুল হাদীস

মুহাদ্দিসগণের প্রচেষ্টার চতুর্থ ফল হলো উলূমুল হাদীস। হাদীস বর্ণনা, পঠন-পাঠন, সার্বিকভাবে এর বিশুদ্ধতা নিরূপণ এবং এর উসূল ও উৎস প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার জন্য এ শাস্ত্র অপরিহার্য। এ শাস্ত্রের সংজ্ঞাদান প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ

---

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১০৯; আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১১১; আজমী ঃ হাদীসের তত্ত্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

www.pathagar.com

"এটি এমন একটি শাস্ত্র যার মাধ্যমে সনদ ও মতনের সার্বিক অবস্থা, হাদীসের প্রকারভেদ ও বিশুদ্ধতা নিরূপণ, হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি, রাবী গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী, রাবীগণের দোষ-গুণ পর্যালোচনা এবং তাঁদের যাচাই-বাছাইয়ের নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া যায়।"[১৬] উলূমূল হাদীসকে উসূলুল হাদীস ও বলা হয়ে থাকে। এক কথায় হাদীসের মূলনীতি শাস্ত্র জ্ঞানকেই উসূলুল হাদীস বলা হয়। শায়খ ইয্যুদ্দীন (র) বলেন, "এটি এমন একটি শাস্ত্র যার মাধ্যমে সনদ ও মতনের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। এ শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয় হলো সনদ ও মতন এবং উদ্দেশ্য হলো গায়র্ সহীহ্ হাদীস থেকে সহীহ্ হাদীসকে পৃথক করা।"[১৭] মুহাদ্দিসগণ উলূমূল হাদীসকে প্রধানত দু'প্রকারে বিভক্ত করেছেন। রিওয়ায়াত ও দিরায়ায়াত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা, কর্ম কিংবা অনুমোদন, অনুরূপভাবে সাহাবীগণ ও তাবি'ঈগণের কথা, কর্ম ও অনুমোদনকে সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলা হয়। আর সামগ্রিক অর্থে দিরায়ায়াত ঐ ইল্মকে বলা হয় যার মাধ্যমে রাবীগণের গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়া, হাদীস রিওয়ায়াতের শর্তাবলী, প্রকারভেদ ও এ বিষয়ের যাবতীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়।[১৮] ইমাম আল্-হাকিম (র) (মৃ. ৪০৫/১০১৪) তাঁর 'মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে এ সংক্রান্ত বায়ান্নটি ইল্ম সন্নিবেশিত করেছেন। আর ইমাম আল্-নাবাবী (র) (মৃ. ৬৩১/১২৩৪) 'আত্-তাক্রীব' গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন পঁয়ষট্টিটি ইল্ম। সংক্ষিপ্তভাবে এসব গ্রন্থে আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের শিরোনাম শুধু এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. মুহাদ্দিস এর পরিচয়, ২. সনদযুক্ত হাদীস-এর পরিচয়, ৩. মাওকূফ হাদীস-এর পরিচয়, ৪. স্তর অনুযায়ী সাহাবীগণের পরিচয়, ৫. ঐ সব মুরসাল হাদীসের পরিচয় যা দলীল হিসেবে গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, ৬. মুনকাতা' হাদীসের পরিচয়, ৭. মুসাল্সাল্ সনদ-এর পরিচয়, ৮. 'মু'আন-'আন' হাদীস-এর পরিচয়, ৯. মু'দাল হাদীস-এর পরিচয়, ১০. মুদ্রাজ-এর পরিচয়, ১১. তাবি'ঈগণের পরিচয়, ১২. সাহাবীগণের সন্তান-সন্ততির পরিচয়, ১৩. ইল্মুল জার্হি ওয়াত্-তা'দীল-এর পরিচয়, ১৪. সহীহ্ ও গায়র সহীহ্ হাদীস-এর পরিচয়, ১৫. হাদীসের ফিক্হ-এর পরিচয়, ১৬. নাসিখ ও মানসূখ হাদীস-এর পরিচয়, ১৭. মাশহূর হাদীস-এর পরিচয়, ১৮. গারীব হাদীস-এর পরিচয়, ১৯. আফরাদ হাদীস-এর পরিচয়, ২০. মুদাল্লিস রাবীগণের পরিচয়, ২১. মু'আল্লাল হাদীস-এর

---

১৬. আলী মুহাম্মাদ নাসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯; আল্-কাসিমী প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

১৭. আস্-সুয়ূতী (১৯৭৯), ১ম খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

১৮. আল্-কাসিমী, প্রাগুক্ত; ড. সুবহী আস্-সালিহ্ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬।

www.pathagar.com

পরিচয়, ২২. পরস্পর বিরোধী হাদীসসমূহের পরিচয়, ২৩. মুহাদ্দিসগণের মাযহাবের পরিচয়, ২৪. মতন লিখনে ভুলের পরিচয় ও ২৫. সনদ লিখনে ভুলের পরিচয়।[১৯]

৫. জাল হাদীস এর গ্রন্থাবলী

মুহাদ্দিসগণের এ অসাধারণ প্রচেষ্টার পঞ্চম ফল হলো জাল হাদীস-এর গ্রন্থ প্রণয়ন। সর্বসাধারণ যাতে জাল হাদীস দ্বারা প্রতারিত না হয়, সে জন্য তাঁরা জাল হাদীসসমূহ সংগ্রহ করে তা গ্রন্থাবদ্ধ করে রাখেন। এ বিষয়ের উপর রচিত কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. মাওযূ'আতুন নুক্কাশ ঃ এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন হাফিয্ আবূ সা'ঈদ মুহাম্মাদ ইব্ন আলী আল্-ইস্পাহানী আল্-হাম্বলী (র) (মৃ. ৪১৪/১০২৩)।

২. আল্-আবাতীল ঃ এ গ্রন্থের রচয়িতা হাফিয ইমাম আবূ আব্দিল্লাহ্ হুসাইন ইব্ন ইবরাহীম আল্-হামাদানী আজ-জুওযাকানী (র) (মৃ. ৫৪৩/১১৫১)।[২০]

৩. আল্-মাওযূ'আত ঃ এ গ্রন্থের সংকলক হলেন হাফিয আবুল্ ফারাজ আব্দুর রহমান ইব্ন আলী ইব্নুল জাওযী (র) (মৃ. ৫৯৭/১২০২)। এ গ্রন্থে লিখক সহীহ্ মুসলিমের একটি হাদীস, মুসনাদে আহমাদ-এর আটত্রিশটি হাদীস, আবূ দাউদ-এর নয়টি হাদীস, জামি' আত্-তিরমিযীর ত্রিশটি হাদীস, আন্-নাসা'ঈর দশটি হাদীস, ইব্ন মাজাহ্র ত্রিশটি হাদীস এবং আল-হাকিম (র)-এর আল্-মুস্তাদরাকের ষাটটি হাদীসকে জাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ ছাড়া অন্যান্য সুনান গ্রন্থেরও বহু হাদীসকে তিনি জাল বলে চিহ্নিত করেছেন। মুহাদ্দিসগণ এ গ্রন্থটির তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং এর প্রতিবাদ করে গ্রন্থও রচনা করেছেন। যেমন 'মুসনাদে আহ্মাদ'-এর হাদীসের সমালোচনার প্রতিবাদে গ্রন্থ লিখেছেন আল্লামা আল-ইরাকী (র) ও ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮)। ইব্ন হাজার (র) রচিত গ্রন্থটির নাম হলো 'আল্-কাওলুল মুসাদ্দাদু ফি যাব্বিল মুসনাদিল ইমাম আহমাদ।' আর সাধারণভাবে গ্রন্থটির সমালোচনা করে কিতাব লিখেছেন ইমাম আস্-সুয়ূতী (র) (মৃ ৯১১/১৫০৫)। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'আত্-তা'আক্কুবাতু 'আলাল মাওযূ'আত।' এছাড়াও তিনি ইব্নুল জাওযী (র) (মৃ. ৫৯৭/১২০২) রচিত গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত করে আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটির নাম 'আল্ লা'আলী'উল্ মাসনূ'আহ।[২১]'

৪. আল্-মুগনী আনিল হিফয ওয়াল কিতাব ঃ এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন আবূ হাফ্স উমর ইব্ন বদর আল্-মূসিলী (মৃ. ৬২২/১২২৭)।

---

১৯. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১২০।

২০. ফালাতা, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩-৪৫৪।

২১. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১; ফালাতা, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২।

www.pathagar.com

৫. আদ্-দুরারুল মুলতাকাতু ফী তাবাঈনিল গলত ঃ এর রচয়িতা হলেন আল্লামা আস্-সাগানী রাযীউদ্দীন আবুল ফযল হাসান ইব্ন হুসাইন (র) (মৃ. ৬৫০/১২৫২)।

৬. তাযকিরাতুল মাওযূ'আত ঃ এর রচয়িতা হলেন আবুল ফযল মুহাম্মাদ ইব্ন তাহির ইব্ন আলী আল্-মাকদিসী (র) (মৃ. ৫০৭ হি.)।

৭. আল্-মাওযূ'আতুল্ কুবরা ঃ এর রচয়িতা হলেন আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সুলতান আল্-হারুবী (র) (মৃ. ১০১৪/১৬০৬)। তিনি মুল্লা আলী আল্-কারী নামে পরিচিত।

৮. আল্-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ ফিল আহাদীসিল মাওযূ'আহ্ ঃ এর রচরিতা হলেন আল্-হাফিয মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন আলী আশ্-শামী (র) (মৃ. ৯৪২/১৫৩৫)।

৯. আল ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ্ ফিল আহাদীসিল মাওযূ'আহ ঃ এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আশ্-শাওকানী (র) (মৃ. ১২৫০/১৮৩৪)।

১০. রিসালাহ্ ঃ এর রচয়িতা হলেন ইমাম আস্-সান'আনী (র)। এতে তিনি ঐ সব মিথ্যা হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন যা তাঁর সময়কার কাহিনীকার ও ওয়ায়েযগণের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। তিনি গ্রন্থটির শেষাংশে দুর্বল ও পরিত্যক্ত রাবীগণের নাম সংযোজন করে দিয়েছেন।

১১. আল্-লু'লু'উল মারসূ' ফীমা লা আসলা লাহু আও বি আসলিহী মাওযূ' ঃ এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন শায়খ মুহাম্মাদ ইব্ন আবুল মাহাসিন আল্-কাওকাজী আল্-আযহারী (র) (মৃ. ১৩০৫/১৮৮৭)। তিনি ত্রিপোলীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মিসরে ইন্তিকাল করেন।[২২]

১২. তাল্খীসুল মাওযূ'আত ঃ এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন জালালুদ্দীন ইবরাহীম ইব্ন উসমান (র)।

১৩. তানযীহুশ্ শরী'আতিল্ মারফূ'আহ্ আনিল আহাদীসিশ্ শানী'আতিল মাওযূ'আহ ঃ এর রচয়িতা হলেন আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী আল্-কিনানী (র) (মৃ. ৯৬৩/১৫৫৬)।

১৪. তাযকিরাতুল মাওযূ'আহ ঃ এর রচয়িতা হলেন মুহাম্মাদ ইব্ন তাহির ইব্ন আলী আস্-সিদ্দীক পাট্টনী (র) (মৃ. ৯৮৬/১৫৭৮)।

১৫. মুখতাসারুল্ লা'আলীউল মাসনূ'আহ্ ঃ এর রচয়িতা হলেন আবুল হাসান আলী ইব্ন আহমাদ আল্-মালিকী আল্-মাগরিবী (র) (মৃ. ১১৪৩ হি.)।

---

২২. আল্-মুবারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১-১২২।

www.pathagar.com

১৬. **আদ্-দুরারুল মাসনূ'আহ্** ঃ এ গ্রন্থের লেখক হলেন আবুল্ আউন শামসুদ্দীন বকর ইব্ন আহমাদ আস্-সাফারীনী (মৃ. ১১৮৮/১৭৭৪)।

১৭. **তাহ্যীবুল মুসলিমীন মিনাল আহাদীসিল মাওযূ'আতিস্ সায়্যিদিল মুরসালীন** ঃ এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন মুহাম্মাদ আল্-বশীর যাকির আল্-আযহারী (মৃ. ১৩৫০/১৯৩২)।

১৮. **কিতাবুল মানার আল্ মুনীফ ফিস্ সহীহ্ ওয়ায্ য'ঈফ** ঃ এর লিখক হলেন আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বকর আদ্-দিমাশকী (মৃ. ৭৫১/১৩৫০)। তিনি ইব্ন কাইয়িম আল-জাওযিয়া নামে পরিচিত।

১৯. **আল্-কিসাসু ওয়াল মুযাক্কিরীন** ঃ এর রচয়িতা হলেন ইব্নুল জাওযী (র) (মৃ. ৫৯৭/১২০২)।

২০. **আহাদীসুল কিসাস** ঃ এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন আল্লামা ইব্ন তাইমিয়া (র) (মৃ. ৭৩৮/১৩৩৮)।

২১. **আল্-বা'ইসু আলাল খাল্লাসি মিন হাওয়াদিসিল কিসাস** ঃ এর রচয়িতা হলেন আল্লামা আল-ইরাকী (র)।

২২. **তাহ্যীরুল খাওয়াস মিন আহাদীসিল কিসাস** ঃ এর রচয়িতা হলেন ইমাম আস্-সুয়ূতী (র) (মৃ. ৯১১/১৫০৫)।[২৩]

২৩. **আল্-আলসিনাহ** ঃ এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দির রহমান আস্-সাখাবী (র) (মৃ. ৯০২/১৪৯৭)।

২৪. **তাম্ঈযুত্ তাইয়্যিবি মিনাল খাবীস** ঃ এর রচয়িতা হলেন শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দিহলবী (র) (মৃ.. ১০৫২/১৬৪২)।

২৫. **আল-আ-সা-রুল্ মারফূ'আহ্ ফিল আখবারিল মাওযূ'আহ্** ঃ এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন শায়খ আব্দুল হাই লাখনুবী (র) (মৃ. ১৩০৪/১৮৮৬)।

২৬. **আল্-কালামুল মারফূ' ফীমা ইয়াতা'আল্লাকু বিল হাদীসিল্ মাওযূ'** ঃ এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন মাওলানা আনওয়ারুল্লাহ্ হায়দরাবাদী (র)।[২৪]

২৭. **আল্-কাশফুল হাসীস ফী মান রামা বিওয়াযিইল হাদীস** ঃ এর প্রণেতা হলেন ইমাম আল্-হালাবী।

২৮. **কানূনুল মাওযূ'আত ফী আসামিইল ওয়াযযা'ঈন ওয়াল কাযযাবীন** ঃ এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন শেখ মুহাম্মাদ তাহির পাট্টনী সিন্ধী (র) (মৃ.. ৯৮৬/১৫৭৮)।[২৫]

---

২৩. ফালাতা, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩-৫১৯।

২৪. আজমী ঃ হাদীসের তত্ত্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

২৫. আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

www.pathagar.com

৬. মুখে মুখে চলে আসা হাদীস-এর গ্রন্থাবলী

মুহাদ্দিসগণের এ মহান প্রচেষ্টার ৬ষ্ঠ ফল হলো মুখে মুখে চলে আসা হাদীস-এর গ্রন্থাবলী প্রণয়ন। এরূপ প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. **আল্-লা'আলী'উল মান্সূরাহ্ ফিল আহাদীসিল মাশহূরাহ** ঃ এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন ইমাম আয্-যুরকানী (র) (মৃ. ৭৯৪ হি.)। একে সংক্ষিপ্ত করে জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) (৯১১/১৫০৫) একটি গ্রন্থ লিখেছেন। তার নাম দিয়েছেন 'আদ্-দুরারুল মুনতাসিরাহ ফিল আহাদীসিল মুশ্তাহারাহ্।'

২. **আল্-মাকাসিদুল হাসানাহ্ ফিল আহাদীসিল মুশতাহারাহ আলাল আল্-সিনাহ** ঃ এর প্রণেতা হলেন শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দির রহমান আস্-সাখাবী (র) (মৃ. ৯০২/১৪৯৭)।

৩. **কাশফুল খিফা ওয়াল ইলবাস ফী মা ইয়াদুরু মিনাল আহাদীসি আলা আলসিনাতিন্ নাস** ঃ এর প্রণেতা হলেন ইমাম আল-আজলুওয়ানী (র) (মৃ.১১৬২) হি.)। তিনি ইমাম আস্-সাখাবী (র) (মৃ. ৯০২/১৪৯৭)-এর গ্রন্থ অনুকরণে এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। অবশ্য তিনি নিজেও এতে কিছু অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন করেছেন।

৪. **তাম্ঈযুত্ তাইয়্যিবি মিনাল খাবীস** ঃ এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন ইব্নুদ্-দাইবা' আশ্-শায়বানী আল্-আসারী (মৃ. ৯৪৪/১৫৩৮)।

৫. **আসানিউল মাত্মাতিব** ঃ এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন শায়খ মুহাম্মাদ আল্-হাওত বৈরূতী (র)। তিনি অনুকরণ করেছেন 'তামঈযিত্ তাইয়্যিব' গ্রন্থখানির। তিনি নিজেও এতে কিছু অতিরিক্ত কথা সংযোজন করেছেন।[২৬]

---

২৬. আস-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় খণ্ড

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায়-১

রিজাল শাস্ত্র প্রসঙ্গে

পরিচ্ছেদ ১ ঃ আসমা'উর রিজাল-এর পরিচয়

পরিচ্ছেদ ২ ঃ রিজাল শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-১

আসমা'উর্ রিজাল-এর পরিচয়

'রিজাল শাস্ত্র' মুসলমানদের আবিষ্কৃত ইল্মে হাদীসের একটি বিশেষ পরিভাষার নাম। আরবী ভাষায় একে 'আসমা'উর্ রিজাল' (اسماء الرجال) বলা হয়ে থাকে। 'আসমা' (اسماء) শব্দটি 'ইস্ম' (اسم)-এর বহুবচন, অর্থ নামসমূহ। আর 'আর্-রিজাল' (الرجال) শব্দটি 'রাজুল' (رجل)-এর বহুবচন, অর্থ ব্যক্তিবর্গ। এখন এর অর্থ দাঁড়ায় ব্যক্তিবর্গের নামসমূহ। যেহেতু এ বিষয়ের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনাকারীগণের নাম ও পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাই এর নাম 'ইল্মে আসমা'উর্ রিজাল' বা মানুষের নাম-পরিচয় সংক্রান্ত বিদ্যা। 'আল্-হিত্তাতু ফী যিক্‌রিস্ সিহাহ্ সিত্তাহ্' গ্রন্থে এর ব্যখ্যা দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ "এটি হচ্ছে হাদীসের সনদে উল্লেখিত সাহাবা, তাবি'ঈ তথা সকল বর্ণনাকারী সম্পর্কিত জ্ঞান। কেননা এ জ্ঞান হচ্ছে হাদীস জ্ঞানের অর্ধেক।"[১] যেহেতু একটি হাদীসে দু'টি অংশ থাকে, সনদ ও মতন। আর সনদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাবীগণের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়, এ কারণে একে হাদীস জ্ঞানের অর্ধেক বলা হয়েছে। হাফিযে হাদীসগণ সনদ ও মতন সহই হাদীস মুখস্থ করতেন।[২]

ইল্মে হাদীসের যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে, তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রিজাল শাস্ত্র। এ শাস্ত্রের মাধ্যমে সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীর নাম, বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, জন্ম-মৃত্যুর সন ও তারিখ, তাঁর নৈতিক ও মানসিক অবস্থা কেমন ছিল, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর স্থান কোথায়, তাঁর স্মৃতিশক্তি কিরূপ, শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁর স্মৃতিশক্তিতে কোনরূপ রদ-বদল হয়েছে কিনা, তিনি কিরূপ বোধশক্তির অধিকারী, তাঁর নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা কতখানি, তাঁর আচার-আচরণ কেমন, তাঁর আকীদা সঠিক কিনা? তিনি বিদ'আতপন্থী নন তো, কোন্ পরিবেশে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে, তিনি কার কার থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন কারা, তাঁর সম্পর্কে তাঁর সমসাময়িক লোকদের ধারণা কি, তাঁর সফর ও প্রস্থান এবং আমানাতদারী ও আল্লাহ্‌ভীরুতা ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে

---

১. মাওলানা আব্দুর্ রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭১।

২. হাজী খলীফাহ, মুস্তাফা ইব্ন আব্দিল্লাহ্ ঃ কাশ্ফুয্ যুনূন', ১ম খ., (বৈরুত ঃ দারুল ফিকার, ১৯৮২) পৃ. ৮৭।

www.pathagar.com

অবহিত হওয়া যায়। হাদীসের রাবীগণের পরিচয়লাভ ও তাঁদের মানগত স্থান নিরূপণের জন্য শত-সহস্র মনীষী নিজেদের জীবনপাত করেছেন। তাঁরা গ্রাম হতে গ্রামান্তরে গিয়ে রাবীগণের সাথে সাক্ষাত করে তাঁদের সম্পর্কে সর্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আর যাঁরা তাঁদের সমকালীন ছিলেন না, তাঁদের সম্পর্কে তাঁদের সমসাময়িক অথবা তাঁদের পূর্ববর্তীগণের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এভাবে ইল্‌মে হাদীসের গৌরবমণ্ডিত যে শাখাটি অস্তিত্বে আসে, তাই 'আসমা'উর্ রিজাল' নামে অভিহিত। হাদীস বর্ণনাকারীগণের নাম, উপাধি, স্বভাব-চরিত্র ও গুণাবলী, তাঁদের সমালোচনা ও শ্রেণী, এক কথায় তাঁদের বিস্তারিত জীবন-চরিত এ শাখার অন্তর্ভুক্ত।[৩] এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ড. স্প্রেঙ্গার 'আল্-ইসাবা' গ্রন্থের (ইংরেজী) ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

'There is no nation, nor has there been any which like them has during twelve centuries recorded the life of every man of letters. If the biographical records of Musalman were collected, we should probably have accounts of the lives of half a million of distniguished persons.'

– "পৃথিবীতে এমন কোন জাতির আবির্ভাব হয়নি অথবা বর্তমানেও এমন কোন জাতির অস্তিত্ব নেই যারা মুসলমানদের ন্যায় দীর্ঘ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রত্যেক বিদ্বান, সাহিত্যিক ও লেখক প্রমুখের জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ করে রাখতে সমর্থ হয়েছে। মুসলমানদের লিখিত জীবন চরিতগুলো সংগৃহীত হলে আমরা খুব সম্ভব পাঁচ লক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তির (রাবীর) জীবন চরিত সম্পর্কে অবহিত হতে পারতাম।"[৪]

ড. স্প্রেঙ্গার 'আল্-ইসাবাহ্' গ্রন্থের ভূমিকায় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে এ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তারপরও রিজাল শাস্ত্রের ওপর এ পর্যন্ত বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

আসলে নবী করীম (সা)-এর কথা ও বাণী, তাঁর উত্তম আদর্শ ও কার্যাবলী এবং তাঁর জীবনেতিহাস মুসলিমগণ যেভাবে সংরক্ষণ করেছেন, তার নযীর পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। তাঁরা বিশদভাবে বর্ণনা করে এ বিশাল ব্যক্তিত্বের জীবন-চরিত সংক্রান্ত ঘটনাবলী ও বাণীসমূহ জীবন্ত ছবি আকারে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ফলে হাদীসের ভাণ্ডারে আমরা তাঁর ব্যাপক জীবনের অবিকল প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। আল্লামা শিবলী নু'মানী (র) যথার্থই লিখেছেন ঃ 'কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের এ গৌরবের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া যাবে না। তাঁরা নিজেদের পয়গাম্বর (সা)-এর

৩. সম্পাদনা পরিষদ, **ইসলামী বিশ্বকোষ**, ৩য় খ., (ঢাকা ঃ ই.ফা.বা, ১৯৮৬), পৃ. ১৩০।

৪. মাওলানা আকরাম খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫, (আল্-ইসাবাহ্ গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত)।

www.pathagar.com

জীবনেতিহাস ও ঘটনাবলীর এক-একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকে এমনভাবে সংরক্ষণ করেছেন যে, আজ পর্যন্ত অন্য কোন ব্যক্তির জীবনেতিহাস এমন পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি এবং ভবিষ্যতেও করার সম্ভাবনা নেই।'[৫]

পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে, তা কেবল দু'টি মাধ্যমে জানা যায়। একটি হলো প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করে, আর দ্বিতীয়টি হলো পরোক্ষভাবে। প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তি নিজে স্বচক্ষে দেখে বা জেনে ঘটনা সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস সম্পর্কে সাহাবীগণের জ্ঞান। দ্বিতীয় পর্যায় অন্যের মাধ্যমে জ্ঞান হাসিল হওয়া। যেমন রাবীগণের হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান। তাই এ অবস্থায় ঘটনা বা বিষয়ের সঠিক ব্যাপার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য মাত্র একটি পথই অবশিষ্ট থাকে। তা হলো বর্ণনাকারী যার থেকে বর্ণনা করেছেন, তার সত্যবাদিতা ও আমানতদারী সম্পর্কে জেনে নেয়া। যদি সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য লোক মাধ্যমে জানা যায়, তবে তা বিশ্বাস করা যায়, অন্যথায় নাকচ করে দেয়া হয়। বলা বাহুল্য, এটাই মূলত রিজাল শাস্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।[৬]

হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী ও ন্যায় পারায়ণ হলেন সাহাবীগণ। তাঁরা মিথ্যার আশ্রয় থেকে মুক্ত কিন্তু সাহাবা ব্যতীত অন্যদের ব্যাপারে অন্যায় ও অসত্যের আশ্রয় নেয়ার আশংকা থাকে। তাঁদের মধ্যে রয়েছে পরিচিত-অপরিচিত, জানা-অজানা বহু ধরনের লোক। এ কারণে রিজাল শাস্ত্রের সাথে রাবীগণের আলোচনা-সমালোচনার বিষয়টাও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে গেছে। বস্তুত এটা এক বিশেষ জ্ঞান, একেই বলা হয় 'ইল্মুল্ জার্হি ওয়াত্ তা'দীল'। এ বিষয়ের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعد يلهم بالفاظ مخصوصة -

—"এটা এমন এক বিজ্ঞান যাতে বিশেষ শব্দে হাদীস বর্ণনাকারীগণের সমালোচনা করা হয় এবং তাঁদের গ্রহণযোগ্যদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।"[৭]

মূলত এটা রিজাল শাস্ত্রেরই শাখাবিশেষ।[৮] এজন্য হাদীস বর্ণনাকারী প্রত্যেক ব্যক্তির বিস্তারিত জীবন-চরিত সম্পর্কে গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য। হাদীস সমালোচনার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। কোন স্মরণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যদি ষাট বৎসর বয়সে স্মরণশক্তি হারিয়ে ফেলেন ও ভুলে যাওয়ার রোগে আক্রান্ত হন, তা হলে তাঁর জীবন-চরিতে এ কথা অবশ্যই লিখিত

৫. শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নদভী ঃ সীরাতুন নবী, ১ম খ., (করাচী ঃ দারুল ইশা'আত, ১৯৮৪). পৃ. ১১।

৬. আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

৭. ইব্ন আবী হাতিম, ১ম খ, প্রাগুক্ত, পৃ. বা।

৮. হাজী খলীফাহ্, ১ম খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮২।

www.pathagar.com

হয়েছে যে, এ ব্যক্তি প্রথম জীবনে স্মরণশক্তিসম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু ষাট বৎসর বয়সে তাঁর স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হয়েছে। কজেই তাঁর বর্ণিত কেবল সে সব হাদীসই গ্রহণ করা যাবে, যা তিনি স্মরণশক্তি বর্তমান থাকা অবস্থায় বর্ণনা করেছেন। এ দুর্ঘটনার পরে বর্ণিত কোন হাদীসই তাঁর নিকট হতে গ্রহণযোগ্য নয়।[৯]

এ চরিত বিজ্ঞান রচনার ব্যাপারে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব, হিংসা-বিদ্বেষ, বিশেষ কারো প্রতি অকারণ ঝোঁক ও কারো সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করার মত মারাত্মক ত্রুটি প্রদর্শিত হয়নি। তাঁরা প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে পূর্ণ সত্যের ওপর নির্ভর করে বাস্তব ঘটনার বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের দৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও আবিলতামুক্ত। যার যতটুকু মর্যাদা ও স্থান, তাঁকে ঠিক ততটুকুই দিয়েছেন। এতে কোন প্রকার কার্পণ্য বা সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিচয় দেন নি। নিজেদের কর্তব্য পালন করতে কারো তিরস্কার বা প্রশংসা তাঁদেরকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। কারো জ্ঞান-গরিমা তাঁদের পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারেনি এবং তাঁদের কলম তরবারি দ্বারা কেউ স্তব্ধ করতে পারে নি। এভাবে ইসলামের প্রবর্তক মহানবী (সা)-এর হাদীস, সীরাত ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস তথা ইসনাদভিত্তিক বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত। ফলে তা কাল্পনিক কাহিনী ও সন্দেহযুক্ত কথাবার্তার স্তরে না থেকে ইতিহাসের মাপকাঠিতে সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হয় এবং কালের গহ্বরে বিলীন হওয়া থেকেও রক্ষা পায়। রেভারেন্ড বসওয়ার্থ স্মীথ (Rev. Bosworth Smith)-এর ভাষায় ঃ

"এখানে পূর্ণ দিনের আলো বিরাজমান যা প্রতিটি বস্তুর ওপর পতিত হয়েছে এবং প্রত্যেক মানুষের নিকট পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে।"[১০]

এতে শুধু ইসলাম ও ইসলামের প্রবর্তকের কার্যাবলী ও অবস্থাই ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করে নি; বরং এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়াদিও সংরক্ষিত হয়েছে কোন না-কোনভাবে যাঁরা নবী করীম (সা)-এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, অন্য কোন জাতির বর্ণনাপঞ্জি কিংবা ইতিহাস ভান্ডারে এর এক-দশমাংশও পাওয়া যাবে না।[১১]

---

৯. যেমন এ প্রসঙ্গে সাঈদ আবী আরূবাহ্ (র) (মৃ. ১৫৬/৭৭২)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন প্রসিদ্ধ রাবী। তাঁর সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) (জ. ১৫৮/৭৭৫-মৃ. ২৩৩/৮৪৮) বলেন, ইব্রাহীম ইব্ন আব্দিল্লাহ্ ইব্ন হাসান-এর পরাজয়ের পর সাঈদ ইব্ন আবী আরূবাহ্ (র)-এর স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। আর এটা হলো ১৪২/৭৫৯ সনের কথা। সুতরাং তাঁর ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের ফয়সালা হলো ১৪২/৭৫৯ সনে তাঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার পর যাঁরা তাঁর থেকে রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। আর এর পূর্বে যাঁরা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য। –ইব্নুস্ সালাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

১০. Bosworth smith, Reverand, **'Mohammad and Mohammadanism'** (1889), P. 15.

১১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ–২

রিজাল শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

হাদীস শাস্ত্রে 'আসমা'উর্ রিজাল'-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ জ্ঞান ব্যতীত হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা প্রমাণ করা যায় না। হাদীস গ্রহণযোগ্য কিনা, তা নির্ধারণের জন্য সর্বপ্রথম হাদীসের বর্ণনা সূত্র যাচাই করতে হয়। আর এ বর্ণনা সূত্রকে বলা হয় সনদ। হাদীসের বেলায় সনদের গুরুত্ব হলো ঘরের ভিত্তি এবং শরীরের আত্মার মত। সনদ ছাড়া ইল্মে হাদীসের অস্তিত্বই বিপন্ন। এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুফইয়ান আস্-সাওরী (র) (জ. ৯৭/৭১৬-মৃ. ১৬১/৭৭৮ বলেন ঃ

الاسناد سلاح المؤمن فاذا لم يكن معه السلاح فبأى شيئ يقاتل -

–"সনদ সম্পর্কিত জ্ঞান হচ্ছে মু'মিনের হাতিয়ার স্বরূপ। আর তার নিকট যদি হাতিয়ারই না থাকে, তবে সে শত্রুর সাথে লড়াই করবে কি দিয়ে?"

ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র) (জ. ১৫০/৭৬৭-মৃ. ২০৪/৮১৯) বলেছেন ঃ

مثل الذى يطلب الحديث بلا اسناد كمثل حاطب ليل يحمل حزمة الحطب فيها افعى تلدغه وهو لايدرى -

–"সনদ সূত্র ছাড়া যে ব্যক্তি হাদীস গ্রহণ করে, সে ঠিক রাতের অন্ধকারে কাঠ আহরণকারীর মত লোক। সে কাঠের বোঝা বহন করছে, অথচ তার মধ্যে বিষধর সর্প রয়েছে যা তাকে দংশন করে, কিন্তু সে টেরই পায় না।"[১]

হাদীস বর্ণনাকারী সকল পর্যায়ের ও স্তরের লোকদের সমালোচনা করা, যাচাই-বাছাই করা ও পরীক্ষা করা এবং তাঁদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য লোকদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান ইসলামে এক অতীব জরুরী কার্যক্রম। আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ -

–"হে ঈমানদারগণ! কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসলে তোমরা তার সত্যতা যাচাই করে নাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা

১. মাওলানা আব্দুর্ রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭১-৫৭২।

www.pathagar.com

অজ্ঞাতসারে কোন জাতির ক্ষতি সাধন করে বসবে, আর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে পড়বে।"২

এ স্পষ্ট নির্দেশের কারণেই সাহাবীগণ হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষ কড়াকড়ি ও সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। অকাট্য যুক্তি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া তাঁরা কারো কথা বা হাদীস গ্রহণ করতেন না। পরবর্তীকালে ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে এটাই 'হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান' উৎপত্তির ভিত্তি স্থাপন করে। 'ইল্‌মে আসমা'উর্ রিজাল' বা রিজাল শাস্ত্র এ কারণেই রচিত হয়। হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই-বাছাই-এর জন্য এ বিজ্ঞান একান্তই অপরিহার্য। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, হাদীস বর্ণনাকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সমালোচনা ও যথাযোগ্য মর্যাদা দান সম্পর্কে কথা বলা রাসূলুল্লাহ্ (সা), বিপুল সংখ্যক সাহাবী এবং তাবি'ঈ হতে প্রমাণিত। তাঁদের পরেও একাজ চলেছে। তাঁরা সকলেই এ কাজকে বিধিসম্মত মনে করেছেন। ইসলামী শরী'আতকে মিথ্যা ও জালিয়াতের করাল গ্রাস হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাঁরা এটাকে জায়েয করেছেন, লোকদেরকে নিছক আঘাতদান বা দোষী প্রমাণের উদ্দেশ্যে নয়।৩

মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র) (জ. ৩৩/৬৫৪-মৃ. ১১০/৭২৮) বলেছেন ঃ

ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم

—"নিশ্চয়ই এ জ্ঞান দীনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমরা কার নিকট থেকে তোমাদের দীন গ্রহণ করছো, তা ভাল করে দেখে নাও।"৪

হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেনঃ

لم يكونوا يسئلون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم -

—"এমন এক সময় ছিল যখন লোকেরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো না কিন্তু পরে যখন ফিতনা দেখা দিল, তখন লোকেরা হাদীস বর্ণনাকারীদের বললো, তোমরা কোন্ ব্যক্তির নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করছো আমাদের কাছে তাঁদের নাম বর্ণনা কর। তাতে দেখা যাবে তাঁরা আহ্‌লুস্ সুন্নাহ্ কিনা? যদি তাঁরা এ সম্প্রদায়ের হন, তা হলে তাঁদের হাদীস গ্রহণ করা হবে। আর যদি দেখা যায় তারা বিদ'আতী, তা হলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।"৫

---

২. আল্-কুরআন, সূরা আল্-হুজুরাত, ৪৯ ঃ ৬।

৩. আল্-উকাইলী, ১ম খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

৪. আন্-নাবাবী ঃ **সহীহ্ মুসলিম**, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

৫. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ আবূ বকর (রা) (১১/৬৩২-১৩/৬৩৪) ও উমর (রা) (১৩/৬৩৪-২৩-৬৪৩)-এর যুগে সনদ বর্ণনা করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কেননা তখন জাল হাদীসের অস্তিত্বই ছিল না। আবূ বকর (রা) নিজেই হাদীস বর্ণনা করতে অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতেন। আর উমর (রা)-এর কঠোরতায় কারো পক্ষে ইসলাম ও মুসলমানের অনিষ্ট সাধন করার কোন সুযোগ হয়নি। অবশ্য তাঁদের সময়েও হাদীস বর্ণনাকারী থেকে শপথ এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করা হতো। উসমান (রা) (২৩/৬৪৩-৩৫/৬৫৬) ও আলী (রা) (৩৫/৬৫৬-৪০/ ৬৬১)-এর খিলাফতকালে ইসলামে বিভিন্ন ফিতনার উদ্ভব হয় এবং জাল হাদীসের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে। তখন থেকেই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদ ও অপরিহার্য করা হয় এবং হাদীস সংকলনের যুগে এসে সনদ মতনের অবিচ্ছেদ্য অংগ হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তী সময়ে সনদ স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্রের রূপ পায়। আর রিজাল শাস্ত্রের মাধ্যমেই সনদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। অর্থাৎ সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন-চরিত পুংখানুপুংখভাবে যাচাই-বাছাই করা হয়। সুতরাং রাবীর নির্ভরযোগ্যতা ও হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের ক্ষেত্রে রিজাল শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম এবং প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। এ প্রসংগে বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ মার্গালেটের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তিনি বলেন ঃ

"ইল্‌মে হাদীস মুসল্‌মানদের একটি গর্বের বিষয়। এ ব্যাপারে যত ইচ্ছা গর্ব করার অধিকার তাদেরই রয়েছে।"[৬]

বিশুদ্ধ ও নির্ভেজালভাবে হাদীস সংরক্ষণের জন্য রিজাল শাস্ত্রের গুরুত্ব যে কত অপরিসীম, নিম্নের দু'-একটি উদাহরণ থেকে তা আরো সুস্পষ্ট হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ইমাম আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হাকিম (র)-কে এক ব্যক্তি একটি হাদীস শুনালো। ইমাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন এ হাদীসটি তুমি কার নিকট থেকে কখন শুনেছ? সে উত্তরে বললো, আব্‌দ ইব্‌ন হুমাইদ (র)-এর নিকট হতে অমুক সনে আমি এ হাদীসটি শ্রবণ করেছি। তখন ইমাম আব্‌দুল্লাহ্‌ তাঁর সামনে সমবেত ছাত্রদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ দেখ, এ লোকটির মতে আব্‌দ ইব্‌ন হুমাইদ (র) তাঁর মৃত্যুর সাত বছর পরে এর নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। কেননা সে আব্‌দ ইব্‌ন হুমাইদ (র)-এর নিকট হতে হাদীস শ্রবণের যে সনের কথা উল্লেখ করেছিল, তার সাত বছর পূর্বেই তিনি (আব্‌দ ইব্‌ন হুমাইদ) ইন্তিকাল করেছেন। অর্থাৎ এ ব্যক্তি তাঁর নিকট হতে হাদীস শ্রবণের যে দাবি করছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য।[৭]

---

৬. আমীমুল ইহ্‌সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

৭. মাওলানা আব্‌দুর্‌ রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৬।

www.pathagar.com

ইয়াহূদীরা মুসলিম খলীফার নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক লিখানো একখানা দস্তাবেজ পেশ করে দাবি করে যে, আমাদের ওপর ধার্যকৃত জিযিয়া প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত। দস্তাবেজে লিখিত ছিল যে, খায়বর অধিবাসী ইয়াহূদীদের জিযিয়া মা'ফ করে দেয়া হলো। খলীফা এবং শাসন পরিচালকগণের পক্ষে এটা অবনত মস্তকে মেনে নেয়া ছাড়া ও ইয়াহূদীদের জিযিয়া প্রত্যাহার করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ দস্তাবেজখানা পাঠ করে দেখলেন, তাতে সা'আদ ইব্ন মু'আয (রা)-এর সাক্ষ্য উদ্ধৃত হয়েছে। অথচ তিনি খায়বর যুদ্ধের পূর্বেই (৫/৬২৬ সনে) ইন্তিকাল করেছেন। দ্বিতীয়ত এ দলীলের লিখক হিসেবে মু'আবিয়া ইব্ন আবী সুফিয়ান (রা)-এর নাম লিখিত রয়েছে। অথচ এটা সর্বজনবিদিত যে, খায়বর যুদ্ধ (৭/৬২৮ সন) পর্যন্ত মু'আবিয়া (রা) (মৃ. ৬০/৬৮০) ইসলামই গ্রহণ করেন নি। তৃতীয়ত উক্ত দলীলে যে সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তখন পর্যন্ত জিযিয়া সম্পর্কিত আল্লাহ্ তা'আলার বিধান নাযিলই হয়নি। মুহাদ্দিসগণ এসব যুক্তি ও অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে ঘোষণা করলেন যে, এ দস্তাবেজখানা সম্পূর্ণ জাল, অতএব তা গ্রহণযোগ্য নয়।[৮]

এ হলো হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞানের বাস্তব কার্যক্রম সম্পর্কে কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এরূপ সমালোচনা ও যাচাই-বাছাইয়ের কষ্টি পাথরে মুহাদ্দিসগণ এক-একটি হাদীসের সমালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আর একমাত্র রিজাল শাস্ত্রের মাধ্যমেই এ বিরাট ও মহান কার্য সম্পাদন সম্ভব হয়েছে। এর ভিত্তি কুরআন মজীদের পূর্বোক্ত আয়াতের[৯] ওপর স্থাপিত। সাহাবীগণ এর পূর্ণ অনুসরণ করেছেন। পরবর্তীকালে মুহাদ্দিসগণ এ মানদণ্ডের সাহায্যেই সহীহ্ এবং গায়র সহীহ্ ও জাল হাদীসের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। সর্বযুগে ও সর্বকালেই এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আজও এর গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি।

---

৮. প্রাগুক্ত।

৯. يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ -

"হে ঈমানগারগণ! কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসলে তোমরা তার সত্যতা যাচাই করে নাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে কোন জাতির ক্ষতি সাধন করে বসবে, আর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে পড়বে।" (আল্-কুর'আন, সূরা আল্-হুজুরাত, ৪৯ ঃ ৬)।

www.pathagar.com

অধ্যায়-২

রাবীগণের বিভিন্ন স্তর

পরিচ্ছেদ ১ ঃ সাহাবিগণের স্তর

পরিচ্ছেদ ২ ঃ তাবি'ঈগণের স্তর

পরিচ্ছেদ ৩ ঃ তাবে'-তাবি'ঈগণের স্তর

পরিচ্ছেদ ৪ ঃ রাবী ও হাদীস রিওয়ায়াতের মূলনীতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাবীগণের বিভিন্ন স্তর

রাবীগণের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে অবগত হওয়াও রিজাল শাস্ত্রের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্তরদ্বারা ঐ দল বা সম্প্রদায়কে বুঝায় যাঁরা একই সময় বা কাছাকাছি সময়ের লোক। কখনো পরস্পরের সাক্ষাত প্রমাণিত হওয়াকেও এক স্তরের মধ্যে গণ্য করার জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়। রাবীগণের মধ্যে এমন ব্যক্তিও রয়েছেন যিনি একাধিক স্তরের মধ্যে গণ্য হয়েছেন। যেমন আনাস (রা) (মৃ. ৯৩/৭২২) তিনি একদিকে আশারায়ে মুবাশ্‌শারাগণের[১] স্তরের, আবার বয়সের দিক দিয়ে তিনি পরবর্তী স্তরের মধ্যে গণ্য হয়েছেন।[২] যাঁরা নবী করীম (সা)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন, লিপিবদ্ধ করেছেন এবং সংকলন করেছেন, তাঁরা সকলেই রাবী হিসেবে গণ্য। এঁদের মধ্যে সাহাবী, তাবি'ঈ, তাবে'-তাবি'ঈ ও তাঁদের পরবর্তী চতুর্থ হিজরী সন পর্যন্ত অথবা তারও পরবর্তীকালের লোক রয়েছেন। এ রাবীগণকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা প্রথম স্তর ঃ সাহাবীগণের স্তর, দ্বিতীয় স্তর ঃ তাবি'ঈগণের স্তর ও তৃতীয় স্তর ঃ তাবে'-তাবি'ঈগণের স্তর।[৩] অবশ্য ইব্‌ন হাজার আল্‌-আসকালানী (র) (মৃ.. ৮৫২/১৪৪৮) তাঁর 'তাকরীবুত্‌-তাহ্‌যীব' গ্রন্থে সকল পর্যায়ের রাবীগণকে বারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। যেমন ঃ

১. সাহাবীগণ,

২. বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'ঈগণ। [যেমন ইব্‌ন মুসাইয়িব (র) (মৃ. ৯৪/৭১৩) প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, যাঁরা রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর যুগ পেয়েছেন; কিন্তু তখন ইসলাম গ্রহণ করেননি বা ইসলাম গ্রহণ করলেও তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়নি। তবে দীর্ঘদিন সাহাবীগণের সংস্পর্শে ছিলেন, তাঁরা এ স্তরের মধ্যে শামিল]।

৩. মধ্যম পর্যায়ের তাবি'ঈগণ। [যেমন হাসান আল্‌-বাসরী (র) (মৃ. ১১০/৭২৮) ও ইব্‌ন সীরীন (র) (১১০/৭২৮) প্রমুখ]।

---

১. আশারায়ে মুবাশ্‌শারা দ্বারা ঐ দশজন সাহাবাকে বুঝায় দুনিয়াতে বসেই যাঁদের জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এঁরা হলেন ঃ আবূ বকর (রা) (মৃ. ১৩/৬৩৪), উমর (রা) (মৃ. ২৩/৬৪৪), উস্‌মান (রা) (মৃ. ৩৫/৬৫৬), আলী (রা) (মৃ. ৪০/৬৬১), তালহা (রা) (মৃ. ৩৬/৬৫৭), সা'আদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) (মৃ. ৫৫ হি.), সা'ঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) (মৃ. ৫২ হি.) আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) (মৃ. ৩২ হি.), যুবাইর (রা) (মৃ. ৩৬/৬৫৭), আবূ উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ্‌ (রা) (মৃ. ১৮/৬৩৯)।

২. আমীমুল ইহ্‌সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

৩. ইব্‌ন হাজার ঃ **আত্‌-তাহযীব**, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭।

www.pathagar.com

৪. ঐসব তাবি'ঈ যাঁদের অধিকাংশ রিওয়ায়াতই বয়োজ্যেষ্ঠ ও শীর্ষ পর্যায়ের তাবি'ঈগণ থেকে বর্ণিত। [যেমন ইমাম আয্-যুহরী (র) (মৃ. ১২৪/৭৪২) ও কাতাদাহ্ (র) (মৃ. ১১৭/৭৩৫) প্রমুখ]।

৫. ঐ সব তাবি'ঈ যাঁরা দু'একজন সাহাবীকে দেখেছেন। কিন্তু তাঁদের থেকে কিছু শুনেছেন বলে প্রমাণ নেই। [যেমন আ'মাশ (র) (মৃ. ১৪৮/৭৬৫) ও ইমাম আবূ হানীফা (র) (মৃ. ১৫০/৭৬৭) প্রমুখ]।[4]

৬. তাবিঈগণের সমকালের তাবে-তাবেঈগণ [যেমন ইব্ন জুরাইজ (র) (মৃ. ১৬৭/৭৭৭) প্রমুখ]।

৭. শীর্ষ পর্যায়ের তাবে'-তাবি'ঈন। [যেমন ইমাম মালিক (র) (মৃ. ১৭৯/৭৯৫) ও ইমাম আস্-সাওরী (র) (মৃ. ১৬১/৭৭৮) প্রমুখ]।

৮. মধ্যম পর্যায়ের তাবে'-তাবি'ঈগণ [যেমন ইব্ন উয়াইনাহ্ (র) (মৃ. ১৯৮/৮১৫) ও ইব্ন উলাইয়াহ্ (র) (১৯৩/৮১০) প্রমুখ]।

৯. শেষ স্তরের তাবে'-তাবি'ঈগণ। [যেমন ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (র) (মৃ. ২০৬/৮২৩), ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র) (মৃ. ২০৪/৮২১), আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) (মৃ. ২০৪/৮২১) ও আব্দুর্ রাযযাক (র) (মৃ. ২১১/৮২৭) প্রমুখ]।

১০. তবে'-তাবি'ঈগণ থেকে প্রথম পর্যায়ে ইল্ম অর্জনকারীগণের স্তর [যেমন ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) (মৃ. ২৪১/৮৫৫)]।

১১. তাবে'-তাবি'ঈগণ থেকে মধ্যম পর্যায়ে ইল্ম অর্জনকারীগণ।

১২. তাবে'-তাবি'ঈনের শেষ পর্যায়ের শিষ্যগণ [যেমন ইমাম আত্-তিরমিযী (র) (মৃ. ২৭৯/৮৯২)]।

প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের সময়সীমা হলো হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। তৃতীয় স্তর থেকে অষ্টম স্তরের সময়সীমা হলো প্রথম শতাব্দীর পর থেকে আরম্ভ। আর নবম থেকে দ্বাদশ অর্থাৎ শেষ স্তরের সময়সীমা দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর পর থেকে আরম্ভ।[5]

---

৪. মুফতী আমীমুল ইহ্সান (র) এ পর্যায় ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইব্ন হাজার (র) তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। (দ্র. ঃ আমীমুল-ইহ্সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪)।

৫. ইব্ন হাজার আহমাদ ইব্ন আলী ঃ আত্-তাকরীব, ১ম খ. (বৈরুত ঃ দারু মা'রিফা, ১৯৭৫), পৃ. ৪-৬।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ–১

সাহাবীগণের স্তর

রিজাল শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয় রাবীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে সর্ব প্রথমেই এসে যায় সাহাবীগণের কথা। কেননা তাঁরা হলেন প্রথম স্তরের রাবী। তাঁদের মাধ্যমেই আমরা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ লাভ করেছি। তাঁরা হলেন হাদীসে রাসূলের প্রথম ধারক ও বাহক। অনুপস্থিত মানুষের নিকট ইসলামের মহান বাণী পৌঁছানোর গুরু দায়িত্ব তাঁদের উপরই অর্পিত হয়েছিল। এ দায়িত্ব পালনে তাঁরা ইতিহাসের মানদণ্ডে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছেন। হাদীস বর্ণনা তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের সততা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা, আত্মত্যাগ ও আল্লাহ্ভীতি তুলনাবিহীন। তাঁদের উত্তম আদর্শ ও কর্মকাণ্ড কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতির জন্য একটি উৎকৃষ্টতম নমুনা। সঙ্গত কারণেই সাহাবার পরিচয়, মর্যাদা, স্তর ও অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে জানা রিজাল শাস্ত্রের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই নিম্নে এ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

সাহাবীর পরিচয়

'সাহাবী' শব্দটি 'আস্-সুহ্বাহ্' (الصحبة) শব্দ থেকে গৃহীত।[১] এক বচনে 'সাহিব' (صاحب) ও 'সাহাবী' (صحابى) এবং বহুবচনে 'আস্-সাহাবাহ্' (الصحابة) ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক অর্থ সঙ্গী, সাথী, সহচর, এক সাথে জীবন-যাপনকারী অথবা সাহচর্যে অবস্থানকারী। ইসলামী পরিভাষায় 'আস্-সাহাবাহ্' শব্দটি দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহান সংগী-সাথীদের বুঝায়। 'সাহিব' (صاحب) শব্দটির বহু বচনের আরো কয়েকটি রূপ আছে। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগী-সাথীদের বুঝানোর জন্য 'সাহিব'-এর বহু বচনে 'আস্-সাহাবাহ্' ছাড়া 'আসহাব' এবং 'সাহাব'-ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অবশ্য 'আস্-সাহাবাহ্' শব্দটি বহু বচনের ক্ষেত্রেই অধিক ব্যবহৃত হয়।[২] সাহাবীর সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন ইব্ন হাজার আল্-আসকালানী (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮)।

---

১. ইবনুল আসীর, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

২. আস্-সুয়ূতী, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

www.pathagar.com

তিনি বলেন ঃ

ان الصحابى من لقى النبى صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام -

–"সাহাবী ঐ ব্যক্তি, যিনি ঈমান সহকারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন।"[৩]

এ সংজ্ঞা অনুযায়ী সাহাবী হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। ১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনা; ২. ঈমান অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভ করা এবং ৩. ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করা।

প্রথম শর্তটি দ্বারা ঐ সব লোক সাহাবী বলে গণ্য হবে না যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাত লাভ করেছে কিন্তু ঈমান আনেনি। যেমন আবূ জাহল, আবূ লাহাব প্রমুখ। দ্বিতীয় শর্ত (সাক্ষাত লাভ) দ্বারা ঐ ব্যক্তিও সাহাবী বলে গণ্য হবেন যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন, কিন্তু অন্ধত্ব বা এ জাতীয় কোন অক্ষমতার কারণে চোখে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যেমন অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা)। তৃতীয় শর্ত (ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করা) দ্বারা এমন লোকও সাহাবীগণের মধ্যে শামিল হবেন, যারা ঈমান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছেন। এরপর মুরতাদ হয়েছেন। তারপর আবার ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন। পুনরায় ইসলাম গ্রহণের পর নতুন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাৎ লাভ না করলেও তিনি সাহাবী বলে গণ্য হবেন। এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত। যেমন আশ'আস ইব্নুল কায়স (রা) (মৃ. ৪০/৬৬১) ও আরো কতিপয় ব্যক্তি। মুহাদ্দিসগণ তাঁকে সাহাবীগণের মধ্যে গণ্য করে তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ গ্রহণ করেছেন। অথচ তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যান এবং আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে (১১/৬৩২-১৩/৬৩৪) আবার ইসলামে ফিরে আসেন।[৪] তৃতীয় শর্তের ভিত্তিতে এমন ব্যক্তি সাহাবী বলে গণ্য হবে না যে ইসলামের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাত লাভ করেছে, কিন্তু পরে মুরতাদ অবস্থায় মারা গেছে। যেমন উবায়দুল্লাহ ইব্ন জাহাশ আল্-আসাদী। সে মুসলমান হয়ে হাবশায় হিজরত করার পর খ্রিস্টান হয়ে যায় এবং সে অবস্থায় মারা যায়। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন খাতাল এবং রাবী'আহ্ ইব্ন উমাইয়া প্রমুখও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কেননা সাহাবী হওয়ার জন্য ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করার শর্তটি উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

---

৩. ইব্ন হাজার (১৩২৮ হি.), ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

www.pathagar.com

উপরোক্ত সংজ্ঞানুযায়ী ঈমান সহকারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের পর তাঁর সাহচর্য বেশি দিনের জন্য হোক বা অল্প দিনের জন্য হোক, তাঁর থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করুন বা না করুন, তাঁর সংগে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুন বা না করুন, এমনকি যারা জীবনে এক মুহূর্তের জন্য হলেও তাঁর সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং ঈমানের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁরা সকলেই সহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত। যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনেনি, কিন্তু পূর্ববর্তী অন্য কোন নবীর প্রতি ঈমান সহকারে নবী করীম (সা)-এর সাক্ষাত লাভ করেছে, তারা সাহাবী নয়। আর 'বুহাইরা' রাহিবের মত যাঁরা পূর্ববর্তী কোন নবীর প্রতি ঈমান সহকারে নবী করীম (সা)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে তাঁর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন তিনি ভবিষ্যতে নবী হবেন, এমন ব্যক্তিগণের সাহাবা হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। আলিমগণ তাঁদের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে পারেননি। উল্লেখিত সংজ্ঞার শর্তাবলী জিন্নদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জিন্নেরাও 'সাহাবা' ছিলেন। কুরআন মজীদে এমন কিছু জিন্নের কথা বলা হয়েছে যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন তিলাওয়াত শুনে ঈমান এনেছিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁরা অতি মর্যাদাবান সাহাবা ছিলেন।[৫]

সাহাবীর উল্লিখিত সংজ্ঞাটি ইমাম আল্-বুখারী (র) (মৃ. ২৫৬/৮৭০), আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) (মৃ. ২৪১/৮৫৫) সহ অধিকাংশ আলিমের নিকট সর্বাধিক সঠিক বলে বিবেচিত। অবশ্য সাহাবীর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি অপ্রসিদ্ধ মতামতও আছে। যেমন কেউ কেউ সাক্ষাতের স্থলে চোখে দেখার শর্তারোপ করেছেন। কিন্তু তাতে এমন সব ব্যক্তি বাদ পড়ে যাবেন যাঁরা মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও অন্ধত্বের কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চোখে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যেমন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা)। অথচ তিনি অতি মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। ইমাম আস্-সুয়ূতী (র) (মৃ. ৯১১/১৫০৪) 'আত্-তাদরীব' গ্রন্থে (২য় খ., পৃ. ২১০) উল্লেখ করেছেন, সা'ঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যিব (র) (জ. ১৫/৬৩৪- মৃ. ৯৪/৭১৩) বলেন, সাহাবী হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে এক বা দু'বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্যে থাকা অথবা তাঁর সাথে দু'-একটি গাযওয়া বা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। কতিপয় উসূলবিদ ও কালাম শাস্ত্রবিদের মতে সাহাবী হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে দীর্ঘদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্যে থাকা ও তাঁর সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে খ্যাতি বা পরিচিতি লাভ করা। আবার কেউ কেউ সাহাবী হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দীর্ঘ সাহচর্য ও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনার কথাও শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৬]

---

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৬. আল্-আমিদী, আলী ইব্ন মুহাম্মাদ **'আল্-ইহ্কাম ফী উসূলিল আহ্কাম'**, ১ম সং, ২য় খ. (বৈরুত ঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৮৪) পৃ. ১০৪।

www.pathagar.com

কেউ কেউ আবার বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। কোন কোন আলিমের মতে যে ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর এক নযর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখেছেন, তিনি সাহাবী। আর যিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে তাঁকে দেখেছেন, তিনিও সাহাবী। তবে এ হিসেবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে দেখেছেন। তিনি তাঁকে দেখেছেন সে হিসেবে নয়। কিন্তু হাদীস বর্ণনার দিক দিয়ে এমন ব্যক্তি সাহাবী নন বরং তাবি'ঈর মর্যাদা লাভ করবেন। কেউ যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর দাফনের পূর্বে তাঁকে দেখে থাকেন, তবে গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী তিনি সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।[৭]

আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নবী করীম (সা)-এর সাহচর্য বা 'সুহ্বাত' এমন একটি মর্যাদা, যার সমকক্ষ আর কোন মর্যাদা মুসলমানদের জন্য নেই। সুহ্বাতের মর্যাদা ছাড়াও দীনের ভিত্তিকে শক্তিশালী ও মযবূত করা, কুরআন-হাদীসের প্রচার ও প্রসার এবং তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কঠোর শ্রমদান ও আত্মত্যাগের কারণে প্রতিটি মুসলমানের কাছে সাহাবীগণের মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে। এ কারণে কোন কোন আলিমের মতে সাহাবীগণকে হেয় প্রতিপন্নকারী ব্যক্তি যিন্দীক। আবার কারো মতে এটা একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সাহাবীগণের মর্যাদা

সাহাবীগণের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদা হিসেবে স্তরভেদ থাকতে পারে, কিন্তু পরবর্তী যুগের কোন মুসলমানই তা তিনি যত বড় জ্ঞানী-গুণী ও সাধক হোন না, কেন– কেউই একজন সাধারণ সাহাবীর মর্যাদাও লাভ করতে পারেন না। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। ইব্ন আব্দিল বার্ (র) (জ. ৩৬৮/৯৭৮- মৃ. ৪৬৩/১০৭১) সাহাবীগণের মর্যাদা বর্ণনা প্রসংগে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুহ্বাত এবং তাঁর সুন্নাতের হিফাযত ও প্রচারের দুর্লভ মর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলা এসব মহান ব্যক্তির ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। এ কারণেই তাঁরা 'খায়রুল্ কুরূন' ও 'সর্বোত্তম জাতির' মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে সাহাবীগণের ফযীলত ও মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ -

–"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মাত। মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাঁধা দেবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে।"[৮]

৭. ইব্ন হাজার প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৮. আল্-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান, ৩ ঃ ১১০।

www.pathagar.com

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ـ

–"আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তাঁরা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ্ অবগত ছিলেন যা তাঁদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয়-পুরস্কার দিলেন।[৯]

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا، ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

–"মুহাজির ও আনসারদের মাঝে (ঈমান গ্রহণে) যারা অগ্রবর্তী আর যারা আন্তরিকভাবে তাদের অনুসারী, তাদের সবার প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। তাদের জন্য আল্লাহ্ তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয় এমন জান্নাত তৈরি রেখেছেন, চিরকাল তাতে তারা বাস করবে। বস্তুত এটাই বিরাট সাফল্য।"[১০]

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ـ

–"যারা ঈমান এনেছে, হিজরাত করেছে এবং আল্লাহ্র রাহে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে। তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ্র কাছে। আর তারাই সফলকাম।"[১১]

এমনিভাবে সূরা আল্-ফাত্হ-এর ২৯নং, সূরা আল্-ওয়াকি'আর ১০নং এবং সূরা আল্-আন্ফালের ৬৪নং আয়াতসহ বিভিন্ন আয়াতে কোথাও প্রত্যক্ষভাবে আবার কোথাও পরোক্ষভাবে সাহাবীগণের প্রশংসা এসেছে। অনুরূপভাবে নবী করীম (সা) নিজেও তাঁর সাহাবীগণের সম্মান ও মর্যাদা প্রসংগে বক্তব্য রেখেছেন। ইমাম আত্-তিরমিযী (র) ও ইব্ন হিব্বান (রা) (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) (মৃ. ৫৭/৬৮১) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

الله الله فى اصحابى لا تتخذوهم غرضا من بعدى ـ فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانى ومن اذانى فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك ان ياخذه ـ

৯. আল্-কুরআন, সূরা আল-ফাত্হ, ৪৮ ঃ ১৮।

১০. আল্-কুরআন, সূরা আত্-তাওবা, ৯ ঃ ১০০।

১১. আল্-কুরআন, সূরা আত্-তাওবা, ৯ ঃ ২০।

www.pathagar.com

—"আমার সাহাবী সম্পর্কে মন্তব্য করতে আল্লাহ্কে ভয় কর। আমার পরে তোমরা তাদেরকে নিন্দা-বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করো না। তাদেরকে যারা ভালবাসে, তারা আমাকে ভালবাসার দরুনই তাদেরকে ভালবাসে। আর যারা তাদেরকে হিংসা করে, আমার প্রতি হিংসার কারণেই তারা তা করে। যারা তাদেরকে কষ্ট দিল, তারা যেন আমাকেই কষ্ট দিল। আর যারা আমাকে কষ্ট দিল, তারা যেন আল্লাহ্কেই কষ্ট দিল। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা শীঘ্রই তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন।"[১২]

সহীহুল্ বুখারী ও মুসলিমে আবূ সা'ঈদ আল্-খুদরী (রা) (মৃ. ৭৪/৬৯৩) থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

والذى نفسى بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه -

—"ঐ মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও দান করে, তা হলেও আমার সাহাবীগণের এক 'মুদ্দ' (এক সেরের মত) বা অর্ধ 'মুদ্দ' দানের মর্যাদাও লাভ করতে পারবে না।"

অপর একটি হাদীসে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ....

—"আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা। তারপর তার পরের যুগের লোকেরা। অতঃপর তাদের সংলগ্ন পরিবর্তীরা।"[১৩]

জাবির ইব্ন আব্দিল্লাহ্ (রা) (মৃ. ৭৪/৬৯৩) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

ان الله اختار اصحابى على الثقلين سوى النبيين والمرسلين -

—"আল্লাহ্ তা'আলা আমার সাহাবীগণকে নবী-রাসূল ব্যতীত সমগ্র মানব ও জিন্ন জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।"

ইব্ন হাজার (র) বলেন, আল্-বাযযার (র) (মৃ. ২৫২ হি.) তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে সহীহ্ ও নির্ভরযোগ্য সনদে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।[১৪] এ ছাড়াও আরো বহু হাদীসে সাহাবীগণের ফযীলত ও মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে। সাহাবীগণের মর্যাদা সম্বলিত এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ন্যায় ও মহান ব্যক্তিই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, সাহাবীগণ তাঁদের সকলের থেকে

---

১২. ইব্ন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২; সহীহুল বুখারী ও মুসলিমসহ সকল মৌলিক হাদীস গ্রন্থে ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

১৪. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

উত্তম। কোন কোন সাহাবীর জীবদ্দশায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তবে মুসলিম পণ্ডিতগণের অনেকে সাহাবীগণের সকলেই জান্নাতী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইব্ন হাজার (র) 'আল্-ইসাবাহ্' গ্রন্থে স্পেনের ইমাম ইব্ন হাযম (র) (মৃ. ৪৫৬ হি.)-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন ঃ الصحابة كلهم من اهل الجنة –"সাহাবীগণের সকলেই নিশ্চিতভাবে জান্নাতী।"[১৫]

সাহাবী চিনবার উপায়

প্রশ্ন হতে পারে কে সাহাবী এবং কে সাহাবী নন, তা কিভাবে নির্ণয় করতে হবে? মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে কতিপয় মূলনীতির অনুসরণ করেছেন।

প্রথমত খবরে তাওয়াতুর অর্থাৎ একজন মানুষ সম্পর্কে যখন প্রতি যুগের অসংখ্য মানুষ বর্ণনা দেবে বা সাক্ষ্য দেবে যে, তিনি সাহাবী ছিলেন।[১৬] যেমন আবূ বকর (রা) (মৃ. ১৩/৬৩৪) ও উমর (রা) (মৃ. ২৩/৬৪৩) এবং আশারায়ে মুবাশ্শরার অন্যান্য সাহাবীগণ।

দ্বিতীয়ত, খবরে মাশহূর অর্থাৎ প্রতিটি যুগের বহু সংখ্যক মানুষ সাক্ষ্য দেবে যে, অমুক সাহাবী। তবে এ সংখ্যা মুতাওয়াতির-এর মত নয়।[১৭]

তৃতীয়ত কোন একজন সাহাবীর বর্ণনা বা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে। যেমন হামামাহ্ ইব্ন আবী হামামাহ আদ্-দাউসী (রা)। তাঁর ব্যাপারে প্রখ্যাত সাহাবী আবূ মূসা আল্-আশ'আরী (রা) (মৃ. ৫৪ হি.) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি নবী করীম (সা) থেকে হাদীস্ শ্রবণ করেছেন।[১৮]

চতুর্থত কোন একজন প্রখ্যাত তাবি'ঈর বর্ণনা বা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে।

পঞ্চমত কেউ নিজেই যদি দাবি করেন আমি সাহাবী। সে ক্ষেত্রে দু'টি বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে আছে কিনা, তা দেখতে হবে।

ক. 'আদালাত' বা ন্যায়পরায়ণতা। এটি সাহাবীগণের বিশেষ গুণ। সাহাবিয়্যাতের দাবিদার ব্যক্তির মধ্যে এ গুণটি অবশ্যই থাকতে হবে।

খ. 'মু'আসারাত' বা সমসাময়িকতা। সাহাবীগণের যুগ শেষ হয়েছে ১১০ হি. সনে। কারণ নবী করীম (সা) তাঁর ইন্তিকালের একমাস পূর্বে বলেছিলেন, আজ এ পৃথিবীতে যারা জীবিত আছে, একশ' বছর পর তারা কেউ জীবিত থাকবে না।[১৯]

---

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

১৬. ইব্নুল আসীর ঃ **জামি'উল উসূল**, ২য় সং, ১ম খ., (বৈরূত ঃ দারুল ইহ্ইয়াইত্ তুরাস, ১৯৮০), পৃ. ৭৪।

১৭. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯।

১৮. প্রাগুক্ত।

১৯. ইব্ন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯; সহীহুল বুখারী ও মুসলিমে এ হাদীসটি ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

সাহাবীগণের স্তর

এটা সুপ্রমাণিত সত্য যে, যে মুক্কাদ্দাস জামা'আতকে আমরা 'সাহাবা'রূপে চিনি, তাঁরা উম্মাতের সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নন, বরং উম্মাত ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাঝে পবিত্র যোগসূত্র হিসেবে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান ও মর্যাদার অধিকারী। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা তাঁদের এ মর্যাদা ও স্থান নির্ধারিত। এ বিষয়ে গোটা উম্মাহ্র ইজমা' ও সার্বজনীন ঐকমত্য রয়েছে। তবে সাহাবীগণের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদার স্তরভেদ ছিল। তাঁরা সবাই একই স্তরের ছিলেন না। কারো থেকে কারো মর্যাদা অধিক ছিল।[২০] ইব্ন সা'দ (র) (মৃ. ২৩০ হি) তাঁর 'আত্-তাবাকাত' গ্রন্থে সাহাবীগণকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেছেন।[২১] ইমাম আল্-হাকিম (র) (মৃ. ৪০৫/১০১৪) সাহাবীগণকে বারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। আবার কোন কোন মুহাদ্দিস এরও অধিক স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম আল্-হাকিম (র)-এর অভিমতটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। আর এ স্তরগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. মক্কায় সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ। যেমন প্রথম চার খলীফার ইসলাম গ্রহণ।

২. মক্কাবাসীদের দারুন-নাদওয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে যে সব সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

৩. হাবশায় হিজরাতকারী সাহাবীগণ।

৪. প্রথম আকাবার সাহাবীগণ।

৫. দ্বিতীয় আকাবার সাহাবীগণ। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন আন্সার।

৬. মদীনায় প্রথম হিজরতকারী সাহাবীগণ।

৭. বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ।

৮. বদর ও হুদাইবিয়ার মধ্যবর্তী সময়ে হিজরাতকারী সাহাবীগণ।

৯. বায়'আতে রিদওয়ানে উপস্থিত সাহাবীগণ।

১০. হুদায়বিয়া ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে হিজরতকারী সাহাবীগণ।

১১. মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ।

---

২০. যেমন এ ব্যাপারে আহ্লুস্-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আতের ঐকমত্য রয়েছে যে, সাহাবীদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন আবূ বকর (রা), তার পর উমর (রা), তার পর উসমান (রা), অতঃপর আলী (রা)। তারপর 'আশরায়ে মুবাশ্শারার অন্যান্য সাহাবীগণের স্থান। –আদ্-দিমাশকী, আলী ইব্ন আলী ঃ শারহুল আকীদাতিত্-তাহাবিয়্যাহ্ ১ম সং, (দিমাশক ঃ মাকতাবাহতু দারিল বায়ান, ১৯৮১) পৃ. ৪৮৫-৪৮৮।

২১. আস্-সাখাবী, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

www.pathagar.com

১২. ঐসব শিশু-কিশোর যাঁরা মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম (সা)-কে স্বচক্ষে দেখছেন, তাঁরাও সাহাবীগণের মধ্যে গণ্য। যেমন সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'লাবা (রা) ও আবূ তুফাইল অনুযায়ী আমির ইব্‌ন ওয়াসিলা (রা) (মৃ. ১১০/৭২৮) প্রমুখ সাহাবীগণ।[২২]

সাহাবীগণের আদালাত

গোটা মুসলিম উম্মাহ্ এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবীগণ সকলেই ছিলেন আদিল বা সত্যনিষ্ঠ। কোন একজন সাহাবী কখনো নবী করীম (সা)-এর নামে জাল (মিথ্যা) হাদীস বর্ণনা করেছেন এরূপ কোন প্রমাণ নেই। হাফিয ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮) বলেন ঃ

اتفق اهل السنة على ان الجميع عدول ولم يخالف فى ذلك الاشذوذ من المبتدعة ـ

—"সাহাবীগণ সকলেই যে আদিল এ ব্যাপারে আহ্‌লুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের সবাই একমত। তবে বিদ'আতপন্থী দু'একটি দল (যেমন মু'তাযিলা ও যিন্দীক)-এর ভিন্ন মত রয়েছে।"[২৩]

খতীব আল্-বাগাদাদী (র) (মৃ. ৪৩৬/১০৭০) 'আল্-কিফায়া' গ্রন্থে লিখেছেন, সাহাবীগণের আদালত সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষ্য বিদ্যমান রয়েছে। ইল্‌মে হাদীসের বিখ্যাত ইমাম ইব্‌নুস্ সালাহ্ (র) (মৃ. ৬৪২ হি.) বলেন, সাহাবীগণের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁদের কারোই আদালাত ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। কেননা এটা পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ্ ও উম্মাতের ইজমা' দ্বারা সুপ্রমাণিত বিষয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "তোমরা মানুষের কল্যাণ ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত শ্রেষ্ঠ উম্মাত।" (৩ ঃ ১১০) কোন কোন আলিমের মতে আলোচ্য আয়াত যে সাহাবীগণের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, সে বিষয়ে তাফসীরকারদের মাঝে কোন দ্বিমত নেই।[২৪] অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ ـ

—"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যমপন্থী (ভারসাম্যপূর্ণ) জাতিরূপে সৃষ্টি করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য।"[২৫]

---

২২. আল্-হাকিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৪।

২৩. ইব্‌ন হাজার, ১ম খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

২৪. ইব্‌নুস্-সালাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

২৫. আল্-কুরআন, সূরা আল্-বাকারা, ২ ঃ ১৪৩।

www.pathagar.com

হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে সাহাবীগণই হলেন উপরোক্ত আয়াতের প্রথম ও প্রত্যক্ষ সম্বোধিত। অবশ্য পরবর্তীরা নিজ নিজ আমল অনুযায়ী এর আওতাভুক্ত হতে পারে। কিন্তু সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্তি সুনিশ্চিত ও সর্বসম্মত। সুতরাং আলোচ্য আয়াত সুস্পষ্ট প্রমাণ করছে যে, নবী করীম (সা)-এর পর সকল বিষয়ে সকল দিক থেকে সাহাবীগণই হলেন শ্রেষ্ঠ মানব এবং এটাই অধিকাংশ উম্মাহ্র আকীদা ও মতবিশ্বাস।[২৬] 'আল্-ইস্তি'আব' গ্রন্থের ভূমিকায় ইব্ন আব্দিল বার (র) (জ. ৩৬৮/৯৭৮ -মৃ. ৪৬৩/১০৭১) লিখেছেন, সাহাবীগণ হলেন সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ এবং মানব জাতির জন্য প্রেরিত সর্বোত্তম উম্মাত। আল্লাহ্ ও রাসূলের বিভিন্ন প্রশংসাবাণী দ্বারা তাঁদের আদালাত ও ন্যায়পরায়ণতা সুপ্রমাণিত। সর্বোপরি নবী করীম (সা)-এর সাহ্চর্য ও সাহায্যের জন্য নির্বাচিত যাঁরা, তাঁদের তুলনায় অধিক ন্যায়পরায়ণ আর কে হতে পারে? কারো ন্যায়পরায়ণতা ও নির্ভরযোগ্যতার সপক্ষে এর চেয়ে বড় সনদ আর কি হতে পারে।[২৭] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ـ

—"মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর। নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাঁদেরকে রুকূ ও সিজদারত দেখবেন। তাঁদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন।"[২৮]

ইমাম আল্-কুরতুবীসহ[২৯] সকল মুফাস্সির (وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ) অংশটিকে 'আম' বা সর্বব্যাপী বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। সুতরাং প্রমাণ হলো যে, বিনা ব্যতিক্রমে সকল সাহাবীর সাধুতা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা করেছেন। সাহাবীগণের আদালাতের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার এ সাক্ষ্যদানের পর আর কোন মানুষের সনদের মুখাপেক্ষী তাঁরা নন। আর তাঁদের সম্পর্কে যদি আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ সাক্ষ্য নাও থাকতো, তা হলেও তাঁদের আদালাত ও সত্যবাদিতায় বিশ্বাস করতে আমরা বাধ্য ছিলাম। কেননা তাঁরা যেভাবে ইসলামের জন্য নিজেদের জান-মাল ও আত্মীয়-স্বজনকে কুরবান করেছেন এবং হিজরত ও

---

২৬. মুহাম্মাদ শফী' ও আশরাফ আলী থানবী, 'মাকামে সাহাবা ও কারামাতে সাহাবা', '১ম সং, (ঢাকা ঃ মোহাম্মাদী লাইব্রেরী, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৩৪।

২৭. প্রাগুক্ত।

২৮. আল্-কুরআন, সূরা আল্-ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২৯।

২৯. আল্-কুরতবী, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ, **আল্-জামি'উ লি আহকামিল কুরআন** ১ম সং, ৮ম খ., (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৮), পৃ. ১৯৩।

www.pathagar.com

জিহাদ করে আল্লাহ্ ও রাসূল-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে কেউ তাঁদের প্রতি এ বিশ্বাস না করে পারে না। সাহাবীগণের আদালাত প্রসঙ্গে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দিহ্লবী (র) (জ. ১১১৪/১৭০৩ -মৃ. ১১৭৬/১৭৬২) বলেন, কোন হাদীস বর্ণনাকারী বা রাবী 'আদিল' মুহাদ্দিসগণের নিকট এটা সাধারণত যে অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সাহাবীগণের ব্যাপারে সে অর্থে ব্যবহৃত নয়। সাহাবীগণ সকলেই 'আদিল'-এর অর্থ হাদীস বর্ণনায় তাঁরা সকলেই সত্যবাদী। তাঁদের জীবন-চরিত তন্ন তন্ন করে দেখা গিয়েছে যে, তাঁদের কেউই কখনো নবী করীম (সা)-এর নামে জাল বা মিথ্যা হাদীস রচনা করেন নি। নবী করীম (সা)-এর নামে মিথ্যা রচনা করাকে তাঁরা মহাপাপ বলে মনে করতেন এবং একে কঠোরভাবে পরিহার করে চলতেন।[৩০]

ইমাম ইব্নুল আম্বারী (র) বলেন ঃ "সাহাবীগণ সকলেই 'আদিল' (الصحابة كلهم عدول) -এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা মা'সূম বা নিষ্পাপ, তাঁদের কারো দ্বারা কখনো কোন অপরাধ সংঘটিত হয়নি, বরং এর অর্থ এই যে, তাঁরা হাদীস বর্ণনায় সত্যবাদী। তাঁদের কেউ কখনো নবী করীম (সা)-এর নামে জাল বা মিথ্যা হাদীস রচনা করেন নি। সুতরাং তাঁদের 'আদালাত'-এর ব্যাপারে কোন খুঁটি-নাটি তথ্যানুসন্ধান কিংবা সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই। বরং নিঃসংকোচে তাঁদের রিওয়ায়াত গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য রিওয়ায়াত অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কোন কারণ পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা। তবে এরূপ কোন কাজ তাঁদের কারো দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়নি।"[৩১]

ইমাম আবূ যুর'আ আর্-রাযী (র) (মৃ. ২৬৪/৮৭৮) বলেন ঃ "যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে সাহাবীগণের বিরূপ সমালোচনা করতে বা তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করতে দেখবে, তখন নিশ্চয়ই মনে করবে যে, সে যিন্দীক। আসলে তার ঈমান নেই। কারণ রাসূল সত্য, কুরআন সত্য এবং কুরআন আমাদেরকে যা দিয়েছে, তাও সত্য। অথচ এসব বিষয় আমরা সাহাবীদের মাধ্যমেই লাভ করেছি, তাঁদের সাক্ষ্যেই আমরা এ সব বিষয়কে সত্য বলে জানতে পেরেছি। সুতরাং যারা আমাদের সাক্ষীগণকে ঘায়েল করতে চায় বা সন্দেহযুক্ত করতে চায়, প্রকৃতপক্ষে তারা আমাদের কুরআন-সুন্নাহ্কেই সন্দেহযুক্ত করতে চায়। তারা যিন্দীক, তারাই সন্দেহের পাত্র।"[৩২]

ইমাম আল্-নাবাবী (র) (মৃ. ৬৭৬ হি.) তার 'আত্-তাকরীব' গ্রন্থে একটি ভ্রান্ত আকীদার জবাব দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم باجماع من يعتد به

---

৩০. আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৩১. প্রাগুক্ত।

৩২. ইব্ন হাজার (১৩২৮ হি.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

www.pathagar.com

–"যে সকল সাহাবী ফিতনা তথা মতবিরোধের জটিল গোলযোগে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা এবং অন্যরা সকলেই আদিল বা ন্যায়পরায়ণ, এ বিষয়ে যাঁদের মতামত গ্রহণযোগ্য তাঁদের সকলেরই ইজমা' রয়েছে।"

এ মতের সমর্থনে কুরআন-সুন্নাহ্র বিভিন্ন আয়াত ও রিওয়ায়াত উল্লেখ করে ইমাম সুয়ূতী (র) (মৃ. ৯১১/১৫০৫) লিখেছেন, সাহাবগিণের আদালাত ও ন্যায়পরায়ণতা প্রশ্নাতীত। এ বিশ্বাসের কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর উম্মাতের মাঝে সাহাবীগণই হলেন একক যোগসূত্র। দীন ও শরী'আতের তাঁরাই হলেন প্রথম ধারক ও বাহক। সুতরাং তাঁদের আদালাত ও ন্যায়পরায়ণতা প্রশ্নের সম্মুখীন হলে দীন ও শরী'আতের অস্তিত্বই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়বে আর তা কিয়ামাত পর্যন্ত প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রসার লাভ করার পরিবর্তে মুহাম্মাদী শরী'আত নবুওয়াতের বরকতময় যুগ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। অতঃপর আলোচ্য বিষয়ে অংশত ভিন্নমত পোষণকারীদের দাবি খণ্ডন করে তিনি বলেন, আদালাত ও ন্যায়পরায়ণতা সকল সাহাবীর মাঝে পরিব্যাপ্ত। এটাই অধিকাংশের মত এবং গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিনির্ভর মত।[৩৩]

সাহাবীগণের প্রতি আস্থা নষ্ট করার অপচেষ্টা

ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে যে সব পন্থা অবলম্বন করেছে, তার মধ্যে সাহাবীগণের নামে দুর্নাম রটনা করার পন্থাটি হলো সর্বাধিক সূক্ষ্ম ও মারাত্মক। কেননা এ সাহাবীগণই হলেন, আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁর উম্মাতের মধ্যে প্রথম মধ্যসূত্র। পরবর্তী উম্মাত তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহ্ পাকের কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্ লাভ করেছেন। সুতরাং সাহাবীগণের প্রতি আস্থা বজায় না থাকলে দীনের মূল ভিত্তিই ধ্বসে পড়ে। কারো পক্ষে পবিত্র কুরআন-হাদীসে বিশ্বাস বা ইসলামের প্রতি আকর্ষণের আর কোন সূত্রই বাকী থাকে না। এ পন্থার উদ্ভাবক হলো ছদ্মবেশী ইয়াহূদী যিন্দীক ইব্ন সাবা। সেই প্রথম উসমান (রা) ২৩/৬৪৩-৩৫/৬৫৫)-এর খিলাফত আমলে আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর প্রতি আলী (রা)-এর হক নষ্টকারী এবং উসমান (রা)-কে স্বজনপ্রিয় বলে জনসমাজে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করে। অতঃপর আব্বাসীয় আমলে এ পন্থার অনুসরণ করে অপর এক যিন্দীক নায্যাম।[৩৪] সে আবূ বকর (রা), উমর (রা) আলী (রা), ইব্ন মাস'ঊদ (রা), যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) ও হুযাইফা ইব্ন ইয়ামান (রা)-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের প্রতি এই বলে দোষারোপ করে যে, তাঁরা পরস্পর বিরোধী কথা বলেছেন এবং নিজস্ব রায় দ্বারা ফাতওয়া প্রদান করেছেন। আর আবূ হুরায়রা (রা)-কে এই বলে লোকের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস চলায় যে, তিনি অতি

৩৩. আস্-সুয়ূতী (১৯৭৮) ২য় খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪-২১৬।

৩৪. নায্যাম-এর প্রকৃতনাম ইবরাহীম। পিতার নাম সাইয়ার। হাফিয ইব্ন হাজার (র) **আল্-লিসান** গ্রন্থে তাকে যিন্দীক বলে অভিহিত করেছেন। –ইব্ন হাজার ঃ **আল্-লিসান**, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

www.pathagar.com

অল্প সময় নবী করীম (সা)-এর সাহচর্য লাভ করে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৫] ইব্‌ন সাবার কার্যের প্রতিবাদ করেছেন স্বয়ং আলী (রা)। তিনি তাকে তার দলবলসহ আগুনে পুড়িয়ে মেরেছেন বলে আল্-লিসান' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।[৩৬] আর নায্যামের কথার প্রতিবাদ করেছেন মনীষী ইব্‌ন কুতাইবা (র) তিনি যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তার প্রত্যেক কথার অসারতা প্রতিপন্ন করে দিয়েছেন।[৩৭]

আজ সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নবীগণের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণই সকল উম্মাতের সেরা এবং তাঁরা সবাই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্যবাদী। তথাপি পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষী পন্ডিতগণ ইব্‌ন সাবা ও নায্যামের পন্থা অবলম্বন করে আবূ হুরায়রা (রা) (মৃ. ৫৮/৬৭৭) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) (মৃ ৬৮/৬৮৭)-এর প্রতি তাঁদের রিওয়ায়াতের আধিক্যের দরুন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে আবূ হুরায়রা (রা)-এর পক্ষে এত অল্প সময়ের নবী সাহচর্যে এত অধিক সংখ্যক হাদীস আয়ত্ত করা এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর পক্ষে এত অল্প বয়সে এত অধিক হাদীস আয়ত্ত করা ও তার মর্ম বুঝা অসম্ভব। কাজেই তাঁরা নিজেরাই হাদীস রচনা করেছেন।[৩৮]

বিভিন্ন শহরে সাহাবীগণ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র মদীনাই ছিল ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। তখন সাহাবীগণ এখানেই অবস্থান করতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর সকল সাহাবী মদীনায় অবস্থান করেননি বরং নানা কারণে তাঁদের অনেকেই মদীনার বাইরে বসবাস শুরু করেন। ফলে পবিত্র কুরআন-হাদীসের ইল্‌ম সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যেই ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য সাহাবীগণের একটি বিরাট দল মদীনাতেই রয়ে যান। তাঁরা তাঁদের প্রিয় রাসূল (সা)-এর পবিত্র আবাস ভূমি ছাড়াকে পসন্দ করেননি। ফলে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শত-সহস্র লোক এসে মদীনা হতেও কুরআন-হাদীসের জ্ঞান আহরণ অব্যাহত রাখে। আর যে সব সাহাবী মদীনার বাইরে চলে গিয়েছিলেন, তাঁদের নিকটও হাজার হাজার লোক আসতে থাকে এবং ইল্‌মে হাদীসের জ্ঞন আহরণ করে তাঁরা সমগ্র মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়েন। এভাবে

---

৩৫. আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

৩৬. ইব্‌ন হাজার, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।

৩৭. আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

৩৮. প্রাগুক্ত ; প্রকৃতপক্ষে এগুলো সবই ভিত্তিহীন অভিযোগ। কারণ হাদীসের প্রতি তাঁদের গভীর মনোযোগ এবং সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আর বদৌলতেই এত বিপুল সংখ্যক হাদীস আয়ত্ত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

www.pathagar.com

পর্যায়ক্রমে গোটা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই ইল্‌মে হাদীস বিস্তার লাভ করে। কোন্ শহরে কতজন সাহাবী ছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

কূফায় বসবাসকারী সাহাবীগণ ঃ এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম কূফার নাম উল্লেখ করতে হয় এ জন্যে যে, খুলাফায়ে রাশিদূনের চতুর্থ খলীফা আলী (রা) (মৃ ৪০/৬৬১) কূফাকে ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী করেছিলেন। ফলে সাহাবীগণের একটি বিরাট অংশ প্রথমত এখনেই বসবাস শুরু করেন। এখানে বসবাসকারী প্রসিদ্ধ কয়েকজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হলো ঃ আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) (মৃ. ৪০ হি.), সা'আদ ইব্‌ন আবী ওয়াক্‌কাস (রা) (মৃ ৫৫ হি.), সা'ঈদ ইব্‌ন যাইদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফাইল (রা), ইব্‌ন মাসঊদ (রা) (মৃ. ৩২ হি.), খাব্বাব (রা), সাহাল ইব্‌ন হুনাইফ (রা), আবূ কাতাদাহ্‌ (রা), সালমান আল্‌-ফারসী (রা), (মৃ. ৩৪ হি.), হুযাইফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা), (মৃ. ৩৪ হি.), আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা), আবূ মূসা আল্‌-আশ'আরী (রা), আবূ মাস'ঊদ আল-আনসারী (রা), বারা ইব্‌ন আযিব (রা), আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-খাতামী (রা), নু'মান ইব্‌ন মুকরিন (রা), মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা), জাবির ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্‌ আল্‌-বাজালী (রা), আদী ইব্‌ন হাতিম তাঈ (রা), উরওয়া ইব্‌ন মুদাররিস তাঈ (রা), ইব্‌ন আবী আওফা (রা) (মৃ ৮৭ হি.), আশ'আস ইব্‌ন কাইস (রা), জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) (মৃ ৭৪ হি.), হুযাইফা ইব্‌ন উসাইদ আল্‌-গিফারী (রা), আমর ইব্‌ন হাকিম (রা), সুলায়মান ইব্‌ন সুরদ (রা), ওয়াইল ইব্‌ন হুজুর (রা), সাফওয়ান ইব্‌ন আসসাল (রা), উমামা ইব্‌ন শুরাইক (রা), আমির ইব্‌ন শাহর (রা), আরফাজা ইব্‌ন শুরাইক (রা), নাফি' ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন আবী ওয়াককাস (রা), সা'লাবা ইব্‌ন হাকাম (রা), উরওয়া আল্‌-বারকী (রা), জুন্দুব ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্‌, আল্‌-বাজালী (রা), সামুরা ইব্‌ন জুন্দুর (রা), কুতবা ইব্‌ন মালিক (রা), হুবশী ইব্‌ন জানাদাহ (রা), ইয়া'লী ইব্‌ন মাররাহ্‌ আস্‌-সাকাফী (রা), আম্মারা ইব্‌ন রুয়াইবা (রা), তারিক ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্‌ আল্‌-মাহারাবী (রা), খুযাইমা ইব্‌ন সাবিত (রা), বাশীর ইব্‌ন খাসাসিয়া (রা), কায়স ইব্‌ন আবী গারয্যাহ (রা), হানযালা আল্‌-কাতিব (রা), আল্‌-মুসতাওরিদ ইব্‌ন শাদ্‌দাদ আবূ তুফাইল (রা) ও আবূ হুযাইফা (রা) প্রমুখ। এসব সাহাবীর অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত কূফায় ছিলেন এবং সেখানেই ইনতিকাল করেন।[৩৯]

উল্লেখ্য যে, কূফায় শতাব্দীকালব্যাপী এ সাহাবীগণের ইল্‌মে হাদীসের শিক্ষাদান ও এর চর্চা অব্যাহত ছিল। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আল্‌-হাকিম (র) (মৃ ৪০৫/১০১৪) বলেন, আমি সর্ব প্রথম ৩৪১ হি. সনে কূফায় গিয়েছিলাম। তখন সেখানকার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবুল হাসান ইব্‌ন উকবা আশ্‌-শায়বানী (র) আমাকে

৩৯. আল্‌-হাকিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলার ঘর খানায়ে কা'বা অবস্থিত। এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণেই মদীনার মত মক্কাতেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন আগমন করতে থাকে। এ জন্যে ইলমে হাদীস প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এ শহরেরও একটি বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে।

বসরায় অবস্থানকারী সাহাবীগণ ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই বসরায় সাহাবীগণের যাতায়াত ছিল। কেননা 'খাইরুল কুরূনেই' এ শহরটি ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে অনেক সাহাবীই এখনে বসবাস শুরু করেন। বসরায় বসবাসকারী কতিপয় প্রসিদ্ধ সাহাবীর নাম ঃ উৎবাহ ইব্‌ন গাযওয়ান (রা), ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা), আবূ বারযাহ আল্-আসলামী (রা), মিহ্‌জান ইব্‌নুল-আদরা' (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল আল্-মুযনী (রা), মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা), ইব্‌ন সামুরাহ (রা), আবূ বুকরাহ (রা), আনাস ইব্‌ন মালিক (রা), হিশাম ইব্‌ন আমির (রা), আবূ যাইদ আল্-আনসারী (রা), আমর ইব্‌ন আখতার (রা), সাবিত ইব্‌ন যাইদ (রা), মুজাশি' ইব্‌ন মাসউদ (রা), মুজালিদ ইব্‌ন মাস'উদ (রা), আইয ইব্‌ন আমর আল্-মুযনী (রা), কুররা ইব্‌ন ইয়াস আল্-মুযনী (রা), মু'আবিয়া ইব্‌ন হাইদাহ (রা), কুবাইসা ইব্‌ন মাখারিক (রা), ইয়াদ ইব্‌ন হিমার (রা), কায়স ইব্‌ন 'আসিম (রা), আকরা ইব্‌ন হাবিস (রা), সা'সা' ইব্‌ন নাজিয়া (রা), উসমান ইব্‌ন আবিল আস (রা), হাকাম ইব্‌ন আবিল আস (রা), আসওয়াদ ইব্‌ন সারী' (রা) সুলায়মান ইব্‌ন জাবির আল-হুজাইমী (রা), উশারা আদ্-দারিমী (রা), জারিয়া ইব্‌ন কুদামা (রা), আদ্দা ইব্‌ন খালিদ (রা), আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন সারজাস (রা), মাইসারা আল্-ফাজার (রা), সালমান ইব্‌ন আমির আদ্-দাব্বী (রা) ও সালামাহ্ ইব্‌নুল মুহাররিক রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমা'ঈন।[৪২]

মিসরে বসবাসকারী সাহাবীগণ ঃ খিলাফাতে রাশিদার যুগেই মিসর বিজয় হয়েছিল। প্রখ্যাত সাহাবী আমর ইব্‌নুল আস (রা) (মৃ ৬৩/৬৮৩) মিসরের গভর্নর হয়েছিলেন। এ কারণে সাহাবীগণের একটি বিরাট অংশ মিসরে বসবাস শুরু করেন। তাঁদের প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম হলো ঃ উকবাহ্ ইব্‌ন আমির আল্ জুহানী (রা), আমর ইব্‌নুল আস (রা), আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা), খারিজাহ্ ইব্‌ন হুযাফাহ (রা), আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'আদ ইব্‌ন আবী সারাহ (রা), আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন জাযা (রা), আবূ বসরা আল্-গিফারী (রা), আবূ সা'আদ আল্-খাইর (রা), মু'আর ইব্‌ন আনাস আল্-জুহানী (রা), মু'আবিয়া ইব্‌ন হুদাইজ (রা), যিয়াদ ইব্‌নুল হারিস আস্-সুদাঈ (রা), মাসলামা ইব্‌ন মাখাল্লা (রা), সুররাক (রা), আবূ ফাতিমা আল্-ইয়াদী (রা), আবূ জাম'আ (রা) ও আবুশ্ শুমূস আল্-বা'লাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমা'ঈন।[৪৩]

---

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২-১৯৩।

৪৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

কূফার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করান। সাহাবীগণ যে সব মসজিদে ইল্‌মে হাদীসের দার্‌স পেশ করতেন, আমি তার অধিকাংশই স্বচক্ষে দেখেছি। তখনো সে সব মসজিদে ইল্‌মে হাদীসের চর্চা অব্যাহত ছিল। ইমাম হাকিম (র) বলেন, এর চার বছর পর ৩৪৫ হি. সনে আমি পুনরায় কূফা ভ্রমণে যাই। মসজিদে ইব্‌ন আকাবা সেখানকার একটি বড় জামি' মসজিদ ছিল। সেটি প্রায় বিনষ্ট হওয়ার দ্বার প্রান্তে এসে পৌঁছে। আবুল কামি আস্‌-সাকূনী (র) নামক জনৈক ব্যক্তি আমার হাত ধরে ঐ মসজিদে নিয়ে যান। অতঃপর চারদিক ঘুরিয়ে আমাকে বলতে থাকেন যে, এ স্তম্ভের কাছে জারীর ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্‌ (রা)-এর দার্‌স হতো, এ স্তম্ভের কাছে ইব্‌ন মাস'উদ (রা)-এর দার্‌স হতো এবং এ স্তম্ভের সাথে হেলান দিয়ে বারা ইব্‌ন আযিব (রা), দার্‌সে হাদীস পেশ করতেন।[৪০] কতই না চমৎকার বর্ণনা,[১] মনে হয় আজও যেন সেদিনকার সাহাবীগণের সেই সোনালী যুগের অনুপম চিত্র আমাদের সামনে ভেসে উঠছে। এর দ্বারা অনুমেয় হয় যে, চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত লোকেরা সাহাবীগণের দার্‌সে হাদীসের স্থান বা মজলিস সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত ছিলেন। আর জনসাধারণের মাঝে ঐ সব স্থান সাহাবীগণের নামানুসারেই প্রসিদ্ধিলাভ করে।

মক্কায় বসবাসকারী সাহাবীগণ ঃ নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর যেসব সাহাবী মক্কায় বসবাস করতেন, তাঁদের বিশেষ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ আইয়াশ ইব্‌ন আবী রাবী'আহ আল্‌-মাখযূমী (রা), ইব্‌ন আবী রাবী'আ আল্‌-মাখযূমী (রা), হারিস ইব্‌ন হিশাম (রা), ইকরিমা ইব্‌ন আবূ জাহল (রা), আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সাইব আল্‌-মাখযূমী (রা), আত্তাব ইব্‌ন আসীদ (রা), খালিদ ইব্‌ন উসাইদ (রা), হাকাম ইব্‌ন আবুল আস (রা), উসমান ইব্‌ন তালহা (রা), উকবা ইব্‌ন হারিস (রা), শাইবা ইব্‌ন উসমান আল্‌-হাজাবী (রা), সাফওয়া ইব্‌ন উমাইয়া (রা), আবূ মাহযূরা (রা), মুতী' ইব্‌ন আল্‌-আসওয়াদ (রা), আব্‌দিল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুতী' (রা), মুহাজির ইব্‌ন কুনফুয (রা), সুহাইল ইব্‌ন আমর (রা), উমাইর ইব্‌ন কাতাদাহ্‌ আল্‌-লাইসী (রা), কুরয ইব্‌ন আলকামা (রা), তামীম ইব্‌ন আসাদ (রা), আসওয়াদ ইব্‌ন খালফ (রা), আবূ শুরাইহ্‌ আল্‌-কা'বী (রা), আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন হুবশী (রা), আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সাফওয়ান (রা), লকীত ইব্‌ন সাবুরা (রা) এবং ইয়াস ইব্‌ন আব্‌দিল মুযনী রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমা'ঈন।[৪১]

মুসলমানদের নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবাসভূমি মদীনার সাথে সাথে পুণ্যভূমি মক্কা মুকাররমার স্থান। কেননা এর একটা আলাদা বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এটা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রিয় জন্মভূমি, এখানেই ওহীর সূচনা হয়েছিল। আর এ শহরেই

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১-১৯২।

৪১. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

সিরিয়ায় বসবাসকারী সাহাবীগণ ঃ সুদীর্ঘ একযুগ পর্যন্ত মু'আবিয়া (রা), সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন। অতঃপর তিনি যখন খলীফা হয়ে গেলেন, তখন সিরিয়ার একটি প্রদেশ 'দিমাশক্'কে রাজধানী ঘোষণা করলেন। দিমাশকে প্রায় বিশ বছর পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'দিমাশক' রাজধানী হওয়ার কারণে অনেক সাহাবীকেই এখনে আসা যাওয়া করতে হয়েছে। এর ফলে অনেক সাহাবীই সিরিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে বসবাস শুরু করেন। সিরিয়ায় বসবাসকারী কতিপয় বিশেষ সাহাবীর নাম এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ আবূ উবাইদা ইব্নুল জাররাহ (রা), বিলাল ইব্ন রাবাহ (রা), উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা), মু'আয ইব্ন জাবাল (রা), সা'আদ ইব্ন উবাদাহ (রা), আবুদ্-দারদা (রা), শুরাহবীল ইব্ন হাসানাহ (রা), খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা), ইয়াদ ইব্ন গানাম (রা), ফযল ইব্ন আব্বাস ইব্ন আব্দিল মুত্তালিব (রা), আবূ মালিক আল্-আশ'আরী (রা), আউফ ইব্ন মালিক আল্-আশজা'ঈ (রা), সাওবান ইব্ন আউস (রা), শাদ্দাদ ইব্ন আউস (রা), ফুযালা ইব্ন উবাইদ (রা), আমর ইব্ন আম্বাসা (রা), হারিস ইব্ন হিশাম (রা), মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ান (রা), ওয়াসিলা ইব্নুল আসকা' (রা), বুসর ইব্ন আবী আরতাহ (রা), হাবীব ইব্ন মাসলামা (রা), যাহ্হাক ইব্ন কায়স (রা), কুবাস ইব্ন উসাইম (রা), ইরবায ইব্ন সারিয়াহ (রা), আব্দুল্লাহ্ বুসর আল্-মাযিনী (রা), উতবাহ ইব্ন আব্দিস্ সুলামী (রা), আব্দুল্লাহ ইব্ন হাওয়ালাহ (রা), কা'ব ইব্ন মুররাহ (রা), কা'ব ইব্ন ইয়াদ (রা), মিকদাদ ইব্ন মা'দী কারব (রা), আবূ হিন্দ আদ্-দারী (রা), সালামা ইব্ন নুফাইল (রা), গুতাইফ ইব্নিল হারিস (রা), আতিয়্যা ইব্ন আমর আস্-সা'দী (রা) ও ফারওয়া ইব্ন আমর আজ্-জুযামী রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমা'ঈন।[৪৪]

জাযীরায় অবস্থানকারী সাহাবীগণ ঃ কিছু সংখ্যক সাহাবী জাযীরায়ও বসবাস করতেন। জাযীরায় বসবাসকারী কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সাহাবীর নাম হলো ঃ আদী ইব্ন উমাইর আল্-কিন্দী (রা), ওয়াবিস ইব্ন মা'বাদ আল্-আসাদী (রা) এবং ওয়ালীদ ইব্ন উকবা ইব্ন আবী মু'ঈত-রাদিয়াল্লাহু আন্হুম আজমা'ঈন।[৪৫]

খুরাসানে বসবাসকারী সাহাবীগণ ঃ খুরাসানে বসবাসকারী কতিপয় উল্লেখযোগ্য সাহাবীর নাম হলো ঃ বুরাইদা ইব্ন হুসাইব আল্-আসলামী (রা), আবূ বারযা আল্-আসলামী (রা), হাকাম ইব্ন আমর আল্-গিফারী (রা), আব্দুল্লাহ্ ইব্ন খাযিম আল্-আসলামী (রা) ও কুসাম[৪৬] ইব্ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্হুম আজমা'ঈন।

---

৪৪. প্রাগুক্ত।

৪৫. প্রাগুক্ত।

৪৬. তিনি সমরকন্দে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। -প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

www.pathagar.com

সাহাবীগণের আবাসভূমি ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র

যে সব শহরে সাহাবীগণ (রা) বসবাস করতেন সেগুলো ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শত-সহস্র লোক সাহাবীগণের সাথে সাক্ষাত লাভে ধন্য হওয়ার জন্য তাঁদের নিকট আগমন করতে থাকেন। তাঁরা অধীর আগ্রহ নিয়ে তাঁদের (সাহাবীগণের) মুখ থেকে তাঁদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (সা)-এ অমীয় বাণী শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তাই তাঁরা সাত-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তাঁদের নিকটে ভীড় জমান। কাজেই যে শহরে সাহাবীগণের সংখ্যা যত বেশি ছিল, সেখানে তাঁদের থেকে ফায়দা হাসিলকারী ছাত্রের সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ কারণে কূফা ও বসরা শহরের মাদ্রাসা থেকে সাহাবীগণের যে পরিমাণ ছাত্র বেরিয়েছে সে তুলনায় অন্যান্য শহর থেকে অনেক কম বেরিয়েছে। সাহাবীগণ থেকে যাঁরা ইল্‌ম হাসিল করেছেন, ইতিহাসে তাঁদেরকে 'তাবি'ঈন' বলা হয়ে থাকে। ইমাম আল্-হাকিম (র) তাঁর 'মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে হাদীসের বড় বড় ইমাম ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস তাবি'ঈন ও তাবে-'তাবি'ঈনের নামের তালিকা সন্নিবেশিত করেছেন। যথাস্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ইনশা'আল্লাহ্।

সারকথা হলো সাহাবীগণ জ্ঞানের মহাসমুদ্র থেকে যে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন, তা বিতরণের জন্য ছড়িয়ে পড়েছিলেন দেশ হতে দেশান্তরে। আর এরই মাধ্যমে তাঁরা বাস্তবায়ন করেছিলেন তাঁদের প্রাণপ্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ (فليبلغ الشاهد الغائب)। "আজকের উপস্থিত জনতা যেন অনুপস্থিত লোকদের নিকট আমার কথা পৌঁছিয়ে দেয়।" মূলত এ নির্দেশ পালনার্থেই তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন শহরে। ফলে তাঁদের আবাসস্থানগুলো পরিণত হয় পবিত্র কুরআন ও হাদীস তথা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে।

সাহাবীগণের সংখ্যা

প্রথমেই আমাদের জেনে রাখা দরকার যে, সাহাবীগণের সংখ্যা ও তখনকার মুসলমানগণের সংখ্যা এক নয়। কারণ ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় হওয়ার পর সমগ্র আরবের অধিবাসীই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সকলের পক্ষেই যে নবী করীম (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভবপর হয়েছিল, একথা বলা যায় না। শুধু গোত্রের সরদারগণ বা প্রতিনিধিদল এসেই নবী করীম (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। এমনিভাবে যাঁরা নবী করীম (সা)-কে দেখেছেন এবং যাঁরা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের উভয়ের সংখ্যাও সমান নয়। কেননা যাঁরা তাঁকে [নবী করীম (সা)-কে] দেখেছেন তাঁদের সকলের পক্ষেই তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া বিভিন্ন শহর ও গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ার কারণেও সাহাবীগণের

www.pathagar.com

সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে আলিমগণ তাঁদের যে সংখ্যা নিরূপণ করেছেন, তা অনেকটাই প্রকৃত সত্যের কাছাকাছি। কেননা তাঁরা সাহাবী ও তাবি'ঈগণের বিভিন্ন রিওয়ায়াতের ভিত্তিতেই এ সংখ্যা নিরূপণ করেছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ যুর'আ (র) বলেন ঃ

توفى النبى صلى الله عليه وسلم، ومن راه وسمع منه زيادة على مائة الف انسان من رجل او امرأة، وكل قد روى عنه سماعا او رؤية -

—"রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ইন্তিকাল করেন তখন যাঁরা তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর কথা শুনেছেন এমন লোকের সংখ্যা নারী-পুরুষ মিলে এক লাখেরও ওপরে। তাঁদের প্রত্যেকেই তাঁকে দেখেছেন অথবা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।"[৪৭]

তা হলে যে সকল সাহাবী কোন হাদীস বর্ণনা করেননি, তাঁদের সংখ্যা যে কত বিপুল তা সহজেই অনুমেয়। আবূ যুর'আ (র)-এর এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-এর একটি বক্তব্য দ্বারা। তিনি তাবূক অভিযান বর্ণনা প্রসংগে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের সংখ্যা অনেক। কোন দফতর বা দেওয়ান তা গণনা করতে পারবে না।[৪৮] ইমাম আবূ যুর'আ (র) থেকে অপর একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة الف واربعة عشر الفا من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه -

—"রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের সময় এক লাখ চৌদ্দ হাজার সাহাবী বর্তমান ছিলেন। যাঁরা তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ ও রিওয়ায়াত করেছেন।"[৪৯]

নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের সময় সাহাবীগণের সংখ্যা ৬০ হাজার ছিল বলে ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র) (মৃ ২০৪/৮১৯) যে উক্তি করেছেন, তা তিনি শুধু মক্কা-মদীনার সাহাবীগণের সম্বন্ধেই করেছিলেন। তখন মক্কা শরীফে ৩০ হাজার এবং মদীনা শরীফে ৩০ হাজার সাহাবী ছিলেন একথাও তিনি স্পষ্টই বলে দিয়েছেন।[৫০] তবে তাঁদের অধিকাংশই পল্লীবাসী ছিলেন বলে অনেকের জীবনী জানা যায়নি।

সারকথা হলো, সাহাবীগণের সুনির্দিষ্ট হিসেব নির্ণয় কোনভাবেই সম্ভব নয়। কারণ নবী করীম (সা)-এর জীবনের শেষদিকে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর হাতে বায়'আত হন। কেউ কেউ বলেছেন, হিজরী দশম সনে মক্কা এবং তায়েফে

---

৪৭. আবূ মূসা আল্-মাদীনী থেকে এ রিওয়ায়াতটি বর্ণিত হয়েছে। —আস্-সাখাবী, ৩য় খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

৪৮. আস্-সুয়ূতী (১৯৭৮), ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

৫০. আস্-সাখাভী, ৩য় খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

www.pathagar.com

একজনও অমুসলিম ছিল না। সকলে ইসলাম গ্রহণ করে বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ করেন। এমনিভাবে আরবের বহু গোত্র সম্পূর্ণরূপে মুসলমান হয়ে যান। তাঁদের অধিকাংশ ছিলেন মরুবাসী। তাঁদের হিসেব সংরক্ষণ করা কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। তাছাড়া আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে ভণ্ড নবী ও ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে অসংখ্য সাহাবী শাহাদত বরণ করেন। তাঁদের অনেকের পরিচয় ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। এ কারণে 'রিজাল শাস্ত্রে' যাঁদের জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাঁদের সংখ্যা ১০ হাজারের অধিক নয় বলে 'আত্-তাদরীব' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[৫১] অবশ্য 'ইসলামী বিশ্বকোষ' এ-উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবী করীম (সা)-এর দর্শন ও সাক্ষাত লাভকারীগণের মধ্যে অন্যূন দ্বাদশ সহস্র সাহাবীর নাম ও জীবন পরিচিতি পাওয়া যায়।[৫২] ইব্ন আব্দিল বার্ (র) (জ. ৩৬৮/৯৭৮-মৃ. ৪৬৩/১০৭১) তাঁর 'আল্-ইস্তী'আব' গ্রন্থে ৭ হাজার, ইব্নুল আসীর (র) (মৃ. ৬৩০/১২৩২) তাঁর 'উসদুল গাবাহ' গ্রন্থে ৭৫৫৪ জন এবং ইমাম আয্-যাহাবী (র) (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮) তাঁর 'আত্ তাজরীদ' গ্রন্থে ১২৮১ জন মহিলা সাহাবী সহ মোট ৮৮৮০ জন সাহাবীর জীবনী আলোচনা করেছেন।[৫৩]

সাহাবীগণের ইল্ম

ইতোপূর্বেও আমরা আলোচনা করেছি যে, নবী-রাসূলগণের পরে সাহাবীগণই হলেন উম্মাতের শ্রেষ্ঠতম মানব। তবে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। অনুরূপভাবে তাঁদের পারস্পরিক ইল্ম ও জ্ঞানের তারতম্যও অনস্বীকার্য। কেননা সকল সাহাবীর অবস্থা এক ছিল না। তাঁরা বিভিন্ন কাজেকর্মে ব্যস্ত ছিলেন। কেউ রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন, কেউবা ব্যস্ত থাকতেন বিভিন্ন যুদ্ধের মিশনে। কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন আবার কেউবা কৃষিকর্মে কিংবা অন্য কোন কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কেউ বসবাস করতেন শহরে আবার কেউবা থাকতেন গ্রামে। আবার তাঁদের কেউ কেউ সর্বদাই নবী করীম (সা)-এর খিদমত ও সাহচর্যে নিয়োজিত ছিলেন। যেমন আনাস (রা), (মৃ ৯৩/৭১২) ও আবূ হুরায়রা (রা), (মৃ ৫৮/৬৭৭)। সুতরাং তাঁদের সকলের পক্ষেই সমানভাবে নবী করীম (সা) থেকে ইল্মে হাদীস হাসিল করা সম্ভব হয়নি। বাস্তবতার আলোকেই এটা ছিল অসম্ভব। কেননা যিনি দীর্ঘদিন নবী করীম (সা)-এর খিদমত ও সাহচর্যে কাটিয়েছেন তাঁর পক্ষে তাঁর কথা ও কর্ম তথা যাবতীয় খুঁটি-নাটি বিষয় সম্পর্কে জানা যতটা সহজ ও সম্ভব ছিল, যিনি স্বল্প দিন ও স্বল্প সময় তাঁর সাহচর্যে কাটিয়েছেন তাঁর পক্ষে

---

৫১. আস্-সুয়ূতী, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

৫২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

৫৩. আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

www.pathagar.com

ততটা জানা সহজ ও সম্ভব ছিল না। তবে রাসূলের হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন সাহাবীরই আগ্রহের সামান্যতম কমতিও ছিল না। যাই হোক, প্রত্যেক সাহাবীই আমাদের নিকট সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তাঁদের কারো উপর কাউকেও আমরা অহেতুক প্রাধান্য দেবো না; বরং ইসলামে তাঁদের যে মর্যাদা স্বীকৃত, সেটাই আমাদের চূড়ান্ত ফায়সালা। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও তা রিওয়ায়াতের ব্যাপারে সকল সাহাবীর সমান সুযোগ ছিলনা, তাই সকলের পক্ষে সমপরিমাণ হাদীস রিওয়ায়াত করা সম্ভবপর হয়নি। হাদীস বর্ণনার দিক থেকে মুহাদ্দিসগণ সাহাবীগণকে প্রধানত চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। ক) মুকসিরীন (مكثرين), খ) মুতাওয়াস্‌সিতীন (متوسطين) , গ) মুকিল্লীন (مقلين) ও ঘ) আকাল্লীন (اقلين)। যাঁরা এক হাজার বা তার অধিক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তাঁদেরকে 'মুকসিরীন' বলা হয়। যাঁরা পাঁচশ হতে হাজারের কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদেরকে 'মুতাওয়াস্‌সিতীন'। যাঁরা চল্লিশ হতে পাঁচশ পর্যন্ত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তাঁদেরকে মুকিল্লীন। আর যাঁরা চল্লিশের কম হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তাঁদেরকে বলা হয় আকাল্লীন।[৫৪] হাদীসের রাবী হিসেবে সাহাবীগণের প্রত্যেকের জীবনী[৫৫] জানতে আমরা আগ্রহী হলেও এ স্বল্প পরিসরে তাঁদের সকলের জীবনী আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই মুকসিরীন বা অধিক হাদীস বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ কয়েকজন সাহাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানে উল্লেখ করা হলো।

অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ

যাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সহস্রাধিক এমন পর্যায়ের সাহাবী হলেন সাতজন। যথা ঃ

১. আবূ হুরায়রা (রা), (মৃ ৫৮/৬৭৭)।

২. আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা), (মৃ. ৭৪/৬৯৩)।

৩. আনাস ইব্‌ন মালিক (রা), (মৃ. ৯৩/৭১২)।

৪. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) (মৃ. ৫৮/৬৭৭)।

৫. আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) (মৃ. ৬৮/৬৮৭),

৬. জাবির ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্ (রা) (মৃ. ৭৮/৬৯)।

৭. আবূ সা'ঈদ আল্-খুদরী (রা) (মৃ. ৭৪/৬৯৩)।

---

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

৫৫. সাহাবীগণের জীবনী সম্বলিত বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এতে প্রায় ১০ হাজার সাহাবীর জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। যথাস্থানে এসব গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হবে ইন্‌শা'আল্লাহ্।

www.pathagar.com

আবূ হুরায়রা (রা)

ইয়ামানের আদ্-দাওসী গোত্রের অধিবাসী আবূ হুরায়রা (রা) (মৃ. ৫৮/৬৭৭) সপ্তম হিজরী সনের মুহাররাম মাসে খায়বার যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং স্থায়ীভাবে নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে অবস্থান করেন। এভাবে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাহচর্যে কাটান। তিনি ছিলেন সুফ্ফাবাসীদের একজন। তিনি জ্ঞানান্বেষণের জন্য সারাক্ষণই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে পড়ে থাকতেন। নবী করীম (সা) কোথাও সফরে গেলে তিনিও তাঁর সাথে যেতেন। তিনি অত্যন্ত প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি যা শুনতেন তা আর সহজে ভুলতেন না। এ প্রসঙ্গে সহীহুল বুখারীতে একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। একদিন আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা)-কে বললেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনার নিকট অনেক কথাই শুনি, কিন্তু তা ভুলে যাই।" একথা শুনে তিনি বললেন, "তুমি তোমার চাদর তোমার সিনায ধারণ কর। অতঃপর আমি তা সিনায় ধারণ করলাম। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এরপর থেকে আমি আর কোন দিন হাদীস ভুলিনি।"[৫৬]

সাহাবীগণের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আস্-সুয়ূতী (র) (মৃ ৯১১/১৫০৫)-এর মতে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি। এর মধ্যে সহীহুল বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ৩২৫টি হাদীস। আর স্বতন্ত্রভাবে কেবল সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে ৯৩টি এবং মুসলিমে ১৮৯টি।[৫৭] অবশ্য এ সংখ্যার ব্যাপারে ভিন্ন মতও রয়েছে। ইমাম আল্-আইনী (র) (মৃ. ৮৫৫/১৪৫১)-এর মতে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আটশতেরও অধিক সাহাবী ও তাবি'ঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৫৮] সাহাবীগণের মধ্যে ইব্ন আব্বাস (রা), জাবির (রা) ও আনাস (রা)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর তাবি'ঈগণের মধ্যে তাঁর থেকে সর্বাধিক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তাঁর জামাতা সা'ঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যিব (র) (জ. ১৫/৬৩৪- মৃ. ৯৪/৭১৩) এবং তাঁর গোলাম আল্-আ'রাজ (রা)।[৫৯] ইসলাম-পূর্ব যুগে তাঁর নাম ছিল আব্দুশ শামস। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নামকরণ করা হয় আব্দুল্লাহ্ কিংবা আব্দুর রহমান। আবূ হুরায়রা তাঁর প্রকৃত নাম নয়। এটা তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম। তিনি একাধারে দীর্ঘ চার বছর পর্যন্ত নবী

৫৬. ইব্ন হাজার (১৩২৮ হি.) ৪র্থ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।

৫৭. আস্-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬-২১৭।

৫৮. আল্-আইনী, বদরুদ্দীন, **উমদাতুল কারী** ১ম খ, (বৈরুত ঃ দারু ইহইয়াইত্ তুরাসিল আরাবী, তা. বি.), পৃ. ১২৪।

৫৯. আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

www.pathagar.com

করীম (সা)-এর সাহচর্যে ছিলেন।[৬০] পরিশেষে ৫৮ মতান্তরে ৫৯ হি. সনে ৭৮ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।[৬১] তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস, উচ্চ পর্যায়ের এজন আলিম ও ইবাদাতগুযার ব্যক্তি ছিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এত বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হওয়ার কয়েকটি কারণও রয়েছে। যেমন ঃ

১. ইসলাম গ্রহণ করার পর সব সময়ের জন্য নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে অবস্থান;

২. হাদীস শিক্ষা ও তা মুখস্থ করে রাখার জন্য আকুল আগ্রহ এবং রাসূলের দু'আর কারণে কোন কথাই ভুলে না যাওয়া;

৩. বড় বড় সাহাবীর সাহচর্য ও তাঁদের নিকট হাদীস শিক্ষার সুযোগ লাভ এবং

৪. নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকা এবং হাদীস প্রচারের সুযোগ লাভ করা।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)

নাম আব্দুল্লাহ্, কুনিয়াত আবূ আব্দির রহমান। পিতা উমর ইব্নুল খাত্তাব, মাতা যয়নাব। সঠিক বর্ণনামতে হিজরী তৃতীয় সনে উহুদ যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল চৌদ্দ বছর। এ হিসেবে নবুওয়াতের দ্বিতীয় বছরে তাঁর জন্ম। নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে উমর (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স প্রায় পাঁচ। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই তিনি নিজের বাড়িটি ইসলামের আলোকে আলোকিত দেখতে পান। ইসলামী পরিবেশেই তিনি বেড়ে ওঠেন। অবশ্য কোন কোন বর্ণনামতে পিতার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে সঠিক মত এই যে, পিতার ইসলাম গ্রহণের সময় তিনি ছিলেন অল্প বয়স্ক। অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান হিসেবে তিনিও পিতার ধর্মানুসারী হয়ে যান।

উমর (রা), (মৃ. ২৩/৬৪৩) কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। পিতার সাথে তিনিও (ইব্ন উমর) মদীনায় চলে যান। হিজরতের পর সত্য-মিথ্যার প্রথম সংঘর্ষ হয় বদর প্রান্তরে। ইব্ন উমর (রা) তখন তের বছরের কিশোর। জিহাদে যোগদানের আবেদন জানালেন। জিহাদের বয়স না হওয়ায় নবী করীম (সা) তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। এক বছর পর আবার সামনে এলো উহুদের যুদ্ধ। একই কারণে তিনি উহুদ যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতে পারলেন না। অতঃপর পঞ্চম হিজরী সনে (৬২৬ খ্রি.) সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধে

৬০. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২০।

৬১. আল 'আইনী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

অংশগ্রহণ করার অনুমতি লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স পনের। এরপর হুদায়বিয়ার সন্ধি, খায়বর, মক্কা বিজয়, হুনায়ন, তাবূক ইয়ারমূক, মিসর ও উত্তর আফ্রিকার অভিযানসমূহেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। ইব্‌ন উমর (রা) ছিলেন সুন্নাতে রাসূলের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী। দুনিয়ার প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। পদের প্রতিও তাঁর কোন লোভ ছিল না। তিনি নবী করীম (সা) থেকে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আবূ বকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা), আলী (রা), যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা), ইব্‌ন মাস'উদ (রা), আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা)-এর মতো শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণের নিকট থেকেও তিনি অনেক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর তাঁর থেকেও অনেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এর মধ্যে জাবির ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্ (রা), ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং তাঁর পুত্র সারিম (রা) ও গোলাম নাফি (রা)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আর তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারী তাবি'ঈগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন সা'ঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যিব (র), আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস (রা), আবূ আব্‌দির রহমান আন্-নাহদী (র), মাসরূক মাসুরুক (র), জুবাইর ইব্‌ন নুফাইর (র), আতা (র), মুজাহিদ (র) ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র) প্রমুখ।[৬২] ইব্‌ন উমর (রা), ছিলেন প্রথম কাতারের হাফিযে হাদীস। আল্লামা আইনী (র) লিখেছেন ঃ

وهو اكثر الصحابة رواية بعد ابى هريرة رضى الله عنه -

-"আবূ হুরায়রা (রা), (মৃ. ৫৮/৬৭৭)-এর পরে সাহাবীগণের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী।"[৬৩]

তাঁর বর্ণিত মোট হাদীসের সংখ্যা ২৬৩০।[৬৪] এর মধ্যে ১৭৩টি হাদীস বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে। ৮১টি ইমাম বুখারী ও ৩১টি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[৬৫] তাঁর মধ্যে নবী করীম (সা)-এর প্রতিটি কথা ও কাজ জানার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। নবী করীম (সা)-এর সান্নিধ্য থেকে যে সময়টুকু তিনি দূরে থাকতেন তখন যাঁরা তাঁর খেদমতে উপস্থিত থাকতেন তাঁদের কাছ থেকে সে সময়ের কথা ও কাজ জেনে নিতেন এবং তা স্মৃতিতে ধরে রাখতেন। তাঁর অজানা নতুন কোন কথা জানতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে নবী করীম (সা)-এর কাছে অথবা প্রথম রাবীর কাছে উপস্থিত হয়ে তার সত্যতা যাচাই করে নিতেন। এ অনুসন্ধিৎসু মন

৬২. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৮-৩৭০।

৬৩. আল্-আইনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

৬৪. আস্-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, আল্-কাসিমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৬৫. আল্-আইনী, প্রাগুক্ত ; মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭১।

www.pathagar.com

তাঁকে হাদীস শাস্ত্রের এক বিশাল সমুদ্রে পরিণত করে। নবী করীম (সা)-এর মুখ নিঃসৃত বাণীর প্রতিটি অক্ষর স্মরণ না থাকলে তিনি তা বর্ণনা করতেন না। তাঁর সমসাময়িক লোকেরা বলেছেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কমবেশি হওয়া সম্পর্কে ইব্‌ন উমর (রা) অপেক্ষা অধিক সতর্ক ব্যক্তি সাহাবীদের মধ্যে আর কেউ নেই।

ইব্‌ন উমর (রা)-এর মাধ্যমে ইল্‌মে হাদীসের বিস্তর অংশ প্রচারিত হয়েছে। তিনি নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর ষাট বছরের বেশি সময় জীবিত ছিলেন। এ দীর্ঘ সময় তিনি একাগ্রচিত্তে ইল্‌মে দীনের চর্চা করেছেন। ইব্‌ন শিহাব আয্‌-যুহরী (র) (মৃ. ১২৪/৭৪২) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণের কোন বিষয় ইব্‌ন উমর (রা)-এর অজানা ছিল না। জ্ঞানের ঐ চর্চা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে কোন সরকারী দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেননি। তাঁর স্থায়ী হালকায়ে দারস ছিল মদীনায়। হজ্জের মওসূমে তিনি ফাতওয়া দিতেন। মানুষের বাড়িতে গিয়েও তিনি হাদীস শুনাতেন।

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কমবেশি হওয়াকে তিনি ভীষণ ভয় পেতেন। এ কারণে খুব কম হাদীস বর্ণনা করতেন। ইমাম আশ্‌-শা'বী (র) বলেন, আমি একবছর পর্যন্ত ইব্‌ন উমর (রা)-এর কাছে বসেছি। এর মধ্যে কোন হাদীসই তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেননি। হাদীস বর্ণনা করা তিনি খারাপ মনে করতেন বা কম বর্ণনা করতেন এমন নয়, বরং বিনা প্রয়োজনে বর্ণনা করতেন না। নবী করীম (সা)-এর উচ্চারিত শব্দেই হাদীস বর্ণনা জরুরী বলে তিনি মনে করতেন। শব্দের হেরফের পসন্দ করতেন না।

হাদীস বর্ণনায় তাঁর অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের কারণে মুহাদ্দিসগণের নিকট তাঁর বর্ণিত হাদীস সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়। ইব্‌ন শিহাব আয্‌-যুহরী (র) তো কোন বিষয়ে ইব্‌ন উমর (রা)-এর হাদীস পেলে আর কারো হাদীসের প্রয়োজন মনে করতেন না। হাদীস বর্ণনায় সনদের ক্ষেত্রে 'মালিক আন্‌ নাফি' আন্‌ ইব্‌ন উমর (مالك عن نافع عن ابن عمر) এ সনদটিকে মুহাদ্দিসগণ 'সিলসিলাতুয্‌ যাহাব' বা সোনালী চেইন নামে অভিহিত করে থাকেন। কারণ ইব্‌ন উমর (রা)-এর পুরো সময়টা প্রত্যক্ষ করেছেন। উমর (রা)-এর সাহচর্যে প্রায় ত্রিশটি বছর অতিবাহিত করেছেন। এ সনদের দ্বিতীয় ব্যক্তি নাফি' ইব্‌ন উমর (রা)-এর গোলাম। প্রায় ত্রিশটি বছর তিনি মনিবের খিদমতে কাটিয়েছেন। সনদের তৃতীয় ব্যক্তি ইমাম মালিক (র)। তিনি তাঁর উস্তাদ নাফি'-এর দারসে হাদীসে দশ-বারো বছর বসার সুযোগ লাভ করেন।

ইব্‌ন উমর (রা)-এর জীবনটি ছিল নবী করীম (সা)-এর জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। শুধু ইবাদাতের ক্ষেত্রেই নয়, নবী করীম (সা)-এর মানব সুলভ কাজ ও

www.pathagar.com

অভ্যাসসহ প্রতিটি আচরণের তিনি অনুসরণ করতেন। ইব্ন উমর (রা) ছিলেন একজন বড় ধরনের আবিদ ও দানশীল ব্যক্তি। রাতের সিংহভাগ ইবাদতে কাটাতেন। ইব্ন উমর (রা), ছিলেন যুহদ ও তাকওয়ার বাস্তব নমুনা। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের অতুলনীয় যাহিদ ও মুত্তাকী। জাবির (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে ইব্ন উমর (রা) ছাড়া এমন আর কেউ ছিল না যাকে দুনিয়ার চাকচিক্য আকৃষ্ট করেনি। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে তাকওয়ার ভাবটি প্রবল ছিল। নবী করীম (সা) তাঁর এ তাকওয়া স্বভাব দেখে তাঁকে বলেছিলেন, 'রাজুলুস্-সালিহ্' বা নেককার বান্দা। তিনি ছিলেন সত্যপ্রিয় মানুষ। সত্য কথা বলতে কাউকে পরওয়া করতেন না। উমাইয়্যা শাসকদের তিনি সামনাসামনি সমালোচনা করতেন। বিনয় ও নম্রতা ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিজের প্রশংসা শুনতে তিনি ভীষণ অপসন্দ করতেন। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। পরিশেষে এ মহান সাহাবী ৭৩/৬৯২ মতান্তরে ৭৪/৬৯৩ সনে মক্কায় ইন্তিকাল করেন।[৬৬]

আনাস ইব্ন মালিক (রা)

তাঁর পুরো নাম আনাস ইব্ন মালিক ইব্ন নাদর আল্-আনসারী আল্-খাযরাজী (রা) (মৃ. ৯৩/৭১২)। তাঁর মাতার নাম ছিল উম্মে সুলাইম বিন্ত মিলহান। হিজরাতের সময় তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। হিজরতের পর একদিন তাঁর মা তাঁকে নিয়ে নবী করীম (সা)-এর দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ ছেলেটিকে আপনার খিদমতের জন্য গ্রহণ করুন। নবী করীম (সা) তাঁকে গ্রহণ করলেন। অতঃপর পিতৃস্নেহের চেয়ে অধিক স্নেহে তিনি নবী গৃহে লালিত হতে থাকেন। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত তিনি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন।[৬৭]

নবী করীম (সা)-এর সান্নিধ্যে থাকার ফলে তাঁর এমন কিছু শুনবার ও দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল, যা অন্যদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে যে কয়জন সাহাবী বিশেষ নীতি অবলম্বন করতেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। তিনি ইল্মে হাদীসের বিশেষ খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। বলতে গেলে সমগ্র জীবনই তিনি হাদীস প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর অন্যান্য সাহাবী যখন যুদ্ধ ও সংঘাতে নিমজ্জিত, ঠিক সে সময়ও তিনি হাদীস প্রচারে মশগুল ছিলেন। তিনি আবূ বকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা), ইব্ন মাস'উদ (রা), আব্দুল্লাহ্

---

৬৬. আল্-ইস্পাহানী, আবূ নুয়ায়ম **হিলইয়াতুল আওলিয়া** ১ম খ, (মিসর ঃ ১৯৩২) পৃ. ২৯২-৩১৪ ; আল্-আন্দুলুসী, ইব্ন আবূ নুয়ায়ম হাযম, **আসমাউস্ সাহাবা ওয়ার্ রিওয়ায়াত**, পাণ্ডুলিপি, (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাতে সংরক্ষিত, তা বি), পৃ. ১ ; মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৯-৪৭১।

৬৭. আল্-আইনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮, মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২।

www.pathagar.com

ইব্‌ন রাওয়াহা (রা), ফাতিমা (রা), ও আব্‌দুর রহ্‌মান ইব্‌ন আউফ (রা) প্রমুখ সাহাবীগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। আবূ বকর (রা), তাঁকে সদকা আদায়ের জন্য বাহরাইন পাঠিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি বসরায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। শেষ জীবনে বসরার জামে মসজিদই ছিল তাঁর হাদীস প্রচারের কেন্দ্র। তাঁর হাদীস প্রচারের মজলিসে মক্কা, মদীনা, বসরা, কূফা ও সিরিয়ার হাদীস শিক্ষাভিলাষী ছাত্রগণ আকুল আগ্রহ নিয়ে শরীক হতেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে হাসান (র), সুলায়মান আত্-তাইমী (র), আবূ কালাবা (র), আব্‌দুল আযীয ইব্‌ন সুহায়িব (র), ইসহাক ইব্‌ন আবী তালহা (র), আবূ বকর ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্ (রা), কাতাদাহ্ (র), সাবিত আল্-বানানী (র), মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র), আনাস ইব্‌ন সীরীন (র), ইব্‌ন শিহাব আয্-যুহরী (র), রবী'আহ ইব্‌ন আবদির রহ্‌মান (র), ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ আল্-আনসারী (র) ও সা'ঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ তাবি'ঈগণের প্রত্যেকেই হাদীসের বড় বড় ইমাম ছিলেন।

নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর তিনি ৮৩ বছর জীবিত ছিলেন।[৬৮] ১০৩ বছর বয়সে ৯৩ হি. সনে বসরায় ইন্তিকাল করেন। বসরায় ইন্তিকালকারী তিনিই সর্বশেষ সাহাবী।[৬৯] তিনি ছিলেন নবী করীম (সা)-এরে খাদিম ও দীর্ঘজীবী সাহাবী। তাই তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাও অধিক। তাঁর বর্ণিত মোট হাদীসের সংখ্যা ২২৮৬।[৭০] আল্লামা আল্-আইনী (র) (মৃ. ৮৫৫/১৪৫১) লিখেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে ২২৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ১৬৮টি হাদীস বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে। আর এককভাবে সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে ৮৩টি এবং মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে ৯১টি।[৭১]

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)

নাম আয়েশা এবং উপাধি সিদ্দীকা। তিনি আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-এর কন্যা ও মহানবী (সা)-এর স্ত্রী ছিলেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির চার বছর পর তাঁর জন্ম হয়। নবী করীম (সা) যখন তাঁকে বিয়ে করেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ছয় বছর, কারো মতে সাত বছর। হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের শাওয়াল মাসে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হন, নয় বছর বয়সে তিনি রাসূলের সঙ্গে ঘর সংসার শুরু করেন। উম্মুল মু'মিনীনগণের মধ্যে নবী করীম (সা)-এর নিকট তিনিই ছিলেন সর্বাধিক প্রিয়।

বিশ্ব নবীর জীবন সঙ্গিণী হিসেবে তিনি একাধারে প্রায় নয়টি বছর অতিবাহিত করেন। আর রাসূল জীবনের এ বছর কয়টিই ছিল সর্বাধিক কর্মবহুল ও ইসলামী

---

৬৮. আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

৬৯. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৩।

৭০. আস্-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।

৭১. আল্-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ১৪০।

www.pathagar.com

জীবন ব্যবস্থার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সময়। আয়েশা (রা)-এর আঠারো বছর বয়সের সময় নবী করীম (সা) ইন্তিকাল করেন। অতঃপর প্রায় ৩৯টি বছর তিনি জীবিত থাকেন। এ কারণে একদিকে তিনি যেমন নবী করীম (সা)-এর নিকট থেকে বিপুল সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, অপরদিকে ঠিক তেমনি পেরেছিলেন তার সুষ্ঠু প্রচার করতে। অসংখ্য সাহাবী ও তাবি'ঈ তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর ভাগ্নে উরওয়া ইব্নুয্ যুবাইর (র) এবং ভাতিজে কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ-ই তাঁর থেকে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৭২]

নবী করীম (সা) ছাড়াও তিনি তাঁর পিতা আবূ বকর (রা), উমর (রা), ফাতিমা (রা), সা'আদ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা), উসাইদ ইব্ন হুদাইর (রা), জাযামা বিন্ত ওয়াহাব (রা) ও হামযাহ ইব্ন আমর (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীদের নিকট থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আয়েশা (রা) থেকে যে সব সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন উমর (রা), ইব্ন উমর (রা), আবূ হুরায়রা (রা), আবূ মূসা (রা), যায়দ ইব্ন খালিদ (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), রবী'আ ইব্ন আমর (রা) ও সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) প্রমুখ।

আর তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াতকারী প্রবীন তাবি'ঈগণের কয়েকজন হলেন, কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বকর (র), আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আবূ বকর (র), উরওয়া ইব্নুয্ যুবাইর (র), সা'ঈদ ইব্ন মুসাইয়্যিব (র) ও আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (র) প্রমুখ।[৭৩] তাঁর বর্ণিত মোট হাদীসের সংখ্যা ২২১০। আল্লামা আল-আইনী (র) লিখেছেন, আয়েশা (রা) একজন বড় ফিক্হবিদ সাহাবিয়া ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে যে ছ'জন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁদের একজন। তাঁর থেকে ২২১০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে সহীহুল বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ১৭৪টি হাদীস। এছাড়া পৃথকভাবে সহীহহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে ৫৪টি এবং মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে ৫৮টি।[৭৪] ডক্টর মুহাম্মাদ আবূ যাহুর মতে সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৬৮টি।[৭৫] তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, সতি-সাধ্বী ও উন্নত চরিত্রের অধিকারিণী। তাঁর মহান চরিত্রের প্রশংসা করে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। পরিশেষে তিনি ৫৭/৬৭৬ মতান্তরে ৫৮/৬৭৭ সনে ইন্তিকাল করেন।[৭৬]

---

৭২. আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৭৩. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৫।

৭৪. আল্-আইনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৭৫. আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

৭৬. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ, ৮০।

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)

তাঁর পুরো নাম আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ইব্ন আব্দিল মুত্তালিব (রা)। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচাত ভাই ছিলেন। হিজরতের তিন বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। উম্মুল মু'মিনীন মাইমূনা (রা) ছিলেন তাঁর খালা। তিনি সাধারণত খালাম্মার ঘরেই অবস্থান করতেন। এর কারণ এই যে, তিনি নবী করীম (সা)-এর রাতের ইবাদত-বন্দেগী নিজ চোখে দেখবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন।[৭৭] তিনি ছিলেন সমগ্র উম্মাতের মধ্যে অসাধারণ প্রতিভাবান আলিম এবং কুরআন মজীদের শ্রেষ্ঠতম মুফাস্সির। এক্ষেত্রে নবী করীম (সা)-এর দু'আও বিশেষ সহয়ক হয়েছিল। তিনি তাঁর জন্য দু'আ করেছিলেন এই বলে ঃ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل। —"হে আল্লাহ্! তুমি ইব্ন আব্বাসকে দীনের বিশেষ সমঝদার বানাও এবং তাঁকে তা'বীল (কুরআনের ব্যাখ্যা) শিক্ষা দাও।"[৭৮] অন্য রিওয়ায়াতে এসেছে ঃ اللهم علمه الحكمة। —"হে আল্লাহ্! তুমি তাঁকে হিকমাহ্ অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ্র বিশেষ জ্ঞানে পারদর্শী করো।"[৭৯] নবী করীম (সা)-এর এ দু'আর বদৌলতে পরবর্তীতে তিনি 'তারজুমানুল কুরআন' (কুরআনের ভাষ্যকার) উপাধিতে ভূষিত হন এবং অধিক হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণের মধ্যে পরিগণিত হন।[৮০] ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত মোট হাদীসের সংখ্যা ১৬১০। আল্লামা আল-আইনী (র) (মৃ. ৮৫৫/১৪৫১) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) নবী করীম (সা) থেকে ১৬৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ৯৫টি বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আর স্বতন্ত্রভাবে বুখারীতে ১২০টি এবং মুসলিমে ৪৯টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৮১]

যেহেতু হাদীস বা সুন্নাহ্ হলো কুরআন মজীদের প্রকৃত ব্যাখ্যা, তাই অসীম আগ্রহের সাথে তিনি হাদীস সংগ্রহ করতেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কোন ব্যক্তির নিকট হাদীস আছে তা জানলে তৎক্ষণাৎ আমি তাঁর নিকট চলে যেতাম। আর ঐ ব্যক্তি ঘর থেকে বের হলেই আমি তাঁর নিকট হাদীস জিজ্ঞেস করতাম। তিনি যাঁদের থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন— তাঁর পিতা আব্বাস (রা), মাতা উম্মে ফযল (রা), ভাই ফযল (রা), খালা মাইমূনা (রা), আবূ বকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা), আলী (রা), আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ (রা), মু'আয ইব্ন জাবাল (রা), আবূ যর আল-গিফারী (রা), উবাই ইব্ন

---

৭৭. আবূ দাউদ, ১ম খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১-৪৩২।

৭৮. ইব্ন হাজার ২য় খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩।

৭৯. আবূ য়াহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

৮০. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬।

৮১. আল্-আইনী প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

www.pathagar.com

কা'ব (রা), তামীম আদ-দারী (রা), খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা), উসামা ইব্ন যায়দ (রা), আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা), আবূ হুরায়রা (রা) ও মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফইয়ান প্রমুখ রাদিয়াল্লাহ আনহুম।

বিশুদ্ধ মতে নবী করীম (সা)-এর ওফাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র তের বছর। এ কারণে তাঁর মারফূ' রিওয়ায়াতগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুরসাল হিসেবে গণ্য হলেও তা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণীয়। সাহাবী এবং তাবি'ঈগণের মধ্যেও বিপুল সংখ্যক রাবী তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন- আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন সা'লাবা আল্-লাইসী (রা), আবূ তুফাইল (র) এবং মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা প্রমুখ রাদিয়াল্লাহ্ আনহুম।

আর প্রধান তাবি'ঈগণের মধ্যে কয়েকজন হলেন- সা'ঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যিব (র), আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আল্-হারিস (র), কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ (র), ইকরিমা (র), আতা (র), তাউস (র), মুজাহিদ (র), সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর (র) ও আমর ইব্ন দীনার (র) প্রমুখ।[৮২]

ইব্ন আব্বাস (রা) অত্যন্ত সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। সর্ববিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কারণে অল্প বয়সী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন উমর (রা)-এর পরামর্শ সভার অন্যতম সদস্য। পরবর্তীতে চতুর্থ খলীফা আলী (রা) তাঁকে বসরার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। অতঃপর আলী (রা)-এর শাহাদাতের পূর্বেই তিনি মক্কায় ফিরে আসেন এবং দীন প্রচারের মাধ্যমে বাকী দিনগুলো সেখানেই কাটান। অবশেষে এ মহান ব্যক্তিত্ব ৭১ বছর বয়সে ৬৮/৬৮৭ সনে তায়েফে ইন্তিকাল করেন। মুহাম্মাদ ইব্নুল হানাফিয়া তাঁর জানাযা পড়ান। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।[৮৩]

জাবির ইব্ন আব্দিল্লাহ্ (রা)

তাঁর পুরো নাম জাবির ইব্ন আব্দিল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম আল্-আনসারী আস্-সুলামী (রা)। তিনি তাঁর যুগের মদীনার অন্যতম ফকীহ্ ও মুফতী ছিলেন। তিনি বদর ও উহুদ ছাড়া প্রায় সবগুলো যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় অনেক সন্ততি-সন্তান রেখে উহুদ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। এ অভাবগ্রস্ত অবস্থাও তাঁকে ইল্‌মে হাদীসের অদম্য আগ্রহ ও চর্চা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। হাদীসের জন্য তিনি আজীবন অক্লান্ত সাধনা করেছেন। হাদীস শিক্ষা, চর্চা ও প্রচারই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে তিনি বহু দূরবর্তী অঞ্চলের দুর্গম

---

৮২. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭।

৮৩. প্রাগুক্ত; আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০; আল্-আইনী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

পথে বহু বছর পর্যন্ত সফর করেছেন। তিনি প্রখ্যাত সাহাবীগণের অন্যতম। যে কয়জন সাহাবী অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁদের একজন।

তিনি সরাসরি নবী করীম (সা) থেকে যেমন হাদীস বর্ণনা করেছেন, তেমনি অন্যান্য সাহাবীদের মাধ্যমেও হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। যে সব সাহাবী থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন– আবূ বকর (রা), উমর (রা), আলী (রা), আবূ উবাইদা (রা), তালহা (রা), মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা), আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (সা), খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা), আবূ হুরায়রা (রা), আবূ সা'ঈদ (রা) ও আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন উনাইস প্রমুখ রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন– তাঁর সন্তান আব্‌দুর রহমান, আকীল ও মুহাম্মাদ (র) সা'ঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যব (র), মাহমুদ ইব্‌ন লাবীদ (র), আমর আশ্-শা'বী (র) প্রমুখ। হাদীস শিক্ষাদানের জন্য তিনি মসজিদে নববীতে একটি হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। সেখানে তিনি দীর্ঘদিন ইলমে হাদীস শিক্ষা দেন।[৮৪]

উহুদের যুদ্ধে তাঁর পিতা আব্‌দুল্লাহ্ শহীদ হওয়ার পর তিনি স্থায়ীভাবে নবী করীম (সা)-এর সংগ অবলম্বন করেন। তিনি দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। মুসলিম জাহানের বড় বড় শহর-নগরে তিনি ভ্রমণ করেছেন। এ সময়ে হাদীস বর্ণনাকারী বহু সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পরও তিনি ৬৪ বছর বেঁচে ছিলেন। এ দীর্ঘ জীবন তিনি হাদীস প্রচারেই অতিবাহিত করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা ১৫৪০। এর মধ্যে বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ৬০টি হাদীস। পৃথকভাবে বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে ২৬টি এবং মুসলিমে ১২৬টি।[৮৫] ৯৪ বছর বয়সে ৭৮/৬৯৭ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৮৬]

আবূ সা'ঈদ আল্-খুদরী (রা)

তাঁর পুরো নাম সা'আদ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সিনান আল-খুদরী আল-আনসারী (রা)। তিনি মদীনার খাযরাজ বংশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর ছোট্ট অবস্থায় তাঁর পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি তেমন কোন ধন-সম্পদ রেখে যাননি। ফলে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় তাঁকে জীবন-যাপন করতে হয়। এ অসচ্ছল অবস্থাও তাঁকে নবী করীম (সা)-এর সাহচর্য থেকে বিরত রাখতে পারেনি। বর্ণিত আছে যে, তিনি সুফ্‌ফাবাসীদের একজন ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে তিনি সর্ব প্রথম অংশগ্রহণ করেন। এরপর থেকে নবী করীম (সা)-এর সাথে প্রায় সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন।[৮৭] তিনি হাদীসের একজন বিজ্ঞ হাফিয ও মর্যাদাবান সাহাবী

৮৪. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৮-৪৭৯।
৮৫. আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।
৮৬. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত।
৮৭. আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫, তিনি ১২টি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে শরীক ছিলেন।

www.pathagar.com

ছিলেন। হাদীস শিক্ষার প্রতি তাঁর অত্যধিক আগ্রহ ছিল। এ কারণেই তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের মধ্যে পরিগণিত হন। তাঁর থেকে সহস্রাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে আল্লামা আল-আইনী লিখেছেন, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) ১১৭০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ৪৬টি হাদীস বুখারী-মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আর স্বতন্ত্রভাবে বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে ১৬টি এবং মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে ৫২টি হাদীস।[৮৮] নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পরও তিনি দীর্ঘ ৬৪ বছর জীবিত ছিলেন। ফলে অনেক বড় বড় সাহাবীর সাথে সাক্ষাত ও তাঁদের থেকে হাদীস শ্রবণ এবং তা প্রচারের বিরাট সুযোগ তিনি লাভ করেন। তাঁর থেকেও বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবি'ঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি যে সব সাহাবী থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন– আবূ বকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা), আলী (রা) ও যায়দ ইবন সাবিত প্রমুখ রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমা'ঈন।

আর সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন– ইব্ন আব্বাস (রা), ইব্ন উমর (রা), জাবির (রা), মাহমুদ ইব্ন লাবীদ (রা), যায়দ ইব্ন সাবিত (রা), আনাস (রা), আবূ তুফাইল ও ইব্নুয যুবাইর, প্রমুখ রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমা'ঈন।

আর তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারী তাবি'ঈদের কয়েকজন হলেন– সা'ঈদ ইব্ন আল-মুসাইয়্যাব (র), তারিক ইব্ন শিহাব (র) আবূ উসমান আন্-নাহ্দী (র), আতা (র), মুজাহিদ (র), ইয়াদ ইব্ন আবূ সারাহ (র), আবূ সালামা (র) ও উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ (র) প্রমুখ।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য মুসনাদ গ্রন্থসমূহেও তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি ছিলেন অকুতভয় নির্ভীক সাহাবী। সত্য প্রকাশে কাউকেও তিনি পরওয়া করতেন না। পরিশেষে এ মহান সাহাবী ৮৬ বছর বয়সে ৭৪/৬৯৩ সনে মদীনায় ইন্তিকাল করেন।[৮৯]

দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারী সর্বশেষ সাহাবী

অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারী সর্বশেষ সাহাবী হলেন আবূ তুফাইল আমির ইব্ন ওয়াসিলা আল্-লাইসী (রা)। একশ হি. সনে ইন্তিকাল

৮৮. আল্-আইনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

৮৯. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮০; ইব্ন হাজার ঃ **আত্-তাহযীব**, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬-৪১৭, আল-ইয়ামানী, ইয়াহ্ইয়া আল্-আমিরী ঃ **আর্-রিয়াদুল মুস্তাতাবাহ্** (হিন্দুস্তান ঃ ১৩১৩ হি.) পৃ. ২৪; আল্-মাকদিসী, মুহাম্মাদ ইব্ন তাহির, **আল্-জাম'উ বাইনা রিজালিস্ সহীহায়ন** (হিন্দুস্তান ঃ ১৩২১ হি.), পৃ. ৬২১।

www.pathagar.com

করেন। সহীহ্ মুসলিম ও ইমাম আল্-হাকিম রচিত 'আল-মুসতাদরাক' গ্রন্থে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। কারো কারো মতে দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে ১০২ হি. সনে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইব্ন হিব্বান (র), ইব্ন কানি' (র) ও আবূ যাকারিয়া ইব্ন মান্দাহ্ (র)-এর মতে তিনি ১০৭ হি. সনে ইন্তিকাল করেন। ওয়াহাব ইব্ন জারীর ইব্ন হাযিম তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন, আমি ১১০/৭২৮ সনে মক্কায় ছিলাম। তখন একজন লোকের জানাযা দেখে জিজ্ঞেস করলাম এটি কার জানাযা তাঁরা বললেন, এটা আবূ তুফাইল (রা)-এর জানাযা।[৯০] ইমাম আয্-যাহাবী (র) (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮) এ রিওয়ায়াতটিকে বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। যাই হোক, ইমাম মুসলিম (র), মুস'আব আয্-যুবাইরী (র), ইব্ন মান্দাহ (র), আল্-মিয্যী (র) (মৃ. ৭৪২/১৩৪২) ও ইব্ন আব্দিল্ বার (র) (মৃ.. ৪৬৩/১০৭১) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের মতে আবূ তুফাইল (রা)-ই হলেন দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারী সর্বশেষ সাহাবী। তাঁরপর আর কোন সাহাবী জীবিত ছিলেন না।[৯১] তবে বিভিন্ন শহরে মৃত্যু বরণকারী সর্বশেষ সাহাবীর যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ ঃ

আলী ইব্নুল মাদীনী (র) (মৃ. ২৩৪/৮৪৯), আল্-ওয়াকিদী (র), ইবরাহীম ইব্নুল্-মুনযির (র), ইব্ন হিব্বান (র) (মৃ. ৩২৭/৯৩৯), ইব্ন কানি (র) ও ইব্ন মান্দাহ (র) প্রমুখের মতে মদীনায় মৃত্যু বরণকারী সর্বশেষ সাহাবী হলেন– সাহাল ইব্ন সা'আদ আল-আনসারী (রা)। তিনি ৮৮/৭০৭ সনে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। কিন্তু আল-ইরাকী (র)-এর মতে মদীনায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী হলেন– মাহ্মূদ ইব্ন রাবী' (রা)। তিনি ৯৯ হি. সনে ইন্তিকাল করেন।[৯২]

মক্কায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবীর নাম হলো– আবূ তুফাইল আমির ইব্ন ওয়াসিলা (রা) যিনি ১০০/৭১৯ সনে মতান্তরে ১০২/৭২১, ১০৭/৭২৬ কিংবা ১১০/৭২৯ সনে ইন্তিকাল করেন।[৯৩]

কূফায় বসবাসকারী সাহাবীগণের মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যু বরণকারী সাহাবী হলেন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবী আওফা (রা)। তিনি ৮৬/৭০৫ মতান্তরে ৮৭/৭০৬ অথবা ৮৮/৭০৭ সনে ইন্তিকাল করেন।

সিরিয়ায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী হলেন– আব্দুল্লাহ্ ইব্ন বাস আল্-মাযিনী (রা)। তিনি ৮৮/৭০৭ সনে ইন্তিকাল করেন।

---

৯০. মূল আরবী ঃ قال وهب بن جرير بن حازم عن ابيه : كنت بمكة سنة عشرو مائة فرأيت جنازة فسألت عنها ، فقالوا : هذا ابو الطفيل ـ

৯১. আস্-সুয়ূতী, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮-২২৯।

৯২. প্রাগুক্ত., পৃ. ২৩০।

৯৩. আস্-সাখাবী, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

www.pathagar.com

বসরায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী হলেন– খাদিমে রাসূল (সা) আনাস ইব্ন মালিক (রা)। তিনি ৯৩/৭১১ সনে ইন্তিকাল করেন।[৯৪]

মিসরে মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী হলেন– আব্দুল্লাহ্ ইব্নুল হারিস ইব্ন জাযা আয্ যুবাইদী (রা)। তিনি ৮৬/৭০৫ সনে ইন্তিকাল করেন।

ইয়ামামায় সর্বশেষ মৃত্যু বরণকারী সাহাবী হলেন– হারমান ইব্ন যিয়াদ আল-বাহিলী। তিনি ১০০/৭১৯ মতান্তরে ১০২/৭২১ সনে ইন্তিকাল করেন।[৯৫]

খুরাসানে সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবী হলেন– বুরাইদাহ্ ইব্ন হুসাইব (রা)। কিন্তু আল্-ইরাকী (র)-এর মতে খুরাসানের সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবী হলেন আবূ বারযাহ্ আল্-আসলামী (রা)। কেননা তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন ৭৪/৬৯৩ সনে আর বুরাইদাহ (রা) ইন্তিকাল করেছেন ৭৩/৬৯২ সনে।[৯৬]

সাহাবীগণ সম্পর্কে আমাদের এ বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্য হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে সরাসরি দীন ও শরী'আতের জ্ঞান অর্জনকারীগণের যথাযথ সম্মান, মর্যাদা ও স্থান নিরূপণ করা। আর দীন তথা কুরআন-সুন্নাহ প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁরা যে আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা ও নির্ভরযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা সন্দেহাতীতভাবে ন্যায়ের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। তাঁদের সম্মান, মর্যাদা ও স্থান সম্পর্কে আমাদের এ সুধারণা সৃষ্টি হলে আর কখনো এ প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না যে, অন্যান্য রাবীগণের মত তাঁদেরও জার্হ তা'দীল বা সমালোচনা করা যাবে না কেন? বরং বিনা বাক্য ও কোনরূপ মতবিরোধ ছাড়াই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের সকলের আদিল হওয়া সুপ্রমাণিত হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, হি. প্রথম শতাব্দীর দু'-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে সাহাবীগণেরই যুগ ছিল। এর পর তাবি'ঈনের যুগ শুরু হয়। তবে মর্যাদা ও সম্মানের দিক দিয়ে তাঁরা সাহাবীগণের অনুরূপ ছিলেন না। এ কারণে রিজাল শাস্ত্রে তাঁদের জার্হ ও তা'দীল বা সমালোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা তাবি'ঈদের সম্পর্কে আলোচনা করবো ইনশা'আল্লাহ্।

---

৯৪. আল্-হাকিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

৯৫. আস্-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১-২৩২।

৯৬. প্রাগুক্ত; ইমাম আস্-সাখাবী (র) তাঁর 'ফাতহুল মুগীস' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ–২

তাবি'ঈগণের স্তর

প্রাথমিক কথা

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবীগণের পরেই তাবি'ঈগণের স্থান। তাঁরা হলেন দ্বিতীয় স্তরের রাবী। সুতরাং তাবি'ঈগণের পরিচয়, তাঁদের মর্যাদা ও স্তর ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কেননা সাহাবী ও তাবি'ঈর পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত না হলে মুত্তাসিল ও মুরসাল হাদীসের পার্থক্যও নিরূপণ করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে সামান্য অসতর্কতার কারণেও মারাত্মক ভুল হয়ে যেতে পারে। যেমন রাবী একজন তাবি'ঈকে সাহাবী অথবা তাবে-তাবি'ঈ মনে করে বিরাট ভুল করে বসতে পারেন। সংগত কারণেই এ বিষয়ের ওপর রিজাল শাস্ত্রে অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

তাবি'ঈর পরিচয়

তাবি'ঈর সংজ্ঞা নিরূপণে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক খতীব আল্-বাগদাদী (র) (মৃ. ৪৬৩/১০৭০) এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

التابعى من صحب صحابيا

–"তাবি'ঈ তিনি, যিনি সাহাবীগণের সংস্পর্শে ছিলেন"।[১]

এ সংজ্ঞানুযায়ী সাহাবীর সাথে নিছক সাক্ষাতলাভই তাবি'ঈ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং সাহাবীর সংগে কিছুকাল অতিবাহিত করাও যরুরী। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস-এর বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতে ঃ

هو من لقى صحابيا وان لم يصحبه

–"তাবি'ঈ তিনি, যিনি কোন সাহাবীর সাক্ষাতলাভ করেছেন, যদিও সংস্পর্শে থাকেননি।"[২]

ইমাম আন্-নাবাবী (র) ও আস্-সুয়ূতী (র) (মৃ. ৯১১/১৫০৫)-এর মতে এটাই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত। এ কারণেই ইমাম মুসলিম (র) (মৃ. ২৬১/৮৭৫) ও ইব্ন

১. আস্-সুয়ূতী, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।
২. আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

www.pathagar.com

হিব্বান (র) (মৃ.৩৫৪/৯৬৫) 'আল-আ'মাশ' (র) (মৃ.১৪৮/৭৬৫)-কে তাবি'ঈগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। কেননা সাহাবী আনাস (রা) (মৃ. ৯৩/৭১২)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল। তবে তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই।[৩] ইব্ন হিব্বান (র) এ ব্যাপারে সাহাবীর সাথে সাক্ষাতকালে তাবি'ঈর মধ্যে বুদ্ধি ও ভাল-মন্দ জ্ঞানের উন্মেষ হওয়ারও শর্তারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

فان كان صغيرا لم يحفظ عنه فلا عبرة برؤيته -

–"সাক্ষাতের সময় তিনি যদি অল্পবয়স্ক হয়ে থাকেন এবং যা কিছু শুনেছেন তার পূর্ণ হিফাযাত ও সংরক্ষণে সমর্থ না হয়ে থাকেন, তা হলে সাহাবীর সাথে তাঁর নিছক সাক্ষাতলাভের কোন মূল্য নেই।"[৪]

এ কারণেই খালফ ইব্ন খলীফা (র)-কে তাবে'-তাবি'ঈনের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। যদিও তিনি সাহাবী আমর ইব্ন হারীস (রা)-কে দেখেছেন। অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণেই তাঁকে তাবি'ঈদের মধ্যে গণ্য করা হয়নি।[৫]

তাবি'ঈগণের মর্যাদা ও স্থান

মর্যাদাগত দিক দিয়ে সাহাবীগণের পরই তাবি'ঈগণের স্থান। তাঁদের এ উচ্চ মর্যাদার কথা কুরআন-সুন্নাহয়ও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا، ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

–"মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যারা (ঈমান গ্রহণে) অগ্রগামী এবং যারা আন্তরিকতার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ তাদের জন্য তলদেশে নহর প্রবাহিত হয় এমন উদ্যান তৈরি রেখেছেন। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হলো বিরাট সফলতা।"[৬]

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের পরেই তাবি'ঈগণের কথা বলা হয়েছে। তাঁরা ঈমান ও আমলের ব্যাপারে যেমন সাহাবীগণের অনুসারী, তেমনি কালের দিক দিয়েও তাঁরা সাহাবীগণেরই উত্তরসূরী। এ কারণেই প্রচলিত পরিভাষায় তাঁদেরকে তাবি'ঈন (পরবর্তী বা অনুসারী) বলা

---

৩. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩।

৪. আস্-সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

৫.আবূ যাহ্উ, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

হয়েছে। তাবি'ঈগণের মর্যাদা প্রসংগে নিম্নোক্ত হাদীসটিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

—"আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা। তারপর তার পরের যুগের লোকেরা অর্থাৎ তাবি'ঈগণ। অতঃপর তারপরের যুগের লোকেরা অর্থাৎ তাবে-'তাবি'ঈগণ।[৭]

অপর একটি হাদীসে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

طوبى لمن راني وامن بي وطوبى لمن رأى من راني

—"সৌভাগ্যবান তারা যারা আমাকে স্বচক্ষে দেখেছে এবং আমার প্রতি ঈমান এনেছে। আর তারাও সৌভাগ্যবান যারা আমাকে যারা দেখেছে, তাদেরকে দেখেছে।"[৮]

আমাদের এ আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, ইসলামী দুনিয়ায় তাবি'ঈগণের বিরাট আসন ও উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। সাহাবীগণের পর তাঁরাই হলেন এ উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তি। বস্তুত তাকওয়া, দীনদারী ও আমলী যিন্দেগীর ক্ষেত্রে তাবি'ঈগণ ছিলেন সাহাবীগণেরই প্রতিবিম্ব। তাঁরা একদিকে যেমন সাহাবীগণের নিকট হতে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্ সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করেন, অপরদিকে তাঁরা তদানীন্তন বিরাট মুসলিম সমাজের দিকে দিকে, কোণে কোণে এর ব্যাপক প্রচার কার্যও সম্পাদন করেন। ইসলামী ইল্ম সাহাবীগণের নিকট হতে গ্রহণ ও পরবর্তীকালের অনাগত মুসলিমদের নিকট তা পৌঁছাবার জন্য কার্যত তাঁরাই মাধ্যম হয়েছিলেন। মূলত এসব কারণেই তাবি'ঈগণ এ সুমহান মর্যাদার আসনে সমাসীন হন।

তাবি'ঈগণের স্তর

তাবি'ঈগণের তবকা বা স্তর নির্ণয়ে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যই এ মতবিরোধের মূল কারণ। ইমাম মুসলিম (র) (মৃ. ২৬১/৮৭৫) তাবি'ঈগণকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। ইব্ন সা'দ (র) (মৃ. ২৩০/৮৪৫) তাঁদেরকে চারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। ইমাম আল্-হাকিম (র) (মৃ. ৪০৫/১০১৪) তাবি'ঈগণকে পনেরটি স্তরে বিভক্ত করেছেন।[৯] প্রথম স্তরের তাবি'ঈগণ

৬. আল্-কুরআন, সূরা আত্-তাওবা, ৯ ঃ ১০০।

৭. আল-হাকিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

৮. আস্-সুয়ূতী, ২য় খ. প্রাগুক্ত।

৯. প্রাগুক্ত. আল-হাকিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

www.pathagar.com

হলেন তাঁরা, যাঁরা 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ্ (দশজন সুসংবাদপ্রাপ্ত) সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে সা'ঈদ ইব্‌নুল্ মুসাইয়্যিব (র) (মৃ. ৯৪/৭১৩), কায়স ইব্‌ন আবী হাযিম (র), আবূ উসমান আন্-নাহ্‌দী (র), কায়স ইব্‌ন উব্বাদ (র), আবূ সাসান হুদাইন ইব্‌ন মুনযির (র), আবূ ওয়াইল শাকীক ইব্‌ন সালামা (র) ও আবূ রাজা আল্-উতারদী (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় স্তরের তাবি'ঈগণে মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন- আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র), আল্-কামাহ্ ইব্‌ন কায়স (র), মাসরূক ইব্‌ন আজদা' (র), আবূ সালামা ইব্‌ন আব্‌দির রহমান (র) ও খারিজা ইব্‌ন যায়দ (র) প্রমুখ।

তৃতীয় স্তরের তাবি'ঈগণের মধ্যে আমির ইব্‌ন শারাহীল (র), আশ্-শা'বী (র), উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্ (র), ইব্‌ন উতবাহ (র), শুরাইহ্ ইব্‌ন হারিস (র) প্রমুখ এবং তাঁদের সমসাময়িকগণ।

এরপর ইমাম আল্-হাকিম (র) অন্য কোন স্তরের কথা উল্লেখ না করে বলেন, তাবি'ঈগণের সর্বশেষ স্তরের মধ্যে তাঁরা পরিগণিত, যাঁরা আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) (মৃ. ৯৩/৭১২)-এর সাথে সাক্ষাত লাভ করেছেন। এঁদের একটি বিরাট অংশ ছিলেন বসরার অধিবাসী। কেননা আনাস (রা) বসরা শহরেই বসবাস করতেন। এভাবে ঐসব লোকও তাবি'ঈগণের সর্বশেষ স্তরের মধ্যে পরিগণিত হবেন, যাঁরা কূফায় আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী আউফা (রা) (মৃ. ৮৭/৭০৬), মদীনায় সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (র), মিসরে আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস (রা) (মৃ. ৮৬/৭০৫) এবং সিরিয়ায় আবূ উমামা আল্-বাহিলী (রা) প্রমুখের সাথে সাক্ষাত লাভ করেছেন।[১০] ইমাম আল-হাকিম (র) তাঁর গ্রন্থে তাবি'ঈগণের প্রথম তিনটি স্তর এবং সর্বশেষ স্তরটি ছাড়া আর কোন স্তরের কথা উল্লেখ করেননি।[১১]

উল্লেখ্য যে, তাবি'ঈগণের মধ্যে কিছু লোক এমনও ছিলেন, যাঁরা জাহিলিয়াতের যুগও পেয়েছেন আবার ইসলামের যুগও পেয়েছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু নবী করীম (সা)-এর সাথে সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য হয়নি। হাদীস বিজ্ঞানীগণের পরিভাষায় এঁদেরকে 'মুখাদরামীন' বলা হয়। এঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন- আবূ রাজা আল-উতারদী (র), আবূ ওয়াইল আল-আসাদী (র), সুওয়াইদ ইব্‌ন গাফালা (র) এবং আবূ উসমান আন-নাহ্‌দী (র) প্রমুখ।

ইমাম মুসলিম (র) (মৃ. ২৬১/৮৭৫) এর সাথে আরো যে সব অতিরিক্ত নাম সংযোজন করেছেন, তা হলো- আবূ আমর আশ্-শাইবানী (র), সা'আদ ইব্‌ন ইয়াস (র), শুরাইহ্ ইব্‌ন হানী আল-হারিসী (র), উসাইব্ ইব্‌ন আমর (র), আমর ইব্‌ন

১০. প্রাগুক্ত।

১১. আস্-সুয়ূতী, ২য় খ., প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

মাইমূন আল-আওবাদী (র), আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আন্-নাখ'ঈ (র), আসওয়াদ ইব্‌ন হিলাল আল-মুহারিবী আল-কূফী (র), মা'রূর ইব্‌ন সুওয়াইদ (র), আব্‌দুল খায়র ইব্‌ন ইয়াযীদ (র), আবূ আম্মারা (র), শুবাইল ইব্‌ন আওফ আল-আহমাসী (র), মাস'উদ ইব্‌ন হিরাশ (র), মালিক ইব্‌ন উমাইর (র), গুনাইম ইব্‌ন কায়স (র), আবূ রাফি' আস্-সাইগ (র), আবুল হালাল আল্-আতাকী (র), রবী'আ-ইব্‌ন যুরারাহ্ (র), খালিদ ইব্‌ন উমাইর আল-আদাবী (র), সুমামা ইব্‌ন হাযন আল-কুশাইর (র) এবং জুবাইর ইব্‌ন নুফাইর আল-হাদরামী (র) প্রমুখ।[১২]

এভাবে ঐসব লোকও তাবি'ঈগণের মধ্যে গণ্য যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর থেকে তাঁরা হাদীস শ্রবণ করেননি। এ পর্যায়ে ইউসুফ ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (র), মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বকর আস্-সিদ্দীক (র), বুশাইর ইব্‌ন আবূ মাস'উদ আল্-আনসারী (র), উমামা ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন হুনাইফ (র), আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন কুরাইয (র), সা'ঈদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ্ (র), ওয়ালীদ ইব্‌ন উবাদাহ্ ইব্‌ন সামিত (র), আব্‌দ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন রবী'আহ্ (র), আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'লাবা ইব্‌ন সু'আইর (র), আবূ আব্‌দিল্লাহ্ আস্-সুনাবিহী (র), আমর ইব্‌ন সালামা আল্-হারামী (র), উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (র), সুলায়মান ইব্‌ন রাবী'আহ্ (র) এবং আলকামা ইব্‌ন কায়স (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৩]

কখনো কতিপয় তাবি'ঈকে ভুলক্রমে তাবে-'তাবি'ঈনের মধ্যে গণ্য করা হয়ে থাকে। অথচ সাহাবীগণের সাথে তাঁদের সাক্ষাত প্রমাণিত। যেমন আবূ যিনাদ আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন যাকওয়ান (র)। তিনি সাক্ষাত লাভ করেছেন প্রখ্যাত সাহাবী ইব্‌ন উমর (রা) (মৃ. ৭৪/৬৯৩), আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) (মৃ. ৯৩/৭১২) ও আবূ উমামা ইব্‌ন সাহাল (রা) প্রমুখের সাথে। হিশাম ইব্‌ন উরওয়া সাক্ষাত করেছেন সাহাবী ইব্‌ন-উমর (রা) ও জাবির ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্ (রা) (মৃ. ৭৮/৬৯৭)-এর সাথে। এভাবে মূসা ইব্‌ন উকবা (র)-এর সাক্ষাতও প্রখ্যাত সাহাবী আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর সাথে প্রমাণিত।[১৫] ভুলক্রমে তাঁবে'-তাবি'ঈগণের মধ্যে গণ্য করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এঁরা সবাই তাবি'ঈ।

সাতজন ফকীহ্ তাবি'ঈ

তাবি'ঈগণের মধ্যে সাতজন প্রবীন ফকীহ্ তাবি'ঈর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন– সা'ঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যিব (র) (জ ১৫/৬৩৪- মৃ.

---

১২. আল-হাকিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫।

১৩. আল-হাকিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০।

১৪. প্রাগুক্ত।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬।

www.pathagar.com

৯৪/৭১৩), কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র), উরওয়া ইব্‌নুয যুবাইর (র) (জ ২২/৬৪২- মৃ. ৯৪/৭১৩), খারিজা ইব্‌ন যায়দ (র) (মৃ. ১০১/৭২০), আবূ সালামা ইব্‌ন আব্‌দির রহমান (র), আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা (র) এবং সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র)।[১৬] উল্লেখ্য যে, এঁরা সবাই ছিলেন মদীনার অধিবাসী।

সর্বোত্তম তাবি'ঈ

তাবি'ঈগণের মধ্যে সর্বোত্তম কে ছিলেন সে ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের কয়েকটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী সর্বোত্তম তাবি'ঈ হলেন- সা'ঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যিব (র) (জ. ১৫/৬৩৪- মৃ. ৯৪/৭১৩)।[১৭] ইমাম আহমাদ (র) (মৃ. ২৪১/৮৫৫) থেকেও এরূপ একটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে।[১৯] আবূ আব্‌দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন খাফীফ আশ্-শীরাযী (র) বলেন ঃ ১) মদীনাবাসীগণের মতে সর্বোত্তম তাবি'ঈ হলেন সা'ঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যিব (র); ২) কূফাবাসীগণের মতে সর্বোত্তম তাবি'ঈ হলেন উওয়াইস আল্-কারনী (র) (৩৭/৬৫৭); এবং ৩) বসরাবাসীগণের মতে সর্বোত্তম তাবি'ঈ হলেন হাসান আল্-বসরী (র) (মৃ. ১১০/৭২৯)। আল্লামা ইরাকী (র)-এর মতে কূফাবাসীগণের অভিমতই সঠিক। কেননা এ প্রসংগে সহীহ্ মুসলিমে উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ

ان خير التابعين رجل يقال له اويس

-"তাবি'ঈগণের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো উওয়াইস।

সুতরাং মতবিরোধ নিরসনের জন্য এ হাদীসটিই যথেষ্ট।[১৯] তবে এ প্রসংগে আল্লামা বালকানীর অভিমতটিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি এ মতবিরোধের সমন্বয় সাধনকল্পে একটি চমৎকার যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তাঁর মতে যুহদ, তাকওয়া ও ইবাদত ইত্যাদি দিক বিবেচনায় সর্বোত্তম তাবি'ঈ হলেন উওয়াইস আল্-কারনী (র)। আর ইল্‌মে হাদীসের হিফাযত ও সংরক্ষণের দিক বিবেচনায় সর্বোত্তম তাবি'ঈ হলেন সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যব (র)।[২০]

---

১৬. প্রাগুক্ত., পৃ. ৪৩; ইবনুল মুবারক সালিমের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

১৭. মাহমূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

১৮. আস্-সুয়ূতী, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।

১৯. আস্-সয়ূতী, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১।

২০, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

সর্বোত্তম মহিলা তাবি'ঈ

আবূ বকর ইব্ন আবী দাউদ (র) বলেন, সর্বোত্তম মহিলা তাবি'ঈ হলেন হাফসা বিন্ত সীরীন (র) ও আম্মারা বিন্ত আব্দির রহমান (র)। এঁদের পরেই হলেন উম্মুদ-দারদা (র)-এর স্থান।[২১]

তবি'ঈগণের সংখ্যা

তাবি'ঈগণ সংখ্যায় ছিলেন অনেক। নির্ভুলভাবে তাঁদের সংখ্যা নির্ধারণ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। কেননা নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর সাহাবীগণ দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। সাহাবীগণের মধ্য হতে কোন একজনের সংগেও যাঁর সাক্ষাত ঘটেছে, তিনিই একজন তাবি'ঈ।[২২] এ কারণে সারা মুসলিম জাহানে বিশেষভাবে এবং গোটা দুনিয়ায় সাধারণভাবে কত সংখ্যক তাবি'ঈ ছিলেন, তা নিরূপণ করা বাস্তবিকই অসম্ভব। তাই আমরা এখানে কেবল ঐসব উল্লেখযোগ্য তাবি'ঈর সম্পর্কে আলোচনা করবো যাঁরা ইল্‌মে হাদীসের হিফাযত ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছেন।

বিভিন্ন শহরে তাবি'ঈগণ

হিজরী প্রথম শতাব্দী হতে দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়ে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলে বহু সংখ্যক তাবি'ঈ ইল্‌মে হাদীসে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। স্থানের উল্লেখসহ তাঁদের প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম ও জন্ম-মৃত্যুর সন নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

মদীনা ঃ সা'ঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যিব (র) (জ. ১৫/৬৩৪- মৃ. ৯৪/৭১৩), উরওয়া ইব্নুয যুবাইর (র) (জ. ২২/৬৪২- মৃ. ৯৪/৭১৩), আবূ বকর ইব্ন আব্দির রহমান আল-হারিস (র) (মৃ. ৯৪/৭১৩), উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ ইব্ন উতবা (র) (মৃ. ৯৯/৭১৮), সালিম ইব্ন আব্দিল্লাহ্ ইব্ন উমর (র) (মৃ. ১০৬/৭২৫), সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) (মৃ. ৯৩/৭১২), কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বকর (র) (মৃ. ১১২/৭৩১), নাফি' মাওলা ইব্ন উমর (র) (মৃ. ১১৭/৭৩৬), ইব্ন শিহাব আয্-যুহরী (র) (মৃ. ১২৪/৭৪৩), আবূ যিনাদ (র) (মৃ. ১৩০/৭৪৮)

মক্কা ঃ ইকরিমা মাওলা ইব্ন আব্বাস (র) (মৃ. ১০৫/৭২৪), আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্ (র) (মৃ. ১১৫/৭৩৪), আবূ যুবাইর মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম (র) (মৃ. ১২৮/৭৪৭)।

---

২১. প্রাগুক্ত., পৃ. ২৪২; উম্মুদ্-দারদার প্রকৃত নাম হলো হুজাইমা। কিন্তু তাঁকে বলা হয়ে থাকে জুহাইমা।

২২. আবূ যাহ্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

www.pathagar.com

কূফা ঃ আশ্-শা'বী আমির ইব্ন শুরাহ্বীল (র) (মৃ. ১০৪/৭২৩), ইবরাহীম আন্-নাখ'ঈ (র) (মৃ. ৯৬/৭১৫), আল্-কামাহ ইব্ন কায়স ইব্ন হিব্বান (র), আব্দুল্লাহ্ আন্-নাখ'ঈ (র) (মৃ. ৬২/৬৮০)।

বসরা ঃ আল্-হাসান ইব্ন আবুল হাসান আল-বসরী (র) (মৃ. ১১০/৭২৯), মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (র) (মৃ. ১১০/৭২৯), কাতাদাহ্ ইব্ন যা'আমাহ্ আদ্-দাওসী (র) (মৃ. ১১৭/৭৩৬)।

সিরিয়া ঃ উমর ইব্ন আব্দিল-আযীয (র) (মৃ. ১০১/৭২০), মাকহূল (র) (মৃ. ১১৮/৭৩৭), কুবাইসা ইব্ন যুওয়াইয়িব (র) (মৃ. ৮৬/৭০৫), কা'আব আল-আহবার (র) (মৃ. ৩২/৬৩২)।

মিসর ঃ আবুল খায়র মারসাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ আল-ইযনী (র) (মৃ. ৯০/৭০৯), ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব (র) (মৃ. ১২৮/৭৪৭)।

ইয়ামান ঃ তাউস ইব্ন কাইসান আল-ইয়ামানী আল-হিময়ারী (র) (মৃ. ১০৬/৭২৫), ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) (মৃ. ১১০/৭২৯)।[২৩]

কয়েকজন প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ মুহাদ্দিস

রিজাল শাস্ত্রে তাবি'ঈগণের জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আমরা এখানে মাত্র বিশেষ কয়েকজন প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ মুহাদ্দিস সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করবো।

সা'ঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যিব (র)

তিনি ছিলেন তাবি'ঈগণের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। তাঁর পুরো নাম আবূ মুহাম্মাদ সা'ঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যিব ইব্ন হাযান আল-কুরশী আল-মাখযুমী আল-মাদানী (র)। তাঁর পিতা এবং দাদা উভয়েই সাহাবী ছিলেন। তাঁরা দু'জনেই মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। সা'ঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যিব (র) উমর আল-ফারুক (রা)-এর খিলাফতের দ্বিতীয় বছরে ১৫/৬৩৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উমর (রা)-কে দেখেছেন এবং তাঁর থেকে হাদীসও শ্রবণ করেছেন।[২৪] তাঁর সময়ে দু'চারজন ব্যতীত প্রধান সাহাবীগণের প্রায় সকলেই জীবিত ছিলেন। আর তাঁরাই ছিলেন ইল্মে রিসালাতের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। ইব্নুল-মুসাইয়্যিব (র)-এর ছিল অসীম জ্ঞান পিপাসা। তাই তিনি সাহাবীগণের নিকট থেকে কুরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞান আহরণ করেন।

২৩. প্রাগুক্ত।
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

www.pathagar.com

তিনি যে সব সাহাবীর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন– উমর (রা), উসমান (রা), আলী (রা), সা'আদ ইব্ন 'আবী ওয়াক্কাস (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), ইব্ন উমর (রা), জুবাইর ইব্ন মুত'ইম (রা), যায়দ ইব্ন সাবিত (রা), আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা), আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ ইব্ন আসিম (রা), মু'আবিয়া (রা), আয়েশা (রা), উম্মে সালামা (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, আবূ হুরায়রা (রা) ছিলেন তাঁর শ্বশুর। এ কারণে আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট থেকে অধিক সংখ্যক হাদীস অর্জন করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। সঙ্গত কারণে তাঁর বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসই মূলত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত।[২৫]

তাঁর থেকে যে সব বিজ্ঞ তাবি'ঈ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন– আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র), মুহাম্মাদ আল-বাকির (র), আমর ইব্ন দীনার ইব্ন সা'ঈদ আল-আনসারী (র) ও ইব্ন শিহাব আয্-যুহরী (র) প্রমুখ।[২৬]

তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত। তিনি ছিলেন মদীনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকহ্বিদ এবং ইল্মে হাদীসের যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম। ইব্নুল মাদীনী (র) বলেন, তাবি'ঈগণের মধ্যে ইব্নুল-মুসাইয়্যিব (র)-এর চেয়ে বিজ্ঞ আলিম আমি আর কাউকে দেখিনি।[২৭] মাকহূল (র), কাতাদাহ্ (র) এবং ইমাম আয্-যুহরী (র)-ও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হাদীস সংগ্রহে তাঁর এতই আগ্রহ ছিল যে, একটি হাদীসের জন্যও তিনি রাত দিন পরিভ্রমণ করেছেন। এ প্রসংগে তিনি নিজেই বলেন ঃ

كنت ارحل الايام والليالى فى طلب الحديث الواحد -

–"আমি একটি হাদীস অন্বেষণের জন্যও রাত-দিন প্ররিভ্রমণ করেছি।"[২৮]

অপরদিকে তাঁর স্বাভাবিক স্মৃতিশক্তি ছিল এতই তীক্ষ্ণ ও প্রখর যে, একবার যা শুনতেন তা চিরদিনের তরেই তাঁর স্মৃতিপটে মুদ্রিত ও রক্ষিত হয়ে যেত।[২৯] এসব কারণে তাঁর হাদীস জ্ঞান অত্যন্ত গভীর ও প্রশস্ত হয়েছিল। হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে তাঁর গভীর আগ্রহ ও অক্লান্ত সাধনা, তাঁর স্মৃতিশক্তি., আদালত এবং নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিসই একমত। তিনি কখনো কোন রাষ্ট্রীয় অনুদান গ্রহণ করতেন না। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

২৫. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫।
২৬. ইব্ন হাজার ঃ আত্-তাহ্যীব, ৪র্থ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
২৭. ইব্ন হাজার (১৯৭৫), ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬।
২৮. আবূ যাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩।
২৯. ইব্ন সা'আদ, ৫ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

www.pathagar.com

দুনিয়ার প্রতি তাঁর কোন লোভ-লালসা ছিল না। ৯৩/৭১২ মতান্তরে ৯৪/৭১৩ সনে তিনি মদীনায় ইন্তিকাল করেন।[৩০]

উরওয়া ইব্নুয্ যুবাইর (র)

উরওয়া (র) একজন প্রখ্যাত তাবি'ঈ ছিলেন। তাঁর পুরো নাম আবূ আব্দিল্লাহ্ 'উরওয়া ইব্নুয্ যুবাইর ইব্নুল আওয়াম আল্-আসাদী আল্-মাদানী (র)। তিনি উমর (রা)-এর খিলাফতের (১৩/৬৩৪- ২৩/৬৪৪) শেষের দিকে ২২/৬৪২ অথবা ২৩/৬৪৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন।[৩১] তিনি হাদীস ও ফিক্হ উভয় ইল্মেই গভীর ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। তিনি মদীনার সাতজন শ্রেষ্ঠ ফিক্হবিদদের অন্যতম এবং হাদীসের একজন নির্ভরযোগ্য হাফিয ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ইব্ন সা'দ (র) লিখেছেন ঃ

كان ثقة كثير الحديث فقيها عاليا مامونا ثبتا

–"তিনি বহু হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ছিলেন, ফিক্হর ইল্মে ছিলেন বিশেষ পারদর্শী ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। সকল বিপর্যয় হতে তিনি সুরক্ষিত ও অত্যন্ত দৃঢ় ও বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন।"[৩২]

তিনি তাঁর পিতা যুবাইর, ভাই আব্দুল্লাহ্, মা আসমা বিন্ত আবী বকর আস্-সিদ্দীক এবং খালা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। এছাড়াও তিনি আলী (রা), সা'ঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর (রা), হাকীম ইব্ন হিযাম (রা), যায়দ ইব্ন সাবিত (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা), আবূ হুরায়রা (রা) ও উসামা ইব্ন যায়দ (রা) সহ অনেক সাহাবী ও তাবি'ঈর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।[৩৪]

তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস রিওওয়ায়াত করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন– তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ্ উসমান (র), হিশাম (র), মুহাম্মাদ (র) এবং ইয়াহ্ইয়া (র)। এছাড়াও আতা ইব্ন আবী মুলাইকা (র), সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র), ইমাম আয্-যুহরী (র) ও উমর ইব্ন আব্দিল আযীয (র) প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৪] উল্লেখ্য যে তিনি আয়েশা (রা) থেকেই অধিক সংখ্যক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তার কারণ এই যে, আয়েশা (রা) ছিলেন তাঁর খালা এবং হাদীসের একজন বিজ্ঞ আলিম।[৩৫]

৩০. আয্-যিরিকলী, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৩১. কারো মতে তিনি ২৯/৬৫০ সনে উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে (২৩/৬৪৪-৩৫/৬৫৬) জন্মগ্রহণ করেন। – মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৭।

৩২. ইব্ন সা'আদ, ৫ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩।

৩৩. ইব্ন হাজার, ৭ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৩।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

৩৫. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

উরওয়া (র) একাধারে পবিত্র কুরআনের হাফিয, হাদীসের হাফিয এবং বিজ্ঞ ফিক্হবিদ ছিলেন। ইল্‌ম, আমল ও তাকওয়ার এক অপূর্ব সমন্বয় ছিল তাঁর ভেতর। তিনি সিয়াম সাধনারত অবস্থায় ৯৪/৭১৩ সনে ইন্তিকাল করেন।[৩৬]

ইব্‌ন শিহাব আয্‌-যুহরী (র)

ইমাম আয্‌-যুহরী (র) ইল্‌মে হাদীসের সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর পুরো নাম আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন উবাইদিল্লাহ্ ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্ ইব্‌ন শিহাব ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন যাহরা আল্‌-কারশী আয্‌-যুহরী আল্‌-মাদানী (র)। তিনি আয্‌-যুহরী এবং ইব্‌ন শিহাব উভয় নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ৫০/৬৭০ সনে মু'আবিয়া ইব্‌ন আবী সুফইয়ান (রা) এর শাসনামলে (৪১/৬৬১-৬০/৬৭৩) তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[৩৭]

আয্‌-যুহরী বয়োকনিষ্ঠ তাবি'ঈগণের মধ্যে পরিগণিত। তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা), সাহল ইব্‌ন সা'আদ (রা), সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা), ইব্‌ন উমর (রা), আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা), জাবির (রা), মাহমূদ ইব্‌ন রবী' (রা) এবং আবূ তুফাইল (রা) প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। এমনিভাবে তিনি অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'ঈগণের নিকট থেকেও হাদীস শ্রবণ করেছেন।[৩৮]

তাঁর থেকেও অনেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন- আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ (র), আবুয্‌-যুবাইর আল্‌-মক্কী (র), উমর ইব্‌ন আব্‌দিল আযীয (র), আমর ইব্‌ন দীনার (রা), সালিহ ইব্‌ন কাইসান (রা), ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ আল-আনসারী (র), মা'মার ইব্‌ন রাশিদ (র), হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) এবং ইব্‌ন জুরাইজ (র) প্রমুখ।[৩৯]

তিনি ছিলেন ইল্‌মে হাদীসের সর্ববাদীসম্মত ইমাম। তাঁর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। তাঁর বর্ণিত হাদীস ছিল তাঁর অপূর্ব স্মরণশক্তির বাস্তব প্রমাণ। তাঁর সম্পর্কে আমর ইব্‌ন দীনার (র) বলেন ঃ

ما رأيت انص للحديث من الزهرى

–"আয্‌-যুহরী (র) অপেক্ষা হাদীসের অধিক প্রমাণ্য ও অকাট্য দলীলরূপে আমি আর কাউকেও দেখিনি।"[৪০]

---

৩৬. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৮; আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪; তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। এখানে মাত্র একটি অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৭. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৯।

৩৮. ইব্‌ন হাজার, ৯ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৬।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭।

www.pathagar.com

বস্তুত মহান আল্লাহ্ তাঁকে অপরিসীম স্মরণশক্তি দান করেছিলেন। ইমাম আল্-বুখারী (র) তাঁর 'আত্-তারীখ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

انه حفظ القران فى ثمانين ليلة

–"তিনি মাত্র আশিটি রাতে কুরআন মজীদ মুখস্থ করেছেন।[৪১]

ইমাম আয্-যুহরী (র) নিজেই তাঁর স্মরণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন এভাবে ঃ

ما استودعت حفظى شيئا فخاننى

"কোন কিছু মুখস্থ করার পর আমি তা কখনো ভুলতাম না।"[৪২]

উমর ইব্ন আব্দিল আযীয (র) (মৃ. ১০১/৭২০)-এর আদেশক্রমে সর্বপ্রথম তিনিই হাদীস সংগ্রহ ও গ্রন্থাবদ্ধ করেন। তাঁর হাদীস সংগ্রহের বিরাট কাজ লক্ষ্য করে ইমাম আশ্-শফি'ঈ (র) (মৃ. ২০৪/৮১৯) বলেছেন ঃ

لو لا الزهرى لذهب السنن من المدينة

–"ইমাম আয্-যুহরী (র) না হলে মদীনার হাদীসসমূহ নিঃসন্দেহে বিলীন হয়ে যেত।"[৪৩]

তিনি ১২৪/৭৪২ সনে সিরিয়ার 'শাগবাদা' নামক গ্রামে ইন্তিকাল করেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা দু'হাজার দু'শ।[৪৪]

নাফি' মাওলা ইব্ন উমর (র)

তাঁর পুরো নাম আবূ আবদুল্লাহ্ নাফি' মাওলা আব্দিল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্নুল খাত্তাব। তিনি একজন প্রখ্যাত তাবি'ঈ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি উমর (রা)-এর মুক্তিপ্রদত্ত ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি প্রায় দীর্ঘ ত্রিশটি বছর ইব্ন উমর (রা)-এর খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। এ দীর্ঘ দিনের দাসত্ব জীবনও তাঁর ইল্মে দীন শিক্ষার ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি তাঁর মনিব ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট থেকে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন।[৪৫]

তিনি বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবি'ঈর নিকট থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এর মধ্যে ইব্ন উমর (রা), আবূ হুরায়রা (রা), আবূ সা'ঈদ আল্-খুদরী

৪১. আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-১৭৫।

৪২. প্রাগুক্ত।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬।

৪৪. ইব্ন হাজার, ৯ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫ ; ইমাম আল্-বুখারী (র)-এর মতে আয্-যুহরী (র)-এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দু'হাজার।

৪৫. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৬।

www.pathagar.com

(রা), রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা), আয়েশা (রা), উম্মে সালামা (রা), আব্দুল্লাহ্, ইব্ন উবাইদিল্লাহ্ (রা), কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ (রা), আসলাম মাওলা উমর (রা), আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবি বকর আস্-সিদ্দীক (রা) প্রমুখ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর থেকেও অনেক তাবি'ঈ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- আবূ ইসহাক আস্-সুবাঈ (র), হাকাম ইব্ন উয়াইনাহ্ (র), ইয়াহ্ইয়া আল্-আনসারী (র), মুহাম্মাদ ইব্ন আজলান (র), আয্-যুহরী (র), সালিহ ইব্ন কায়সান (র), মূসা ইবন উকবাহ (র), ইব্ন আউন (র) এবং আ'মাশ (র) প্রমুখ।[৪৬]

তাবি'ঈ নন এমন অনেকেও তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এর মধ্যে ইব্ন জুরাইজ্ (র), আল্-আওযা'ঈ (র) (মৃ. ১৫৭/৭৭৩), মালিক (র) (মৃ. ১৭৯/৭৯৫), লাইস (র), ইউনূস ইব্ন উবাইদ (র), তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ্ (র) এবং ইব্ন আবী লাইলা (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪৭]

হাদীস রিওয়ায়াতে তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিসই একমত। এমন কি ইমাম বুখারী (র) 'মালিক আন নাফি আন্ ইব্ন উমর' (مالك عن نافع عن ابن عمر) সনদটিকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদ বলে অভিহিত করেছেন। সাধারণভাবে মুহাদ্দিসগণ এ সনদটিকে 'সিলসিলাতুয্-যাহাব' বা সোনালী চেইন নামে অভিহিত করে থাকেন।[৪৮] ইমাম মালিক তো নাফি'র সূত্রে ইব্ন উমর (রা)-এর হাদীস পেলে আর কারো হাদীসের প্রয়োজন মনে করতেন না। ইল্‌মে হাদীসে তাঁর এ উচ্চ মর্যাদার কারণেই উমর ইব্ন আব্দুল-আযীয (র) (মৃ. ১০১/৭২০) তাঁকে মিসরে হাদীসের শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ১১৭/৭৩৬ সনে মদীনায় ইন্তিকাল করেন।[৪৯]

উবাইদুল্লাহ্, ইব্ন আব্দিল্লাহ্ (র)

তাঁর পুরো নাম উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ ইব্ন উতবাহ্ ইবন মাস'উদ আল্-হুযালী আল্-মাদানী (র)। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত তাবি'ঈ ও মদীনার সাতজন শ্রেষ্ঠ ফিক্‌হবিদদের অন্যতম। ইসলামী জ্ঞানের কেন্দ্র ছিল তাঁর ঘর ও পরিবার। এ পরিবেশে লালিত পালিত হয়ে তিনি অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন হাদীসের একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম। ইল্‌মে হাদীসে তাঁর

---

৪৬. প্রাগুক্ত।

৪৭. আবূ যাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-১৯৫।

৪৮. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৬-৫১৭।

৪৯. আবূ যাহ্, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

উচ্চ মর্যাদা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকল আলিমই একমত। হাদীস সংগ্রহে তাঁর আগ্রহ ও প্রখর স্মৃতিশক্তির কারণে ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁকে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা দিতেন।[৫০] তাঁর সম্পর্কে আয্‌-যুহরীর উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেনঃ আমি সমসাময়িক প্রায় সকল হাদীসবিদের নিকট হতেই প্রায় সবটুকু ইল্‌ম আহরণ করেছি। কিন্তু উবাইদুল্লাহ্‌র ইল্‌ম ছিল অসীম ও অতলস্পর্শী সমুদ্র। তাঁর নিকট যখনই আসতাম, তখনই সম্পূর্ণ নতুন ইল্‌ম লাভ করার সুযোগ হতো।'[৫১]

ইব্‌ন সা'দ (র) বলেন ঃ كان ثقة كثير الحديث –"তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী ও বহু হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন।"[৫২]

ইমামগণের এসব উক্তি হতে তাঁর ইল্‌মের গভীরতা ও ব্যাপকতা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়। এ কারণেই আবদুল-আযীয ইব্‌ন মারওয়ান তাঁর পুত্র উমর ইব্‌ন আবদুল-আযীয (র)-এর জন্য তাঁকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন।[৫৩]

তিনি বিপুল সংখ্যক সাহাবীর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন– ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবূ হুরায়রা (রা), ইব্‌ন উমর (রা), আবূ সা'ঈদ আল্‌-খুদরী (রা), যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা), আবূ ওয়াকিদ আল্‌-লাইসী (রা), নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা), আয়েশা (রা), ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা) এবং উম্মে কায়স (রা) প্রমুখ।[৫৪]

তাঁর থেকেও অনেক তাবি'ঈ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম আয্‌-যুহরী (র), সালিহ্‌ ইব্‌ন কাইসান (র) ও আবুয্‌-যিনাদ (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তিনি ৯৮/৭১৬ সনে ইন্তিকাল করেন।[৫৫]

সালিম ইব্‌ন আবদিল্লাহ্‌ (র)

সালিম (র) মদীনার শীর্ষস্থানীয় তাবি'ঈগণের অন্যতম। তাঁর পুরো নাম আবূ আব্‌দিল্লাহ্‌ সালিম ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)। তাঁর মধ্যে ইল্‌ম

৫০. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, (প্রাগুক্ত), পৃ. ৫১৮।

৫১. মূল আরবী ঃ ويقول الزهرى : ما جالست عالما الا ورأيت انى اتيت على ما عنده، الا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فانى لم اته الا وجدت عنده علما طريفا۔

–আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

৫২. ইব্‌ন সা'আদ, ৫ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

৫৩. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত।

৫৪. আয্‌-যাহাবী, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

৫৫. আল-ইস্পাহানী, আবুল ফারাজ ঃ 'আল-আগানী', ৯ম খ., (কায়ারো ঃ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৩৬), পৃ. ১৩৯ ; মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ও আমল উভয়ের সমন্বয় ছিল। তিনি তাঁর পিতা ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট হতেই বেশিরভাগ হাদীস আহরণ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি আবূ আইউব আল-আনসারী (রা), আবূ হুরায়রা (রা), রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) ও আয়েশা (রা) প্রমুখের নিকট থেকেও হাদীস শ্রবণ করেছেন।

তাঁর থেকে যেসব তাবি'ঈ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন– আমর ইব্ন দীনার (র), নাফি' মাওলা ইব্ন উমর (র), আয্-যুহরী (র), মূসা ইব্ন উকবাহ্ (র) এবং সালিহ ইব্ন কাইসান (র) প্রমুখ।[৫৬]

ইল্‌মে হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সকল আলিমই একমত। ইব্ন সা'আদ (র) (জ. ১৬৮/৭৮৫-মৃ. ২৩০/৮৪৫) তাঁকে বহু হাদীস বর্ণনাকারী ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৭] ইসহাক ইব্ন রাহওয়াহ্ (র)- 'আয্-যুহরী আন্ সালিম আন্ আবীহি' (الزهرى عن سالم عن ابيه) এ সূত্রটিকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম বুখারী (র) (মৃ. ২৫৬/৮৭০) ও আবূ নুযায়ম (র)-এর মতে তিনি ১০৬/৭২৫ সনে মদীনায় ইন্তিকাল করেন।[৫৮]

ইকরিমা মাওলা ইব্ন আব্বাস (র)

তিনি একজন প্রখ্যাত তাবি'ঈ ও ইব্ন আব্বাস (রা) (মৃ. ৬৮/৬৮৭)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর পুরো নাম আবূ আব্দিল্লাহ্ ইকরিমা মাওলা ইব্ন আব্বাস (র)। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর দাস হওয়ার কারণে তাঁকে আল্-হাশিমীও বলা হয়ে থাকে। তিনি মূলত উত্তর আফ্রিকার বারবার সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) যখন আলী (রা)-এর খিলাফত আমলে (৩৫/৬৫৬-৪০/৬৬১) বসরার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন, ইকরিমা তখন তাঁর মালিকানায় এসেছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা)-ই তাঁকে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দান করেন। ইকরিমা (রা) নিজেই বলেছেন ঃ

ان ابن عباس كان يضع فى رجله القيد ويعلمه القران والسنن

–"ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর পায়ে বেড়ী পরিয়ে আটকিয়ে রেখে তাঁকে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দান করতেন।[৫৯]

তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) ছাড়াও হাসান ইব্ন আলী (রা), আবূ কাতাদা (রা), ইব্ন উমর (রা), আবূ হুরায়রা (রা), আবূ সা'ঈদ আল্-খুদরী (রা) এবং মু'আবিয়া (রা) প্রমুখ সাহাবীর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।

---

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯।

৫৭. ইব্ন সা'আদ, ৫ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

৫৮. আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

www.pathagar.com

আবার বিপুল সংখ্যক তাবি'ঈও তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এর মধ্যে আবুশ্-শা'সা (র), আশ্-শা'বী (র), ইবরাহীম আন্-নাখঈ (র) (মৃ. ৯৬/৭১৪), আবূ ইসহাক আস্-সুবা'ঈ (র), ইব্ন সীরীন (র) ও আমর ইব্ন দীনার (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬০] শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসগণের নিকট ইকরিমা (র) একজন নির্ভরযোগ্য রাবী এবং তাঁর বর্ণিত হাদীস সর্বোতভাবে গ্রহণযোগ্য। সা'ঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যিব (র) (মৃ. ৯৪/৭১৩) তাবি'ঈকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল : هل احد اعلم منك ؟ -"হাদীসে আপনার অপেক্ষা অধিক বিদ্বান আর কেউ আছেন কি"? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, হ্যাঁ আছেন এবং তিনি ইকরিমা।[৬১] সা'ঈদ ইব্ন জুবাইর থেকেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ (র), ইসহাক ইব্ন রাহওয়াহ্ (র), আবূ সাওর (র) ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) প্রমুখ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁরা সকলেই ইকরিমার হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারে একমত।[৬২] তিনি ১০৭/৭২৬ সনে মদীনায় ইন্তিকাল করেন।[৬৩]

ইবরাহীম আন্-নাখ্'ঈ (র)

ইব্রাহীম আন্-নাখ্'ঈ (র) (জ ৪৬/৬৬৬- মৃ. ৯৬/৭১৪) ছিলেন কূফা নগরের শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈগণের অন্যতম। তাঁর পুরো নাম আবূ ইমরান ইবরাহীম ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন কায়স ইব্নুল আসওয়াদ আন্-নাখ'ঈ আল্-কূফী (র)। তিনি ইল্ম ও আমলের পবিত্র পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। তাঁর চাচা আলকামা (র) ও মামা আসওয়াদ (র) উভয়ই কূফার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন।[৬৪] এ সুযোগে তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর খিদমতেও যাতায়াত করতেন। তবে তাঁর থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা তখন তাঁর বয়স ছিল খুবই কম। তিনি প্রবীণ তাবি'ঈগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- আলকামা (র), আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (র), আব্দুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) ও মাসরূক (র) প্রমুখ।

তাঁর থেকেও বিপুল সংখ্যক তাবি'ঈ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এর মধ্যে আল-আ'মাশ (র), মানসূর ইব্ন মু'তামির (র), আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আউন (র), হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মান (র), হাবীব ইব্ন আবূ সাবিত (র), সাম্মাক ইব্ন হারব (র) ও মুগীরা ইব্ন মুকসিম (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

৬১. ইব্ন সা'আদ, ৫ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

৬২. আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭-১৭৮।

৬৩. আয্-যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫।

৬৪. ইব্ন সা'আদ, ৬ষ্ঠ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।

www.pathagar.com

ইব্‌রাহীম নাখ'ঈ (র) একজন সাহাবী থেকেও হাদীস বর্ণনা করেননি। যদিও অনেক সাহাবীকেই তিনি পেয়েছিলেন। তথাপি ইল্‌মে হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর পান্ডিত্ব সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে আলিমগণের অভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আন্‌-নাবাবী (র)-এর মতে তিনি একজন হাফিযে হাদীস ছিলেন। তাঁর প্রামাণ্যতা, মর্যাদা ও ফিক্‌হ্ জ্ঞান সম্পর্কে সকলেই একমত। আয্‌-যাহাবী (র) (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮) তাঁকে তৃতীয় স্তরের হাফিযে হাদীসগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। তিনি একজন বিজ্ঞ হাদীস সমালোচক ছিলেন। ৪৯ বছর বয়সে তিনি কূফায় ইন্তিকাল করেন।[৬৬]

ইমাম আশ্‌-শা'বী (র)

ইমাম আশ্‌-শা'বী (র) (জ. ১৯/৬৪০-মৃ. ১০৪/৭২৩) তাঁর সময়কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর পুরো নাম আমির ইব্‌ন শুরাহ্‌বীল আল্‌-হুমাইরী আশ্‌-শা'বী (র)। উমর (রা)-এর খিলাফতের ৬ষ্ঠ বছরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[৬৭] তিনি যখন পূর্ণ বয়স্ক হন, তখন কূফা নগরে বিপুল সংখ্যক সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাঁদের নিকট তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। জীবনে তিনি প্রায় পাঁচশ' সাহাবীর সাথে সাক্ষাতলাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।[৬৮] এর মধ্যে ৪৮ জন সাহাবীর নিকট হতে তিনি রীতিমত হাদীস শিক্ষালাভ করেছেন। ইব্‌ন উমর (রা)-এর খিদমতে একাধারে দশ মাস পর্যন্ত থেকে তিনি হাদীসের গভীর ও ব্যাপক শিক্ষা লাভ করেছিলেন।[৬৯]

এ হাদীস শিক্ষালাভ ও সংগ্রহ করার জন্য তাঁকে প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। তিনি কেমন করে হাদীসের এ জ্ঞান সমুদ্র আয়ত্ত করেছিলেন, তা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সমস্ত চিন্তা-ভাবনা পরিত্যাগ করে, দেশ-দেশান্তর পর্যটন করে গর্দভের ন্যায় শক্তি ব্যয় করে ও কাকের মত প্রত্যুষ জাগরণ সহ্য করে।[৭০] ইল্‌মে হাদীসে তাঁর জ্ঞান যে কত ব্যাপক ও গভীর ছিল, তা তাঁর নিজেরই একটি মন্তব্য হতে প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন ঃ "বিশ বছর পর্যন্ত আমি কারো নিকট হতে এমন কোন হাদীস শুনতে পাইনি, যে সম্পর্কে আমি হাদীসের সেই বর্ণনাকারী অপেক্ষা অধিক ওয়াকিফহাল ছিলাম না।" তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র) (মৃ.

---

৬৫. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০।

৬৬. প্রাগুক্ত; আয্‌-যাহাবী, **তারীখুল ইসলাম**, ২য় খ. (কায়রো ঃ মাকবাতুল কুদসী, ১৯৪৮), পৃ. ৩৩৫।

৬৭. ইব্‌ন হাজার ঃ **আত্‌-তাহ্‌যীব**, ৫ম খ.; প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

৬৮. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২।

৬৯. ইব্‌ন সা'আদ ৬ষ্ঠ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

৭০. আয্‌-যাহাবী (১৯৮১), ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

www.pathagar.com

১৫০/৭৬৭)-এর শুধু উস্তাদই ছিলেন না, ইমাম আয্-যাহাবী (র)-এর মতে তিনি তাঁর (আবূ হানীফার) প্রধান উস্তাদ ছিলেন।[৭১] তিনি যে সব সাহাবী থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন– আলী (রা), সা'আদ ইব্ন আবী ওয়াককাস (রা), যায়দ ইব্ন সাবিত (রা), আবূ হুরায়রা (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), আয়েশা (রা), ইব্ন উমর (রা), আবূ সা'ঈদ আল্-খুদরী (রা) ও আনাস (রা) প্রমুখ।[৭২]

তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন- আবূ ইসহাক (র), আল্-সুবাই'ঈ (র), সা'ঈদ ইব্ন আমর (র), ইসমা'ঈল ইব্ন আবূ খালিদ (র), সা'ঈদ ইব্ন মাসরূক (রা), আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আউন (র) ও শু'বা ইব্নুল হাজ্জাজ (র) প্রমুখ।[৭৩]

তিনি ইল্মে হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে এত পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন যে, সাহাবীগণের যুগেই তিনি ফাতাওয়া প্রদান করতেন। তাঁর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকল আলিমই একমত। তিনি ৫০ বছর বয়সে কূফায় ইন্তিকাল করেন।[৭৪]

আলকামা ইব্ন কায়স (র)

আলকামা ইব্ন কায়স (র) (মৃ. ৬২/৬৭৫) একজন প্রখ্যাত তাবি'ঈ ছিলেন। তাঁর পুরো নাম আবূ শাবাল আলকামা ইব্ন কায়স ইব্ন আব্দিল্লাহ্ আন্-নাখ'ঈ আল্-কূফী। তিনি আসওয়াদ (র) ও আব্দুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র)-এর চাচা এবং ইবরাহীম আন্-নাখ'ঈ (র)-এর মামা ছিলেন। তিনি হিজরতের ২৮ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। এ কারণে তিনি মুখাদরামীন তাবি'ঈগণের মধ্যে গণ্য।

তিনি উমর (রা), উসমান (রা), আলী (রা), ইব্ন মাস'উদ (রা), সালমান আল্-ফারসী (র), হুযায়ফা (রা), আবূ মূসা (রা), আবূ মাস'উদ (রা), আবূদ-দারদা (রা) ও আয়েশা (রা) প্রমুখের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন।[৭৫]

তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন –ইবরাহীম আন্-নাখ'ঈ (র), আশ্-শা'বী (র), আবূ ওয়াইল (র), ইব্ন সীরীন (র), আব্দুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) ও আবুদ্-দুহা (র) প্রমুখ।

তিনি ইল্মে হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্র উভয় বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব তথা সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে সকল আলিমই একমত। তাঁর সম্পর্কে ইবরাহীম

৭১. মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬।

৭২. ইব্ন হাজার ঃ আত্-তাহ্যীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৭৩. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত।

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৩।

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪।

www.pathagar.com

আল্-নাখ'ঈ (র) (মৃ. ৯৬/৭১৪) বলেন ঃ كان علقمة يشبه ابن مسعود -"আলকামা ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা)-এর মতই ছিলেন।"[৭৬] ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ৯০ বছর বয়সে কূফায় ইন্তিকাল করেন।[৭৭]

মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র)

মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র) (জ. ৩৩/৬৫৪- মৃ. ১১০/৭২৯) একজন প্রখ্যাত তাবি'ঈ ছিলেন। তাঁর পুরো নাম আবূ বকর ইব্‌ন আবী আম্মারা মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন আল্-বাসরী আল্-আনসারী (র)। তিনি খাদিমে রাসূল আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন। উসমান (রা)-এর খিলাফতের শেষের দিকে (৩৩/৬৫৪) সনে) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আনাস (রা)-এর গৃহেই তিনি লালিত পালিত হন। তিনি প্রায় ত্রিশজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি যে সকল সাহাবীর নিকট থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা), যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা), হাসান ইব্‌ন আলী (রা), আবূ হুরায়রা (রা), ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইব্‌ন উমর (রা) প্রমুখ।[৭৮]

আর তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- আমির আশ্-শা'বী (র), সাবিত আল্-বানানী (র), খালিদ আল্-হাযযা (র), দাউদ ইব্‌ন আবুল হিন্দ (র), আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আউন (র), ইউনুস ইব্‌ন উবাইদ (র), আওযাঈ (র), মালিক ইব্‌ন দীনার (র), হিশাম ইব্‌ন হাসান (র), আবূ হিলাল (র), আল-মাহদী ইব্‌ন মাইমূন (র) এবং জারীর ইব্‌ন হাযিম (র) প্রমুখ।[৭৯]

তিনি ইল্‌মে হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম ছিলেন। তাঁর যুগের আলিমগণ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইব্‌ন আউন (র) বলেন ঃ "আমি এ দুনিয়ায় তিনজনের মত বিজ্ঞ আলিম আর কাউকে দেখিনি। তাঁরা হলেন ইরাকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র), হিজাযে কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) আর সিরিয়ায় রাজা ইব্‌ন হায়াত (র)। তবে এঁদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র)-এর মত আর কেউ ছিলেন না।" হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি বলতেন ঃ ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه -"নিশ্চয়ই এ ইল্‌ম

---

৭৬. আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

৭৭. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৫।

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৬।

৭৯. ইব্‌ন আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১।

www.pathagar.com

(ইলমে হাদীসের সনদ) দীনের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তোমরা কার নিকট থেকে তোমাদের দীন গ্রহণ করছো, তা ভাল করে দেখে নাও।"

মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'আদ (র) (মৃ. ২৩০/৮৪৫) তাঁকে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী এবং নির্ভরযোগ্য ইমাম বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি ৮০ বছর বয়সে বসরায় ইন্তিকাল করেন।[৮০]

হাসান আল-বসরী (র)

হাসান আল-বসরী (র) (মৃ. ১১০/৭২৯) একজন প্রখ্যাত তাবি'ঈ ছিলেন। তাঁর পুরো নাম আবূ সা'ঈদ আল-হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান ইয়াসার আল্-বাসরী (র)। ইব্‌ন সা'দ (র)-এর মতে তিনি উমর (র)-এর খিলাফত আমলের পরিসমাপ্তির দু'বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।[৮১] ইমাম যাহাবী (র) 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, খলীফা উসমান (রা) গৃহবন্দী থাকার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৪ বছর।[৮২] যাই হোক, তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন বিপুল সংখ্যক সাহাবী জীবিত ছিলেন। তখনকার পরিবেশ সর্বত্র ইল্‌মে রিসালাতের আওয়াযে মুখরিত ছিল। ইব্‌ন সা'দ (র) (মৃ. ২৩০/৮৪৫) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন ঃ হাসান আল্-বসরী বহু পূর্ণত্ব ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন, অতি বড় আলিম ছিলেন, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, ফিক্‌হবিদ ছিলেন, ফিতনা হতে সুরক্ষিত ছিলেন, বড় আবিদ ও পরহেযগার ছিলেন, গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, শুদ্ধভাষী, মিষ্টভাষী, সুন্দর ও অমায়িক ছিলেন।[৮৩]

ইব্‌ন সা'দ (র) তাঁর এত সব প্রশংসা করার পর বলেন ঃ অবশ্য তাঁর মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। এভাবে ইমাম আয্-যাহাবী (র)-ও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, তিনি একজন মুদাল্লিস রাবী ছিলেন। তাঁর ঐ সব হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, যা তিনি 'আন্-'আন্‌ভাবে রিওয়ায়াত করেছেন, অথচ ঐ শায়খের সাথে তাঁর সাক্ষাত প্রমাণিত নয়। অবশ্য যাঁদের সাথে তাঁর সাক্ষাত ও শ্রবণ প্রমাণিত, এমন সব শায়খের বেলায়ও তিনি তাদ্‌লীস করেন বলে আয্-যাহাবী উল্লেখ করেছেন।[৮৪]

তিনি উসমান (রা), ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা), আলী (রা), আবূ মুসা আল্-আশ'আরী (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইব্‌ন উমর (রা), আমর ইব্‌নুল-আস

৮০. মুহাম্মাদ আজ্জাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৭।
৮১. ইব্‌ন হাজার, ২য় খ., প্রাগুক্ত, ২৩১।
৮২. আয্-যাহাবী, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
৮৩. ইব্‌ন সা'দ,, ৭ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।
৮৪. আয্-যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬।

www.pathagar.com

(রা), মু'আবিয়া (রা), মা'কিল ইব্ন ইয়াসার (রা), আনাস (রা) ও জাবির (রা) প্রমুখ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।[৮৫]

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন- কাতাদা (র), আইউব (র), ইব্ন আউন (র), ইউনুস (র), খালিদ হায্যা (র), হিশাম ইব্ন হাসান (র), হুমাইদ আত্-তাবীল (র), জারীর ইব্ন হাযিম (র), আতা' ইব্ন সাইব (র), ইয়াযীদ ইব্ন ইবরাহীম আত্-তুসতারী (র) এবং মু'আবিয়া ইব্ন আব্দিল কারীম (র) প্রমুখ।

হাসান আল্-বসরী (র)-এর 'মুরসাল ও মুদাল্লাস' হাদীস-এর ব্যাপারে দ্বিমত থাকলেও তিনি যখন 'হাদ্দাসানা' (حدثنا) বলে হাদীস রিওয়ায়াত করেন, তখন সকলের নিকটই তাঁর হাদীস গ্রহণযোগ্য।[৮৬] ইমাম আয্-যাহাবী (র)-এর মতে তিনি একজন বিজ্ঞ আলিম, হাফিযে হাদীস এবং জ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন। তিনি একজন বড় ধরনের মুজাহিদ ছিলেন এবং জীবনে বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।[৮৭]

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ (র)

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ (র) (মৃ. ১৪৩/৭৬০) একজন বিশিষ্ট তাবি'ঈ ছিলেন। তাঁর পুরো নাম আবূ সা'ঈদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন কায়স (রা)। ইমাম আয্-যাহাবী (র) তাঁকে ইমাম ও শাইখুল ইসলাম উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তিনি প্রথমে মদীনার বিচারপতি ছিলেন। পরবর্তীতে খলীফা আল্-মানসূরের যুগে (১৩৬/৭৫৩-১৫৮/৭৪৪) তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগ করা হয়।[৮৮]

তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা), আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমির (রা), সা'আদ ইব্ন মু'আয (রা), আবূ সালামা ইব্ন আব্দির রহমান (রা), সা'ঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যিব (র), আদী ইব্ন সাবিত (র), আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র), কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ (র), হানযালা ইব্ন কায়স (র), আবূ উমামা ইব্ন সাহল (র), আয্-যুহরী (র) ও নাফি' মাওলা ইব্ন উমর (র) প্রমুখের নিকট হতে হাদীস্ শ্রবণ করেছেন। ফলে তিনি হাদীসের বড় হাফিয হয়েছিলেন। ইব্ন সা'দ (র) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

كان ثقة كثير الحديث حجة ثبتا

—"তিনি বড়ই নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী, অকাট্য প্রামাণ্য ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।[৮৯]

---

৮৫. ইব্ন হাজার, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।

৮৬. আয্-যাহাবী (১৯৬৩), ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩।

৮৭. আয্-যাহাবী প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬।

৮৮. ইব্ন হাজার, ১১শ খ., (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৯৪।

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-১৯৫।

www.pathagar.com

আবূ হাতিম (র) তাঁকে ইমাম আয্-যুহরী (র)-এর সমপর্যায়ের মুহাদ্দিস বলে জানতেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল্-কাত্তান (র) (মৃ. ১৯৮/৮১৪)-এর মতে তিনি আয্-যুহরী (র) অপেক্ষাও বড় আলিম ছিলেন। সুফইয়ান আস্-সাওরী (র) তাঁকে হাদীসের শ্রেষ্ঠ হাফিযগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। বস্তুত ইমাম আয্-যুহরী (র) (মৃ. ১২৪/৭৪২) ব্যতীত আর যাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় মদীনার বিক্ষিপ্ত হাদীসসমূহ সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হয়েছিল, তিনি ছিলেন এ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ (র)। ইয়াযীদ ইব্ন হারুন (র) বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ (র) থেকে তিন হাজার হাদীস মুখস্থ করেছি। এ ছাড়া আরো যাঁরা তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- আশ্-শু'বা (র), মালিক (র), সুফইয়ান (র), ইব্ন মুবারক (র), ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল্-কাত্তান (র), আওযা'ঈ (র) এবং আয্-যুহরী (র) প্রমুখ। ইমাম আয্-যাহাবী (র)-এর মতে তিনি ১৪৩/৭৬০ সনে ইন্তিকাল করেন।[৯০]

উমর ইব্ন আব্দিল আযীয (র)

উমর ইব্ন আব্দিল আযীয (র) (জ. ৬১/৬৭৪-মৃ. ১০১/৭২০) একজন প্রখ্যাত তাবি'ঈ ও উমাইয়া বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফা ছিলেন। তাঁর পুরো নাম আবূ হাফস উমর ইব্ন আব্দিল আযীয ইব্ন মারওয়ান ইব্ন হাকাম (র)। তিনি ইয়াযীদের শাসনামলে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ড. মুহাম্মাদ আবূ যাহুর মতে তিনি ৬১/৬৭৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন।[৯১] ইব্নে সা'দ (র)-এর মতে তিনি ৬৩/৬৭৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন।[৯২] তাঁর পিতা মিসরের গভর্নর ছিলেন বিধায় তিনি সেখানেই লালিত পালিত হন।[৯৩] তাঁর উপাধি ছিল আমীরুল মু'মিনীন। তিনি ৯৯/৭১৭ সনে খলীফা নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক। ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র) (মৃ. ২০৪/৮১৯)-এর মতে খুলাফায়ে রাশিদীন ছিলেন পাঁচজন। এর মধ্যে পঞ্চম হলেন উমর ইব্ন আব্দিল আযীয (র)।

তিনি প্রথমত মদীনায় মুহাদ্দিস সালিহ ইব্ন কায়সান (র)-এর নিকট হাদীস ও দীনী ইল্ম শিক্ষা করেন। পরে মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলে তদানীন্তন মনীষীদের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন, পারস্পরিক চর্চা ও আলোচনার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং ইল্মে হাদীসে অনন্যসাধারণ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি নিজেই

৯০. আয্-যাহাবী, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-১৭৭; ইব্ন হাজার, প্রাগুক্ত।

৯১. আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

৯২. ইব্ন হাজার, ৭ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮।

৯৩. আয্-যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

www.pathagar.com

বলেছেন, আমি যখন মদীনা হতে চলে গেলাম, তখন আমার চেয়ে হাদীসের বড় আলিম আর কেউ ছিল না।[৯৪] তিনি বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবি'ঈর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন– আনাস ইব্‌ন মালিক (রা), সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা), আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (রা), ইউসুফ ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা), খাওলা বিন্‌ত হাকীম (রা), উকবাহ ইব্‌ন আমির (রা), সা'ঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যিব (র), উরওয়া (র), আবূ বকর ইব্‌ন আব্‌দির্ রহমান (র) ও রবী' ইব্‌ন সাবুরা (র) প্রমুখ।

তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন–আবূ সালামা ইব্‌ন আব্‌দির্ রহমান (র), তাঁর দু'পুত্র আব্‌দুল্লাহ্ ও আব্‌দুল আযীয (র), তাঁর ভাই যবান ইব্‌ন আব্‌দিল আযীয (র), তাঁর চাচাত ভাই মাসলামা ইব্‌ন আব্‌দিল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান (র), আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম (র) এবং আয্-যুহরী (র) প্রমুখ।[৯৫]

তিনি একজন বিজ্ঞ আলিম, হাফিযে হাদীস ও মুজতাহিদ ইমাম ছিলেন। তাঁর থেকে বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে সকল আলিমই একমত। তিনিই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে ফরমান জারী করে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক লোকেরা তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আইয়ূব সাখতিয়ানী (র) বলতেন, আমি যত লোকের সাথেই সাক্ষাত করেছি, উমার ইব্‌ন আব্‌দিল আযীয (র) অপেক্ষা নবী করীম (সা) হতে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী আর কাউকেও দেখিনি।[৯৬] উমাইয়া বংশের এই সর্বশ্রেষ্ঠ খলীফা (১০১/৭২০ সনে) 'কাদীরে সাম'আন' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। হিশাম (র) বর্ণনা করেন, তাঁর মৃত্যুর খবর হাসান আল্-বসরী (র) (মৃ. ১১০/৭২৯)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, 'সর্বোত্তম ব্যক্তি আজ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন।'[৯৭]

ইমাম মাকহুল (র)

ইমাম মাকহূল (র) (মৃ. ১১৮/৭৩৭) একজন প্রখ্যাত তাবি'ঈ ছিলেন। তাঁর পুরো নাম আবূ আব্‌দিল্লাহ্ মাকহূল ইব্‌ন আবূ মুসলিম হুযালী (র)। হুযাইল বংশের একজন মহিলার ক্রীতদাস হওয়ার কারণে তাঁকে হুযালী বলা হয়ে থাকে। ইমাম

৯৪. প্রাগুক্ত।

৯৫. ইব্‌ন হাজার, প্রাগুক্ত।

৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯।

৯৭. আয্-যাহাবী, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩ ; আবূ যাহ্‌ু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯ ; আস্-সুয়ূতী : আত্-তারীখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

www.pathagar.com

আয্-যাহাবী (র) (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮)-এর মতে প্রকৃতপক্ষে তিনি কাবূলের অধিবাসী ছিলেন।[৯৮] পরবর্তীতে সিরিয়ায় বসবাস শুরু করেন। এ কারণে তাঁকে মাকহূল আশ্-শামী অথবা দিমাশকীও বলা হয়ে থাকে।

ইমাম মাকহূল (র) প্রথম জীবন শুরু করেন ক্রীতদাস হিসেবে। এ অবস্থার মধ্যেও তিনি ইল্‌ম শিক্ষালাভে মনোনিবেশ করেছিলেন। গোলামী হতে মুক্তিলাভের পরই তিনি সমগ্র মুসলিম জাহান পর্যটনে বেরিয়ে পড়েন। ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিটি কেন্দ্রেই তিনি গমন করেন এবং সেখান থেকে সম্ভাব্য সব হাদীস জ্ঞান আয়ত্ত করে নেন। প্রথমে তিনি মিসরের জ্ঞান সম্পদ অর্জন করেন। তারপর ইরাক ও মদীনায় যান। এ উভয় স্থান হতেই তিনি সব হাদীস সম্পদ আহরণ করে সিরিয়া রওয়ানা হয়ে যান। সিরিয়ার তদানিন্তন প্রত্যেক মুহাদ্দিসের নিকট হতেই তিনি হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। মোটকথা হাদীস শিক্ষালাভ ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি মুসলিম জাহানের প্রতিটি কেন্দ্রের অলি-গলি পরিভ্রমণ করেছেন। এ প্রসংগে তিনি নিজেই বলেছেন ঃ طفت الارض كلها فى طلب العلم –"ইল্‌মে হাদীস অন্বেষণের জন্য আমি সারা জাহান পরিভ্রমণ করেছি।"[৯৯]

তিনি যেসব সাহাবীর নিকট হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁদের প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন– আবূ উমামা আল্-বাহিলী (রা), ওয়াসিলা ইব্ন আসকা' (রা), আনাস ইব্ন মালিক (রা), মাহমূদ ইব্ন রাবী' (রা), আব্দুর রহমান ইব্ন গানাম (রা) এবং আবূ ইদরীস খাওলানী (রা) প্রমুখ।[১০০]

তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- আল্-আওযা'ঈ (র), আব্দুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র), সাওর ইব্ন ইয়াযীদ (র), সুলায়মান ইব্ন মূসা (র), ইয়াযীদ ইব্ন জাবির (র), নু'মান ইব্ন মুনযির (র) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র) প্রমুখ।[১০১]

ইব্ন সা'আদ (র) তাঁকে সিরিয়ার তৃতীয় স্তরের তাবি'ঈগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। ইমাম আয্-যাহাবী (র) 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' গ্রন্থে তাঁকে চতুর্থ স্তরের হাফিযে হাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন। অনেকেই তাঁকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে দুর্বলও বলেছেন। ইমাম আয্-যাহাবী (র)-এর মতে তিনি মুরসাল ও মুদাল্লাস হাদীস রিওয়ায়াত করতেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন

---

৯৮. আয্-যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৯৯. ইব্ন হাজার, ১০ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।

১০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।

১০১. আয্-যাহাবী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

মা'ঈন (র) (মৃ. ২৩৩/৮৪৮) বলেন, তিনি প্রথমে কাদরিয়া মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, পরবর্তীতে এ মত পরিহার করেন।[১০২] আয্-যুহরী (র) (মৃ. ১২৪/৭৪২) বলেন ঃ

العلماء اربعة : سعيد بن المسيب بالمدينة، والشعبى بالكوفة والحسن بالبصرة ومكحول بالشام -

–"উল্লেখযোগ্য আলিম হলেন চারজন, মদীনার সা'ঈদ ইব্ন আল্-মুসাইয়্যির (র) (মৃ. ৯৪/৭১৩), কূফার আশ্-শা'বী (র) (মৃ. ১০৪/৭২৩), বসরার হাসান আল্-বসরী (র) (মৃ. ১১০/৭২৯) এবং সিরিয়ার মাক্হূল (র) (মৃ. ১১৮/৭৩৭)।"

[১০৩] ইমাম আয্-যাহাবী (র) (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮)-এর মতে সিরিয়ার এ হাফিযে হাদীস ও শ্রেষ্ঠ ফিক্হবিদ ইমাম মাকহূল (র) ১১৩/৭৩২ সনে ইন্তিকাল করেন।[১০৪] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইব্ন সা'আদ (র)-এর মতে তিনি ১১২/৭৩১, ১১৩/৭৩২ কিংবা ১১৮/৭৩৭ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। হাদীস ও ফিক্হ বিষয়ে তিনি দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন। অথচ এ সময় পর্যন্ত গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ সূচিতই হয়নি।[১০৫]

আমরা এখানে শুধু কয়েকজন প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ মুহাদ্দিস সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ ছাড়াও আরো বহু তাবি'ঈ রয়েছেন যাঁদের জীবনী 'রিজাল শাস্ত্রে' লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ স্বল্প পরিসরে তাঁদের সকলের জীবনী আলোচনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সকলের সৎকার্যাবলীর সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন।

দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারী সর্বশেষ তাবি'ঈ

ইমাম আস্-সুয়ূতী (র) (মৃ. ৯১১/১৫০৫) তাঁর 'আত্-তাদরীব' গ্রন্থে লিখেছেন, আল্লামা বালকীনী (র) বলেন, সর্বপ্রথম মৃত্যু বরণকারী তাবি'ঈ হলেন আবূ যায়দ মা'মার ইব্ন যায়দ (র)। তাঁকে ৩০/৬৫১ সনে খুরাসান মতান্তরে আযারবাইজানে হত্যা করা হয়। আর সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী তাবি'ঈর নাম হলো খালফ ইব্ন খলীফ (র)। তিনি ১৮০/৭৯৬ সনে ইন্তিকাল করেন।[১০৬]

---

১০২. আয্-যাহাবী (১৯৬৩), ৪র্থ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

১০৪. প্রাগুক্ত, ইব্ন হাজার, ১০ম খ., প্রাগুক্ত।

১০৫. ইব্ন নাদীম ঃ 'ফিহ্রিস্ত', মিসর ঃ তা. বি.), পৃ. ১৩৮।

১০৬. আস্-সুয়ূতী (১৯৭৮), ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ–৩

তাবে'-তাবি'ঈগণের স্তর

প্রাথমিক কথা

হাদীস রিওয়ায়াতে সাহাবী এবং তাবি'ঈগণের পরেই তাবে-তাবিঈগণের স্থান। তাঁরা হলেন তৃতীয় স্তরের রাবী। কাজেই তাবে-তাবি'ঈগণের পরিচয় এবং তাঁদের মর্যাদা ও স্থান ইত্যাদি সম্পর্কেও অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেননা তাঁদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে কোন রাবী তাবে-তাবি'ঈকে তাবি'ঈ' অথবা তাঁকে চতুর্থ স্তরের রাবীগণের মধ্যে গণ্য করতে পারেন। ফলে হাদীসের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তার আসলরূপ বজায় রাখা সম্ভব নাও হতে পারে। সঙ্গত কারণেই রিজাল শাস্ত্রে বিষয়টির ওপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

তাবে-তাবি'ঈর পরিচয়

যিনি কোন তাবি'ঈর সংস্পর্শে ছিলেন কিংবা তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা তাঁর সাক্ষাত লাভ করেছেন, তাঁকে তাবে-তাবি'ঈ বলা হয়।

তাবে-তাবি'ঈগণের মর্যাদা ও স্থান

মর্যাদা ও সম্মানের দিক দিয়ে সাহাবী এবং তাবি'ঈগণের পরেই তাবে'-তাবি'ঈগণের স্থান। তাঁদের এ উচ্চ মর্যাদার কথা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা স্বীকৃত। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَالسَّبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ –

–"মুহাজির এবং আনসারগণের মধ্যে যারা (ঈমান গ্রহণে) অগ্রগামী এবং যারা আন্তরিকতার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট।"[১]

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের পরেই তাবি'ঈগণের কথা বলা হয়েছে। আর তাবে-তাবি'ঈগণও এর মধ্যে শামিল রয়েছেন। কেননা তাঁরা ঈমান ও আমলের ব্যাপারে যেমন তাবি'ঈ ও সাহাবীগণের

---

১. আল্-কুরআন, সূরা আত্-তাওবা, ৯ ঃ ১০০।

www.pathagar.com

অনুসারী, তেমনি যুগ ও সময়ের দিক দিয়েও তাঁরা তাঁদেরই উত্তরসূরী। সঙ্গত কারণেই প্রচলিত পরিভাষায় তাঁদেরকে 'তাবে-তাবিঈ' (তাবি'ঈগণের অনুসারী) বলা হয়েছে। নিম্নোক্ত হাদীসেও তাঁদের এ মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

–"আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা। তারপর তার পরের যুগের লোকেরা। অতঃপর তার পরের যুগের লোকেরা অর্থাৎ তাবে-তাবি'ঈগণ।[২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, সাহাবী এবং তাবি'ঈগণের পরেই তাবে'-তাবি'ঈগণ হলেন এ উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তি। বস্তুত ইল্ম ও আমলের দিক দিয়ে তাবে'-তাবি'ঈগণ ছিলেন তাবি'ঈগণেরই অনুগামী। তাঁরা একদিকে যেমন তাবি'ঈগণের নিকট হতে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্ সম্পর্কিত যাবতীয় ইল্ম হাসিল করেন, অপরদিকে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র তাঁরা তা ব্যাপকভাবে প্রচারও করেন। এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীগণের ন্যায় তাঁদেরও অপরিসীম দুঃখ ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে।

তাবে'-তাবি'ঈনের যুগ

তাবে'-তাবি'ঈনের যুগ সন-তারিখের দৃষ্টিতে নির্ধারণ করা কঠিন, যেমন কঠিন তাবি'ঈনের যুগ নির্ধারণ। ঠিক কখন কত সনে তাঁদের যুগের সূচনা এবং কবে তার সমাপ্তি, তা সুস্পষ্ট করে বলা বাস্তবিকই সম্ভব নয়। কোন কোন ঘটনা ও নিদর্শনের আলোকে বলা যায় যে, নবী করীম (সা)-এর যুগেই তাবি'ঈনের যুগ সূচিত হয়েছিল। কেননা এ যুগে এমন কিছু মহান ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁরা স্বচক্ষে রাসূলে করীম (সা)-এর চেহারা মুবারক দর্শন করতে না পারলেও ইসলামের দাওয়াত যখনই তাঁদের কর্ণে প্রবেশ করেছে, তখনই তাঁরা অকৃত্রিম আন্তরিকতার সাথে তা কবূল করেছেন। উওয়াইস আল-কারনী (র) (মৃ. ৩৭/৬৫৭) ও আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ আসহামার নাম এ পর্যায়ে উল্লেখ করা যায়।

সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, প্রায় এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত সাহাবীগণের যুগ ও তাবি'ঈনের যুগ একই সাথে পাশাপাশি অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু প্রথম হিজরী শতকের সমাপ্তিতে এ যুগেরও সমাপ্তি হয়ে যায়। তখনই তাবি'ঈনের লালিত, দীক্ষিত ও তৈরি করা লোকদের অর্থাৎ তাবে'-তাবি'ঈনের যুগ আরম্ভ হয়ে যায়। কিন্তু তাবি'ঈনের যুগ তখনও শেষ হয়ে যায়নি, বরং তাবে'-তাবি'ঈনের যুগের সংগে সংগে

২. আল্-হাকিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

www.pathagar.com

তাও চলতে থাকে এবং প্রায় তিন-চতুর্থাংশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত তা একই সংগে অতিবাহিত হতে থাকে।

অনুরূপভাবে তাবে-তাবি'ঈনের যুগ ঠিক কখন শুরু হলো এবং কখন শেষ হয়ে গেল, সন-তারিখের ভিত্তিতে তা বলা কঠিন। কিন্তু কোন কোন তাবে-তাবি'ঈনের জন্ম তারিখ ও কোন কোন তাবি'ঈর মৃত্যু সনের ভিত্তিতে বলা যায় যে, প্রথম হিজরী শতকের শেষভাগ হতেই এ যুগের সূচনা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ইমাম শু'বা (র)-এর জন্ম হয় ৮০/৭০০ সনে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-ও এ সনেই (৮০/৭০০ সনে) জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু রিজাল শাস্ত্রের প্রায় সকল গ্রন্থেই ইমাম শু'বা (র)-কে তাবে-তাবি'ঈন ও ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে তাবি'ঈনের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও প্রকৃত কথা এই যে, তাবে'-তাবি'ঈনের আসল যুগ দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথম-চতুর্থাংশে সূচিত হয়ে তৃতীয় শতকের প্রথম-চতুর্থাংশ পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়। কেননা অনেক তাবি'ঈই ১৬৪/৭৮০ থেকে ১৭৪/৭৯০ সনে ইন্তিকাল করেন। অন্য কথায় বলা যায় যে, উমাইয়া বংশের খলীফা দ্বিতীয় ওয়ালীদের সময় হতে আব্বাসীয় বংশের দশম খলীফা মুতাওয়াক্কিলের সময় পর্যন্ত তাবে'-তাবি'ঈনের যুগ বর্তমান ছিল।[৩]

এ যুগে ইলমে হাদীসের চর্চা, প্রচার ও সংগ্রহ পূর্বাপেক্ষাও অধিক ব্যাপক ও গভীরভাবে চলে। ইসলামী সাম্রাজ্যের সর্বত্রই ইল্‌মে হাদীসের বিস্তার লাভ ঘটে এবং প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য শহরেই হাদীস অধ্যয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। যেহেতু নবী করীম (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাবে'-তাবি'ঈনের যুগই হলো 'খাইরুল কুরূন'-এর সর্বশেষ যুগ, তাই এরপর সময় ও কাল যতই অতিবাহিত হতে থাকে, খায়র ও বরকত ততই কমতে থাকে। ধীরে ধীরে ইসলামের শত্রু ও ষড়যন্ত্রকারীরা মুসলিম মিল্লাতের ভেতর ঢুকে পড়ে এবং সহীহ্ হাদীসের সাথে মিথ্যা ও জাল হাদীসের সংমিশ্রণ ঘটাতে থাকে। এর ফলে সহীহ্ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকেও লোকদের আস্থা ওঠে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ কারণে আমাদের আলিম সমাজ ও মুহাদ্দিসগণকে মিথ্যা ও মনগড়া হাদীসের সংমিশ্রণ থেকে সহীহ্ হাদীস পৃথক করার জন্য 'রিজাল শাস্ত্র' এবং 'জারহ ও তা'দীল'-এর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। এরপর থেকেই তাঁরা হাদীসের সনদের ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করেন এবং মিথ্যাবাদীদের বর্ণিত হাদীসসমূহের সনদ অনুসন্ধান করতে থাকেন।

৩. মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬-৩২৭, ড. সুবহীর মতে হিজরী ১৮১ সনে তাবি'ঈনের যুগ শেষ হয়ে যায় এবং তাবে-তাবি'ঈনের যুগ ২২০ হিজরীতে শেষ হয়ে যায়। -(প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

হাদীস রিওয়ায়াতে সতর্কতা অবলম্বন

রিজাল শাস্ত্র এবং জারহ-তা'দীলের গ্রন্থসমূহ অনেক পরে রচিত হলেও এর মানে এ নয় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে হাদীস বর্ণনায় প্রত্যেক ব্যক্তির নিরংকুশ স্বাধীনতা ছিল এবং যার যা খুশি তাই বর্ণনা করতো, আর লোকেরা চোখ বন্ধ করে তা নবী করীম (সা)-এর হাদীস হিসেবে গ্রহণ করতো। এমন অবস্থা ইসলামে কখনো ছিল না। এমনকি সাহাবীগণেরও এরূপ স্বাধীনতা ছিল না। হাদীস বর্ণনা ও প্রচারের ক্ষেত্রে নবী করীম (সা) বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য অত্যন্ত কড়া ভাষায় তাকীদ করেছেন এবং তাঁর নামে কোন মিথ্যা, মনগড়া ও অসম্পূর্ণ কথা বর্ণনা করতে ও প্রচার করতে তীব্র ভাষায় নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

–"যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা কথা বলবে, সে যেন জাহান্নামে তার আশ্রয়স্থল বানিয়ে নেয়।"[৪]

এ হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) (জ. ৭৬২/১৩৬১- মৃ. ৮৫৫/১৪৫১) লিখেছেন ঃ

ان حديث "من كذب على" فى غاية الصحة ونهاية القوة حتى اطلق عليه جماعة انه متواتر -

–"এ হাদীসটি বিশুদ্ধতা ও সনদ-শক্তির অকাট্যতার দিক দিয়ে চূড়ান্ত ও অনস্বীকার্য। এমনকি মুহাদ্দিসগণের এক বিরাট জামা'আত এ হাদীসটিকে 'মুতাওয়াতির' হাদীস বলে অভিহিত করেছেন।"[৫]

ইমাম আস্-সাইরাফী (র)-এর মতে ষাটের অধিক সাহাবী এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।[৬] জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) (মৃ. ৯১১/১৫০৫)-এর মতে একশ'র অধিক সাহাবী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'আশারায়ে মুবাশ্শারার সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।[৭]

বস্তুত হাদীস রিওয়ায়াত সম্পর্কে রাসূলে করীম (সা)-এর এ কঠোর সাবধান বাণীর কারণে সাহাবীগণ কোন কথা বলতে অত্যন্ত ভয় পেতেন। বলতে গেলে অতিমাত্রায় সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতেন এবং প্রত্যেকেই নিজের জানা ও বহুবার শোনা কথাকেও অপর সাহাবীর নিকট পুনরায় শুনে তার সত্যতা ও যথার্থতা

৪. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৫. আল্-আইনী, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. মুল্লা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

www.pathagar.com

যাচাই করে নিতেন। ভুল হলে তা সংগে সংগে সংশোধন করে নিতেও একবিন্দু ত্রুটি করতেন না। এমনকি নবী করীম (সা) সম্পর্কে কোন মিথ্যা কথা বলা হয়ে যাওয়ার আশংকায় অনেক সাহাবীই হাদীস বর্ণনা করতে সাহস পেতেন না। আর যখন বর্ণনা করতেন, তখন তাঁরা ভয়ে থরথর করে কাঁপতেন। অত্যন্ত দায়িত্ব ও চেতনাবোধ সহকারে প্রত্যেকটি হাদীস বর্ণনা করতেন।

সাহাবীগণের যুগে তো সনদ অনুসন্ধানের প্রশ্নই ওঠে না। তবে কোন কোন সাহাবী হাদীস বর্ণনাকারীর নিকট সাক্ষ্য তলব করতেন। এ প্রসংগে ইতোপূর্বে উল্লিখিত উমর (রা) ও আবূ মূসা (রা)-এর ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার কোন কোন সাহাবী হাদীসের সত্যতা প্রতিপন্ন করার জন্য রাবীর নিকট হতে হল্‌ফ গ্রহণ করতেন। যেমন আলী (রা) হাদীস বর্ণনাকারীকে হলফ করাতেন। তিনি আরো বলতেন, যে সব হাদীসের ব্যাপারে তোমরা পুরোপুরি নিশ্চিত হও, কেবল তাই বর্ণনা করো। মিথ্যা ও মনগড়া হাদীস বর্ণনা করো না। এসব কারণে সাহাবা ও তাবি'ঈগণ নির্ভরযোগ্য, অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও বর্ণনা–পরম্পরা শৃঙ্খলের ধারাবাহিকতা অটুট ও অবিচ্ছিন্ন না হলে কখনই কোন হাদীস গ্রহণ করতেন না। এর পরবর্তী যুগেও এ নীতি অনুসৃত হতে থাকে।

ফিতনার সূচনা ও রাবীগণের যাচাই-বাছাই

উসমান (রা)-এর শাহাদাত (৩৫/৬৫৬) পর্যন্ত অবস্থা এই ছিল যে, হাদীস রিওয়ায়াতে অত্যাধিক সতর্কতা অবলম্বনের কারণে কারো পক্ষেই মিথ্যা বা জাল হাদীস রিওয়ায়াত করা সম্ভব হয়নি। উসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর চারদিক থেকে ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। খলীফা নির্বাচন ও বায়'আতের ব্যাপারে প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখা দেয়। পরবর্তীতে একাধিক ব্যক্তি খলীফা হওয়ার দাবি করে বসে। কোন কোন ভ্রান্ত দল তাদের দাবির সপক্ষে দলীল পেশ করার চেষ্টা করে এবং এরূপ হাদীস অনুসন্ধান করতে থাকে যা দ্বারা তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হাসিল হয়। তেমন দলের সমর্থনে হাদীস না থাকাটাই স্বাভাবিক। ফলে তারা নিজেরাই তাদের দাবির সপক্ষে হাদীস রচনা করে জনসমাজে প্রচার করতে থাকে। মুহাদ্দিসগণ মিথ্যা ও জাল হাদীস রচনার এরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আরো অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন শুরু করলেন।

সাহাবীগণের যুগ থেকেই রাবীগণের ব্যাপারে যাচাই-বাছাই ও সমালোচনার কাজ শুরু হয়ে যায়। যেমন ইব্‌ন আব্বাস (রা) (মৃ. ৬৮/৬৮৭), উবাদাহ্‌ ইব্‌ন সামিত (রা) (মৃ ৩৪/৬৫৪) এবং আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) (মৃ. ৯৩/৭১২) প্রমুখ রাবীগণের সমালোচনা করেছেন বলে বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এ যুগে মিথ্যা হাদীস রচনাকারীদের অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে, তাই এর তেমন

www.pathagar.com

প্রয়োজনও তখন দেখা দেয়নি। তবে এর থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, চোখ বন্ধ করে হাদীস গ্রহণ করার দিন ফুরিয়ে গেছে। এ প্রসংগে সহীহ্ মুসলিমের একটি রিওয়ায়াত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন বশীর ইব্ন কা'ব আল্-আদাবী ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে হাদীস বর্ণনা করতে লাগলেন। 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন' বলে হাদীস বর্ণনা করলেন। মুজাহিদ (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর হাদীসের প্রতি কর্ণপাতও করলেন না এবং তাঁর দিকে তাকালেনও না। তখন বশীর বললেন, হে ইব্ন আব্বাস! কি হলো, আমি আপনাকে আমার হাদীসের প্রতি কর্ণপাত করতে দেখেছি না কেন? আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস শোনাচ্ছি, আর আপনি তা শুনছেন না! ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, এক সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন আমরা শুনতাম কোন ব্যক্তি বলছে, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) একথা বলেছেন' তখনই তাঁর দিকে আমাদের চোখ উঠতো এবং সেদিকে আমরা আমাদের কান লাগিয়ে মন সংযোগ করতাম। কিন্তু যখন লোকেরা কঠিন ও নরম পথে চলা আরম্ভ করেছে,[৮] তখন থেকে আমরা সকলের হাদীস গ্রহণ করি না বরং যাদেরকে আমরা চিনি, শুধু তাদের হাদীসই গ্রহণ করে থাকি।[৯] ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অপর একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

انما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما اذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات -

—"আমরা সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণ করতাম। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হতেই হাদীস সংরক্ষণ করা হতো। কিন্তু যখন তোমরা প্রত্যেক শক্ত ও নরম[১০] পথে চলা আরম্ভ করেছো, তখন তোমাদের সেই মর্যাদা আর থাকল না।"[১১]

সারকথা হলো, হাদীস রিওয়ায়াতে লোকদের এ অবস্থা দেখে মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংরক্ষণের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং এরূপ নিখুঁত মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেন যা দ্বারা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন, তা হলো হাদীসের সাথে সনদ বর্ণনা করাকে আবশ্যক করে দেন। অতঃপর সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীর সার্বিক অবস্থা তথা তাঁর

৮. কঠিন ও নরম পথে চলা অর্থ সত্য-মিথ্যা উভয় প্রকারের হাদীস বর্ণনা করা।

৯. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২।

১০. অর্থাৎ আমরা সাহাবীগণ সকলেই নির্দ্বিধায় নিখুঁত হাদীস বর্ণনাকারী গণ্য হয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তীকালের লোকদের মধ্যে ভাল-মন্দ ও সত্য-মিথ্যা হরেক রকমের হাদীস বর্ণনা করার প্রবণতা দেখা দেয়ায় আমি হাদীস বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছি।

১১. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

বিশ্বস্ততা, আকীদা, দীনদারী, আমল-আখলাক তথা স্বভাব-চরিত্র থেকে শুরু করে তার জীবিকা নির্বাহের সকল উপায়-উপকরণসহ জীবনের প্রতিটি খুঁটি-নাটি বিষয় তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেন। ইমাম মুসলিম (র) (মৃ. ২৬১/৮৭৫) তাঁর সহীহ্ মুসলিমের 'মুকাদ্দিমায়' এবং আত্-তিরমিযী (র) (মৃ. ২৭৯/৮৯২) তাঁর 'আল-ইলাল' গ্রন্থে প্রখ্যাত তাবি'ঈ মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (র) (মৃ. ১১০/৭২৯) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم -

–"এমন এক সময় ছিল যখন লোকেরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো না। কিন্তু পরে যখন ফিতনা দেখা দিলো, তখন লোকেরা হাদীস বর্ণনাকারীদের বললো, তোমরা কোন্ ব্যক্তির নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করছো। আমাদের কাছে তাঁদের নাম বর্ণনা করো। এতে দেখা যাবে তাঁরা আহ্লুস্ সুন্নাহ্ কিনা? যদি তাঁরা এ সম্প্রদায়ের হন তা হলে তাঁদের হাদীস গ্রহণ করা হবে। আর যদি দেখা যায় তারা বিদ'আতী, তাহলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।"[১২]

সনদের গুরুত্ব

হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে সাহাবীগণ যেভাবে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন অনুরূপভাবে তাবি'ঈগণকেও তাঁরা পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। একজন রাবী পুরোপুরি বিশ্বস্ত প্রমাণিত না হলে কখনো তাঁরা তাঁর হাদীস গ্রহণ করতেন না। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম তাঁরা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তা হলো সনদ অনুসন্ধান করা ও তা বিশ্লেষণ করা। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রখ্যাত তাবি'ঈ মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন ঃ

ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

–"নিশ্চয়ই এ ইল্ম (ইলমে হাদীসের সনদ) দীনের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তোমরা কার নিকট থেকে তোমাদের দীন গ্রহণ করছো তা ভাল করে দেখে নাও।"[১৩] সুফইয়ান আস্-সাওরী (র) (মৃ. ৬৬১/৭৭৮) বলেন ঃ

الاسناد سلاح المؤمن فاذا لم يكن معه السلاح فبأئ شيئ يقاتل -

–"সনদ সম্পর্কীয় জ্ঞান হচ্ছে মু'মিনের হাতিয়ারবিশেষ। আর তার নিকট যদি হাতিয়ারই না থাকলো, তবে সে কি দিয়ে শত্রুপক্ষের সাথে মুকাবিলা করবে?"

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

১৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) (মৃ. ১৮১/৭৯৭) বলেন ঃ

الاسناد من الدين ولو لا الاسناد لقال من شاء ما شاء –

–"হাদীসের সনদ বর্ণনা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সনদ বর্ণনার গুরুত্ব না থাকতো, তা হলে যার যা খুশি তাই বলতো।"

তিনি আরো বলেন ঃ

بيننا وبين القوم القوائم يعنى الاسناد -

–"আমাদের ও লোকদের মাঝখানে সনদ হচ্ছে সেতুবন্ধন বা খুঁটি" (খুঁটিবিহীন ঘরের অবস্থা যা, সনদবিহীন হাদীসের অবস্থাও তা)।[১৪]

এ প্রসংগে ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র) (মৃ. ২০৪/৮১৯)-এর উক্তিটিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

مثل الذى يطلب الحديث بلا اسناد كمثل حاطب ليل يحمل حزمة الحطب فيها افعى تلدغه وهو لايدرى -

–"সনদ-সূত্র ও তৎসংক্রান্ত জ্ঞান ব্যতীত যে লোক হাদীস সন্ধান ও গ্রহণ করে, সে ঠিক রাতের অন্ধকারে কাঠ আহরণকারীর মত। সে কাঠের বোঝা বহন করছে, অথচ তার মধ্যে বিষধর সর্প রয়েছে। তা তাকে দংশন করে; কিন্তু সে টেরই পায় না।"[১৫]

মুহাদ্দিসগণের এসব উক্তি থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইল্‌মে হাদীসের ক্ষেত্রে সনদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ কথা বিবেচনা করেই আমাদের মুহাদ্দিসগণ রাবীগণের পূর্ণাঙ্গ জীবন-বৃত্তান্ত সম্বলিত গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু করে দেন। এর ফলে 'রিজাল শাস্ত্র' এবং 'জারহ্ ও তা'দীল'-এর ন্যায় নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কৃত হয়। আর এর বদৌলতে ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে এমন এক মানদণ্ড রচিত হয় যার মাধ্যমে সহীহ্ এবং গায়র সহীহ্ হাদীসের পার্থক্য নিরূপণ করা অতি সহজ হয়ে যায়।

বিচার-বিশ্লেষণ ও সমালোচনার সর্বোচ্চ মানদণ্ড

সাহাবীগণের যুগের পরে রাবীগণের যাচাই-বাছাই ও সমালোচনার কাজ ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। তাবি'ঈগণের মধ্যে সা'ঈদ ইব্‌ন আল-মুসাইয়্যিব (র) (মৃ ৯৪/৭১৩), আমির ইব্‌ন শুরাহ্‌বীল (র), আশ্-শা'বী (র) (মৃ. ১০৪/৭২৩), শু'বা ইব্‌নুল হাজ্জাজ (র) (মৃ. ১৬০/৭৭৭) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র) (১১০/৭২৯) প্রমুখ রাবীগণের সমালোচনা করেছেন। রাবীগণের যাচাই-বাছাই ও

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮।

১৫. মাওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭২।

www.pathagar.com

সমালোচনার ক্ষেত্রে আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে কি পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করেছেন নিম্নোক্ত উদাহরণ থেকে তা অনুমান করা যায়। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শু'বা ইব্নুল হাজ্জাজ (র) (মৃ.১৬০/৭৭৭) আবূ ইসহাক থেকে একটি হাদীস শুনেছিলেন। হাদীসটি এই ঃ

من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل المسجد فصلى ركعتين واستغفر الله غفر الله له ـ

—"কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকা'আত নামায আদায় করে মাগফিরাত কামনা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন।"

এ হাদীসটি শুনে তিনি আবূ ইসহাককে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, উকবাহ্ (র) থেকে আব্দুল্লাহ ইব্ন আতা (র) এ সূত্রে আমি হাদীসটি অবগত হয়েছি। শু'বা (র) পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আতা কি উকবাহ থেকে শুনেছে? এরূপ সমালোচনা করাতে আবূ ইসহাক একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তখন সে মজলিসে মিস'আর নামে অপর এক মুহাদ্দিস উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আপনি একেবারে শায়খকে অসন্তুষ্ট করে দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আতা (র) মক্কায় আছেন। অতঃপর শু'বা (র) হাদীসটি যাচাই করার জন্য মক্কায় চলে গেলেন। তিনি সেখানে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আতা (র)-এর সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নিকট এ হাদীসটি কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, সা'দ ইব্ন ইবরাহীম মালিক ইব্ন আনাস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। সম্ভবত তিনি মদীনায় থাকেন। এ কথা শু'বা (র) মক্কা থেকে মদীনায় চলে গিয়ে সা'দের সাথে সাক্ষাত করলেন। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নিকট এ হাদীসটি কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, যিয়াদ ইব্ন মাখরাক। যিয়াদ ইব্ন মাখরাক তখন বসরায় বসবাস করতেন। একথা শুনে শু'বা (র) বসরা রওয়ানা হয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি যিয়াদ ইব্ন মাখরাক-এর সাথে সাক্ষাত্ করে এ হাদীসের রাবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নিকট এ হাদীসটি কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, সেটা আপনার জানার দরকার নেই। আপনি তার হাদীস গ্রহণ করবেন না। বারবার পীড়াপীড়ি করার পর তিনি বললেন ঃ

حدثنى شهر بن حوشب عن ابى ريحانة عن عقبة ـ

—"আমার নিকট বর্ণনা করেছেন শাহর ইব্ন হাওশাব। তিনি রিওয়ায়াত করেছেন আবী রাইহানা থেকে, তিনি উকবাহ্ থেকে।"

যিয়াদ ইব্ন মাখরাক যখন শাহর ইব্ন হাওশাব-এর নাম উল্লেখ করলেন, তখনই শু'বা (র) (মৃ. ১৬০/৭৭৭) বলে উঠলেন ঃ دمر على هذا الحديث —"এ

হাদীসটি তো আমাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছিল।" কেননা হাদীসটি সহীহ্ হলে আমি আমার ছেলে-সন্তান ও ধন-দৌলত সবকিছুই কুরবান করে দিতাম। খতীব আল্-বাগদাদী (র) (মৃ ৪৬৩/১০৭০) তাঁর 'আল্-কিফায়া' গ্রন্থে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।[১৬]

এখানে বিচার্য বিষয় হলো, ইমাম শু'বা (র) (মৃ. ১৬০/৭৭৭) একটি হাদীসের সনদ যাচাই ও তার বিশুদ্ধতা নিরূপণের জন্য বাগদাদ থেকে মক্কা, অতঃপর মক্কা থেকে মদীনা আবার মদীনা থেকে বসরা এবং পুনরায় বসরা থেকে বাগদাদ পর্যন্ত হাজার হাজার মাইল দূরত্বের পথ সফর করেছেন। আর এটা তখনকার কথা যখন উট এবং খচ্চর ছাড়া যানবাহনের আর কোন উপায় ছিল না। তা হলে এবার চিন্তা করে দেখুন! এত হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে কত সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল এবং এ জন্য সফরের কত ঝামেলা ও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। এত কিছু করার পর জানা গেল যে, সনদের মাঝে একজন অবিশ্বস্ত ও অনির্ভরযোগ্য রাবী আছেন, সে কারণে রিওয়ায়াতটি অনির্ভরযোগ্য গণ্য হয়।

হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের জন্য এরূপ মানদণ্ডও রচনা করা হয় যে, কোন রাবীর বর্ণিত হাদীস তার চেয়েও অধিক সিকাহ্ (নির্ভরযোগ্য) রাবীর হাদীসের সাথে তুলনা করা হবে। ঐ হাদীস যদি এ নির্ভরযোগ্য রাবী হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে তা গ্রহণ করা হবে, অন্যথায় বর্জন করা হবে। এ নিয়ম ও মূলনীতির আলোকে মুহাদ্দিসগণ জাল ও য'ঈফ হাদীসসমূহ সহীহ হাদীস থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে ফেলেছেন।

হাদীস, ইতিহাস ও সীরাতের পার্থক্য

নবী করীম (সা)-এর হাদীস তথা বাণী ও কর্ম যে সকল সাহাবী শুনেছেন ও দেখেছেন, তাঁদের কাছে তা ছিল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অর্পিত এক পবিত্রতম আমানত, যা উম্মাতের কাছে হুবহু পৌঁছে দেয়া ছিল তাঁদের সুমহান দায়িত্ব। কেননা সাহাবীগণের প্রতি নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ ছিল ঃ بلغوا عني ولو اية

—"আমার একটিমাত্র বাণী হলেও তা উম্মাতের কাছে পৌঁছে দিও।"

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি আরো পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন ঃ

فليبلغ الشاهد الغائب

—"উপস্থিত জনতা অনুপস্থিত লোকদের নিকট আমার কথা পৌঁছে দিও।"[১৭] রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ লাভের পর কোন সাহাবীর পক্ষে কি সম্ভব ছিল তাঁর

১৬. আসীর আদরাবী ঃ **'ফান্ন আসমা'উর্ রিজাল'** (দেওবন্দ ঃ দারুল মু'আল্লিফীন, ১৯৮৮) পৃ. ৩৩-৩৪।

১৭. আল-বুখারী, ১ম খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

www.pathagar.com

প্রিয়তম রাসূল (সা)-এর হাদীস তথা বাণী ও কর্মের সংরক্ষণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য করা? তাছাড়া সাহাবীগণ নবী করীম (সা)-কে তাঁদের জীবনের চেয়েও অধিক ভালবাসতেন। এ প্রসংগে কুরায়শ সেনাপতি আবূ সুফইয়ানের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি অমুসলিম থাকা অবস্থায় আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর আগে খুবাইব (রা)-এর শূলে ঝুলন্ত ও তীর ঝাঁঝরা দেহকে সামনে রেখে বলেছিলেনঃ

والله ما رأيت احدا يحب كما يحب اصحاب محمد محمدا -

–"আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা)-এর সাথীগণ তাঁকে যেমন ভালবাসেন তেমনভাবে কেউ কাউকে ভালবাসতে আমি দেখিনি।"

শূলে ঝুলন্ত খুবাইব (রা)-এর কাছে ওরা জানতে চেয়েছিল ঃ

اتحب ان محمدا مكانك وانت سليم معافى فى اهلك ؟

–"তুমি কি চাইবে যে, মুহাম্মদ (সা) তোমার এখানে আসুন আর তুমি নিরাপদে বাড়ি ফিরে যাও।"

তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্র কসম! পুত্র-পরিজনের মাঝে দুনিয়ার যাবতীয় সুখ-সম্পদ আমি ভোগ করবো, আর আল্লাহ্র রাসূলের পায়ে সামান্য একটি কাঁটা ফুটবে, তাও আমার বরদাশ্ত হবে না।[১৮]

এমন প্রেম-পাগল সাহাবীগণ তাঁদের প্রিয় নবীর বাণী ও শিক্ষার প্রচার ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সামান্যতম অবহেলা করবেন, তা কি কল্পনা করাও সম্ভব?

মোট কথা হাদীসে রাসূলকে প্রাণপ্রিয় সম্পদরূপে সংরক্ষণ ও প্রচারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সাহাবীগণের অভাবনীয় নবীপ্রেমই ছিল যথেষ্ট। সেই সাথে জারী হলো রাসূলের সুস্পষ্ট নির্দেশ। সুতরাং পরবর্তী অবস্থা কল্পনা করুন, লক্ষ সাহাবীর জামা'আত একজন মাত্র 'মানবের' বাণী ও কর্ম সংরক্ষণ ও প্রচারকল্পে কেমন নযীরবিহীন ত্যাগ, সাধনা ও কুরবানী পেশ করেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, রাসূলে আকরাম (সা) ছাড়া আর কোন মানব সন্তানের জন্য– যত বিশাল প্রতিভা ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারীই তিনি হোন, এমন অবস্থা কল্পনা করাই সম্ভব নয় যে, নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীগণ তাঁর প্রতিটি 'আচরণ ও উচ্চারণ' সুগভীর প্রেম ও ভক্তির সাথে গ্রহণ, সংরক্ষণ ও আগামী প্রজন্মের হাতে অর্পণের মহাসাধনায় জান-মাল কুরবান করে দেবে। জাতিবর্গের উত্থান-পতন, মহামানবগণের জীবন-চরিত এবং কালের দুর্যোগ-মহাদুর্যোগের ঘটনাবলীতে মানুষের চিত্তাকর্ষণের খোরাক আছে সন্দেহ নেই কিন্তু কার এত গরয হবে যে, এর সংরক্ষণ ও প্রচারকর্মে জীবন-যৌবন উৎসর্গ করে সকল স্বপ্নসাধ বিসর্জন দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্রেম ও পুণ্যের অনন্ত আকর্ষণ ছাড়া এটা অসম্ভব ও অকল্পনীয়।

১৮. মুহাম্মাদ শফী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

সার কথা হলো, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার এটাই মঞ্জুর ছিলো যে, আহকাম ও আকাইদের ক্ষেত্রে হাদীসে রাসূল হবে শরী'আতের দলীল ও প্রমাণ এবং পবিত্র কুরআনের বাস্তব রূপ, সেহেতু তা সংরক্ষণের প্রথম উপায় হিসেবে সাহাবীগণের অন্তরে তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন নবী-প্রেম ও নবী-আনুগত্যের অকল্পনীয় আবেগ ও জযবা, যা পৃথিবীর অপর কোন ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ইতিহাস ও ঐতিহাসিক বর্ণনা কোনক্রমেই হাদীস বর্ণনার সমতুল্য মর্যাদা ও অবস্থান দাবি করতে পারে না।

পৃথিবীতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব সমাজের সকল স্তরে রিসালাতের বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার আসমানী নির্দেশ ছিল আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি। আর এ নির্দেশ পালন সহজ-সম্ভব করে তোলারই একটি কুদরতী ব্যবস্থা ছিল নবী-প্রেমে মাতোয়ারা সাহাবীগণের মুকাদ্দাস জামা'আত। সে সাথে মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত নববী প্রজ্ঞার আলোকে একটি আইনগত ব্যবস্থাও গড়ে তুলেছিলেন আল্লাহ্র রাসূল (সা)। অর্থাৎ একদিকে সাহাবীগণের প্রতি বাধ্যতামূলক আদেশ জারী হলো আগামী উম্মাতের কাছে প্রতিটি হাদীসে রাসূল অক্ষুণ্ণ অবস্থায় পৌঁছে দেয়ার, অন্যদিকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাণী ও বক্তব্যের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে জাল ও মিথ্যার অনুপ্রবেশের যে আশংকা দেখা দেয়, তা রোধ করার জন্য উচ্চারিত হলো কঠিনতম হুশিয়ার বাণী ঃ

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

-"যে জেনেশুনে আমার নামে মিথ্যা প্রচার করবে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।"[১৯]

এ কঠোর হুশিয়ার বাণী সাহাবীগণকে ও পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণকে এমন সতর্ক ও সংযমী করে দিলো যে, সূক্ষ্মতম বিচার-বিশ্লেষণের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হাদীস বর্ণনার সময়ও তাঁরা ভয়ে কম্পমান হতেন। পরবর্তী যুগে অধ্যায় ও শিরোনামভিত্তিক হাদীস সংকলনকালে মুহাদ্দিসগণ লিপি ও স্মৃতিতে সংরক্ষিত লক্ষ-লক্ষ হাদীস থেকে মাত্র কয়েক হাজার হাদীস নিজ নিজ সংকলনে স্থান দিয়েছিলেন। এমনই সুকঠিন ছিল তাঁদের বিচার-বিশ্লেষণের মানদণ্ড।

এভাবে কুদরতী ব্যবস্থা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ নববী ব্যবস্থার ছত্রচ্ছায়ায় অনন্য সাধারণ সতর্কতায় প্রস্তুত 'হাদীস সংকলন' পবিত্র কুরআনের পর শরী'আতের দ্বিতীয় উৎসের মর্যাদায় অভিষিক্ত হলো। পক্ষান্তরে পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাসের ক্ষেত্রে মর্যাদার এ অত্যুচ্চ আসন কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কেননা প্রথমত সাধারণ ঘটনাবলী সংরক্ষণ ও প্রচারের সাধনায় উদ্বুদ্ধ করার মত কোন 'মহাউদ্দীপক' শক্তি এতে বিদ্যমান নেই। দ্বিতীয়ত হাদীস সংকলনের সুকঠিন মানদণ্ড ইতিহাস সংকলনের ক্ষেত্রেও যদি গ্রহণ

১৯. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

www.pathagar.com

করা হতো, তা হলে হাদীস সংকলনের তিন লাখে চার হাজারের 'অনুপাত' ইতিহাস সংকলনের ক্ষেত্রে নির্ঘাত তিন লাখে চারশ'তে নেমে আসতো। এভাবে ইতিহাসের শতকরা নিরানব্বই ভাগ বর্ণনাই ধুয়েমুছে বিলীন হয়ে যেতো এবং ইতিহাসের কল্যাণ ও উপকারিতা থেকে মানব জাতি বঞ্চিত হয়ে যেতো।

এ জন্যই দেখা যায় যে, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যে সব রাবী দুর্বল বা মিথ্যাবাদী বলে হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁরাই আবার তাঁদের কাছে সাদরে গৃহীত হয়েছেন। হাদীসের ইমামগণ আল-ওয়াকিদী (র), সাইফ ইব্‌ন আমর (র) প্রমুখের নাম শুনতে পর্যন্ত রাযী নন। অথচ গাযওয়া ও সীরাত বিষয়ক ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁরা নিঃসংকোচে তাঁদের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ইমাম আল-বুখারী (র) (মৃ. ২৫৬/৮৭০) হাদীস রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাককে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন না কিন্তু গাযওয়া (যুদ্ধ-বিগ্রহ) সংক্রান্ত অধ্যায়ে তিনি তাঁর রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন।

সার কথা এই যে, ইতিহাস যেহেতু আহ্‌কাম ও আকাইদ জাতীয় শরী'আতী বিষয় আলোচনার ক্ষেত্র নয়, সেহেতু নির্বিচারে সহীহ্ ও য'ঈফ সকল বর্ণনা গ্রহণ সেখানে দূষণীয় কিছু নয়। কেননা ইতিহাস শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য অর্জনের পথে তা অন্তরায় নয়। এ কথা সত্য যে, রিজাল শাস্ত্রের বরেণ্য ইমামগণ ইতিহাস সংকলনের ক্ষেত্রে ইসলাম-পূর্ব যুগের ভিত্তিহীন গল্প-কাহিনীর পরিবর্তে ইসলামী বর্ণনা রীতির আলোকে সনদ-সূত্র অনুসরণ করে থাকেন। যার ফলে বিশুদ্ধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার বিচারে বিশ্ব ইতিহাসের মাঝে ইসলামী ইতিহাস এক অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। তবে এটাও বাস্তব সত্য যে, সীরাত ও ইতিহাসের সনদের ক্ষেত্রে তাঁরা হাদীস শাস্ত্রের ন্যায় কঠিন বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োগ করেননি। কেননা আগেই বলা হয়েছে যে, এ ধরনের কঠোর বিচার পদ্ধতি প্রয়োগ করলে সীরাত ও ইতিহাসের সিংহভাগই মুছে যেতো দুনিয়ার বুক থেকে এবং সীরাত তথা ইতিহাস থেকে শিক্ষা, উপদেশ ও অভিজ্ঞতা আহরণের মূল উদ্দেশ্য থেকেই মানব সভ্যতা বঞ্চিত হতো। তাছাড়া ইসলামী আহ্‌কাম ও আকাইদের কোন সম্পর্ক নেই বিধায় এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতাবলম্বনের প্রয়োজনও ছিল না। ইতিহাস ও সীরাত সংকলনে এসে হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণের ব্যতিক্রমধর্মী উদারনীতি গ্রহণের এটাই হলো মূল রহস্য। বিষয়টি তাঁরা নিজেরাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরেছেন। ইল্‌মে হাদীসের প্রখ্যাত ইমাম ইব্‌নুস সালাহ (র) 'উলূমুল হাদীস' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

وغالب على الاخباريين الاكثار والتخليط فيما يرونه -

—"শুদ্ধাশুদ্ধ সকল প্রকার বর্ণনার মিশ্র সমাবেশ ঘটিয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করাই হলো ঐতিহাসিকগণের প্রধান রীতি।"

www.pathagar.com

'আত্-তাদরীব' গ্রন্থে জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) (জ. ৮৪৯/১৪৪৫- মৃ. ৯১১/১৫০৫)-ও একই মন্তব্য করেছেন। ইমাম আস্-সাখাবী (র) (মৃ. ৯০২/১৪৯৭)-এর বক্তব্যও অনুরূপ।[২০] এখানে আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) (জ. ৭০০/১২৯৯- মৃ. ৭৭৪/১৩৭৩)-এর উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ এ ইমাম রিজাল সমালোচক হিসেবেও সমান খ্যাতির অধিকারী। সনদের যাচাই-বাছাই ও বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে। এতদসত্ত্বেও জগদ্বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'আল-বিদায়া' সংকলনে তিনি কিন্তু তা ধরে রাখেননি। আল-বিদায়ার কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর নিজেরই মন্তব্য হলো– এ বর্ণনার বিশুদ্ধতায় আমি সন্দিহান, তবে আমার পূর্বসূরী ইব্ন জারীর (র) (জ. ২২৪/৮৩৯- মৃ. ৩১০/৯২৩) ও অন্যান্যরা তা গ্রহণ করে আসছেন বলে আমিও গ্রহণ করলাম। তাঁরা যদি এড়িয়ে যেতেন, তাহলে আমিও এড়িয়ে যেতাম।[২১]

বলাই বাহুল্য যে, হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে কিন্তু 'অমুক পূর্ববর্তী বুযর্গ গ্রহণ করেছেন বলে সন্দিহান অবস্থায়ও আমাকে গ্রহণ করতে হলো।' এ ধরনের উদার নীতি অনুসরণ করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না। ইতিহাসের নিজস্ব প্রকৃতি ও স্বভাবধারার কারণেই ইব্ন কাসীর (র) এমন উদার নীতি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। বহু ক্ষেত্রে আবার 'আল-বিদায়ার' লেখক ইব্ন কাসীর (র) বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক আত্-তাবারী (র)-এর বর্ণনা নাকচ করে দিয়েছেন। সুতরাং সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, শীর্ষস্থানীয় রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণও ইতিহাসের বিচার-বিশ্লেষণ ও সমালোচনা-পর্যালোচনার ভার আগামী বিদগ্ধ গবেষকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে বিষয় সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বর্ণনার সমগ্র সমাবেশ ঘটানোই সমীচীন মনে করেছেন। এটা কিন্তু 'একজন ইব্ন কাসীরের' অজ্ঞাত ভুল নয়, বরং সকল শাস্ত্রীয় ইমামের সচেতন ও সজ্ঞান আচরণ। দোষ বা গুণ যাই বলুন, নির্বিচারে সবল-দুর্বল সকল বর্ণনার অবাধ সংকলন ইতিহাসের অবকাঠামো রক্ষার জন্যই যরুরী ছিল। ইতিহাসের এটা বিকৃতি নয়, প্রকৃতি।

কেননা তাঁদের ভাল করেই জানা ছিল যে, সাধারণ ইতিহাস শরী'আতের আহ্কাম ও আকাইদ প্রমাণের জন্য নয়, বরং শিক্ষা, উপদেশ ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য। আর সেটা সনদের বিচার-বিশ্লেষণ ও সমালোচনা-পর্যালোচনা ছাড়াই হতে পারে। তবে কেউ যদি আহ্কাম ও আকাইদ সম্পর্কিত কোন বিষয়ের অনুকূলে ইতিহাসের বর্ণনাকে প্রমাণরূপে ব্যবহার করতে চান তা হলে নিজ দায়িত্বেই সেখানেও তাঁকে হাদীস শাস্ত্রের অনুসৃত 'বিচার-পদ্ধতি' প্রয়োগ করতে হবে।

২০. মুহাম্মাদ শফী' ঃ **'মাকামুস্ সাহাবা'**, ১ম সং, (আরবী অনুবাদ, ১৯৮৯), পৃ. ৩৯।

২১. ইব্ন কাসীর ঃ **আল্-বিদায়া**, ৮ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

www.pathagar.com

'হাদীসের অমুক ইমাম তাঁর ইতিহাস সংকলনে বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন'- শুধু এ যুক্তিতে নিজস্ব বিচার পর্যালোচনার দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোনই অবকাশ নেই।

মুসলিম উম্মাহ্‌র সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলিম ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) (মৃ. ৯১১/১৫০৫)-এর জ্ঞান-অবদান ইসলামী শরী'আতের সকল শাখাতেই পরিব্যাপ্ত। তদ্রূপ তাঁর তাকওয়া ও ধার্মিকতাও সর্বজন স্বীকৃত। অথচ আস্-সুয়ূতী (র)-এর চিকিৎসা গ্রন্থ 'কিতাবুর রাহ্‌মাহ্ ফিত্-তিব্ব ওয়াল হিকমাহ' গ্রন্থটি খুলে দেখুন, বিভিন্ন রোগে তাঁর প্রদত্ত বিভিন্ন ব্যবস্থাপত্রে বেশ কিছু হারাম বস্তুও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এখন এ গ্রন্থের রেফারেন্সে কেউ যদি দাবি করেন যে, ইমাম আস্-সুয়ূতী (র) উক্ত হারাম বস্তুগুলো হালাল মনে করেন, তা হলে কোন সুস্থ বিবেক কি তা মেনে নেবে? ফিক্‌হ শাস্ত্রের অন্যান্য ইমামগণের চিকিৎসা গ্রন্থেও বিভিন্ন হারাম বস্তুর ঔষধিগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি এবং রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রক্ত, পেশাব, পায়খানা ইত্যাদির ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু অপ্রাসংগিক বিধায় হারাম-হালাল বা পাক-নাপাক ইত্যাদি ফিক্‌হ শাস্ত্রীয় আলোচনার অবতারণা সেখানে করা হয়নি। এখন কেউ যদি চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে হারামকে হালাল প্রমাণ করতে চান, তা হলে সেটা হবে তার মারাত্মক ভুল। চিকিৎসা শাস্ত্রে হারাম-হালাল বা পাক-নাপাকের কথা না বলে শুধু গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি আলোচনা করেছেন বলে ইমামগণের দোষ দেয়া চলে না। কেননা গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতিই হলো চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। পক্ষান্তরে হালাল-হারাম ও পাক-নাপাকের আলোচনা ক্ষেত্র হলো ফিক্‌হ শাস্ত্র এবং ইমামগণ যথারীতি সেখানে সে আলোচনা করেছেন। দোষ সেই ব্যক্তির, যিনি বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে ফিক্‌হ গ্রন্থের পরিবর্তে চিকিৎসা গ্রন্থে হালাল-হারামের মাসআলা খুঁজতে চান।

সুতরাং হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ ও তা যাচাই-বাছাই-এর মূলনীতি এবং নিয়ম-কানুন ও ইল্‌মে হাদীস তথা 'রিজাল শাস্ত্র' এবং 'জারহ্ ও তা'দীল'-এর গ্রন্থাবলী থেকে গ্রহণ করতে হবে; ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থ থেকে নয়। ইতিহাসের ন্যায় সীরাতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ হাদীস রিওয়ায়াতে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং রাবীগণের ব্যাপারে যেভাবে যাচাই-বাছাই ও সমালোচনা করা হয়েছে, সীরাতের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। বিশেষত হাদীস রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ যে কঠোর শর্তারোপ করেছেন, সীরাতকারগণ তা করেননি। যেমন ইমাম বুখারী (র) ও মুসলিম (র) হাদীস সংকলনের ব্যাপারে এরূপ শর্তারোপ করেছেন যে, বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত ছাড়া কোন দুর্বল রিওয়ায়াতই তাঁরা গ্রন্থাবদ্ধ করবেন না। পক্ষান্তরে আজ পর্যন্ত কোন সীরাতকারই গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যাপারে এরূপ শর্তারোপ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এ ক্ষেত্রে এ কথা বলাই

www.pathagar.com

যথার্থ যে, আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধতার নিরিখে কোন সীরাত গ্রন্থই প্রণীত হয়নি।[২২] এ বিরাট ব্যবধানের কারণেই 'সীরাত' গ্রন্থের মর্যাদা ও স্থান হাদীস গ্রন্থের অনুরূপ নয়।[২৩]

হাদীস সংকলন সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা ও তার জবাব

হাদীস সংকলন সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা অনেকের মধ্যেই বদ্ধমূল হয়ে আছে। ইসলামের-শত্রুগণ একে হাদীসের অপ্রামাণিকতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে একটি যুক্তি হিসেবে পেশ করে থাকে। তা এই যে, নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় হাদীস লিপিবদ্ধ হয়নি, হয়েছে তাঁর ইন্তিকালের অনেক পরে। অর্থাৎ সাহাবা, তাবি'ঈন ও তাবে-'তাবি'ঈনের যুগ পর্যন্ত হাদীস শুধু মৌখিক বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং প্রায় এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত হাদীস লিপিবদ্ধ হয়নি। এখন মুসলমানদের নিকট হাদীসের যে গ্রন্থাবলী রয়েছে, তা তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হয়েছে। সুতরাং তাদের মতে হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। এ ধারণাটি যেমনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তেমনি এর অসারতাও প্রমাণিত হয়েছে। ড. মুস্তাফা আল-আ'যামী তাঁর 'দিরাসাতু ফিল হাদীসিন্ নাবাবী' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, এ ধারণা আদৌ সঠিক নয়, বরং এটা শত্রুদের অপপ্রচার ও মিথ্যা রটনা মাত্র। এমন কি এ গ্রন্থে তিনি সাহাবী, তাবি'ঈ এবং তাবে-তাবি'ঈগণের মধ্যে যাঁরা হাদীস লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা পর্যন্ত উল্লেখ করে দিয়েছেন। যেমন সাহাবীগণের মধ্যে ৫২ জন সাহাবী হাদীস লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ তাবি'ঈগণের মধ্যে ৯৯ জনের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় যাঁরা হাদীস লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষে এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনাতে বয়োকনিষ্ঠ তাবি'ঈ এবং তাবে-তাবি'ঈগণের মধ্যে ২৫২ জনের নাম পাওয়া যায় যাঁদের নিকট হাদীসের লিখিত পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল। এভাবে সাহাবী, তাবি'ঈ এবং তাবে-তাবি'ঈন মিলে ৪০৩ জন রাবীর নাম পাওয়া যায়, যাঁরা হাদীস লিখতেন এবং লিখিত পাণ্ডুলিপি নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করে রাখতেন। শুধু তাই নয়, এ ৪০৩ জন শায়খ হতে আবার তাঁদের ছাত্ররা পাণ্ডুলিপি তৈরি করে নিয়েছেন, তার প্রমাণও ইতিহাসে পাওয়া যায়। এমনকি আরো সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের পর দেখা গিয়েছে যে, কোন কোন পাণ্ডুলিপি হতে সাত-আট, কোনটা হতে দশ-বার আবার কোনটা হতে পনের-ষোলটি

২২. শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নদবী, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

২৩. অর্থাৎ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে যতটা যাচাই-বাছাই ও বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সীরাতের ক্ষেত্রে ততটাও করা হয়নি। আবার সীরাতের ক্ষেত্রে যতটা করা হয়েছে, সাধারণ ইতিহাসের ক্ষেত্রে ততটা করা হয়নি।

www.pathagar.com

পাণ্ডুলিপিও তৈরি করা হয়েছে। আর এসব পাণ্ডুলিপি রচনাকারীগণের নামও ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। প্রতি পাণ্ডুলিপি হতে নকলকারীগণের সংখ্যা যদি গড়ে দশজনও ধরা হয়, তা হলে দৃঢ়তার সাথে একথা বলা যায় যে, প্রথম শতাব্দী থেকে শুরু করে দ্বিতীয় শতাব্দীর সমাপ্তি পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার হাদীসের পাণ্ডুলিপি মুসলিম বিশ্বে বিদ্যমান ছিল। এর ঐতিহাসিক সত্যতা অনস্বীকার্য।[২৪] অবশ্য সরকারীভাবে হাদীস সংকলনের কাজ শুরু হয় হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) (মৃ.১০১/৭২০)-এর নির্দেশক্রমে। তাঁরই নির্দেশে ইমাম আয্-যুহরী (র) (মৃ. ১২৪/৭৪২) সর্ব প্রথম গ্রন্থাকারে হাদীস সংকলন করেন।

য'ঈফ ও সিকাহ্ রাবীগণের চিহ্নিতকরণ

রিজাল শাস্ত্রের আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা এ জন্য দেখা দেয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রাবীগণের পূর্ণাঙ্গ জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত হওয়া না যায়, ততক্ষণ তাঁদের সিকাহ্ অথবা গায়র সিকাহ্ হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কোন ফয়সালা করা সম্ভব নয়। এ কারণেই আমাদের মুহাদ্দিসগণ মুসলিম বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল সফর করে সেখানকার নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ তথ্যানুযায়ী হাজার হাজার রাবীর পূর্ণাঙ্গ জীবন-বৃত্তান্ত সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করে তা রিজাল শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করেন।

এ বিষয়ের গ্রন্থাবলীকে প্রথমে তারীখ বা ইতিহাস গ্রন্থ[২৫] নামে অভিহিত করা হয়। পরবর্তীতে এর নামকরণ করা হয় 'আসমা'উর রিজাল' বা রিজাল শাস্ত্র। অবশ্য পরবর্তীকালে মুহাদ্দিসগণ যখন এ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন শুরু করেন, তখন এতে কিছু পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা রাবীর জীবনী লিখার সাথে সাথে তাঁর সম্পর্কে 'জারহ্ ও তা'দীল'-এর ইমামগণের বিভিন্ন উক্তিও সংযোজন করেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিজস্ব অভিমতও ব্যক্ত করেন। আসলে 'আসমা'উর রিজাল' এবং 'জারহ্ ও তা'দীল' দু'টি স্বতন্ত্র বিষয় হলেও এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। একটি অপরটির পরিপূরক। কেননা রাবীর পূর্ণাঙ্গ জীবনী সম্পর্কে অবহিত হওয়া না গেলে তাঁর সম্পর্কে সঠিক ফয়সালা করা যায় না। রাবীর সার্বিক অবস্থার সম্পর্ক হলো রিজাল শাস্ত্রের সাথে। আর তাঁর সম্পর্কে যে অভিমত[২৬] করা হয়, সেটির সম্পর্ক হলো 'জারহ্ ও তা'দীল'-এর সাথে। এ কারণে মুহাদ্দিসগণ পরবর্তীতে এ দু'টি বিষয়কে একত্রিত

২৪. দলীল-প্রমাণসহ এর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন ঃ মুস্তাফা আল্ আয'মী ঃ **'দিরাসাতু ফিল হাদীসিন্ নাবাবী'** ১ম খ., (বৈরুত ঃ তা. বি.). পৃ. ৯২-৩২৫।

২৫. এটি হলো রাবীগণের জীবনী সম্বলিত তারীখ বা ইতিহাস গ্রন্থ। বর্তমান প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থ নয়।

২৬. যেমন রাবী য'ঈফ কিংবা সিকাহ্ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

করে দিয়েছেন। ফলে বর্তমানে ইল্‌মে হাদীস অন্বেষণকারীগণের জন্য এর থেকে ফায়দা হাসিল করা অধিকতর সহজ হয়েছে। ইমাম আয্‌-যাহাবী (র) (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮) এবং হাফিয ইব্‌ন হাজার (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮) প্রমুখের গ্রন্থাবলী এভাবেই প্রণীত হয়েছে। সিকাহ্‌ এবং য'ঈফ রাবীগণকে চিহ্নিত করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে বিরাট-বিরাট গ্রন্থ প্রণীত হয়। যেমন য'ঈফ রাবীগণের জীবনীর ওপর ইমাম আল্‌-বুখারী (র) (মৃ. ২৫৬/৮৭০), আন্‌-নাসা'ঈ (র) (জ. ২১৫/৮৩০-মৃ. ৩০৩/৯১৫), আল্‌-উকাইলী (র) (মৃ. ৩২২/৯৩৪), ইব্‌ন হিব্বান (র) (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫) এবং আয্‌-যাহাবী (র) (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮) ও ইব্‌ন হাজার (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮) প্রমুখ কর্তৃক রচিত হয় 'কিতাবুয্‌-যু'আফা'। আবার সিকাহ্‌ রাবীগণের জীবনীর উপরও স্বতন্ত্রভাবে বিরাট-বিরাট গ্রন্থ রচিত হয়। যেমন ইব্‌ন হিব্বান (র)-এর 'কিতাবুস্‌ সিকাত্‌' এবং আয্‌-যাহাবী (র)-এর 'তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায' ইত্যাদি।

রাবীগণের সমালোচনা করা অথবা দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা কি গীবতের অন্তর্ভুক্ত?

রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে নিঃসংকোচে রাবীগণের সমালোচনা ও দোষ-গুণ পর্যালোচনা করেছেন। একে তাঁরা তাঁদের ওপর অর্পিত দীনী দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কাউকেই পরোয়া করেননি। কোন সমালোচনাকারীর সমালোচনাই তাঁদের লেখনীর ধারা স্তব্ধ করতে পারেনি। 'জারহ্‌ ও তা'দীল'-এর ইমামগণ যখন জাল বা মিথ্যা হাদীস রচনাকারীদেরকে মিথ্যাবাদী, (كاذب), চরম মিথ্যাবাদী (كذّاب), হাদীস জালকারী (وضّاع) এবং দাজ্জাল (دجّال) ও যিন্দীক (زنديق) প্রভৃতি নামে বিশেষিত করেন, তখন কিছু কিছু লোক রাবীগণের এরূপ সমালোচনা করা ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করাকে গীবতচর্চা বলে আপত্তি করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা রাবীগণের সমালোচনা ও চরিত-বিশ্লেষণের শরী'আতী সীমারেখা লংঘন এবং অকারণ দোষচর্চার ক্ষেত্রেই শুধু এ কথা প্রযোজ্য। অবশ্য সমালোচনার বস্তুনিষ্ঠতা ও ন্যায়-নির্ভরতা ক্ষুণ্ন হলে তাও দূষণীয় সন্দেহ নেই কিন্তু বিশুদ্ধ নিয়্যাতে সনদের বস্তুনিষ্ঠ ও ন্যায়-নির্ভর বিশ্লেষণ ও সমালোচনার ক্ষেত্রে গীবতের আপত্তি উত্থাপনের কোন অবকাশ নেই। কেননা রাবীগণের জীবন চরিতের প্রয়োজনীয় বিচার-বিশ্লেষণ ও সমালোচনা-পর্যালোচনা ছাড়া তো হাদীস সংকলনের নির্ভরযোগ্যতাই অক্ষুণ্ন থাকতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন নেক বান্দা যখন হাদীসে রাসূল (সা)-এর হিফাযতের নিয়্যাতে প্রয়োজনের সীমারেখায় থেকে কোন রাবীর ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়-নির্ভর

www.pathagar.com

সমালোচনা করেন, তখন তিনি মূলত হাদীসে রাসূল (সা)-এর হক আদায় করে থাকেন মাত্র।

রিজাল শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল্-কাত্তান (র) (মৃ. ১৯৮/৮১৪)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, সনদ বিশ্লেষণকালে কারো দোষচর্চা করতে আপনার মনে ভয় জাগে না যে, কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহ্ পাকের দরবারে অভিযোগ দায়ের করবে? তিনি বললেন, সে পরোয়া আমি করি না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিয়ামতে যদি আমাকে এই বলে পাকড়াও করে বসেন যে, আমার হাদীসে হস্তক্ষেপকারীদের মুখোস তুমি উন্মোচন করে দাওনি কেন? তখন আমি কি কৈফিয়ত দেবো?[২৭] এভাবে ইমাম আহমাদ (র)-এর একটি ঘটনাও পাওয়া যায়। রাবীগণের সম্পর্কে তাঁর সমালোচনার কথা শুনে একবার আবূ তুরাব আন-নাখশাবী নামক জনৈক সূফী তাঁকে বললেন ঃ يا شيخ ! لا تغتب العلماء –"হে শায়খ! আলিমগণের গীবত (দোষচর্চা) থেকে বিরত থাকুন।" এর জবাবে ইমাম আহমাদ (র) (মৃ. ২৪১/৮৫৫) বললেন ঃ ويحك ! هذا نصيحة ليس هذا غيبة –"চুপ থাকো! এটা গীবত নয়, নসীহাত।[২৮]

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) (মৃ. ২৩৩/৮৪৮) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

انا لنطعن على اقوام لعلهم قد احطوا رحالهم فى الجنة منذ اكثر من مائتى سنة -

–"ইল্মে হাদীসের গুরুত্বের কারণে আমরা তো এমন লোকদেরও সমালোচনা করে থাকি যাদের সম্পর্কে ধারণা যে, দু'শ' বছর আগে থেকে তাদের স্থান জান্নাতে সুনির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে।"[২৯]

অর্থাৎ পরহেযগার-মুত্তাকী ও ধার্মিকতার দিক দিয়ে এসব লোক অত্যন্ত উঁচুস্তরের হলেও মুহাদ্দিসগণ হাদীস রিওয়ায়াত-এর ক্ষেত্রে যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন, তাতে তাঁরা উত্তীর্ণ না হওয়ার কারণে তাঁদের রিওয়ায়াত গ্রহণ করেননি।

অবশ্য সনদের বিচার-বিশ্লেষণ তথা রাবীর জীবন-চরিত সমালোচনার ক্ষেত্রে গোটা কর্মকাণ্ডকে শরী'আতের সীমারেখায় সংযত রাখার জন্য মুহাদ্দিসগণ প্রয়োজনীয় শর্ত ও বিধি-নিষেধও আরোপ করেছেন। ইমাম আস্-সাখাবী (র) (মৃ. ৯০২/১৪৯৭) ইতিহাসের যৌক্তিকতা বিষয়ে রচিত তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ 'আল্-ই'লানু বিত্-তাওবীখি লিমান যাম্মাত্ তারীখ'-এ এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। এতে যে শর্তাবলীর কথা উল্লেখিত হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

২৭. ইব্নুস্ সালাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩।

২৮. প্রাগুক্ত।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।

www.pathagar.com

প্রথমত উদ্দেশ্য ও নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা। অর্থাৎ সমালোচিত ব্যক্তির দোষ প্রকাশ ও সুনাম ক্ষুণ্ন করা নয়, বরং হাদীসে রাসূল (সা)-এর হিফাযতই যেন সমালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। দ্বিতীয়ত হাদীস বর্ণনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পর্যন্তই সমালোচনার পরিধি সীমাবদ্ধ হতে হবে। অন্যথায় তা গীবত ও দোষচর্চারূপে গণ্য হবে, যা কিছুতেই দীনী কাজ হতে পারে না। তৃতীয়ত যথাসাধ্য তথ্যানুসন্ধান ও সত্যাসত্য বিশ্লেষণের পরই শুধু কোন মন্তব্য করা যাবে। তদুপরি শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ণ সংযমের পরিচয় দিতে হবে। যেমন য'ঈফ, গায়র সিকাহ্, কাযিব বা মিথ্যাবাদী, হাদীস জালকারী ইত্যাদি। প্রয়োজনাতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ সর্বোতভাবে পরিহার করে চলতে হবে।[৩০]

রিজাল শাস্ত্রের বিজ্ঞ ইমাম ইব্নুল্ মাদীনী (র) (মৃ. ২৩৪/৮৪৯)-কে হাদীস রিওয়ায়াতে তাঁর পিতার স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, একথা অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করো। কিন্তু সকলে 'আপনার মতামতই আমরা জানতে চাই' বলে পীড়াপীড়ি শুরু করলো। তিনি তখন অবনত মস্তকে কিছু সময় চিন্তার পর বললেন ঃ هو الدين انه ضعيف –"দীনী দায়িত্বের খাতিরে আমাকে বলতেই হচ্ছে, তিনি দুর্বল।"[৩১]

দেখুন! দীন ও দুনিয়া উভয়ের আদব কেমন প্রশংসনীয় ভারসাম্যের সাথে তাঁরা রক্ষা করতেন। প্রথমে তিনি হাদীস বর্ণনায় পিতার দুর্বলতার কথা নিজের মুখে বলার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু জোর অনুরোধ আসার পর দীনের দাবিকেই অগ্রাধিকার দিয়ে সত্য প্রকাশ করলেন। তবে শব্দ প্রয়োগে এমন প্রশংসনীয় সংযমের পরিচয় দিলেন যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত একটা শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করলেন না। এমনিভাবে 'রিজাল শাস্ত্র' এবং 'জার্হ ও তা'দীল'-এর ইমামগণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে রাবীগণের সমালোচনা তথা যাচাই-বাছাই ও দোষ-গুণ পর্যালোচনা করেছেন। আর এরই বদৌলতে আজ যাবতীয় সংমিশ্রণ থেকে হাদীসে রাসূলের পূর্ণাঙ্গ হিফাযত তথা সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে। সুতরাং কোনক্রমেই এটা গীবত তথা দোষচর্চার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না; বরং এটা দীনের অন্তর্ভুক্ত একটি মহৎ কাজ হিসেবেই গণ্য।

---

৩০. মুহাম্মাদ শফী', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮।

৩১. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-৪

রাবী ও হাদীস রিওয়ায়াতের মূলনীতি

এখন আমরা এমন কিছু মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করবো, যে বিষয়ে জ্ঞাত থাকা প্রত্যেক রাবীর একান্ত আবশ্যক। এসব মূলনীতি সম্পর্কে রাবী অবহিত না হলে তাঁর রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে, অথবা তাঁকে য'ঈফ বা দুর্বল গণ্য করা হতে পারে, কিংবা তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁর রিওয়ায়াত প্রত্যাখ্যানও করা হতে পারে। ইল্‌মে হাদীসের গ্রন্থাবলীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা তার অবতারণা করতে চাই না, শুধু রিজাল শাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপরই আলোচনা সীমিত রাখবো।

তাবি'ঈ ও তাবে-তাবি'ঈর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ

তাবি'ঈ ও তাবে-তাবি'ঈগণ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবগত হওয়াও রাবীর জন্য একান্ত যরুরী। কেননা তাঁদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে রাবী কখনো তাবে-তাবি'ঈকে তাবি'ঈ অথবা তাঁকে চতুর্থ স্তরের রাবীগণের মধ্যে গণ্য করে বসতে পারেন। আর এ উভয় অবস্থাতেই রিওয়ায়াতের সঠিক মর্যাদা হ্রাস পেতে বাধ্য। যারা এ সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত নন, তারা কখনো তাবে-তাবি'ঈকে তাবি'ঈ হিসেবেও গণ্য করে থাকেন। কোন কোন রাবীর ক্ষেত্রে তো প্রায়ই এরূপ ভুল হয়ে থাকে। যেমন ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (র)-এর কথাই ধরা যাক। তিনি কোন সাহাবী থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। কিন্তু যখন দাদার সাথে সম্পৃক্ত করে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়, তখন এ সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়। কেননা সা'দ (রা) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন, অথচ ইবরাহীম (র) হলেন তাবে'-তাবি'ঈ।[১]

এমনিভাবে হাফস ইব্‌ন উমর ইব্‌ন সা'দ আল্‌-কারয (র)-এর নামও উল্লেখ করা যায়। কেননা সা'দ (রা) সাহাবী ছিলেন। কিন্তু হাফস তাঁর দাদা সা'দ থেকে হাদীস শ্রবণ করেননি। এ ক্ষেত্রে ভুলক্রমে কোন কোন রাবী দাদার নামের সাথে সম্পৃক্ত করে তাঁকে হাফস ইব্‌ন সা'দ বলে থাকেন। যেমন অন্যান্য রাবীর ক্ষেত্রে তা করা হয়ে থাকে। এতে সাধারণভাবে লোকেরা হাফসকে তাবি'ঈ মনে করে থাকেন। অথচ

---

১. আল্‌-হাকিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

www.pathagar.com

তিনি হলেন তাবে-তাবি'ঈ।[২] এ প্রসংগে হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন আবী তালিব (র)-এর নামও উল্লেখ করা যায়। তিনি হুসাইন আল্-আসগার নামে পরিচিত। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (রা) (মৃ. ১৮১/৭৯৭) প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করার সময় কোন কোন রাবী অধিকাংশ ক্ষেত্রে এভাবে সনদ উল্লেখ করে থাকেন ঃ

عن حسين بن على عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم -

–"হুসাইন ইব্ন আলী থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি নবী করীম (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।" এতে রাবীগণ সম্পর্কে যাদের সুস্পষ্ট ধারণা ও বিস্তারিত জ্ঞান নেই, তাঁরা 'হুসাইনকে' তাবি'ঈ মনে করে থাকেন এবং তাঁর রিওয়ায়াতকে মুরসাল হিসেবে গণ্য করেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি তাবি'ঈ নন। কারণ 'হুসাইন আল্-আসগার'-এর পিতা 'আলী ইব্ন হুসাইন' যাঁকে যাইনুল আবিদীন বলা হয়ে থাকে– তাঁর সন্তানগণের মধ্য থেকে ছয়জন রাবী কর্তৃক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা হলেন মুহাম্মাদ (র), আব্দুল্লাহ্ (র), যায়দ (র), উমর (র), হুসাইন (র) এবং ফাতিমা (র)। এঁদের মধ্যে একমাত্র মুহাম্মাদ (র)-ই ছিলেন তাবি'ঈ যাঁকে আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ আল্-বাকির বা আবূ জা'ফর বাকির আল্-উলূম (র) বলা হয়ে থাকে।[৩] প্রসিদ্ধ রাবী সুলায়মান আল্-আহওয়াল থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণের কেউ কেউ কখনো এভাবে হাদীস রিওয়ায়াত করে থাকেন ঃ

عن سليمان الاحول عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم -

–"সুলাইমান আল্-আহওয়াল থেকে বর্ণিত তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি নবী করীম (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।" এতে সাধারণ লোকের মনে এ ধারণা জন্মে যে, সাহাবীগণের সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটেছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি তাবে-'তাবি'ঈগণের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর মূল সূত্রটি হবে এরূপ ঃ

سليمان الاحول عن طاؤس عن ابن عباس ·

–"ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে তা'উস বর্ণনা করেছেন আর তা'উস থেকে সুলায়মান। এখানে তা'উস (طاؤس) হলেন তাবি'ঈ।[৪]

এভাবে সুলায়মান ইব্ন আব্দির্ রহমান দিমাশকী (র)-এর নামও উল্লেখ করা যায়। তিনি একজন বিখ্যাত ও দীর্ঘজীবী মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর থেকে আমর ইব্নুল হারিস (র), শু'বা ইব্নুল হাজ্জাজ (র) (মৃ. ১৬০/৭৭৭) এবং লাইস (র) প্রমুখের

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮।

www.pathagar.com

মত বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর কোন কোন সনদ এরূপ উল্লেখিত হয়েছে ঃ

عن سليمان بن عبد الرحمن عن البراء بن عازب

–"সুলায়মান ইব্‌ন আব্‌দির রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।" তাঁর মান-সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের দিকে তাকালে মনে হয় তিনি তাবি'ঈ। অথচ তিনি তাবে-তাবি'ঈগণের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তিনি এবং সাহাবী বারা' ইব্‌ন আযিব (রা)-এর মাঝে 'উবাইদ ইব্‌ন ফীরুয' (র) নামে জনৈক তাবি'ঈ রাবী বিদ্যমান আছেন।[৫]

এ উদাহরণগুলো এজন্য পেশ করা হলো যাতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাবীর সঠিক স্থান ও মর্যাদা নির্ধারণ করাও রিজাল শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

রাবীর নাম ও কুনিয়াতের পরিচয়

আরবদেশে কুনিয়াত বা উপনামের ব্যাপক প্রচলন ছিল। কোন কোন লোকের একাধিক কুনিয়াতও ছিল। অনেক রাবী তো নামের পরিবর্তে কুনিয়াত বা উপনামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। আবার অনেকে কুনিয়াতের পরিবর্তে শুধু নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আবার কোন কোন রাবী নাম এবং কুনিয়াত উভয়টাতেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। এজন্য ব্যাপক অনুসন্ধানের পরে রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে রাবীগণের নামের সাথে সাথে তাঁদের কুনিয়াতও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কোন কোন মুহাদ্দিস তো শুধু কুনিয়াতের ওপরই বড় বড় গ্রন্থ রচনা করেছেন যা 'কিতাবুল কুনা' নামে পরিচিত। এছাড়া রিজাল শাস্ত্রের অধিকাংশ গ্রন্থেই 'কুনিয়াত অধ্যায়' নাম একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযোজন করা হয়েছে। এটা এ জন্য করা হয়েছে যে, রাবীর ব্যক্তি-পরিচিতির জন্য তাঁর নাম ও কুনিয়াত উভয়টিই দরকার। প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ তো নাম এবং কুনিয়াত উভয় দিক দিয়েই মশহুর ছিলেন। অবশ্য তাবি'ঈ এবং তাবে-তাবি'ঈগণের মধ্যে কেউ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন আবার কেউ কুনিয়াত বা উপনামে। এ জন্যে নামের সাথে কুনিয়াতও উল্লেখ করা প্রয়োজন।[৬]

রাবীর নাম ও কুনিয়াতের ক্ষেত্রে কয়েক ধরনের অবস্থা হতে পারে। প্রথমত যেমন কোন কোন রাবীর নামও যা, কুনিয়াতও তাই। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন নাম বা কুনিয়াত তাঁর নেই। এরও আবার দু'টি অবস্থা হতে পারে। প্রথম অবস্থা এই যে, কুনিয়াতটি তাঁর নাম, এ ছাড়াও তাঁর অপর একটি কুনিয়াত আছে। অথচ প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, এটা তাঁর কুনিয়াত-এর কুনিয়াত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথম কুনিয়াতটি হলো তাঁর নাম এবং দ্বিতীয়টি হলো তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম যেমন–

---

৫. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

আবূ বকর ইব্‌ন আব্‌দির্‌ রহমান ইব্‌নিল্‌ হারিস ইব্‌ন হিশাম আল্‌-মাখযূমী (র)। তিনি মদীনার সপ্ত ফকীহ্‌গণের একজন। তাঁর নাম হলো আবূ বকর এবং কুনিয়াত আবূ আব্‌দির্‌ রহমান। এভাবে আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম আল্‌-আনসারী (র)-এর অবস্থাও তাই। তাঁর নাম আবূ বকর এবং কুনিয়াত আবূ মুহাম্মাদ।[৬] দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, তাঁর কুনিয়াতও যা, নামও তাই এবং দ্বিতীয় কোন কুনিয়াতও তাঁর নেই। যেমন এ প্রসংগে আবূ বিলাল আল্‌-আশ'আরী (র)-এর নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

ليس لى اسم، اسمى وكنيتى واحد

-"আমার পৃথক কোন নাম নেই; আমার নাম ও কুনিয়াত একই।"[৭]

এভাবে আবূ হাসীন ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান আর্‌-রাযী, যার থেকে আবূ হাতিম প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন- তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ هل لك اسم -"আপনার কি পৃথক কোন নাম আছে?" তিনি উত্তরে বললেন, না- اسمى وكنيتى واحد -'আমার নাম ও কুনিয়াত একই'।[৮]

দ্বিতীয়ত রাবী শুধু তাঁর কুনিয়াত বা উপনামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁর নাম কারো জানা নেই। আর একথাও জানা নেই যে, এটা কি তার নাম না কুনিয়াত? যেমন সাহাবীগণের মধ্যে আবূ উনাস আল্‌-কিনানী (যাকে আদ্‌-দা'লী বা আদ্‌-দু'লী বলা হয়ে থাকে), আবূ মুহাইবা মাওলা রাসূলিল্লাহ্‌ (সা) এবং আবূ শাইবা আল্‌-খুদরী (র) প্রমুখ। গায়র সাহাবীগণের মধ্যে আবুল্‌ আবইয়ায- যিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' মাওলা আব্‌দিল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর ইব্‌নিল্‌ আস এবং আবূ হারব ইব্‌ন আবুল্‌ আসওয়াদ আদ্‌-দা'লী প্রমুখ।[৯] উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের দ্বিতীয় কোন নাম কোথাও উল্লিখিত হয়নি। এখন এটা কি তাঁদের নাম না কুনিয়াত, তা নির্ধারণ করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। যাই হোক, তাঁরা ঐ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

তৃতীয়ত রাবীকে এমন লকব বা উপাধি দেয়া হয়েছে যা বাহ্যত কুনিয়াত মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা তাঁর কুনিয়াত নয়, লকব; বরং তাঁর অন্য কুনিয়াতও রয়েছে এবং নামও আছে। যেমন- আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর লকব আবূ তুরাব এবং তাঁর কুনিয়াত আবুল হাসান। আবুয্‌ যিনাদ- আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যাকওয়ান তাঁর লকব এবং তাঁর কুনিয়াত হলো আবূ আব্‌দির্‌ রহমান। আবুর্‌ রিজাল- মুহাম্মাদ

৬. ইব্‌নুস-সালাহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. প্রাগুক্ত।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫-১৬৬।

www.pathagar.com

ইব্ন আব্দির রহমান আল্-আনসারীর লকব। তাঁর কুনিয়াত আবূ আব্দির্ রহমান। এভাবে হাফিয উমর ইব্ন ইবরাহীম-এর লকব আবুল্ আযান এবং তাঁর কুনিয়াত আবূ বকর প্রভৃতি।[১০]

চতুর্থ অবস্থা এই যে, কোন রাবীর দু' অথবা তারও অধিক কুনিয়াত থাকতে পারে। যেমন– আব্দুল মালিক ইব্ন আব্দিল আযীয ইব্ন জুরাইজ (র)। তাঁর কুনিয়াত দু'টি। একটি হলো– আবূ খালিদ এবং অপরটি আবুল ওয়ালীদ। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন হাফস আল্-আমরী, প্রথমে তাঁর কুনিয়াত ছিল আবুল কাসিম। তারপর তিনি তাঁর কুনিয়াত ধারণ করেন আবূ আব্দির্ রহমান।[১১]

পঞ্চম অবস্থা এই যে, রাবীর নাম পরিচিত কিন্তু তাঁর কুনিয়াতের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যেমন উসামা ইব্ন যায়দ, তাঁর নাম পরিচিত কিন্তু কুনিয়াতের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তাঁর কুনিয়াত আবূ যায়দ, কারো মতে আবূ মুহাম্মদ, কারো মতে আবূ আব্দিল্লাহ্, আবার কারো কারো মতে তাঁর কুনিয়াত হলো আবূ খারিজা। উবাই ইব্ন কা'ব (রা) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। কেউ কেউ বলেছেন যে, তাঁর কুনিয়াত হলো আবুল মুনযির। আবার কারো মতে তাঁর কুনিয়াত হলো আবূ তুফাইল। কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর আস্-সিদ্দকী-এর কুনিয়াত আবূ আব্দির্ রহমান, কারো মতে আবূ সা'ঈদ। এভাবে সুলায়মান ইব্ন বিলাল আল্-মাদানী-এর কুনিয়াত কারো মতে আবূ বিলাল, আবার কারো মতে আবূ মুহাম্মদ।[১২]

ষষ্ঠ অবস্থা এই যে, রাবী কুনিয়াত প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাঁর নামের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যেমন সাহাবীগণের মধ্যে আবূ বাসরা আলী-গিফারী (রা)-এর নাম কারো মতে জুমাইল ইব্ন বসরা, আবার কারো মতে তাঁর নাম হুমাইল। এভাবে জুহায়ফা আস্-সুওয়াই (রা) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। কিন্তু তাঁর নামের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তাঁর নাম হলো ওয়াহাব ইব্ন আব্দিল্লাহ। আবার কারো মতে তাঁর নাম ওয়াহাবুল্লাহ্ ইব্ন আব্দিল্লাহ্। এমনিভাবে প্রসিদ্ধ সাহাবী আবূ হুরায়রা (রা)-এর নাম ও তাঁর পিতার নামের ব্যাপারে প্রচণ্ড মতভেদ রয়েছে। এরূপ মতভেদ আর কারো নামে পরিলক্ষিত হয় না। ইব্ন আব্দিল্ বার (র) (মৃ. ৪৬৩/১০৭১) তাঁর 'আল্-ইস্তী'আব' গ্রন্থে তাঁর নাম এবং তাঁর পিতার নাম সম্পর্কে প্রায় ২০টি অভিমত বর্ণনা করেছেন। এজন্যে তাঁর কোন একটি নামের ব্যাপারেও সুনির্দিষ্ট করে

১০. প্রাগুক্ত; এ জাতীয় আরো বেশ কিছু উদাহরণ 'মুকাদ্দিমাতু ইব্নিস্ সালাহ্' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।

১১. প্রাগুক্ত।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬-১৬৭।

www.pathagar.com

বলা যায় না যে, এটিই তাঁর নাম। তবে এতটুকু বলা যায় যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর নাম ছিল আ্দুল্লাহ্ অথবা আব্দুর্ রহমান।[১৩]

সপ্তম অবস্থা এই যে, রাবীর নাম এবং কুনিয়াত উভয় ক্ষেত্রেই মতভেদ রয়েছে। তবে এর দৃষ্টান্ত খুবই কম। যেমন সাফীনা মাওলা রাসূলিল্লাহ্ (সা)। কারো কারো মতে তাঁর নাম হলো উমাইর, কারো মতে সালিহ্, আবার কারো মতে তাঁর নাম হলো মাহরান। এভাবে তাঁর কুনিয়াত নির্ধারণেও মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তাঁর কুনিয়াত হলো আবূ আব্দির্ রহমান, কারো মতে আবুল বুখতারী।[১৪]

অষ্টম অবস্থা এই যে, রাবীর নাম, কুনিয়াত এবং লকব সবই প্রসিদ্ধ। এরূপ লোকের সংখ্যা অগণিত। যেমন চার ইমাম [ইমাম আবূ হানীফা (র) (মৃ. ১৫০/৭৬৭), ইমাম মালিক (র) (মৃ. ১৭৯/৭৯৫), ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র) (মৃ. ২০৪/৮১৯) ও ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) (মৃ. ২৪১/৮৫৫)] এবং সুফইয়ান আস্-সাওরী (র) (মৃ. ১৬১/৭৭৮) প্রমুখ।[১৫]

নবম অবস্থা এই যে, রাবী কুনিয়াতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তবে হাদীস-বিশেষজ্ঞগণের নিকট তাঁর নাম অজানা নয়। যেমন আবূ ইদরীস আল্-খাওলানী (র) তাঁর নাম আইযুল্লাহ্ ইব্ন আব্দিল্লাহ্। কিন্তু তিনি তাঁর কুনিয়াতেই প্রসিদ্ধ। তাঁর নাম খুব কম লোকেই জানে। প্রসিদ্ধ রাবী আবূ ইসহাক আস্-সুবাইয়ীর নাম আমর ইব্ন আব্দিল্লাহ্, কিন্তু তিনি এ নামে প্রসিদ্ধ নন। আবুল আশ'আস আস্-সান'আনীর নাম হলো শারাহীল ইব্ন আদাত কিন্তু এ নামে তাঁকে খুব কম লোকই চিনে। আবুদ্-দুহাও হাদীসের একজন প্রসিদ্ধ রাবী। তাঁর নাম হলো মুসলিম ইব্ন সুবাইহ্ কিন্তু সর্বত্র তিনি আবুদ্-দুহা নামেই পরিচিত এবং এ নামেই হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। আবূ হাযিম আল্-আ'রাজও একজন প্রসিদ্ধ রাবী। তাঁর প্রকৃত নাম হলো মাসলামা ইব্ন দীনার। তবে তিনি তাঁর কুনিয়াত ও লকবেই অধিক প্রসিদ্ধ।[১৬] ইব্ন আব্দিল বার (র) এ বিষয়ের উপর গ্রন্থও রচনা করেছেন।

উল্লেখ্য যে, কোন কোন কুনিয়াত এতই বহুল ব্যবহৃত এবং সাধারণ যে, একই কুনিয়াতের অনেক লোক রয়েছে। যেমন সাহাবীগণের মধ্যে প্রায় সতেরজন সাহাবী রয়েছেন যাঁদের প্রত্যেকেরই কুনিয়াত হলো 'আবূ মুহাম্মদ'। এভাবে 'আবূ আব্দিল্লাহ্' কুনিয়াতটিও বহুল ব্যবহৃত। সাহাবীগণের মধ্যে প্রায় উনিশ ব্যক্তিরই এ কুনিয়াত রয়েছে। 'আবূ আব্দির রহমান' কুনিয়াতের অবস্থাও একই। শুধু সাহাবীগণের মধ্যেই এ কুনিয়াতের বারজন ব্যক্তি রয়েছেন। এমতাবস্থায় শুধু কুনিয়াতের ওপর ভিত্তি করে রাবীর ব্যক্তি পরিচয় জানা সম্ভব নয়। কুনিয়াতের সাথে তাঁর নামও জানা দরকার।

১৩. প্রাগুক্ত।

১৪. প্রাগুক্ত।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯; আল-হাকিম, প্রাগুক্ত পৃ. ১৮৩-১৯০।

www.pathagar.com

রাবীর একাধিক নামের পরিচয়

রাবীর যদি একাধিক নাম থাকে এবং সব নামেই তিনি পরিচিত হন, তাহলে এটা নির্দিষ্ট করা যরুরী যে, এসব নাম একই ব্যক্তির। রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে এ সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং যেসব রাবীর একাধিক নাম রয়েছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। রাবী একাধিক নামে পরিচিত হলেও তাঁর কোন নাম অধিক প্রসিদ্ধ আবার কোন নাম তুলনামূলকভাবে কম প্রসিদ্ধ হতে পারে। এমতাবস্থায় যাতে রাবীর ব্যক্তি পরিচয়ের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি না হয়, সে জন্য তাঁর বিভিন্ন নাম সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাই রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণ স্বতন্ত্রভাবে এ বিষয়ের উপরও গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আবদুল গনী ইব্ন সা'ঈদ আল্-হাফিয আল্-মিসরী প্রণীত গ্রন্থখানা বিশেষভাবে এ বিষয়ের ওপরই রচিত। একজন রাবীর যত নাম আছে, তা তিনি এ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে বলে দিয়েছেন যে, এ নামগুলো সবই একই ব্যক্তির। যেমন এ প্রসংগে রাবী 'সালিম'-এর নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি আবূ হুরায়রা (রা), আবূ সা'ঈদ আল্-খুদরী (রা) এবং আয়েশা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর পুরো নাম হলো সালিম আবূ আব্দিল্লাহ্ আল্-মাদীনী। তিনি কয়েক নামে পরিচিত। এজন্য কখনো তাঁকে সালিম মাওলা মালিক ইব্ন আউস ইব্ন হাদসান আন্-নাদারী, সালিম মাওলা শাদ্দাদ ইব্নিল-হাদ আন্-নাসারী, সালিম মাওলা নাদারি'ঈন, সালিম মাওলা আল্-মাহদী, সালিম ইব্ন সুবালান, আবূ আব্দিল্লাহ্ মাওলা শাদ্দাদ ইব্নিল হাদ, সালিম আবূ আব্দিল্লাহ্ আদ্-দাউসী এবং সালিম মাওলা দাউস বলা হয়ে থাকে। এগুলো সবই একই ব্যক্তি 'সালিম' -এর নাম। আব্দুল্ গনী ইব্ন সা'ঈদ (র) তাঁর গ্রন্থে এ নামগুলো সবই উল্লেখ করেছেন।

এভাবে খতীব আল্-বাগদাদী (র) (মৃ. ৪৬৩/১০৭০)-ও তাঁর গ্রন্থে একই রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করে কখনো তাঁর নাম বলেছেন আবুল কাসিম আল্-আযহারী, কখনো উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন আবিল্ ফাতাহ্ আল্-ফারসী, আবার কখনো উল্লেখ করেছেন উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন উসমান আস্-সায়রাফী। অথচ এ তিনটি নাম একই ব্যক্তির।[১৭] রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। রাবীর ব্যক্তি-পরিচিতি নির্ধারণ এবং হাদীসের যথার্থ মূল্যায়নের জন্য মুহাদ্দিসগণের এ প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

রাবীর লকবের পরিচয়

মুহাদ্দিসগণের মধ্যে অনেকে নামের পরিবর্তে লকব বা উপাধিতেই অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। অনেক সময় ব্যক্তি-পরিচয় তুলে ধরার জন্য মুহাদ্দিসগণকে বাধ্য হয়ে কোন

১৭. ইব্নুস্ সালাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-১৬২।

www.pathagar.com

কোন রাবীর মর্যাদাহানিকর এবং অপসন্দনীয় লকব বা উপাধিও উল্লেখ করতে হয়। আবার কোন কোন সময় মুহাদ্দিসগণ সংক্ষিপ্ত করার জন্য রাবীর নামের পরিবর্তে শুধু তাঁর লকবই উল্লেখ করে থাকেন। স্বয়ং ইমাম আল্-বুখারী (র) (মৃ. ২৫৬/৮৭০) ও মুসলিম (র) (মৃ. ২৬১/৮৭৫)-ও সংক্ষিপ্ত করার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাবীর নাম বিলুপ্ত করে শুধু তাঁর লকব উল্লেখ করেছেন। যেমন আ'মাশ (الأعمش), আহদাব (الأحدب), গুন্দুর (غندر) এবং আ'রাজ (الأعرج) ইত্যাদি। রাবীগণের এসব লকব এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, তাঁদের লকব দ্বারা প্রকৃত নাম ঢাকা পড়ে গেছে। এ কারণে রাবীর নাম উল্লেখ করা হলে তাঁর লকবও উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কোন কোন রাবীর লকব আবার এত প্রসিদ্ধ যে, লকব বাদ দিয়ে শুধু নাম উল্লেখ করা হলে তাঁর ব্যক্তি-পরিচিতি নির্ধারণ করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। অবশ্য কোন কোন সময় স্বীয় নামে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর লকবও উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

বিশেষ কোন ঘটনা অথবা সামাজিক পরিচিতির কারণে মানুষ এরূপ লকব বা উপাধিতে ভূষিত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে প্রতিটি সমাজেই এর প্রচলন দেখা যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার ফাতিমা (রা)-এর গৃহে গিয়ে আলী (রা) (মৃ. ৪০/৬৬১)-কে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন– আলী (রা) কোথায়? ফাতিমা (রা) বললেন, একটি ব্যাপার নিয়ে তাঁর ও আমার মাঝে কথা কাটাকাটি হওয়ার পর তিনি রাগ করে ঘর ছেড়ে চলে গেছেন। এ কথা শুনে তিনি [রাসূল (সা)] এক ব্যক্তিকে বললেন, দেখো তো আলী (রা) কোথায়? ঐ ব্যক্তি এসে বললেন, তিনি মসজিদে ঘুমিয়ে আছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদে এসে দেখলেন আলী (রা) মসজিদের মেঝেতে খালি গায়ে ঘুমিয়ে আছেন এবং তাঁর গায়ে ধূলো-বালি জড়িয়ে আছে। তখন তিনি তাঁর শরীর থেকে ধূলো-বালি মুছে দিলেন এবং বললেন, (قم يا ابا تراب، قم يا ابا تراب) –"ওঠো হে আবূ তুরাব, ওঠো হে আবূ তুরাব[১৮]। এ লকবটি এতই প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, পরবর্তীতে লোকেরা আলী (রা)-কে আবূ তুরাব নামে ডাকতে থাকেন। বাহ্যত একে কুনিয়াত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তাঁর লকব। তাঁর কুনিয়াত হলো আবুল-হাসান।

এভাবে আবূ বকর (রা) (মৃ. ১৩/৬৩৪)–আস্-সিদ্দীক, উমর (রা) (মৃ. ২৩/৬৪৩)–আল্-ফারুক এবং উসমান (রা) (মৃ. ৩৫/৬৫৬)–আল্-গানী ও যুন্-নূরাইন লকব বা উপাধিতে ভূষিত হন। সাহাবীগণের মধ্যে অনেকেরই এরূপ লকব ছিল। যূল্-ইয়াদাইন, যূশ্-শিমালাইন, যুল্-আসাবি' এবং উম্মুল্ মাসাকীন প্রভৃতি লকব সাহাবীগণের অনেক বৈচিত্র্যময় ঘটনার স্বাক্ষর বহন করে।

---

১৮. 'আবূ তুরাব' মানে মাটির পিতা। নবী করীম (সা)-এর দেয়া এ লকবটি আলী (রা)-এর নিকট খুবই প্রিয় ছিল। –আল্-হাকিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১।

www.pathagar.com

সাহাবীগণের পর তাবি'ঈন ও তাবে-তাবি'ঈনের মধ্যেও 'লকব' এর-এ প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আল্-বুখারী (রা)-এর উস্তাদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র)- ইয়াযীদ ইব্ন মুতরিফ প্রসংগে বলেন, তার দাঁড়ি ছিল খুব ঘন। একবার তিনি তাঁর দাঁড়ি আঁচড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ করে তাঁর দাঁড়ির ভেতর থেকে একটি বিচ্ছু বেরিয়ে পড়লো। তখন থেকে তাঁর লকব হলো রিশক (رشك)।[১৯] অর্থাৎ ঘন দাঁড়ি বা ঘন দাঁড়িওয়ালা।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইব্ন জুরাইজ (র) একবার বসরা শহরে গিয়েছিলেন। সেখানে লোকজন জমায়েত হলে তিনি তাঁদের নিকট হাসান আল্-বসীর (রা)-এর সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করলে তাঁরা সে হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে এবং তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এ নিয়ে এত প্রচন্ডভাবে শোরগোল হতে থাকে যে, তাঁর পক্ষে হাদীস বর্ণনা করাই কঠিন হয়ে পড়ে। এ গন্ডগোলে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, তিনি হলেন প্রসিদ্ধ রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর। ইব্ন জুরাইজ (র) শোরগোল বন্ধ করার জন্য তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ اسكت يا غندر -"হে গন্ডগোলকারী চুপ থাকো।"[২০] এ দিন থেকেই মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর (র)-এর লকব হয়ে গেল গুন্দুর অর্থাৎ অত্যধিক শোরগোল বা গন্ডগোলকারী। তিনি হাদীসের একজন বিখ্যাত রাবী। ইমাম আল্-বুখারী (র) তাঁর 'সহীহ্' গ্রন্থে কখনো তাঁর নামে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবার কখনো তাঁর নাম বিলুপ্ত করে শুধু লকব 'গুন্দুর' ব্যবহার করেছেন।

এভাবে একজন রাবী 'মিশ্কদানা' লকবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর নাম হলো আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন আবান আল্-জু'ফী। এরূপ লকব-এর কারণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ফযল দুকাইন (র) আমাকে এরূপ লকব বা উপাধি দিয়েছেন। ঘটনা হলো, একদিন গোসল করে সুগন্ধি ব্যবহার করে আমি তাঁর মজলিসে যাই। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবূ আব্দির্ রহমান! তুমি তো একেবারে 'মিশকদান' অর্থাৎ মিশকের পাত্র হয়ে গিয়েছ। তিনি ঐ মজলিসে এ কথাটি কয়েকবার বলার পর থেকেই লোকেরা আমাকে 'মিশকদানা' নামে ডাকতে থাকে।[২১] এরপর থেকে আমার লকব বা উপাধি হয়ে যায় 'মিশকদানা'।

এখানে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো মাত্র। এ বিষয়ের ওপর স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থও রচিত হয়েছে। আবূ বকর আহমাদ ইব্ন আব্দির্ রহমান আশ্-শীরাযী' (র) এবং আবুল্ ফযল ইব্নিল্ ফালাকী আল্-হাফিয-এর 'আসমা'উর্ রিজাল' নামক গ্রন্থ দু'টি এ বিষয়ের উপরই রচিত।

১৯. প্রাগুক্ত।
২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।
২১. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ বিভিন্ন নাম-গোত্র ও বংশের পরিচয়

হাজার হাজার রাবীর মধ্যে কিছু রাবীর নাম এক ও অভিন্ন হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। এভাবে গোত্র ও বংশের দিক দিয়েও কোন কোন রাবীর একই বংশোদ্ভূত হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। এমনকি অনেক রাবী তো এমনও রয়েছেন যে, কয়েক পুরুষ পর্যন্ত তাঁদের নাম ও বংশের মিল রয়েছে, অথচ তাঁরা ভিন্ন ব্যক্তি। এমতাবস্থায় মুহাদ্দিসগণ যদি সঠিকভাবে রাবীর নাম সুনির্দিষ্ট করতে না পারেন, তা হলে ভুল-ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এ জন্য এ বিষয়ের উপর বড় বড় গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। যাতে প্রত্যেক রাবীর নাম ও ব্যক্তি পরিচয় সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে। অবশ্য কোন কোন গোত্র ও বংশের নাম উচ্চারণের বেলায় তো ঠিকই থাকে, কিন্তু যখন লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন নুকতার রদ-বদলের কারণে পরিবর্তন এসে যায়। এর সঠিক তথ্য উদঘাটনের জন্য তাঁদের নাম, গোত্র ইত্যাদি সম্পর্কে পাঠকের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য নিম্নে এ সংক্রান্ত কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো। যেমন ঃ কায়সী (قَيسى) আয়শী (عَيشى) আনাসী (عَنَسى) আবাসী (عَبَسى) আওফী (عوفى) আওকী (عَوقى) আরাফী (عرفى) প্রভৃতি। এর প্রত্যেকটি বংশ পৃথক বংশ। আর প্রত্যেকটির উচ্চারণগত পার্থক্যও সুস্পষ্ট। কিন্তু লিখার সময় এটি একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা সামান্য একটা নুকতা পরিবর্তনের কারণেও কখনো কখনো বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন আওফী ও আওকী (প্রথমে ফা এবং পরে ক্বাফ অক্ষরযোগে) এর পার্থক্য। আওফী (عَوفى) ফা অক্ষর যোগে–তাঁদেরকে বলা হয় যাঁরা কূফা এবং বাগদাদে ইল্‌মে হাদীস শিক্ষা দিতেন। এঁরা হলেন আতিয়্যাহ্ ইব্‌ন সা'দ আল্- আওফীর বংশধর। এজন্য তাঁদেরকে আওফী বলা হয়ে থাকে। আর আওকী (عوقى) বলা হয় বসরার অধিবাসীগণকে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সিনান আল্-আওকীর নামানুসারে তাঁদেরকে আওকী বলা হয়ে থাকে।[২২] এভাবে অক্ষরের রদ-বদলের ফলেও বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। যেমন কায়সী (ক্বাফ অক্ষরযোগে) বলা হয় হিজাযের অন্তর্ভুক্ত তামীম গোত্রের লোকদেরকে। কায়স ইব্‌ন আসিম আল্-মিনকারী নামক জনৈক গোত্র প্রধানের নামানুসারে তাদেরকে 'কায়সী' বলা হয়ে থাকে। এভাবে বসরার অধিবাসীগণকে বলা হয় আয়শী এবং সিরিয়ার অধিবাসীগণকে বলা হয় আনাসী।[২৩]

অনেক সময় হরকত-এর পরিবর্তনের ফলেও বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন যুবাইদী (زُبيدى) ('যা' অক্ষরে পেশযোগে) ও যাবীদী (زَبيدى) ('যা' অক্ষরে ফাতহ্‌যোগে)-এর পার্থক্য। রাজা ইব্‌ন রাবী'আ আয্-যুবাইদী এবং ইসমা'ঈল

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

২৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ইব্‌ন রাজা এঁরা দু'জনই কূফার অধিবাসী এবং তাবি'ঈ। এঁদের বংশধরকে বলা হয় আয্-যুবাইদী। পক্ষান্তরে আয্ ('যা' অক্ষরে ফাতাহ্‌যোগে) বলা হয় ইয়ামানের অধিবাসী আবূ হুমাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ আয্-যাবীদী প্রমুখ-এর বংশের লোকদেরকে। এভাবে যাইদী (زيدى) ও রাবযী (ربذى) শব্দ দু'টির মধ্যে সামান্য নুকতার রদ-বদলের কারণে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন যায়দ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসাইন-এর বংশধরকে বলা হয় যায়দী। আর 'রাবযী' হলো 'রাব্‌যাহ' নামক স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট। মূসা ইব্‌ন উবাইদাহ নামক এ স্থানে জনৈক ব্যক্তি 'রাব্‌যী' নামে পরিচিতি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তাঁর বংশধরকে 'রাবযী' বলা হতে থাকে।[২৪]

বিষয়টি যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সূক্ষ্মও বটে। এ বাস্তব চিত্র তুলে ধরার জন্যই এখানে এ উদাহরণগুলো পেশ করা হলো। রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণ যদি এ বিষয়গুলো সংরক্ষণ করে না যেতেন, তাহলে এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ উদঘাটন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। অক্লান্ত সাধনার জন্য আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। রিজাল শাস্ত্রের এ বিষয়ের ওপর যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার মধ্যে আবূ নাসর ইব্‌ন মা'কূলা রচিত 'কিতাবুল আকমাল' এবং খতীব আল্-বাগদাদী রচিত 'আল্-মুখতালাফ ওয়াল মু'তালাফ' ও 'তালখীসুল মুতাশাবাহ্ ফিল ইস্‌ম'-এর নাম বিশেভাবে উল্লেখযোগ্য।

নাম ও বংশ এক কিন্তু ব্যক্তি ভিন্ন, এরূপ রাবীগণের পরিচয়

নাম ও বংশ এক কিন্তু ব্যক্তি ভিন্ন এরূপ রাবীর সংখ্যাও কম নয়। অনেক রাবীরই নাম, পিতার নাম এবং দাদার নাম এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ তিন পুরুষ পর্যন্তই লিখিত ও উচ্চারণগতভাবে তাঁদের নামের মিল রয়েছে। আবার ঘটনাক্রমে তাঁরা একই যুগেরও হতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তি ভিন্ন। এমতাবস্থায় ভুল-ত্রুটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাবীর উস্তাদ, তাঁদের ছাত্র, কুনিয়াত, বংশ, স্থান ও জন্ম তারিখ এবং মৃত্যুর সন ও তারিখ ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত না হয়ে তাঁদের ব্যক্তি পরিচয় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। যেমন 'আহমাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন হামদান' নামে চার ব্যক্তি রয়েছেন। তাঁরা সকলেই এক যুগের লোক। তাঁদের বংশ পরিচয় ও কুনিয়াতের মাধ্যমে ব্যক্তি-পরিচয় নির্ধারণ করা সম্ভব।

প্রথমত আহমাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন হামাদান আল্-কুতাইয়ী আল্-বাগদাদী (র)। তাঁর কুনিয়াত হলো আবূ বকর। তিনি 'আল্-কুতাইয়ী' বংশের লোক। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল হলেন তাঁর উস্তাদ। দ্বিতীয়ত, আহমাদ ইব্‌ন জাফর ইব্‌ন হামাদান আল্-সাকাতী আল্-বসরী। তাঁর কুনিয়াতও আবূ বকর, তাঁর

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

www.pathagar.com

উস্তাদও আব্দিল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ (র)। কিন্তু তিনি আব্দিল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বল নন; বরং তিনি হলেন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ ইব্ন ইবরাহীম আদ্-দাওরাকী। তিনি ভিন্ন ব্যক্তি।[২৫] তৃতীয়ত আহমাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন হামাদান দীনাওয়ারী (دينوری)। তাঁর উস্তাদের নামও আব্দুল্লাহ্, তবে তিনি হলেন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সিনান। যিনি সুফইয়ান আস্-সাওরী (র)-এর ছাত্র মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর থেকে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। চতুর্থত আহমাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন হামাদান আত্-তারতূসী। তিনিও আব্দুল্লাহ্ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করে থাকেন। তবে তিনি হলেন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন জাবির আত্-তারসূসী।[২৬]

এ ব্যাপারে এসব তথ্য সম্পর্কে অবগত না হওয়া পর্যন্ত রাবীর ব্যক্তি-পরিচয় নির্ধারণ করা সম্ভব নয় অনুরূপভাবে খলীল ইব্ন আহমাদ নামে ছয়জন রাবী আছেন। এঁদের মধ্যে প্রথমজনের নাম হলো খলীল ইব্ন আহমাদ আন্-নাহবী আল্-বসরী। তিনি আসিম আল্-আহওয়াল থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করে থাকেন।[২৭] দ্বিতীয়জন হলেন- খলীল ইব্ন আহমাদ আবুল বাশার আল্-মাযানী আল্-বসরী। তিনি মু'আবিয়া ইব্ন কার্রাহ্ সূত্রে মুস্তানীর ইব্ন আখদার থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন আব্বাস আল্-আম্বারী (র) এবং অন্যান্যরা।[২৮] তৃতীয় ব্যক্তির নাম হলো- খলীল ইব্ন আহমাদ আল্-ইস্পাহানী। তিনি রাওয়াহ্ ইব্ন উবাদাহ্ থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।[২৯] চতুর্থ রাবী হলেন খলীল ইব্ন আহমাদ আবূ সা'ঈদ আস্-সাজাযী আল্-কাযী আল্-ফকীহ্ আল্-হানাফী আল্-খুরাসানী (র)। তিনি ইব্ন খুযাইমা, ইব্ন সা'ঈদ (ابن صاعد) এবং বাগবী (র) প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। পঞ্চম রাবী হলেন- খলীল ইব্ন আহমাদ আবূ সা'ঈদ আল্-বুসতী আল্-কাযী আল্-মাহলাবী (র)। তিনি খলীল আস্-সিজাযী থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইব্ন আবী খায়সামা থেকে তাঁর তারীখের রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ইমাম আল্-বায়হাকী (র) (মৃ. ৪৫৮/১০৬৬)। ষষ্ঠ রাবী হলেন খলীল ইব্ন আহমাদ আবূ সা'ঈদ আল্-বুসতী আশ্-শাফি'ঈ (র)। তিনি স্পেনে গিয়ে সেখানে হাদীস শিক্ষা দেন। তিনি ৩৬০ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেন। আবূ হামিদ আল্-ইসফারাইনী প্রমুখের নিকট হতে তিনি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুল আব্বাস আল্-উযরী প্রমুখ।[৩০]

---

২৫. ইব্নুস্ সালাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।

২৬. প্রাগুক্ত।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।

২৯. প্রাগুক্ত।

৩০. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

কোন কোন রাবী এমনও আছেন যাঁদের কুনিয়াত ও বংশ একই। যেমন আবূ ইমরান আল্-জাওনী হচ্ছেন দু'জন। এঁদের একজন হলেন তাবিঈ। তাঁর নাম হলো আব্দুল মালিক ইব্ন হাবীব। আর দ্বিতীয়জনের নাম হলো মূসা ইব্ন সাহল আল্-বসরী। পরবর্তীতে তিনি বাগদাদে বসবাস করেন। তিনি হিশাম ইব্ন আম্মার প্রমুখের নিকট হতে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন আহমাদ প্রমুখ।[৩১] এভাবে আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ (র)-এর নামে তিনজন রাবী আছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন আবূ বকর ইব্ন 'আইয়াশ আল্-কারী আল্-মুহাদ্দিস (র)। তাঁর নাম-সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। দ্বিতীয়জন হলেন আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ আল্-হিমাসী আশ্-শামী (র)। তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন জা'ফর ইব্ন আব্দিল্ ওয়াহিদ আল্-হাশিমী (র)। তিনি অপরিচিত গায়র সিকাহ্ রাবী। তৃতীয় ব্যক্তি হলেন আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ আল্-সুলামী আল্-বাজুদ্দায়ী। তিনি 'গারীবুল হাদীস' গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর নাম হলো হুসাইন ইব্ন আইয়াশ। তিনি 'বাজুদ্দা' নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। ২০৪ হি. সনে সেখানেই ইন্তিকাল করেন। আলী ইব্ন জামীল আর্-রক্কী (র) প্রমুখ তাঁর নিকট থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।[৩২]

আবার কোন কোন রাবীর শধু নাম কিংবা কুনিয়াতে মিল থাকার পরেও অধিকাংশ সময় তাঁদের ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন হাম্মাদ নামের অনেক রাবী আছেন। পিতার নাম ছাড়া শুধু হাম্মাদ বলা হলে রাবীর ব্যক্তি-পরিচয় নির্ধারণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণ এ কঠিন সমস্যার সমাধানও পেশ করেছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কাযী ইব্ন খাল্লাদ নমীরিবিইমিন অধ্যয়ন করে এ বিষয়ে যে ফায়সালা দিয়েছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন; আরিম এবং সুলায়মান ইব্ন হারব তাঁদের সনদে 'হাম্মাদ'-এর নাম উল্লেখ করলে বুঝতে হবে ইনি হলেন হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র)। আর তাবূযকী তাঁর সনদে 'হাম্মাদ'-এর নাম উল্লেখ করলে তিনি হবেন হাম্মাদ ইব্ন সালমা। হাজ্জাজ ইব্ন মিনহালের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। আর আফফান তাঁর সনদে 'হাম্মাদ'-এর নাম উল্লেখ করলে, সে ক্ষেত্রে উল্লিখিত দু'জনের যে কোন একজন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা তিনি তাঁদের উভয় থেকেই হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আয্-যাহ্লী (র) বলেন, আফফান নিজেই বলেছেন; আমি যখন পিতার নাম ব্যতীত 'হাম্মাদ'-এর নাম উল্লেখ করবো, তখন এর অর্থ হবে হাম্মাদ ইব্ন সালামা।[৩৩]

এভাবে সাহাবী এবং তাবিঈগণের ভেতরও আব্দুল্লাহ্ নামে অনেক রাবী ছিলেন। এ জন্য যখন শুধু আব্দুল্লাহ্ নাম উল্লেখ করা হয়, তখন যুক্তিসংগতভাবেই প্রশ্ন

৩১. প্রাগুক্ত, ১৮৮।
৩২. প্রাগুক্ত।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮-১৮৯।

www.pathagar.com

উত্থাপিত হয় যে, এ কোন্ আব্দুল্লাহ্। এ সম্পর্কে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি এই ঃ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সালামা ইব্ন সুলায়মান (র) একদিন হাদীস বর্ণনা প্রসংগে বললেন- (اخبرنا عبد الله) "আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ্"। হঠাৎ করে একজন প্রশ্ন করে বলেন, তিনি কে? অর্থাৎ তিনি কার পুত্র? তখন সালামা বললেন, সুবহানাল্লাহ্! কি আশ্চর্যের বিষয়! তোমরা কি চাও আমি প্রতিবারই এত লম্বা কথা বলি ঃ

حدثنا عبد الله بن المبارك ابو عبد الرحمن الحنظلي -

—"আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক আবূ আব্দির রহমান আল্-হানযালী--।" অতঃপর সালামা ইব্ন সুলায়মান এ সম্পর্কে একটি মূলনীতি বলে দিলেন, যখন মক্কায় বসে আব্দুল্লাহ্ বলা হবে, তখন এর অর্থ হবে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর। আর মদীনায় বসে আব্দুল্লাহ্ বললে তার অর্থ হবে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)। কূফায় বসে আব্দুল্লাহ্ বললে তার অর্থ হবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)। বসরায় বসে আব্দুল্লাহ্ বললে তার অর্থ হবে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)। আর খুরাসানে বসে আব্দুল্লাহ্ বললে তার অর্থ হবে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র)। হাফিয আবূ ইয়া'লী খলীলী (র)-এর সাথে যোগ করে বলেছেন মিসরে বসে আব্দুল্লাহ্ বললে তার অর্থ হবে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্নুল-আস (রা)। এভাবে মক্কাবাসীরাও শুধু আব্দুল্লাহ্ বললে তার অর্থ হবে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)।[৩৪]

পিতা ছাড়া অন্য নামের সাথে সম্পৃক্ত রাবীগণের পরিচয়

তাঁরা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমত অনেক রাবী এমন আছেন যাঁরা পিতার পরিবর্তে মায়ের নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। যেমন- মু'আয ইব্ন আফরা (রা), মু'আওয়ায ইব্ন আফরা (রা) এবং আওফ ইব্ন আফরা (রা)। এ তিনজনেরই মায়ের নাম আফরা, তাঁদের পিতার নাম হলো হারিস ইব্ন রিফা'আ আল্-আনসারী। এভাবে বিলাল ইব্ন হামামাহ্ (রা) তাঁর মায়ের নামে পরিচিত। তাঁর পিতার নাম হলো রিবাহ্। অনুরূপভাবে সাহল (রা), সুহাইল (রা) এবং সাফওয়ান (রা) এঁরা সবাই তাঁর মা বাইদা-এর নামে পরিচিত। তাঁদের পিতার নাম হলো ওয়াহাব।

এ হলো সাহাবীগণের উদাহরণ। তাবি'ঈগণের ক্ষেত্রেও এরূপ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- মুহাম্মাদ ইব্ন হানাফিয়া (র) একজন মশহূর তাবি'ঈ। হানাফিয়া হলো তাঁর মায়ের নাম। তাঁকে বাগুলা'ও বলা হয়ে থাকে। মুহাম্মাদ-এর পিতার নাম হলো আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)। প্রসিদ্ধ রাবী ইসমা'ঈল ইব্ন উলাইয়া (র)-ও তাঁর মায়ের নামে পরিচিত। তাঁর পিতার নাম হলো ইবরাহীম আবূ ইসহাক (র)।[৩৫]

---

৩৪. প্রাগুক্ত।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত কোন কোন রাবী আছেন যাঁরা দাদীর নামে পরিচিত। যেমন ইয়া'লা ইব্‌ন মুনিয়া (রা) নামক জনৈক সাহাবী তাঁর দাদী 'মুনিয়ার' নামে পরিচিত। এভাবে বুশাইর ইব্‌ন আল্-খাসাসিয়াও তাঁর দাদীর নামের সাথে সম্পৃক্ত।

তৃতীয়ত অনেক রাবী এমনও আছেন যাঁরা তাঁর দাদার নামে পরিচিত। যেমন প্রসিদ্ধ সাহাবী আবূ উবাইদাহ্ ইব্‌নুল জার্‌রাহ্ (রা), আল্-জার্‌রাহ্ তাঁর দাদার নাম। তাঁর পিতার নাম হলো আব্‌দুল্লাহ্। জামার ইব্‌ন নাবিগা আল্-হুযালী (রা)-ও একজন সাহাবী। তিনিও তাঁর দাদা নাবিগার নামে পরিচিত। তাঁর পিতার নাম হলো মালিক। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইব্‌ন জুরাইজ (র)-ও তাঁর দাদা 'জুরাইজ'-এর নামে পরিচিত। তাঁর পিতার নাম হলো আব্‌দুল আযীয। তাঁর নাম হলো আব্‌দুল মালিক। এভাবে আরো একজন মুহাদ্দিস ইব্‌ন আবী যি'ব নামে পরিচিত। এটা হলো তাঁর পরদাদার কুনিয়াত। তাঁর পিতার নাম হলো আব্‌দুর রহমান ইব্‌নিল মুগীরাহ, আর তাঁর নাম হলো মুহাম্মাদ। ইব্‌ন আবী লায়লার পুরো নাম হলো মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্‌দির্ রহমান ইব্‌ন আবী লায়লা। কিন্তু তিনি দাদার নামেই প্রসিদ্ধ। ইব্‌ন আবী মুলাইকার পুরো নাম হলো আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী মুলাইকা। এভাবে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আহমাদ ইব্‌ন 'হাম্বল' (র) গোটা দুনিয়ায় এ নামে পরিচিত। অথচ প্রকৃতপক্ষে 'হাম্বল' হলো তাঁর দাদার নাম। তাঁর পুরো নাম হলো আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'হাম্বল' আবূ আব্‌দিল্লাহ্।[৩৬]

চতুর্থত কোন কোন রাবী এমনও আছেন যাঁরা পিতা-মাতা ও দাদা-দাদীর পরিবর্তে বিশেষ কোন কারণে অন্য কারো নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। যেমন- 'মিকদাদ ইব্‌নুল আসওয়াদ'। 'আল্-আসওয়াদ' তাঁর পিতার নামও নয় কিংবা দাদার নামও নয়। মিকদাদের পিতার নাম হলো আমর। আর দাদার নাম সা'লাবা আল্-কান্দী। 'আল্-আসওয়াদ' নামে তাঁর সম্পৃক্ত হওয়ার কারণ এই যে, আসওয়াদ ইব্‌ন আব্‌দ ইয়াগূস আয্-যুহরীর গৃহে তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন। আর আসওয়াদ তাঁকে পুত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি 'মিকদাদ ইব্‌নুল আসওয়াদ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৩৭]

রাবীগণের বংশগত পরিচয়

হাদীসের রাবীগণের জন্য এটাও যরুরী বিষয় যে, তাঁরা উপরস্থ রাবীগণের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বংশগত পরিচয়-এর ক্ষেত্রেও সম্যক ধারণা লাভ করবেন। কেননা এতে সহজে রাবীর সঠিক পরিচয় নির্ধারণ এবং তাঁর যথাযথ মর্যাদা নিরূপণ করা যায়। রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণ এ বিষয়ের উপরও পৃথকভাবে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আলী ইব্‌নুল মাদীনী (র) (মৃ. ২৩৪/৮৪৯), আবূ আব্‌দির রহমান

৩৬. প্রাগুক্ত।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭।

www.pathagar.com

আল্-ফাসওয়া (র) এবং আবুল আব্বাস (র) প্রমুখের 'আসমা'উর রিজাল'-এর গ্রন্থাবলী এ বিষয়ের ওপরই রচিত। বিষয়টি পরিষ্কার ও বোধগম্য করে তোলার জন্য এর কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো ঃ

সাহাবীগণের মধ্যে উমর (রা) এবং যায়দ (রা) এঁরা দু'জনেই আপন ভাই। তাঁদের পিতার নাম হলো আল্-খাত্তাব। এভাবে সাহাবীগণের মধ্যে আলী (রা), জা'ফর (রা) এবং আকীল (রা) তাঁরা সবাই আপন ভাই। তাঁদের পিতার নাম হলো আবূ তালিব।[৩৮]

রাবীগণের মধ্যে চার ভাই-এর দৃষ্টান্তও আছে। যেমন সুহাইল (র), আব্দুল্লাহ্ (র), মুহাম্মাদ (র) এবং সালিহ্ (র)। এঁরা সবাই আপন ভাই এবং আবূ সালিহ্-এর পুত্র। এঁরা তাবে-তাবি'ঈগণের অন্তর্ভুক্ত।[৩৯] রাবীগণের মধ্যে পাঁচ ভাইয়ের দৃষ্টান্তও আছে। যেমন সুফইয়ান (র), আদাম (র), ইমরান (র), মুহাম্মাদ (র) ও ইবরাহীম (র)। এঁরা আপন পাঁচ ভাই তাবে-তাবি'ঈ। প্রত্যেকেই প্রত্যেক থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁদের নাম হলো উ'আইনা।[৪০]

রাবীগণের মধ্যে ছয় ভাই-বোনের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় যাঁরা পরস্পরের নিকট থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। যেমন তাবি'ঈগণের মধ্যে মুহাম্মদ (র), আনাস (র), ইয়াহ্ইয়া (র), মা'বাদ (র), হাফসাহ (র) ও কারীমা (র) প্রমুখ। এঁরা সবাই 'সীরীন'-এর সন্তান ছিলেন।[৪১]

রাবীগণের মধ্যে এমন সাত ভাইয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। যাঁরা পরস্পরের নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন নু'মান (রা), মা'কাল (রা), উকাইল (রা), সুওয়াইদ (রা), সিনান (রা), আব্দুর রহমান (রা) ও আব্দুল্লাহ্ (রা) প্রমুখ। এঁরা সবাই মুকাররিন আল্-মুযানীর পুত্র এবং মুহাজির সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণিত আছে যে, এ সাত ভাইয়ের প্রত্যেকেই খন্দকের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। একমাত্র তাঁরাই এ দুর্লভ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হন। আর কোন বংশ এরূপ মর্যাদা লাভ করতে পারেনি।[৪২]

রাবীর নাম ও পিতার নামের উলট-পালট

অনেক রাবী এরূপ আছেন যে, পিতা-পুত্রের নামের উলট-পালটের কারণে হাদীসের মূল রাবী কে, তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি সামান্য অসতর্কতার কারণে পিতার স্থলে পুত্র এবং পুত্রের স্থলে পিতার নামও হয়ে যেতে পারে। রিজাল শাস্ত্রে এ সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করা হয়েছে। যেমন- 'ইয়াযীদ

---

৩৮. আল্-হাকিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

৩৯. মাহমূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।

৪০. আল্-হাকিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

৪১. মাহমূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ইব্নুল-আসওয়াদ' এবং 'আল্-আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ' এঁরা দু'নামের দু'জন ভিন্ন রাবী। একজন হলেন ইয়াযীদ ইব্নুল আসওয়াদ আল্-খাযা'ঈ আল্-জুরাশী (রা)। তিনি সাহাবী এবং মুখাদরামীন-এর মধ্যে গণ্য (অর্থাৎ তিনি জাহিলিয়াতের যুগও পেয়েছেন অতঃপর ইসলামও গ্রহণ করেছেন)। তিনি সিরিয়ায় বসবাস করতেন। দ্বিতীয়জনের নাম হলো 'আল্-আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ আন্-নাখ'ঈ' (র)। তিনি ছিলেন কূফার অধিবাসী তাবি'ঈ' এবং হাদীসের একজন প্রখ্যাত রাবী।[৪৩]

এভাবে 'আল্-ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম' এবং 'মুসলিম ইব্নুল-ওয়ালীদ'। দু'নামের দু'জন রাবী। আল্-ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম (র) হলেন বসরায় বসবাসকারী একজন বিখ্যাত তাবি'ঈ। তিনি জুন্দুব ইব্ন আব্দিল্লাহ্ আল্-বাজালী থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এ নামে দামেশকের আরো একজন রাবী আছেন যিনি হলেন ইমাম আল্-আওযা'ঈ (র)-এর ছাত্র। তাঁর থেকে ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) প্রমুখ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর মুসলিম ইব্নুল ওয়ালীদ ইব্ন রাবাহ হলেন মদীনার অধিবাসী। তিনি তাঁর পিতা এবং অন্যদের নিকট থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন আব্দুল আযীয আদ্-দারাওয়ারদী প্রমুখ। রিজাল শাস্ত্রে এ বিষয়ের উপরও পৃথকভাবে গ্রন্থ রচিত হয়েছে। খতীব আল্-বাগদাদী (র) (মৃ. ৪৬৩/১০৭০) রচিত 'কিতাবু রাফি'ইল ইরতিয়াব ফিল মাকলূবি মিনাল আসমাই ওয়াল আনসাব' গ্রন্থটি বিশেষভাবে এ বিষয়ের উপরই প্রণীত।[৪৪]

মুব্হাম বা নাম অনুল্লিখিত রাবীর পরিচয়

হাদীস বর্ণনা করার সময় রাবী কখনো কখনো তাঁর রিওয়ায়াতে উল্লিখিত বিশেষ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে কোন ব্যক্তি (পুরুষ/মহিলা) বলে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণ এ অনুল্লিখিত রাবীর নাম ও পরিচয় তুলে ধরে এ অস্পষ্টতা দূরীভূত করেছেন। যেমন- আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা) (মৃ. ৬৮/৬৮৭) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ان رجلا قال : يا رسول الله ! الحج كل عام ؟ –"এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! হজ্জ কি প্রতি বছরই ফরয?" এ ব্যক্তির নাম ছিল আকরা' ইব্ন হাবিস (রা)। কিন্তু এ হাদীসে তাঁর নাম উল্লিখিত হয়নি। অবশ্য ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত অপর একটি রিওয়ায়াতে আকরা ইব্ন হাবিসের নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে।[৪৫]

---

৪৩. ইব্নুস্ সালাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

৪৪. প্রাগুক্ত।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

www.pathagar.com

এভাবে আবূ সা'ঈদ আল্-খুদরী (রা) (মৃ. ৭৪/৬৯৩) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক সাহাবী সফররত অবস্থায় একবার একটি গোত্রের নিকট পৌঁছলে সে গোত্রের লোকেরা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানায়। ইতোমধ্যে সে গোত্রের সরদারকে একটি বিষধর কিছু দংশন করলে অনেক সাহাবী ত্রিশটি বকরীর বিনিময়ে তাঁকে ঝাড়-ফুঁক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তিনি সূরা আল্-ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিলে ঐ গোত্র প্রধান সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে যায়। এ হাদীসের রাবী আবূ সা'ঈদ আল্-খুদরী (রা) 'তাঁদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি সূরা আল্-ফাতিহা পড়ে ত্রিশটি বকরীর বিনিময়ে ঝাড়-ফুঁক করেন।' (فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب على ثلاثين شاة) বলে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু কে ঝাড়-ফুঁক করেছেন তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। আসলে রাবী আবূ সা'ঈদ আল্-খুদরী (রা) নিজেই ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন। এভাবে হাদীস গ্রন্থসমূহে এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন আন-আবীহী (عن ابيه), আন-জাদ্দিহী (عن جده), আন্-আম্মিহী (عن عمه), আন আখীহী (عن اخيه) প্রভৃতি শব্দে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সনদে তাঁদের নাম উল্লিখিত হয়নি। এর উদাহরণ হলো এ সনদটি : عن رافع بن خديج عن عمه –"রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন।" এখানে তাঁর চাচার নাম উল্লেখ করা হয়নি। তাঁর চাচার নাম হলো যুহাইর ইব্ন রাফি' আল্-হারিসী আল্-আনসারী।[৪৬] এ বিষয়টিও রিজাল শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ জন্যে মুহাদ্দিসগণ স্বতন্ত্রভাবে এ বিষয়ের উপরও গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এর মধ্যে আব্দুল গণী ইব্ন সা'ঈদ আল্-হাফিয (র) এবং খতীব আল্-বাগদাদী (র) প্রমুখের রচিত গ্রন্থাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪৭]

শেষ বয়সে স্মরণশক্তি লোপ পাওয়া রাবীগণের পরিচয়

'আসমাউর রিজাল'-এর গ্রন্থে ঐ সব রাবীগণকেও চিহ্নিত করা হয়েছে, শেষ বয়সে যাঁদের স্মরণশক্তি হ্রাস পেয়েছে। এর মধ্যে যুগশ্রেষ্ঠ অনেক সিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য রাবীও রয়েছেন, যাঁদের থেকে প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু দীর্ঘজীবী রাবী হওয়ার ফলে শেষ বয়সে বিভিন্ন কারণে তাঁদের স্মরণশক্তি লোপ পেয়ে যায়। আরবী ভাষায় একে ইখতিলাত (اختلاط) বলা হয়ে থাকে। হাদীসবেত্তাদের নিকট এরূপ রাবীর স্মরণশক্তি লোপ পাওয়ার পূর্বের রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য, পরের রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়। আর ইখতিলাত-এর পূর্বের না পরের, কোন রিওয়ায়াত সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হলে তাও গ্রহণযোগ্য নয়।[৪৮]

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-১৯৫।

www.pathagar.com

যেহেতু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই রিজাল শাস্ত্রে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে যে সব রাবী ইখতিলাত-এর শিকার হয়েছেন, তাঁদেরকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো ঃ আতা ইব্ন সাইব একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। শেষ বয়সে তাঁর স্মরণশক্তি হ্রাস পেয়েছিল। তাঁর থেকে নির্ভরযোগ্য যে সব মুহাদ্দিস হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তাঁদের মধ্যে সুফইয়ান আস্-সাওরী (র) (মৃ. ১৬১/৭৭৮) এবং শু'বা ইব্নুল হাজ্জাজ (র) (মৃ. ১৬০/৭৭৭) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর তাঁদের এ সব রিওয়ায়াত দলীল হিসেবেও গ্রহণযোগ্য। কেননা এ রিওয়ায়াতগুলো ছিল আতা ইব্ন সাইব-এর স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার পূর্বেকার। তবে মুহাদ্দিসগণ ঐ সব লোকের রিওয়ায়াত দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি যাঁরা তাঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার পর তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

এভাবে প্রসিদ্ধ রাবী আবূ ইসহাক আস্-সুবা'ঈর স্মরণশক্তিও শেষ বয়সে লোপ পেয়েছে। তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রসিদ্ধ একজন রাবী। সিহাহ্ সিত্তাহ্ গ্রন্থেও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তা সবই ইখতিলাত বা স্মরণশক্তি লোপ পাওয়ার পূর্বেকার রিওয়ায়াত। যাঁরা তাঁর স্মরণশক্তি লোপ পাওয়ার পর তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, মুহাদ্দিসগণের নিকট তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন আবূ ইয়া'লী আল্-খলীলীর মতে সুফইয়ান ইব্ন উ'আইনা (র) (মৃ. ১৯৮/৮১৪) তাঁর স্মরণশক্তি লোপ পাওয়ার পর তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সা'ঈদ ইব্ন আয়াস আল্-জুরাইরী (র)-ও একজন নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ রাবী। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। ইখতিলাত-এর পূর্বে হাদীস রিওয়ায়াতে তাঁর মর্যাদা ও স্থান কত উঁচু ছিল সে সম্পর্কে ইমাম আন্-নাসা'ঈ (র) (মৃ. ৩০৩/৯১৫) বলেন ঃ هو اثبت عندنا من خالد الحذاء –"তিনি আমার নিকট (প্রখ্যাত মুহাদ্দিস) খালিদ আল্-হায্যা (র) থেকেও অধিক নির্ভরযোগ্য রাবী।" কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর ইখতিলাত-এর পরের রিওয়ায়াত স্বয়ং ইমাম আন্-নাসা'ঈও দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি।[৪৯] সা'ঈদ ইব্ন আবী আরূবাহ্ (র) (মৃ. ১৫৬/৭৭২)-ও একজন প্রসিদ্ধ রাবী। তাঁর সম্পর্কে ইমাম আল্-বুখারী (র)-এর উস্তাদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) (মৃ. ২৩৩/৮৪৮) বলেন ঃ

خلط سعيد بن ابى عروبة بعد هزيمة ابراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن سنة اثنتين واربعين ومائة -

–"ইবরাহীম ইব্ন আব্দিল্লাহ্ ইব্ন হাসান ইব্ন হাসান-এর পরাজয়ের পর সা'ঈদ ইব্ন আবী আরূবা (র)-এর স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। আর এটা হলো ১৪২ হি. (৭৫৯ খ্রি.) সনের ঘটনা

৪৯. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

সুতরাং মুহাদ্দিসগণের ফয়সালা হলো ১৪২/৭৫৯ সনে তাঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার পর যাঁরা তাঁর থেকে রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে দেখার বিষয় হলো, তাঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার পূর্বে কারা কারা তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং পরে কারা রিওয়ায়াত করেছেন। কেননা এর উপরই হাদীসের বিশুদ্ধতা এবং তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়া নির্ভরশীল। রিজাল শাস্ত্রে এ সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আমরা দেখতে পাই যে, সা'ঈদ ইব্‌ন আবী আরূবা (র) থেকে ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন (র) (মৃ. ২০৬/৮২১) যে সব রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন, তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। কেননা তিনি তাঁর থেকে কূফা যাওয়ার প্রাক্কালে 'ওয়াসিত' শহরে বসে হাদীস শ্রবণ করেছিলেন। আর সা'ঈদ ইব্‌ন আবী আরূবার এ সফরটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার পূর্বে। সুতরাং ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূনের রিওয়ায়াত নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। এভাবে উবাদাহ্ ইব্‌ন সুলায়মান-এর রিওয়ায়াতও দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। কেননা তিনিও সা'ঈদ ইব্‌ন আবী 'আরূবা (র)-এর স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার পূর্বে তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

তাঁর স্মৃতিশক্তির লোপ পাওয়ার পর যে সব রাবী তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, মুহাদ্দিসগণ তাঁদেরকেও চিহ্নিত করেছেন। আল্-ওয়াকী' (র) এবং মা'আফী ইব্‌ন ইমরান আল্-মাওসিলী (র) এঁরা দু'জনই তাঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার পর তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। এ কারণে সা'ঈদ ইব্‌ন আবী আরূবা (র) থেকে তাঁদের রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়।

আব্‌দুর্ রহমান ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্ ইব্‌ন উৎবাহ ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ আল্-হুযালী আল্-মাস'উদী (র)-ও ইখতিলাত-এর শিকার হয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর স্মৃতিশক্তিও লোপ পেয়েছিল। ইমাম হাকিম (র) (মৃ. ৪০৫/১০১৪) তাঁর 'আল্-মুযাক্কীন লির্-রিওয়ায়াত' নামক গ্রন্থে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মা'ঈন (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন ঃ

من سمع من المسعودى فى زمان ابى جعفر فهو صحيح السماع،
ومن سمع منه فى ايام المهدى فليس سماعه بشيئ

–"আল্-মাস'উদী (র) থেকে যাঁরা খলীফা আবূ জা'ফরের যুগে (১৩৬/৭৫৩-১৫৮/৭৭৪) হাদীস শ্রবণ করেছেন, তা সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য। আর যাঁরা খলীফা আল্-মাহ্দীর যুগে (১৫৮/৭৭৪-১৬৯/৭৮৫) শ্রবণ করেছেন, তাঁদের রিওয়ায়াত আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।"

রিজাল শাস্ত্রে ঐ সব লোককেও চিহ্নিত করা হয়েছে, যাঁরা আল্-মাস'উদী (র) থেকে তাঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার পর হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। হাম্বল ইব্‌ন ইসহাক আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আসিম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

করলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আবদ ইব্‌ন হুমাইদ কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন? এর উত্তরে তিনি বললেন, ২৬০ হি. সনে। ইমাম আল্-হাকিম (র) বলেন, তখন আমি আমার সঙ্গীদেরকে লক্ষ্য করে বললাম, দেখুন! এ শায়খ আব্‌দ ইব্‌ন হুমাইদ-এর মৃত্যুর তের বছর পর তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।[৫৩]

এখানে এ উদাহরণগুলো এজন্যে পেশ করা হলো যাতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হাদীস বিজ্ঞানীগণ রাবীর সত্য-মিথ্যা পরখ করার জন্য কত উঁচুমানের মানদন্ড আবিষ্কার করেছেন, যে একজন মিথ্যাবাদীও তাতে ধরা না পড়ে পারে না। সার কথা হলো, যেহেতু রাবীর জন্ম-মৃত্যু, বয়স এবং হাদীস শ্রবণের সময়কাল, উস্তাদের আবাস স্থান, হাদীস শ্রবণকালে তাঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে কিনা? ইত্যাদি যরুরী বিষয়গুলো জানা রাবীর জন্য একান্ত আবশ্যক। তাই 'আসমা'উর রিজাল'-এর গ্রন্থসমূহে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে যেহেতু সকল রাবীর বয়স ও জন্ম-মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করা সম্ভব নয়, তাই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তিত্বের বয়স ও জন্ম-মৃত্যুর তথ্য প্রদান করা হলো ঃ

ক. বিশুদ্ধ মতানুযায়ী নবী করীম (সা) এবং তাঁর দু' সাথী আবূ বকর ও উমর (রা) ৬৩ বছর বয়স পেয়েছিলেন।[৫৪]

১. নবী করীম (সা) ইন্তিকাল করেন ১১/৬৩২ সনের রবী'উল-আউয়াল মাসের ১২ তারিখে।

২. আবূ বকর (রা) ইন্তিকাল করেন ১৩/৬৩৪ সনের জমাদিউল আউয়াল মাসে।

৩. উমর আল্-ফারূক (রা) ইন্তিকাল করেন ২৩/৬৪৩ সনের যিলহজ্জ মাসে।

৪. উসমান (রা) শাহাদাত বরণ করেন ৩৫/৬৫৬ সনের যিলহজ্জ মাসে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ মতান্তরে ৯০ বছর।[৫৫]

৫. আলী (রা) শাহাদাতবরণ করেন ৪০/৬৬১ সনের রমযান মাসে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।[৫৬]

খ. দু'জন সাহাবী ৬০ বছর বয়স পেয়েছিলেন জাহিলিয়াতের যুগে এবং ৬০ বছর পেয়েছেন ইসলামের যুগে। আর তাঁরা উভয়েই ৫৪/৬৭৪ সনে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। সাহাবী দু'জন হলেন ঃ

১. হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) এবং

২. হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)।[৫৭]

---

৫৩. প্রাগুক্ত।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪।

৫৫. ইব্‌নুস্ সালাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১।

৫৬. আল্-হাকিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

৫৭. ইব্‌নুস্ সালাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১।

www.pathagar.com

গ. প্রধান চার ইমাম

১. ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইব্ন সাবিত (র) (জ. ৮০/৬৯৯ - মৃ. ১৫০/৭৬৭)।

২. ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র) (জ. ৯৩/৭১১- মৃ. ১৭৯/৭৯৫)।

৩. ইমাম আশ্-শাফি'ঈ মুহাম্মাদ ইব্ন ইদ্রীস (র) (জ. ১৫০/৭৬৭- মৃ. ২০৪/৮১৯)।

৪. ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) (জ. ১৬৪/৭৮১- মৃ. ২৪১/৮৫৫)।[৫৮]

ঘ. ছয়জন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস

১. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল্-বুখারী (র) (জ. ১৯৪/৮১০-মৃ. ২৫৬/৮৭০)।

২. মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল্-কুশাইরী (র) (জ. ২০২/৮১৭ অথবা ২০৬/৮২১- মৃ. ২৬১/৮৭৫)।

৩. আবূ দাঊদ সুলায়মান ইব্নুল আশ্'আস্ আস্-সিজিস্তানী (র) (জ. ২০২/৮১৭-মৃ. ২৭৫/৮৮৯)।

৪. আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আত্-তিরমিযী (র) (জ. ২০৬/৮২১-মৃ. ২৭৯/৮৯২)।

৫. আহমাদ ইব্ন শু'আইব আন্-নাসাঈ (র) (জ. ২১৫/৮৩০- মৃ. ৩০৩/৯১৫)।

৬. মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ ইব্ন মাজাহ্ আল্-কাযবীনী (র) (জ. ২০৯/৮২৪ - মৃ. ২৭৩/৮৮৬)[৫৯]

এ বিষয়ের উপর রচিত 'আল্-ওয়াফায়াত' নামে একটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এর রচয়িতা হলেন ইব্ন যাবর মুহাম্মাদ ইব্ন উবাইদিল্লাহ্ মুহাদ্দিস দিমাশকী (র) (মৃ.৩৭৯/৯৮৯)। গ্রন্থটি সনের ক্রমানুসারে বিন্যস্ত। অবশ্য আল্লামা আল্-কাত্তানী (র), আকফানী (র) এবং ইরাকী (র) প্রমুখ এ গ্রন্থের উপর পাদটীকা লিখেছেন।[৬০]

---

৫৮. মাহমূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।

৫৯. ইব্নুস্ সালাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২; ড. মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৫৫।

৬০. মাহমূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪-২২৬।

www.pathagar.com

অধ্যায়–৩
রিজাল শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

পরিচ্ছেদ ১ ঃ রিজাল শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
পরিচ্ছেদ ২ ঃ রিজাল শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমামগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী
পরিচ্ছেদ ৩ ঃ রিজাল শাস্ত্রের ওপর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ–১

রিজাল শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

উৎপত্তি

হাদীস বর্ণনাকারীগণের সমালোচনা করা, যাচাই-বাছাই করা ও পরীক্ষা করা এবং তাঁদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য লোকদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করা ইসলামে এক অতীব যরূরী কার্যক্রম। কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন :

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا
قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ -

–"হে ঈমানদারগণ! কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসলে তোমরা তার সত্যতা যাচাই করে নাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে কোন জাতির ক্ষতি সাধন করে বসবে, আর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে পড়বে"[1]।

এ মর্মে আয়েশা (রা) (মৃ. ৫৮/৬৭৭) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন :

"امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلهم مع
ما نطق به القران من قول الله تعالى "وفوق كل ذى علم عليم" -

–"প্রতিটি লোককে তাঁর স্ব স্ব মর্যাদায় বহাল রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন পাক থেকেও একথা প্রমাণিত। যেমন এর সমর্থনে মহান আল্লাহ্র বাণী : প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর রয়েছেন এক মহাজ্ঞানী।" (১২ : ৭৬)[2]

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের এরূপ সুস্পষ্ট নির্দেশের কারণেই সাহাবীগণ হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষ কড়াকড়ি ও সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। অকাট্য যুক্তি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া তাঁরা কারো কথা বা হাদীস গ্রহণ করতেন না। পরবর্তীকালে ইল্মে হাদীসের ক্ষেত্রে এটাই 'হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞান' উৎপত্তির ভিত্তি স্থাপন করে। 'আসমা উর্ রিজাল' বা রিজাল শাস্ত্র এ কারণেই রচিত হয়। রাবীগণের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই এবং তাঁদের বিশ্বস্ততা প্রমাণের জন্য এ শাস্ত্রের কোন বিকল্প নেই।

---

১. আল-কুরআন; সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ৬।

২. ইমাম মুসলিম, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

www.pathagar.com

ক্রমবিকাশ

হিজরী প্রথম শতাব্দী

আমাদের উপরোক্ত আলোচা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই রিজাল শাস্ত্রের উৎপত্তি হয় এবং তখন থেকেই হাদীস রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এ প্রসংগে প্রবীণ সাহাবী উমর আল্-ফারুক (রা) (মৃ. ২৩/৬৪৩)-এর একটি ঘটনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একটি মাস'আলার ব্যাপারে তিনি এই বলে ফাতিমা বিন্ত কায়স-এর একটি রিওয়ায়াত প্রত্যাখ্যান করেন যে, এমন একজন স্ত্রীলোকের কথার ওপর ভিত্তি করে আমরা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র সুন্নাত বাদ দিতে পারি না যিনি (আল্লাহ্ই ভাল জানেন) নবী করীম (সা)-এর কথা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছেন কিনা, অথবা ভুলে গিয়েছেন কিনা! এভাবে ইব্ন উমর (রা) (মৃ ৭৪/৬৯৩)-এর রিওয়ায়াতের ব্যাপারে আয়েশা (রা) (মৃ. ৫৮/৬৭৭)-এর সমালোচনা এবং আবূ হুরায়রা (রা) (মৃ. ৫৮/৬৭৭-এর রিওয়ায়াত-এর ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রা) (মৃ. ৬৮/৬৮৭-এর সমালোচনার কথা বিভিন্ন হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে।[৩] হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীর স্থান ও মর্যাদা নিরূপণ, তাঁর স্মৃতিশক্তি ও ভুল-ত্রুটি মূল্যায়ন, দীনের প্রকৃত সমঝ এবং রিওয়ায়াতের সঠিক মর্মবাণী অনুধাবনের বিষয়টিকে ইসলামে সবসময়ই গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ সাহাবীগণও বিষয়টিকে গভীরভাবে মূল্যায়ন করেছেন এবং এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে সাহাবীগণের মধ্যে ইব্ন আব্বাস (রা), উবাদাহ্ ইব্ন সামিত (রা) (মৃ. ৩৪/৬৫৪), আনাস ইব্ন মালিক (রা) (মৃ. ৯৩/৭১২) এবং উ'ম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন গ্রন্থে রাবীগণের ব্যাপারে তাঁদের সমালোচনা ও পর্যালোচনার কথা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এরূপ রাবীর সংখ্যাও খুব একটা বেশি নয়। কেননা কুরআন-সুন্নাহ্র অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে সাহাবীগণের 'আদালাত' সুপ্রমাণিত। সুতরাং তাঁদের সমালোচান কিংবা জার্হ-তা'দীলের আদৌ কোন সুযোগ নেই। তবে হ্যাঁ, রিওয়ায়াতের সঠিক মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে ভুল-ত্রুটি হয়ে যেতে পারে অথবা স্বভাবগতভাবে মানুষের হিসেবে ভুল-ত্রুটি হওয়াও অসম্ভব নয়। তবে এর সংখ্যাও বিরল। কেননা সাহাবীগণের আল্লাহ্ভীতি এবং হাদীস গ্রহণে তাঁদের পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন এবং নবী করীম (সা)-এর সুন্নাতের প্রতি আমল ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন নযীরবিহীন। এভাবে কল্যাণ ও বরকতের মধ্য দিয়েই 'খাইরুল কুরূন'-এর প্রথম শতাব্দীর পরিসমাপ্তি ঘটে।[৪]

---

৩. আসীর আদরাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনা

অবশ্য হিজরী প্রথম শতাব্দী যখন শেষ হয়ে যায় এবং সাহাবীগণও এক এক করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে থাকেন, তখন 'খাইরুল কুরূন'-এর সেই কল্যাণ ও বরকতের স্রোত ধীরে ধীরে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মুছে যেতে থাকে। এমনি এক যুগসন্ধিক্ষণে তাবি'ঈনের যুগ এসে যায়–যাঁরা সরাসরি সাহাবীগণ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। এ যুগে রাবীগণের যাচাই-বাছাই, পর্যালোচনা এবং সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা প্রথম যুগের তুলানায় কিছুটা অধিক অনুভূত হতে থাকে। প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ আশ্-শা'বী (র) (মৃ. ১০৪/৭২৩), সা'ঈদ ইব্নুল্ মুসাইয়্যিব (র) (মৃ. ৯৪/৭১৩) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (র) (মৃ. ১১০/৭২৯) প্রমুখ তখন এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তবে যেহেতু তখনও প্রবীণ তাবি'ঈগণের প্রাধান্য ছিল, ঈমানী চেতনা ও তাকওয়ার বলে তাঁরা বলীয়ান ছিলেন। তাই রাবীগণের যাচাই-বাছাই ও সমালোচনার প্রয়োজন খুব কমই অনুভূত হয়। আর তখন রাবীগণের সংখ্যাও ছিল সীমিত। একেবারে অজান্তেই তাঁদের থেকে ভুল-ত্রুটি প্রকাশ পেত।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী যখন শুরু হয়, তখন তাবে'-তাবি'ঈনের একটি বিরাট দল হাদীসের রাবীগণের মধ্যে শামিল হয়ে যান। তাঁদের সাথে অনেক দুর্বল রাবীরও আগমন ঘটে। ফলে হাদীস রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুরসাল হাদীসসমূহ ব্যাপকভাবে বর্ণনা করা হতে থাকে। এমন কি 'মাওকূফ' হাদীসকে 'মারফূ' হাদীস হিসেবে চালিয়ে দেয়ার মত ত্রুটিও পরিলক্ষিত হতে থাকে। এভাবে হাদীস রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে ভুল-ভ্রান্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বনূ উমাইয়াদের পতনের পর শুরু হয় আব্বাসীয় যুগ। এ যুগের মুসলিম সমাজে নাস্তিকতাবাদ একটি আকীদা ও বিশ্বাস হিসেবে প্রসার লাভ করতে শুরু করে। এ সময়কার নাস্তিকগণ প্রকাশ্যভাবে নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি জানাত বটে; কিন্তু ভেতরে তারা গোটা দীনকেই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে চলতো। আব্বাসী যুগেই দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রীক গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায় অনূদিত হয় এবং মুসলিম সামাজে তা ব্যাপকভাবে চর্চা হতে থাকে। ফলে নাস্তিকতাবাদ ও ধর্মহীনতার চিন্তা এক বিজ্ঞানসম্মত মত হিসেবেই জনগণের নিকট গৃহীত হতে থাকে।

প্রাচীনকালের অমূলক কিস্সা-কাহিনীও এ সময় মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। স্বকল্পিত কিস্সা-কাহিনীতে রঙ-চঙ লাগিয়ে জনগণের নিকট অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলবার জন্য চেষ্টা করা হয়। একে হাদীসের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি অনুযায়ী রূপ দিতে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস বলে

www.pathagar.com

চালিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করা হতো না। ফলে পবিত্র কুরআন ও রাসূল (সা)-এর হাদীস হতে সাধারণ মুসলমানের দৃষ্টি ফিরে তার বিপরীত দিকেই নিবদ্ধ হয়। বস্তুত এ সকল ব্যাপারই ছিল ইসলামের পক্ষে মারাত্মক ফিতনা এবং হাদীস জালকরণের ব্যাপক প্রবণতাই এ ফিতনার বাস্তব রূপ।

উল্লিখিত ফিতনাসমূহের প্রত্যেকটি পর্যায়েই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস হতে সমর্থন লাভ করার জোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রকৃত হাদীসে যখন এর একটির প্রতিও একবিন্দু সমর্থন পাওয়া গেল না, তখন তারা প্রায় সকলেই নিজেদের মনগড়া কথাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামে চালিয়ে দিতে শুরু করে। এর সাথে প্রকৃত হাদীসের মত সম্পূর্ণ মনগড়া বা বানানো সনদ জুড়ে দেয়া হয় এবং একে এমনভাবে পেশ করা হতে থাকে যেন সকলেই তা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ নিঃসৃত বাণী বলে বিশ্বাস করে নেয়। ঠিক এ অবস্থায় প্রত্যেকটি হাদীস সমালোচনার কষ্টি পাথরে ওযন ও যাচাই করে নেয়ার অপরিহার্য প্রয়োজন দেখা দেয়।

এ যুগের মুহাদ্দিসগণ এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মুসলিম জাহানের প্রতিটি কেন্দ্র পরিভ্রমণ করে সেখানকার রাবীগণের সাথে সাক্ষাত করে তাঁদেরকে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা করেন এবং অন্যদের নিকট থেকে তাঁদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে তাঁদের পূর্ণাঙ্গ জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন এবং এ অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা তাঁদের রিওয়ায়াতের মান ও গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরেন। আর যে সব রাবী তাঁদের মানদন্ডে উত্তীর্ণ হতে পারেনি, তাদেরকেও তাঁরা চিহ্নিত করে দেন। এভাবে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিক দিয়ে রাবীগণের যাচাই-বাছাই ও সমালোচনার কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। এটা ছিল তাবে'-তাবি'ঈগণের শেষ যুগের কথা। এ যুগেই 'আসমা'উর্ রিজাল'-এর গ্রন্থাবালী প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। এ সময়ে রিজাল শাস্ত্রে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে শু'বা ইব্নুল হাজ্জাজ (র) (মৃ. ১৬০/৭৭৭), ইমাম মালিক (র) (মৃ. ১৭৯/৭৯৫), মা'মার (র) (মৃ. ১৫৪/৭৭০), হিশাম (র) (মৃ. ১৫৪/৭৭০), আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুবরাক (র) (মৃ ১৮১/৭৯৭), হুশাইম (র) (মৃ. ১৮৮/৮০৪) এবং সুফইয়ান ইবন উআয়না (র) (মৃ ১৯৮/৮১৪) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এরপর রিজাল শাস্ত্রের ইতিহাসে যাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে, তাঁদের মধ্যে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল্-কাত্তান (র) (মৃ ১৯৮/৮১৪) এবং আব্দুর্ রহমান ইব্নুল মাহদী (র) (মৃ. ১৯৮/৮১৪)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল্-কাত্তান (র) হলেন ঐ ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে ইমাম আয্-যাহাবী (র) (মৃ ৭৪৮/১৩৪৮) লিখেছেন ঃ

قال احمد بن حنبل ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان -

www.pathagar.com

-“আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল্-কাত্তান (র)-এর মত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি আমার নযরে পড়েনি।”[৫]

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল্-কাত্তান (র)-ই হলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি রাবীগণের সমালোচনা পদ্ধতিকে একটি মূলনীতি আকারে সাজিয়ে তা গ্রন্থাকারে রূপদান করেছেন। এতে তিনি রাবীগণের সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর সাধারণভাবে মুহাদ্দিসগণও তাঁর রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। সম্ভবত এ কারণেই 'আসামা'উর রিজাল'-এর গ্রন্থাবলীতে তাঁর রায় ও অভিমতের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এভাবে ধীরে ধীরে যুগের চাহিদা অনুযায়ী রিজাল শাস্ত্র আরো ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে এসে 'আসমা'উর্ রিজাল' একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করে।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দী

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে ইল্মে হাদীস সর্বাধিক উন্নতি অগ্রগতি, ও ব্যাপকতা লাভ করে। এ শতকে ইল্মে হাদীসের এক-একটি বিভাগ সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয়। এ শতকের মুহাদ্দিসগণ রাবী ও হাদীসের সন্ধানে জলে-স্থলে পরিভ্রমণ করেন। মুসলিম জাহানের প্রতিটি কেন্দ্রে আঁতিপাতি খুঁজে দেখেন। এক-একটি শহর, এক-একটি গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে বিক্ষিপ্ত হাদীসসমূহ তাঁরা পূর্ণ সনদসহ সজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করেন। সনদ ও বর্ণনা সূত্রের ধারাবাহিকতা এবং তার বিশুদ্ধতার ওপর পূর্ণমাত্রায় গুরুত্বারোপ করেন। ফলে 'রিজাল শাস্ত্র' একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করে। 'সিহাহ্ আস্-সিত্তাহ্' (ছয়খানি বিশুদ্ধ হাদীস) গ্রন্থও এ শতকেই সংকলিত হয়। এ শতকে রিজাল শাস্ত্রে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) (মৃ ২৩৩/৮৪৮), আলী ইব্নুল মাদীনী (র) (মৃ. ২৩৪/৮৪৯), আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) (মৃ. ২৪১/৮৫৫), ইমাম আল্-বুখারী (র) (মৃ. ২৫৬/৮৭০), ইমাম মুসলিম (র) (মৃ. ২৬১/৮৭৫), আবূ যুর'আ আর্-রাযী (র) (মৃ. ২৬৪/৮৭৮), আবূ হাতিম আর্-রাযী (র) (মৃ. ২৭৭/৮৯১), ইমাম আত্-তিরমিযী (র) (মৃ. ২৭৯/৮৯২), এবং ইমাম আন্-নাস'ঈ (র) (মৃ. ৩০৩/৯১৫) প্রমুখ।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য যে আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র চালায়, আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানীতে শেষ পর্যন্ত তা চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ কথা সত্য যে, যথাসময়ে যদি হাদীস যাচাই-বাছাই ও বিশুদ্ধতা নিরূপণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা না হতো, তা হলে মিথ্যা হাদীসের স্তূপ মুসলিম

৫. আয্-যাহাবী (১৯৮১), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮।

www.pathagar.com

সমাজকে সর্বাত্মকভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলতো। উপরোল্লিখিত প্রত্যেকটি ফিতনার সময় যখনই মুসলিমগণের দৃষ্টি পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে ভিন্ন দিকে ফিরে যেতে শুরু করে, তখনি সমাজে এমন কতিপয় মহান ব্যক্তির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে, যাঁরা প্রবল শক্তিতে হাদীস হিফাযতের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। পুঞ্জীভূত আবর্জনা দূরে নিক্ষেপ করে প্রকৃত হাদীসে রাসূলকে জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মুসলিম সমাজকে রাসূলের প্রকৃত হাদীসের অম্লান আলো দিয়ে সমুদ্ভাসিত করে তুলেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে যে অক্লান্ত সাধনা ও প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, পৃথিবীর অন্য কোন জাতি তাদের মূল ধর্মীয় গ্রন্থ রক্ষার্থেও এর শতভাগের একভাগ চেষ্টা-সাধনাও করেনি। তাঁদের এ অসাধারণ চেষ্টা-সাধনার ফলেই আজ রিজাল শাস্ত্রের মাধ্যমে কয়েক লক্ষ রাবীর জীবন-চরিত সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে।[৬]

সার কথা হলো, হাদীস বর্ণনাকারীগণের সমালোচনা ও যথাযোগ্য মর্যাদা দান সম্পর্কে কথা বলা নবী করীম (সা), বিপুল সংখ্যক সাহাবী এবং তাবি'ঈ হতে প্রমাণিত। এ ক্ষেত্রে পরবর্তীগণও তাঁদের অনুসরণ করেছেন। তাঁরা সকলেই এ কাজকে বিধিসম্মত মনে করেছেন। ইসলামী শরী'আতকে মিথ্যা ও জালিয়াতের করাল গ্রাস হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাঁরা এটাকে বৈধ করেছেন। এভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগেই এ কাজের সূচনা হয় এবং ক্রমান্বয়ে যুগের পর যুগ পেরিয়ে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে এসে পরিপূর্ণতা লাভ করে। অবশ্য এর পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এ বিষয়ের ওপর ব্যাপকভাবে গবেষণামূলক কাজ চলতে থাকে এবং এখনো তা অব্যাহত রয়েছে। অধমের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাও সেই ধারাবাহিকতায় সামান্য সংযোজন মাত্র।

---

৬. এ অধ্যায়ের আলোচনাটুকু-আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬-৩৪২; মাওলানা আব্দুর্ রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৬-৪৬৯; আসীর আদরাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-১০৩-এর ছায়াবলম্বনে লিখিত।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ- ২

রিজাল শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমামগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইমাম আবূ হানীফা (র)

ইমাম আবূ হানীফা (র) (জ ৮০/৬৯৯- মৃ. ১৫০/৭৬৭)-এর প্রকৃত নাম নু'মান। পিতার নাম সাবিত। কুনিয়াত আবূ হানীফা এবং লকব ইমাম আল্-আ'যম। তিনি উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিকের রাজত্বকালে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং আব্বাসী সালতানাতের প্রারম্ভে ইন্তিকাল করেন।[১] প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তিনি তাবি'ঈ ছিলেন। ইমাম আয্-যাহাবী (র) (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮), ইব্ন হাজার আল্-আসকালানী (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮) এবং ইব্ন হাজার আল্-মাক্কী (র) প্রমুখের অভিমত এটাই। আল্লামা আলা'উদ্দীন (র) 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থের ভূমিকায় (১ম খ., পৃ. ৫৯) লিখেছেন ঃ وادرك بالسن نحو عشرين صحابيا

-"বয়সের হিসেবে তিনি প্রায় বিশজন সাহাবীকে পেয়েছেন।"

'মুনিয়াতুল মুফতী' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আরো লিখেছেন ঃ

وصح ان ابا حنيفة سمع الحديث من سبعة من صحابة -

-"ইমাম আবূ হানীফা (র) সাতজন সাহাবীর নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন, এটা প্রমাণিত সত্য।"

অবশ্য এ কালের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (র) ভিন্নমত পোষণ করে বলেন ঃ

انه تابعى رؤية وتبع التابعين رواية

-"তিনি সাক্ষাতলাভের দিক দিয়ে তাবি'ঈ ছিলেন এবং তাবে'-তাবি'ঈ ছিলেন হাদীস বর্ণনার দিক দিয়ে।"[২]

ইমাম আবূ হানীফা (র) বিপুল সংখ্যক মুহাদ্দিস-এর নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন। আবূ হাফস আল্- কাবীর (র)-এর দাবি অনুযায়ী তাঁর ইল্মে হাদীসের উস্তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার। তাঁর থেকেও বিপুল সংখ্যক রাবী হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। হাফিয মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ আস্-সালিহী (র) বলেন, আবূ হানীফা (র) হাদীসের বড় বড় হাফিয ও উস্তাদগণের মধ্যে গণ্য। তিনি যদি হাদীসের

---

১. হাক্কানী, আব্দুল কাইয়ূম ঃ **'ইমাম আ'যম আবূ হানীফা'** (দেওবন্দ ঃ মাতকাবাতুর্ রিয়াদ, তা. বি.), পৃ. ৪৮ ; আয-যাহাবী, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

২. আল্-কাশ্মীরী, আনোয়ার শাহ ঃ **'ফাইযুল বারী'**, ১ম খ, (দেওবন্দ ঃ ১৯৮০), পৃ. ২০২।

www.pathagar.com

প্রতি খুব বেশি মনোযোগী না হতেন ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন না হতেন, তা হলে ফিক্‌হর মাসআলা-মাসাইল বের করা তাঁর পক্ষে কখনই সম্ভবপর হতো না।[৩]

শায়খুল ইসলাম ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন (র) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা অত্যন্ত মুত্তাকী, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন গুণসম্পন্ন সাধক, আলিম, সত্যবাদী ও সমসাময়িক কালের সর্বাপেক্ষা হাদীসের বড় হাফিয ছিলেন।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ আল্ কাত্তান (র) (মৃ ১৯৮/৮১৪) বলেছেন ঃ

انه والله لاعلم هذه الامة بما جاء عن الله وعن رسوله ـ

—"আল্লাহ্‌র শপথ! আবূ হানীফা (র) বর্তমান মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের হাদীস সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী।"[৪]

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মা'ঈন (র) (মৃ. ২৩৩/৮৪৮)-কে যখনই ইমাম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো, তখনই তিনি বলতেন ঃ

ثقة مأمون ما سمعت احدا ضعفه

—"তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ও ভুল-ভ্রান্তিমুক্ত। হাদীসের ব্যাপারে কেউ তাঁকে দুর্বল বা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন বলে আমি শুনিনি।"[৫]

তিনি আরো বলেছেন ঃ

كان ابو حنيفة ثقة من اهل الدين والصدق ولم يتهم بالكذب وكان مأمونا على دين الله تعالى صدوقا فى الحديث ـ

—"আবূ হানীফা (র) দীনদার, বিশ্বস্ত, সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। কেউ তাঁকে মিথ্যা বর্ণনা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন নি। তিনি আল্লাহ্‌র দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এবং হাদীস বর্ণনায় পূর্ণ সত্যবাদী ছিলেন।"[৬]

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মা'ঈন (র),(মৃ. ২৩৩/৮৪৮)-এর আরো একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ

كان ابو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث الا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظ ـ

—"ইমাম আবূ হানীফা (র) খুবই নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি নিজের মুখস্থ ও সুরক্ষিত হাদীসই বর্ণনা করতেন। যা তাঁর মুখস্থ নেই, তা তিনি কখনো বর্ণনা করতেন না।"[৭]

---

৩. আবূ যাহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪।
৪. মাওলানা আব্‌দুর রহীম প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩।
৫. আল্-'আইনী, ২য় খ., প্রগুক্ত, পৃ. ১২।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. মাওলানা আব্‌দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫।

www.pathagar.com

ইমাম আবূ হানীফা (র) হাদীস গ্রহণে যে কঠোর শর্তারোপ ও অধিক সাবধানতা অবলম্বন করেছেন, তা একান্তভাবে হাদীসের হিফাযতের জন্যই অপরিহার্য ছিল। কেননা তাঁর যুগে বিভিন্ন প্রকারের ভ্রান্ত আকীদা ও এক শ্রেণীর মানুষের মনগড়া মিথ্যা হাদীস ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। এ সময় তিনি যদি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করতেন, যদি হাদীস নামে কথিত ভুল-শুদ্ধ নির্বিচারে সব কথাই মেনে নিতেন, তা হলে আল্লাহ্‌র দীন নির্ভুলভাবে রক্ষিত হতে পারতো না। প্রকৃতপক্ষে এটা তাঁর অপরিসীম তাকওয়া ও দীনের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস ও ভালবাসারই ফল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৮]

মা'মার ইব্‌ন রাশিদ (র)

মা'মার ইব্‌ন রাশিদ (র) (মৃ. ১৫৪/৭৭০)-এর নাম মা'মার। পিতার নাম রাশিদ এবং কুনিয়াত হলো আবূ উরওয়া। তিনি আরবের 'আল্-আযদ' গোত্রের আযাদকৃত দাস হওয়ার কারণে তাঁকে আল্-আযদী এবং বসরার অধিবাসী হওয়ার কারণে তাঁকে আল্-বসরীও বলা হয়ে থাকে। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। ১৫৩/৭৬৯ মতান্তরে ১৫৪/৭৭০ সনে ষাট বছরেরও কম বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৯]

তিনি তাঁর যুগের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি যাঁদের থেকে ইলমে হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- ইমাম আয-যুহরী (র) (মৃ. ১২৪/৭৪২), কাতাদাহ (র), আমর ইব্‌ন দীনার (র), ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবী কাসীর (র), মুহাম্মাদ ইব্‌ন যিয়াদ (র), আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন উসমান (র) এবং হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) প্রমুখ।

তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- সুফইয়ান আস্-সাওরী (র) (মৃ.১৬১/৭৭৮), ইব্‌ন উয়ায়নাহ্ (র), আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র), হিশাম ইব্‌ন ইউসুফ (র) এবং আব্‌দুর রায্‌যাক (র) প্রমুখ।[১০] তাঁর সম্পর্কে ইমাম আহমাদ (র) (মৃ. ২৪১/৮৫৫) বলেন ঃ

ليس يضم الى معمر احد الا وجدته فوقه -

-"মা'মারকে তাঁর যুগের যার সাথেই তুলনা করা হোক না-কেন, তাঁকে শ্রেষ্ঠতর হিসেবে পাবে।"[১১]

৮. আবূ যাহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬।

৯. আয্-যাহাবী (১৯৬৩), ৪র্থ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪ ; ইব্‌ন হাজার ঃ **আত্-তাহ্যীব**, ১০ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

১০. আয্-যাহাবী (১৯৬৩), ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

১১. আয্-যাহাবী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) (মৃ. ২৩৩/৮৪৮) বলেন, ইমাম আয্-যুহরী (র) থেকে যাঁরাই হাদীস শ্রবণ করেছেন, মা'মার তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।[১২]

হিশাম আদ্-দাসতাওয়ায়ী (র)

হিশাম আদ্-দাসতাওয়ায়ী (র) (মৃ. ১৫৪/৭৭০)-এর পুরো নাম হিশাম ইবন আবূ আব্দিল্লাহ্ আদ্-দাস্তাওয়ায়ী আবূ বকর আল্-বসরী। তাঁর কুনিয়াত আবূ বকর। পিতার নাম আবূ আব্দিল্লাহ্ আর্-রাব'ঈ। রাবী'আ বংশের আযাদকৃত দাস হওয়ার কারণে তাঁকে আর্-রাব'ঈ এবং বসরার অধিবাসী হওয়ার কারণে তাঁকে আল্-বসরী বলা হয়ে থাকে। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। 'আদ-দাস্তাওয়া' নামক স্থানের কাপড় বিক্রি করতেন বলে তাঁকে আদ্-দাস্তাওয়ায়ী বলা হয়ে থাকে। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তিনি ১৫৩/৭৬৯ মতান্তরে ১৫৪/৭৭০ সনে ইন্তিকাল করেন।[১৩]

তিনি একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম আয্-যাহাবী (র) তাঁকে পঞ্চম তবকার হাফিযে হাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন। তিনি যাঁদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- কাতাদাহ (র), হাম্মাদ ইবন আবূ সুলায়মান (র), ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী কাসীর (র), আবুয-যুবাইর (র) এবং কাসিম ইব্ন আউফ (র) প্রমুখ।

তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- মুহাম্মাদ ইব্ন আবী আদী (র), আব্দুর রহমান ইব্নিল্ মাহদী (র), আবূ দাঊদ (র), মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) এবং মাক্কী ইব্ন ইবরাহীম (র) প্রমুখ।

ইল্মে হাদীসে তাঁর গভীর জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের ব্যাপারে সমসাময়িক যুগের লোকেরা তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইমাম শু'বা (র) (মৃ ১৬০/৭৭৭) বলেন, হিশাম আদ্-দাস্তাওয়ায়ী (র) ছাড়া আর কোন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি এরূপ মন্তব্য করতে পারি না যে, তিনি একমাত্র আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে ইল্মে হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি কাতাদাহ্ (র)-এর হাদীস সম্পর্কে আমার থেকেও অধিক জ্ঞাত ছিলেন। আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) (মৃ. ২০৪/৮১৯) তাঁকে 'আমীরুল মু'মিনীন ফিল-হাদীস' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম আহমাদ (র)-এর উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, হিশাম আদ্-দাস্তাওয়ায়ী (র) তাঁর যুগের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।[১৪]

---

১২. প্রাগুক্ত।

১৩. আয্-যাহাবী (১৯৮১), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।

১৪. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ইমাম আল্-আওযা'ঈ (র)

ইমাম আল্-আওযা'ঈ (র) (জ. ৮৮/৭০৬-মৃ. ১৫৭/৭৭৩)-এর পুরো নাম আব্দুর রহমান ইব্ন আমর ইব্ন মুহাম্মাদ। কুনিয়াত আবূ আমর। তিনি সিরিয়ার একজন প্রখ্যাত ইমাম ও হাফিযে হাদীস ছিলেন। তিনি তাবে'-তাবি'ঈ ছিলেন। তিনি আতা ইব্ন আবূ রিবাহ (র), কাতাদাহ (র), নাফি' মাওলা ইব্ন উমর (র), (মৃ. ১১৭/৭৩৬), ইমাম আয্-যুহরী (র), মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম (র), শাদ্দাদ ইব্ন আম্মার (র), রবী'আ ইব্ন ইয়াযীদ (র) এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাসীর (র), প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। ইল্মে হাদীস শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহের শেষ ছিল না। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) (মৃ. ১১০/৭২৯) ও হাসান বসরী (র) (মৃ. ১১০/৭২৯)-এর নিকট হতে হাদীস শিক্ষা করবার উদ্দেশ্যে সুদূর বসরা নগরে গিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ ও দুরধিগম্য পথ অতিক্রম করে তিনি সেখানে গিয়ে জানতে পেলেন, হাসান আল্-বসরী (র) ইন্তিকাল করেছেন এবং মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) মৃত্যু শয্যায় শায়িত। এতে তিনি খুবই ব্যথিত হন।

তাঁর থেকে যে সব মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন—সুফাইয়ান আস্-সাওরী (র) (মৃ. ১৬১/৭৭৮), ইমাম মালিক (র) (মৃ. ১৭৯/৭৯৫), শু'বা ইব্নুল হাজ্জাজ (র), (মৃ. ১৬০/৭৭৭), আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র), ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম (র), মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ ফারইয়াবী (র) এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল্-কাত্তান (র) (মৃ. ১৯৮/৮১৪) প্রমুখ।[১৫]

শু'বা ইব্নুল হাজ্জাজ (র)

শু'বা ইব্নুল হাজ্জাজ (র) (জ. ৮২/৭০২-মৃ. ১৬০/৭৭৭)-এর পুরো নাম শু'বা ইব্নুল হাজ্জাজ ইব্নিল্ ওয়ারদ আল্-আতাকী আল্-আয্দী আল্-ওয়াসিতী। তাঁর কুনিয়াত আবূ বুস্তাম। 'আয়দ' বংশের আযাদকৃত দাস হওয়ার কারণে তাঁকে আল্-আয্দী এবং ওয়াসিত[১৬] শহরের অধিবাসী হওয়ার কারণে তাঁকে আল্-ওয়াসিতী বলা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে তিনি বসরা শহরে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও রিজাল শাস্ত্রের একজন প্রসিদ্ধ ইমাম ছিলেন। ৭৭ বছর বয়সে তিনি বসরায় ইন্তিকাল করেন। ইমাম শু'বা (র)-ই সর্ব প্রথম ব্যক্তি যিনি ইরাকে রাবীগণের যাচাই-বাছাই ও সমালোচনার কাজ শুরু করেন। তিনিই সর্ব প্রথম সিকাহ্ ও গায়র সিকাহ্ রাবীগণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র)-এর উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

هو امة وحده فى هذا الشان

---

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫ ; আবূ যাহু,(প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৫-২৯৭।

১৬. 'আল্-ওয়াসিত' কূফা ও বসরার মধ্যবর্তী একটি শহরের নাম।

www.pathagar.com

–"ইমাম শু'বা (র) এ বিষয়ে একাই একদলের কাজ করে গিয়েছেন।"[১৭]

ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র) (মৃ. ২০৪/৮১৯) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق

"ইমাম শু'বা (র)-এর যদি জন্ম না হতো, তা হলে ইরাকে বিশুদ্ধ হাদীসের চর্চা হতো না।"[১৮]

আনাস (রা) ও আমর ইব্ন মুসলিম (রা)-এ দু' জন সাহাবীর সাথে শু'বা (র)-এর সাক্ষাত হলেও জীবনী লেখকগণ তাঁকে তাবে'-তাবি'ঈনের মধ্যে গণ্য করেছেন। তিনি আনাস ইব্ন সীরীন (র), আমর ইব্ন দীনার (র) এবং শা'বী (র) (মৃ. ১০৪/৭২৩) প্রমুখ তাবি'ঈনের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন।

আর তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন আ'মাশ (র) (মৃ ১৪৮/৭৬৫), আইয়ূব আস্-সাখতিয়ানী (র), মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র), ইব্ন মাহদী (র), ইব্নুল মুবারক (র) (মৃ. ১৮১/৭৯৭) এবং ইয়াহ্ইয়া আল্-কাত্তান (র) (মৃ. ১৯৮/৮১৪) প্রমুখ।[১৯]

সুফইয়ান আস্-সাওরী (র)

সুফইয়ান আস্-সাওরী (র) (জ. ৯৭/৭১৬-মৃ. ১৬১/৭৭৮)-এর পুরো নাম সুফইয়ান ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন মাসরূক আস্-সাওরী। তাঁর কুনিয়াত আব্দুল্লাহ্ এবং লকব আমীরুল মু'মিনীন ফিল-হাদীস। প্রখ্যাত তাবে'-তাবি'ঈ সুফইয়ান আস্-সাওরী (র) ছিলেন তাঁর যুগের হাদীস শাস্ত্রের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী। তিনি আবূ ইসহাক আস্-সুবাইয়ী (র), আব্দুল মালিক ইব্ন উমাইর (র), আমর ইব্ন মুর্রাহ্ (র), যুবাইদ ইব্ন হারিস (র) এবং আসওয়াদ ইব্ন কায়স (র) প্রমুখের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন।

আর তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন– আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র), (মৃ. ১৮১/৭৯৭), আল্-ওয়াকী' (র), আবূ নাঈম (র), ইয়াহ্ইয়া আল্-কাত্তান (র) (মৃ. ১৯৮/৮১৪), আল-আওযাঈ (র) (মৃ. ১৫৭/৭৭৩), আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) এবং আ'মাশ (র) (মৃ. ১৪৮/৭৬৫) প্রমুখ।

তিনি যে ইলমে হাদীসের কত বড় পণ্ডিত ছিলেন তা তাঁর সমসাময়িককালের অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের উক্তি হতে বুঝা যায়। প্রখ্যাত হাদীসের ইমাম আব্দুর রহমান ইব্নুল মাহদী (র) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

ما رأيت صاحب الحديث احفظ من سفيان الثورى

---

১৭. আয্-যিরিকলী, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

১৮. আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪ (অর্থাৎ ইরাকবাসীরা বিশুদ্ধ হাদীস সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারতো না)।

www.pathagar.com

–"আমি সুফইয়ান আস্-সাওরী (র) অপেক্ষা অধিক হাদীস মুখস্থকারী আর একজন লোকও দেখিনি।"[২০]

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) বলেছেন ঃ

سفيان الثورى اعلم الناس بحديث الاعمش

–"সুফইয়ান আস্-সাওরী (র) আ'মাশ (র)-এর বর্ণিত হাদীসমূহ অন্যান্য সকল লোক অপেক্ষা অধিক জানেন।"[২১]

ইমাম মালিক (র)

ইমাম মালিক (র) (জ. ৯৩/৭১১-মৃ. ১৭৯/৭৯৫)-এর পুরো নাম মালিক ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক ইব্ন আবূ আমির। কুনিয়াত আবূ আব্দিল্লাহ্। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। মদীনায় জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। ইমাম মালিক (র) মদীনার সবচেয়ে বড় আলিম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ইল্মে হাদীস ও ফিক্হ উভয় শাস্ত্রেরই ইমাম ছিলেন। ইমাম মালিক (র)- নাফি' মাওলা ইব্ন উমর (র), মুহাম্মাদ ইব্নুল মুনকাদির (র), আবুয যুবাইর (র), আয্-যুহরী (র) এবং আব্দুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (র) প্রমুখের ন্যায় মদীনার বড় বড় মুহাদ্দিস-এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।

তাঁর থেকেও বিপুল সংখ্যক লোক হাদীস শ্রবণ করেছেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- ইব্ন মুবারক (র) (মৃ ১৮১/৭৯৭), ইয়াহ্ইয়া আল্-কাত্তান (র), ইব্নুল মাহদী (র), ইব্ন ওয়াহাব (র), ইব্নুল কাসিম (র), ইব্ন ইউসুফ (র) এবং সা'ঈদ ইব্ন মানসূর (র) প্রমুখ।

যেহেতু তখন শত শত তাবি'ঈ ও তাবে'-তাবি'ঈ মুহাদ্দিস মদীনায় অবস্থান করতেন, তাই ইল্মে হাদীস শিক্ষার জন্যে ইমাম মালিককে মদীনার বাইরে যেতে হয়নি। তিনি হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। সব রাবীর নিকট হতেই তিনি হাদীস গ্রহণ করতেন না। তিনি হাদীসের উস্তাদ হিসেবে কাকে গ্রহণ করবেন, তা গভীরভাবে সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনা করে ছাঁটাই-বাছাই করে নিতেন। এ সম্পর্কে তাঁর প্রিয় ছাত্র হাবীবের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি নিজেই বলেছেন, হে হাবীব! এ মসজিদেই (মসজিদে নববী) আমি সত্তরজন এমন মুহাদ্দিস পেয়েছি, যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণের সাক্ষাত ও সংস্পর্শ লাভ করেছিলেন এবং তাবি'ঈগণের নিকট হতেও হাদীস বর্ণনা করতেন। আমি তাঁদের একমাত্র উপযুক্ত লোকদের নিকট হতেই হাদীস গহণ করেছি।[২২]

---

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১-২৯২; আয্-যিরিকলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১০৫।

২২. আবূ যাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮।

www.pathagar.com

ইব্‌ন আলী এবং আবূ নাদর - আল্‌-মাস'ঊদীর স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার পর তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। সুতরাং তাঁদের রিওয়ায়াত দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।[৫০]

এ ধরনের আরো বহু দৃষ্টান্ত রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। এ বিষয়ের ওপর যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার মধ্যে হাফিয ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ সাবত ইব্‌নুল্ আজামী (র) (মৃ. ৮৪১/১৪৩৭) রচিত 'আল্‌-ইগতিবাত বিমান রামা বিল্‌-ইখতিলাত' গ্রন্থখানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে এছাড়া আল্‌-আলা'ঈ (র) এবং আল্‌-হাযিমী (র) প্রমুখও এ বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৫১]

রাবীর বয়সের পরিচয়

রাবীর বয়স তথা তাঁর জন্ম-মৃত্যু এবং হাদীস শ্রবণের সময়কাল ইত্যাদি নির্ধারণ করাও রিজাল শাস্ত্রের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা রাবীর সত্য-মিথ্যা নিরূপণ করা অনেকাংশে এর ওপর নির্ভর করে। মুহাদ্দিসগণ কখনো কখনো পরীক্ষা করার জন্য রাবীকে জিজ্ঞেস করতেন, তুমি যে উস্তাদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করছো, তিনি কোন্ সালে ইন্তিকাল করেছেন? সঠিকভাবে এর উত্তর দিতে পারলে তাঁরা অনুমান করে নিতেন যে, এ রাবী সত্যিই তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেছে। রিজাল-শাস্ত্রে এ ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যার মাধ্যমে রাবীর সত্য-মিথ্যা যাচাই করে তার মিথ্যাবাদী হওয়া সুপ্রমাণিত হয়েছে। যেমন ইসমা'ঈল ইব্‌ন আইয়াশ থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি ইরাকে থাকা অবস্থায় কতিপয় মুহাদ্দিস আমার নিকট এসে বললেন, এখানকার জনৈক ব্যক্তি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খালিদ ইব্‌ন মা'দান থেকে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। এ ব্যাপারে লোকদের সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে আমি তাঁদের সাথে লোকটির নিকট গেলাম। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোন্ সালে খালিদ ইব্‌ন মা'দান থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন? তিনি বললেন, ১১৩/৭৩২ সনে। আমি বললাম, এর মানে খালিদ ইব্‌ন মা'দান-এর মৃত্যুর সাত বছর পর আপনি তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন? কেননা খালিদ ইব্‌ন মা'দান ১০৬/৭২৫ সনে ইন্তিকাল করেছেন।[৫২] এর দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে এ রাবীর মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণিত হয়।

ইমাম আল-হাকিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম আল্‌-কাশ্‌শী আমার নিকট এসে 'আব্‌দ ইব্‌ন হুমাইদ'-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা শুরু

৫০. প্রাগুক্ত।

৫১. মাহমূদ আত্-আহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।

www.pathagar.com

তাঁর উস্তাদগণ কি মানের ছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, তাঁদের সকলকেই তিনি যাচাই-বাছাই করে নিয়েছিলেন। তাঁদের দীনদারী, ধীশক্তি, হাদীস বর্ণনার হক ও তার শর্তাবলীর দিকগুলো বিবেচনা করে তিনি তাঁদেরকে পসন্দ করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে তাঁর অন্তরে ঐকান্তিক বিশ্বাস ও নিশ্চিন্ততা বিরাজমান ছিল। এছাড়া তিনি বহু দীনদার ও কল্যাণময় ব্যক্তির নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করেননি। কেননা তাঁরা হাদীস বর্ণনার সুষ্ঠু নিয়ম সঠিকভাবে জানতেন না। ইমাম মালিক (র) যে কত বড় মুহাদ্দিস ছিলেন, তা তাঁর সম্পর্কে কথিত অপরাপর শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদগণের উক্তিসমূহ হতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র) (মৃ. ২০৪/৮১৯) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন ঃ

مالك حجة الله تعالى على خلقه بعد التابعين

-"ইমাম মালিক তাবি'ঈগণের পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য আল্লাহ্ পাকের এক অকাট্য দলীল বিশেষ।"

ইমাম আন্-নাসাঈ (র) বলেছেন ঃ

ما عندى بعد التابعين انبل من مالك

-"আমার দৃষ্টিতে তাবি'ঈগণের পরবর্তী যুগে মালিক (র) (মৃ. ১৭৯/৭৯৫) অপেক্ষা বড় বিজ্ঞ ব্যক্তি আর কেউ নেই।"[২৩]

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল্-কাত্তান (র)

আল্-কাত্তান (র) (জ. ১২০/৭৩৮- মৃ. ১৯৮/৮১৪)-এর পুরো নাম আবূ সা'ঈদ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন ফাররূখ আত্-তামীমী আল্-কাত্তান। 'আত্-তামীম' গোত্রের আযাদকৃত দাস হওয়ার কারণে তাঁকে আত্-তামীমী এবং বসরা শহরের অধিবাসী হওয়ার কারণে তাঁকে বসরী বলা হয়ে থাকে। তিনি তাবে'-তাবি'ঈ ছিলেন। রিজাল শাস্ত্রের ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের নিকট তিনি শুধু আল্-কাত্তান নামে পরিচিত। তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। সাইয়্যিদুল হুফ্ফায নামে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ আল্-আনসারী (র) (মৃ. ১৫০/৭৬৭), ইব্ন জুরাইজ (র), সা'ঈদ ইব্ন আবী আরূবা (র), (মৃ. ১৫৬/৭৭২), আস্-সাওরী (র) (মৃ. ১৬১/৭৭৮), ইমাম মালিক (র) (মৃ. ১৭৯/৭৯৫) এবং ইমাম শু'বা (র) (মৃ. ১৬০/৭৭৭) প্রমুখের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন।

আর তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) (মৃ. ২৪১/৮৫৫),

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭-২৮৮।

www.pathagar.com

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মা'ঈন (র) (মৃ ২৩৩/৮৪৮), আলী ইব্নুল মাদীনী (র) (মৃ ২৩৪/৮৪৯), ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই (র) এবং ইব্নুল মাহদী (র) প্রমুখ।

তাঁর সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন ঃ ما رأيت بعيني مثل يحيى القطان –"ইয়াহ্ইয়া আল্-কাত্তান এর মত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি আমার দৃষ্টিতে পড়েনি।"[২৪]

আল্-বুখারী (র) (মৃ ২৫৬/৮৭০)-এর উস্তাদ আলী ইব্নুল মাদীনী (র) বলেন ঃ ما رأيت احدا اعلم بالرجال منه –"আমি রিজাল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ তাঁর চেয়ে বড় আলিম আর দেখিনি।"[২৫]

তাঁর রচিত কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে 'কাশফুয যুনূন' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, 'কিতাবুল মাগাযী" নামে একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তা আলোর মুখ দেখেনি।[২৬]

ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র)

ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র) (জ. ১৫০/৭৬৭-মৃ. ২০৪/৮১৯)-এর পুরো নাম আবূ আব্দল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ইদরীস ইব্ন আব্বাস ইব্নিশ্ শাফি'ঈ। তাঁর বংশ পরম্পরা শেষ হয় কুসাই (قصى) পর্যন্ত গিয়ে এবং সর্বশেষে আব্দ মানাফ-এর সাথে মিলে নবী করীম (সা)-এর বংশের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি সিরিয়ার গাযা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং মিসরে ইন্তিকাল করেন। বাল্যকালেই তিনি পিতাকে হারান। দু'বছর বয়সের সময় মায়ের সাথে তিনি মক্কা মুকাররামায় চলে আসেন। সেখানেই তিনি প্রতিপালিত হন এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন আলী (র), আব্দুল আযীয ইব্ন মাজিশূন (র), ইমাম মালিক (র) এবং ইসমা'ঈল ইব্ন জা'ফর (র) প্রমুখের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন।

আর তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ইমাম আহমাদ (র) (মৃ. ২৪১/৮৫৫), হুমাইদী (র), আবূ উবাইদ (র), আবূ সাওর (র) এবং যা'আফারানী (র) প্রমুখ।

ফিক্হ ও ইজতিহাদের ন্যায় ইল্মে হাদীসেও তাঁর গভীর পান্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সর্ব প্রথম তিনিই হাদীস রিওয়ায়াতের নীতিমালা প্রণয়ন করে নির্ভেজালভাবে হাদীস সংরক্ষেণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর মতে কোনরূপ শর্তারোপ ছাড়াই মারফূ' হাদীসের ওপর আমল করা ওয়াজিব। ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র)-এর

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০-২৯১।

২৫. আসীর আদরাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

২৬. আবূ যাহু, প্রাগুক্ত ; আয্-যাহাবী (১৯৮১), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩-২৩৫।

www.pathagar.com

এ অবস্থান ও নীতিমালা গ্রহণের কারণে তিনি হাদীস চর্চাকারীগণের নিকট খুবই প্রিয় হয়ে ওঠেন। এ কারণে তাঁরা তাকে 'নাসিরুস্ সুন্নাহ্' বা 'সুন্নাহ্‌র সাহায্যকারী' উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীতে যাঁরা ইল্‌মে হাদীসের উপর গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন, তাঁরা মূলত ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র)-এর নীতিমালাকেই অনুরসণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ ان تكلم اصحاب الحديث يوما فبلسان الشافعى

–"মুহাদ্দিসগণকে হাদীস সম্পর্কে কিছু বলতে হলেই ইমাম আশ্-শাফি'ঈর ভাষায় কথা বলতে হবে।"

ইমাম যা'আফরানী (র) বলেন, মুহাদ্দিসগণ আলস্যের ঘুমে অচেতন ছিলেন, ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র) তাঁদেরকে জাগ্রত করেছেন।[২৭] এসব কারণেই হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণ ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র)-কে গভীর শ্রদ্ধা করতেন এবং অত্যন্ত সুনযরে দেখতেন।[২৮]

মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ (র)

ইব্‌ন সা'দ (র) (জ. ১৬৮/৭৮৫- মৃ. ২৩০/৮৪৫)-এর পুরো নাম আবূ আব্‌দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন মুনী' আল্-কারশী আল্-হাশিমী। তিনি বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে ইন্তিকাল করেন তিনি তাঁর গোটা জীবনের অধিকাংশ সময় বাগদাদেই কাটান। তিনি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্-ওয়াকিদী (র)-এর কাতিব বা লিখক ছিলেন। এজন্য তিনি কাতিবুল ওয়াকিদী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সা'দ (র) একজন বড় ঐতিহাসিক ও সীরাতকার হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও তিনি হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর একজন বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি বসরার বড় বড় মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন। অতঃপর কূফা, বাগদাদ, মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, ইয়ামান, মিসর ও মুসলিম জাহানের অন্যান্য বড় বড় শহর-নগর সফর করে বিপুল সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করেন। তাঁর নিকট হতেও বহু খ্যাতিমান মুহাদ্দিস হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনা করেছেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি বিপুল ইল্‌মের অধিকারী ছিলেন, বহু সংখ্যক গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তাঁর গ্রন্থাবলী ছিল হাদীস, ফিক্‌হ ইত্যাদি বিষয়ক।[২৯]

তিনি হাদীস বর্ণনাকারীগণের নিকট খবই প্রিয় মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি তদানিন্তন সমাজের কোন ফিতনায় লিপ্ত হন নি। ফলে তাঁর পক্ষে ইল্‌ম বিস্তার এবং পূর্ববর্তী ইল্‌মকে পরবর্তীকালের মানব সমাজের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়েছে।

---

২৭. আস্-সুবাঈ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০।

২৮. আবূ যাহ্‌উ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮-৩০১।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯।

www.pathagar.com

তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হাফিযে হাদীস ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে খতীব আল্-বাদগাদী (র) (মৃ. ৪৬৩/১০৭০) বলেন ঃ

محمد ابن سعد عندنا من اهل العدالة وحديثه يدل على صدقه فانه يتحرى فى كثير من روايته -

—"ইব্‌ন সা'দ আমাদের নিকট 'আদিল তথা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁর হাদীসসমূহ তাঁর সত্যবাদিতার উপর, তাঁর রচিত 'তাবাকাতুস্ সাহাবা' গ্রন্থখানি গোটা বিশ্বে 'তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।"[৩০]

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মা'ঈন (র)

ইব্‌ন মা'ঈন (র) (জ ১৫৮/৭৭৫- মৃ. ২৩৩/৮৪৮)-এর পুরো নাম ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মা'ঈন ইব্‌ন আউন ইব্‌ন যিয়াদ আল্-বাগদাদী। আবূ যাকারিয়া হলো তাঁর কুনিয়াত। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং মদীনায় সফররত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। তিনি হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। ইমাম আয্-যাহাবী (র), (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮) তাঁকে 'সাইয়িদুল হুফফায' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আর ইব্‌ন হাজার (র) (মৃ ৮৫২/১৪৪৮) তাঁকে 'জারহ্ ও তা'দীল'-এর অন্যতম ইমাম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) (মৃ ২৪১/৮৫৫) বলেন, তিনি আমাদের মধ্যে রিজাল শাস্ত্রের সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন।

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মা'ঈন (র) ইল্‌মে হাদীসের জগতে এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষালাভ করার পরই তিনি হাদীস শিক্ষার দিকে মনযোগ দেন এবং সে জন্য স্বীয় জান-মাল সবকিছু অকাতরে উৎসর্গ করেন। তাঁর পিতা প্রচুর অর্থের মালিক ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি পৈত্রিক সূত্রে দশ লাখ দিরহামের মালিক হয়েছিলেন। এ বিপুল পরিমাণ অর্থ সবই তিনি হাদীস শিক্ষার কাজে ব্যয় করেন। তিনি ইব্‌ন মুবারক (র) (মৃ ১৮১/৭৯৭), ইব্‌ন উয়ায়নাহ্ (র) (মৃ. ১৯৮/৮১৪) ইব্‌নুল মাহদী (র), আব্‌দুর্ রায্‌যাক (র) (মৃ. ২১১/৮২৭), ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবী যায়দ (র), আব্‌দুস্ সালাম ইব্‌ন হারব (র) এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ আল্-কাত্তান (র) (মৃ. ১৯৮/৮১৪) প্রমুখের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন।

আর তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ইমাম বুখারী (র) (মৃ. ২৫৬/৮৭০), ইমাম মুসলিম (র) (মৃ. ২৬১/৮৭৫), আবূ দাঊদ (র) (মৃ. ২৭৫/৮৮৯) এবং আবূ যুর'আ (র) প্রমুখ।

৩০. ইব্‌ন হাজার, আত্- তাহযীব, ৯ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২ ; আয্-যিরিকলী, ৬ষ্ঠ খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬-১৩৭ ; আবূ যাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯-৩৫০ ; আসীর আদরাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬-৩১৭।

www.pathagar.com

রিজাল শাস্ত্রের ওপর তাঁর রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো 'কিতাবুত্ তারীখ ওয়াল 'ইলাল', 'মা'রিফাতুর্ রিজাল', 'আল-কুনা ওয়াল আসমা' ইত্যাদি।[৩১]

আলী ইব্নুল মাদীনী (র)

ইব্নুল্ মাদীনী (র) (জ. ১৬১/৭৭৮- মৃ. ২৩৪/৮৪৯)-এর পুরো নাম আলী ইব্ন আব্দিল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর আস্-সা'দী আল্-মাদীনী আল্-বসরী। ইব্নুল মাদীনী সংক্ষিপ্ত নামেই তিনি পরিচিত। আবুল হাসান তাঁর কুনিয়াত। তিনি ইমাম আল্-বুখারী (র)-এর উস্তাদ ও তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস ছিলেন। হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে তিনি খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি উব্বাদ ইব্ন সুহাইব নামক একজন রাবীর সূত্রে ত্রিশ হাজার হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু পরে তার সত্যবাদিতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হলে তিনি তা সবই প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মর্যাদা ও সম্মানহানীর ভয়ে ইমাম আহমাদ (র) (মৃ. ২৪১/৮৫৫) কখনো তাঁর নাম উচ্চারণ করতেন না; বরং শুধু তাঁর কুনিয়াত আবুল হাসান উল্লেখ করতেন। তিনি রিজাল শাস্ত্রের একজন বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। ইল্মে হাদীসের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তিনি বহু সংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ইতোপূর্বে অপর কোন মুহাদ্দিসই এসব বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। ইমাম আন্-নাবাবী (র)-এর মতে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দু'শর কাছাকাছি। তাঁর রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

'আল্-আসামী ওয়াল কুনা' এটি আট খন্ডে বিভক্ত। 'আত্-তাবাকাত' এটি দশ খন্ডে বিভক্ত। 'কাবাইলুল 'আরাব' এটিও দশ খন্ডে বিভক্ত। 'আত্-তারীখ' এটি দশ খন্ডে বিভক্ত। 'কিতাবু 'ইলালিল্ মুসনাদ' এটি ত্রিশ খন্ডে বিভক্ত। 'কিতাবুল কুনা' এটি পাঁচ খন্ডে বিভক্ত। 'কিতাবু ইখ্তিলাফিল হাদীস' এটি পাঁচ খন্ডে বিভক্ত। 'কিতাবু মাযাহিবিল মুহাদ্দিসীন' এটি ত্রিশ খন্ডে বিভক্ত ইত্যাদি। তাঁর রচিত এসব গ্রন্থই ইল্মে হাদীসে তাঁর গভীর পান্ডিত্যের ইঙ্গিত বহন করে।[৩২]

আবূ খাইসামা (র)

আবূ খাইসামা (র) (জ. ১৬০/৭৭৭- মৃ. ২৩৪/৮৪৯)-এর পুরো নাম যুহাইর ইবন হারব ইব্ন শাদ্দাদ আবূ খাইসামা আন্-নাসা'ঈ আল্-বাগদাদী। তাঁর পূর্ব-পুরুষগণ নাসার অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর পুরো জীবন বাগদাদেই অতিবাহিত করেন। এজন্য তাঁকে আল্-বাগদাদী বলা হয়ে থাকে। তিনি তাঁর যুগের

৩১. আয্-যিরিকলী, ৮ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩ ; আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪; আয্-যিরিকলী, ৪র্থ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩; আয্-যাহাবী (১৯৬৩), ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯।

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর মর্যাদা ও সম্মান এর থেকেই অনুমান করা যায় যে, তিনি ইমাম আল্-বুখারী (র) (মৃ. ২৫৬/৮৭০), ইমাম মুসলিম (র) (মৃ. ২৬১/৮৭৫) ও আবূ দাঊদ (র) (মৃ ২৭৫/৮৮৯)-এর উস্তাদ ছিলেন। ইমাম মুসলিম (রা) তাঁর থেকে অনেক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি রিজাল শাস্ত্রের একজন বিশেষজ্ঞ আলিম ছিলেন। 'কিতাবুল 'ইল্ম' নামে তাঁর রচিত শুধু একটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।[৩৩]

ইমাম আহমাদ (র)

ইমাম আহমাদ (র) (জ. ১৬৪/৭৮১- মৃ. ২৪১/৮৫৫)-এর পুরো নাম আবূ আব্দিল্লাহ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বাল আশ্-শাইবানী আল্-মারূযী। তিনি প্রসিদ্ধ চার ইমামের একজন এবং হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পিতা 'সারাখস' প্রদেশের গভর্নর ছিলেন। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আহমাদ (র) ইল্মে হাদীসে এক অনন্যসাধারণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ও সুদক্ষ মুহাদ্দিস ছিলেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন মুসলিম জাহানের প্রায় সবকটি কেন্দ্র সফর করেন এবং সে সময়কার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমাদ (র) হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের অভিযানে প্রথম হতেই একটি নীতি পালন করে চলতেন। তা হচ্ছে হাদীস শ্রবণের সাথে সাথে তিনি তা লিখে নিতেন। তিনি তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির উপর একান্তভাবে নির্ভর করতেন না; বরং যাই শুনতেন তাই লিখে নেয়া ছিল তাঁর স্থায়ীভাবে অনুসৃত নীতি।

তাঁর শ্রুত হাদীসসমূহ তাঁর সম্পূর্ণ মুখস্থই থাকতো, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কোন হাদীস স্বীয় পাণ্ডুলিপি না দেখে কখনো বর্ণনা করতেন না। তিনি যখন কাউকেও হাদীস লিখাতেন, তখন হাদীস লিখিত হওয়ার পর তাঁকে বলতেন, যা লিখেছো তা পড়ে শোনাও। এতে হাদীসের ভাষা ও শব্দে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারতো না। তাঁর থেকে সে যুগের বড় বড় মুহাদ্দিসগণ হাদীস শ্রবণ করেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন– ইমাম বুখারী (র), ইমাম মুসলিম (র), আশ্-শাফি'ঈ (র), আ্বদুর রাযযাক (র) এবং আল্-ওয়াকী' (র) (মৃ. ১৯৭/৮১৩) প্রমুখ। ইমাম আশ-শাফি'ঈ (র) তো হাদীসের সত্যতা নির্ণয়ের ব্যাপারে ইমাম আহমাদ (র)-এর ওপর পূর্ণমাত্রায় নির্ভর করতেন। তাঁকে তিনি বলেই রেখেছিলেন ঃ

يا ابا عبد الله اذا صح عندكم الحديث فاعلمنى به اذهب اليه .

–"হে আবূ আব্দিল্লাহ্! আপনার নিকট যখনই কোন হাদীস সহীহ্ প্রমাণিত হবে, আপনি তা অবশ্যই জানাবেন। সে আলোকে আমি আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।"[৩৪]

৩৩. আয্-যিরিকলী, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

৩৪. আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২।

www.pathagar.com

এভাবে তাঁর সমসাময়িককালের অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও ইল্‌মে হাদীসে গভীর পান্ডিত্যের কারণে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ত্রিশ হাজার হাদীস সম্বলিত 'মুসনাদে আহমাদ' নামক গ্রন্থখানি হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আহমাদ (র)-এর অমর অবদান। মু'তাযিলীদের কিছু ভ্রান্ত মতবাদ অস্বীকার করায় তিনি আব্বাসী খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ্ কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং বেত্রাঘাত ও ইত্যাকার বহু নির্যাতন ভোগ করেন। তিনি রিজাল শাস্ত্রেরও বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। এ বিষয়েও তাঁর 'আত্-তারীখ' নামে একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। 'আসমা'উর রিজাল'-এর গ্রন্থাবলীতে রাবীগণের সম্পর্কে তাঁর অনেক অভিমত বর্ণিত হয়েছে। মুহাদ্দিসগণ এসব অভিমতের খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এ ছাড়াও তাঁর রচিত আরো উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো 'আন্-নাসিখ ওয়াল মানসূখ', 'ফাযা'ইলুস্ সাহাবা', 'আল-ইলালু ওয়ার রিজাল' ইত্যাদি।[৩৫]

আল-ফাল্লাস (র)

আল্ ফাল্লাস (র) (মৃ. ২৪৯/৮৬৩)-এর পুরো নাম আমর ইব্‌ন আলী ইব্‌ন বাহর আবূ হাফস আস্-সিকা আল্-ফাল্লাস। তিনি রিজাল শাস্ত্রের একজন বিজ্ঞ আলিম এবং হাদীস শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য ইমাম ছিলেন। ইল্‌মে হাদীসের ক্ষেত্রে কেউ কেউ তাঁকে আলী ইব্‌নুল মাদীনী (র) (মৃ. ২৩৪/৮৪৯)-এর উপরও প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আবূ যুর'আ আর্-রাযী (র) (মৃ. ২৬৪/৮৭৮), আবূ হাতিম আর্-রাযী (র) (মৃ ২৭৭/৮৯১) এবং আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) (মৃ. ২৪১/৮৫৫) প্রমুখ মুহাদ্দিসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বাগদাদে বসবাস করতেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। 'সুররা মান রাআ' নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন। রিজাল শাস্ত্রের ওপর তাঁর রচিত 'আত্-তারখী' এবং 'আল্-'ইলাল' গ্রন্থ দু'টির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৬]

ইমাম বুখারী (র)

সহীহ্ বুখারীর সংকলক মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল (জ. ১৯৪/৮১০- মৃ. ২৫৬/৮৭০)।[৩৭] তিনি মুসলিম অধ্যুষিত এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার

৩৫. আয-যিরিকলী, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩; আবূ যাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১-৩৫৩।

৩৬. আয্-যিরিকলী, ৫ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২; ইব্‌ন হাজার ঃ **আত্-তাহযীব**, ৮ম খ., প্রাগুক্ত পৃ. ৮২।

৩৭. তাঁর পুরোনাম আবূ আব্‌দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুগীরাহ্ ইব্‌ন বারদিযবাহ্। বারদিযবাহ্ শব্দের অর্থ কৃষক। তাঁর প্রপিতা বারদিযবাহ্ ছিলেন অগ্নি উপাসক। পারস্য বিজয়ের সময় তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। তাঁর পুত্র মুগীরাহ্ বুখারার তৎকালীন গভর্নর আল্-ইয়ামানুল্ জু'ফী-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম বুখারী (র)-এর দাদা ইব্‌রাহীম সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে তাঁর পিতা ইসমা'ঈল ছিলেন একজন খ্যাতিসম্পন্ন ও লব্ধপ্রতিষ্ঠিত মুহাদ্দিস। —ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্ (প্রাগুক্ত) পৃ. ৪২

www.pathagar.com

লীলাকেন্দ্র বর্তমানে স্বাধীন উজবেকিস্তানের বুখারা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। আমীরুল মু'মিনীন ফিল-হাদীস তাঁর উপাধি। শৈশবকালেই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। মায়ের স্নেহময় ক্রোড়ে তিনি আশৈশব লালিত-পালিত হন। তিনি যখন মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষালাভে রত ছিলেন, সে সময়েই তাঁর মনে হাদীস শিক্ষালাভের উদগ্র বাসনা জাগ্রত হয়। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র) নিজেই বলেন ঃ "মক্তবের প্রাথমিক লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকার সময়ই হাদীস মুখস্থ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার মনে ইল্হাম হয়।" এ সময় তাঁর বয়স কত ছিল তা জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, "দশ বছর কিংবা তারও কম।"

তিনি দশ বছর বয়স থেকে হাদীস মুখস্থ করতে শুরু করেন। একাদশ বছর বয়সে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে। এ সময়ে তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস দাখিলী (র) কর্তৃক বর্ণিত একটি সনদের ভুল ধরে দেন।[৩৮] ইমাম বুখারী (র) অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ষোল বছর বয়সে তিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ্ ইব্নুল মুবারক (র) (জ. ১১৮/৭৩৬- মৃ. ১৮১/৭৯৭) এবং ইমাম আল্-ওয়াকী' (র) (মৃ ১৯৭/৮১৩)-এর সংকলিত হাদীসগ্রন্থ সম্পূর্ণ মুখস্থ করে নেন। এর পর ইল্মে হাদীসের অনুসন্ধানে তিনি দেশ-বিদেশ সফর শুরু করেন। এক-একটি শহরে উপস্থিত হয়ে সম্ভাব্য সকল হাদীস তিনি আয়ত্ত করেন। তারপর তিনি অন্য শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এভাবে বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের এমন কোন উল্লেখযোগ্য শহর ছিল না, যেখানে তিনি উপস্থিত হয়ে হাদীস সংগ্রহ করেননি। এ সম্পর্কে ইমাম আল্-বুখারী (র) নিজেই বলেন ঃ "হাদীস শিক্ষার জন্য আমি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছি। দু'বার সিরিয়া, মিসর ও জাযীরায় এবং চারবার গিয়েছি বসরায়। হিজায অর্থাৎ মক্কা-মদীনায় একাধারে ছয় বছর পর্যন্ত অবস্থান করেছি। আর কূফা ও বাগদাদে যে আমি কতবার গমন করেছি তার কোন হিসেব নেই।" এরপর জন্মভূমি বুখারায় প্রত্যাবর্তন করে ইন্তিকালের কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। তখন বুখারার শাসক ছিলেন খালিদ ইব্ন আহমাদ আয্-যুহলী। তিনি ইমাম বুখারী (র)-কে তাঁর সংকলিত জামি' এবং তারীখুল কাবীর গ্রন্থদ্বয় নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দান করেন। কিন্তু ইমাম বুখারী

---

৩৮. দাখিলী (র) তাঁর হাদীসের সূত্র বর্ণনায় বলেন ঃ সূফিয়ান আবুয যুবায়র হতে, তিনি ইব্রাহীম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। এ সনদ শুনে বালক বুখারী (র) বলেন, আবুয যুবায়র ইব্রাহীমের নিকট থেকে কোন হাদীস আদৌ বর্ণনা করেননি। এতে মুহাদ্দিস দাখিলী (র) তাঁকে ধমক দেন। তখন ইমাম বুখারী (র) বলেন, 'আপনার নিকট মূল গ্রন্থটি বর্তমান থাকলে একবার তা খুলে দেখুন। তখন তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে মূল গ্রন্থটি দেখে এসে বললেন, 'হে বালক! সনদটি কিরূপ হবে? ইমাম বুখারী (র) তখন বলেন, এখানে আবুয যুবায়র হবে না; বরং আসল বর্ণনায় সূত্র হবে, যুবায়র ইব্ন সাদ্দী ইব্রাহীম থেকে। তখন বললেন, তুমিই সঠিক বলেছ।' —প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

www.pathagar.com

(র) সুস্পষ্ট ভাষায় তা অস্বীকার করে বলেন, তাঁর এ জিনিসের প্রয়োজন হলে তিনি যেন আমার নিকট আমার মসজিদে কিংবা আমার ঘরে উপস্থিত হন। এতে তাঁদের মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়।[৩৯]

এরপর ইমাম বুখারী (র) সমরকন্দের নিকটবর্তী খরতংক নামক একটি গ্রামে চলে যান। এখানে তিনি একরাতে নামাযান্তে দু'আ করে বলেন, হে আল্লাহ্! এই বিশাল পৃথিবী আমার প্রতি সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাই তুমি আমাকে তোমার নিকট নিয়ে যাও। এরপর একমাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তিনি ৬২ বছর বয়সে এখানে ইন্তিকাল করেন। ইমাম বুখারী (র) তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তিসম্পন্ন এবং হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইমাম মুসলিম (র) একদিন ইমাম বুখারী (র)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর কপালে চুম্বন করেন। এরপর তিনি তাঁকে হাদীসশাস্ত্রে সকল উস্তাদের উস্তাদ, মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং হাদীসের রোগের চিকিৎসক বলে উল্লেখ করেন। হাদীস শাস্ত্রবিদ ইব্ন খুযায়মা (র)-এর মতে, 'আকাশের নীচে ইমাম বুখারী (র) অপেক্ষা হাদীসের বড় আলিম ও হাকিম আর কেউ নেই।'[৪০]

ইমাম বুখারী (র) প্রায় এক হাজার আশিজন শায়খের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন। এভাবে যখন তাঁর নিকট ছয় লাখ হাদীস সংগৃহীত হয়, তখন তিনি তার থেকে যাচাই-বাছাই করে তাঁর নিজস্ব মানদন্ডে উত্তীর্ণ বিশুদ্ধ হাদীসের সমন্বয়ে পূর্ণ ষোল বছর সময়ে তাঁর 'আল্-জামি'উস্ সহীহ' গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। এতে তিনি ৭২৭৫টি[৪১] হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। প্রতিটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে তিনি উযূ ও

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

৪০. প্রাগুক্ত, (তাকী উদ্দিন নাদাবী ঃ **মুহাদ্দিসীন-ই-ইযাম আওর উনকে কারনামে**, ১ম সং, (করাচী ঃ মাজলিস-ই-নাশরিয়াতে ইসলাম, ১৯৮৩), পৃ. ১৪৫-১৪৬ হতে উদ্ধৃত)।
প্রসংগত উল্লেখ্য, ব্রোকেলম্যান এর ৪৩টি ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন। এরপর তিনি বলেন যে, আল্-ওয়াদ-এর বর্ণনানুসারে এর ব্যাখ্যা গ্রন্থের সংখ্যা ৬০টি। হাজী খলীফা (র)-এর মতে এর শারহ্ গ্রন্থের সংখ্যা ৮২টি। এগুলোর মধ্যে হাফিয ইব্ন হাজার (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮)-এর ফাত্হুল বারী, আল্লামা আইনী (র)-এর উমদাতুল কারী এবং আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল্-কাসতাল্লানী (র)-এর ইরশাদুস্-সারী সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।—ব্রোকেলম্যান ঃ **তারীখুল আদাব**, ৪র্থ সং, ৩য় খ., (মিসর ঃ দারুল মা'আরিফ, তা. বি.), পৃ. ১৬৩-১৭৫।

৪১. বুখারী শরীফে একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীসহ সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা ৯০৮২টি। মু'আল্লাক (المعلق), মুতাবি'আত (المتابعات) ও মাওকূফাত (الموقوفات) বাদ দিলে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৩৯৭টি। আর একাধিকবার উল্লিখিত হাদীস বাদ দিয়ে মোট হাদীসের সংখ্যা ২৬০২টি। অপর এক হিসেব মতে এ পর্যায়ে হাদীসের সংখ্যা হয় ২৭৬১টি। কিন্তু আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর মতে একাধিবার উল্লিখিত হাদীসসহ সহীহ বুখারীতে সন্নিবেশিত মোট হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ৭২৭৫টি। আর পুনরুল্লেখিত হাদীসসমূহ বাদ দিয়ে হিসেব করলে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার হাজার। এ সংখ্যা গণনায় পার্থক্যের একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, ইমাম বুখারী (র)-এর নিকট থেকে বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিভিন্ন ছাত্র এ গ্রন্থটি শ্রবণ করেন। তাঁদের নিকট সংরক্ষিত হাদীসের সংখ্যা কমবেশি হওয়ায় এ পার্থক্য দেখা দেয়। —ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ (প্রাগুক্ত), পৃ. ৪৬।

www.pathagar.com

গোসল করে দু'রাকা'আত নফল নামায আদায় করতেন। এরপর তিনি ইস্তেখারার মাধ্যমে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে তা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করতেন। এ গ্রন্থটি ফিক্‌হের অধ্যায়মালার অনুকরণে সজ্জিত। গ্রন্থের অধ্যায় বিন্যাসে ইমাম বুখারী (র) একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। সকল অধ্যায়ের জন্য তিনি যথাযোগ্য হাদীস পাননি বলে বহু অধ্যায় হাদীস শূন্য থেকে যায়। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে তিনি অতি সূক্ষ্মভাবে শিরোনাম নির্ধারণ করেন।[৪২]

ইমাম বুখারী (র) এ গ্রন্থ প্রণয়ন সমাপ্ত করে তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ আলী ইব্‌ন মাদীনী (র) (জ. ১৬১/৭৭৮- মৃ. ২৩৪/৮৪৯), আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) (জ. ১৬৪/৭৮১- মৃ. ২৪১/৮৫৫) এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মা'ঈন (র) (জ. ১৫৮/৭৭৫- মৃ. ২৩৩/৮৪৮)-এর নিকট পেশ করেন। তাঁরা সকলেই গ্রন্থটিকে খুব পসন্দ করেন এবং এটাকে বিশুদ্ধ বলে স্পষ্টভাষায় সাক্ষ্য দান করেন। প্রায় নব্বই হাজার লোক তাঁর নিকট থেকে এ গ্রন্থখানি শুনেছেন। অধিকাংশ আলিমের মতে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের পর আসমানের নিচে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সাহীহুল বুখারী। 'আল্-জামি'উস সহীহ্' গ্রন্থখানি ছাড়াও ইমাম বুখারী (র) রচিত উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নরূপ ঃ

১. আত্-তারীখুল্ কাবীর (التاريخ الكبير),
২. আত্-তারীখুল আওসাত (التاريخ الاوسط),
৩. আত্-তারীখুস্ সাগীর (التاريخ الصغير),
৪. আল্-জামি'উল কাবীর (الجامع الكبير),
৫. আসাসুস্-সাহাবাহ্ (اساس الصحابة),
৬. আল্-মুস্‌নাদুল কাবীর (المسند الكبير),
৭. কিতাবুল মাব্‌সূত (كتاب المبسوط),
৮. কিতাবুল্ কুনা (كتاب الكنى),
৯. কিতাবুল ইলাল (كتاب العلل),
১০. কিতাবুল হিবা (كتاب الهبة),
১১. আল্-আদাবুল মুফ্‌রাদ (الادب المفرد),
১২. কিতাবুল আশ্‌রিবাহ্ (كتاب الاشربة),
১৩. কিতাবুল বিজদান (كتاب الوجدان),
১৪. কিতাবুয্ যু'আফা ওয়াল কাবীর (كتاب الضعفاء والكبير),

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

www.pathagar.com

১৫. কিতাবু খালকি আফ্‘আলিল ইবাদ (كتاب خلق افعال العباد) প্রভৃতি।[৪৩]

ইমাম মুসলিম (র)

ইমাম মুসলিম (র) (জ. ২০২/৮১৭ অথবা ২০৬/৮২১- মৃ. ২৬১/৮৭৫)-এর পুরো নাম আসাকিরুদ্দীন আবুল্ হুসাইন মুসলিম ইব্নুল্ হাজ্জাজ ইব্ন দাউদ ইব্ন কূশাদ আল্-কুশাইরী নিশাপুরী। তিনি খুরাসানের অন্তর্গত ‘নিশাপুরে’ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি হাদীস শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি মুসলিম জাহানের প্রায় সব ক’টি কেন্দ্রেই গমন করেন। ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি শহরে উপস্থিত হয়ে সেখানকার হাদীসের বড় বড় উস্তাদ ও মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। ইমাম বুখারী (র) যখন নিশাপুরে উপস্থিত হন, তখন ইমাম মুসলিম (র) তাঁর নিকট থেকে যথেষ্ট উপকৃত হন।

ইমাম মুসলিম (র) হাদীস সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি যে হাদীসের বিজ্ঞ ইমাম ছিলেন এ বিষয়ে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ সম্পূর্ণরূপে একমত। সেকালের বড় বড় মুহাদ্দিসগণ তাঁর নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন। এ পর্যায়ে আবূ হাতিম আর্-রাযী (র) (মৃ. ২৭৭/৮৯১), মূসা ইব্ন হারূন (র), আহমাদ ইব্ন সালামা (র), মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলাদ (র) এবং ইমাম আত্-তিরমিযী (র) (মৃ. ২৭৯/৮৯২) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ইমাম মুসলিমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত। ইল্মে হাদীসে ইমাম মুসলিমের অতি উচ্চ মর্যাদা ও স্থানের কথা তাঁরা সকলেই অকপটে স্বীকার করেছেন। উপরন্তু ইমাম মুসলিম (র)-এর মহামূল্য গ্রন্থাবলীও তাঁর গভীর পান্ডিত্যের কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। গোটা বিশ্বের মুসলমানগণের নিকট সহীহ্ আল-বুখারীর পরেই সহীহ্ মুসলিম-এর স্থান। এমনি কি উভয় গ্রন্থের ক্ষেত্রেই অধিকাংশ সময় ‘সহীহায়ন’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সুদীর্ঘ পনেরটি বছর অক্লান্ত সাধনা করে ইমাম মুসলিম (র) এ গ্রন্থখানি রচনা করেন। তিনি তিন লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে তাঁর সহীহ্ গ্রন্থ সংকলন করেন।[৪৪] তিনি এ গ্রন্থের হাদীসসমূহকে পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেননি। তিনি এতে ইস্নাদের উপরে বিশেষ জোর দেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর গ্রন্থে এক-একটি হাদীস

---

৪৩. প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৬-৪৭।

৪৪. ইমাম মুসলিম (র)-এর নিজের বর্ণনানুসারে একাধিকবার উল্লিখিত হাদীস বাদ দিলে তাঁর এ গ্রন্থে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় চার হাজার। আর একাধিকবার উল্লিখিত হাদীসসহ মোট হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ৭২২৫টি। —ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮; (আব্দুল আযীয আল্-খাওলী ঃ **মিফ্তাহুস্ সুন্নাহ্**, পৃ. ৪৭ থেকে উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

বিভিন্ন ইস্‌নাদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, যা একই ধরনের বা সামান্য পরিবর্তিত বিভিন্ন মতন-এর সূচনা হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের নতুন ইস্‌নাদ মূল গ্রন্থে 'হা (তাহ্‌বীল) অক্ষর দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। এ গ্রন্থের শুরুতে ইমাম মুসলিম (র) উসূলুল হাদীস-এর একটি মূল্যবান উপক্রমণিকা (মুকাদ্দিমা) সংযোজন করেছেন।[৪৫]

ইমাম মুসলিম (র) হাদীস সম্পর্কে ২৪টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নরূপ ঃ

১. কিতাবুল্ কুনা ওয়াল আস্‌মা (كتاب الكنى والاسماء),

২. কিতাবুল মুনফারিদাত্ ওয়াল ওয়াহ্‌দান (كتاب المنفردات والوحدان),

৩. কিতাবুত্ তাবাকাত (كتاب الطبقات),

৪. কিতাবুত্ তারীখ (كتاب التاريخ),

৫. কিতাবুল্ ইলাল (كتاب العلل),

৬. কিতাবুল আক্‌রান (كتاب الاقران),

৭. মুস্‌নাদুল কাবীর (مسند الكبير) ইত্যাদি।[৪৬]

আবূ যুর'আ আর-রাযী (র)

আবূ যুর'আ আর্-রাযী (র) (জ. ২০০/৮১৫- মৃ. ২৬৪/৮৭৮)-এর পুরো নাম উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্‌দিল করীম আল্-কারশী আর্-রাযী। তিনি তাঁর যুগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এবং রিজাল শাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) (মৃ. ২৭৫/৮৮৯) ছাড়া সিহাহ্-সিত্তার অপর পাঁচজন মুহাদ্দিসই তাঁর ছাত্র। ইমাম আয-যাহাবী (র) (মৃ ৭৪৮/১৩৪৮)-এর মতে আবূ যুর'আ (র) স্মরণশক্তি, প্রতিভা ও মেধাশক্তি, ইসলামী ইল্‌ম, দীন পালন ও সহীহ আমলের দিক দিয়ে অতুলনীয় ছিলেন। তিনি ইল্‌মে হাদীস শিক্ষালাভের জন্য মক্কা, মদীনা, ইরাক, সিরিয়া,

---

৪৫. প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এই গ্রন্থে তাফ্‌সীর সম্পর্কিত হাদীস সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে আব্‌দুল আযীয (র) এটিকে জামি'-এর অন্তর্ভুক্ত করেননি। তবে কাশফুয্ যুনূন-এর সংকলক হাজী খলীফা এটিকে আল্-জামি' বলে উল্লেখ করেছেন। ব্রোকেলম্যান সহীহ্ মুসলিমের ১৮টি ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। আর হাজী খলীফা এর ১৫টি ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ইমাম নাবাবী (র)-এর আল্-মিন্‌হাজ, আবূল ফারজ ঈসা ইব্‌ন মাস্‌'উদের ইক্‌মালুল্ ইক্‌মাল, আহ্‌মাদ আল্-কাসতাল্লানী (র)-এর আল্-ইবতিহাজ এবং মাওলানা শাব্বীর আহ্‌মাদ উসমানী (র)-এর ফাত্‌হুল মুলহিম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। -প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯; (হাজী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন, ২য় খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৫-৫৫৮ থেকে উদ্ধৃত)।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮; আয্-যিরিকলী, ৭ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১-২২২; আবূ যাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭।

www.pathagar.com

জাযীরা, খুরাসান ও মিসর প্রভৃতি শহর পরিভ্রমণ করেছেন। তিনি সনদসহ একলাখ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য এই যে, তাঁর সাত লাখ হাদীস মুখস্থ ছিল। রিজাল শাস্ত্রের ওপর 'কিতাবুয্ যু'আফা' নামে তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে।[৪৭]

ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (র)

ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (র) (জ. ২০৯/৮২৪- মৃ. ২৭৩/৮৮৬)-এর পুরো নাম আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ ইব্ন মাজাহ্ আল্-কাযবীনী। তিনি হাদীস তাফসীর ও ইতিহাসের বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম ইরানের 'কাযবীন' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এ শহরটি তৃতীয় খলীফা উসমান (রা)-এর সময় বিজিত হওয়ার পর থেকেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে গণ্য। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শুরু থেকেই এটা ইল্মে হাদীসের চর্চায় বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। ফলে ইব্ন মাজাহ্ (র) বাল্যকাল হতেই হাদীস শিক্ষার অপূর্ব সুযোগ লাভ করেন। এ সময় কয়েকজন বড় বড় মুহাদ্দিস 'কাযবীন' শহরে হাদীসের দারস দিতেন। তিনি তাঁদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন– আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র) (মৃ ২৩৩/৮৪৮), আমর ইব্ন রাফি' (র) (মৃ. ২৪৭/৮৬১), হারূন ইব্ন মূসা তামীমী (র) (মৃ. ২৪৮/৮৬২) আবূ হাজার বিযলী (র) (মৃ. ২৩৮/৮৫৩), ইসমা'ঈল ইব্ন তাওবা আবূ সাহ্ল কাযবীনী (র) (মৃ. ২৪৭/৮৬১), এবং মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ খালিদ আবূ বকর কাযবীনী (র) প্রমুখ। তিনি ইমাম মালিক (র) ও ইমাম আল্-লাইস (র)-এর ছাত্রগণের থেকেও হাদীস শ্রবণ করেছেন।

অতঃপর তিনি মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা, বাগদাদ, ওয়াসিত, দামেশক, হিমস, মিসর ও নিশাপূর প্রভৃতি হাদীসের কেন্দ্রসমূহ সফর করে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। তাঁর হাদীসের উস্তাদ অগণিত। তাঁর নিকট হতেও বিপুল সংখ্যক হাদীস শিক্ষার্থী হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইব্ন মাজাহ্ (র)-এর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে তাঁর 'আস্-সুনান' গ্রন্থটি সর্বশ্রেষ্ঠ। অধিকাংশ হাদীস বিশারদের মতে এটিই সিহাহ্ সিত্তাহ্র ষষ্ঠ গ্রন্থ।[৪৮] তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ তাফ্সীরুল কুরআন এবং তারীখু কাযবীন ইত্যাদি।[৪৯]

৪৭. আবূ যাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫-৩৪৬; ইব্ন কাসীর ঃ আল্-বিদায়া, ১১শ খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭,

৪৮. কোন কোন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, যেমন রাযীন ইব্ন 'মু'আবিয়াহ্ আস্-সারকাসতী (মৃ. ৫২৫/১১৩০) তাঁর 'আত্-তাজরীদ বিস্-সিহাহ্ ওয়াস্-সুনান' গ্রন্থে এবং তাঁর পরে ইব্নুল আসীর (মৃ. ৬০৬/১২০৯) তাঁর 'জামি'উল-উসূল' গ্রন্থে ইমাম মালিক (র)-এর মু'আত্তাকে সিহাহ্ সিত্তাহ্র ষষ্ঠ গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন। আবার কোন কোন মুহাদ্দিস সুনান ইব্ন মাজাহ

www.pathagar.com

ইমাম আবূ দাঊদ (র)

ইমাম আবূ দাঊদ (র) (জ. ২০২/৮১৭- মৃ. ২৭৫/৮৮৯)-এর পূরো নাম সুলায়মান ইব্‌নুল্ আশ'আস ইব্‌ন ইস্‌হাক ইব্‌ন বশীর ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌ন আমর। তিনি সিজিস্তানে[৫০] জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি মিসর, সিরিয়া, হিজায, ইরাক ও খুরাসান প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং তদানিন্তন বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র), উসমান ইব্‌ন আবি শায়বা (র), কুতাইবা ইব্‌ন সা'ঈদ (র), মুসলিম ইব্‌ন

মাজাহ্ অপেক্ষা সুনানু দারিমীকে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র ষষ্ঠ গ্রন্থ বলে মনে করেন। প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাদ্দিসগণ নির্ভুল হাদীস গ্রন্থ হিসেবে প্রথমোক্ত পাঁচটি গ্রন্থকেই গণ্য করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যায়ের (متأخرين) মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কেউ কেউ-এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে সহীহ হাদীস গ্রন্থ পাঁচখানি মাত্র নয়, বরং ছয় খানি, হাফিয্ আবুল্ ফযল ইব্‌ন তাহির আল্-মাকদিসী (র) (মৃ ৫০৭/১১১৩) সর্ব প্রথম ইব্‌ন মাজাহ্‌কে সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে ঘোষণা করেন। এভাবে ইব্‌ন মাজাহ্ সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র ষষ্ঠ হাদীস গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে। এরপর হাফিয্ আব্‌দুল গনী আল্-মাক্‌দিসী (র) (মৃ. ৬০৯/১২০৩) তাঁর এ মতকে মেনে নেন। ইব্‌ন তাইমিয়া (র), ইব্‌ন খাল্‌লিকান (র), শামসুদ্দীন আল্-জায্‌রী (র) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণও ইব্‌ন মাজাহ্‌কে সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র ষষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করেন। ইব্‌ন মাজাহ্ (র) তাঁর এ গ্রন্থটি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ হাদীস সমালোচক আবূ যুর'আহ্ (র)-এর নিকট সমালোচনার জন্য পেশ করেন, তখন তিনি এ গ্রন্থটিকে পসন্দ করেন এবং তাঁর আশা ব্যক্ত করে বলেন ঃ "অমি মনে করি, এ গ্রন্থখানি লোকদের হাতে পৌছলে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রণীত সকল বা অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে।"

শাহ আব্‌দুল আযীয (র) গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন ঃ

وفی الواقع از حسن ترتیب وسرد احادیث بے تکرار واختصار ان این کتاب دارد هیچ ایك از كتب ندارد -

—"বাস্তব ক্ষেত্রে, হাদীসকে সুসজ্জিত ও সুবিন্যাস্তকরণ, পুনরাবৃত্তি এবং সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করার যে বৈশিষ্ট্য এ গ্রন্থে ধারণ করে, অনুরূপ বৈশিষ্ট্য অপর কোন হাদীস গ্রন্থ ধারণ করে না।"

এ গ্রন্থে সর্বমোট চার হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলো বত্রিশটি অধ্যায় এবং পনেরশ অনুচ্ছেদে বিভক্ত। হাফিয্ আলাউদ্দীন মুগলতাঈ (র) পাঁচ খন্ডে এর কিছু অংশের ব্যাখ্যা রচনা করেন। এরপর আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র)-এর অবশিষ্ট অংশ সমাপ্ত করে এর নামকরণ করেন 'মিসবাহুয্ যুজাজাহ্ 'আলা সুনানি ইব্‌নি মাজাহ্'। —ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮; ড. সুব্‌হী আস্-সালিহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯।

৪৯. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭।

৫০. ইব্‌ন খাল্লিকান (র)-এর মতে 'সিজিস্তান' বসরার নিকট একটি গ্রামের নাম। শাহ আব্‌দুল আযীয (র)-এর মতে সিজিস্তান হচ্ছে হিরাত এবং সিন্ধু প্রদেশের মধ্যবর্তী একটি বিখ্যাত শহর। ইয়াকূত হামাবী (র)-এর মতে এ স্থানটি খুরাসানে অবস্থিত। এর অপর নাম সানজার। এ জন্য ইমাম আবূ দাউদ (র)-কে সানজারীও বলা হয়। —ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্ প্রাগুক্ত, (পাদটীকা), পৃ. ৫০।

www.pathagar.com

ইবরাহীম (র), কা'নাবী (র), আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ ছিলেন তাঁর ইল্‌মে হাদীসের উস্তাদ।[৫১]

ইমাম আবূ দাঊদ (র) ছিলেন হাদীসের হাফিয, সমালোচক, এর সূক্ষাতিসূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত এবং আল্লাহ্-ভীরু ব্যক্তি। ইল্‌মে হাদীসে তাঁর যে অসাধারণ জ্ঞান ও গভীর পারদর্শিতা ছিল, তা সে যুগের সকল মনীষীই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) (মৃ. ২৭৯/৮৯২) ও ইমাম নাসা'ঈ (র) (মৃ. ৩০৩/৯১৫) হাদীসে তাঁর ছাত্র। আশ্চর্যের বিষয়, ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) (মৃ. ২৪১/৮৫৫) একদিকে ইমাম আবূ দাঊদ (র)-এর উস্তাদ, অপরদিকে ইমাম আহমাদ (র)-এর কোন কোন উস্তাদ ইমাম আবূ দাঊদ (র) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ (র) নিজেও কোন কোন হাদীস ইমাম আবূ দাঊদ (র) হতে গ্রহণ ও বর্ণনা করেছেন।[৫২]

ইমাম আবূ দাঊদ (র) তাঁর সংগৃহীত পাঁচলক্ষ হাদীস থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁর সুনান গ্রন্থটি সংকলন করেন। এতে সর্বমোট চার হাজার আটশ' হাদীস স্থান পেয়েছে। এসব হাদীস আহ্‌কাম সম্পর্কিত এবং এর অধিকাংশ মাশ্‌হূর পর্যায়ের। তাঁর এ গ্রন্থটি ফিক্‌হ শাস্ত্রের রীতিতে সজ্জিত। ফিক্‌হের সকল বিষয়ই এতে আলোচিত হয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করেই হাফিয আবূ জা'ফর ইব্‌ন জুবায়র গারনাতী (র) (মৃ. ৭০৮/১৩০৮) সুনানু আবী দাঊদ (র) সম্পর্কে বলেন ঃ ফিক্‌হ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ সামগ্রিক ও নিরংকুশভাবে সংকলিত হওয়ায় সুনানু আবী দাঊদের যে বিশেষত্ব, তা সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র অপর কোন গ্রন্থের নেই।[৫৩]

আবূ হাতিম আর্-রাযী (র)

আবূ হাতিম (র) (জ. ১৯৫/৮১১- মৃ. ২৭৭/৮৯১)-এর পুরো নাম আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদ্‌রীস ইব্‌নুল্ মুনযির ইব্‌ন দাঊদ আল্-হানযালী। তিনি হাফিযে হাদীস, হাদীস সমালোচক এবং ইমাম বুখারী (র) (মৃ ২৫৬/৮৭০) ও মুসলিম (র) (মৃ. ২৬১/৮৭৫)-এর সমপর্যায়ের মুহাদ্দিস ছিলেন। রায় শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ২০৯/৮২৩ সনে তিনি হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিদেশ সফরে বের হন। তিনি ইরাক, মিসর, বাহরাইন, রমলা, রোম এবং সিরিয়া প্রভৃতি শহর পরিভ্রমণ করে স্বদেশে ফিরে আসার পরিবর্তে বাগদাদ গিয়ে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। তিনি জারহ ও তা'দীল এবং রিজাল শাস্ত্রের একজন

৫১. প্রাগুক্ত পৃ. ৪৯।

৫২. মাসিক পৃথিবী, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৬, (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, মার্চ-১৯৯১), পৃ. ১৪; আবূ যাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯-৩৬০; মাওলানা আব্দুর রহীম,(প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২-৪৮৩।

৫৩. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

www.pathagar.com

সুবিখ্যাত ইমাম ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাবাকাতুত তাবি'ঈন, কিতাবুয যীনাহ্ এবং তাফসীরুল্ কুরআনিল আযীম-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫৪]

ইমাম আত্-তিরমিযী (র)

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী[৫৫] (র) (জ. ২০৬/৮২১- মৃ. ২৭৯/৮৯২) আমুদরিয়া নদীর বেলাভূমে অবস্থিত তিরমিয নামক প্রাচীন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। হাদীস শাস্ত্রে তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি হাদীস অন্বেষণের জন্য হিজায, খুরাসান, ইরাক প্রভৃতি দেশ সফর করেন। তিনি ইমাম বুখারী (র), ইমাম মুসলিম (র), ইমাম আবূ দাউদ (র) প্রমুখ হাদীস বিশারদগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ইমাম বুখারী (র)-এর কোন কোন শিক্ষক যথা কুতায়বাহ্ ইব্ন সা'ঈদ (র) (জ. ১৪৯/৭৬৬- মৃ. ২৪০/৮৫৪), আলী ইব্ন হাজার (র) (মৃ. ২৪৪/৮৫৮), ইব্ন বাশ্শার (র) প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (র)-এর সাথী ছিলেন। ইমাম বুখারী (র) নিজেও তাঁর থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন সূতীক্ষ্ণ ও প্রখর স্মৃতির অধিকারী।[৫৬] পরিণত বয়সে তিনি চোখের জ্যোতি হারিয়ে ফেলেন।[৫৭]

---

৫৪. আবূ যাহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬; আয্-যিরিকলী, ৬ষ্ঠ খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

৫৫. তাঁর পুরো নাম ঃ আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা ইব্ন স্যাওরাহ্ ইব্ন মূসা ইব্ন যাহ্হাক আস্-সুলামী আত্-তিরমিযী আল্-বুগী (র)। —ড. মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২।

৫৬. প্রসংগত উল্লেখ্য, ইমাম তিরমিযী (র) একবার শুনেই বহু সংখ্যক হাদীস মুখস্থ করে নিতে পারতেন। একবার জনৈক মুহাদ্দিসের বর্ণিত দু'টি হাদীসাংশ তিনি লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু উক্ত মুহাদ্দিসের সাথে তাঁর কোনদিন সাক্ষাত হয়নি। ফলে তিনি মনে মনে সেই মুহাদ্দিসের সন্ধানে উদ্গ্রীব ছিলেন। একদিন মক্কা শরীফের পথে সেই মুহাদ্দিসের সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। আর তখন তিনি তাঁর নিকট থেকে হাদীস শোনার বাসনা প্রকাশ করেন। তিনি তখন প্রস্তাব করেন যে, তিনি হাদীসগুলো পড়বেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) সেগুলো তাঁর লিখিত পৃষ্ঠার সাথে মিলিয়ে নিবেন। তিরমিযী (র)-এর ধারণা ছিল যে, পৃষ্ঠাগুলো তাঁর সাথেই রয়েছে। কিন্তু পরে খুঁজে দেখলেন যে, সেগুলো সাথে নেই, বরং কিছু সাদা কাগজ তাঁর সাথে রয়েছে। মুহাদ্দিস তখন হাদীস পড়তে শুরু করেন এবং তিরমিযী (র) কয়েকটি সাদা পৃষ্ঠা সামনে রেখে সেগুলোর প্রতি তাকাতে থাকেন। কিন্তু মুহাদ্দিসের নিকট বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায় এবং তিনি এতে ক্ষুব্ধ হন। ইমাম তিরমিযী (র) তখন ব্যাপারটি তাঁকে খুলে বলেন এবং সেসব হাদীস তাঁর মুখস্থ আছে বলে জানান। মুহাদ্দিস তখন তাঁকে হাদীসগুলো পাঠ করতে বলেন। তিরমিযী (র) তখন সব হাদীস মুখস্থ পাঠ করেন। মুহাদ্দিস এবার তাঁর স্মৃতির পরীক্ষা করার জন্য অন্য চল্লিশটি হাদীস তাঁকে পড়িয়ে শুনান এবং সেগুলো শুনাবার জন্য তাঁকে বলেন। ইমাম তিরমিযী (র) তৎক্ষণাৎ সে হাদীসগুলো হুবহু আবৃত্তি করে শুনান। —প্রাগুক্ত।

৫৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ইমাম আত্-তিরমিযী (র)-এর সংকলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

১. আল-জামি'উস্ সহীহ্ (الجامع الصحيح) [৫৮]

২. কিতাবুশ্ শামা'ইল (كتاب الشمائل)

৩. আত্-তারীখ (التاريخ)

৪. আল্-ইলাল (العلل)

৫. তাস্মিয়্যাতু আস্হাবি রাসূলিল্লাহ্ (সা) (تسمية اصحاب رسول الله)

৬. কিতাবু নাওয়াদিরি রাসূলিল্লাহ্ (সা) (كتاب نوادر رسول الله) [৫৯]

আবূ যুর'আ আদ্-দিমাশকী (র)

আবূ যুর'আ (র) (মৃ. ২৮০/৮৯৩)-এর পুরো নাম আব্দুর্ রহমান ইব্ন আমর ইব্ন আব্দিল্লাহ্ ইব্ন সাফওয়ান আন্-নাসরী আবূ যুর'আ আদ্-দিমাশকী। তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদ এবং রিজাল শাস্ত্রের বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তিনি দামেশকের অধিবাসী ছিলেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। রিজাল শাস্ত্রের ওপর তাঁর রচিত 'আত্-তারীখু ওয়া 'ইলালির রিজাল' গ্রন্থখানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬০]

---

৫৮. হাজী খলীফা এ গ্রন্থটিকে সিহাহ্ সিত্তাহ্র মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকারী বলে মন্তব্য করেন। ইমাম তিরমিযী (র) এ গ্রন্থ সংকলন করে হিজায্, ইরাক এবং খুরাসানের আলিমগণের সামনে পেশ করেন। তাঁরা সকলেই এটিকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন। তিনি স্বয়ং তাঁর এ গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ من كان فى بيته فكانما النبى صلى الله عليه وسلم فى بيته يتكلم-

–"যার ঘরে তিরমিযী গ্রন্থ আছে, তার ঘরে যেন নবী করীম (সা) স্বয়ং অবস্থান করছেন, যিনি তার সাথে কথা বলেন।" এ গ্রন্থটিকে 'সুনান' নামেও আখ্যায়িত করা হয়। কারণ, এতে ফিক্হ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে অধ্যায়সমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র) ফিক্হ শাস্ত্রের দৃষ্টিতে প্রতিটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম স্থাপন করে তৎসম্পর্কিত অধিক বিশুদ্ধ হাদীস অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণনা করেন। এরপর আর যে সকল সাহাবী থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁদের নাম উল্লেখ করেন। তিনি রাবীগণের পরিচয় , তাঁদের নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি বর্ণনা করেন এবং সে সম্পর্কে মন্তব্য করেন। বিশুদ্ধতার দিক থেকে প্রতিটি হাদীসের স্তর সম্পর্কেও তিনি সুস্পষ্ট মন্তব্য পেশ করেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন আইনশাস্ত্রবিদের মন্তব্য তুলে ধরেন। তিনি প্রায় প্রতিটি অনুচ্ছেদেই 'আবূ 'ঈসা বলেন' বলে হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরেন। ব্রোক্যালম্যান 'জামি' তিরমিযী'-এর এগারটি শরাহ্ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন। সম্প্রতি 'আল্লামা ইউসুফ বিন্নৌরী (র) 'মা'আরিফুস্ সুনান' নামে ছয় খন্ডে এর একটি অসমাপ্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থ সংকলন করেন। এরও পূর্বে 'আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (র) 'তুহ্ফাতুল্-আহ্ওয়াযী' নামে এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ সংকলন করেন। —প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

৬০. আয্-যিরিকলী, ৩য় খ, প্রাগুক্ত পৃ. ৩২০।

www.pathagar.com

আবূ বকর আল্-বায্যার (র)

আল্-বায্যার (র) (মৃ. ২৯২/৯০৫)-এর পুরো নাম আহ্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন আব্দিল খালিক আবূ বকর আল্-বায্যার। তিনি বসরার অধিবাসী ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি ইস্পাহান চলে যান এবং সেখানেই ইল্মে হাদীসের দারসে মশগুল হন। অতঃপর বাগদাদ ও সিরিয়াতেও তিনি হাদীস প্রচার করেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তিনি ফিলিস্তিনে ইন্তিকাল করেন। হাদীস শাস্ত্রের ওপর তাঁর দু'টি মুসনাদ গ্রন্থ রয়েছে। একটির নাম আল্-বাহ্রুয্ যাখির, এটি 'মুস্নাদুল বায্যার' নামেও পরিচিত এবং অপরটির নাম 'মুসনাদ সাগীর'। ৮৬৩ হি. সনে প্রথমোক্ত গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হয়। এটি রাবাতের একটি লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।[৬১]

ইমাম আন্-নাসা'ঈ (র)

ইমাম আন্-নাসা'ঈ (র) (জ. ২১৫/৮৩০- মৃ. ৩০৩/৯১৫)-এর পুরো নাম আহমাদ ইব্ন শু'আইব ইব্ন আলী ইব্ন সিনান ইব্ন বাহর ইব্ন দীনার আন্-নাসা'ঈ। খুরাসানের 'আন্-নাসা' নামক শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শায়খুল্ ইসলাম হাফিযে হাদীস ইমাম আন্-নাসা'ঈ (র) তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি নিজ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পর পনের বছর বয়সে 'বাল্খ' গমন করেন। সেখানে তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কুতায়বাহ্ ইব্ন সা'ঈদ (র)-এর কাছে এক বছরেরও অধিককাল হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি হাদীস অন্বেষণে ইরাক, সিরিয়া, হিজায এবং জাযীরা সফর করেন। এরপর তিনি মিসরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি ইস্হাক ইব্ন রাহ্ওয়াহ্ (র), আলী ইব্ন খাশ্রাম (র) মাহ্মূদ ইব্ন গায়লান (র), ইউনূস ইব্ন আবদুল আলা (র) প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে যে সকল মুহাদ্দিস হাদীস শ্রবণ করেন তাঁদের মধ্যে ইমাম তাহাবী (র), ইমাম আবুল কাশেম তাবারানী (র) (মৃ. ৩৬০/৯৭০), আবুল বাশার দুলাবী (র) (মৃ. ৩১০/৯২৩) এবং আবূ বকর ইব্নুস্ সুন্নী (র) (মৃ. ৩৬৪/৯৭৪) প্রমুখ প্রথিতযশা মুহাদ্দিসগণ রয়েছেন।

মিসরের আলিমগণ যখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা শুরু করেন, তখন তিনি ৩০২/৯১৪ সনে দামেশক শহরে গমন করেন। তথাকার লোকেরা আলী (র) সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করতো। এ ভুল ধারণা নিরসনের উদ্দেশ্যে তিনি এক মসজিদে আলী (র)-এর গুণাবলী সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেন। উপস্থিত জনতা তাঁকে মু'আবিয়াহ্ (রা)-এর গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন ঃ 'মু'আবিয়াহ্

৬১. আয্-যিরিকলী, ১ম খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯; আয্-যাহাবী, ১ম খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

www.pathagar.com

(রা) কাটায় কাটায় মুক্তি লাভ করলেই তাঁর জন্য যথেষ্ট।' এতে লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পড়েন। তিনি তখন তাঁকে পবিত্র মক্কায় নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে মক্কায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানে তিনি ইন্তিকাল করেন। সাফা এবং মারওয়াহ্ পাহাড়ের মাঝে তাঁকে দাফন করা হয়।

ইমাম নাসা'ঈ (র) ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র), মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম (র) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাঁকে তাঁর সমকালীন মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস বলে অভিহিত করেন।[৬২] ইমাম নাসা'ঈ (র) রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে ঃ

১. কিতাবুস্-সুনান (كتاب السنن) [৬৩]

২. কিতাবুয যু'আফা ওয়াল মাত্রুকীন (كتاب الضعفاء والمتروكين)

৩. কিতাবুল কুনা ওয়াল আসামী (كتاب الكنى والاسامى)

৪. কিতাবুত্ তামঈয (كتاب التميز)

৫. কিতাবুল জারহ্ ওয়াত্ তা'দীল (كتاب الجرح والتعديل)

৬. খাসাইসু আলী (রা) (خصائص على رضى الله عنه)

৭. মুস্নাদু আলী (রা) (مسند على رضى الله عنه)

৮. মুস্নাদু মালিক (র) (مسند مالك)

৯. কিতাবুল মুদাল্লিসীন (كتاب المدلسين)

১০. আস্মাউর রুওয়াত তামঈযু বায়নাহুম (اسماء الرواة تمييز بينهم) প্রভৃতি।[৬৪]

---

৬২. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

৬৩. ইমাম নাসা'ঈ (র) প্রথমে 'আস্-সুনানুল কুবরা' নামে একটি বিশাল হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। মিসরের আলিমগণ এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে খুবই আনন্দিন হন। এরপর নামলার শাসক তাঁকে জিজ্ঞাস করেন ঃ এ গ্রন্থের সবগুলো হাদীস কি বিশুদ্ধ? ইমাম নাসা'ঈ (র)-এর জবাবে বলেন ঃ 'এর সবগুলো হাদীস বিশুদ্ধ নয়।' তখন আমির তাঁকে শুধু বিশুদ্ধ হাদীসের একটি সংকলন করার জন্য অনুরোধ জানান। এতে তিনি 'আস্-সুনানুল কুবরা' থেকে দুর্বল সনদযুক্ত হাদীসগুলোকে ছাঁটাই করে 'আল্-মুজ্তাবা' বা 'সুনানুস্-সুগরা' নামে একটি সংকলন করেন। এটিই সিহাহ্-সিত্তাহর অন্তর্ভুক্ত। হাফিয্ আবূ আলী এবং খতীব বাগদাদী (র) ইমাম নাসা'ঈ (র)-এর অনুসৃত শর্ত সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ তাঁর শর্ত ইমাম মুসলিম (র)-এর শর্তের চেয়েও কঠিন। ইমাম নাসা'ঈ (র) এ গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেন। —প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

৬৪. প্রাগুক্ত; আন্-নাসা'ঈ, আহ্মাদ ইব্ন শু'আইব ঃ আস্-সুনানুল কুবরা, ১ম খ., (মুম্বাই ঃ ১৯৭২), পৃ. ৮।

www.pathagar.com

ইব্‌ন খুযাইমা (র)

ইব্‌ন খুযাইমা (র) (জ. ২২৩/৮০৭- মৃ. ৩১১/৯২৪)-এর পুরো নাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযাইমা আবূ বকর আস্-সুলামী। তিনি নিশাপুরের একজন বিজ্ঞ আলিম এবং যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। ইল্‌মে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি ইরাক, সিরিয়া, জাযীরা মিসর প্রভৃতি শহর পরিভ্রমণ করেন এবং সেখানকার মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১৪০ খানা। এর মধ্যে 'সহীহ্ ইব্‌ন খুযাইমা' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।[৬৫]

ইব্‌ন জারীর আত্-তাবারী (র)

ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী (র) (জ ২২৪/৮৩৮- মৃ. ৩১০/৯২৩)-এর পুরো নাম মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর আত্-তাবারী। তিনি একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির এবং ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি ইমাম আত্-তিরমিযী (র) (মৃ ২৭৯/৮৯২) ও ইমাম আন্-নাসা'ঈ (র) (মৃ. ৩০৩/৯১৫)-এর সমপর্যায়ের মুহাদ্দিসরূপে গণ্য। ইমাম আল্-বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র)-এর উস্তাদগণের নিকট হতে তিনি বিপুল সংখ্যক হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেন। তাঁর নিকট হতেও বড় বড় মুহাদ্দিসগণ হাদীস শিক্ষা ও গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে আহমাদ ইব্‌ন কামিল (র), মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্ আশ্-শাফি'ঈ (র) ও মাখলাদ ইব্‌ন জা'ফর (র) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ইব্‌ন জারীর (র) তাফসীর, হাদীস, ইতিহাস ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বহু সংখ্যক মূল্যবান ও বিরাট বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে তাফ্‌সীরে তাবারী এবং তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬৬]

ইমাম আত্-তাহাবী (র)

ইমাম তাহাবী (র) (জ. ২৩৯/৮৫৩- মৃ. ৩২১/৯৩৩)-এর পুরো নাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামাহ্ ইব্‌ন সালমাহ্ ইব্‌ন আব্‌দুল মালিক ইব্‌ন সালমাহ্ ইব্‌ন সুলাইম ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন জনাব। তাঁর উপনাম আবূ জা'ফর। তিনি ইয়ামানের সুবিখ্যাত গোত্র আযদ্ হাজার-এর অন্তর্ভুক্ত। এ গোত্রের দিকে সম্পর্কিত করে তাঁকে আয্‌দী এবং হাজারী বলা হয়। মিসর বিজয়ের পর তাঁর পূর্বপুরুষগণ মিসরে এসে বসবাস করতে থাকেন। ইমাম তাহাবী (র) মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। এ কারণেই তাঁকে মিসরী বলা হয়। তাঁর নিজস্ব বাসস্থান 'তাহা' গ্রামের প্রতি সম্পৃক্ত

৬৫. আয্-যিরিকলী, ৬ষ্ঠ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

৬৬. ইব্‌ন কাসীর, ১১শ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫; মাওলানা আব্‌দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২।

www.pathagar.com

করে তাঁকে 'তাহাবী' বলা হয়ে থাকে।[৬৭] ইমাম তাহাবী (র) ছিলেন হাদীস শাস্ত্রে একজন প্রখ্যাত ইমাম, হাদীস ব্যাখ্যায় এক মহান দিক-নির্দেশক ও সংস্কারক এবং ফিক্হ শাস্ত্রের মুজ্তাহিদ। তিনি ছিলেন খুব উচ্চ পর্যায়ের ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী (কামিলুয্-যাবত), প্রত্যুৎপন্নমতি, দৃঢ়চেতা, উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। তাঁর পিতামাতা উভয়েই ছিলেন উচ্চস্তরের হাদীস শাস্ত্রবিদ।[৬৮]

শিক্ষিত পিতামাতার প্রভাবে তাহাবী (র) বাল্যকাল থেকেই একাগ্রচিত্তে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মৌলিক জ্ঞান আহরণে ব্রতী হন। এরপর আপন মামা ইমাম মুযানী (র) (মৃ. ২৬৪/৮৭৭)-এর সান্নিধ্যে এসে হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ এবং ইসলামী জ্ঞান গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তী জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর ওপর মামা মুযানী (র)-এর প্রভাব বিরাজমান ছিল।[৬৯] তিনি বিখ্যাত ফকীহ্ আহ্মাদ ইব্ন আবূ ইমরান (র) (মৃ. ২৮০/৮৯৩)-এর নিকট ফিক্হ শাস্ত্র এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কাযী বাক্কার ইব্ন কুতায়বা (র) (মৃ. ২৭০/৮৮৮)-এর নিকট অনন্যমনে হাদীস ও ফিক্হ অধ্যয়ন করে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি কাযী বাক্কার (র)-এর সংস্পর্শে এসেই গ্রন্থাবলী রচনায় উৎসাহী হয়ে উঠেন। পরবর্তীতে হাদীস সংগ্রহের উদগ্র বাসনা নিয়ে তিনি দেশ-বিদেশে অনেক মুহাদ্দিসের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে এমন স্তরের মুহাদ্দিসগণও রয়েছেন যাঁদের নিকট থেকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ সংকলকগণ তাঁদের নিজ নিজ সহীহ্ গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন ইউনুস ইব্ন আব্দিল আ'লা (র), হারূন ইব্ন সা'ঈদ আল আয়লী (র) (মৃ ২৫৩/৮৬৭), ইব্ন সুলায়মান আল্-জাযী (র), আব্দুল গণী ইব্ন রিফা'আহ্ (র) ও ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) প্রমুখ।

---

৬৭. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬৩।

৬৮. তাঁর পিতা মুহাম্মাদ ইব্ন সালামাহ্ (র) সর্বদা হাদীস শিক্ষাদানে নিয়োজিত থাকতেন। তাঁর মাতা ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন ও এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি ফিক্হ শাস্ত্রে ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর শিষ্য ছিলেন। তাঁর মামা ইমাম মুযানী (র) ছিলেন ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর ঘনিষ্ট সহচর ও একান্ত আপনজন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ এবং শাফি'ঈ মাযহাব প্রতিষ্ঠার অগ্রপথিক। তাঁর পূর্বপুরুষগণ মিসরে রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর অধস্তন বংশধরগণও হাদীস সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। —প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩।

৬৯. দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ইমাম তাহাবী (র) তাঁরই ধারা অনুসরণ করে তাঁর অবিস্মরণীয় ও অনবদ্য গ্রন্থ 'মুখ্তাসারুত্ তাহাবী' প্রণয়ন করেন। যৌবনের প্রথম উন্মেষে ইমাম তাহাবী (র)-এর জীবনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে। বিশেষ একটি সমস্যা (মাস'আলা)-কে কেন্দ্র করে নিজ মামার সাথে তাঁর মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। এরই ফলশ্রুতিতে তিনি শাফি'ঈ মাযহাব পরিহার করে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি বিশিষ্ট ফকীহ্ ও ফারাইয শাস্ত্রবিদ আবূ খাযিম (র)-এর নিকট থেকে হানাফী ফিক্হ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। —প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩-৩০৪।

www.pathagar.com

ইমাম তাহাবী (র)-এর পূর্ব পর্যন্ত হাদীস সংকলনের ধারার প্রতি লক্ষ্য করলে সাধারণত দেখা যায় যে, বিশেষজ্ঞগণ হাদীসের যথার্থতা নিরূপণের ক্ষেত্রে হাদীসের সনদকেই প্রধান মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা হাদীসের মতনের প্রতি তেমন গুরুত্বারোপ করেননি। অথচ হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সনদ এবং মতন উভয়ই সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম তাহাবী (র) এ বিষয়ে তাঁর সূতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হাদীস শাস্ত্রে একটি নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচন করতে প্রয়াস পান। তিনি তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'শারহু মা'আনিল আসার'-এ সনদের প্রয়োজনীয় পর্যালোচনার সাথে সাথে মতনেরও পর্যালোচনা করেন।

ইমাম তাহাবী (র) ছিলেন হাদীসের একজন ইমাম, হুজ্জাত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত রাবী। আর হাদীস বর্ণনা, রিজাল শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, অধিক শিক্ষকমণ্ডলী থেকে হাদীস গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ছিলেন ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র) প্রমুখ সিহাহ্ গ্রন্থ সংকলকগণের সমপর্যায়ের। তিনি একই বিষয়ে বিভিন্ন সনদে বিভিন্ন ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করে জটিল ও দুরূহ্ হাদীসের ভাব ও অর্থ সহজতর করে তোলেন। ফিক্হ শাস্ত্রেও তিনি ছিলেন একজন ইমাম।

তিনি ইমাম মুহাম্মাদ (র) এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (র)-এর সমপর্যায়ের মুজতাহিদ। ইব্ন হাজার আসকালানী (র) (মৃ.৮৫২/১৪৪৮) তাঁর 'আবনাউল-গুমার' গ্রন্থে ইমাম তাহাবী (র)-কে পূর্ণাঙ্গ হাফিয উপাধিতে ভূষিত করেন। কারণ তিনি ছিলেন হাদীস[৭০] এবং ফিক্হ উভয় শাস্ত্রেই সমান পারদর্শী। এই দু' বিষয়েই তাঁর রচিত গ্রন্থরাজি তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও গভীর জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করে।[৭১]

ইমাম আল্-উকাইলী (র)

ইমাম আল্-উকাইলী (র) (মৃ. ৩২২/৯৩৪)-এর পুরো নাম মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন মূসা ইব্ন হাম্মাদ আবূ জা'ফর আল্-উকাইলী আল্-মাক্কী। হাফিযে হাদীস ইমাম আল্-উকাইলী (র) রিজাল শাস্ত্রেরও একজন বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। একবার পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রিওয়ায়াতের সনদসমূহ উলট-পালট করে তাঁর সামনে পেশ করা হলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সমস্ত রিওয়ায়াতগুলো সঠিকভাবে

৭০. তাঁর রচিত হাদীস গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'শারহু মা'আনিল আসার' ও 'মুশকিলুল আসার' গ্রন্থদ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে এছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো : ১) আহ্কামুল কুরআন, ২) তাফ্সীরুল কুরআন, ৩) আল্ মুখ্তাসারুল কাবীর, ৪) আল্ মুখ্তাসারুস্ সাগীর, ৫) ইখ্তিলাফুল উলামা, ৬) আশ্-শুরুতুল কাবীর, ৭) আশ্ শুরুতুল আওসাত, ৮) আশ্ শুরুতুস সাগীর, ৯) শারহুল জামি'ইল কাবীর, ১০) শারহুল জামি'ইস সাগীর, ১১) কিতাবুল আশরিবাহ্, ১২) আত্-তারীখুল কাবীর ও ১৩) বায়ানু ই'তিকাদি আহ্লিস্-সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আহ্ প্রভৃতি। —প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১-২৩২।

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪-৩০৬।

www.pathagar.com

সংশোধন করে দেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। রিজাল শাস্ত্রের ওপর তাঁর রচিত 'কিতাবুয্ যু'আফা' গ্রন্থখানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হারামাইন শরীফে তিনি অবস্থান করতেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তিনি মক্কায় ইন্তিকাল করেন।[৭২]

ইব্ন আবী হাতিম (র)

ইব্ন আবী হাতিম (র) (জ ২৪০/৮৫৪- মৃ. ৩২৭/৯৩৯)-এর পুরো নাম আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ আবূ হাতিম ইব্ন ইদ্রীস ইব্নুল্ মুনযির আত্-তামীমী আল্-হানযিলী আর্-রাযী। তাঁর কুনিয়াত আবূ মুহাম্মদ। তিনি হাফিযে হাদীস এবং প্রবীণ মুহাদ্দিসগণের মধ্যে গণ্য। তিনি রিজাল শাস্ত্রেরও একজন বিজ্ঞ ইমাম ছিলেন এবং বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এর মধ্যে 'কিতাবুল জার্হি ওয়াত্ তা'দীল', 'আল্-কুনা' এবং 'ইলালুল হাদীস'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৭৩]

ইব্ন হিব্বান (র)

ইব্ন হিব্বান (র) (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫)-এর পুরো নাম মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহমাদ ইব্ন হিব্বান আবূ হাতিম আল্-বুসতী। কিন্তু তিনি ইব্ন হিব্বান (র) নামেই আলিম সমাজে পরিচিত। তিনি রিজাল শাস্ত্রের একজন বিজ্ঞ ইমাম, বিখ্যাত ভূগোলবিদ এবং যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। সিজিস্তানের 'আল্-বুসত' শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই প্রতিপালিত হন। ইল্মে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি বহু দেশ সফর করেন। এর মধ্যে খুরাসান, সিরিয়া, মিসর, ইরাক, জাযীরা ও সমরকন্দ প্রভৃতি শহরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রায় একযুগ পর্যন্ত সমরকন্দের বিচারকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। আশি বছর বয়সে তিনি তাঁর জন্মস্থান 'আল্-বুস্ত' শহরে ইন্তিকাল করেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। বিশেষত রিজাল শাস্ত্রের ওপর তাঁর অবদান চির অম্লান হয়ে থাকবে। হাদীস শাস্ত্রের ওপর তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'আল্-মুসনাদুস্ সহীহ' কিন্তু এটি 'সহীহ্ ইব্ন হিব্বান' নামেই পরিচিত। কোন কোন আলিমের মতে এটি 'সুনান ইব্ন মাজাহ্' থেকেও অধিকতর বিশুদ্ধ গ্রন্থ। রিজাল শাস্ত্রের ওপর তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে 'কিতাবুস্ সিকাত', 'মা'রিফাতুল-মাজরূহীন', 'আস্-সাহাবুত্-তাবি'ঈন', 'আতবা'উত্-তাবি'ঈন', 'আসামী মান ইয়া'রিফিল-কুনা' প্রভৃতি।[৭৪]

---

৭২. আয্-যিরিকলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯, আসীর আদরাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

৭৩. আয্-যিরিকলী, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪।

৭৪. আয্-যিরিকলী, ৬ষ্ঠ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮; আয্-যাহাবী (১৯৬৩), ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

www.pathagar.com

ইব্‌ন আদী (র)

ইব্‌ন আদী (র) (জ. ২৭৭/৮৯০- মৃ. ৩৬৫/৯৭৫)-এর পুরো নাম আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল্-জুরকানী। আবূ আহ্‌মাদ তাঁর কুনিয়াত। তিনি রিজাল শাস্ত্রের একজন সুপ্রসিদ্ধ ইমাম এবং যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। প্রায় এক হাজার উস্তাদের নিকট হতে তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি তাঁর নিজ শহরে ইব্‌নুল্ কাত্তান নামে পরিচিত ছিলেন। আর আলিম ও মুহাদ্দিসগণের নিকট ইব্‌ন আদী নামে পরিচিত। জুরজান শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইলালুল হাদীস, আল্-কামিল, আসমাউস্-সাহাবা, মু'জামু ফী আসমাইশ্ শুয়ূখ,-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৭৫]

ইমাম আদ্-দারা কুতনী (র)

ইমাম দারা কুতনী (র) (জ. ৩০৬/৯১৮- মৃ. ৩৮৫/৯৯৫)-এর পুরো নাম আলী ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মাহদী আবুল হাসান আদ্-দারা কুতনী আশ্-শাফি'ঈ। তিনি একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। শুধু 'আদ্-দারা কুতনী' নামে তিনি গোটা বিশ্বে পরিচিত। বাগদাদের 'দারুল কুতন' নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানই ইন্তিকাল করেন।

হাদীস যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী। হাদীস গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁর রচিত 'কিতাবুস্ সুনান'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় উপমহাদেশে শুধু 'দারা কুতনী' নামে এ গ্রন্থখানি পরিচিত। এছাড়া রিজাল শাস্ত্রের ওপর তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো 'কিতাবুয্ যু'আফা' এবং 'আল্-মু'তালাফ ওয়াল মুখ্‌তালাফ' প্রভৃতি।[৭৬]

ইমাম আল্-হাকিম (র)

ইমাম আল্-হাকিম (র) (জ. ৩২১/৯৩৩- মৃ. ৪০৫/১০১৪)-এর পুরো নাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্ নিশাপূরী। আল্-হাকিম নামে তিনি প্রসিদ্ধ। আবূ আব্‌দিল্লাহ্ তাঁর কুনিয়াত। তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি নিশাপূরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ করে প্রায় দু' হাজার উস্তাদের নিকট থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন। ৩৫৯ হি. সনে তিনি নিশাপুরের বিচারক নিযুক্ত হন এবং নিশাপুরেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম হলো 'আল্-মুসতাদরাক'। এ ছাড়া 'মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস' এবং 'তারাজিমুশ্ শুয়ূখ'-এর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৭৭]

---

৭৫. আয্-যিরিকলী, ৪র্থ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।
৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪।
৭৭. আয্-যিরিকলী, ৬ষ্ঠ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭; আয্-যাহাবী (১৯৬৩), ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

www.pathagar.com

ইমাম আল্-বায়হাকী (র)

ইমাম আল্-বায়হাকী (র) (জ. ৩৮৪/৯৯৪- মৃ. ৪৫৮/১০৬৬)-এর পুরো নাম আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আলী আবূ বকর আল্-বায়হাকী। 'বায়হাকী' নামেই তিনি পরিচিত। নিশাপুরের 'আল্-বায়হাক' নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই প্রতিপালিত হন ও ইন্তিকাল করেন। হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি বাগদাদ, কূফা এবং মক্কা প্রভৃতি শহর পরিভ্রমণ করেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ফকীহ্ ও তাঁর যুগের সেরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি রিজাল শাস্ত্রেরও বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। ইমাম বায়হাকী (র) ছিলেন হাকিম আবূ আব্দিল্লাহ্ (র)-এর প্রধান শাগরিদ। তিনি শাফি'ঈ মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আস্-সুনানুল কুবরা, আস্-সুনানুস্ সুগরা, আল্-মাবসূত, ফাযাইলুস্ সাহাবা, দালাইলুন্ নবুওয়াত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৭৮]

ইব্‌ন আব্দিল বার (র)

ইব্‌ন আব্দিল্ বার (র) (জ. ৩৬৮/৯৭৮- মৃ. ৪৬৩/১০৭১)-এর পুরো নাম ইউসুফ ইব্‌ন আব্দিল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দিল বার আল্-কুরতবী আল্-মালিকী। আবূ উমর তাঁর কুনিয়াত। তিনি হাদীসের হাফিয, ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন। 'হাফিযুল-মাগরিব' নামেও তিনি পরিচিত। তিনি রিজাল শাস্ত্রেরও একজন বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। স্পেনের কার্ডোভা শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে 'আসমা'উর্ রিজাল'-এর উপর সাহাবীগণের জীবনী সম্বলিত তাঁর রচিত 'আল্-ইস্তী'আব্' গ্রন্থখানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে, 'জামি'উ বায়ানিল্ 'ইল্ম', 'আত্-তামহীদ লিমা ফিল মু'আত্তা মিনাল মা'আনী ওয়াল আসানীদ' প্রভৃতি।[৭৯]

খতীব আল্-বাগদাদী (র)

খতীব আল্-বাগদাদী (র) (জ ৩৯২/৯৪৬- মৃ. ৪৩৬/১০৭০)-এর পুরো নাম আহমাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন সাবিত আল্-বাগদাদী। আবূ বকর তাঁর কুনিয়াত। খতীব আল্-বাগদাদী নামেই তিনি পরিচিত। কূফা ও মক্কার মধ্যবর্তী 'গুযাইয়া' নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি বাগদাদে কাটান এবং সেখানে ইন্তিকাল করেন। তিনি একাধারে সুসাহিত্যিক, কবি, ঐতিহাসিক এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁর রচিত ৫৬টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম 'তারীখুল্ বাগদাদ'। চৌদ্দখণ্ডে এ গ্রন্থখানি বিভক্ত। এছাড়াও তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ

৭৮. আয্-যিরিকলী, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।
৭৯. ৮ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।

www.pathagar.com

হচ্ছে– আল্-কিফায়া, আল্-জামি'উ লি-'আখলাকির রাবী, আল্-আসমা'উল মুবহাম, আল্-আসমা ওয়াল আলকাব, আর্ রিহ্‌লাতু ফী তালাবিল হাদীস, আস-সাবিকু ওয়াল-লাহিক প্রভৃতি।[৮০]

ইব্‌ন মা'কূলা (র)

ইব্‌ন মাকূলা (র) (ابن ماكولا) (জ. ৪২১/১০২৯- মৃ. ৪৭৫/১০৮৩)-এর পুরো নাম আলী ইব্‌ন হিবাতিল্লাহ্ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন জা'ফর আবূ নাসর। কিন্তু তিনি শুধু ইব্‌ন মা'কূলা নামে পরিচিত। তিনি রিজাল শাস্ত্রের একজন বিখ্যাত আলিম, সুসাহিত্যিক এবং হাদীসের হাফিয ছিলেন। বাগদাদের নিকট 'আকবারা' নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 'খুজিস্তান' নামক স্থানে তাঁকে শহীদ করা হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আল-ইকমাল' গ্রন্থখানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রিজাল শাস্ত্রের ওপর রচিত এ গ্রন্থখানি চারখন্ডে বিভক্ত।[৮১]

আস্-সাম'আনী (র)

আস্-সাম'আনী (র) (জ. ৫০৬/১১১০- মৃ. ৫৬২/১১৬)-এর পুরো নাম আব্‌দুল করীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসূর আত্-তামীমী আস্-সাম'আনী আল্-মারূযী। তাঁর কুনিয়াত আবূ সা'আদ। তিনি একজন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও হাদীসের হাফিয ছিলেন। তিনি মরোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইল্‌ম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে বহু দেশ সফর করেন। রিজাল শাস্ত্রের ওপর রচিত তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো 'কিতাবুল আন্‌সাব' ১৩ খন্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থটি হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ের উপর এটির সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ।[৮২]

ইব্‌নুল্ জাওযী (র)

ইব্‌নুল্ জাওযী (র) (জ. ৫০৮/১১১২- মৃ. ৫৯৭/১২০২)-এর পুরো নাম আব্‌দুর্ রহমান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল্-জাওযী আল্-কুরশী আল্-বাগদাদী। আবুল ফারজ তাঁর কুনিয়াত। গোটা বিশ্বে তিনি ইবনুল জাওযী নামেই পরিচিত। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস, ইতিহাস ও রিজাল শাস্ত্রের বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে রিজাল শাস্ত্রের উপর তাঁর রচিত কিতাবুয্ যু'আফা ওয়াল্ মাত্‌রূকীন, আসমা'উয্ যু'আফা ওয়াল ওয়াযি'ঈন এবং জামি'উল আসানীদ ওয়াল আল্‌কাব প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৮৩]

---

৮০. আয্-যিরিকলী, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২; আস্-সুবকী, তাজউদ্দীন ঃ **তাবাকাতুশ্ শাফি'ইয়্যাহ্**, ৩য় খ., (মিসর ঃ ১৩২৪ হি) পৃ. ১২।

৮১. আয্-যিরিকলী, ৫ম খ., (প্রাগুক্ত) পৃ. ৩১; ইব্‌ন কাসীর ঃ **আল্-বিদায়া**, ১২শ খ., (প্রাগুক্ত) পৃ. ১২৩।

৮২. আয্-যিরিকলী, ৪র্থ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫; আস্ সাবকী, ৪র্থ খ., প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৯।

৮৩. আয্-যিরিকলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬-৩১৭; ইব্‌ন কাসীর ঃ **আল-বিদায়া**, ১৩শ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

www.pathagar.com

আব্দুল গনী আল্-মাক্দিসী (র)

আব্দুল গনী আল্-মাক্দিসী (র) (জ. ৫৪১/১১৪৭- মৃ. ৬০০/১২০৫)-এর পুরো নাম আব্দুল গনী ইব্ন আব্দিল ওয়াহিদ ইব্ন আলী ইব্ন মাসরূর আল্-মাকদিসী আল্-হাম্বলী আদ্-দিমাশ্কী আবূ মুহাম্মাদ তাকীউদ্দীন। 'জাম্মাঈল' নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং মিসরে ইন্তিকাল করেন।

হাফিযে হাদীস আব্দুল গনী আল্-মাকদিসী (র) রিজাল শাস্ত্রেরও বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। রিজাল শাস্ত্রের ওপর তাঁর রচিত 'আল্-কামাল ফী-আসমা'ইর্ রিজাল'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থে শুধু সিহাহ্ সিত্তায় বর্ণিত রাবীগণের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থখানি দু'খণ্ডে বিভক্ত।[৮৪]

ইব্ন খালফূন (র)

ইব্ন খালফূন (র) (জ. ৫৫৫/১১৬৩- মৃ. ৬৩৬/১২৩৯)-এর পুরো নাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইস্মা'ঈল ইব্ন খালফূন আল্-আযদী। কিন্তু তিনি ইব্ন খালফূন নামেই পরিচিত। তিনি স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি রিজাল শাস্ত্রের একজন বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। রিজাল শাস্ত্রের ওপর তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে– আল্-মুনতাকা, আল্-মু'আল্লিম বি আসমাইশ্ শুয়ূখিল্ বুখারী ওয়া মুসলিম, আসমা'উ শুয়ূখি মালিক ইব্ন আনাস আল-আসবাহী, শুয়ূখু আবী দাঊদ আস-সিজিস্তানী, এবং শুয়ূখু আবী ঈসা আত্-তিরমিযী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৮৫]

হাসান আস্-সাগানী (র)

হাসান আস্-সাগানী (র) (জ. ৫৭৭/১১৮১- মৃ. ৬৫০/১২৫২)-এর পুরো নাম রাযিউদ্দীন হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান হায়দার কুরাশী উমারী হানাফী। আস্-সাগানী[৮৬] নামে তিনি পরিচিত। তিনি লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতা মুহাম্মাদ-এর নিকট থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি উচ্চ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ইরাক ও হিজাযের বিস্তীর্ণ এলাকা সফর করেন এবং অত্যন্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে খ্যাতনামা অধ্যাপকগণের কাছে হাদীস শাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্ব আয়ত্ত করেন। সাগানী (র) বাগদাদে নায্যাম মারগীনানী (র) এবং সা'ঈদ ইব্ন রায্যাক (মৃ. ৬১৬ হি.)-এর কাছে শিক্ষা লাভ করেন।

সাগানী (র) তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়টুকু হাদীস শাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা এবং শিক্ষাদানের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেন। তাঁর চারপাশে সর্বক্ষণ শাগরিদগণের ভিড় লেগে থাকত। ইমাম আয্-যাহাবী (র)-এর উস্তাদ মুহাদ্দিস

৮৪. আয্-যিরিকিলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

৮৫. আসীর আদরাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

৮৬. 'সাগানী'- নিসবত থেকে অনুমিত হয় যে, হাসানের পিতৃপুরুষগণ ট্রান্সঅক্সানিয়ার অন্তর্গত সাগানিয়ান শহরের অধিবাসী ছিলেন (লেইগুঞ্জ, পৃ. ৪৪০ থেকে উদ্ধৃত), অতঃপর তাঁরা দেশ ত্যাগ করে ভারতে আসেন। —ড. মুহাম্মদ এ. এছহাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮।

www.pathagar.com

শরফুদ্দীন দিময়াতী সাগানী (র)-এর শাগরিদগণের অন্যতম ছিলেন। সাগানী (র) বাগদাদের জারীম আয্-যাহিরীতে অবস্থিত তাঁর বাসভবনে ইন্তিকাল করেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে পরবর্তীকালে মক্কা মু'আয্যামায় দাফন করা হয়।[৮৭]

ইমাম সাগানী (র) ৩২ খানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসব রচনার বৃহদাংশ ভাষাতত্ত্বের সাথে সম্পৃক্ত হলেও হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কিত রচনাবলীর একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। কেননা হাদীস সংকলনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মওযূ' (জাল) হাদীসসমূহ থেকে নবী করীম (সা)-এর সহীহ্ হাদীসসমূহ চিহ্নিত করে তা জনসমাজে তুলে ধরা। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইব্নুল জাওযী (র) (মৃ. ৫৯৭/১২০২)-এর পরে সাগানী ছিলেন দ্বিতীয় মুহাদ্দিস, যিনি মাওযূ' (জাল) হাদীসসমূহ অনুসন্ধান করে বের করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। সাগানী (র) অধিক বিধিসম্মতভাবে কাজ করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর উপলব্ধিও ইব্নুল জাওযী (র)-এর চেয়ে অধিক ছিল। তিনি তাঁর গ্রন্থে মাওযূ' (জাল) হাদীস সম্পর্কে এমন সব ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন, যে সব ক্ষেত্রে সাধারণত হাদীস গড়া হয়।[৮৮]

সাগানীই (র) সম্ভবত প্রথম সমালোচক, যিনি একটি হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই করার জন্য নির্ধারিত সাধারণ শর্তসমূহ ছাড়াও হাদীসের প্রকার এবং ভাষা ও অর্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে "রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন"- (قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم) এ বাক্যটি সহীহ্ হাদীস ছাড়া অন্য কোন রিওয়ায়াতের জন্য কোন অবস্থাতেই ব্যবহার করা উচিত নয়। সাগানী (র) নবী করীম (সা)-এর হাদীসসমূহকে মাওযূ[৮৯] (জাল) হাদীসসমূহ থেকে আলাদা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং সহীহ্ হাদীসসমূহকে মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় করার সফল প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সাগানী (র) অনুভব করলেন যে, তিনি যদি প্রথমেই জনগণের সামনে সহীহাইন অথবা নির্ভরযোগ্য হাদীসের অন্য কোন গ্রন্থ পেশ করেন, তবে জনগণ বৃহদায়তন দেখে এগুলো স্বাচ্ছন্দে গ্রহণ করবে না। এ কারণে

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০-২২১।

৮৮. যেমন ঃ ক) কোন ব্যক্তির নাম মুহাম্মাদ বা আহ্মাদ রাখা সম্পর্কিত হাদীসমূহ; খ) চাল, খরবুযা, রসুন, বেগুন, পিঁয়াজ ইত্যাদি বিষয়ক হাদীসসমূহ। গ) কচ্ছপ, ভল্লুক, হায়না, টিকটিকি ইত্যাদি ষোল প্রকার জন্তুর আকৃতি পরিবর্তন সম্পর্কিত হাদীসসমূহ, যেমন কোন কোন তাফ্সীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে; ঘ) মাস, দিন ও রাতের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ; । ঙ) রজব মাসের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ এবং চ) মসজিদে ব্যবহৃত মোমবাতি ও চাটাই সম্পর্কিত হাদীসসমূহ। —প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬-২২৭; (সাগানী ঃ **রিসালাহ্ ফিল মাওযূ'আত**, পৃ. ১-২ থেকে উদ্ধৃত)।

৮৯. সাগানী (র) মওযূ' হাদীসসমূহের একটি বড় সংকলন তৈরি করেছিলেন। পরবর্তীকালে তথ্যানুসন্ধান করে জানা যায় যে, ইব্নুল জাওযী (র) (মৃ. ৫৯৭/১২০২)-এর মত কট্টরপন্থী মুহাদ্দিসের ন্যায় তিনিও অনেক হাদীসকে মাওযূ' সাব্যস্ত করেছেন, যা আসলে মাওযূ' নয়। এর কারণ এই জানা যায় যে, সে যুগে অনেক মাওযূ' হাদীস প্রচলিত ছিল বিধায় সাগানী (র) অনেক সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। —প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭-২২৮।

www.pathagar.com

তিনি সর্বাগ্রে হাদীসের দু'টি সংক্ষিপ্ত সংকলন তৈরি করলেন। এর একটি হলো- 'মিস্‌বাহুদ্দুজা মিন সিহাহিল আহাদীসিল মা'সূরা আর অপরটি হলো- 'আশ্-শামসুল মুনীরা মিন সিহাহিল মা'সূরা'। এ দু'টি সংকলনই মুসলমানদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। এতে তাঁর মনোবল বেড়ে যায় এবং তিনি 'মাশারিকুল আনওয়ার' নামে সহীহাইনের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন প্রণয়ন করেন, যা খুবই জনপ্রিয় ও সুবিদিত হয়।[৯০]

হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল্-মিয্‌যী (র)

আল্-মিয্‌যী (র) (জ. ৬৫৪/১২৫৬- মৃ. ৭৪২/১৩৪২)-এর পুরো নাম ইউসুফ ইব্‌ন আব্‌দির্ রহমান ইব্‌ন ইউসুফ আবুল হাজ্জাজ জামালউদ্দীন ইব্‌নুয্ যাকী আবূ মুহাম্মাদ আল্-হুযাঈ আল্-মিয্‌যী। তিনি সংক্ষেপে আবুল হাজ্জাজ আল্-মিয্‌যী নামেই পরিচিত। তিনি সিরিয়ার অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি রিজাল শাস্ত্রের একজন বিজ্ঞ পন্ডিত হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। রিজাল শাস্ত্রের ওপর তাঁর রচিত সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম হলো : 'তাহযীবুল কামাল ফী আসমা'ইর্ রিজাল' এ গ্রন্থখানি পনের খন্ডে বিভক্ত। এটি রিজাল শাস্ত্রের একটি মৌলিক ও সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। পরবর্তীতে এ বিষয়ের ওপর যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁর প্রায় সকলেই এর থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছেন।[৯১]

ইমাম আয্-যাহাবী (র)

ইমাম আয্-যাহাবী (র) (জ. ৬৭৩/১২৭৪- মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮)-এর পুরো নাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন উসমান আয্-যাহাবী শামসুদ্দীন আবূ আব্‌দিল্লাহ্। কিন্তু মুসলিম বিশ্বে তিনি শুধু ইমাম আয্-যাহাবী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাসস্থান তুর্কমেনিস্তানের 'মিয়াফারিকীন'। তিনি সিরিয়া, মিসর ও হিজাযের বড় বড় মুসলিম মনীষীর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং এ উদ্দেশ্যে বহু দেশ সফর করেন। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখায়, বিশেষত আল-কুরআন ও আল-হাদীস সংক্রান্ত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। হাদীসের হাফিয হিসেবে তিনি কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত হলেও রিজাল শাস্ত্রের দক্ষতা তাঁর পান্ডিত্য ও মনীষাকে খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করায়। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় একশটি। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নরূপ :

তাযকিরাতুল্ হুফ্‌ফায, সিয়ারু আ'লামিন্ নুবালা, মীযানুল্ ই'তিদাল, তাজরীদু আসমা'ইস্ সাহাবা, আল্-মুগনী, তারীখুল্ ইসলাম, আর্-রুওয়াতুস্ সিকাত, মু'জামুশ্ শুয়ূখ, আল্-মুকতানা ফিল কুনা, আল্-মুশতাবাহ্ ফিল আসমা'ই ওয়াল আন্‌সাব ওয়াল কুনা ওয়াল আল্‌কাব এবং আল্-কাশিফ প্রভৃতি।

৯০. প্রাগুক্ত।

৯১. আয্-যিরিকলী, ৮ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬-২৩৭।

www.pathagar.com

ইমাম আয্-যাহাবী (র) দামেশ্কে একাধিক বিভাগীয় সরকারী চাকরীতে নিয়োজিত ছিলেন এবং চাকুরীর পাশাপাশি তিনি এসব গ্রন্থ রচনা করেন। ৭৪১/১৩৪১ সনে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ায় লিখার কাজ বন্ধ হয়ে গেলেও ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি শিক্ষকতা অব্যাহত রাখেন। দামেশ্কেই তাঁকে দাফন করা হয়।[৯২]

ইব্ন হাজার আল্-আস্কালানী (র)

হাফিয ইব্ন হাজার আল্-আস্কালানী (র) (জ. ৭৭৩/১৩৭২- মৃ. ৮৫২/১৪৪৮)-এর পুরো নাম আহ্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল্-কিনানী আল্-আস্কালানী আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন ইব্ন হাজার। ফিলিস্তিনের 'আসকালান বংশোদ্ভূত এ মহান ব্যক্তিত্ব কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম, হাফিযে হাদীস এবং রিজাল শাস্ত্রের বিজ্ঞ ইমাম ছিলেন। প্রথম জীবনে কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি তিনি বেশ ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর চিন্তার জগতে বিরাট পরিবর্তন এসে যায়। কবিতা ও সাহিত্যের পরিবর্তে তিনি ইল্মে হাদীস অধ্যয়নের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং পরবর্তীতে এ কাজেই পুরো জীবন অতিবাহিত করেন।

ইল্মে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি ইয়ামান ও হিজাযসহ বহু দেশ সফর করেন এবং সেখানকার উস্তাদগণের নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করেন। কয়েকবারই তাঁকে মিসরের বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যে মহান কাজের জন্য নির্বাচিত করেছেন, তিনি সে কাজেই নিয়োজিত হন। জীবদ্দশাতেই তাঁর গ্রন্থের পরিচিত সুদূর প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

তিনি যেমনিভাবে হাদীসের ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাদাতা ছিলেন, ঠিক তেমনি রিজাল শাস্ত্রেরও বিশ্ব বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। ইমাম আয্যাহাবী (র) (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮) ও ইব্ন হাজার আসকালানী (র) উভয়েই ছিলেন 'আসমাউর্ রিজাল'-এর সর্বজন স্বীকৃত ইমাম। তাঁদের গ্রন্থের নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে প্রায় সব আলিমই একমত। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এর মধ্যে রিজাল শাস্ত্রের উপর তাঁর রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো ঃ তাহযীবুত্ তাহ্যীব, লিসানুল্ মীযান, আল্-ইসাবাহ, তাবাকাতুল্ মুদাল্লিসীন, তুহ্ফাতু আহলিল্ হাদীস, আশ্-শুয়ূখুল্ হাদীস, নুযহাতুল আল্বাব ফিল-আল্কাব প্রভৃতি। এ ছাড়া তাঁর রচিত বিশ্ব বিখ্যাত সহীহুল বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ 'ফাত্হুল্ বারী'-ও হাদীস শাস্ত্রে তাঁর গভীর পান্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করে।[৯৩]

৯২. ইব্ন শাকির ঃ **ফাওয়াতুল্-ওয়াফায়াত**, ২য় খ., (মিসর ঃ ১২৯৯ হি.) পৃ. ১৮৩; আসীর আদরাবী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫০-১৫১; আয্-যিরিকলী, ৮ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬-২৩৭।

৯৩. আয্-যিরিকলী, ১ম খ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮; আশ্-শাওকানী ঃ **আল্-বাদরুত্ তালি' বিমাহাসিনি মিন বা'দিল কারনিস্-সাবি**, ১ম খ., (মিসর ঃ ১৩৪৮ হি.), পৃ. ৮৭; আস্-সাখাবী ঃ **আত্-তাবারুল্ মাসবূক ফী যাইলিস্ সুলূক** (মিসর ঃ ১৮৯৬), পৃ. ২৩০।

www.pathagar.com

ইমাম আস্-সুয়ূতী (র)

ইমাম আস্-সুয়ূতী (র) (জ. ৮৪৯/১৪৪৫- মৃ. ৯১১/১৫০৫)-এর পূরো নাম আবুল ফযল জালালুদ্দীন আব্দির্ রহমান ইব্ন আবী বকর আস্-সুয়ূতী আশ্-শাফি'ঈ। তিনি মিসরের 'আস্-সুয়ূত' মতান্তরে 'আল্-আস্ইয়ূত' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[৯৪] তিনি 'ইব্নুল্ কুতুব' উপাধিতেও সবিশেষ পরিচিত ছিলেন।[৯৫]

শিশু বয়স থেকেই তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন হিফ্য করেন। এরপর মিসরের শাইখুনীয়া[৯৬] খানকায় তিনি হাদীস, তাফ্সীর, ফিক্হ, আরবী ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যায়ন শুরু করেন। এখান থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ আলিমগণের নিকট গমন করে ইল্মে দীন অর্জনে ব্যাপৃত হন। তিনি অতি অল্প সময়েই বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি একাধারে মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক, ফকীহ্, সাহিত্যিক এবং আরবী ব্যাকরণবিদ ছিলেন। তিনি প্রায় ছয় শতাধিক গ্রন্থ্ রচনা করেন। তিনি রিজাল শাস্ত্রেরও একজন প্রসিদ্ধ ইমাম ছিলেন। জাল হাদীসের ওপর তাঁর রচিত 'আল্-লা'আলি'উল্ মাসনূ'আহ্ ফিল- 'আহাদীসিল্ মাওযূ'আহ্' গ্রন্থখানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য আরো কয়েকটি গ্রন্থ্ হলো ঃ 'তাদরীবুর্ রাবী, তাহ্যীরুল্ খাওয়াস মিন আকাযীবিল্ কিসাস, আদ্-দুরারুল মুনতাস্রাহ্ ফিল্ আহাদীসিল্ মুশ্তাহারাহ্, দুররুল্ মান্সূর তাফ্সীর বিল-মা'সূর, আল্-আশবাহ্ ওয়ান্ নাযা'ইর এবং আল্-ইত্কান ফী উলূমিল্ কুরআন প্রভৃতি। ইমাম আস্-সুয়ূতী (র)-এর রচিত 'আল্-ইত্কান' এমন একখানি গ্রন্থ্, যার সমকক্ষ কোন কিতাব আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। আল্লামা শা'রানী (র)-এর বর্ণনামতে তিনি ৯১১/১৫০৫ সনে ইন্তিকাল করেন।[৯৭] এবং তাঁকে দাফন করা হয় কায়রোর 'কাইসূন' নাম স্থানে।[৯৮]

---

৯৪. মুহাম্মাদ হুসাইন, ডক্টর ঃ **'আত্-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরূন'** ১ম খ., (করাচী ঃ ইদারাতুল কুরআন ওয়াল্ 'উলূম, ১৯৮৭), পৃ. ২৫১।

৯৫. তিনি তাঁর পিতার কুতুবখানায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিধায় তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কথিত আছে যে, তাঁর পিতার আদেশে তাঁর মা কুতুবখানায় একখানি কিতাব আনতে গেলে সেখানেই তাঁর (আস্-সুয়ূতীর) জন্ম হয়। —মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্, শায়খ ওয়ালীউদ্দীন ঃ **ইকমালু ফী আসমা'ইর্ রিজাল**, আব্দুল্লাহ্ আল-মাহমূদ অনূদিত, ১ম সং, (লক্ষ্মীপুর ঃ সাহাব প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ. ৩৬৫।

৯৬. এখানে তাঁর পিতা অধ্যাপনা করতেন। বর্তমানে আল্-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়টি এখানেই প্রতিষ্ঠিত। — প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬।

৯৭. আস্-সুয়ূতী (১৯৭৮), ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৯৮. মুহাম্মাদ হুসাইন, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ–৩

রিজাল শাস্ত্রের উপর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী

রিজাল শাস্ত্রের ওপর বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আর এসব গ্রন্থ বিভিন্ন প্রকারের। যেমন ঃ সাধারণ গ্রন্থাবলী ঃ এতে সাহাবী, অ-সাহাবী, সিকাহ্ ও য'ঈফ সকল শ্রেণীর রাবীর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বিশেষ গ্রন্থাবলী ঃ এতে শুধু এক শ্রেণীর রাবী যেমন সাহাবী, সিকাহ্ বা য'ঈফ রাবীগণের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অথবা রাবীদের কোন একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন রাবীগণের শুধু জন্ম-মৃত্যুর তারিখ অর্থাৎ কোন কোন কিতাবে কেবল রাবীগণের জন্ম-মৃত্যুর তারিখেরই বিশেষ অনুসন্ধান করা হয়েছে। অথবা কোন কোন কিতাবে শুধু রাবীগণের নাম, লকব ও কুনিয়াতেরই বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ ছাড়া কোন কোন গ্রন্থে কেবল বিশেষ বিশেষ কিতাবের রাবীগণেরই জীবনী পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সাধারণ গ্রন্থাবলী

১. **'আত্-তাবাকাতুল কুবরা'** –এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ (র) (মৃ. ২৩০/৮৪৫)। এটি তাবাকাত ইব্ন সা'দ নামে পরিচিত।

২. **'কিতাবুত্ তাবাকাত'**-এর রচয়িতা হলেন আলী ইব্ন আল্-মাদীনী (র) (মৃ.. ২৩৪/৮৪৯)।

৩, **'কিতাবুত্ তাবাকাত'**-এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন খলীফা ইব্ন খাইয়াত (র) (মৃ. ২৪০/৮৫৪)।

৪. **'আত্-তারীখুল্ কাবীর'**-এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন ইমাম আল্-বুখারী (র) (মৃ. ২৫৬/৮৭০)। এটি বর্ণনাক্রমিক গ্রন্থ। এতে সাহাবীগণের যুগ থেকে ইমাম আল-বুখারীর যুগ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ হাজার রাবীর জীবনী আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে সিকাহ্ ও গায়র সিকাহ্ এবং নারী ও পুরুষসহ সকল ধরনের রাবীই অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। মুসলিম ইব্ন কাসিম (র)-এর এক পরিশিষ্ট লিখেছেন। এ ছাড়া 'আত্-তারীখুল আওসাত' এবং 'আত্-তারীখুস্ সাগীর' নামে ইমাম আল্-বুখারী (র) আলো দু'টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'আত্-তারীখুল আওসাত' গ্রন্থখানা সন অনুপাতে লিখা হয়েছে।

www.pathagar.com

৫. **'কিতাবুত্ তারীখ'**-এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন ইব্ন আবূ খাইসামা যুহাইর ইব্ন হারব্ আল্-বাগদাদী (র) (মৃ. ২৭৯/৮৯২)। এটি বার খণ্ডে বিভক্ত এ বিষয়ের একটি বিরাট গ্রন্থ।

৬. **'কিতাবুত্ তারীখ'**-এর রচয়িতা হলেন ইব্ন খুররাম হুসাইন ইব্ন ইদ্‌রীস (র) (মৃ. ৩০১/৯১৩)। এটি ইমাম আল্-বুখারী (র) প্রণীত 'আত্-তারীখুল কাবীর' -এর ন্যায় বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থ।

৭. **'আত্-তামঈয'**-এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন ইমাম আন্-নাসা'ঈ (র) (মৃ. ৩০৩/৯১৫)।

৮. **'কিতাবুল জার্‌হি ওয়াত্ তা'দীল'**-এর রচয়িতা হলেন ইব্নুল্ জারূদ (র) (মৃ. ৩০৭/৯১৯)।

৯. **'কিতাবুল জার্‌হি ওয়াত্ তা'দীল'**-এর প্রণেতা হলেন ইব্ন আবী হাতিম আর্-রাযী (র) (মৃ. ৩২৭/৯৩৯)।

১০. **'কিতাবুল ওয়াহাম ওয়াল ইহাম'**-এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন ইব্ন হিব্বান আল্-বুস্তী (র) (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫)।

১১. **'আল্-ই'তিবার'**-এর প্রণেতা হলেন ইমাম মুসলিম (র) (মৃ. ২৬১/৮৭৫)।

১২. **'আল্-ইরশাদ'**-এর রচয়িতা হলেন আবূ ইয়া'লা আল্-খালীলী (র) (মৃ. ৪৪৬/১০৫৪)।

১৩. **'মীযানুল ই'তিদাল'**-এর প্রণেতা হলেন ইমাম আয্-যাহাবী (র) (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮)।

১৪. **'আত্-তাকমিলা ফী আসমা'ইস্ সিকাত ওয়ায্ যু'আফা'**-এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন ইসমা'ঈল ইব্ন উমর ইব্ন কাসীর (র) (মৃ. ৭৭৪/১৩৭৩)।

১৫. **'আত্-তাকমীল ফী মা'রিফাতিস্ সিকাতি ওয়ায্ যু'আফা ওয়াল্ মাজাহীল'** -এর প্রণেতাও ইব্ন কাসীর (র)।

১৬. **'তাবাকাতুল মুহাদ্দিসীন'**-এর প্রণেতা হলেন ইব্ন মুলাক্কিন (র) (মৃ. ৮০৪ হি.)।

১৭. **'আল্-কামাল ফী মা'রিফাতির্ রিজাল'**-এ গ্রন্থের প্রণেতাও ইব্ন মুলাক্কিন (র)।

১৮. **'তাহ্‌যীবুল্ কামাল ফী আসমা'ইর্ রিজাল'**-এর রচয়িতা হলেন জামালউদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ আল্-মিয্‌যী (র) (মৃ ৭৪২/১৩৪২)। তিনি ইমাম আল্-মিয্‌যী নামে প্রসিদ্ধ।

১৯. **'তাহ্‌যীবুত্ তাহ্‌যীব'**-এর রচয়িতা হলেন ইব্ন হাজার আল্-আস্‌কালানী (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮)।

www.pathagar.com

২০. **'তাকরীবুত্ তাহ্যীব'**-এর প্রণেতাও ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (র)। এটি 'তাহ্যীব' গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ।

২১. **'লিসানুল্ মীযান'**-এ গ্রন্থের রচয়িতাও হাফিয ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (র)।

২২. **'আল্-মুগনী'**-এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন শায়খ মুহাম্মাদ তাহির পাট্টনী সিন্ধী (র) (মৃ. ৯৮৬/ ১৫৭৮)। এতে হরকতসহ নির্ভুলভাবে রাবীগণের নামসমূহ উল্লিখিত হয়েছে। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দিহলবী (র) (মৃ. ১১৭৬/১৭৬২)-এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[১]

সাহাবীগণের জীবনী সম্বলিত গ্রন্থাবলী

সাহাবীগণের জীবনী আলোচনার অর্থ এই নয় যে, তাঁদের মধ্যে হাদীস রিওয়ায়াতে কে বিশ্বাসযোগ্য এবং কে বিশ্বাসযোগ্য নন– এর অনুসন্ধান করা। কেননা এ ক্ষেত্রে তাঁরা সকলেই যে, আদিল এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন, তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তাঁদের জীবনী আলোচনার অর্থ হলো– তাঁদের কে, কবে, কোথায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং কতদিন নবী করীম (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন, অতঃপর কবে কোথায় ইন্তিকাল করেছেন, তাঁদের নিকট কে কোথায় হাদীস শিক্ষা করেছেন প্রভৃতি জানা। এসব তথ্য জানা না থাকলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, তিনি সাহাবী ছিলেন কি তাবি'ঈ এবং তাঁর নিকট যিনি বা যাঁরা হাদীস শিক্ষা করেছেন বলে দাবি করছেন, তাঁদের সে দাবি সত্য কিনা ? এসব কারণে অনেকেই সাহাবীগণের জীবনী আলোচনা করেছেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, ইমাম আল-বুখারী (মৃ ২৫৬/৮৭০)। হাফিয বাগাবী আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দিল আযীয (র) (মৃ. ৩৩৩/৯৪৫)। হাফিয আবূ বকর আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবী দাঊদ (র) (মৃ. ৩১৬/৯২৯)। ইব্নুস্ সাকান আবূ আলী সা'ঈদ ইব্ন উসমান আল্-বাসরী (র) (মৃ. ৩৫৩/৯৬৪)। ইব্ন হিব্বান আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান আল্-বুস্তী (র) (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫)। আত্-তাবারানী আবুল কাসিম সুলায়মান ইব্ন আহ্মাদ (র) (মৃ. ৩৬০/৯৭১)। ইব্ন শাহীন উমর ইব্ন আহ্মাদ আবূ বকর (র) (মৃ. ৩৮৫/৯৯৫)। ইব্ন মান্দাহ্ আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র) (মৃ. ৩৯৫/১০০৫)। এ ছাড়াও সাহাবীগণের জীবনীর ওপর রচিত কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. **'আল্-ইসতী'আব'**–এ গ্রন্থের রচয়িতা হলেন ইব্ন আব্দিল-বার (র) (মৃ. ৪৬৩/১০৭১)। আবুল ওয়ালীদ আল্-বাজী তাঁকে পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ট হাফিয-ই হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ গ্রন্থে সকল সাহাবীর নাম অন্তর্ভুক্ত বলে

---

১. আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫; আসীর আদরাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩-১০৬; আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১-১৫৩

www.pathagar.com

দাবি করা হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে অনেক সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে। এ কারণে একাধিক ব্যক্তি এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট লিখেছেন। যেমন, ইব্‌ন ফাতহুন ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়া'কূব প্রমুখ এর পরিশিষ্ট লিখেছেন।

২. **'উসদুল গাবাহ্ ফী-মা'রিফাতিস্ সাহাবা'**–এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন ইয্‌যুদ্দীন ইব্‌নুল্ আসীর (র) (মৃ. ৬৩০/১২৩৩)। এটা একটি বিরাট গ্রন্থ। এতে প্রায় সাড়ে সাত হাজার সাহাবীর নাম ও জীবনেতিহাস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এতে সাহাবীরূপে এমন কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নাম উল্লেখিত হয়েছে যাঁরা আসলে সাহাবী নন। গ্রন্থটিতে এ ছাড়া আরও কিছু ত্রুটি রয়েছে।

৩. **'তাজরীদু আসমা'ইস্ সাহাবা'**-এর রচয়িতা হলেন ইমাম আয্-যাহাবী (র) (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮)। এটি মূলত 'উসদুল গাবাহ্' গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ। এতে তিনি উল্লেখিত গ্রন্থের ত্রুটিগুলো দূরীভূত করে কিছু অতিরিক্ত নামও সংযোজন করেছেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও বহু সাহাবীর নাম বাদ পড়ে যায়।

৪. **'আল্-ইসাবাহ্'**–এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন হাফিয ইব্‌ন হাজার আল্-আসকালানী (র) (মৃ. ৮৫২/ ১৪৪৮)। এটা এ বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। 'আল্-ইস্‌তী'আব' ও 'উসদুল গাবাহ্' গ্রন্থে যে সকল সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে, এতে সেগুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ইমাম আস্-সুয়ূতী (র) (মৃ. ৯১১/১৫০৫) 'আইনুল্ ইসাবাহ্' নামে এর সংক্ষেপ করেছেন। এছাড়া ইব্‌ন সা'দ (র) রচিত 'আত্-তাবাকাত' গ্রন্থেও সাহাবীগণের জীবনী আলোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থটির আরেক নাম– তাবাকাতুস্ সাহাবা ওয়াত্ তাবি'ঈন।[২]

শুধু সিকাহ্ রাবীগণের ওপর রচিত গ্রন্থাবলী

শুধু সিকাহ্ রাবীগণের জীবনী আলোচনা করেও অনেকে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম হলো ঃ

১. **'কিতাবুস্ সিকাত'**-এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন হাফিয আহ্‌মাদ ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্ আল্-আজালী (র) (মৃ. ২৬১/৮৭৫)।

২. **'কিতাবুস্ সিকাত'**-এর রচয়িতা হলেন আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান আল্-বুস্তী (র) (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫)।

৩. **'কিতাবুস্ সিকাত'**-এর প্রণেতা হলেন আবূ হাফস উমর ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন শাহীন (র) (মৃ. ৩৮৫/৯৯৫)।

৪. **'কিতাবুস্ সিকাত'**-এর রচয়িতা হলেন যাইনুদ্দীন কাসিম ইব্‌ন কুতলুবাগা (র) (মৃ. ৮৭৯ হি.)।

৫. **'তাবাকাতুল হুফ্‌ফায'**-এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন ইব্‌ন দাব্বাগ (র) (মৃ. ৫৪৬ হি.)।

২. আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-১৫৪; ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৩।

www.pathagar.com

৬. **'তাবাকাতুল হুফ্ফায'**-এর প্রণেতা হলেন ইব্নুল-মুফায্যাল আল্-মাক্দিসী (র) (মৃ. ৬১৬ হি.)।

৭. **'তাযাকিরাতুল হুফ্ফায'**-এর রচয়িতা হলেন ইমাম আয্-যাহাবী (র) (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮)।

৮. **'তাবাকাতুল হুফ্ফায'**-এর প্রণেতা হাফিয ইব্ন হাজার আল্-আসকালানী (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮)।

৯. **'তাবাকাতুল হুফ্ফায'**-এর রচয়িতা ইমাম আস্-সুয়ূতী (র) (মৃ. ৯১১/১৫০৫)।

১০. **'তাবাকাতুল হুফ্ফায'**-এর প্রণেতা মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল্-হাশিমী (র)।

১১. **'তাবাকাতুল হুফ্ফায'**-এর রচয়িতা তাকী উদ্দীন ইব্ন ফাহদ।[৩]

শুধু য'ঈফ রাবীগণের ওপর রচিত গ্রন্থাবলী

অনেকে আবার স্বতন্ত্রভাবে কেবল য'ঈফ রাবীগণের জীবনীর উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ বিষয়ের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. **'কিতাবুয্ যু'আফা'**-এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন ইব্নুল্ মাদীনী (র) (মৃ. ২৩৪/৮৪৯)।

২. **'কিতাবুয্ যু'আফা'**-এর রচয়িতা হলেন ইব্নুল্ বারকী (র) (মৃ. ২৪৯/৮৬৩)।

৩. **'কিতাবুয্ যু'আফা'**-এর প্রণেতা ইমাম আল্-বুখারী (র) (মৃ. ২৫৬/৮৭০)।

৪. **'কিতাবুয্ যু'আফা'**-এর রচয়িতা ইবরাহীম ইব্ন ইয়া'কূব আস্-সা'দী আল্-জাওযানী (র) (মৃ. ২৫৯/৮৭৩)।

৫. **'আয্-যু'আফা ওয়াল-মাতরূকীন'**-এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন আবূ উসমান সা'ঈদ ইব্ন আমর আল্-আযদী আল্-বারযা'ঈ (র) (মৃ. ২৯২/৯০৫)।

৬, **'আয্-যু'আফা'**-এর প্রণেতা ইমাম আবূ আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্নুল জারূদ (র) (মৃ. ২৯৯/৯১২)।

৭. আয-যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন-এর রচয়িতা ইমাম আন-নাসাঈ' (র) (মৃ. ৩০৩/৯১৫)।

৮. **'আয্-যু'আফা**-এর প্রণেতা ইমাম আবূ ইয়াহ্ইয়া যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন আব্দির্ রহমান আস্-সাজী (র) (মৃ. ৩০৭/৯১৯)।

৯. **'আয্-যু'আফা**-এর রচয়িতা আবূ বাশার মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন হাম্মাদ আদ্-দাওলাবী (র) (মৃ. ৩১০/৯২৩)।

১০. **'কিতাবুয্ যু'আফা'**-এর প্রণেতা আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন মূসা আল্-উকাইলী (র) (মৃ. ৩২২/৯৩৪)।

---

৩. আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫; আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

www.pathagar.com

১১. **'কিতাবুয্ যু'আফা'**-এর রচয়িতা আবূ না'ঈম আব্দুল্ মালিক ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আদী আল্-জুরজানী (র) (মৃ. ৩২৩/৯৩৫)।

১২. **'আয্-যু'আফা'**-এর প্রণেতা মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন তামীম আল্-মাগরিবী আল্-আফরীকী (র) (মৃ. ৩৩৩/৯৪৫)।

১৩. **'কিতাবুয্ যু'আফা'**-এর প্রণেতা আবূ আলী সা'ঈদ ইব্ন উসমান ইব্ন সা'ঈদ ইব্নুস্ সাকান (র) (মৃ. ৩৫৩/৯৬৪)।

১৪. **'কিতাবুল মাজরূহীন মিনাল মুহাদ্দিসীন'**-এর প্রণেতা আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন হিব্বান আত্-তামীমী আল্-বুস্তী (র) (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫)।

১৫. **'কিতাবুল কামিল ফী যু'আফা'ইর্ রিজাল'**-এর রচয়িতা আবূ আহ্মাদ আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আদী ইব্ন আব্দিল্লাহ (র) (মৃ. ৩৬৫/৯৭৫)। তিনি ইব্ন আদী নামে প্রসিদ্ধ। এটা খুবই নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এর উপরই অধিকতর নির্ভর করেছেন ।

১৬. **'কিতাবুয্ যু'আফা'**-এর রচয়িতা আবুল ফাতাহ মুহাম্মাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আবদিল্লাহ আল্-আযদী (র) (মৃ. ৩৭৪/৯৮৪)।

১৭. **'কিতাবুয্ যু'আফা' ওয়াল-মাতরূকীন'**-এর রচয়িতা আলী ইব্ন উমর ইব্ন আহ্মাদ ইব্নুল মাহদী আল্-বাগদাদী আদ্-দারা কুতনী (র) (মৃ. ৩৮৫/৯৯৫)।

১৮. **'কিতাবুয্ যু'আফা**-এর রচয়িতা আবূ হাফস উমর ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন উসমান ইব্ন আহ্মাদ আল্-বাগদাদী (র) (মৃ. ৩৮৫/৯৯৫)। ইনি ইব্ন শাহীন নামে পরিচিত।

১৯. **'কিতাবুয্ যু'আফা**-এর প্রণেতা আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ আল্-হাকিম (র) (মৃ. ৪০৫/১০১৪)।

২০. **'তাকমিলাতুল কামিল'**-এর প্রণেতা ইব্ন তাহির আল্-মাক্দিসী (র) (মৃ. ৪৪৮/১০৫৬)।

২১. **'কিতাবুয্ যু'আফা'**-এর রচয়িতা আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা ইব্ন উসমান আল্-হাযিমী (র) (মৃ. ৫৮৪/১১৮৯)।

২২. **'কিতাবুয্ যু'আফা'**-এর প্রণেতা আবূ ইয়া'কূব ইউসুফ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন ইবরাহীম আশ্-শীরাযী (র) (মৃ. ৫৮৫/১২৯০)।

২৩. **'কিতাবুয্ যু'আফা'**-এর প্রণেতা আবদুর রহমান ইব্ন আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (র) (মৃ. ৫৯৭/১২০২)। তিনি ইব্নুল জাওযী (র) নামে পরিচিত। এটা একটি বিরাট ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইমাম আয্-যাহাবী (র) এর সংক্ষেপ করেছেন, অতঃপর এর পরিশিষ্ট লিখেছেন। এছাড়া হাফিয আলা উদ্দীন মুগলতাঈ (র)-ও এর উপর একটি পরিশিষ্ট লিখেছেন।

www.pathagar.com

২৪. **'কিতাবুয্ যু'আফা'**-এর প্রণেতা ইমাম হাসান সাগানী লাহোরী (র) (মৃ ৬৫০/১২৫২)।

২৫. **'দিওয়ানুয্ যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন'**-এর প্রণেতা ইমাম আয্-যাহাবী (র)।

২৬. **যাইল দিওয়ানুয্ যু'আফা'**-এর প্রণেতাও ইমাম আয্-যাহাবী (র) (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮)।

২৭. **'আল্-মুগনী'**-এ গ্রন্থের প্রণেতাও ইমাম আয্-যাহাবী (র)।

২৮. **'মীযানুল ই'তিদাল'**-এ গ্রন্থের রচয়িতাও ইমাম আয্-যাহাবী (র)।

২৯. **'আয্-যু'আফা ওয়াল মার্তরূকীন'**-এর প্রণেতা আলী ইব্ন 'উসমান ইব্ন ইবরাহীম (র) (মৃ. ৬৮৩/১২৮৪)। তিনি ইব্ন তুরকমান নামে পরিচিত।

৩০. **আয্-যু'আফা**-এর প্রণেতা হলেন ইসমা'ঈল ইব্ন আমর ইব্ন কাসীর (র) (মৃ. ৭৭৪/১৩৭৩)।

৩১. **'যাইল মীযানিল ই'তিদাল'**-এ গ্রন্থের রচয়িতা আল্লামা ইরাকী আব্দুর্ রহীম ইব্ন আবূ বকর (র) (মৃ. ৮০৬/১৪০৪)।

৩২. **'লিসানুল মীযান'**-এর প্রণেতা হাফিয ইব্ন হাজার আল্-আস্কালানী (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮)।

৩৩. **'তাকবীমুল লিসান ফিয্-যু'আফা'**-এর প্রণেতা কাসিম ইব্ন কুতলুবগা (র) (মৃ. ৮৮৯/১৪৮৪)।

৩৪. **'ফুযূলুল লিসান'**-এ গ্রন্থের প্রণেতাও কাসিম ইব্ন কুতলুবগা (র)।[৪]

মুদাল্লিস ও মুরসিল রাবীগণের জীবনী সম্বলিত গ্রন্থাবলী

শুধু মুদাল্লিস ও মুরসিল রাবীগণের জীবনী আলোচনা করেও অনেকে পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ বিষয়ে সর্ব প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম আশ্-শাফি'ঈ (র)-এর ছাত্র হুসাইন ইব্ন আলী ইব্ন ইয়াযীদ আল্-কারাবাসী (র) (মৃ. ২৪৮/৮৬২)। তারপর ইমাম আন্-নাসা'ঈ (র) এবং দারা কুতনী (র) লিখেছেন। ইমাম আলা'ঈ (র)-ও এ বিষয়ের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের নাম **'জামি'উত তাহ্সীল'**। হাফিয আল্-ইরাকী (র) এর পাদটীকা লিখেছেন। অতঃপর তাঁর পুত্র ওয়ালীউদ্দীন ইরাকী, আলা'ঈ (র)-ও তাঁর পিতার গ্রন্থকে একত্র করে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম আয্-যাহাবী (র) লিখেছেন পদ্যাকারে। তাঁর ছাত্র আহ্মাদ ইব্ন ইবরাহীম আল্-মাকদিসী আলা'ঈ (র)-এর গ্রন্থ থেকে আরও কিছু নাম সংগ্রহ করে এর পরিশিষ্ট লিখেছেন।

খতীব আল্-বাগদাদী (র) (মৃ. ৪৬৩/১০৭০)-এ বিষয়ের ওপর তিনটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো মুদাল্লিস রাবীগণের নাম সম্বলিত। এ

৪. ফালাতা, ৩য় খ., (প্রাগুক্ত) পৃ. ৩৮৩-৪৪৪।

www.pathagar.com

গ্রন্থটির নাম **'আত্-তাব'ঈন লি আসমা'ইল মুদাল্লিসীন'** এবং অপর দু'টি হলো তাদ্লীস সংক্রান্ত। এ বিষয়ের উপর আরও যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন ঃ

ইব্নুল হালাবী। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম **'আত্-তাব'ঈন লি আসমা'ইল মুদাল্লিসীন'**। এ বিষয়ে হাফিয ইব্ন হাজার (র) রচিত গ্রন্থের নাম হলো **'তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন'**। এতে ১৫২ জন মুদাল্লিস রাবীর নাম সন্নিবেশিত হয়েছে। ইমাম আস্-সুয়ূতী (র) (মৃ. ৯১১/১৫০৫)-ও এর উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৫]

শুধু মুরসিল রাবীগণের জীবনীর ওপর স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থ রচনা করেছেন ইব্ন আবী হাতিম আর্-রাযী (র) (মৃ. ৩২৭/৯৩৯)। তাঁর গ্রন্থের নাম **'আল্-মারাসীলু লি ইব্ন আবী হাতিম'**। এ বিষয়ের উপর খতীব আল্-বাগদাদী (র)-ও একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেটির নাম হলো **'কিতাবুত্ তাফ্সীল লি মুবহামিল মারাসীল'**। ইমাম আবূ দাউদ (র) রচিত গ্রন্থের নাম হলো **'আল্-মারাসীলু লি আবী দাউদ'** এবং ইমাম 'আলা'ঈ (র) রচিত গ্রন্থের নাম **'জামি'উত্ তাহ্সীল আহ্কামুল মারাসীল লিল 'আলা'ঈ'**।[৬]

রাবীগণের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী

রাবী যে শায়খের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণের দাবি করছেন, তিনি তাঁর যুগ পেয়েছিলেন কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য অনেকে শুধু রাবীগণের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. এ বিষয়ের ওপর সর্ব প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন হাফিয আবূ সুলায়মান মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্। তিনি প্রথম হিজরী সন থেকে ৩৩৮ হি. সন পর্যন্ত সনক্রম হিসেবে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে তিনি কোন্ কোন্ সনে কোন্ কোন্ রাবী বা শায়খ ইন্তিকাল করেছেন, তা উল্লেখ করেছেন। হাফিয আবূ মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দিল-আযীয আল্-কাত্তানী (র) (মৃ. ৪৬৬/১০৭৪) এর একটি পরিশিষ্ট লিখেন। অতঃপর হিবাতুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মাদ আল্-আকফানী (র) আল্-কাত্তানী (র)-এর কিতাবের পরিশিষ্ট লিখেন এবং ৪৮৫/১০৮৩ সন পর্যন্ত পৌছেন। আল্-আকফানী (র)-এর এ কিতাবের পরিশিষ্ট লিখেন আলী ইব্ন মুফায্যাল আল্-মাকদিসী (র) (মৃ. ৬১১/১২১৬)। এতে তিনি ৫৮১/১১৮৫ সন পর্যন্ত মৃত সকল শায়খ বা রাবীর নাম যোগ করেন। অতঃপর ইব্নুল্ মুফায্যাল (র)-এর এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট লিখেন হাফিয আব্দুল আযীম আল্-মুনযিরী (র) (মৃ.৬৫৬/১২৫৮)। এর নাম **'আত্-তাকমিলাহ্'** আল-মুনযিরী (র)-এর এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট লিখেন তাঁর ছাত্র ইয্যুদ্দীন আহ্মাদ ইব্ন

৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪; আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬-১৫৭; মাহমূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪।

৬. মাহমূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩, ৮৫।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ (র)। এতে তিনি ৬৭৪/১২৭৫ সন পর্যন্ত পৌছেন। অতঃপর উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট লিখেন আহ্মাদ ইব্ন আইবাক আদ্-দিমইয়াতী (র) (মৃ. ৭০৫ হি.)। তিনি ৭৪৯/১৩৪৮ সন পর্যন্ত সকল হাদীস বর্ণনাকারীর নাম এর সাথে যোগ করেন। আল্-আইবাক (র)-এর গ্রন্থের পরিশিষ্ট লিখেন হাফিয আল্-ইরাকী (মৃ. ৮০৬/১৪০৩)। তিনি তাঁর যুগ পর্যন্ত সকল রাবীর নাম এর সাথে যোগ করেন।

২. বারযালী ঃ আবুল্ কাসিম মুহাম্মাদ আদ্-দিমাশকী (র) (মৃ. ৭৩৮/১৩৩৬)। এর পরিশিষ্ট লিখেন তাকী উদ্দীন রাফি' (র)। এতে তিনি ৭৭৪/১৩৭৩ সন পর্যন্ত পৌছেন। তাকী উদ্দীন (র) রচিত গ্রন্থের পরিশিষ্ট লিখেন অপর এক তাকী উদ্দীন ইব্ন হাজার (র)।

৩. মুবারক ইব্ন আহ্মাদ আল্-আনসারী (র)-ও এ বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের নাম **'ওয়াফায়াতুশ্ শুয়ূখ'**।

৪. ইবরাহীম ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-হাবাল (র) (মৃ ৪৮২/১২৩৬) এ বিষয়ের ওপর যে গ্রন্থ লিখেছেন, তার নাম **কিতাবুল-ওয়াফায়াত**।[৭]

৫. ইব্ন যাবার মুহাম্মাদ ইব্ন উবাইদিল্লাহ্ আর-রাব'ঈ মুহাদ্দিস আদ্-দিমাশকী (র)-ও এ বিষয়ের ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের নাম **'কিতাবুল-ওয়াফায়াত'**। এ গ্রন্থটিও সনক্রম হিসেবে লিখিত। এ গ্রন্থের উপরেও অনেকে পরিশিষ্ট লিখেছেন। যেমন আল্-কাত্তানী (র), আল্-আকফানী (র) এবং আল্-ইরাকী (র) প্রমুখ এর পাদটীকা লিখে গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।[৮]

রাবীগণের নাম, লকব ও কুনিয়াত সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী

একই নাম, লকব বা কুনিয়াতের বিভিন্ন রাবী রয়েছেন। এটা তাঁদের পরিচয়ের ক্ষেত্রে সমস্যার ব্যাপার। এতে কখনো সিকাহ্ রাবীকে গায়র সিকাহ্ এবং গায়র সিকাহ্ রাবীকে সিকাহ্ রাবী মনে করা হতে পারে। এ কারণে রিজাল শাস্ত্রের ইমামগণ যে রাবী তাঁর নামের সাথে পরিচিত, তাঁর লকব বা কুনিয়াত কি এবং যিনি তাঁর কুনিয়াত বা লকবের সাথে পরিচিত, তাঁর, নাম কি তা অনুসন্ধান করেছেন। এ ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেনঃ আলী ইব্নুল মাদিনী (র) (মৃ. ২৩৪/৮৪৯), ইমাম আন্-নাসা'ঈ (র) (মৃ. ৩০৩/৯১৫), ইব্ন হিব্বান আল্-বুস্তী (র) (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫), আল্-হাকিম নিশাপূরী (র) (মৃ ৪০৫/১০১৪), আবূ বকর শীরাজী (র), ইব্ন আবদিল বার (র) (মৃ. ৪৬৩/১০৭১), আবুল-ফযল (র) (মৃ.৪৬৭/১০৭৬), তাঁর গ্রন্থের নাম **'মুনতাহা আল-কামাল'**, ইব্নুল জাওযী (র) (মৃ. ৫৯৭/১২০২), ইমাম আয্-যাহাবী (র) (মৃ ৭৪৮/১৩৪৮), তাঁর গ্রন্থের নাম **'আল-মুকতানা'** এবং হাফিয ইব্ন হাজার আল্-

৭. আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭-১৫৮; আমীমুল ইহ্সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১১৮।
৮. মাহমূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬।

www.pathagar.com

আসকালানী (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮) প্রমুখ।[৯] এছাড়া এ বিষয়ের আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. **'কিতাবুল কুনা ওয়াল আসমা'**-এর প্রণেতা হলেন ইমাম আদ্-দাওলাবী (র)। তাঁর পুরো নাম আবুল বাশার মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ (র) (মৃ. ৩১০/৯২২)।

২. **'নুযহাতুল আলবাব'**-এ গ্রন্থের প্রণেতা হাফিয ইব্ন হাজার আল্-আসকালানী (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮)। এটি রাবীগণের লকব সম্পর্কীয় গ্রন্থ।

৩. **'আল্-আসমাউল-মুফরাদাহ্'**-এর প্রণেতা হাফিয আহ্মাদ হারূন আল্-বারদীজী।[১০]

বিশেষ বিশেষ কিতাবের রাবীগণের জীবনী সম্বলিত গ্রন্থাবলী

আবার কোন কোন মুহাদ্দিস বিশেষ বিশেষ হাদীস গ্রন্থের রাবীগণের জীবনীর উপরও গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যেমন সহীহ্ আল-বুখারীর উপর আবূ নাসর আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-কালাবাযী (মৃ. ৩৯৮/১০০১) রচিত গ্রন্থের নাম **'আসমা'উ রিজালি সহীহিল বুখারী'**। মুহাম্মাদ ইব্ন দাউদ আল্-কুরদী (র) (মৃ. ৯২৮/১৫২১)-ও সহীহুল্ বুখারীর রাবীগণের জীবনী সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেছেন।

আবুল ওয়ালীদ আল্-বাজী (র), আবূ বকর আহ্মাদ ইব্ন আলী ইস্পাহানী (র) এবং ইব্ন মানজুওয়ায়হ্ (র) (মৃ. ৪২৮/১০৩৭) প্রমুখ সহীহ্ মুসলিমের রাবীগণের জীবনীর উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে আবুল ফযল মুহাম্মাদ ইব্ন তাহির (র) (মৃ. ৫০৭/১১১২) আবূ নসর (র) এবং ইব্ন মানজুওয়ায়হ্ (র)-এর গ্রন্থ দু'টিকে একত্র করে সংকলন করেন। এতে মুহাম্মাদ ইব্ন তাহির (র) কিছু কিছু নতুন বিষয়েরও অবতারণা করেছেন। সহীহুল বুখারী ও মুসলিমের রাবীগণের সম্পর্কে হিবাতুল্লাহ্ ইব্নিল হাসান আত্-তাবারী (র) (মৃ. ৪১৮/১০২৭), আল্-গাস্সানী (র) (মৃ. ৪৯৮/১১০২) **'তাকঈদুল্ মুহমাল ওয়াত তামঈযিল মুশকিল ফী রিজালিস্ সহীহাইন'** (হায়দারাবাদ, ভারত, ১৩২১ হি.), আব্দুল গনী আল্-বুহরানী (র) (মৃ. ১১৭৪ হি.)-ও **কুর্রাতুল্ আইন ফী যাবৃতি আসমা'ই রিজালিস্ সহীহাইন** (হায়দারাবাদ ঃ ১৩২৩ হি) গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন। এ বিষয়ে ইব্ন তাহির (র) এবং আল্-হাকিম (র) (মৃ. ৪০৫/১০১৪) রচিত গ্রন্থাবলীও রয়েছে।

'আল্-মু'আত্তা' গ্রন্থের রাবীগণের সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাজ্জা (র) (মৃ. ৪১৬/১০২৫) এবং হিবাতুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মাদ আল্-আক্ফানী (র) **'রিজালুল মু'আত্তা'** নামে গ্রন্থ রচনা করেছেন। আবূ আলী আল্-হুসাইন আল্-গাস্সানী **'তাস্মিয়াতু শুয়ূখি আবী দাউদ'** রচনা করেছেন (পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে)। 'মুস্নাদে আহ্মাদ' গ্রন্থের রিজালগণের সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইব্ন আলী

৯. আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

১০. মাহমূদ আত্-তাহ্হান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭-২১৮, ২২০-২২১।

www.pathagar.com

আল-হুসাইনী (র) (মৃ. ৭৬৫/১৩৬৩) **'আল্-ইকমাল আন মানফী মাসনাদি আহ্মাদ মিনার্ রিজাল'** গ্রন্থটি লিখেছেন (পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে)। ব্রোকেলম্যান গ্রন্থটির নাম এরূপ উল্লেখ করেছেন, **'আল্-ইকমালু ফী যিক্‌রি মান লাহু রিওয়ায়াত ফী মাসানিদিল ইমাম আহ্মাদ ইব্‌ন হাম্বল'**। অতঃপর নূরুদ্দীন আল্-হাইসামী (র) সে সব রিজালের উল্লেখ করেছেন যা আল্-হুসাইনী (র)-এর গ্রন্থে বাদ পড়ে গিয়েছিল।

আল্-মু'আত্তা, মুসনাদুশ্-শাফি'ঈ মুসনাদে আহ্মাদ এবং মুস্‌নাদ আবী হানীফা এ চারটি গ্রন্থের রাবীগণের সম্পর্কে আল্-হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) প্রণীত **'রিজালুল আরবা'আ'** গ্রন্থের ভিত্তিতে ইব্‌ন হাজার (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮) **'তা'জীলুল মানফা'আ বি যাওয়াইদির্ রিজালিল আইম্মাতিল্ আরবা'আ'** (হায়দারাবাদ ঃ ১৩২৪ হি) গ্রন্থটি রচনা করেছেন। 'রিজালুল মু'আত্তা মুহাম্মাদ' (মৃ. ১৮৯/৮০৫) সম্পর্কে যাইনুদ্দীন আল্-কাসিম ইব্‌ন কুত্‌লূবাগা (র) (মৃ. ৮৭৯/১৪৭৪) এবং ইমাম আত্-তাহাবী (মৃ. ৩২১/৯৩৩)-এর 'শারহু মা'আনিল্ আসার' গ্রন্থের রাবীগণের সম্পর্কে আল্-আইনী (র) (মৃ. ৮৫৫/১৪৫১) গ্রন্থ রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে সা'ঈদ আহমাদ হাসান (র) **'তানকীহুর রুওয়াত ফী আহাদীসিল মিশকাত,** (মুদ্রণ, ভারত, ১৩৩৩ হি.) গ্রন্থটি রচনা করেন।[১১] এছাড়া গ্রন্থকার আল্লামা খতীব আত্-তিবরিযী (র) স্বয়ং মিশকাতুল মাসাবীহ্ গ্রন্থের রাবীগণের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

'সুনানুল আরবা'আ' (অর্থাৎ আবূ দাউদ, নাসা'ঈ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ্) গ্রন্থের রাবীগণের জীবনী আলোচনা করেছেন আহ্মাদ ইব্‌ন আহ্মাদ আল্-কুরদী (র) (মৃ. ৭৬৩/১৩৬২)। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) রচিত 'কিতাবুল 'আসার' গ্রন্থের রাবীগণের জীবনী আলোচনা করেছেন মুহাম্মাদ আবুল ওয়াফা আল্-আফগানী (র)। ইমাম মুহাম্মাদ (র) রচিত 'কিতাবুল হাজ্জ' ও 'কিতাবুল্ আসার' গ্রন্থদ্বয়ের রাবীগণের জীবনী আলোচনা করেছেন শায়খ আব্‌দুল বারী লাখ্‌নবী (র) (মৃ. ১৯২৪ খ্রি.)।[১২]

'সিহাহ্ সিত্তাহ্'-এর রাবীগণের জীবনী একসাথে আলোচনা করেছেন আবূ মুহাম্মাদ আব্‌দুল গনী আল্-মাকদিসী (র) (মৃ. ৬০০/১২০৫)। তাঁর গ্রন্থের নাম **'আল্-কামাল'**। জামালুদ্দীন ইউসুফ আল্-মিয্‌যী (র) (মৃ. ৭৪২/১৩৪২) 'আল্-কামাল' গ্রন্থকেই সুবিন্যস্ত করে তার নাম দিয়েছেন **'তাহ্‌যীবুল কামাল ফী আসমা'ইর্ রিজাল'**। ইব্‌নুল মুলাক্কিন (র) (মৃ. ৮০৪/১৪০১) ইমাম আল্-মিয্‌যী (র)-এর 'তাহ্‌যীব' গ্রন্থের সংশোধন ও পরিবর্তন করে তার নাম দিয়েছেন **'ইক্‌মালুত্ তাহ্‌যীব'**। ইমাম আস্-সুয়ূতী (র) (মৃ. ৯১১/১৫০৫) 'তাহ্‌যীবুল্ কামাল' গ্রন্থের সাথে আরো কিছু তথ্য সংযোজন করে তার নাম রেখেছেন **'যাওয়াইদুর্ রিজাল'**

১১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

১২. আমীমুল্ ইহ্‌সান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০; আজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯-১৬০।

www.pathagar.com

'আলা তাহ্যীবিল কামাল'। ইমাম আয্-যাহাবী (র) (মৃ.৭৪৮/১৩৪৮) আল্-মিয্যী (র)-এর 'তাহ্যীব' গ্রন্থকে সংক্ষেপ করে তার নাম রেখেছেন **'আল্-কাশিফ'**। হাফিয ইব্ন হাজার (র) (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮) ইমাম আল্-মিযযী (র)-এর 'তাহ্যীব' গ্রন্থকে সংক্ষেপ করে এবং বিষয়বস্তু বাড়িয়ে তার নাম রেখেছেন **'তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব'**। অতঃপর একে সংক্ষেপ করে তার নাম রেখেছেন **'তাকরীবুত্ তাহ্যীব'**। এ উভয় গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম আয্-যাহাবী (র)-এর **'আল্-মীযান'** এবং ইব্ন হাজার (র)-এর **'আত্-তাহ্যীব'** এ বিষয়ের দু'টি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এছাড়া হাফিয আবুল মাহাসিন আদ্-দিমাশকী (র) (মৃ. ৭৬৫/১৩৬৪) এ বিষয়ে **'আত্-তাযকিরাতু ফী রিজালিল্ 'আশারাহ্'** নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে এক সাথে দশটি হাদীস গ্রন্থের রাবীগণের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[১৩]

এক কথায় আমাদের মুহাদ্দিসগণ রাবীগণের জীবনী সম্পর্কে এত অধিক সুক্ষাতিসূক্ষ পর্যালোচনা করেছেন যার নযীর দুনিয়ার কোন জাতিই পেশ করতে সক্ষম নয়। এ প্রসংগে প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ ড. স্প্রেংগার-এর উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ

"দুনিয়ায় এমন কোন জাতি ছিল না এবং এখনো নেই যারা মুসলমানদের ন্যায় 'আসমা'উর্ রিজাল'-এর মত একটি বিরাট শাস্ত্র আবিষ্কার করতে পেরেছে যা দ্বারা পাঁচ লক্ষ রাবীর জীবনী জানা যায়।"[১৪]

শী'আ সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ লিখকগণ

শী'আ সম্প্রদায়ের নিকট 'আসমা'উর্ রিজাল' সম্পর্কে নিম্নের লিখকগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হুসাইন আশ্-শুসতারী, আবূ মুহাম্মাদ আব্দিল্লাহ্ ইব্ন জীলা আল্-ওয়াফিকী (মৃ. ২১৯/৮৩৫), আবূ জা'ফর আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল্-বিরকী (মৃ. ২৭৪/৮৮৭), আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্নিল হাসান আল্-মাহারিবী (মৃ. ৩০০/৯১২), আবূ আমর মুহাম্মাদ ইব্ন উমর আল্-কিশ্শী (মৃ. ৩৪০/৯৫৯), ইব্ন বাবুওয়ায়হ্ আল্-কুম্মী (মৃ. ৩৮১/৯৯১), ইব্নুল কূফী আবুল আব্বাস আহ্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন আহ্মাদ আন্-নীজাশী আস্-সীরাফী (মৃ. ৪৫০/১০৫৬), আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ হাসান ইব্ন আব্দিল্লাহ আল্-মাম্কানী (মৃ. ১৩৫১/১৯৩২)। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম **'তান্কীহুল মাকাল ফী ইল্মির্ রিজাল'**। মুহাম্মাদ তাকী আশ্-শুস্তারী এর তা'লীকাত রচনা করেছেন। 'তানকীহুল মাকাল'-এর সূচীপত্র **'নাতীজাতু তান্কীহিল্ মাকাল'** নামে রচিত হয়েছে।[১৫]

---

১৩. আ'জমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০-১৬১।

১৪, প্রাগুক্ত।

১৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

১. পাণ্ডুলিপি

অপ্রকাশিত যেসব পাণ্ডুলিপি থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে (লিখকের নামের বর্ণনাক্রমে) ঃ

১. আব্‌দুল বাকী, মুহাম্মাদ, ড. ঃ বাংলাদেশে আরবী, ফারসী ও উর্দূতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৮০১-১৯৭১) (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ- প্র. ড. হাবিবুর্ রহমান্ চৌধুরীর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত, ১৪১৩/১৯৯৩)।

২. আল্‌-মাকদিসী, আব্‌দুল গনী ঃ কিতাবুল 'ইল্‌ম (দিমাশ্‌ক ঃ আল্‌-মাকতাবাতুয্‌ যাহিরিয়াহ, তা. বি.)।

৩. ইব্‌নুল্‌ জাওযী, আব্‌দুর্‌ রহমান ইব্‌ন 'আলী ঃ আল্‌-মাওদূ'আত (মদীনাঃ আল্‌-মাকতাবাতুস্‌ সালাফিয়াহ্‌, ১৩৮৬/১৯৬৬)।

৪. ইব্‌ন হাযাম, আলী ইব্‌ন আহমাদ ঃ আসামা'উস্‌ সাহাবা আর্‌-রিওয়ায়াত (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাতে সংরক্ষিত, তা. বি.)।

২. প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

প্রকাশিত যে সব গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে ঃ

ক. আরবী

১. ঃ আল্‌-কুর'আনুল্‌ কারীম।

২. আব্‌দুল 'আযীয, শাহ্‌ ঃ আত্‌-তুহ্‌ফাতুল ইস্‌না 'আশারিয়্যাহ্‌ (সৌদী আরব, ১৪০৪/১৯৮৪)।

৩. আব্‌দুল ফাত্তাহ্‌, আবূ গুদ্দাহ্‌ ঃ লামহাতু মিন তারীখিস্‌-সুন্নাতিল, মুশাররাফা (তা. বি.)।

৪. আব্‌দুল্‌ বাকী, মুহাম্মাদ, ফুওয়াদ ঃ আল্‌-মু'জামুল্‌ মুফাহ্‌রাস লি-আল্‌ফাযিল্‌ কুরআনিল কারীম (কায়রো, দারুল হাদীস, ১৪১১/১৯৯১)।

www.pathagar.com

৫. আব্দুস্ সামাদ, আবূ বকর, ড. : আল্-ওয়ায্'উ ওয়াল্ ওয়ায্যা'উন (আল্-মাদীনাতু মুনাওয়ারা, দারুল্-বুখারী, ১৪১০/১৯৯০)।

৬. আবূ দাউদ, আস্-সিজিস্তানী সুলায়মান ইব্নিল আশ'আস্ : সুনানু আবী দাউদ (বৈরুত, দারুল্ জিনান, ১৪০৮/১৯৮৮)।

৭. আবূ যাহ্ব, মুহাম্মাদ : আল্-হাদীস ওয়াল্ মুহাদ্দিসূন (বৈরুত, দারুল্ কুতুবিল আরাবী, ১৪০৪/১৯৮৪)।

৮. আবূ শাহ্বাহ্, মুহাম্মাদ : আল্-ইস্রা'ঈলিয়াত (আল্-হাই'আতুল্-'আম্মাহ্ লি শুউনিল্-মুতাবি'ইল্-আমীরিয়্যাহ্, ১৩৯৩/১৯৭৩)।

৯. আল্-আইনী, বদরুদ্দীন : 'উমদাতুল-কারী (বৈরুত, দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা. বি.)।

১০. আল্-'আজালূনী, ইসমা'ঈল ইব্ন মুহাম্মাদ : কাশফুল-খাফা মিসর, মাকতাবাতুল-কাদসী, ১৩৫১/ ১৯৩৩)।

১১. আল্-আন্দীজানী, কাসিম, আস্-সাইয়িদ : আল্-মিসবাহ্ ফী 'উলূমিল হাদীস (মাত্বা'তুল-মাদানী, তা. বি.)।

১২. আল্-'আমিদী, 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ : আল্-ইহ্কাম ফী উসূলিল আহ্কাম (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৪/১৯৮৪)।

১৩. আল্-আ'যমী, মুস্তাফা : দিরাসাতু ফিল-হাদীসিন্ নাবাবী, (বৈরুত, তা. বি.)।

১৪. আল্ আয্হারী, মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ : তাহ্যীবুল্ লুগাহ্ (মিসর, দারুল মিস্রিয়াহ্, তা. বি.)।

১৫. আল্-আল্বানী, মুহাম্মাদ, নাসিরুদ্দীন : সিলসিলাতুল-আহাদীসিয্-য'ঈফাহ্ ওয়াল্-মাওদূ'আহ্ (বৈরুত, আল্-মাক্তাবুল ইসলামী, ১৩৯৮/১৯৭৮)।

১৬. : য'ঈফুল্-জামি' (দিমাশক, আল্-মাক্তাবুল ইসলাম, তা. বি.)।

১৭. আল্-আশ'আরী, আবুল হাসান : মাকালাতুল ইসলামিঈন (কায়রো, মাকতাবাতুন্ নাহ্দাতিল মিসরিয়্যাহ্, তা. বি.)।

www.pathagar.com

১৮. আল্-ইস্পাহানী, আবূ না'ঈম ঃ হুলইয়াতুল আওলিয়া (মিসর, ১৩৫০/১৯৩২)।

১৯. আল্-ইস্পাহানী, আবুল-ফারাজ ঃ আল্-'আগানী (কায়রো, দারুল কুতুবিল্-মিসরিয়্যাহ্, ১৩৫৪/১৯৩৬)।

২০. আল্-ইয়ামানী, ইয়াহ্ইয়া আল্-'আমিরী ঃ আর-রিয়াদুল মুস্তাতাবাহ্ (হিন্দুস্তান, ১৩১৩/১৮৯৬)।

২১. আল্-'উকাইলী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আমর, আবূ জা'ফর ঃ আয্-যু'আফা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল 'ইল্মিয়্যাহ, ১৪০৪/১৯৮৪)।

২২. আল্-'উমরী, আক্রাম যিয়া, ড. ঃ বাহ্সুন ফী তারিখিস্ সুন্নাতিল মুশার্রাফা, তা. বি.)

২৩. আল্-উসমানী, যাফার আহ্মাদ ঃ ই'লা'উস্ সুনান (করাচী, তা. বি.)।

২৪. আল্ উস্মানী, শাব্বির আহ্মাদ ঃ ফাত্হুল্ মুগীস (করাচী, মাক্তাবাতুল্ হিজাজ, ১৩৮৫/১৯৬৬)।

২৫. আল্-কান্ধলুবী, মুহাম্মাদ ইউসুফ ঃ হায়াতুস্ সাহাবা (দিমাশ্ক, দারুল কালাম, ১৪০৩/১৯৮৩)।

২৬. আল্-কাযবীনী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ ঃ সুনান্ ইব্ন মাজাহ্ (করাচী, কাদিমী কুতুবখানা, তা. বি.)।

২৭. আল্-কারামী ঃ আল্-ফাওয়াইদুল-মাওযূ'আহ্ (বৈরুত, দারুল আরাবিয়্যাহ, ১৩৯৭/১৯৭৮)।

২৮. আল্-কারী, মুল্লা 'আলী ঃ আল্-আস্রারুল মারফূ'আহ্ (বৈরুত, দারুল কালাম, ১৩৯১/১৯৭১)।

২৯. ঃ আল্-মাওযূ'আতুল কাবীর (করাচী, মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, তা. বি.)।

৩০. ঃ আল্-মাস্নূ' ফী মা'রিফাতিল্ হাদীসিল মাওযূ' (করাচী, ১৪০৭/১৯৮৭)।

৩১. আল্-কাশ্মীরী, আন্ওয়ার শাহ্ ঃ ফাইযুল-বারী (দেওবন্দ, ১৪০০/১৯৮০)।

৩২. আল্-কাসিমী, মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন ঃ কাওয়াইদুত্ তাহ্দীস (বৈরুত, ১৩৯৯/১৯৭৯)।

৩৩. আল্-কিনানী, 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ঃ তানযীহুশ্ শরী'আতিল মারফূ'আহ (বৈরুত, ১৩৯৯/১৯৭৯)।

www.pathagar.com

৩৪. আল্-কুর্তবী, মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ : আল্-জামি'উ লি আহ্কামিল কুরআন (বৈরুত, দারুল কুতুবিল্ 'ইল্মিয়্যাহ, ১৩৯৭/১৯৮৮)।

৩৫. আল্-কুশাইরী, মুহাম্মাদ ইব্নুল্ হাজ্জাজ, ইমাম মুসলিম : সহীহ্ মুসলিম (বৈরুত, দারু ইহ্ইয়া'ইত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা. বি.)

৩৬. আল্-খতীব, মুহাম্মাদ আজ্জাজ, ড. : আস্-সুন্নাহ্ কাবলাত্ তাদ্বীন (মক্কাতুল্ মুকার্‌রামাহ্, ১৩৮৩/১৯৬৩)।

৩৭. আল্-খাত্তাবী, হাম্দ ইব্ন মুহাম্মাদ, আবূ সুলায়মান : মু'আলিমুস্ সুনান (মাত্বা'আতু আন্সারিস্ সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়া ১৩৬৭/১৯৪৩)।

৩৮. আল্-জাওযিয়া, ইব্ন কাইয়্যিম : আল্-মানার (কায়রো, মাতবা'আতুস্ সুন্নিয়াতিল মুহাম্মাদিয়া, তা. বি.)।

৩৯. আত্-তাবারী, মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর : তারীখুত্ তাবারী (কায়রো, দারুল মা'রিফা, তা. বি.)।

৪০. : তাহ্যীবুল আসার (কায়রো, মাতবা'আতুল মাদানী, তা. বি.)।

৪১. আত্-তাহাবী, আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ, আবূ জা'ফর : মুশকিলুল আসার (হিন্দুস্থান, দায়িরাতুল মা'আরিফ, ১৩৩৩/১৯১৫)।

৪২. আদ্-দিমাশকী, আলী ইব্ন 'আলী : শারহুল্ আকীদাতিত্ তাহাবিয়্যাহ্ (দিমাশক, মাক্তাবাতু দারিল বায়ান, ১৪০১/১৯৮১)।

৪৩. আদ্-দিহ্লবী, আব্দুল হক : আল্-মুকাদ্দামাতু লি-মিশ্কাতিল মাসাবীহ্ (দিল্লী তা. বি.)।

৪৪. আন্-নাবাবী, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শারফুদ্দীন : সহীহ্ মুসলিম বি-শারহিন্ নাবাবী, (বৈরুত, দারু ইহ্ইয়া'ইত্ তুরাসিল্ 'আরাবী, তা. বি.)।

৪৫. আন্-নাসা'ঈ, আহ্মাদ ইব্ন শু'আইব : আস্-সুনানুল কুবরা (মুম্বাই, ১৩৩৭/১৯৭২)।

৪৬. আল্-ফীরূযাবাদী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়া'কূব, মাজদুদ্দীন : আল্-কামূসুল মুহীত (আল্-মাত্বা'আতুল মিস্রিয়্যাহ, ১৩৫৪/১৯৩৫)।

৪৭. আল্-বাগদাদী, আল্-খতীব, আহ্মাদ ইব্ন 'আলী : আল্-কিফায়াহ (দারুল-কুতুবিল হাদীসাহ্, তা. বি.)।

www.pathagar.com

৪৮. ঃ আল্-জামি'উ লি আখ্লাকির্ রাবী (মিসর, দারুল কুতুব, তা. বি.)।

৪৯. আল্-বাগদাদী, ইয়া'কূত ইব্ন আব্দিল্লাহ্ ঃ মু'জামুল বুলদান (বৈরুত, দারু ইহ্ইয়া'ইত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১৩৯৯/১৯৭৯)।

৫০. আল্-বুখারী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল ঃ সহীহুল বুখারী (বৈরুত, দারুল জীল, তা. বি.)।

৫১. ঃ আত্-তারীখুল কাবীর, (হিন্দুস্তান, হায়দারাবাদ, ১৩৬১/১৯৪২)।

৫২. ঃ আত্-তারীখুস্ সাগীর (পাকিস্তান, মাক্তাবুতুল ইস্রিয়্যাহ্, তা. বি.)।

৫৩. আল্-বুস্তানী, বুতরাস ঃ দায়িরাতুল মা'আরিফ (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ্, তা. বি.)।

৫৪. আল্-মাকদিসী, মুহাম্মাদ ইব্ন তাহির ঃ আল্-জাম'উ বাইনা রিজালিস্ সহীহাইন (হিন্দুস্তান, ১৩২১/১৯০৩)।

৫৫. আল্-মাকরীযী ঃ কিতাবুল মুলূক (মিসর, দারুল কুতুব, ১৩৫৩/১৯৩৪)।

৫৬. আল্-মানাবী, আব্দুর্ রউফ ঃ ফাইযুল কাদীর (মিসর, মাত্বা'আ মুস্তাফা মুহাম্মদ, ১৩৫৭/১৯৩৮)।

৫৭. আল্-মার্গীনানী, 'আলী ইব্ন আবী বকর ঃ আল্-হিদায়াহ্ (দিল্লী, মাক্তাবায়ে রশীদিয়া, ১৪০১/১৯৮১)।

৫৮. আল্- মাস'উদী ঃ মুরূজুয্ যাহাব (মিসর, ১৩৪৬/১৯২৭)।

৫৯. আল্-মুবারকপূরী, মুহাম্মাদ আব্দুর্ রহমান ঃ তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইল্মিয়্যাহ্, ১৪১০/১৯৯০)।

৬০. আয্-যাহাবী, মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ, শামসুদ্দীন ঃ আল্-মুনতাকা (কায়রো, আল্-মাকতাবাতুস্ সালাফিয়া, তা. বি.)।

৬১. ঃ আল্-মাওকিযা (সিরিয়া, মাক্তাবাতুল্ মাত্বূ'আতিল্ ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৫/১৯৮৫)।

৬২. ঃ মীযানুল ই'তিদাল (বৈরুত, দারুল মা'রিফা, ১৩৮৩/১৯৬৩)।

www.pathagar.com

৬৩. : সিয়ারু আ'লামিন্ নুবালা (কায়রো, দারুল্ মা'আরিফ, তা. বি.)।

৬৪. : আত্-তাজ্রীদ (হায়দারাবাদ, দায়িরাতুল মা'আরিফি ইসলামিয়্যাহ্ (১৩৩৫/ ১৯১৭)।

৬৫. : দিওয়ানুয্ যু'আফা ওয়াল মাত্রূকীন (মাক্তাবতুন্ নাহ্দাতিল হাদীসাহ্, ১৩৮৭/১৯৬৭)।

৬৬. : তারীখুল্ ইসলাম (কায়রো, মাক্তাবাতুল্ কুদ্সী, তা. বি.)।

৬৭. : আল্-মুগ্নী (হালাব, মাত্বা'আতুল বালাগা, ১৩৯১/১৯৭১)।

৬৮. আয্-যিরিকলী, খাইরুদ্দীন : আল্-আ'লাম (বৈরুত, ১৩৯৯/১৯৭৯)।

৬৯. আয-যুবাইদী, মুহাম্মাদ মুরতাযা : তাজুল্ 'আরূস (বৈরুত, মান্শুরাতু দারি মাক্তাবাতিল্ হায়াত, তা. বি.)।

৭০. আশ্-শাওকানী, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী : ইরশাদুল্ ফাহুল (মাত্বা'আতু মুস্তাফা আল্-বাবী আল্-হালাবী, ১৩৫৬/১৯৩৭)।

৭১. : আল্-ফাওয়াইদুল্ মাজ্মূ'আ (মক্কাতুল্ মুকাররামা, তা. বি.)।

৭২. : আল্-বাদরুত্ তালি' বি মাহাসিনি মিন বা'দিল্ কারনিস্ সাবি' (মিসর, ১৩৪৮/১৯৩০)।

৭৩. আশ্-শাহ্রিস্তানী, মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দিল করীম : আল্-মিলালু ওয়ান্ নিহাল (বৈরুত, দারুল্ মা'রিফা, ১৩৬৫/১৯৭৫)।

৭৪. আস্-সাখাবী, মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দির্ রহমান : ফাত্হুল্ মুগীস (বৈরুত, ১৪০৩/১৯৮৩)।

৭৫. : আল্-মাকাসিদুল্ হাসানাহ্ (মিসর, দারুল আদাবিল্ আরাবী, ১৩৭৫/১৯৫৬)।

৭৬. : আত্-তিবরুল মাসবূক্ ফী যাইলিল্ মুলূক্ (মিসর, ১৩১৩/১৮৯৬)।

www.pathagar.com

৭৭. আস্-সান্'আনী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইস্মা'ঈল : তাওযীহুল আফ্কার (কায়রো, ১৩৬৬/১৯৪৭)।

৭৮. আস্-সুবকী, তাজ উদ্দীন : তাবাকাতুশ্ শাফি'ইয়্যাহ্ (মিসর, ১৩২৪/১৯০৬)।

৭৯. আস্ সুবা'ঈ, মুস্তাফা, ড. : আস্-সুন্নাহ্ ওয়া মাকানাতুহা ফিত্-তাশ্রি'ইল ইসলামী (বৈরুত, আল্-মাক্তাবুল্ ইসলাম, ১৪০২/১৯৮২)।

৮০. আস্-সুয়ূতী, আব্দুর্ রহমান ইব্ন আবী বকর, জালালুদ্দীন : তাদ্রীবুর্ রাবী (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইল্মিয়্যাহ্, ১৩৬৮/১৯৭৮)।

৮১. : আল্-মিফ্তাহুল্ জান্নাহ্ (মিসর, তা. বি.)।

৮২. : তারীখুল্ খুলাফা (ইন্ডিয়া, আশরাফী বুক ডিপো, তা. বি.)।

৮৩. : আল্-লা'আলী'উল মাস্নূ'আহ্ (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ্, ১৪০৩/১৯৮৩)।

৮৪. : তাহ্যীরুল্ খাওয়াস (বৈরুত, আল্-মাকতাবুল্ ইসলামী, ১৩৯২/১৯৭২)।

৮৫. : আল্-ইত্কান (মাতবা' মুস্তাফা হালাবী, ১৩৬০/১৯৩৫)।

৮৬. : আদ্-দুরারুল্ মুন্তাসারাহ্ (রিয়াদ, আল-মাক্তাবাতু জামি'আতিল্ মালিক সাউদ, ১৪০৩/১৯৮৩)।

৮৭. আল্-হাওত, মুহাম্মাদ ইব্ন দারবীশ : আস্না'উল্ মাতালিব (মিসর, মাত্বা'আহ্ মুস্তাফা মুহাম্মাদ, ১৩৫৫/১৯৩৬)।

৮৮. আল্-হাকিম, মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ : মা'রিফাতু 'উলূমিল্ হাদীস (বৈরুত, ১৪০৬/১৯৮৬)।

৮৯. আল্-হুসাইনী, মুহাম্মাদ আমীন : আল্-আ'ইয়ান (দিমাশক, ১৩৫৩/১৯৩৪)।

৯০. আহ্মাদ আমীন, আল্-উস্তায : ফাজরুল্ ইসলাম (বৈরুত, দারুল্ কিতাবিল আরাবী, ১৩৮৯/১৯৬৯)।

৯১. ইব্ন আব্দিল্ বার, আবূ উমার : জামি'উ বায়ানিল্ ইল্ম (মিসর, তা. বি.)।

৯২. ইব্ন আব্দ রাব্বিহী : আল্-ইক্দুল্ ফারীদ (কায়রো, লাজনাতুত্ তা'লীফ ওয়াত্ তার্জুমা, ১৩৫৯/১৯৪০)।

www.pathagar.com

৯৩. ইব্ন আবিল্ হাদীদ, ইয্-যুদ্দীন আবূ হামিদ	ঃ	নাহ্জুল্ বালাগাহ্ (মিসর, দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যা, ১৩২৯/১৯১১)।
৯৪. ইব্ন আবী হাতিম, আর্-রাযী	ঃ	কিতাবুল্ জারহি ওয়াত্ তা'দীল (বৈরুত, দারুল্ কিতাবিল্ ইল্মিয়্যাহ্, ১৩৭১/১৯৫২)।
৯৫. ইব্নুল্ আত্তার, আলাউদ্দীন	ঃ	ফাতাওয়া'উল ইমাম আন্-নাবাবী (মিসর, মাত্বা'আতুল্ ইস্তিকামাহ্, ১৩৫২/১৯৩৩)।
৯৬. ইব্নুল্ আসীর, আবুল হাসান, আলী ইব্ন মুহাম্মাদ	ঃ	উসদুল্ গাবাহ্ (বৈরুত, দারু ইহ্ইয়া'ইত্ তুরাসিল্ আরাবী, তা. বি.)।
৯৭.	ঃ	আল্-কামিল ফিত্ তারীখ (বৈরুত, দারু সাদির, ১৩৮৫/১৯৬৫)।
৯৮.	ঃ	জামি'উল উসূল (বৈরুত, দারু ইহ্ইয়া'ইত্ তুরাস, ১৪০০/১৯৮০)।
৯৯. ইব্নুল জাওযী, আব্দুর্ রহমান ইব্ন 'আলী	ঃ	আল্-মাওযূ'আত্ (করাচী, মুহাম্মাদ সা'ঈদ এন্ড সন্স, ১৩৮৬/১৯৬৬)।
১০০. ইব্নুদ্-দাবীগ, আব্দুর্ রহমান ইব্ন 'আলী	ঃ	তাম্ঈযুত্ তাইয়িবি মিনাল্ খাবীস (মিসর, মাত্বা'আহ্ সাবীহ্, ১৩৮২/১৯৬২)।
১০১. ইব্নুস্ সালাহ্, উস্মান ইব্ন আব্দির্ রহমান	ঃ	মুকদ্দিমাহ্ (পাকিস্তান, ফারুকী কুতুবখানা, ১৩৫৭/১৯৩৮)।
১০২. ইব্ন কাসীর, ইসমা'ঈল ইব্ন আমর, ইমাদুদ্দীন	ঃ	তাফসীরুল্ কুর'আনিল 'আযীম (রিয়াদ, মাক্তাবা দারুস্ সালাম ১৪১২/১৯৯২)।
১০৩.	ঃ	আল্-বা'ইসুল হাসীস (করাচী, মাদানী কুতুবখানা, ১৪০৬/১৯৮৬)।
১০৪.	ঃ	আল্-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়া (মিসর, মাত্বাতুস্ সা'আদাহ্ (তা. বি.)।
১০৫. ইব্ন কুতায়বাহ্, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম	ঃ	আল্-ইমামাহ্ ওয়াস্ সিয়াসাহ্ (কায়রো, ১৩৮৯/১৯৬৯)।
১০৬.	ঃ	'উয়ূনুল্ আখ্বার্ (মিসর, দারুল কুতুব, ১৩৩৭/১৯২৮)।

www.pathagar.com

১০৭. ঃ তা'বীলু মুখ্তালাফিল্ হাদীস (মিসর, ১৩২৬/১৯০৮)।

১০৮. ইব্ন খাল্দূন, আব্দুর্ রহ্মান ঃ আল্-মুকাদ্দিমাহ্ (বৈরুত, ১৩৯০/১৯৭১)।

১০৯. ইব্ন খাল্লিকান্, আহ্মাদ ইব্ন মাহ্মূদ ঃ ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান (কায়রো, মাক্তাবাতু নাহ্দাতিল মিস্রিয়্যাহ্, ১৩৬৭/১৯৪৮)।

১১০. ইব্ন তাইমিয়া, শায়খুল্ ইসলাম ঃ মাজমূ' ফাতাওয়া (আর্-রি'আসাতুল্ 'আম্মাহ্ লি-শু'উনিল্ হারামাইনিশ্ শারীফাইন, তা. বি.)।

১১১. ঃ মিন্হাজুস্ সুন্নাহ্ (মিসর, মাক্তাবুল্ আমীরিয়্যাহ, ১৩২১/১৯০৩)।

১১২. ঃ আহাদিসুল কিসাস্ (বৈরুত, আল্-মাক্তাবুল্ ইসলামী, ১৩৯২/১৯৭২)।

১১৩. ইব্ন তাহির, আব্দুল্ কাহির ঃ আল্-ফার্কু বাইনাল ফিরাক (বৈরুত, দারুল্ মা'রিফা, তা. বি.)।

১১৪. ইব্ন নাদীম ঃ ফিহ্রিস্ত (মিসর, তা. বি.)।

১১৫. ইব্ন বাদ্রান ঃ মুকাদ্দামাতু তাহ্যীবি তারীখি দিমাশ্ক (বৈরুত, ১৩৯৯/১৯৭৯)।

১১৬. ইব্ন মান্যূর, জামালুদ্দীন, মুহাম্মাদ ইব্ন মুক্রিম ঃ লিসানুল্ 'আরাব (বৈরুত, দারু সাদির, ১৪১০/১৯৯০)।

১১৭. ইব্ন শাকির ঃ ফাওয়াতুল্ ওয়াফায়াত (মিসর, ১২৯৯/১৮৮৬)।

১১৮. ইব্ন সা'দ, মুহাম্মাদ ঃ আত্-তাবাকাত (বৈরুত, দারু সাদির, তা. বি.)।

১১৯. ইব্ন হাজার, আহ্মাদ ইব্ন 'আলী, আল্-'আসকলানী ঃ আন্-নুয্হাহ্ (দিমাশ্ক, ১৪০০/১৯৮০)।

১২০. ঃ শারহু নুখ্বাতিল্ ফিকার (কায়রো, ১৩৫২/১৯৩৪)।

১২১. ঃ তাহ্যীবুত্ তাহ্যীব (পাকিস্তান, আব্দুত্ তাওয়াব একাডেমী, তা. বি.)।

১২২. ঃ আল্-ইসাবাহ্ (বৈরুত, ১৩২৮/১৯১০)।

www.pathagar.com

১২৩. : লিসানুল্ মীযান (লাহোর, তা. বি.)।

১২৪. : ফাত্হুল্ বারী (কায়রো, ১৪০৮/১৯৮৮)।

১২৫. : তাকরীবুত্ তাহ্যীব (বৈরুত, দারুল্ মা'রিফা, ১৩৭৬/১৯৭৫)।

১২৬. ইব্‌ন হাযম, আলী ইব্‌ন আহ্‌মাদ : আল্-ফাস্‌ল (বৈরুত, দারুল্ মা'রিফা, ১৯৭৫)।

১২৭. ইস্পাহানী, আর্-রাগিব, হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ : আল্-মুফ্‌রাদাতু ফী গারীবিল্ কুর'আন (করাচী, তা. বি.)।

১২৮. উংসিংক, এ. জে. : আল্-মু'জামুল মুফাহ্‌রাসি লি আল্‌ফাযিল হাদীসিন্ নাবাবী (লাইডেন, মাক্‌তাবাহ্ বিরীল, ১৩৫৪/১৯৩৬)।

১২৯. গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ নেই : আল্-আহাদীসুল্ কুদ্‌সিয়া (বৈরুত, ১৪০৩/১৯৮৩)।

১৩০. জারুল্লাহ্, মূসা : আল্-ওয়াশী'আতু ফী নাক্‌দি 'আকা'ইদিশ্ শী'আহ্ (আশ্-শার্‌ফ, ১৩৫৫/১৯৩৬)।

১৩১. জুব্‌রান মাস্'উদ : আর্-রা'ইদ (বৈরুত, ১৩৯৭/১৯৭৮)।

১৩২. তাকী উদ্দীন, নদবী, ড. : ইল্‌মু রিজালিল্ হাদীস (লক্ষ্ণৌ, মাত্‌বা'আতু নাদওয়াতুল্ উলামা, ১৪০৫/১৯৮৫)।

১৩৩. ফালাতা, উমর ইব্‌ন হাসান, ড. : আল্-ওয়ায্'উ ফিল্ হাদীস (দিমাশ্‌ক্ মাক্‌তাবাতুল্ গাযালী, ১৪০১/১৯৮১)।

১৩৪. মাহমূদ আত্-তাহ্‌হান, ড. : তাইসীরু মুস্‌তালাহিল্ হাদীস (লাহোর, ফারুকী কুতুবখানা, তা. বি.)।

১৩৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়া'কূব, আবূ জা'ফর : আল্-কাফী (তা. বি.)।

১৩৬. মুহাম্মাদ শফী', মুফ্‌তী : মাকামুস্ সাহাবা (আরবী অনুবাদ, ১৪০৯/১৯৮৯)।

১৩৭. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, ড. : ইমাম তাহাভী (র) জীবন ও কর্ম (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪১৮/১৯৯৮)।

১৩৮. মুহাম্মাদ হুসাইন, ড., : আত্-তাফ্‌সীর ওয়াল্ মুফাস্‌সিরূন (করাচী, ইদারাতুল্ কুরআন ওয়াল উলূম, ১৪০৬/১৯৮৭)।

www.pathagar.com

১৩৯. সাহারানপূরী, আহ্মাদ আলী : মুকাদ্দিমাতু সাহীহিল্ বুখারী, (করাচী, নূর মুহাম্মাদ আসাহ্হুল্ মাতাবি', ১৩৫৭/১৯৩৮)।

১৪০. সুব্হী আস্-সালিহ্, ড. : 'উলূমুল হাদীস (ইরান, মান্শুরাতুর্ রিদা, ১৩৬৩/১৯৪৪)।

১৪১. হাজী খলীফা, মুস্তাফা ইব্ন আব্দিল্লাহ্ : কাশ্ফুয্ যুনূন (বৈরুত, দারুল্ ফিক্র, ১৪০২/১৯৮২)।

১৪২. হাম্মাদাহ্, আব্বাস মুতাওয়াল্লী : আস্-সুন্নাতুন্ নাবাবিয়্যাহ, (বৈরুত, ১৩৮৫/১৯৬৫)।

১৪৩. হুসাইন ইব্ন ইবরাহীম, আবূ আব্দিল্লাহ্ : আল্-আবাতীল (হিন্দুস্তান, ১৪০৪/১৯৮৩)।

খ. বাংলা

১৪৪. : আল্-কুর'আনুল্ কারীম, (ঢাকা, ই. ফা. বা, ১৯৯০)।

১৪৫. আকরাম খাঁ, মোহাম্মদ, মাওলানা : মোস্তফা চরিত (ঢাকা, ঝিনুক পুস্তিকা, ১৩৭৬/১৯৭৫)।

১৪৬. আ'জমী, নূর মোহাম্মদ, মাওলানা : হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস (ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৪১২/১৯৯২)

১৪৭. : মেশকাত শরীফ-বঙ্গানুবাদ (ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৪১৪/১৯৯৩)।

১৪৮. আল্-আযহারী, 'আলা'উদ্দীন, মাওলানা : আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৪১৩/১৯৯৩)।

১৪৯. আব্দুল মাবূদ, মুহাম্মদ : আসহাবে রাসূল (ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪০৯/১৯৮৯)।

১৫০. খতীব আত্-তিব্রীযী, শেখ ওয়ালী উদ্দীন, আব্দুল্লাহ্ : ইক্মালু ফী আসমা'ইর্ রিজাল, আব্দুল্লাহ্ আল্-মাহমূদ-অনূদিত (লক্ষ্মীপুর, সাহাবা প্রকাশনী, ১৪১৪/১৯৯৪)।

১৫১. আব্দুর রহীম, মুহাম্মাদ, মাওলানা : হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকা, ই. ফা. বা. ১৪০৭/১৯৮৬)।

— ৩০

www.pathagar.com

১৫২. আমীমুল ইহ্সান, মুফ্তী, সাইয়্যিদ ঃ মীযানুল্ আখ্বার, আফ্লাতুন্ কায়ছার-অনূদিত (ঢাকা. নিউ আশ্রাফিয়া লাইব্রেরী, ১৪১৮/১৯৯৭)।

১৫৩. আহমদ শরীফ (সম্পাদিত) ঃ সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৪১২/১৯৯২)।

১৫৪. চট্টপাধ্যায়, সুনীতি কুমার, ড. ঃ ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (কলকাতা, রূপা প্রকাশনী, ১৯৮৯)।

১৫৫. দৌলতপুরী, মোহাম্মাদ শামসুল হক ঃ হাদীস শাস্ত্র পরিচিতি (ঢাকা, ই. ফা. বা. ১৪১৫/১৯৯৫)।

১৫৬. নাসিম, আব্দুস্ শহীদ ঃ সিহাহ্ সিত্তার হাদীস কুদসী (ঢাকা, ১৯৯৫)।

১৫৭. মুছলেহ্ উদ্দীন, আ, ত, ম ঃ আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা, ই. ফা. বা. ১৯৮২)।

১৫৮. মুহাম্মাদ আলী, সাইয়্যিদ ঃ শীয়া মতবাদ ও ইসলাম (ঢাকা, দারুল ইফ্তা বাংলাদেশ, ১৪০৪/১৯৮৪)।

১৫৯. মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, শেখ ঃ ইসলাম ঃ রাষ্ট্র ও সমাজ (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৪০৪/১৯৮৪)।

১৬০. মুহাম্মাদ শফী' ও আশ্রাফ 'আলী থানভী ঃ মাকামে সাহাবা ও কারামাতে সাহাবা (ঢাকা, মোহাম্মাদী লাইব্রেরী, ১৪১৩/১৯৯৩)।

১৬১. মুহাম্মাদ শফী' ঃ পবিত্র আল্-কুর'আনুল্ কারীম, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর, মুহিউদ্দীন খান- অনূদিত (মদীনা, বাদশাহ্ ফাহ্দ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩/১৯৯৩)।

১৬২. সম্পাদনা পরিষদ ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খ., (ঢাকা, ই. ফা. বা. ১৪০৭/১৯৮৬)।

১৬৩. ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ২২শ খ., (ঢাকা, ই. ফা. বা. ১৪১৭/১৯৯৬)।

১৬৪. ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৫শ খ., (ঢাকা, ই. ফা. বা. ১৪১৭/১৯৯৬)।

১৬৫. সিরাজুল ইসলাম, এ. এম. এম. ঃ ইসলামী শরীয়াহ্ ও সুন্নাহ্ (ঢাকা, ই. ফা. বা. ১৪০৯/১৯৮৯)।

www.pathagar.com

(গ) ইংরেজী

১৬৬. Bosworth smith. Reverend ঃ Mohammad and Mohammadanism (1889).

১৬৭. DEV, A. T. ঃ Student Favourite. Dictionary (Bogra, 1972).

১৬৮. Hans wehr ঃ A Dictionary of Modern Written Arabic (London, 1974).

১৬৯. Morrts. S. Seale ঃ Muslim Theology (London, 1964).

১৭০. Muhammad Ishaq. Dr. ঃ India's contribution to the study of Hadith Literature (Dhaka, 1976).

১৭১. Tritton. A. S. ঃ The Arab kingdom and it's fall (Bairut, 1963).

১৭২. Well hausen. J. ঃ Muslim Theology (London, 1947)

(ঘ) উর্দূ

১৭৩. আমীমুল্ ইহ্সান, মুফতী, সাইয়িদ ঃ তারীখে ইল্মে হাদীস (ঢাকা, মুফতী মানযিল, ১৪০০/১৯৮০)।

১৭৪. আয্-যাহাবী, মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ ঃ তাযকিরাতুল্ হুফ্ফায (লাহোর, ইসলামিক পাবলিশিং হাউজ, ১৪০১/১৯৮১)।

১৭৫. আল্-মাওদূদী, আবুল আ'লা, সাইয়িদ ঃ খিলাফাত ওয়া মুলূকিয়াত (দিল্লী, মারকাযী মাকাতাবাহ্ ইসলামী, ১৪০৮/১৯৮৮)।

১৭৬. ঃ তাফ্হীমাত (লাহোর, ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিঃ, ১৪০৩/১৯৮৩)।

১৭৭. আল্-মুনজিদ সম্পাদনা পরিষদ ঃ আল্-মুনজিদ, আরবী-উর্দূ অভিধান (করাচী, ১৩৯০/১৯৭৪)।

১৭৮. আসীর আদরাবী ঃ ফান্নু আসমা'উর্ রিজাল (দেওবন্দ, দারুল্ মু'আল্লিফীন, ১৪০৮/১৯৮৮)।

১৭৯. গীলানী, মানাযির আহ্সান ঃ তদ্বীনে হাদীস (সাহারানপুর, মাক্তাবা থানবী, দেওবন্দ, ১৪০৩/১৯৮৩)।

www.pathagar.com

১৮০. শিবলী নু'মানী ও সুলায়মান নাদাবী, ঃ সীরাতুন্ নবী (করাচী, দারুল ইশা'আত, ১৪০৪/১৯৮৪)।

১৮১. সিদ্দীকী, মুহাম্মাদ সা'আদ ঃ 'ইল্‌মে হাদীস আওর পাকিস্তান মেঁ উসকী খেদমত (লাহোর, কায়িদ-ই আ'যম লাইব্রেরী, ১৪০৮/১৯৮৮)।

১৮২. ঃ ইস্‌তিলাহাতে হাদীস (লাহোর, কায়িদ-ই আ'যম লাইব্রেরী, ১৪০৯/১৯৮৯)।

১৮৩. মুহাম্মাদ রিদওয়ানুল হক ও খালিদ সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী ঃ তারীখে আলামে ইসলামী (ঢাকা রিদওয়ানিয়া লাইব্রেরী, ১৩৭৮/১৯৭৭)।

১৮৪. হাক্কানী, আব্‌দুল্ কাইয়ুম ঃ ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (দেওবন্দ, মাক্‌তাবাতুর্ রিয়াদ, তা. বি.)।

১৮৫. হারীরী, গোলাম আহ্‌মাদ ঃ তারীখ তাফসীর ওয়া মুফাস্‌সিরীন (নতুন দিল্লী, তাজ কোম্পানী, ১৪০৫/১৯৮৫)।

৩. পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী

১৮৬. আব্‌দুল মান্নান তালিব (সম্পাদিত) ঃ মাসিক পৃথিবী, ১০ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, (ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, মার্চ-১৯৯১)।

১৮৭. আন্-নাদাবী, আব্‌দুল খালিক (সম্পাদিত) ঃ আল্-বা'সুল ইসলামী, মাসিক ম্যাগাজিন, ৩য় সংখ্যা, ৩৮শ খ., (লক্ষ্ণৌ, নাদ্‌ওয়াতুল উলামা, এপ্রিল-মে, ১৯৯৩)।

১৮৮. 'আলী মুহাম্মাদ নাসার, ড. (সম্পাদিত) ঃ আন্-নাহ্‌জুল হাদীস, মাসিক দাওয়াতুল হক, ৪র্থ বর্ষ, ৩৯শ সংখ্যা, (মক্কাতুল মুকাররামা, রাবিতাতুল আলামিল ইসলামী, মার্চ ১৪০৫/১৯৮৫)।

১৮৯. ওয়াকিল আহ্‌মাদ, প্রফেসর (সম্পাদিত) ঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১২শ খ., (ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ১৯৯৪)।

১৯০. চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, ড. (সম্পাদিত) ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ২২শ সংখ্যা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন, ১৯৮৫)।

ইফাবা—২০০৩-২০০৪—প্রবে/৫৫৩০ (উ)—১২৫০

www.pathagar.com

রিজাল শাস্ত্র
ও
জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত

ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন